শ্রী শ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

একমাত্র-পারমার্থিক মাসিক

শ্রীচৈতন্য-বাণী

১৭শ বর্ষ * ফাল্গুন — ১৩৮৩ * ১ম সংখ্যা

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, পল্টনবাজার, গৌহাটী

সম্পাদক

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ

প্রতিষ্ঠাতা :—

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাধ্যক্ষ পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিযতি শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজ

সম্পাদক-সঙ্ঘপতি :—

পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রমোদ পুরী মহারাজ

সহকারী সম্পাদক-সঙ্ঘ :—

১। মহোপদেশক শ্রীকৃষ্ণানন্দ দেবশর্ম্মা ভক্তিশাস্ত্রী, সম্প্রদায়বৈভবাচার্য্য।

২। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিসুহৃদ্ দামোদর মহারাজ। ৩। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিবিজ্ঞান ভারতী মহারাজ।

৪। শ্রীবিভুপদ পণ্ডা, বি-এ, বি-টি, কাব্য-ব্যাকরণ-পুরাণতীর্থ, বিদ্যানিধি।

৫। শ্রীচিন্তাহরণ পাটগিরি, বিদ্যাবিনোদ

কার্য্যাধ্যক্ষ :—

শ্রীজগমোহন ব্রহ্মচারী, ভক্তিশাস্ত্রী।

প্রকাশক ও মুদ্রাকর :—

মহোপদেশক শ্রীমঙ্গলনিলয় ব্রহ্মচারী, ভক্তিশাস্ত্রী, বিদ্যারত্ন, বি, এস্-সি

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, তৎশাখা মঠ ও প্রচারকেন্দ্রসমূহ :—

মূল মঠ :—

১। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ঈশোদ্যান, পোঃ শ্রীমায়াপুর (নদীয়া)

প্রচারকেন্দ্র ও শাখামঠ :—

২। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ৩৫, সতীশ মুখার্জ্জি রোড, কলিকাতা-২৬। ফোন : ৪৬-৫৯০০

৩। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ৮৬এ, রাসবিহারী এভিনিউ, কলিকাতা-২৬

৪। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, গোয়াড়ী বাজার, পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

৫। শ্রীশ্যামানন্দ গৌড়ীয় মঠ, পোঃ ও জেঃ মেদিনীপুর

৬। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, মথুরা রোড, পোঃ বৃন্দাবন (মথুরা)

৭। শ্রীবিনোদবাণী গৌড়ীয় মঠ, ৩২, কালীয়দহ, পোঃ বৃন্দাবন (মথুরা)

৮। শ্রীগৌড়ীয় সেবাশ্রম, মধুবন মহোলি, পোঃ কৃষ্ণনগর, জেঃ মথুরা

৯। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, দেওয়ান দেউড়ী, হায়দ্রাবাদ-২ (অন্ধ্র প্রদেশ ফোন : ৪৬০০১

১০। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, পল্টন বাজার, পোঃ গৌহাটী-৮ (আসাম) ফোন : ৭১৭০

১১। শ্রীগৌড়ীয় মঠ, পোঃ তেজপুর (আসাম)

১২। শ্রীল জগদীশ পণ্ডিতের শ্রীপাট, পোঃ যশড়া, ভায়া চাকদহ (নদীয়া)

১৩। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, পোঃ ও জিলা গোয়ালপাড়া (আসাম)

১৪। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, সেক্টর—২০বি, পোঃ চণ্ডীগড়—২০ (পাঞ্জাব) ফোন : ২৩৭৮৮

১৫। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, গ্র্যাণ্ড রোড, পোঃ পুরী (উড়িষ্যা)

১৬। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, শ্রীজগন্নাথ মন্দির, পোঃ আগরতলা (ত্রিপুরা)

১৭। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, গোকুল মহাবন, পোঃ মহাবন, জিলা—মথুরা

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের পরিচালনাধীন :—

১৮। সরভোগ শ্রীগৌড়ীয় মঠ, পোঃ চক্‌চকাবাজার, জেঃ কামরূপ (আসাম)

১৯। শ্রীগদাই গৌরাঙ্গ মঠ পোঃ বালিয়াটী, জেঃ ঢাকা (বাংলাদেশ)

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

Regd. No.—WB/SC-35

শ্রীচৈতন্য-বাণী

একমাত্র-পারমার্থিক মাসিক পত্রিকা

সপ্তদশ বর্ষ

[১৩৮৩ ফাল্গুন হইতে ১৩৮৪ মাঘ পর্য্যন্ত]

১ম—১২শ সংখ্যা

ব্রহ্ম-মাধ্ব-গৌড়ীয়াচার্য্যভাস্কর নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট পরমারাধ্য ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের অধস্তন শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠাধ্যক্ষ পরিব্রাজকাচার্য্য ওঁ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী বিষ্ণুপাদ কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত

সম্পাদক-সঙ্ঘপতি

পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রমোদ পুরী মহারাজ

সম্পাদক

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ

কলিকাতা ৩৫, সতীশ মুখার্জ্জী রোডস্থ শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠ হইতে 'শ্রীচৈতন্য-বাণী' প্রেসে মহোপদেশক শ্রীমঙ্গলনিলয় ব্রহ্মচারী বি, এস্‌-সি, ভক্তিশাস্ত্রী, বিদ্যারত্ন কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

শ্রীগৌরাব্দ ৪৯১

শ্রীচৈতন্য-বাণীর প্রবন্ধ-সূচী

সপ্তদশ বর্ষ

[১ম—১২শ সংখ্যা]

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীচৈতন্য-বাণী

"চেতোদর্পণমার্জ্জনং ভব-মহাদাবাগ্নি-নির্ব্বাপণং
শ্রেয়ঃ কৈরবচন্দ্রিকাবিতরণং বিদ্যাবধূজীবনম্।
আনন্দাম্বুধিবর্দ্ধনং প্রতিপদং পূর্ণামৃতাস্বাদনং
সর্ব্বাত্মস্নপনং পরং বিজয়তে শ্রীকৃষ্ণসংকীর্ত্তনম্॥"

১৭শ বর্ষ } শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ফাল্গুন, ১৩৮৩। { ১ম সংখ্যা
২৩ গোবিন্দ, ৪৯০ শ্রীগৌরাব্দ; ১৫ ফাল্গুন, রবিবার; ২৭ ফেব্রুয়ারী, ১৯৭৭।

সজ্জন—অপ্রমত্ত

[ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুর]

কোন বিষয়ে অতিরিক্ত অভিনিবিষ্ট বিষয়ীকে প্রমত্ত বলে। কৃষ্ণেতর বিষয়ে আকৃষ্ট হইয়া বদ্ধ জীব অনেক সময় প্রমত্ত হন, নির্বিষয়ী কোন জড়বিষয়ে প্রমত্ত হন না। একমাত্র কৃষ্ণোন্মুখ জড়ে উদাসীন ব্যক্তিই অপ্রমত্ত সজ্জন। বিষয়ীর ইন্দ্রিয়-সমূহ জড় রূপ-রসাদিতে সর্ব্বদা আবদ্ধ। তিনি সেই বিষয়ে সর্ব্বদা অনুশীলন করিতে করিতে লুব্ধ হইয়া প্রমত্ত হন। কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ ও মদ এই পাঁচটী পরিপন্থী বিষয় আসিয়া বিষয়ী বদ্ধজীবকে প্রমত্ত করায়। সজ্জন সর্ব্বদা কৃষ্ণৈকশরণ, তজ্জন্য অন্যাভিলাষী, কর্ম্মী ও জ্ঞানীর ন্যায় কদাপি প্রমত্ত হন না। কৃষ্ণসেবায় প্রমত্ত হওয়ায় তিনি বিষয়ে সম্পূর্ণভাবে অপ্রমত্ত।

কৃষ্ণ ভুলিয়া জীব অনাদি বহির্ম্মুখ হইয়া কখনও নির্ভেদ ব্রহ্মানুসন্ধান, কখনও বা চতুর্দ্দশলোকাকাঙ্ক্ষাযুক্ত ভোগময় রাজ্যে বিচরণ করেন। যে কাল পর্য্যন্ত কৃষ্ণ করুণা করিয়া জীবকে আকর্ষণ না করেন তৎকালাবধি জীব কৃষ্ণবিমুখ রুচিবিশিষ্ট হইয়া কৃষ্ণব্যতীত বিষয়ান্তরে স্ব স্ব চেষ্টা প্রদর্শন করে। কৃষ্ণের আকর্ষণ তাহার নিকট প্রবল না হওয়ায় তাহার প্রমত্ততা ছাড়ে না। জীব কখনও নানাপ্রকার মাদকদ্রব্য সেবা করিয়া হরিবিমুখ জীবনযাপন করেন এবং প্রমত্ততা বশে নস্য গ্রহণ, অহিফেন সেবন, গঞ্জিকা ও তাম্রকূট ধূম্রপান, কফি ও চা, সুরা প্রভৃতি পানে প্রমত্ত হইলে সজ্জন হইবার পথ রুদ্ধ হইয়া যায়। কখনও বা তিনি তাম্বুলবীটিকায় প্রমত্ত হইয়া কৃষ্ণ অপেক্ষা জড়বিষয়কে অধিক আদর করেন, কখনও বা প্রসাদ উপলক্ষণে তাম্বূল চর্ব্বণ করিতে করিতে বিষয়াভিনিবেশের অভিনয় দেখান। কৃষ্ণ ব্যতীত অন্য যে কোন বিষয়ের অভিনিবেশ প্রমত্ততার লক্ষণ। কখনও বা বিচার চাতুর্য্যে আপনাকে আবদ্ধ করিয়া অহংগ্রহ উপাসনায় প্রমত্ত হন।

স্থূল কথা এই যে সজ্জন কোন কৃষ্ণেতর চেষ্টায় প্রমত্ত নহেন। তিনি নিত্যকাল অপ্রমত্ত হইয়া হরিসেবা করেন।

শ্রীভক্তিবিনোদ-বাণী

ভক্তি-প্রাতিকূল্য

প্রঃ—মৎসর ব্যক্তি কি জীবের প্রতি দয়াবিশিষ্ট, বৈষ্ণবে শ্রদ্ধাবিশিষ্ট ও তৃণাদপি সুনীচ হইতে পারে?

উঃ—"যিনি পরসুখে দুঃখী, তিনি কখনই জীবে দয়া করেন না, ভগবানের প্রতিও তাঁহার সরলভাবের উদয় হয় না, বৈষ্ণবের প্রতি তাঁহার নিসর্গজনিত ঘৃণা বা বিদ্বেষ থাকে। যিনি মাৎসর্য্যশূন্য, তিনিই 'তৃণাদপি'-শ্লোকের তাৎপর্য্য অঙ্গীকার করিয়াছেন।"

—'মাৎসর্য্য', সঃ তোঃ ৪।৭

প্রঃ—কপটী কি ধার্ম্মিক হইতে পারেন?

উঃ—"কাপট্য পরিত্যাগ-পূর্ব্বক ধর্ম্ম আচরণ না করিলে ধার্ম্মিক হইতে পারে না; ধর্ম্মের ছলে পাপ আচরণ করিয়া জগদ্বঞ্চক হইয়া পড়ে।"

—'নামবলে পাপ-প্রবৃত্তি একটী নামাপরাধ', সঃ তোঃ ৮।৯

প্রঃ—ভগবদ্ভক্তের কি অন্যাভিলাষে দিনপাত করিবার সময় আছে?

উঃ—"নিজ-নিজ ঐহিক-লাভে পরিতুষ্ট থাকিয়া পরমার্থে অবহেলা এবং শুদ্ধভক্তিধর্ম্মের হানিজনক কার্য্যে দিন পাত করিবার আর অবসর নাই।"

—'সিদ্ধান্তরত্ন বা বেদান্তপাঠক', সঃ তোঃ ৯।১২

প্রঃ—শুদ্ধভক্তের প্রার্থনা কি?

উঃ—"যাহাতে তোমার পাদসেবা-সুখ-নাই।
সেই বর প্রভো, আমি কভু নাহি চাই॥" —শঃ

প্রঃ—নৈয়ায়িক ও বৈশেষিকগণের তর্ক কি ফলদায়ক নহে?

উঃ—"নৈয়ায়িক ও বৈশেষিক তার্কিকগণ যে-সমস্ত তর্ক করেন, সে-সকলই বহির্ম্মুখ বিবাদ-মাত্র। চিত্তের বল ক্ষয় ও চাঞ্চল্য বৃদ্ধি ব্যতীত আহাতে আর কোন ফল হয় না।"

—'প্রজল্প', সঃ তোঃ ১০।১০

প্রঃ—ভগবত্তত্ত্ব-বিষয়ক আলোচনায় তর্কস্পৃহা থাকা উচিত কি?

উঃ—"ভক্তিসাধক ব্যক্তিগণ যখন ভগবত্তত্ত্ব বা ভাগবত-চরিত্র আলোচনা করেন, তখন বৃথা তর্ক হইয়া না পড়ে,—এ বিষয়ে সর্ব্বদা সাবধান থাকিবেন।"

—'প্রজল্প', সঃ তোঃ ১০।১০

প্রঃ—শুষ্কতর্কে শ্রীচৈতন্যলীলা বুঝা যায় না কেন?

উঃ—"শ্রীচৈতন্যলীলা হয় গভীর সাগর।
মোচা-খোলা-রূপ তর্ক তথায় ফাঁপর॥
তর্ক করি' এ সংসার তরিতে যে চায়।
বিফল তাহার চেষ্টা, কিছুই না পায়॥"

—নঃ মাঃ, ২য় অঃ

প্রঃ—পরছিদ্রানুসন্ধান পরিত্যজ্য কেন?

উঃ—"পরদোষানুসন্ধান কেবল স্বীয় কুপ্রবৃত্তি-পরিচালনেই হইয়া থাকে; তাহা সর্ব্বতোভাবে ত্যাজ্য।"

—'প্রজল্প', সঃ তোঃ ১০।১০

প্রঃ পরচর্চ্চা ভক্তিপ্রতিকূল কেন?

উঃ—"অকারণ পরচর্চ্চা করা—অতীব ভক্তি-বিরোধী। অনেকেই আত্মপ্রতিষ্ঠা স্থাপন করিবার জন্য পরচর্চ্চা করিয়া থাকেন। কোন-কোন লোক স্বভাবতঃ অন্যের প্রতি বিদ্বেষ-পূর্ব্বক তাঁহার চরিত্র লইয়া চর্চ্চা করেন। এই সকল বিষয়ে যাঁহারা ব্যস্ত হন, তাঁহাদের চিত্ত কৃষ্ণপাদপদ্মে কখনও স্থির হইতে পারে না। পরচর্চ্চা সর্ব্বতোভাবে পরিত্যাগ করা ভক্তি-সাধকের কর্ত্তব্য। কিন্তু ভক্তি-সাধনের অনুকূল অনেক কথা আছে, তাহা পরচর্চ্চা হইলেও দোষ হয় না।" —'প্রজল্প', সঃ তোঃ ১০।১০

প্রঃ—গ্রাম্য সংবাদপত্র-পাঠ ভক্তি প্রতিকূল কি?

উঃ—"সংবাদপত্রে অনেক বৃথা গল্প থাকে। ভক্তি-সাধকগণের পক্ষে সংবাদপত্র পাঠ করা বড়ই অনিষ্টকর কার্য্য। **তবে কোন বিশুদ্ধ ভক্তের কথা** তাহাতে বর্ণিত থাকিলে তাহাই পাঠ্য হয়।"

—'প্রজল্প', সঃ তোঃ ১০।১০

প্রঃ—বহির্ম্মুখ লোকের সহিত গল্পকারী বা গ্রাম্য উপন্যাস পাঠক কি রূপানুগ ভক্ত হইতে পারেন ?

উঃ—"গ্রাম্য লোকেরা আহারাদি করিয়া প্রায়ই ধূম্র পান করিতে করিতে অন্য বহির্ম্মুখ লোকের সহিত বৃথা গল্পে প্রবৃত্ত হন। তাঁহাদের পক্ষে রূপানুগ হওয়া বড়ই কঠিন। উপন্যাস পাঠ করাও তদ্রূপ। তবে যদি শ্রীভাগবতের পুরঞ্জনোপাখ্যানের ন্যায় উপন্যাস পাওয়া যায়, তাহা পাঠ করিলে ভক্তির বাধা হয় না, বরং তাহাতে লাভ আছে।" —'প্রজল্প', সঃ তোঃ ১০।১০

প্রঃ—গৃহত্যাগী ও গৃহস্থভক্ত কি গ্রাম্য-কথা শ্রবণ-কীর্ত্তন করিতে পারেন ?

উঃ—"গৃহত্যাগী বৈষ্ণবের পক্ষে গ্রাম্য-কথা সর্ব্বতোভাবে পরিহার্য্য ; কিন্তু গৃহী-বৈষ্ণবের পক্ষে ভক্ত্যনুকূলরূপে কিয়ৎপরিমাণে স্বীকার্য্য।"

—'প্রজল্প', সঃ তোঃ ১০।১০

প্রঃ—মূল-বিধি কি ? উন্নতিকালে পূর্ব্ববিধি-নিষ্ঠা-ত্যাগপূর্ব্বক পরবিধি অবলম্বন না করিলে কি দোষ উপস্থিত হয় ?

উঃ—"কৃষ্ণ-বিস্মৃতি কখনও কর্ত্তব্য নয়—এই মূল নিষেধ হইতেই সমস্ত নিষেধ-নিয়ম হইয়াছে। এই মূল বিধিকে স্মরণ করিয়া সাধক উন্নতিকালে পূর্ব্ববিধির নিষ্ঠা ত্যাগ করিয়া পর পর বিধি অবলম্বন করিবেন। তাহা না করিলে তিনি নিয়মাগ্রহ-দোষে দূষিত হইয়া ঊর্দ্ধগতি-লাভে অশক্ত হইবেন।"

—'নিয়মাগ্রহ', সঃ তোঃ ১০।১০

প্রঃ—পত্নী ভক্তিসাধনের প্রতিকূল হইলে তৎসঙ্গ কর্ত্তব্য কি ?

উঃ—"পত্নী যদি ভক্তিসাধনের বিরুদ্ধ হন, তবে বহু যত্নের সহিত তাঁহার সঙ্গ পরিত্যাগ করা উচিত—বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীমদ্রামানুজের চরিত্র এস্থলে বিচারণীয়।"

—'জনসঙ্গ', সঃ তোঃ ১০।১১

প্রঃ—গৃহস্থের পক্ষে প্রয়োজনাতিরিক্ত অধিক অর্থ সংগ্রহ ভক্তি-প্রতিকূল কি ?

উঃ—"গৃহী সঞ্চয় ও উপার্জ্জনে অধিকার লাভ করিয়াও প্রয়োজনের অধিক অর্থ সঞ্চয় করিতে চেষ্টা করিলে তাহার ভক্তি-সাধনে ও কৃষ্ণকৃপা-লাভে ব্যাঘাত হয়।" —'অত্যাহার', সঃ তোঃ ১০।৯

প্রঃ—গৃহস্থের শোকাদিতে অভিভূত হওয়া কি ভক্তি-প্রতিকূল ?

উঃ—"গৃহীদিগের স্ত্রী-পুত্রাদি বিনষ্ট হইলে বড়ই শোক হয়, কিন্তু ভক্তি-সাধকের সেই-সেই অবস্থা ঘটনাক্রমে উপস্থিত হওয়াতে শোক অধিকক্ষণ থাকা উচিত নয়। অল্পকালের মধ্যে শোক পরিত্যাগ করিয়া কৃষ্ণানুশীলনে নিযুক্ত হওয়াই তাঁহাদের কর্ত্তব্য।"

—'তত্তৎকর্ম্মপ্রবর্ত্তন', সঃ তোঃ ১১।৬

নব বর্ষারম্ভে

[**পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজ**]

'শ্রীচৈতন্য-বাণী' কৃপাপূর্ব্বক আজ সপ্তদশবর্ষে প্রকাশিতা হইলেন। তাঁহার এই শুভ প্রাকট্যতিথিকে সর্ব্বাগ্রে আমরা বন্দনা করি।

শ্রীচৈতন্যদেব বিশ্বে শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের পরমমঙ্গলময় ঔদার্য্য-লীলারসময়বিগ্রহরূপে অবতীর্ণ হইয়া কলিহত জীবকেও যে অভূতপূর্ব্ব শ্রীভগবৎপ্রেমরস প্রদান করিয়াছিলেন তাহার তুলনা কোথাও মিলে না। জগদ্‌গুরু শ্রীরূপ-গোস্বামিপাদ তাঁহাকে 'নমো মহাবদান্যায় কৃষ্ণপ্রেম-প্রদায় তে। কৃষ্ণায় কৃষ্ণচৈতন্যনাম্নে গৌরত্বিষে নমঃ॥' বলিয়া প্রণাম করিয়াছিলেন। উক্ত প্রণামের মধ্যেই শ্রীচৈতন্যদেবের নাম-রূপ-গুণ-লীলাদি সংক্ষেপে বর্ণনা করিয়াছেন। বৈকুণ্ঠ বস্তুতে, নাম-নামীতে কোন ভেদ থাকে না। কারণ, তথায় অজ্ঞান বা মায়ার প্রবেশ নাই। সুতরাং শ্রীচৈতন্যদেব এবং তাঁহার বাণী অভেদতত্ত্ব। বরং "বাচ্যং বাচকমিত্যুদেতি ভবতো নামস্বরূপদ্বয়ং পূর্ব্বস্মাৎ পরমেব হন্ত করুণং তত্রাপি জানীমহে।

যত্তস্মিন্ বিহিতাপরাধনিবহঃ প্রাণী সমন্তাদ্ ভবে
দাস্তেনেদমুপাস্য সোঽপি হি সদানন্দাম্বুধৌ মজ্জতি॥"

[হে নাম, 'বাচ্য' অর্থাৎ বিভুচৈতন্য ও আনন্দময়-বিগ্রহ এবং 'বাচক' অর্থাৎ কৃষ্ণ, গোবিন্দ ইত্যাদি বর্ণাত্মক তোমার দুইটী স্বরূপ, কিন্তু আমরা ঐ বাচ্য-স্বরূপ হইতে বাচক-স্বরূপকে অধিক কৃপাময় বলিয়া মনে করি; কেননা, জীবসকল তোমার বাচ্যস্বরূপে কৃতাপরাধ (সেবাপরাধী) হইয়া বাচকস্বরূপ তোমার 'নাম' উচ্চারণ করিবা মাত্রই (নিরপরাধ হইয়া) ভগবৎপ্রেমসুখে নিমজ্জিত হন।]

উক্ত প্রমাণে বাচ্য অপেক্ষা বাচকের উদারতা অধিক সূচীত হয়। তদ্রূপ শ্রীচৈতন্যদেবের বাণী পরম কৃপালু। বিশ্ববাসীর ঘরে ঘরে শ্রীচৈতন্য-বাণী নিজেকে নানা ভাষায় নানা লোকের বোধসৌকর্য্যে প্রকাশিতা হইয়া বিশ্ব-কল্যাণবিধানে যে অবদান করিতেছেন, তাহার তুলনা আমরা খুঁজিয়া পাই না।

কাম ব্যক্তিগত এবং সমষ্টিগত ক্রোধ, হিংসা, শত্রুতা আবাহন করে। ইহা ব্যক্তিগত, জাতিগত বা বিশ্বগত প্রাণিসমূহের প্রাকৃত ইন্দ্রিয়তর্পণের চেষ্টা-বিশেষ। সুতরাং কাম হইতে ব্যক্তিগত, জাতিগত বা বিশ্বগত প্রাণিগণের ক্রোধহিংসাদি প্রজ্জ্বালিত হওয়ার কারণ উপস্থিত করে। শ্রীচৈতন্যবাণী প্রেমময় শ্রীভগবানের সুহিতাবতার বলিয়া জাতিবর্ণনির্ব্বিশেষে বিশ্ববাসী প্রাণিমাত্রেরই সুমঙ্গল বিস্তার করিতেছেন।

জগতে শ্রেয়ঃ এবং প্রেয়ঃ এই দুইটি মার্গই উন্নত-প্রাণী মনুষ্যগণের মধ্যে গ্রহণযোগ্য দেখা যায়। ইহার মধ্যে নিঃশ্রেয়সার্থীর সংখ্যা অতীব অল্প। অধিকাংশ লোকই প্রাকৃত ইন্দ্রিয়ের সুখলিপ্সু। তাঁহাদের রুচির অনুকূল দ্রব্য বা কথা না হইলে তাঁহারা উহার সমাদর করেন না। তাঁহাদের নিকট উত্তম বস্তু উত্তম বলিয়া ত' দূরের কথা, ভাল বলিয়াও বিবেচিত হয় না। শ্রীচৈতন্য-বাণী সর্ব্বদাই নিঃশ্রেয়ের কথা বিস্তার করিয়া থাকেন, সুতরাং নিঃশ্রেয়সার্থী ব্যক্তিগণ শ্রীচৈতন্যদেব এবং তাঁহার বাণী সমূহকে নিজ নিজ প্রাণাপেক্ষাও বাঞ্ছিত বলিয়া সমাদর করেন। অধিকারানুসারে ভোগিকুল কিছু ভাল হইলে এবং কিঞ্চিৎ নিয়ন্ত্রিত জীবন-যাপন করিতে ও শুভলাভে ইচ্ছুক হইলে বেদ-বেদাঙ্গ শাস্ত্রবিহিত কর্ম্মকাণ্ড অবলম্বন করেন। জ্ঞানি-গণ কর্ম্মের উৎপত্তিস্থল—মনুষ্যের প্রাকৃত সাত্ত্বিক, রাজসিক বা তামসিক অভিমান বিচার করতঃ এবং তত্তদভিমানবশতঃ গুণময় কর্ম্মসমূহ নশ্বর গুণময়ফল প্রসব করে বলিয়া ও আপাত ইন্দ্রিয় সুখকর হইলেও পরিণামে দুঃখ, ভয় ও শোকের কারণ হয় জানিয়া কর্ম্মমার্গ আশ্রয় করেন না। তাঁহারা গুণ-ময় ব্যাপারে বা বস্তুতে আসক্তিই বন্ধনের কারণ জানিয়া নির্গুণ নিজ চিন্ময়-স্বরূপে প্রতিষ্ঠিত হইবার নিমিত্ত প্রাকৃত বিষয়াদি এবং বিষয়-সম্বন্ধীয় সম্পর্কাদি ত্যাগ করতঃ জ্ঞানমার্গ অবলম্বন করেন এবং প্রাকৃত ব্যাপারে বিজড়িত না হইয়া মোক্ষ কামনা করেন। ইঁহাদিগকেও সুক্ষ্মবিচার করিলে নিঃশ্রেয়সার্থী বলা যাইবে না। যদিও তাঁহারা প্রাকৃত বিষয় বর্জ্জন করেন, তথাপি তাঁহাদের অপ্রাকৃত চমৎকার লীলারসময়-স্বরূপ চিদ্বিলাসপরায়ণ শ্রীকৃষ্ণপ্রেমে উদাসীনতা থাকায় নিঃশ্রেয়ঃ হইতে তফাৎ বলিয়া শুদ্ধভক্তগণ ইহাও দুর্ভাগ্যের পরিচয় বলিয়া মনে করেন। অখিল-রসামৃতমূর্ত্তি শ্রীকৃষ্ণের যাবতীয় চিল্লীল-রসাস্বাদনে সুযোগ থাকা সত্ত্বেও ভক্ত অথবা ভগবচ্চরণে অপরাধ-হেতু অথবা উদাসীনতা নিবন্ধন চিল্লীলারসাস্বাদনে বঞ্চিত থাকেন। তজ্জন্যই উহাকে দুর্ভাগ্যের পরিচয় বলা হয়। যাঁহারা প্রাকৃত-বিষয়ে ভোগের তিক্ত অভিজ্ঞতা হইতে বিষয়ের প্রতি বিদ্বেষ করতঃ বিষয়-ত্যাগের সঙ্কল্প গ্রহণ করেন, তাঁহারা মায়িক বিষয়ে বিদ্বেষহেতু ব্যতিরেকভাবে তাহাতে আবিষ্ট হইয়া পড়িতে পারেন। ফলে ভগবৎস্বরূপ, ভক্তস্বরূপ এবং ভগবদ্ধামের স্বরূপকে প্রাকৃত বা মায়িক কল্পনা করতঃ তাঁহাদিগকেও পরিত্যাগ করিয়া প্রাকৃত নিরাকার, নির্ব্বিশেষাদি ব্যাপারে অভিনিবিষ্ট হইয়া পড়েন। শ্রীভগবৎস্বরূপ এবং লীলাকেও প্রাকৃত মনে করিয়া উহা হইতে নিজেকে তফাৎ রাখিবার চেষ্টা করতঃ ভগবৎকৃপা, ভক্তকৃপা এবং ভগবদ্রসাস্বাদনে বঞ্চিত হন।

ঐকান্তিক এবং নিষ্কাম ভক্তগণের চিৎস্বরূপে শুদ্ধ চিন্ময়ী বৃত্তির বিকাশের দরুণ তাঁহারা শ্রীভগবল্লীলার রসতারতম্যানুসারে সেবক বা সেবিকারূপে শ্রীভগবানের সুখ বিধানের নিমিত্ত আত্মনিয়োগ করেন। তাঁহাদের আত্মবৃত্তি জাগরিত হওয়ায় তাঁহারা চিদিন্দ্রিয় বৃত্তিদ্বারা সর্ব্বকারণকারণ শ্রীরাধাগোবিন্দের প্রেমসেবার ইন্ধনস্বরূপ হন এবং জগদ্বাসীর প্রকৃত পরমমঙ্গল-বিধানার্থ নিজেরা আচারবান্ হইয়া লোকের মধ্যে উক্ত শিক্ষা বিস্তার করেন।

শ্রীচৈতন্যবাণী প্রেমের বাণী। প্রেমই ব্যষ্টি ও সমষ্টির মধ্যে সৌখ্য এবং একতা সংস্থাপনে একমাত্র সমর্থ। এতদ্ব্যতীত প্রাকৃত অর্থনীতি, সমাজনীতি, রাষ্ট্রনীতি বা প্রাকৃত ধর্ম্মনীতি বিশ্ববাসীর মধ্যে অথবা দেশবিশেষের কিংবা জাতিবিশেষের অথবা পরিবারবিশেষের মধ্যে শান্তি স্থাপনে সমর্থ হইবে না বলিয়া আমাদের দৃঢ়বিশ্বাস। বিশ্বে শ্রীচৈতন্যবাণীর কৃপা বিস্তারার্থ আমি তাঁহার শ্রীচরণে আজ এই শুভদিনে সকাতর প্রার্থনা জানাইতেছি—শ্রীচৈতন্যবাণী কৃপাপূর্ব্বক আমাদিগকে এবং বিশ্বের জনগণকে তাঁহার সেবায় নিয়োজিত করিয়া তাঁহার অসমোর্দ্ধ দয়ার প্রাকট্য বিধান করুন, ইহাই নববর্ষারম্ভে তচ্চরণান্তিকে আমাদের একান্ত প্রার্থনা। শ্রীচৈতন্যবাণীর সেবকগণকে এবং সমাদরকারী সজ্জনবৃন্দকে তাঁহাদের সৌভাগ্যের নিমিত্ত সশ্রদ্ধ অভিবাদন জানাইতেছি।
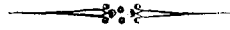
বর্ষারম্ভে সম্পাদক-সঙ্ঘের বিজ্ঞপ্তি

'শ্রীচৈতন্য-বাণী' ষোড়শবর্ষ সম্পূর্ণ করিয়া সপ্তদশ বর্ষে পদার্পণ করিলেন। আমরা গললগ্নীকৃতবাসে তাঁহার শ্রীপাদপদ্ম বন্দনা করিতেছি। গ্রন্থারম্ভে শ্রীগুরু, বৈষ্ণব ও ভগবানের শ্রীপাদপদ্ম স্মরণ-মুখে মঙ্গলাচরণ করিতে হয়। ইঁহাদের স্মরণ-প্রভাবে সকল ভক্তিবিঘ্ন বিদূরিত হইয়া অনায়াসে মনোঽভীষ্ট পরিপূরিত হয়। আমরাও তদ্রূপ যথাবিধি মঙ্গলাচরণ-পুরঃসর শ্রীপত্রিকার সেবায় প্রবৃত্ত হইতে চাহিতেছি।

"ওঁ নারায়ণং নমস্কৃত্য নরঞ্চৈব নরোত্তমম্।
দেবীং সরস্বতীং ব্যাসং ততোজয়মুদীরয়েৎ॥"

শ্রীউগ্রশ্রবা সূতগোস্বামী শ্রীমদ্ভাগবত বর্ণনপ্রারম্ভে 'যং প্রব্রজন্তং' ও 'যঃ স্বানুভাবম্' ইত্যাদি শ্লোকদ্বয়ে মুনিগণ-গুরু শ্রীব্যাসপুত্র শ্রীশুকদেব গোস্বামিপাদের শ্রীচরণ বন্দনা করিয়া শ্রীমদ্ভাগবত শাস্ত্রের অধিষ্ঠাতৃদেবতা নারায়ণ ও নরোত্তম নরঋষিনামক ভগবদবতার, পরবিদ্যাধিষ্ঠাত্রী দেবী সরস্বতী এবং মুনিবর শ্রীকৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাসকে প্রণাম করতঃ তদনন্তর 'জয়' অর্থাৎ সংসারবিজয়ী গ্রন্থ ('জয়ত্যনেন সংসারমিতি') উচ্চারণ করিবে—এইরূপ উক্তি দ্বারা গ্রন্থারম্ভে প্রবৃত্ত হইতেছেন। উদীরয়েৎ বা উচ্চারয়েৎ এই বিধিলিঙ্‌ন্ত পদ প্রয়োগদ্বারা স্বয়ং উচ্চারণপূর্ব্বক অন্যান্য পৌরাণিকগণকেও গ্রন্থোচ্চারণবিধি শিক্ষা প্রদান করিতেছেন। আমরাও গ্রন্থোচ্চারণের এই সনাতনী পদ্ধতি অবলম্বন পূর্ব্বক গ্রন্থোচ্চারণে প্রবৃত্ত হইতেছি।

কলিযুগপাবনাবতারী সঙ্কীর্ত্তনযজ্ঞ-প্রবর্ত্তক শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবের মুখ্যবাণীই নামসংকীর্ত্তন। শ্রীমন্মহাপ্রভু তাহা নিজে আচরণ করিয়া জগৎকে শিক্ষা দিতেছেন। 'নিজ নাম বিনোদিয়া গোরা' নিজনাম নিজেই উচ্চারণ করিয়া জগজ্জীবকে সেই নাম-ভজন শিক্ষা দিয়াছেন। তাঁহার শিক্ষাষ্টকের প্রথমেই শ্রীকৃষ্ণসংকীর্ত্তনের সর্ব্বোপরি জয় গান করিয়াছেন, আরও বলিতেছেন—

"ইহা হৈতে সর্ব্বসিদ্ধি হইবে সবার।"

প্রায়শঃ দেখা যায়—কেহ আচার করেন, প্রচার করেন না, কেহ বা প্রচার করেন, আচার করেন না। আচার সহিত প্রচার কার্য্যই শ্রীমন্মহাপ্রভুর অভীপ্সিত মত। এইজন্য "ভারতভূমিতে হৈল মনুষ্যজন্ম যা'র।

জন্ম সার্থক করি' কর পর-উপকার॥" এই বাক্য দ্বারা শ্রীমন্মহাপ্রভু স্বয়ং নামভজন দ্বারা অগ্রে নিজজন্ম সার্থক করতঃ তৎপর পরোপচিকীর্ষায় প্রবৃত্ত হইবার জন্য ইচ্ছা প্রকাশ করিতেছেন। "আমা প্রতি স্নেহ যদি থাকে সবাকার। কৃষ্ণ বিনা কেহ কিছু না বলিবে আর॥"—মহাপ্রভুর এই শ্রীমুখোক্তি অনুসারে সর্ব্বাগ্রে নিজে কৃষ্ণ বলিয়া মহাপ্রভুর প্রতি স্নেহ বা প্রীতির পরিচয় না দিতে পারিলে কেবল পরোপদেশে পাণ্ডিত্য প্রদর্শন দ্বারা আমরা শ্রীচৈতন্যবাণীর নিষ্কপট সেবক হইতে পারিব না। "যা'রে দেখ, তা'রে কহ কৃষ্ণ-উপদেশ। আমার আজ্ঞায় গুরু হঞা তা'র এই দেশ॥" —এই বাক্য অনুসারে প্রভুর বাক্যামৃত শিরে ধারণ পূর্ব্বক সর্ব্বক্ষণ তাঁহার দাসানুদাস হইয়া কৃষ্ণনামবিতরণরূপ তাঁহার আজ্ঞা-পালনে ব্রতী হইতে হইবে। তাহা হইলে আর তাঁহাকে (আজ্ঞাবাহককে) জড়বিষয়-তরঙ্গের ঘাত-প্রতিঘাতে বাধা প্রাপ্ত হইতে হইবে না, মহাপ্রভুর কৃপালাভে বঞ্চিত হইতে হইবে না। শ্রীমন্মহাপ্রভু সর্ব্বক্ষণ সর্ব্বত্র সকল অবস্থায়ই তাঁহাকে রক্ষা করিবেন।

'কৃষ্ণশক্তি বিনা নহে নাম-প্রবর্ত্তন।' নিষ্কপট নামাশ্রিত-ভক্ত তাঁহার শ্রীনামের আচার-প্রচারকার্য্যে প্রতিপদবিক্ষেপে কৃষ্ণকৃপাশক্তিসমৃদ্ধ হইয়া দিগ্‌দিগন্ত শ্রীনামের বিজয়বৈজয়ন্তী উড্ডীন করিতে সমর্থ হন। কৃষ্ণকে ভুলিয়া গেলেই কৃষ্ণবহির্ম্মুখ হইলেই কৃষ্ণের বহিরঙ্গা মায়াশক্তি তাঁহাকে 'জাপটিয়া' ধরিবে—সংসারাদি দুঃখ প্রদান করিবে—ত্রিতাপ জ্বালায় জ্বালাইয়া পোড়াইয়া মারিবে। কিন্তু নিষ্কপট নাম-সেবককে 'নাম' সর্ব্বদাই রক্ষা করিয়া থাকেন, মায়া তাঁহার আচার-প্রচারে কোন বাধা দিতে বা তাঁহার উপর কোন প্রকার প্রভাব বিস্তার করিতে পারে না। জীব যখন তাঁহার নিজের স্বরূপ-বিস্মৃতিরূপ ভুল বুঝিতে পারেন, তখন সত্যসত্যই অনুতপ্ত হইয়া কৃষ্ণকৃপালাভের জন্য ব্যাকুলভাবে ক্রন্দন করিতে থাকেন, তখন শরণাগতবৎসল কৃষ্ণ আর স্থির থাকিতে পারেন না, অবিলম্বে তচ্চরণাশ্রিত ভক্তজীবহৃদয়ে তদীয় (কৃষ্ণের) চিচ্ছক্তির বল সঞ্চার করিয়া দেন, তাহাতে সহসা জীবের হৃদয়দৌর্ব্বল্য দূরীভূত হইয়া যায়, মায়া আর তাহার উপর কোন প্রভাব বিস্তার করিতে পারে না—'মায়া আকর্ষণ ছাড়ে হইয়া দুর্ব্বল।'

আমারা প্রত্যক্ষ দৃষ্টান্তস্বরূপ স্বচক্ষে দেখিতেছি এবং নানাভাবে অনুভব করিতেছি—'শ্রীচৈতন্য-বাণী' পত্রিকার প্রতিষ্ঠাতা—পরম পূজনীয় শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাধ্যক্ষ আচার্য্যদেবকে শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারী—শ্রীনামব্রহ্ম সর্ব্বদাই সুমহতী কৃপাশক্তি সমৃদ্ধ করিয়া তদ্দ্বারা আসমুদ্র হিমাচল শুদ্ধনাম মহিমা প্রচার করাইতেছেন। তিনি তাঁহার ত্রিসপ্ততিতম বর্ষ বয়সেও মহোদ্যমে ভারতের সর্ব্বত্র পাঠকীর্ত্তন-বক্তৃতাদিমুখে শ্রীনামের আচার-প্রচার দ্বারা বহু ভাগ্যবন্ত জীবের চিত্তকে শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা দীক্ষায় অনুপ্রাণিত করিয়া-ছেন ও করিতেছেন। ইহা সাধারণ শক্তির কার্য্য নহে। ভারতের বহুস্থানে শুদ্ধভক্তি প্রচারকেন্দ্র মঠ-মন্দিরাদি স্থাপনপূর্ব্বক পূজ্যপাদ মহারাজ শ্রীমন্মহাপ্রভুর আচরিত ও প্রচারিত শুদ্ধভক্তিসিদ্ধান্ত প্রচার করতঃ শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গের মনোঽভীষ্ট অশেষবিশেষে পূরণ করিতেছেন। শ্রীচৈতন্যশিক্ষা—শ্রীনাম মহিমা প্রচার বিষয়ে তিনি সম্পাদক সঙ্ঘকে প্রচুর উৎসাহ প্রদান করিয়া থাকেন। আমাদের শ্রীপত্রিকার কলেবর বর্দ্ধিত করি-বার ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও কতকগুলি অনিবার্য্য কারণ-বশতঃ তাহা কার্য্যে পরিণত করিয়া উঠা যাইতেছে না।

আমরা আমাদের শ্রীপত্রিকার সারগ্রাহী গ্রাহক গ্রাহিকা পাঠক পাঠিকা সজ্জন মহোদয় ও মহোদয়া-গণকে বর্ষারম্ভে আমাদের আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন পূর্ব্বক তাঁহাদের সেবায় প্রবৃত্ত হইতেছি। তাঁহারা জয়-যুক্ত হউন—শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষায় দীক্ষায় অনুপ্রাণিত হইয়া নিজেদের ভজন সমৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে পরস্পরা-সুকথনং বিচার বৃদ্ধি করতঃ তাঁহারা শ্রীচৈতন্যবাণীর প্রচার প্রসার বিষয়ে তৎপর হইয়া আমাদিগের আনন্দ বর্দ্ধন করুন, ইহাই প্রার্থনা।

শ্রীঅদ্বৈতসপ্তমী তিথি পালন দ্বারা গৌরআনা ঠাকুর শ্রীআচার্য্যের আর্ত্তিপূর্ণ ভগবদারাধনাদর্শ, সংকীর্ত্তনপিতা

সাক্ষাৎ শ্রীবলদেবাভিন্ন নিত্যানন্দপ্রভুর আবির্ভাব-তিথি পালনদ্বারা তাঁহার শ্রীগৌরশিক্ষা 'বল কৃষ্ণ ভজ কৃষ্ণ কর কৃষ্ণ শিক্ষা' প্রচারাদর্শ, শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াবির্ভাব-তিথি পালন-দ্বারা 'শুদ্ধা সরস্বতী স্বরূপা, ভূশক্তি স্বরূপিণী, সাক্ষাৎভক্তি-স্বরূপা জগন্মাতার শুদ্ধভক্তিআচারপ্রচারাদর্শ, শ্রীনরোত্তমাদি গুরুবর্গের আবির্ভাব তিরোভাবতিথি পালন দ্বারা তাঁহাদের শ্রীগুরুগৌরাঙ্গ সেবনাদর্শ অনুসরণমুখে শ্রীব্যাসগুরুপাদপদ্মপূজা সৌভাগ্য বরণ করিতে পারিলেই আমরা সেই গুরুকৃপাপূত শুদ্ধহৃদয়ে শ্রীগৌরপাদপদ্মের শুভাবির্ভাব উপলব্ধি করিবার সৌভাগ্য লাভ করিতে পারি। শ্রীরাধাগোবিন্দমিলিততনু ফাল্গুনীপূর্ণিমার দ্বিজরাজ আমাদের হৃদয়ে উদিত হইলেই তাঁহার কৃপায় তাঁহার যুগল-স্বরূপের যুগলবিলাসানুরাগে আমাদের হৃদয়-ক্ষেত্র রঞ্জিত হইতে পারিবে। সাধক জীবের সকল মহতী আশার পূর্ত্তি শ্রীগুরুপাদপদ্মের অহৈতুকী কৃপা-সাপেক্ষ। 'গুরুকৃপা হি কেবলম্।' শ্রীগুরুপাদপদ্মের একান্ত-আনুগত্যে তাঁহার নামভজনোপদেশপালন-তৎপরতায়ই তাঁহার কৃপাপ্রাপ্তির সৌভাগ্যলাভ করা যায়। ভক্তস্তু ভজনোত্থাশ্রান্তিন্তদর্শনোত্থা কৃষ্ণকৃপা বা গুরুকৃপা। আমরা যাহাতে সকলেই সেই কৃপা লাভের অধিকারী হইতে পারি, তজ্জন্য আমাদের সকলেরই সম্মিলিত চেষ্টা প্রদর্শিত হউক। ইহাই সংকীর্ত্তন-শব্দ বাচ্য। বহুভির্মিলিত্বা যৎকীর্ত্তনং তদেব সংকীর্ত্তনম্।

শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরের শিক্ষা

[একমাত্র শ্রীকৃষ্ণনামসংকীর্ত্তনই সাধন ও তাহার 'সিদ্ধ-প্রণালী']

তৃণাদপি সুনীচেন তরোরিব সহিষ্ণুনা।
অমানিনা মানদেন কীর্ত্তনীয়ঃ সদা হরিঃ॥

হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে।
হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে॥

প্রভু কহে, কহিলাম এই মহামন্ত্র।
ইহা জপ' গিয়া সবে করিয়া নির্ব্বন্ধ॥ (বিধি)
ইহা হৈতে সর্ব্বসিদ্ধি হইবে সবার।
সর্ব্বক্ষণ বল' ইথে বিধি নাহি আর॥ (রাগ)
নাম বিনা কলিকালে নাহি আর ধর্ম্ম।
সর্ব্বমন্ত্রসার 'নাম' এই শাস্ত্র-মর্ম্ম॥
যদি আমা প্রতি স্নেহ থাকে সবাকার।
তবে কৃষ্ণ ব্যতিরিক্ত না গাইবে আর॥
সাধ্য-সাধনতত্ত্ব যে কিছু সকল।
হরিনাম-সংকীর্ত্তনে মিলিবে সকল॥

সংকীর্ত্তন হৈতে পাপ সংসার-নাশন।
চিত্তশুদ্ধি, সর্ব্বভক্তি-সাধন-উদ্গম॥
কৃষ্ণপ্রেমোদ্গম, প্রেমামৃত আস্বাদন।
কৃষ্ণপ্রাপ্তি, সেবামৃত-সমুদ্রে মজ্জন॥
যেরূপে লইলে নাম প্রেম উপজয়।
তার লক্ষণ-শ্লোক শুন স্বরূপ রাম-রায়॥
উত্তম হঞা আপনাকে মানে তৃণাধম।
দুই প্রকারে সহিষ্ণুতা করে বৃক্ষসম॥
বৃক্ষ যেন কাটিলেহ কিছু না বোলয়।
শুকাঞা মৈলেহ কারে পানী না মাগয়॥

যেই যে মাগয়ে তারে দেয় আপন-ধন।
ঘর্ম্ম-বৃষ্টি সহে, আনের করয়ে রক্ষণ॥
উত্তম হঞা বৈষ্ণব হবে নিরভিমান।
জীবে সম্মান দিবে জানি' কৃষ্ণ-অধিষ্ঠান॥
এইমত হঞা যেই কৃষ্ণনাম লয়।
শ্রীকৃষ্ণচরণে তার প্রেম উপজয়॥

হর্ষে প্রভু কহেন,—শুন স্বরূপ রাম-রায়।
নামসংকীর্ত্তন—কলৌ পরম উপায়॥
সংকীর্ত্তন-যজ্ঞে কলৌ কৃষ্ণ-আরাধন।
সেই ত' সুমেধা পায় কৃষ্ণের চরণ॥
নামসংকীর্ত্তনে হয় সর্ব্বানর্থ-নাশ।
সর্ব্বশুভোদয়, কৃষ্ণে প্রেমের উল্লাস॥

[**টীকা**—'কীর্ত্তন'—নাম-রূপ-গুণলীলাদীনামুচ্চৈর্ভাষা তু কীর্ত্তনম্। 'সংকীর্ত্তন'—নাম-রূপ-গুণলীলাদীনাং সম্যক্ কীর্ত্তনং সংকীর্ত্তনম্।

(অথবা) নাম-রূপ-গুণলীলাদীনাং বহুভির্মিলিত্বা কীর্ত্তনং সংকীর্ত্তনম্। 'জপ' শব্দের অর্থ 'হৃদুচ্চারে' (হৃদয়ের সহিত অর্থাৎ ভাবযুক্ত হইয়া উচ্চারণ)। উহা তিন প্রকার—(১) বাচিক—কীর্ত্তন, (২) উপাংশু—ওষ্ঠস্পন্দন, (৩) মানসিক—স্মরণ। 'নির্ব্বন্ধ' শব্দের অর্থ 'অভিনিবেশ'—গাঢ়মনোযোগ, নিয়ম, অভিলষিত প্রাপ্তির জন্য পুনঃ পুনঃ প্রয়াস।]

শ্রীনামকীর্ত্তনই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সাধন—

ভজনের মধ্যে শ্রেষ্ঠ নববিধা ভক্তি।
কৃষ্ণপ্রেম, কৃষ্ণ দিতে ধরে মহাশক্তি॥
তার মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ নাম-সংকীর্ত্তন।
নিরপরাধে নাম লইলে পায় প্রেমধন॥

নববিধা ভক্ত্যঙ্গের মধ্যে অষ্টবিধা 'অবলা' ভক্তি, 'সবলা' কীর্ত্তনাখ্যা-ভক্তির আশ্রয়ে সজীব হইয়া থাকে। 'যদ্যপ্যন্যা ভক্তিঃ কলৌ কর্ত্তব্যা তদা কীর্ত্তনাখ্য-ভক্তিসংযোগেনৈব। **স্বতন্ত্রমেব নামকীর্ত্তনমত্যন্তপ্রশস্তম্**।'—(ভঃ সঃ) অর্থাৎ কলিতে অন্যপ্রকার ভক্তির আচরণ করিতে হইলে তাহা কীর্ত্তনাখ্যা ভক্তি সংযোগেই করা কর্ত্তব্য। স্বতন্ত্রভাবে নামকীর্ত্তনই অত্যন্ত প্রশস্ত। 'পরমমমৃতমেকং জীবনং ভূষণং মে'।

"যেই যেই কহে সেই কহে কৃষ্ণনামে।
কৃষ্ণনাম হইল সঙ্কেত সব কামে॥"

শ্রীগুণ্ডিচামার্জ্জনলীলায় এই বাক্যে কি প্রকারে চিত্ত মার্জন করিতে হয়, ইহাই শ্রীমন্মহাপ্রভু বিশেষভাবে শিক্ষা দিয়াছেন।

'সেবোন্মুখে হি জিহ্বাদৌ স্বয়মেব স্ফুরত্যদঃ।'

সেবোন্মুখে হীতি—'ভগবৎস্বরূপ-তন্নামগ্রহণায় প্রবৃত্তে' ইত্যর্থঃ। (শ্রীচক্রবর্ত্তিপাদ) অর্থাৎ জিহ্বাদি ইন্দ্রিয় ভগবৎস্বরূপ ও তন্নাম গ্রহণার্থ প্রবৃত্ত হইলে।

শ্রীসনাতন গোস্বামী প্রভু বর্ণন করিয়াছেন—"**কৃষ্ণস্য নানাবিধ কীর্ত্তনেষু তন্নামসংকীর্ত্তনমেব মুখ্যম্। তৎপ্রেমসম্পজ্জননে স্বয়ং দ্রাক্ শক্তং ততঃ শ্রেষ্ঠতমং মতং তৎ**॥" (বৃঃ ভাঃ) তৎকৃত টীকার তাৎপর্য্য—শ্রীভগবন্নাম-সংকীর্ত্তনই পরমসেব্য বলিয়া মনে করি, এই অভিপ্রায়ে বলিতেছেন—শ্রীকৃষ্ণের নানাবিধ কীর্ত্তনের মধ্যে নামসংকীর্ত্তনই মুখ্য। অর্থাৎ বেদপুরাণাদি পাঠ, কথা, গীত ও স্তুতি ইত্যাদি ভেদে বহুপ্রকার কীর্ত্তনের মধ্যে সংকীর্ত্তনই মুখ্য। কিজন্য মুখ্য ?—শ্রীকৃষ্ণের নাম সংকীর্ত্তনের দ্বারাই অবিলম্বে শ্রীকৃষ্ণপ্রেমসম্পত্তির আবির্ভাব হয় এবং এই আবির্ভাবনে শ্রীকৃষ্ণনামসংকীর্ত্তন অন্যনিরপেক্ষভাবে প্রেমসম্পত্তি উৎপাদনে সমর্থ। অতএব ইহাই ধ্যানাদি ভক্তি-অঙ্গের মধ্যে শ্রেষ্ঠতম। সাধুগণ এইরূপ নিশ্চয় করিয়াছেন।

"নামসংকীর্ত্তনং প্রোক্তং কৃষ্ণস্য প্রেমসম্পাদি।
বলিষ্ঠং সাধনশ্রেষ্ঠং পরমাকর্ষ-মন্ত্রবৎ॥" (বৃঃ ভাঃ ২।৩)
"হরের্নাম হরের্নাম হরের্নামৈব কেবলম্।
কলৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরন্যথা॥"

হরিনামের অন্য কোন বিকল্প নাই। হরিনাম ব্যতীত নামে প্রীতি আর অন্য কোন সাধনই দিতে সমর্থ নহে।

স্পষ্ট করিয়া উচ্চারণপূর্ব্বক শ্রীনামগ্রহণই শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুর আচরিত ও প্রচারিত শ্রীনামভজন-প্রণালী। শ্রীমন্মহাপ্রভুর 'হরে কৃষ্ণ' নাম উচ্চৈঃস্বরে কীর্ত্তন-বিষয়ে শ্রীল শ্রীরূপগোস্বামিপাদ বলিয়াছেন—উচ্চৈঃস্বরে 'হরেকৃষ্ণ' নাম উচ্চারণ করিতে যাঁহার রসনা নৃত্য করিতে থাকে এবং উচ্চারিত নামের গণনার নিমিত্ত গ্রন্থীকৃত সুন্দর কটিসূত্রে যাঁহার উজ্জ্বল বামহস্ত শোভিত, যিনি বিশালনয়নযুক্ত আজানুলম্বিত বাহু, সেই শ্রীচৈতন্যদেব কি পুনরায় আমার নয়নপথের পথিক হইবেন?

নামাপরাধ হইলেও নাম পরিত্যাগ করা উচিত নহে। অবিশ্রান্ত নাম করিতে করিতে তাহা ক্রমশঃ দূরীভূত হইবে।

"নামাপরাধযুক্তানাং নামান্যেব হরন্ত্যঘম্।
অবিশ্রান্ত প্রযুক্তানি তান্যেবার্থকরাণি চ॥"
"অবিশ্রান্ত নামে নাম-অপরাধ যায়।
তাহে অপরাধ কভু স্থান নাহি পায়॥
বল কৃষ্ণ, ভজ কৃষ্ণ, গাও কৃষ্ণ-নাম।
কৃষ্ণ বিনু কেহ কিছু না ভাবিহ আন॥
কি ভোজনে কি শয়নে কিবা জাগরণে।
অহর্নিশ চিন্ত কৃষ্ণ বলহ বদনে॥
গ্রাম্যকথা না শুনিবে, গ্রাম্যবার্ত্তা না কহিবে।
ভাল না খাইবে আর ভাল না পরিবে॥
অমানী মানদ হঞা কৃষ্ণনাম সদা লবে।
ব্রজে রাধাকৃষ্ণ-সেবা মানসে করিবে॥"

কেহ কেহ স্মরণাদি-সহ নির্জ্জনভজনের পক্ষপাতী। কিন্তু স্মরণও কীর্ত্তনের অধীন। 'কীর্ত্তনস্যাধীনমেব স্মরণম্।' 'নামকীর্ত্তনাপরিত্যাগেনাপি স্মরণং কুর্য্যাৎ।'

"শ্রীদয়িতদাস, কীর্ত্তনেতে আশ,
কর উচ্চৈঃস্বরে হরিনাম রব।
কীর্ত্তন-প্রভাবে, স্মরণ হইবে,
সেকালে ভজন নির্জ্জন সম্ভব॥"

শ্রীকৃষ্ণনামাদি অনুশীলনের প্রণালী

"স্যাৎ কৃষ্ণনামচরিতাদি সিতাপ্যবিদ্যা-পিত্তোপতপ্ত-রসনস্য ন রোচিকা নু।
কিন্ত্বাদরাদনুদিনং খলু সৈব জুষ্টা স্বাদ্বী ক্রমাদ্ভবতি তদ্গদমূলহন্ত্রী॥"
—(শ্রীল শ্রীরূপগোস্বামী)

[নু (অহো) অবিদ্যা-পিত্তোপতপ্ত-রসনস্য (যাহার রসনা অবিদ্যা-পিত্তদ্বারা উত্তপ্ত অর্থাৎ যে অনাদিকাল হইতে কৃষ্ণবিমুখতা-বশতঃ অবিদ্যাগ্রস্ত, তাহার নিকট কৃষ্ণ-নাম-চরিতাদি সিতা অপি (সুমিষ্ট মিশ্রিও) রোচিকা ন স্যাৎ (রুচিপ্রদ হয় না) কিন্তু যদি আদরাৎ (আদরের সহিত অর্থাৎ শ্রদ্ধান্বিত হইয়া) অনুদিনং

(নিরন্তর) খলু সৈব (সেই কৃষ্ণনাম-চরিতাদিরূপ মিশ্রির আস্বাদন উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পায়) তদ্‌গদমূলহন্ত্রী (এবং কৃষ্ণবিমুখতারূপ জড়ভোগাদিব্যাধিও উপশম হয়)।]

"তন্নামরূপচরিতাদি সুকীর্ত্তনানুস্মৃত্যোঃ ক্রমেণ রসনামনসী নিযোজ্য।
তিষ্ঠন্ ব্রজে তদনুরাগিজনানুগামী কালং নয়েদখিলমিত্যুপদেশসারম্॥"

(শ্রীল শ্রীরূপগোস্বামী)

[ক্রমেণ (ক্রম পন্থানুসারে) রসনামনসী (কৃষ্ণ ভিন্ন অন্যরুচিপর রসনাকে এবং কৃষ্ণভিন্ন অন্য চিন্তাপর মনকে) তন্নামরূপ-চরিতাদি (সেই ব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীকৃষ্ণের নামরূপগুণ-লীলার) সুকীর্ত্তনানুস্মৃত্যোঃ (সম্যক্ কীর্ত্তনে এবং অনুক্ষণ স্মরণাদিতে) নিযোজ্য (নিযুক্ত করিয়া) তিষ্ঠন্ ব্রজে (জাতরুচিক্রমে ব্রজে বাসপূর্ব্বক) তদনুরাগি-জনানুগামী (ব্রজবাসী জনের অনুগত হইয়া) কালং নয়েৎ (নিখিল কাল যাপন করিবে) ইতি (ইহাই) অখিলং (সমস্ত) উপদেশসারম্ (উপদেশের সার)।]

শ্রীনামভজন-প্রণালী

"হরে কৃষ্ণেত্যুচ্চৈঃ স্ফুরিতরসনো নামগণনাকৃত-গ্রন্থিশ্রেণী-সুভগকটি-সূত্রোজ্জ্বলকরঃ।
বিশালাক্ষো দীর্ঘার্গলযুগলখেলাঞ্চিতভুজঃ স চৈতন্যঃ কিং মে পুনরপি দৃশোর্যাস্যতি পদম্॥"

(শ্রীল শ্রীরূপগোস্বামী)

[উচ্চৈঃ (উচ্চস্বরে) 'হরেকৃষ্ণ' ইতি (হরেকৃষ্ণ ইত্যাদি নাম অর্থাৎ মহামন্ত্র গ্রহণে) স্ফুরিত রসনঃ (যাঁহার রসনা নৃত্য-পরায়ণ) নামগণনাকৃতগ্রন্থিশ্রেণী-সুভগকটি-সূত্রোজ্জ্বল-করঃ (উচ্চারিত নাম-সমূহের সংখ্যা রক্ষণনিমিত্ত রচিত গ্রন্থিশ্রেণীতে বিভূষিত কটি-সূত্রদ্বারা যাঁহার বামহস্ত উজ্জ্বল) বিশালাক্ষ (যাঁহার নয়নদ্বয় বিশাল) এবং দীর্ঘার্গলযুগলখেলাঞ্চিতভুজঃ (যাঁহার আজানুলম্বিত ভুজযুগল সুদীর্ঘ অর্গল যুগলের বিলাস-কর্তৃক পূজিত অর্থাৎ অতিশয় রমণীয়) সঃ (সেই) চৈতন্যঃ (শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু) পুনঃ অপি (পুনঃ পুনঃ) কিং (কি) মে (আমার) দৃশোঃ পদং (নয়ন-পথ) যাস্যতি (প্রাপ্ত হইবেন) ?]

নিজত্বে গৌড়ীয়ান্ জগতি পরিগৃহ্য প্রভুরিমান্, হরেকৃষ্ণেত্যেবং গণন বিধিনা কীর্ত্তয়ত ভোঃ।
ইতিপ্রায়াং শিক্ষাং জনক ইব তেভ্যঃ পরিদিশন্ শচীসূনুঃ কিং মে নয়নশরণীং যাস্যতি পুনঃ॥"

(শ্রীল রঘুনাথদাস গোস্বামী)

[যঃ প্রভুঃ (মহাপ্রভু) জগতি (জগতে) ইমান্ (এই) গৌড়ীয়ান্ (গৌড়ীয়গণকে) নিজত্বে (নিজ-জনগণরূপে) পরিগৃহ্য (অঙ্গীকার পূর্ব্বক) তেভ্যঃ (তাঁহাদিগকে) জনকঃ ইব (জনকের ন্যায়) (ভোঃ (হে গৌড়ীয়গণ !) গণনবিধিনা (সংখ্যা সংরক্ষণপূর্ব্বক) এবং (এই প্রকারে) 'হরে কৃষ্ণ' ইতি ('হরে কৃষ্ণ' ইত্যাদিরূপ মহামন্ত্র) কীর্ত্তয়ত (কীর্ত্তন কর) ইতি প্রায়াং (এইরূপ) শিক্ষাং (শিক্ষা) পরিদিশন্ (প্রদান করিয়াছিলেন), [সেই] শচীসূনুঃ (শ্রীশচীনন্দন গৌরহরি) পুনঃ (পুনরায়) কিং (কি) মে (আমার) নয়ন-শরণীং (নয়নপথ) যাস্যতি (প্রাপ্ত হইবেন) ?]

প্রশ্ন-উত্তর

[পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিময়ূখ ভাগবত মহারাজ]

প্রঃ—শ্রীনিত্যানন্দসেবার কি ফল ?

উঃ—শাস্ত্র বলেন—(চৈঃ ভাঃ মধ্য ১২ অঃ)

নিত্যানন্দপ্রসাদে সে হয় বিষ্ণুভক্তি।
জানিহ নিত্যানন্দ কৃষ্ণের পূর্ণশক্তি॥
কৃষ্ণের দ্বিতীয় নিত্যানন্দ বই নাই।
সঙ্গী, সখা, শয়ন, ভূষণ, বন্ধু, ভাই॥
বেদের অগম্য নিত্যানন্দের চরিত।
সর্ব্বজীব-জনক রক্ষক সর্ব্ব-মিত্র॥
ইহান ব্যভার কর্ম্ম কৃষ্ণরসময়।
ইহানে সেবিলে কৃষ্ণে প্রেমভক্তি হয়॥
প্রভু বলে,—এই নিত্যানন্দ স্বরূপেরে।
যে করয়ে ভক্তি শ্রদ্ধা, সে করে আমারে॥
ইহান চরণ ব্রহ্মা-শিবেরো বন্দিত।
অতএব ইহানে করিহ সবে প্রীত॥
তিলার্দ্ধেকো ইহানে যাহার দ্বেষ রহে।
ভক্ত হইলেও সে আমার প্রিয় নহে॥
ইহান বাতাস লাগিবেক যার গায়।
তাহারেও কৃষ্ণ না ছাড়িব সর্ব্বথায়॥

গুরু-নিত্যানন্দের কৃপাতেই জীবের কৃষ্ণভক্তি হয়। গুরু-নিত্যানন্দই জীবের পিতা, পালক, রক্ষক ও বন্ধু। গুরু-নিত্যানন্দের সেবা দ্বারা কৃষ্ণ-প্রেম লাভ হয়। যে গুরু-নিত্যানন্দকে শ্রদ্ধা, ভক্তি ও প্রীতি করে সেই ব্যক্তিই কৃষ্ণকে শ্রদ্ধা, ভক্তি ও প্রীতি করিয়া থাকে। গুরু-নিত্যানন্দে কাহারও বিন্দুমাত্র অশ্রদ্ধা বা দ্বেষ থাকিলে সেই দুর্ভাগা ব্যক্তি বাহিরে ভক্ত সাজিলেও কোনদিন ভগবানের কৃপা লাভ করিতে পারে না। গুরু-নিত্যানন্দের সহিত জীবের বিন্দুমাত্র সম্পর্ক হইলেও ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ তাহাকে কোনদিন ত্যাগ ত' করেনই না, উপরন্তু আত্মসাৎ করিয়া নিজ সেবা দান করিয়া থাকেন। গুরু-নিত্যানন্দ কৃষ্ণের প্রাণাপেক্ষা প্রিয়। এই জন্যই তৎসম্পর্কিত বা তদাশ্রিত সজ্জনগণের প্রতি কৃষ্ণের এত দয়া, এত আপনজ্ঞান।

প্রঃ—শ্রীকৃষ্ণের দামবন্ধন লীলায় দুই অঙ্গুলি দড়ি কম পড়ার কারণ কি ?

উঃ—শ্রীসনাতন-টীকা- (বৈষ্ণবতোষণী) (ভাঃ ১০।৯।১৪)—ত্রিষু ভক্তি-জ্ঞান-কর্ম্মসু মধ্যে দ্বাভ্যাং জ্ঞান-কর্ম্মাভ্যাং কৃষ্ণস্য অলভ্যত্বাৎ তথা দর্শিতং।

শ্রীজীবপ্রভুকৃত ক্রমসন্দর্ভ টীকা (ভাঃ ১০।৯।১৮)—যত্রস্থিতেঽপি প্রেম্নি ভক্তৈবৈয়গ্র্যবিশেষতজ্জাত তৎকৃপা-বিশেষাভাবাং দ্বাভ্যামূনত্বেন কৃষ্ণবশীকরণং ন স্যাৎ।

'প্রেমধন, আর্ত্তি বিনা না পাই কৃষ্ণেরে'।

শ্রীবিশ্বনাথ টীকা—(ভাঃ ১০।৯।১৮) সাধননিষ্ঠা ও কৃপা এই দুইটী না থাকিলে কৃষ্ণকে পাওয়া যায় না।

ভক্তনিষ্ঠা ভজনোত্থা শ্রান্তিঃ, তদ্দর্শনোত্থা স্বনিষ্ঠা কৃপা চেতি দ্বাভ্যামেব ভগবান্ বদ্ধোভবেৎ তে দ্বে যাবন্নাভূতাং তাবদেব দ্ব্যঙ্গুলন্যূনতা আসীৎ।

এই জন্যই শাস্ত্র বলেন—

ভগবদ্দর্শনে তৎকারুণ্যমেব হেতুঃ, তৎকারুণ্যে চ তৎ সঙ্কীর্ত্তনমেব হেতুঃ।

শ্রীমদ্ভাগবত বলিতেছেন—'দৃষ্ট্বা পরিশ্রমং কৃষ্ণঃ কৃপয়াসীৎ স্ববন্ধনে'। (ভাঃ ১০।৯।১৮)

মা যশোদার পরিশ্রমজনিত ক্লান্তি দর্শন করিয়া কৃষ্ণ কৃপাপূর্ব্বক বন্ধন স্বীকার করিলেন।

শাস্ত্র আরও বলেন—

'সাধন বিনা সাধ্য বস্তু কেহ নাহি পায়'।
'সাধনাগ্রহ বিনা ভক্তি না জন্মায় প্রেমে।'
'গুরুকৃপা, নাম বিনা প্রেম না জন্মায়।'
'নিষ্ঠা হৈতে উপজয় প্রেমের তরঙ্গ।'
'মহৎ কৃপা বিনা কোন কর্ম্মে ভক্তি নয়।
কৃষ্ণভক্তি দূরে রহু, সংসার নহে ক্ষয়॥'

'শ্রবণ-কীর্ত্তন হৈতে কৃষ্ণে হয় প্রেমা।'

প্রঃ—গৃহস্থ ভক্তগণ শ্রীরূপসনাতনের পদাঙ্কানুসরণে কিভাবে বিষয়ত্যাগে যত্ন করেন?

উঃ—বিষয়াসক্তি থাকিতে কৃষ্ণভজন হয় না বলিয়া গৃহস্থভক্তগণ বিষয়ত্যাগার্থ যত্নপর হন। বিষয়ে প্রীতি থাকিলে বিষয়বিগ্রহ কৃষ্ণে প্রীতি হইতেই পারে না। এজন্য বিষয়ত্যাগে যত্নপর হওয়া বিশেষ প্রয়োজন। নতুবা হরিভজন অসম্ভব। তাই ভগবানের নিত্যসিদ্ধ-পার্ষদ শ্রীরূপ-সনাতন লোকশিক্ষার্থ বিষয় ত্যাগ করিয়া মহাপ্রভুর পাদপদ্মে উপস্থিত হইয়াছিলেন। আজীবন সংসারীই থাকিব, এই বিচার আদৌ সমীচীন নহে। মহাজনের আদর্শ অবশ্যই গ্রহণীয়। কিন্তু তাহা মহাভাগ্য সাপেক্ষ। অল্পভাগ্যে এরূপ আদর্শ মানুষ বরণ করিতে পারে না।

শাস্ত্র বলেন—

বিষয় থাকিতে কৃষ্ণপ্রেম নাহি হয়।
বিষয়ীর দূরে কৃষ্ণ জানিহ নিশ্চয়॥

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত বলেন—

শ্রীরূপ-সনাতন রহে রামকেলি গ্রামে।
প্রভুরে মিলিয়া গেলা আপন ভবনে॥
দুই-ভাই বিষয়ত্যাগের উপায় সৃজিল।
বহু ধন দিয়া দুই ব্রাহ্মণে বরিল॥
কৃষ্ণমন্ত্রে করাইল দুই পুরশ্চরণ।
অচিরাৎ পাইবারে চৈতন্যচরণ॥
শ্রীরূপ গোঁসাই তবে নৌকাতে ভরিয়া।
আপনার ঘরে আইলা বহু ধন লৈয়া॥
ব্রাহ্মণ বৈষ্ণবে দিলা তার অর্দ্ধ ধনে।
এক চৌঠি ধন দিলা কুটুম্বভরণে॥
দণ্ডবন্ধ লাগি' চৌঠি সঞ্চয় করিলা।
ভাল ভাল বিপ্রস্থানে স্থাপ্য রাখিলা॥

(চৈঃ চঃ ম ১৯।৩-৮)

প্রীতিপূর্ব্বক গুরুসেবার দ্বারাই পুরশ্চরণ সুষ্ঠুভাবে হয়। এজন্য সরল গৃহস্থ-ভক্তগণ গুরুসেবাকে জীবন করিয়া যথাসাধ্য গুরুসেবা নিষ্কপটে করিতে করিতে গুরুকৃপায় অনায়াসে বিষয় বা সংসার হৈতে নিষ্কৃতি পাইয়া নির্ম্মলচিত্তে নিত্যকাল শ্রীগুরুগৌরাঙ্গের সেবা-লাভের সৌভাগ্য পাইয়া ধন্য ও কৃতার্থ হন। আর যে সব ভক্তের বহু ধন আছে, তাঁহারা সঞ্চিত ধনের অর্দ্ধেক গুরুবৈষ্ণব সেবায় দেন। ধনের চার ভাগের এক অংশ (সিকি) কুটুম্ব ভরণে দিয়া বাকী চার ভাগের এক অংশ প্রথমমুখে নিজের জন্য রাখেন। পরে সর্ব্বস্ব দিয়া অকিঞ্চন হইয়া গুরুগৃহে থাকিয়া ভজনের সৌভাগ্য হইলে তাহা শ্রীগুরুগোবিন্দের সেবায় নিযুক্ত করিয়া ইষ্টদেবের সুখ বিধান করেন।

এখানে একটি কথা এই যে, গৃহস্থ ভক্তই হউন বা বৈরাগীভক্তই হউন, প্রত্যেককেই গুরুদেবতাত্মা হইতেই হইবে। গুরুনিষ্ঠ হইয়া গুর্ব্বানুগত্যে শ্রীকৃষ্ণনামসেবা ও শ্রীবিগ্রহসেবা এবং গুরুবৈষ্ণবসেবা আদর ও প্রীতির সহিত করিতে হইবে। তাহা হইলে মঙ্গল বা সিদ্ধি হইবেই হইবে।

শাস্ত্র বলেন—

নিজাভীষ্ট কৃষ্ণপ্রেষ্ঠ পাছে ত' লাগিয়া।
নিরন্তর কৃষ্ণ ভজ অন্তর্মনা হইয়া॥
তাতে কৃষ্ণ ভজে, করে গুরুর সেবন।
মায়াজাল ছুটে, পায় কৃষ্ণের চরণ॥ (চৈঃ চঃ)

প্রঃ—শুদ্ধভক্তি কি?

উঃ—শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভু বলিয়াছেন—

শুদ্ধভক্তি হৈতে হয় প্রেমা উৎপন্ন।
অতএব শুদ্ধভক্তির কহিয়ে লক্ষণ॥
অন্যবাঞ্ছা, অন্যপূজা, ছাড়ি' জ্ঞান-কর্ম্ম।
আনুকূল্যে সর্ব্বেন্দ্রিয়ে কৃষ্ণানুশীলন॥
এই শুদ্ধভক্তি, ইহা হইতে প্রেমা হয়।
পঞ্চরাত্রে, ভাগবতে এই লক্ষণ কয়॥

(চৈঃ চঃ ম ১৯)

নিষ্কাম হইয়া গুর্ব্বানুগত্যে ভগবৎসুখার্থ সর্ব্বেন্দ্রিয়ে কৃষ্ণানুশীলন বা কৃষ্ণভজনই শুদ্ধভক্তি।

নারদ পঞ্চরাত্র বলেন—

"সর্ব্বোপাধিবিনির্ম্মুক্তং তৎপরত্বেন নির্ম্মলম্।
হৃষীকেণ হৃষীকেশসেবনং ভক্তিরুচ্যতে॥"

শ্রীমদ্ভাগবত বলেন—

"মদ্‌গুণশ্রুতিমাত্রেণ ময়ি সর্ব্বগুহাশয়ে।
মনোগতিরবিচ্ছিন্না যথা গঙ্গাম্ভসোঽম্বুধৌ॥
লক্ষণং ভক্তিযোগস্য নির্গুণস্য হ্যদাহৃতং।
অহৈতুক্যব্যবহিতা যা ভক্তিঃ পুরুষোত্তমে॥"

হৃদয়স্থ ভগবানের প্রতি মনের যে অবিচ্ছিন্না গতি, তাহা আনুকূল্যময়ী ও অহৈতুকী অর্থাৎ নিষ্কামা হইলেই তাহাকে শুদ্ধাভক্তি বলে।

শ্রীগুরুগোবিন্দের সুখের জন্য যে অহৈতুকী ও অব্যবহিতা ভক্তি, তাহাই শুদ্ধভক্তি।

শাস্ত্র বলেন—

অন্যাভিলাষিতাশূন্যং জ্ঞানকর্ম্মাদ্যনাবৃতম্।
আনুকূল্যেন কৃষ্ণানুশীলনং ভক্তিরুত্তমা॥

প্রঃ—শ্রীকৃষ্ণ গোকুল-মহাবনে কত বৎসর ছিলেন?

উঃ—শ্রীকৃষ্ণ বাল্যকালে বৃহদ্‌বনে অর্থাৎ গোকুল-মহাবনে ৩ বৎসর ছিলেন। তৎপরে ৪ বৎসর বয়সে বৃন্দাবনে আসিয়া কিছুদিন পরে বৎসচারণ করেন।

—'বৈষ্ণবতোষণী' ভাঃ ১০।১১।৩৭

প্রঃ মধুর রসের ভক্ত কাহারা?

উঃ—ভগবান্ শ্রীগৌরাঙ্গদেব ব'লেছেন—

মধুররসের ভক্ত মুখ্য ব্রজে গোপীগণ।
মহিষীগণ, লক্ষ্মীগণ অসংখ্য গণন॥

(চৈঃ চঃ ম ১৯)

প্রঃ—বৃন্দাবনে কি ঐশ্বর্য্য আছে?

উঃ—না। শ্রীবৃন্দাবন মাধুর্য্যময় ধাম। সেখানে ঐশ্বর্য্যের লেশমাত্রও নাই। দ্বারকা, মথুরা ও বৈকুণ্ঠে ঐশ্বর্য্য আছে।

শাস্ত্র বলেন—

কৃষ্ণরতি হয় এই দুই ত' প্রকার।
ঐশ্বর্য্যজ্ঞানমিশ্রা, কেবলা ভেদ আর॥
গোকুলে কেবলা রতি ঐশ্বর্য্যজ্ঞানহীন।
পুরীদ্বয়ে, বৈকুণ্ঠাদ্যে ঐশ্বর্য্য প্রবীণ॥
ঐশ্বর্য্যজ্ঞানপ্রাধান্যে সঙ্কুচিত প্রীতি।
দেখিলে না মানে ঐশ্বর্য্য কেবলার রীতি॥
কেবলার শুদ্ধপ্রেম ঐশ্বর্য্য না জানে।
ঐশ্বর্য্য দেখিলে নিজ সম্বন্ধ না মানে॥ (চৈঃ চঃ)

প্রঃ—শান্ত মানে কি?

উঃ—শম্ ধাতু ক্ত=শান্ত।

ভগবন্নিষ্ঠার নাম শম। ভগবন্নিষ্ঠ ব্যক্তিই শান্ত বা সুখী। শাস্ত্র বলেন—

কৃষ্ণভক্ত নিষ্কাম অতএব শান্ত।
ভুক্তিমুক্তিসিদ্ধিকামী সকলই অশান্ত॥

শ্রীমদ্ভাগবতে শ্রীকৃষ্ণ উদ্ধবকে বলিয়াছেন—

শমো মন্নিষ্ঠতা বুদ্ধের্দম ইন্দ্রিয়সংযমঃ।
তিতিক্ষা দুঃখসংমর্ষো জিহ্বোপস্থজয়ো ধৃতিঃ॥

(ভাঃ ১১।১৯।৩৩)

ভগবানে নিষ্ঠাই শম, ইন্দ্রিয়-সংযমই দম, দুঃখ সহ্য করার নাম তিতিক্ষা, জিহ্বাবেগ ও উপস্থের বেগ দমন করার নাম ধৃতি।

শান্ত ভক্ত কৃষ্ণনিষ্ঠ ও নিষ্কাম। এই কৃষ্ণভক্ত-গণ স্বর্গ ও মোক্ষ উভয়কেই নরকতুল্য জ্ঞান করেন।

শাস্ত্র বলেন—

স্বর্গ, মোক্ষ কৃষ্ণভক্ত নরক করি' মানে।
কৃষ্ণনিষ্ঠা, তৃষ্ণাত্যাগ শান্তের দুই গুণে॥

শ্রীমদ্ভাগবতে (ভাঃ ৬।১৭।২৩) শ্রীশিবজী দুর্গা-দেবীকে ব'লেছেন—

নারায়ণপরাঃ সর্ব্বে ন কুতশ্চন বিভ্যতি।
স্বর্গাপবর্গনরকেষ্বপি তুল্যার্থদর্শিনঃ॥

প্রঃ—ভক্তাধীন শ্রীকৃষ্ণ নিজ ইচ্ছা বা প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করিয়াও কি ভক্তের প্রতিজ্ঞা বা ভক্ত-ইচ্ছা পূর্ণ করেন?

উঃ—নিশ্চয়ই। ভক্ত ভগবানের প্রাণাপেক্ষা প্রিয়। ভক্তের সুখেই ভগবানের সুখ। ভক্তের বাঞ্ছা পূরণ করাই বাঞ্ছাকল্পতরু ভগবানের স্বভাব। 'ভক্তবাঞ্ছা-পূর্ত্তি বিনা প্রভুর নাহি অন্য কৃত্য'। তাই শ্রীমদ্ভাগবত (ভাঃ ১০।১২।২৬) শ্লোকের টীকায় শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুর জানাইয়াছেন—

ভগবানের ইচ্ছা অপেক্ষা ভক্তের ইচ্ছাই গরীয়সী, ভক্তাধীন শ্রীহরি তাহাই দেখাইয়াছেন—

টীকা—ভক্তসঙ্কল্পস্যাপি অত্র বর্ত্তমানত্বাৎ মৎসঙ্কল্প-মদ্ভক্ত-সঙ্কল্পয়োর্ম্মধ্যে মদ্ভক্তসঙ্কল্পস্য এব গরীয়স্ত্বম্—ইহাই ভক্তবশ্য ভগবান্ প্রদর্শন করিয়াছেন।

ভাঃ ১০।৯।১৮ শ্লোকের টীকাতেও দেখা যায়—

ভক্ত-ভগবতোর্ম্মধ্যে ভক্ত-হঠ এব তিষ্ঠেৎ ইত্যতো মাতুঃ শ্রমমালক্ষ্য মাতৃবৎসলো ভগবান্ স্বহঠং ত্যজেৎ। (শ্রীবিশ্বনাথ-টীকা)

কুরুক্ষেত্রযুদ্ধে ভক্তবৎসল ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ নিজ প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করিয়া নিজভক্ত ভীষ্মের প্রতিজ্ঞা র করিয়াছিলেন।

প্রঃ—ঈশ্বরবস্তু শ্রীগুরুগোবিন্দের দণ্ডও কি মঙ্গ কর ও কৃপা?

উঃ—নিশ্চয়ই। পরমভক্ত শ্রীনারদ কুবেরতনয় ন কুবর-মণিগ্রীবকে দণ্ড-প্রদানছলে কৃপাই করিয়াছে ভগবান্ শ্রীগৌরাঙ্গদেবও বলিয়াছেন—

রমা-আদি ভবাদিও কৃষ্ণদণ্ড পায়।
দোষ প্রভু সেবকের ক্ষময়ে সদায়॥
অপরাধ দেখি' কৃষ্ণ যার শাস্তি করে।
জন্ম-জন্ম দাস সেই বলিল তোমারে॥
(চৈঃ ভাঃ ম ১

প্রঃ—শাস্ত্রপাঠের দ্বারা কি ভগবত্তত্ত্ব জানা যায়

উঃ—কখনই না। ভাঃ ১০।১৩।৫৪ শ্লোে শ্রীসনাতন-টীকা—শ্রীভগবৎপ্রসাদবিশেষেণ তৎপ্রিয়জনানুগ্রহেণৈব শাস্ত্রসারসিদ্ধান্তরূপং ভগবত্তত্ত্বং বিজ্ঞেয়ং স্যাৎ, ন তু শাস্ত্রাদিপাঠজ্ঞানেন।

শাস্ত্র আরও বলেন—

ঈশ্বরের কৃপালেশ হয় ত যাহারে।
সেই ত ঈশ্বরতত্ত্ব জানিবারে পারে॥ (চৈ. চঃ.)

শ্রীধরস্বামী—ভক্ত্যা ভাগবতং গ্রাহ্যং, ন বুদ্ধ্যা ন চ টীকয়া।

প্রঃ—যোগমায়া ও মহামায়ার মধ্যে কি বৈশিষ্ট্য ?

উঃ—ভাঃ ১০।১৩।৫৭ চক্রবর্ত্তী টীকা—যা বাস্তববস্তু আবৃণোতি অবাস্তব-বস্তু এব দর্শয়তি সা মহামায়া। যা তু বাস্তববস্তুনামপি মধ্যে কিমপি আবৃণোতি কিমপি দর্শয়তি সা যোগমায়া।

যিনি প্রকৃত বস্তু আবরণ করিয়া অন্য বস্তু দেখাইয়া থাকেন, তিনি মহামায়া। আর যিনি প্রকৃত বস্তুর মধ্যে কতক আবরণ ও কতক প্রদর্শন করেন, তিনি যোগমায়া। মহামায়া বদ্ধজীবকে মোহিত করেন, আর যোগমায়া ভক্তগণকে মোহিত করিয়া থাকেন।

মহামায়া যোগমায়ার অংশ। যোগমায়া চিচ্ছক্তি, কিন্তু মহামায়া অচিৎ-শক্তি, বহিরঙ্গা শক্তি। যোগমায়া ভগবানের অন্তরঙ্গা শক্তি।

প্রঃ—ভক্তি দ্বারাই কি ভগবান্‌কে সহজে পাওয়া

উঃ—হাঁ। শ্রবণ-কীর্ত্তনাদি ভক্তি দ্বারাই ভগবান্‌কে লাভ করা যায়। শ্রবণ-কীর্ত্তনাদি ভক্তির যে একটি করিয়াও ভক্তগণ ভগবান্‌কে লাভ থাকেন। শ্রীমদ্ভাগবতের 'জ্ঞানে প্রয়াসং' ই তাহার প্রমাণ।

শ্রীনৃসিংহপুরাণ বলেন—

পত্রেষু পুষ্পেষু ফলেষু তোয়েষ্ব-
ক্রীতলভ্যেষু সদৈব সৎসু।
ভক্ত্যা সুলভ্যে পুরুষে পুরাণে
মুক্ত্যৈ কিমর্থং ক্রিয়তে প্রযত্নঃ॥

পত্র, পুষ্প, ফল, জল প্রভৃতি সর্ব্বদা বিদ্যমান য় তাহা যেরূপ সহজেই পাওয়া যায়, সেইরূপ ভক্তি দ্বারা ভগবান্‌কে সহজে লাভ করা যায়।

প্রঃ—সুখ ও দুঃখ সবই কি ভগবানের কৃপা ?

উঃ—নিশ্চয়ই। ভাঃ ১০।১৪।৮ শ্রীবিশ্বনাথ-টীকা—ভক্তাঃ সময়ে প্রাপ্তং সুখং দুঃখং চ ভগবদ্-অনুকম্পাফলমেব ইদং জানন্তি। পিতা যথা স্বপুত্রং সময়ে সময়ে দুগ্ধং নিম্বরসং কৃপয়া এব পায়য়তি আশ্লিষ্য চুম্বতি পাণিতলেন প্রহরতি চ ইত্যেবং মম হিতাহিতং পুত্রস্য পিতা ইব মৎপ্রভুরেব জানাতি, ন তু অহম্।

ভগবান্ এব কৃপয়া সুখদুঃখে ভোজয়তি চ স্বং সেবয়তি চ।

ভক্তগণ সুখ-দুঃখ সবই ভগবৎকৃপা বলিয়া জানেন। পিতা যেমন কৃপাপূর্ব্বক পুত্রকে কখন দুগ্ধ কখন ঔষধ খাওয়ান, কখন চুম্বন করেন, আবার কখনও চপেটাঘাত করেন পুত্রের মঙ্গলের জন্য, তদ্রূপ ভগবান্ কৃপা করিয়া ভক্তকে কখনও দুঃখ কখনও সুখ দেন এবং কখন নিজ সেবা দেন। হিতাহিত-জ্ঞান আমাদের

নাই। আমাদের নিঃস্বার্থ বন্ধু ও উপকারী ভগবান্ শ্রীহরি আমাদের মঙ্গলের জন্যই আমাদিগকে কখন সুখে কখন দুঃখে রাখিয়া নানাভাবে কৃপা করেন। কৃপাময়ের সবই কৃপা, ইহা ভক্তই বুঝিতে পারিয়া আনন্দিত হন। কিন্তু বহির্ম্মুখ লোক কৃপাময়ের কৃপা বুঝিতে না পারিয়া দুঃখ পায়।
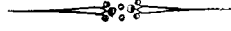
সম্প্রদায়-নিষ্ঠা হইতে শ্রীগুরুভক্তি পূর্ণ হয়

[মহোপদেশক শ্রীমন্মঙ্গলনিলয় ব্রহ্মচারী বি, এস্-সি, বিদ্যারত্ন]

ভোগ্য বস্তু, ত্যাজ্য বস্তু ও সেব্য বস্তু এক নহে। ভোগ্য বস্তু কোন সময়ে কোন কারণে ত্যাজ্য হইতে পারে, আবার ত্যাজ্য বস্তুও কোন সময়ে কোন কারণে ভোগ্য হইতে পারে; কিন্তু সেব্যবস্তু সদা অপরিবর্ত্তনীয়স্বরূপ এবং কখনও কোন অবস্থাতেই তাহা ত্যাজ্য নহেন। তাহার কারণ ভোগ ও ত্যাগ-বিচার মায়াধীনতা বশতঃ সদাই পরিচ্ছিন্নস্বরূপ ও দুঃখময়; কিন্তু মায়াতীত সেব্যবিচার সর্ব্বদাই সুখময়। সুখস্বরূপ আত্মা নিত্যসুখই চায়, দুঃখ চায় না। তজ্জন্য ভোগ ও ত্যাগ উভয় বিচারই মনোধর্ম্ম-দ্বারা পরিচালিত হওয়ায় কখনও ভোগের কখনও ত্যাগের ছলনায় মন নৃত্য করে। শাস্ত্র-বিচারে চরম সেব্য বা আরাধ্যবস্তু এক এবং অদ্বিতীয় পরমব্রহ্ম পরাৎপর তত্ত্ব ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র। "ঈশ্বরঃ পরমঃ কৃষ্ণঃ সচ্চিদানন্দবিগ্রহঃ। অনাদিরাদির্গোবিন্দঃ সর্ব্বকারণকারণম্॥" (ব্রঃ সংহিতা) "এতে চাংশকলাঃ পুংসঃ কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ম্। ইন্দ্রারিব্যাকুলং লোকং মৃড়য়ন্তি যুগে যুগে॥" (ভাঃ ১৷৩৷২৮) "অহং হি সর্ব্বযজ্ঞানাং ভোক্তা চ প্রভুরেব চ। ন তু মামভিজানন্তি তত্ত্বেনাতশ্চ্যবন্তি তে॥" (গীঃ ৯৷২৪) ইত্যাদি বহুপ্রমাণ-শ্লোক এতৎপ্রসঙ্গে উল্লেখ করা যায়। ভোগ্য বস্তুকে ভোগের দ্বারা এবং ত্যাজ্য বস্তুকে ত্যাগের দ্বারা যেমন তদুত্থ সুখ-দুঃখ অনুভব করা যায়, তদ্রূপ সেব্য বস্তুকে সেবা বা আরাধনা-দ্বারাই তদুত্থ দুঃখরহিত নিত্য সুখের অনুভূতি সম্ভবপর হয়। বলাবাহুল্য, সেব্যবস্তুতে দুঃখের সংস্থান না থাকায় সেব্যের সেবাকালীন ব্যবহারিক দুঃখকেও সেবকের সুখতাৎপর্য্যেই গণনা করা হইয়াছে। "তোমার সেবায় দুঃখ হয় যত, সেও ত' পরম সুখ। সেবা-সুখ-দুঃখ—পরম সম্পদ, নাশয়ে অবিদ্যা দুঃখ॥" —ঠাকুর ভক্তিবিনোদ। "বৈষ্ণবের যত দেখ ব্যবহারিক দুঃখ। নিশ্চয় জানিহ তাহা পরানন্দ সুখ॥" (চৈঃ ভাঃ) সেব্য বা আরাধনা ব্যতীত আরাধ্য বস্তুকে লাভ করিবার অন্য কোন উপায় নাই। কর্ম্ম, জ্ঞান ও যোগাদি চেষ্টা হইতে ভুক্তি, মুক্তি, সিদ্ধি আদি লভ্য হইতে পারে, কিন্তু আরাধ্য-ভগবান্ লাভ হইবে না। কেননা, উক্ত প্রচেষ্টাগুলির মধ্যে আরাধ্যের আরাধনা-চেষ্টা নাই উপরন্তু তথায় স্বসুখপর অর্থাৎ আত্মেন্দ্রিয়-তোষণপর ভোগ-চেষ্টামাত্রই আছে। এমন কি, ইহা বলাও বাহুল্য হইবে না যে, উক্ত কর্ম্ম, জ্ঞানাদি, চেষ্টার মধ্যে ভগবানের পূজার নামেও আছে মাত্র নিজ-ভোগ-সংগ্রহেরই চেষ্টা। শালগ্রাম দিয়া বাদাম ভাঙ্গিয়া নিজের ভোগে লাগাইবার প্রচেষ্টাকে ভক্তি বলে না, ভোগ বলে। বাস্তবতঃ কর্ম্মী, জ্ঞানী বা যোগিগণকে পূজার্চ্চাদি ব্যাপারে বিবিধ কৃচ্ছ্রসাধন করিতে বা যাজক বিপ্রগণ দ্বারা করাইতে দেখা গেলেও তথায় মাত্র স্ব-সুখ-সম্ভোগপর প্রচেষ্টাসমূহ থাকায় শুদ্ধাভক্তির বা আরাধনার ফল তাহা হইতে কখনই লভ্য হয় না। তাঁহাদের নিকট আরাধ্য বস্তুর নিত্যস্বরূপও কদাপি প্রকাশিত হন না। নিজ সুখ দুঃখের হিসাব নিকাশ লইয়াই তাঁহারা ব্যস্ত থাকায় শ্রীভগবৎ-প্রীত্যর্থে তাঁহাদের কোন ত্যাগ-তপস্যাই নাই। তবে যে কর্ম্ম, জ্ঞান, যোগের কথা শাস্ত্রে লিপিবদ্ধ আছে, তাহা জীবের ভোগবৃত্তিটীকে নিয়ন্ত্রিত করিবার জন্যই। তাহাদিগকে ভক্তির অঙ্গ হিসাবে স্বীকার করা

যাইবে না। এমন কি ভাগ্যক্রমে সদ্গুরুসকাশে আসিয়াও যদি প্রারব্ধ-প্রাবল্যে অন্যমনস্কতা বশতঃ ভুক্তি, মুক্তি, সিদ্ধি-বাঞ্ছা চিত্তের মধ্যে প্রাধান্য বিস্তার করে, তাহা হইলে হাজার সাধনেও প্রেম-ফল লভ্য হয় না। "জ্ঞানতঃ সুলভা-মুক্তির্ভুক্তির্যজ্ঞাদি পুণ্যতঃ। সেয়ং সাধনসাহস্রৈর্হরিভক্তিঃ সুদুর্ল্লভা॥" (তন্ত্র বচন) [জ্ঞান-চেষ্টা-দ্বারা সহজে মুক্তি হয়, যজ্ঞাদি পুণ্যদ্বারা স্বর্গ-ভোগাদি সুলভ হয়; কিন্তু সহস্র সহস্র সাধন করিলেও সহজে হরিভক্তি লাভ হয় না। তাৎপর্য্য এই—সাধনের সহিত আরও কিছু প্রক্রিয়া (শুদ্ধ-ভক্তের দাস্য ও সম্বন্ধজ্ঞান) আছে, তাহা অবলম্বন করিলে হরিভক্তি লাভ হয়।] এতৎ প্রসঙ্গে শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত-বর্ণিত শ্রীরামচন্দ্রপুরীর প্রসঙ্গ, শ্রীরামদাস বিশ্বাস প্রসঙ্গ ও পয়ঃপানকারী ব্রহ্মচারীর প্রসঙ্গ বিশেষ প্রণিধান-যোগ্য। শ্রীরামচন্দ্র পুরীর ত্যাগ-তপস্যা থাকিলেও শ্রীগুর্ব্বানুগতা রহিত জীবনে মায়া-বাদের অনিবার্য্য প্রকোপে চিত্তের আর্দ্রতা ও শালি-নতা সম্পূর্ণ নষ্ট হওয়ায় প্রেমময় শ্রীগুরুপাদপদ্ম শ্রীল মাধবেন্দ্র পুরীর চরিত্র-মাধুর্য্য আস্বাদনে তিনি চির-বঞ্চিতই থাকিলেন। এইমত শ্রীরামদাস বিশ্বাস যদিও অষ্টপ্রহর শ্রীরামনাম জপে মগ্ন ছিলেন এবং বৈষ্ণব-সেবার চেষ্টাও কিছুটা দেখাইয়াছেন, কিন্তু ভিতরে ভিতরে মুমুক্ষা থাকায় মহাপ্রভুর কৃপা লাভ হইতে তিনি বঞ্চিতই থাকিলেন। "রামদাস যদি প্রথম প্রভুরে মিলিলা। মহাপ্রভু অধিক তাঁরে কৃপা' না করিলা॥ অন্তরে মুমুক্ষু তেঁহো বিদ্যা-গর্ব্ববান্। সর্ব্ব-চিত্ত-জ্ঞাতা প্রভু সর্ব্বজ্ঞ ভগবান্॥" (চৈঃ চঃ অঃ ১৩।১০৯,১১০)। তৃতীয়তঃ পয়ঃপানব্রত তপস্বী ব্রহ্মচারীকে মহাপ্রভু বলিলেন,—"তপঃ করি' না করিহ বল। বিষ্ণুভক্তি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ জানহ কেবল॥" তাৎপর্য্য এই যে, যোগৈশ্বর্য্যাদি তপঃপ্রভাবে লাভ হইলেও তাহা নিত্য মঙ্গল লাভের সহায়ক হয় না। কিন্তু বিষ্ণুভক্তি জীবে স্বতঃসিদ্ধ হওয়ায় তাহার কথঞ্চিৎ অনুশীলনেও জীবের নিত্য কল্যাণ লাভ হয়। এতৎ-সমুদয় বিষয় আলোচনান্তে ইহাই সিদ্ধান্তিত হয় যে, শ্রীভগবৎ-প্রেমবিরোধী যাবতীয় প্রচেষ্টাই ন্যূনাধিক সাধু পর্য্যায়ের। এইজন্যই প্রেমময় সদ্গুরুপার-ম্পর্য্যের নিষ্কপট পরিচর্য্যাই ভক্তিলাভার্থ একান্ত প্রয়োজন। "কৃষ্ণভক্তির জন্মমূল হয় সাধুসঙ্গ। কৃষ্ণ-প্রেম জন্মায় তেঁহ মুখ্য অঙ্গ॥" (চৈঃ চঃ) এই সদ্-গুরু-পারম্পর্য্যকেই 'সম্প্রদায়' বলে। সম্প্রদায় কোন একটি সংকীর্ণ সামাজিক রাজনৈতিক বা মনোধর্ম্ম-পোষক কোন জাগতিক সংস্থা-বিশেষ নহেন, পরন্তু ইহা সর্ব্বৈব পারমার্থিক প্রতিষ্ঠান এবং অন্ধকারের মধ্যে আলোকের আবির্ভাবের ন্যায় মায়াতীত বৈকুণ্ঠ-ভূমিকা হইতে ইহা গুণময় জগতে আবির্ভূত তত্ত্ব-বিশেষ। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যায়, যেমন—"কৃষ্ণ হইতে চতুর্ম্মুখ হন কৃষ্ণ-সেবোন্মুখ, ব্রহ্মা হইতে নারদের মতি। নারদ হইতে ব্যাস, মধ্ব কহে ব্যাস-দাস······ ইত্যাদি শ্রীগুরুপারম্পর্য্য (অথবা শিষ্য-পারম্পর্য্য) যাহা আদি গুরু ব্রহ্মার নামানুসারে 'ব্রহ্ম-সম্প্রদায়' নামে খ্যাত। "কালেন নষ্টা······ময়াদৌ ব্রহ্মণে প্রোক্তা ধর্ম্মো যস্যাং মদাত্মকঃ॥" (ভাঃ ১১।১৪।৩) এই মতই শ্রীসম্প্রদায়ের মূল গুরু 'শ্রীদেবী' বা শ্রীলক্ষ্মী-দেবী, রুদ্রসম্প্রদায়ের মূলগুরু 'শ্রীরুদ্রদেব', সনক-সম্প্রদায়ের মূলগুরু শ্রীসনকাদি 'চতুঃসন্'। এই সম্প্র-দায়-চতুষ্টয়েরই মধ্যযুগীয় প্রভাবশালী আচার্য্যবর্গের নামানুসারে নামকরণ হইয়াছে যথাক্রমে—(১) শ্রীমধ্ব-সম্প্রদায়, (২) শ্রীরামানুজ সম্প্রদায়, (৩) শ্রীবিষ্ণুস্বামী সম্প্রদায় ও (৪) শ্রীনিম্বার্ক সম্প্রদায়। শ্রীপদ্মপুরাণ-বচনেও পাওয়া যায়—"অতঃ কলৌ ভবিষ্যন্তি চত্বারঃ সম্প্রদায়িনঃ। শ্রীব্রহ্ম-রুদ্র-সনকা বৈষ্ণবাঃ ক্ষিতিপাবনাঃ॥" অর্থাৎ কলি-যুগে ভগবজ্জ্ঞান এই চারিটি বিশুদ্ধ ধারায় জগতে অবতীর্ণ হইয়াছেন। সম্প্রদায়ের জগন্মঙ্গলকর বৃত্তি বা স্বরূপ বদ্ধজীবকুল সহজে অনুভব করিতে না পারিয়া ইহাকে প্রকৃত কোন দলীয় সংস্থা বিচার করতঃ ভুল বুঝিয়া থাকেন এবং সেইমত বোধই একে অপরকে দিয়া পরস্পর দুর্ভোগ ভুগেন। ক্ষীণপুণ্য বা ক্ষীণ-সুকৃতি হইতেই এই জাতীয় ভুলের সঞ্চার হয়—তাহা মূর্খ, পণ্ডিত, ধনী, দরিদ্র নির্ব্বিশেষে সকলেরই হইয়া

থাকে। ইঁহার মঙ্গলময় মূর্ত্তি সুকৃতিপুষ্ট জনগণই মাত্র দর্শন করিতে ও সেবন করিতে পারেন। এই দর্শন ও সেবনকেই বৈষ্ণবসেবা বা সাধুসেবা বলে। নিষ্কপট সাধুসেবা হইতেই মাত্র সম্প্রদায়-তত্ত্ব বোধের বিষয় হয়। সম্প্রদায়ের বাহিরে সাধুর কোন পরিচয় না থাকায় 'সম্প্রদায়' বিচারটী পরমার্থিজনের বিশেষ প্রণিধানযোগ্য। 'সম্প্রদায়-বিহীনা যে মন্ত্রাস্তে বিফলা মতাঃ।' (পদ্মপুরাণ) এইজন্যই হাটে, ঘাটে, মাঠে, গাছতলায় বা অট্টালিকায় সাধু বা সদ্গুরু অন্বেষণ না করিয়া সরাসরি সম্প্রদায় হইতে তাঁহার অনুসন্ধানই শাস্ত্রানুমোদিত পন্থা। সম্প্রদায় অর্থে শ্রৌত-পারম্পর্য্য, আম্নায়-পারম্পর্য্য বা বেদ-পারম্পর্য্য। তজ্জন্য সাধু অবশ্যই শ্রোত্রিয় হইবেন, নতুবা তাঁহার ব্রহ্মনিষ্ঠার কোন কথাই আসিবে না। ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জগদ্ভূমিকা সাধুপ্রবৃত্তির জন্মদাতা নহে। 'মতির্ন কৃষ্ণে পরতঃ স্বতো বা মিথোঽভিপদ্যেত গৃহব্রতানাম্। অদান্তগোভির্বিশতাং তমিস্রং পুনঃ পুনশ্চর্ব্বিতচর্ব্বণানাম্॥ ন তে বিদুঃ স্বার্থগতিং হি বিষ্ণুং দুরাশয়া যে বহিরর্থমানিনঃ। অন্ধা যথান্ধৈরুপনীয়মানাস্তেঽপীশতন্ত্র্যামুরুদাম্নি বদ্ধাঃ॥" (ভাঃ ৭।৫।৩০-৩১) [মহাভাগবত প্রহ্লাদ, পিতা হিরণ্যকশিপুকে বলিলেন,—হে পিতঃ! গৃহব্রত ব্যক্তিগণের চিত্ত অন্য হইতে, অথবা আপনা হইতে, কিংবা পরস্পর হইতে, কোন প্রকারে কৃষ্ণে নিযুক্ত হয় না। তাহারা অজিতেন্দ্রিয় সুতরাং বারংবার এই ক্লেশময় সংসারে প্রবেশ করিয়া চর্ব্বিত বিষয়ই চর্ব্বণ করিতে থাকে। যাহারা শব্দ-স্পর্শাদি ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বাহ্য বিষয়সমূহকেই বহুমানন করে, তাহারা সেই সকল বিষয়েই আসক্ত হইয়া স্বার্থের একমাত্র গতি শ্রীবিষ্ণুর তত্ত্ব জানিতে পারে না। কর্ম্মিগণও ভগবানের বেদরূপ দীর্ঘ রজ্জুতে ব্রাহ্মণাদি নামরূপ দামসমূহে আবদ্ধ হইয়া কাম্যকর্ম্মে নিযুক্ত হন।] সাম্প্রদায়িক আচার্য্য-আনুগত্য ব্যতীত ভোগী বা ত্যাগিগণের শ্রীভগবদ্বিষয়ক লঘু উক্তিসমুদয় যেরূপ হাস্যাস্পদ, তদ্রূপই আশ্চর্য্যজনক যেমন—"ভগবান্ বলিয়া কিছুই নাই", "চরম কারণ নিরাকার নির্ব্বিশেষ", "যার যেই মত সেইটাই তা'র ভগবৎপ্রাপ্তির পথ", "জীবে প্রেম করে যেই জন, সেই জন সেবিছে ঈশ্বর" ইত্যাদি উক্তি পূর্ব্বাপর সামঞ্জস্য-রহিত অসংলগ্ন ও অগ্রাহ্য। "অসত্যমপ্রতিষ্ঠন্তে জগদাহুরনীশ্বরম্। অপরস্পরাসম্ভূতং কিমন্যৎ কামহৈতুকম্॥" (গীঃ ১৬।৮)

উপরি লিখিত সম্প্রদায়-চতুষ্টয়ে আরাধনা-পর্য্যায়ে রস-গত তারতম্য থাকিলেও বিষ্ণুভক্তিই সকলের একমাত্র প্রতিপাদ্য বস্তু এবং এই বিষ্ণুভক্তি দেবমনুষ্যাদি সর্ব্বলোক কাম্য। "আরাধনানাং সর্ব্বেষাং বিষ্ণোরারাধনং পরম্। তস্মাৎ পরতরং দেবি! তদীয়ানাং সমর্চ্চনম্॥" (পদ্মপুরাণ) তদীয় বস্তু—তুলসী, বৈষ্ণব, মথুরা, ভাগবত। বিষ্ণুভক্তির পূর্ণ প্রকাশে—ভগবান্ বিষ্ণুতে প্রীতি এবং সঙ্গে সঙ্গে তদীয় বস্তুতে ততোধিক প্রীতি পরিলক্ষিত হয়।

উপসংহারে ইহাই বক্তব্য যে, সম্প্রদায়ের বাহিরে গুরুবস্তুর পরিচয় লাভে জীবসমূহ বঞ্চিত তো হয়ই, এমন কি সাত্বত সম্প্রদায়-চতুষ্টয়ের যে-কোনটী হইতেও সম্প্রদায়ৈক-সংরক্ষক আচার্য্যচরণ, যাঁহার সাধু-শাস্ত্রানুমোদিত ভক্ত্যানুকূল আচার-আচরণ ও ক্রিয়ামুদ্রাদি নিম্নতম পর্য্যায়ের শ্রেয়ঃসাধকগণেরও সহজ অনুকরণীয় ও অনুসরণীয় এবং যাঁহার শাস্ত্রসিদ্ধান্তে অতি বড় কু-তার্কিকও ফাঁকি দিতে পারে না (এতাদৃশ শ্রীগুরুপাদপদ্ম), বরণ করিবার সৌভাগ্য লাভ করিয়াও সম্প্রদায়-মর্য্যাদা, সম্প্রদায়াচার্য্যের মর্য্যাদা ও তদীয় গৌরব অনাদর করিয়া গুরুদাস্যের অভিনয়কারী কপট বৈষ্ণববেষধারিগণ কখনও গুরু-সেবক নহেন এবং এই জাতীয় কপটাচারীর সাহচর্য্য হইতে কখনও বিষ্ণুভক্তি লাভের সম্ভাবনাও নাই। সম্প্রদায়ের গৌরব ও সম্প্রদায়াচার্য্যের গৌরব তত্ত্বতঃ এক এবং অভিন্ন। একটিকে বাদ দিয়া অপরটীর সেবা কখনও সম্ভব নহে। যদি তাহা কোথায়ও পরিদৃষ্ট হয়ও, তবে তাহা আত্মবঞ্চনা-মাত্র, তাহা আচার্য্য-সেবন বা শ্রীগুরুপাদপদ্ম-সেবন নহে। পক্ষান্তরে সম্প্রদায়ৈক সংরক্ষক আচার্য্যের নিষ্কপট পরিচর্য্যা হইতে ক্রমশঃ সম্প্রদায়ের গৌরববোধ ও মমত্ববোধ অধিকতর হইলে তদ্দ্বারা শ্রীগুরুভক্তি বা শ্রীগুরুনিষ্ঠা পূর্ণতাই লাভ করে। শ্রীহরির শুদ্ধ আরাধনা বলিতে ইহাকেই বুঝায়। "শ্রীগুরু-চরণে রতি, সেই সে উত্তমা গতি, যে প্রসাদে পূরে সর্ব্ব আশা।"

শ্রীভক্তিভবনে শ্রীশ্রীগিরিধারী ও শ্রীকূর্ম্মদেব দর্শন

আমরা গত ২রা মাঘ, ১৩৮৩ (ইং ১৬।১।৭৭) রবিবার শ্রীহরিবাসরে মধ্যাহ্নে শ্রীভক্তিভবনে শ্রীশ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের ভজনস্থান, তাঁহার স্বহস্ত-সেবিত শ্রীশ্রীগিরিধারীজিউ এবং শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের স্বহস্ত-সেবিত শ্রীকূর্ম্মমূর্ত্তি দর্শন-মানসে দক্ষিণকলিকাতা শ্রীচৈতন্য-গৌড়ীয় মঠ হইতে যাত্রা করিয়া প্রথমে ৩৬ নং কৈলাস বসু ষ্ট্রীটস্থ স্বর্গীয় কালীকিঙ্কর বসু মহাশয়ের ভবনে গমন করি। উক্ত বসু মহাশয়ের পত্নী শ্রীযুক্তা মীরা বসু ও তৎকন্যা শ্রীমতী মন্দিরা বসু উভয়েই পরম পূজ্যপাদ শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠাধ্যক্ষ আচার্য্য ত্রিদণ্ডিগোস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব মহারাজের শ্রীচরণাশ্রিতা। ইঁহারা উভয়েই পরমা ভক্তিমতী ও বিদুষী। ইঁহাদের গৃহ হইতে রামবাগানে ফোন করিয়া জানা গেল—অদ্য শ্রীশ্রীগিরি-ধারী-জিউর মাধ্যাহ্নিক ভোগরাগ সমাপ্ত হইয়া শয়ান হইয়া গিয়াছে, পুনরায় দর্শন পাইতে অপরাহ্ণ ৪ ঘটিকা হইবে। আমরা তখন ঐ শ্রীবসুভবনে শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ-কীর্ত্তনাদি-দ্বারা কালক্ষেপের বিচার বরণ করিলাম। বহুক্ষণব্যাপী পাঠকীর্ত্তনের পর ফলমূলাদি অনুকল্পেরও বিরাট্ ব্যবস্থা হইল। এই সময়ে শ্রীমন্দিরা দেবী কথাপ্রসঙ্গে জানাইলেন—বেলুড়মঠের বিশ্ববিশ্রুত সাধু শ্রীমদ্ বিবেকানন্দ স্বামীজী পূর্ব্বাশ্রমে তাঁহাদের নিকট আত্মীয় ছিলেন। স্বামীজী তাঁহার নিজহস্তে তাঁহার স্বহস্তসেবিত একটি শ্বেতবর্ণের শিবলিঙ্গ শ্রীমতী মন্দিরা দেবীকে দিয়া গিয়াছেন। মন্দিরা দেবী পরম বৈষ্ণব-বিচারে সেই লিঙ্গরাজের পূজা করিয়া থাকেন। আমরা সেই মূর্ত্তির দর্শন, স্পর্শন ও 'জয় বৃন্দাবনাবনীপতে' ইত্যাদি মন্ত্রে তাঁহাকে প্রণতি জ্ঞাপন করিলাম। অতঃপর যথাসময়ে আমরা তথা হইতে পদব্রজে ভক্তিভবনে যাত্রা করিলাম।

বিগত ১৮৮১ খৃষ্টাব্দে শ্রীশ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ তাঁহার কলিকাতা-রামবাগানস্থ (পূর্ব্বে ১৮১ মাণিকতলা রোড্স্থ, বর্ত্তমানে ঐ ১৮১ নং রমেশ দত্ত ষ্ট্রীটস্থ) 'ভক্তিভবন' নামক গৃহের ভিত্তি-খননকালে মৃত্তিকার অভ্যন্তর হইতে একটি শ্রীকূর্ম্মমূর্ত্তি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। তখন অস্মদীয় গুরুপাদপদ্ম ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তি-সিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুর মাত্র ৮।৯ বৎসর-বয়স্ক বালক। শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ ঠাকুর ভক্তিবিনোদ-সমীপে তৎকালে ঐ শ্রীকূর্ম্মমূর্ত্তির (কূর্ম্মাকৃতি শালগ্রাম শিলার) সেবাপ্রাপ্তির জন্য বিশেষ আগ্রহ প্রকাশ করিলে ঠাকুর কৃপাপরবশ হইয়া তাঁহাকে ঐ শ্রীকূর্ম্ম-দেবের পূজার মন্ত্র ও অর্চ্চন-বিধি শিক্ষা দিয়াছিলেন। বালকরূপী প্রভুপাদ তদবধি তিলকাদি সদাচার গ্রহণ পূর্ব্বক ঐ শ্রীকূর্ম্মদেবের নিয়মিতভাবে সেবাপূজা নির্ব্বাহ করিতে থাকেন। শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ শ্রীভক্তিভবনে থাকা-কালে বালককাল হইতেই কঠোর ব্রহ্মচর্য্যব্রত পালন করিতেন। শ্রীভক্তিবিনোদতনয় শ্রীকমলাপ্রসাদ দ্বিতলো-পরিস্থ যে কক্ষে থাকিতেন, সেই কক্ষমধ্যে একটি পালঙ্কোপরি অদ্যাপি শ্রীকমলাপ্রসাদ ও তৎপত্নীর আলেখ্যদ্বয় বিরাজিত দেখিলাম। কমলাপ্রসাদপুত্র শ্রীরবীন্দ্রনাথও অধুনা ঐ কক্ষেই বাস করিতেছেন। আমরা তাঁহাদেরই শ্রীমুখে শুনিলাম এই কক্ষেরই পার্শ্ববর্ত্তী একটি অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র কক্ষে পরমারাধ্য প্রভুপাদ সাধনভজন করিতেন। গৃহে থাকাকালে প্রভুপাদ চতুর্দ্দশবর্ষব্যাপী স্বহস্তে পাক করিয়া নির্জ্জনে ভোজনক্রিয়া সম্পাদন করিবার আদর্শ প্রদর্শন করিয়া গিয়াছেন। নিজ মাতা ও ভগ্নী ব্যতীত তাঁহার কক্ষে ভ্রাতৃবধূগণেরও প্রবেশ নিষিদ্ধ ছিল।

শ্রীযুক্ত রবি বাবু ও তাঁহার ভ্রাতা সৌম্য বাবু আমাদিগকে পরমারাধ্য প্রভুপাদের শ্রীচরণাশ্রিত ভৃত্যানু-ভৃত্য জ্ঞানে যথেষ্ট সৌজন্য প্রদর্শন করিলেন। আমরা [অর্থাৎ শ্রীভক্তিপ্রমোদ পুরী ও তৎসহ সমাগত শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠাধ্যক্ষ আচার্য্যদেবের শ্রীচরণাশ্রিত শ্রীব্যোমকেশ সরকার (P. A. to Finance Minister —দীক্ষার নাম শ্রীবাসুদেব দাস ব্রহ্মচারী), সস্ত্রীক

শ্রীকৃষ্ণপদ বন্দ্যোপাধ্যায় ও নিত্যধামপ্রাপ্ত শ্রীপাদ ভক্তিসারঙ্গ গোস্বামিমহারাজের শিষ্য—সস্ত্রীক শ্রীধনঞ্জয় সামন্ত মহাশয়] শ্রীভক্তিভবনে সেবিত শ্রীগিরিধারীজিউ ও শ্রীকূর্ম্মদেব দর্শন করিতে চাহিলে সৌম্য বাবু আমাদিগকে সঙ্গে করিয়া ঠাকুর ঘরে লইয়া যান, তথায় আমি (শ্রীপুরী মঃ) শ্রীশ্রীকূর্ম্মদেবকে স্বহস্তে ধারণপূর্ব্বক নিজে দর্শন করি ও অপর সকলকেই দেখাই। শ্রীশ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের ও তৎকন্যা শ্রীবড়দিদি ঠাকুরাণী শ্রীযুক্তা সৌদামিনী দেবীর স্বহস্ত সেবিত শ্রীশ্রীগিরিধারীজিউও দর্শন করিলাম। পরমারাধ্য শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের স্বহস্তসেবিত কূর্ম্মদেব দর্শনে বড়ই আনন্দ লাভ করিয়া শ্রীজয়দেব ও শ্রীউগ্রশ্রবা সূত গোস্বামীর স্তবদ্বারা তাঁহার প্রণতি বিধান করিলাম। শ্রীজয়দেব গাহিয়াছেন—

"ক্ষিতিরতিবিপুলতরে তিষ্ঠতি তব পৃষ্ঠে
ধরণীধরণকিণচক্রগরিষ্ঠে।
কেশব ধৃতকচ্ছপরূপ (পাঠান্তর—কূর্ম্মশরীর)
জয় জগদীশ হরে॥"

অর্থাৎ হে কেশব! হে কূর্ম্মরূপধারিন্! হে জগদীশ! হে হরে! শ্রীকূর্ম্মরূপ দ্বিতীয়াবতার সময়ে ধরণী তোমার পৃষ্ঠে অধিষ্ঠিত হইয়াছিলেন, অধুনাও অবস্থান করিতেছেন ("বর্ত্তমানকালনির্দ্দেশেনাধুনাপি তিষ্ঠতীতি প্রসিদ্ধম্"—শ্রীপ্রবোধানন্দসরস্বতীকৃতা ব্যাখ্যা")। যদি বল, পঞ্চাশৎ কোটিযোজন-বিস্তৃতা পৃথিবী তব পৃষ্ঠদেশে কিপ্রকারে অবস্থিতা হইলেন? তাহাতে বলা হইতেছে—'অতিবিপুলতরে' অর্থাৎ পৃথিবী অপেক্ষাও অধিক বিস্তীর্ণ তোমার বিশালতর পৃষ্ঠদেশে ধরিত্রী অবস্থান করিতেছেন। তৎকালে তোমার পৃষ্ঠদেশ পৃথিবীধারনজন্য ব্রণচিহ্নাঙ্কিত হওয়ায় অধিকতর গৌরবান্বিত হইয়াছিল। তুমি জয়যুক্ত হও।

শ্রীসরস্বতীপাদ 'ধরণীধরণকিণচক্রগরিষ্ঠে' বাক্যের ব্যাখ্যায় লিখিয়াছেন—"ধরণ্যাঃ পৃথিব্যাঃ ধারণেন যৎকিণচক্রং চক্রাকৃতিরুধিরমণ্ডলং তেন গরিষ্ঠে গৌরবযুক্তে, তচ্ছোণিতগ্রন্থিরূপং চক্রং গরিষ্ঠং যস্মিন্ তাদৃশ ইতি বা" * * তথা চ ভক্তকৃতে পৃথিব্যাদিধারণকর্ম্মণা ভগবতো ভারবহনমপ্যুক্তমিতি ভাবঃ।"

অর্থাৎ পৃষ্ঠে পৃথিবীধারণহেতু চক্রাকৃতিরুধিরমণ্ডলরূপ কিণচক্রদ্বারা তাহা গরিষ্ঠ অর্থাৎ গৌরবযুক্ত হইয়াছে অথবা তৎশোণিতগ্রন্থিরূপ চক্র যাহাতে গরিষ্ঠ (অতিশয় দৃঢ়), তাদৃশ পৃষ্ঠে, ভক্তের জন্য পৃথিব্যাদি ধারণকর্ম্মদ্বারা ভগবানের ভারবহনও উক্ত হইয়াছে, ইহাই ভাবার্থ।

শ্রীপূজারী গোস্বামী বলিতেছেন—"অনেন কূর্ম্মস্যাদ্ভুতরসাধিষ্ঠাতৃত্বং বিজ্ঞাপিতম্।" অর্থাৎ ইহা দ্বারা কূর্ম্মদেবের অদ্ভুতরসাধিষ্ঠাতৃত্ব বিজ্ঞাপিত হইয়াছে।

[দশাবতারস্তোত্রে যথাক্রমে বীভৎস, অদ্ভুত, ভয়ানক, বৎসল, সখ্য, রৌদ্র, করুণ, হাস্য, শান্ত ও বীররসাধিষ্ঠাতৃত্ব বিজ্ঞাপন করা হইয়াছে।]

কেহ বলিতেছেন—নিরন্তর পৃথিবী-বহনজন্য তোমার পৃষ্ঠদেশ কিণচক্র অর্থাৎ কঠিনীভূত ত্বক্‌সমূহদ্বারা গরিষ্ঠ অর্থাৎ অতিশয় দৃঢ় হইয়াছে।

শ্রীউগ্রশ্রবা সূত গোস্বামী গাহিয়াছেন—

"পৃষ্ঠে ভ্রাম্যদমন্দমন্দরগিরিগ্রাবাগ্রকণ্ডূয়না-
ন্নিদ্রালোঃ কমঠাকৃতের্ভগবতঃ শ্বাসানিলাঃ পান্তু বঃ।
যৎ সংস্কারকলানুবর্ত্তনবশাদ্বেলানিভেনাম্ভসাং
যাতায়াতমতন্দ্রিতং জলনিধের্নাদ্যাপি বিশ্রাম্যতি॥"
—ভাঃ ১২।১৩।২

[অর্থাৎ পৃষ্ঠদেশে ভ্রমণশীল গুরুতর মন্দরগিরির প্রস্তরাগ্রঘর্ষণজনিত সুখ-হেতু নিদ্রালু কূর্ম্মরূপী ভগবানের শ্বাসবায়ু-সমূহ আপনাদিগকে রক্ষা করুক। ঐ শ্বাসবায়ুরাশির সংস্কার-লেশ অদ্যাপি অনুবর্ত্তনবশতঃ ক্ষোভচ্ছলে সমুদ্র-জলরাশির যাতায়াত নিরন্তর প্রবর্ত্তমান রহিয়াছে—কখনও নিবৃত্ত হইতেছে না।]

শ্রীল চক্রবর্ত্তী ঠাকুরের টীকার মর্ম্ম এই যে—শ্রীভগবান্‌ই যেমন কূর্ম্মাদিরূপে সমুদ্র মন্থন করিয়াছেন, দেবতাদের নিমিত্ততা নামমাত্র, তদ্রূপ এই অপার বেদমহাসমুদ্রমন্থনকার্য্য বেদব্যাসরূপে শ্রীভগবান্‌ই করিয়াছেন। যেরূপ যে-শ্রীভগবান্ সমুদ্র মন্থন করিয়া অমৃত লাভ করেন, সেই শ্রীভগবান্‌ই আবার মোহিনীমূর্ত্তি ধারণপূর্ব্বক অসুরগণকে বঞ্চনা করিয়া নিজভক্ত দেবগণকে সেই সমুদ্রমন্থনোত্থ অমৃত প্রদান করেন। সেইরূপ তিনি বেদসমুদ্রমন্থনোত্থ এই শ্রীমদ্ভাগবতাভিধ ভক্তিরসা-

মৃত অভক্ত অসুরগণকে বঞ্চনা করিয়া তোমাদিগকে দান করুন, ইহাই ভক্তগণের প্রতি আশীর্ব্বাদ।

পরমারাধ্য শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ উঁহার বিবৃতিতে লিখিয়াছেন—

"* * * সেই অধোক্ষজ কূর্ম্মের শ্বাসবায়ু কৃপাপরবশ হইলে ভোগ বা ত্যাগ হইতে বদ্ধজীবগণকে রক্ষা করেন। সেই কূর্ম্মদেবের চিন্ময় শ্বাস অচিৎ-প্রতীতি হইতে ভাগ্যবন্ত জীবগণকে রক্ষা করুন। * * সেই ভগবচ্ছ্বাসানিল বদ্ধজীবের তর্ককণ্ডুয়নের উপশান্তি বিধান করুন। * * কূর্ম্মাবতারের প্রাকট্য ও কূর্ম্মলীলার প্রয়োজনীয়তা বদ্ধজীবহৃদয়ে অনুকূলবাত-প্রভাবে জড়-ভোগ্যতা-কণ্ডূয়নের শান্তি করুক।"

কূর্ম্মাকৃতি শালগ্রামটী আমি উপস্থিত সকলকেই হাতে করিয়া দেখাইলাম। সকলেই প্রভুপাদ পূজিত কূর্ম্মদেবকে পুনঃ পুনঃ প্রণাম করিতে লাগিলেন।

আমরা শুনিয়াছি, শ্রীশ্রীজগন্নাথদাস বাবাজী মহারাজ তাঁহার স্বহস্ত সেবিত শ্রীশ্রীগিরিধারী-জিউকে তৎপ্রিয়তম নিজজন শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদকে দিয়া যান। ঠাকুর প্রভুদত্ত সেই শিলাটির পরম অনুরাগময়ী সেবা বিধান করিয়াছেন।

আমরা ভক্তিভবনে শ্রীশ্রীগিরিধারী-জিউর শ্রীচরণামৃত ও প্রসাদ প্রাপ্ত হইয়া পরমানন্দ লাভ করিলাম। তাঁহাদের এবং শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ ও শ্রীশ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের পাদপদ্মে পুনঃ পুনঃ প্রণতি বিধান-পূর্ব্বক ভক্তি-ধন প্রার্থনা করিতে করিতে বিদায় গ্রহণ করিলাম।

কোন ভাগ্যবান্ ভক্তবর কৃপাপূর্ব্বক এই ভক্তিভবনের সম্পূর্ণ সংস্কার বিধান করতঃ লোকোত্তর মহাপুরুষের স্মৃতি সংরক্ষণে প্রবৃত্ত হইলে জগতের মহা উপকার সাধিত হইবে।

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠে শ্রীব্যাসপূজা-মহোৎসব

বিগত ২৫শে মাঘ, ইং ৮ই ফেব্রুয়ারী মঙ্গলবার ৩৫, সতীশ মুখার্জ্জী রোড, কলিকাতাস্থিত শ্রীচৈতন্য-গৌড়ীয় মঠে পরমারাধ্যতম প্রভুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তি-সিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুরের ১০৩ বর্ষপূর্ত্তি আবির্ভাব-তিথিপূজা বিশেষ সমারোহে অনুষ্ঠিত হইয়াছেন। উক্ত দিবস প্রত্যুষে শ্রীমঠের নাট্য মন্দিরে শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের বৃহৎ আলেখ্যার্চ্চা পুষ্পমাল্যাদি মণ্ডিত হইয়া সুশোভিত উচ্চাসনে অধিষ্ঠিত হইলে পূজ্যপাদ ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিপ্রমোদ পুরী মহারাজ পূর্ব্বাহ্নে শ্রীবাসপূজা পদ্ধতি অবলম্বনে শ্রীকৃষ্ণপঞ্চক, শ্রীব্যাসপঞ্চক, শ্রীবৈয়াসকি-পঞ্চক বা শ্রীআচার্য্যপঞ্চক, শ্রীসনকাদিপঞ্চক, শ্রীগুরু-পরম্পরা-পঞ্চক এবং তত্ত্বপঞ্চক (পঞ্চতত্ত্ব) ও তদনুগত গুরুপরম্পরা পূজানুষ্ঠানমুখে শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের যথাবিধি পূজা, ভোগরাগ ও আরাত্রিকাদি বিধান করেন। তৎপর সন্ন্যাসী, ব্রহ্মচারী ও গৃহস্থ ভক্তবৃন্দ সকলেই একে-একে শ্রীগুরুপাদপদ্মে পুষ্পাঞ্জলি সমর্পণ পূর্ব্বক তাঁহাকে বারচতুষ্টয় প্রদক্ষিণ করেন। বলাবাহুল্য সর্ব্বক্ষণ পরমারাধ্য প্রভুপাদের পরমপ্রিয় নামসঙ্কীর্ত্তনমুখে শ্রীব্যাস-পূজার যাবতীয় কার্য্য অনুষ্ঠিত হইয়াছে। উপস্থিত সকলকেই বিচিত্র মহাপ্রসাদ-দ্বারা আপ্যায়িত করা হয়। সন্ধ্যারাত্রিকের পর পুনরায় নাট্যমন্দিরে প্রভুপদতলে ধর্ম্মসভার অধিবেশন হয়। প্রথমে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিবিলাস ভারতী মহারাজ শ্রীগুরু-তত্ত্ব ও মহিমা সম্বন্ধে একটি সুদীর্ঘ ভাষণ প্রদান করেন, তৎপর অধ্যাপক পণ্ডিত শ্রীমদ্ বিভুপদ পাণ্ডা মহোদয় বঙ্গভাষাবলম্বনে তদ্রচিত প্রভুপাদ-প্রশস্তি-পদ্য পাঠ করেন। পরিশেষে শ্রীমদ্ ভক্তিপ্রমোদ পুরী মহারাজ শ্রীগুরুপাদপদ্মের জন্মকর্ম্মাদি যাবতীয় ব্যাপারের অলৌকিকত্ব ও তাঁহার আচার-প্রচারপ্রমোদত্ব কীর্ত্তন করিলে সভা ভঙ্গ হয়। সভার উপক্রম ও উপসংহারে শ্রীগুরু-মহিমাব্যঞ্জক কীর্ত্তন হইয়াছিল।

নিয়মাবলী

১। "শ্রীচৈতন্য-বাণী" প্রতি বাঙ্গালা মাসের ১৫ তারিখে প্রকাশিত হইয়া দ্বাদশ মাসে দ্বাদশ সংখ্যা প্রকাশিত হইয়া থাকেন। ফাল্গুন মাস হইতে মাঘ মাস পর্য্যন্ত ইহার বর্ষ গণনা করা হয়।

২। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৬'০০ টাকা, ষাণ্মাসিক ৩'০০ টাকা, প্রতি সংখ্যা '৫০ পঃ। ভিক্ষা ভারতীয় মুদ্রায় অগ্রিম দেয়।

৩। পত্রিকার গ্রাহক যে কোন সংখ্যা হইতে হওয়া যায়। জ্ঞাতব্য বিষয়াদি অবগতির জন্য কার্য্যাধ্যক্ষের নিকট পত্র ব্যবহার করিয়া জানিয়া লইতে হইবে।

৪। শ্রীমন্মহাপ্রভুর আচরিত ও প্রচারিত শুদ্ধভক্তিমূলক প্রবন্ধাদি সাদরে গৃহীত হইবে। প্রবন্ধাদি প্রকাশিত হওয়া সম্পাদক-সঙ্ঘের অনুমোদন সাপেক্ষ। অপ্রকাশিত প্রবন্ধাদি ফেরৎ পাঠাইতে সঙ্ঘ বাধ্য নহেন। প্রবন্ধ কালিতে স্পষ্টাক্ষরে একপৃষ্ঠায় লিখিত হওয়া বাঞ্ছনীয়।

৫। পত্রাদি ব্যবহারে গ্রাহকগণ গ্রাহক-নম্বর উল্লেখ করিয়া পরিষ্কারভাবে ঠিকানা লিখিবেন। ঠিকানা পরিবর্ত্তিত হইলে এবং কোন সংখ্যা ঐ মাসের শেষ তারিখের মধ্যে না পাইলে কার্য্যাধ্যক্ষকে জানাইতে হইবে। তদন্যথায় কোনও কারণেই পত্রিকার কর্ত্তৃপক্ষ দায়ী হইবেন না। পত্রোত্তর পাইতে হইলে রিপ্লাই কার্ডে লিখিতে হইবে।

৬। ভিক্ষা, পত্র ও প্রবন্ধাদি কার্য্যাধ্যক্ষের নিকট নিম্নলিখিত ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে।

কার্য্যালয় ও প্রকাশস্থান :—

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ

৩৫, সতীশ মুখার্জ্জী রোড, কলিকাতা-২৬, ফোন ৪৬ ৫৯০০।

শ্রীগৌড়ীয় সংস্কৃত বিদ্যাপীঠ

প্রতিষ্ঠাতা—শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাধ্যক্ষ পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিযতি শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজ।

স্থান :—শ্রীগঙ্গা ও সরস্বতীর (জলঙ্গী) সঙ্গমস্থলের অতীব নিকটে শ্রীগৌরাঙ্গদেবের আবির্ভাবভূমি শ্রীধাম-মায়াপুরান্তর্গত তদীয় মাধ্যাহ্নিক লীলাস্থল শ্রীঈশোদ্যানস্থ শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ।

উত্তম পারমার্থিক পরিবেশ। প্রাকৃতিক দৃশ্য মনোরম ও মুক্ত জলবায়ু পরিষেবিত অতীব স্বাস্থ্যকর স্থান।

মেধাবী যোগ্য ছাত্রদিগের বিনা ব্যয়ে আহার ও বাসস্থানের ব্যবস্থা করা হয়। আত্মধর্ম্মনিষ্ঠ আদর্শ চরিত্র অধ্যাপক অধ্যাপনার কার্য্য করেন। বিস্তৃত জানিবার নিমিত্ত নিম্নে অনুসন্ধান করুন।

(১) প্রধান অধ্যাপক, শ্রীগৌড়ীয় সংস্কৃত বিদ্যাপীঠ
ঈশোদ্যান, পোঃ শ্রীমায়াপুর, জিঃ নদীয়া

(২) সম্পাদক, শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ
৩৫, সতীশ মুখার্জ্জী রোড, কলিকাতা-২৬

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় বিদ্যামন্দির

৮৬এ, রাসবিহারী এভিনিউ, কলিকাতা-২৬

শিশুশ্রেণী হইতে ৯ম শ্রেণী পর্য্যন্ত ছাত্রছাত্রী ভর্ত্তি করা হয়। শিক্ষাবোর্ডের অনুমোদিত পুস্তক-তালিকা অনুসারে শিক্ষার ব্যবস্থা আছে এবং সঙ্গে সঙ্গে ধর্ম্ম ও নীতির প্রাথমিক কথা ও আচরণগুলিও শিক্ষা দেওয়া হয়। বিদ্যালয় সম্বন্ধীয় বিস্তৃত নিয়মাবলী উপরি উক্ত ঠিকানায় কিংবা শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ৩৫, সতীশ মুখার্জ্জি রোড, কলিকাতা-২৬ ঠিকানায় জ্ঞাতব্য। ফোন নং ৪৬-৫৯০০।

মুদ্রণালয় :—

শ্রীচৈতন্যবাণী প্রেস, ৩৪/১এ, মহিম হালদার ষ্ট্রীট, কালীঘাট, কলিকাতা-২৬

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

একমাত্র-পারমার্থিক মাসিক

শ্রীচৈতন্য-বাণী

১৭শ বর্ষ * চৈত্র — ১৩৮৩ * ২য় সংখ্যা

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, পল্টনবাজার, গৌহাটী

সম্পাদক

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ

প্রতিষ্ঠাতা :—

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাধ্যক্ষ পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিযতি শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজ

সম্পাদক-সঙ্ঘপতি :—

পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রমোদ পুরী মহারাজ

সহকারী সম্পাদক-সঙ্ঘ :—

১। মহোপদেশক শ্রীকৃষ্ণানন্দ দেবশর্মা ভক্তিশাস্ত্রী, সম্প্রদায়বৈভবাচার্য্য।

২। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিসুহৃদ্ দামোদর মহারাজ। ৩। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিবিজ্ঞান ভারতী মহারাজ।

৪। শ্রীবিভুপদ পণ্ডা, বি-এ, বি-টি, কাব্য-ব্যাকরণ-পুরাণতীর্থ, বিদ্যানিধি।

৫। শ্রীচিন্তাহরণ পাটগিরি, বিদ্যাবিনোদ

কার্য্যাধ্যক্ষ :—

শ্রীজগমোহন ব্রহ্মচারী, ভক্তিশাস্ত্রী।

প্রকাশক ও মুদ্রাকর :—

মহোপদেশক শ্রীমঙ্গলনিলয় ব্রহ্মচারী, ভক্তিশাস্ত্রী, বিদ্যারত্ন, বি, এস্-সি

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, তৎশাখা মঠ ও প্রচারকেন্দ্রসমূহ :—

মূল মঠ :—

১। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ঈশোদ্যান, পোঃ শ্রীমায়াপুর (নদীয়া)

প্রচারকেন্দ্র ও শাখামঠ :—

২। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ৩৫, সতীশ মুখার্জ্জি রোড্, কলিকাতা-২৬। ফোন : ৪৬-৫৯০০

৩। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ৮৬এ, রাসবিহারী এভিনিউ, কলিকাতা-২৬

৪। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, গোয়াড়ী বাজার, পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

৫। শ্রীশ্যামানন্দ গৌড়ীয় মঠ, পোঃ ও জেঃ মেদিনীপুর

৬। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, মথুরা রোড, পোঃ বৃন্দাবন (মথুরা)

৭। শ্রীবিনোদবাণী গৌড়ীয় মঠ, ৩২, কালীয়দহ, পোঃ বৃন্দাবন (মথুরা)

৮। শ্রীগৌড়ীয় সেবাশ্রম, মধুবন মহোলি, পোঃ কৃষ্ণনগর, জেঃ মথুরা

৯। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, দেওয়ান দেউড়ী, হায়দ্রাবাদ-২ (অন্ধ্র প্রদেশ) ফোন : ৪৬০০১

১০। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, পল্টন বাজার, পোঃ গৌহাটী-৮ (আসাম) ফোন : ৭১৭০

১১। শ্রীগৌড়ীয় মঠ, পোঃ তেজপুর (আসাম)

১২। শ্রীল জগদীশ পণ্ডিতের শ্রীপাট, পোঃ যশড়া, ভায়া চাকদহ (নদীয়া)

১৩। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, পোঃ ও জিলা গোয়ালপাড়া (আসাম)

১৪। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, সেক্টর—২০বি, পোঃ চণ্ডীগড়—২০ (পাঞ্জাব) ফোন : ২৩৭৮৮

১৫। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, গ্র্যাণ্ড রোড্, পোঃ পুরী (উড়িষ্যা)

১৬। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, শ্রীজগন্নাথ মন্দির, পোঃ আগরতলা (ত্রিপুরা)

১৭। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, গোকুল মহাবন, পোঃ মহাবন, জিলা—মথুরা

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের পরিচালনাধীন :—

১৮। সরভোগ শ্রীগৌড়ীয় মঠ, পোঃ চক্‌চকাবাজার, জেঃ কামরূপ (আসাম)

১৯। শ্রীগদাই গৌরাঙ্গ মঠ পোঃ বালিয়াটী, জেঃ ঢাকা (বাংলাদেশ)

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীচৈতন্য-বাণী

"চেতোদর্পণমার্জ্জনং ভব-মহাদাবাগ্নি-নির্ব্বাপণং
শ্রেয়ঃ কৈরবচন্দ্রিকাবিতরণং বিদ্যাবধূজীবনম্।
আনন্দাম্বুধিবর্দ্ধনং প্রতিপদং পূর্ণামৃতাস্বাদনং
সর্ব্বাত্মস্নপনং পরং বিজয়তে শ্রীকৃষ্ণসংকীর্ত্তনম্॥"

১৭শ বর্ষ | শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, চৈত্র, ১৩৮৩। ২৪ বিষ্ণু, ৪৯১ শ্রীগৌরাব্দ; ১৫ চৈত্র, মঙ্গলবার; ২৯ মার্চ্চ, ১৯৭৭। | ২য় সংখ্যা

সজ্জন—মানদ

[ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুর]

সজ্জন বা বৈষ্ণব মানদাতা বলিলে, মানদাতা ও মানগৃহীতা দুইটি বস্তু এবং তাহাদের উভয়ের মধ্যে মানের প্রদান ও আদান বুঝায়। এস্থলে বৈষ্ণবের মানদাতৃত্ব এবং গৃহীতার বৈষ্ণবের নিকট হইতে মানের আহরণ ক্রিয়া পরিলক্ষিত হয়। গ্রহণকারী বৈষ্ণব বা অবৈষ্ণব সে বিষয়ে প্রসঙ্গ উত্থাপিত হইলে আমরা দেখিতে পাই যে, বৈষ্ণবের নিকট হইতে যিনি মান গ্রহণ করেন তিনি বৈষ্ণব শব্দ বাচ্য হইতে পারেন না। অবৈষ্ণবই বৈষ্ণবের নিকট হইতে মানগ্রহণ করিতে সমর্থ, যেহেতু গৃহীতা বৈষ্ণব হইলে সেইরূপ মান প্রদান করাও তাঁহার বৃত্তি সুতরাং বৈষ্ণব মানদধর্ম্মবিশিষ্ট হইয়া অপর বৈষ্ণবকে মান-প্রদান করিতে গেলে তিনিও তাঁহাকে মান প্রদান করিবেন। অবৈষ্ণব বৈষ্ণবের প্রদত্ত মান গ্রহণ করিয়া তাঁহাকে মান না দিতে পারেন। অবৈষ্ণবের স্বভাবে মানদাতৃত্ব ধর্ম্ম অপরিহার্য্য ধর্ম্ম বলিয়া স্থিরীকৃত হয় নাই।

মান দ্বিবিধ প্রাকৃত ও অপ্রাকৃত। অবৈষ্ণব যদি মানের গৃহীতা হন তাহা হইলে তিনি অপ্রাকৃত হইতে পারেন না, সুতরাং বৈষ্ণবের নিকট যাহারা মানের ভিক্ষু বা প্রত্যাশী তাহারা অবৈষ্ণব বা অসজ্জন। বৈষ্ণব সকলকেই স্বতঃপরতঃ মান দিতে প্রস্তুত। এক বৈষ্ণব অন্য বৈষ্ণবের নিকট মান লাভ করিয়া তাঁহাকেও মান দিয়া থাকেন। অবৈষ্ণব বৈষ্ণবের নিকট মান পাইয়া তাহা আত্মসাৎ করেন এবং প্রত্যর্পণ করা দূরে যাক্, সেই মানে আপনাকে শ্লাঘান্বিত মনে করিয়া স্বীয় সর্ব্বনাশ করেন। বর্ত্তমান কালে বৈষ্ণবের মান লাভ করিয়া অবৈষ্ণব সমাজ কিরূপ অপরাধ সমুদ্রে পড়িয়া হাবুডুবু খাইতেছেন তাহা আর আমাদের কষ্ট স্বীকার করিয়া দেখাইতে হইবে না। সকলেই লক্ষ্য করিয়া থাকিবেন, বৈষ্ণব কোন অবৈষ্ণব ব্রাহ্মণকে মান প্রদান করিলে ব্রাহ্মণ আপনাকে অবৈষ্ণব জানিয়া উহা কেবল গ্রহণ করেন এবং বৈষ্ণবের বিদ্বেষ করিয়া স্বীয় উচ্চ পদবী হইতে অধশ্চ্যুত হন। এইরূপে বর্ত্তমানকালে বহির্ম্মুখ শৌক্র-সমাজদৃষ্টিতে কি প্রকার পরমহংস বৈষ্ণবের সুতুঙ্গ পদবী অধঃপাতিত হইয়াছে, দেখিতে আর কাহারও বাকী নাই। বৈষ্ণবকে সর্ব্ববর্ণের গুরু বলিবার পরিবর্ত্তে শৌক্রব্রাহ্মণবর্ণকে বর্ণের গুরু বলিতে অনেকে ব্যস্ত। পরমহংস বৈষ্ণবকে মূর্খ অবৈষ্ণবগণ শূদ্রসাম্য দর্শন করিয়া শূদ্র জ্ঞান করে এবং তজ্জন্য অপরাধ-

বশতঃ নিরয়গামী হয়। আবার বর্ণাশ্রমের বিশৃঙ্খলকারী দুর্ম্মদ দুর্নীতিপর মূর্খ শূদ্র চণ্ডালাদি অবৈষ্ণবগণ আপনাদিগকে পরমহংস বৈষ্ণব বলিয়া অভিমানপূর্ব্বক ব্রাহ্মণ অপেক্ষা নিজকে শ্রেষ্ঠ জ্ঞান করেন। বর্ণাশ্রম অপেক্ষা পারমহংস ধর্ম্ম উন্নত ও শ্রেষ্ঠ না বলিয়া, পরমহংস বৈষ্ণবকে বর্ণাশ্রমের বিশৃঙ্খলকারী অবৈধচারী ও ঘৃণিত বলিয়া অসম্মান করেন। ব্রাহ্মণ বর্ণ বা সন্ন্যাস আশ্রম, বর্ণ ও আশ্রমের পরমোচ্চ পদবী জানিয়া পরমহংস বৈষ্ণবকে বর্ণাশ্রমের অন্তর্ভুক্ত করিবার বিচার করেন। বাস্তবিক পরমহংস বৈষ্ণব আপনাকে কর্ম্মফলভোগী ও অজ্ঞানী প্রভৃতি সংজ্ঞায় অভিহিত করিলেও তাঁহাকে কোন বিবেকী সজ্জন তাদৃশ ঘৃণা করেন না কিন্তু অন্যের মূর্খতার হস্ত হইতেও বৈষ্ণব মুক্ত হন না। পরমহংস বৈষ্ণব অনেক সময় আপনাদিগকে শৌক্র অবরবর্ণ বলিয়া পরিচয় দেন, কখনও জগৎকে মান দিবার জন্য আমি বৈষ্ণব নহি, ভোগপর কর্ম্মী বা বর্ণাশ্রমী বলিয়া আত্মপরিচয় দেন। মূর্খের নিকট তাদৃশ পরিচয়ে মানদ ধর্ম্ম নাই বলিয়া প্রতীত হইলেও বৈষ্ণব পরমহংসের পক্ষে উহাই মানদ ধর্ম্ম বুঝিতে কাহারও বাকী থাকে না। শ্রীগৌরসুন্দর জীবশিক্ষা দিবার জন্য শৌক্র ব্রাহ্মণকুলে জন্মগ্রহণ করিয়া সন্ন্যাস-আশ্রম গ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহার আচরণে বর্ণাশ্রম পরিত্যক্ত হয় নাই বলিয়া পারমহংস বৈষ্ণবধর্ম্ম তদপেক্ষা অনুপাদেয় এরূপ কাহারও ধারণা করা উচিত নহে। তিনি বর্ণাশ্রমে অবস্থিত হইয়াও আবার বলিয়াছেনঃ—

"নাহং বিপ্রো ন চ নরপতির্নাপি বৈশ্যো ন শূদ্রো
নাহং বর্ণী ন চ গৃহপতির্নো বনস্থো যতির্ব্বা।
কিন্তু প্রোদ্যন্নিখিলপরমানন্দপূর্ণামৃতাব্ধে-
র্গোপীভর্ত্তুঃ পদকমলয়োর্দাসদাসানুদাসঃ॥"

শুদ্ধভক্ত মধুররসে প্রবিষ্ট হইলে বর্ণমিশ্র ভাব ও আশ্রমমিশ্র অভিমান, মন ও দেহাতিরিক্ত আত্মায় মিশ্রিত নাই একথা জানিতে পারেন। জগৎকে মান দিবার জন্য জীবস্বরূপের উচ্চতা আবরণ করিয়া বর্ণাশ্রমীর বেশ প্রদর্শন করেন। শ্রীগৌরাঙ্গ, শূদ্র বা গৃহস্থ হওয়াই সর্ব্বোত্তম এরূপ প্রার্থনা জীবের কর্ত্তব্য তাহাও প্রচার করেন নাই।

শ্রীরঘুনাথদাস গোস্বামী প্রভু, আপনাকে পরমহংস বৈষ্ণবদাস অভিমান করিয়া সন্ন্যাসী বা ব্রাহ্মণকে মান দিতে কুণ্ঠিত হন নাই। মনঃশিক্ষায় তিনি ভূসুর ব্রাহ্মণে সর্ব্বদা দন্তহীন হইয়া অপূর্ব্ব রতি করিবারই উপদেশ দিয়াছেন। ইহাই বৈষ্ণবের মানদধর্ম্ম। আবার শ্রীরসিকানন্দ দেব শ্রীশ্যামানন্দ প্রভুদত্ত যজ্ঞসূত্র গ্রহণ করিয়াও মানদ। শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর মহাশয় ভূসুরগণকে শিষ্যত্বে গ্রহণ করিয়াও মানদ ধর্ম্ম ছাড়িয়া দেন নাই। দুর্ব্বাসা ঋষি অম্বরীষের পাদ গ্রহণ কালে অম্বরীষ রাজা তাঁহাকে মান দিতে কুণ্ঠিত হন্ নাই। গুরুপ্রদত্ত যজ্ঞ সূত্রাদি ধারণ যদি মানদধর্ম্মের ব্যাঘাতকারী হইত তাহা হইলে পরম ভাগবতগণ তাহা গ্রহণ করিতেন না। সূত্রপ্রদাতা গুরুকে অবজ্ঞাপূর্ব্বক বৈষ্ণব কখনই মানদ ধর্ম্ম পালন করিতে পারেন না। গুরুপদাসীন বৈষ্ণব, গৃহীত বিষ্ণুদীক্ষাক শিষ্যকে অব্রাহ্মণ বলিয়া মানদ ধর্ম্ম রক্ষা করিতে পারেন না। "যস্য যল্লক্ষণং প্রোক্তং" শ্লোক "তথা দীক্ষা বিধানেন দ্বিজত্বং জায়তে নৃণাং" অবজ্ঞা করিতে পারেন না। বৈষ্ণবকে ব্রাহ্মণেতর ক্ষত্রিয় বৈশ্য শূদ্র এমন কি প্রাকৃত ব্রাহ্মণ বলিলেও মান দান করা হয় না। তিনি অপ্রাকৃত বস্তু কিন্তু শিষ্যত্ব অনুবন্ধ লৌকিকভাবে স্বীকার করা সত্ত্বেও তাঁহাকে প্রকৃত্যতীত ব্রাহ্মণেতর মনে করা মানদ ধর্ম্মের ব্যাঘাতকারী। শিষ্যও মানদ ধর্ম্ম পালন করিতে গিয়া গুরুপ্রদত্ত বর্ণাশ্রম স্বীকার করিবেন। না করিলে তিনি পরমহংস বৈষ্ণব হওয়ার উচ্চবেশ গ্রহণ করা অপরাধে মানদ না হইয়া অবৈষ্ণব হইবেন। সর্ব্ব মহাগুণগণ বৈষ্ণব শরীরে জানিয়া বৈষ্ণবকে মান দিতে হইবে এবং অন্য জনে প্রাকৃত মান দিলে তাহাদের বৈষ্ণবাপরাধ হইবে না সুতরাং তদ্দ্বারা বদ্ধ জীবে দয়া করাই হইবে।

শ্রীভক্তিবিনোদ-বাণী

(ভক্তি-প্রাতিকূল্য)

প্রঃ—সাধকের পক্ষে শোক-ক্রোধাদি পরিত্যাজ্য কেন ?

উঃ—"শোক-ক্রোধ প্রভৃতি সমস্ত বেগকেই বৈষ্ণব-সাধক পরিত্যাগ করিবেন। নতুবা নিরন্তর কৃষ্ণস্মৃতির বিশেষ ব্যাঘাত হইবে।"

—'তত্তৎকর্ম্মপ্রবর্ত্তন', সঃ তোঃ ১১।৬

প্রঃ—শোক-মোহাদির দ্বারা কি অনিষ্ট হয় ?

উঃ—"আত্মীয় বিয়োগে শোক-মোহাদি করিলে কৃষ্ণ সেই হৃদয়ে স্থান প্রাপ্ত হন না।"

—'ভক্ত্যানুকূল্যবিচার' শ্রীভাঃ মঃ মাঃ ১৫।৯০ বঙ্গানুবাদ

প্রঃ—সন্ন্যাসী-বৈষ্ণবের সংখ্যা অধিক হইলে কি অশুভ হইতে পারে ?

উঃ—"সন্ন্যাসী-বৈষ্ণবের সংখ্যা স্বল্পই হওয়া স্বাভাবিক ; অধিক হইলে উৎপাতের মধ্যে পরিগণিত হয়।"

—'বিষয় ও বৈরাগ্য', সঃ তোঃ ৪।২

প্রঃ—কোন দ্রব্যাভাবে গৃহত্যাগীর শোকাভিভূত হওয়া কর্ত্তব্য কি ?

উঃ—"গৃহত্যাগীর কাঁথা, কমণ্ডলু বা ভিক্ষাদ্রব্য না থাকিলে অথবা কোন পশু বা মনুষ্য কর্ত্তৃক তাহা হৃত হইলে তাহাতে শোক করা উচিত নয়।"

—'তত্তৎকর্ম্মপ্রবর্ত্তন', সঃ তোঃ ১১।৬

প্রঃ—গৃহত্যাগীর কোনরূপ স্ত্রীসম্ভাষণ সমর্থন-যোগ্য কি ?

উঃ—"গৃহত্যাগি-পুরুষের কোন প্রকারেই স্ত্রীসংস্পর্শ বা স্ত্রীসম্ভাষণ হইতে পারে না ; হইলেই ভক্তিসাধন সম্পূর্ণরূপে ভ্রষ্ট হইবে। সেরূপ ভ্রষ্টাচারীর সঙ্গ সর্ব্বতোভাবে পরিত্যাজ্য।" 'জনসঙ্গ', সঃ তোঃ ১০।১১

প্রঃ—বৈরাগীর পক্ষে বিশেষ নিষিদ্ধ কি কি ?

উঃ—"স্ত্রী-পুরুষ বিবাহিত হইয়া সন্তানাদি উৎপন্ন করতঃ যে সংসার পত্তন করেন, সেই সংসার সম্বন্ধে যত কথাবার্ত্তা, সকলই গ্রাম্য কথাবার্ত্তা। তাহা বৈরাগী বৈষ্ণবের শ্রোতব্য বা বক্তব্য নয়। ভাল খাওয়া, ভাল পরা—ইহাও বৈরাগীর উচিত নয়।"

—অঃ প্রঃ ভাঃ, অ ৬।২৩৬, ২৩৭

প্রঃ কি কি প্রয়াস ভক্তি-প্রতিকূল ?

উঃ—"জ্ঞান-প্রয়াস, কর্ম্ম-প্রয়াস, যোগ-প্রয়াস, মুক্তি-প্রয়াস, সংসার-প্রয়াস, বহির্ম্মুখ-জনসঙ্গ-প্রয়াস এ সমস্তই নামাশ্রিত সাধকের বিরোধী তত্ত্ব। এই সকল প্রয়াসের দ্বারা ভজন নষ্ট হয়।"

—'প্রয়াস', সঃ তোঃ ১০।৯

প্রঃ—যে-কোন ব্যক্তিকে গুরুরূপে বরণ করা কি ভক্তির অনুকূল ?

উঃ "সদ্‌গুরু-লালসা যত প্রবল হয়, ততই মঙ্গল। লালসা-নিবৃত্তির জন্য যে-কোন ব্যক্তিকে 'গুরু' বলিয়া বরণ করা উচিত নয়।" —'পঞ্চসংস্কার', সঃ তোঃ ২।১

প্রঃ—অসদ্‌গুরু ও অসচ্ছিষ্য পরস্পর পরস্পরের সঙ্গ ত্যাগ না করিলে ভক্তির কি প্রাতিকূল্য সাধিত হয় ?

উঃ—"গুরু-শিষ্যের নিত্য-সম্বন্ধ। পরস্পর যোগ্যতা যতদিন থাকিবে, ততদিন সেই সম্বন্ধ ভঙ্গ হইবে না। **গুরু দুষ্ট হইলে শিষ্য অগত্যা সম্বন্ধ ত্যাগ করিবে, শিষ্য দুষ্ট হইলে গুরুও সে সম্বন্ধ ত্যাগ করিবেন ;** না করিলে উভয়ের পতন সম্ভব।"

—নামাপরাধ, 'গুর্ব্ববজ্ঞা' হঃ চিঃ

প্রঃ—কি কি কারণে দীক্ষাগুরু অপরিত্যাজ্য ?

উঃ—"দীক্ষাগুরু অপরিত্যাজ্য বটে, কিন্তু দুইটী কারণে তিনি পরিত্যাজ্য হইতে পারেন—একটি কারণ এই যে, শিষ্য যখন গুরুবরণ করিয়াছিলেন, তখন যদি তত্ত্বজ্ঞ ও বৈষ্ণবগুরু পরীক্ষা না করিয়া থাকেন, তাহা হইলে কার্য্যকালে সেই গুরুর দ্বারা কোন কার্য্য হয় না বলিয়া তাঁহাকে পরিত্যাগ করিতে হয়। * * * দ্বিতীয় কারণ এই যে, গুরু-বরণ-সময়ে গুরু-

দেব বৈষ্ণব ও তত্ত্বজ্ঞ ছিলেন, কিন্তু সঙ্গদোষে পরে মায়াবাদী বা বৈষ্ণবদ্বেষী হইয়া যাইতে পারেন—এরূপ গুরুকেও পরিত্যাগ করা কর্ত্তব্য।"

—জৈঃ ধঃ ২০শ অঃ

প্রঃ—ভারবাহিত্য ও কাপট্য কি? তাহা ভক্তি-প্রতিকূল কেন?

উঃ—"যাহারা অধিকার বুঝিতে না পারিয়া দুষ্ট গুরুর উপদেশে উচ্চাধিকারের উপাসনা—লক্ষণ অবলম্বন করিয়াছে, তাহারা প্রবঞ্চিত ভারবাহী; কিন্তু যাহারা স্বীয় অনধিকার অবগত হইয়াও উচ্চ লক্ষণ অবলম্বন করিয়া সম্মান ও অর্থ-সঞ্চয়কে উদ্দেশ করে, তাহারাই কপট। ইহা দূর না করিলে রাগোদয় হয় না। সম্প্রদায়-লিঙ্গ ও উদাসীন-লিঙ্গ দ্বারা তাহারা জগৎকে বঞ্চনা করে।" —কৃঃ সং ৮।১৬

প্রঃ—অপরিপক্কাবস্থায় কৃত্রিমভাবে বিধিমার্গ পরিত্যাগ করিলে কি অসুবিধা হয়?

উঃ—"অনেক দুর্ব্বলচিত্ত পুরুষেরা বিধিমার্গ ত্যাগ করতঃ রাগমার্গে প্রবেশ করেন। তাঁহারা অপ্রাকৃত আত্মগত রাগকে উপলব্ধি করিতে না পারিয়া বিষয়-বিকৃত রাগের অনুশীলনে বৃষভানুরের ন্যায় আচরণ করিয়া ফেলেন; তাঁহারা কৃষ্ণতেজে হত হইবেন।"

—কৃঃ সং, ৮।২১

প্রঃ—মথুরাগত, দ্বারকাগত ও ব্রজগত প্রতিবন্ধক-সমূহ ভজনের প্রতিকূল কি?

উঃ—"যাঁহারা পবিত্র ব্রজভাবগত হইয়া কৃষ্ণানন্দ-সেবা করিবেন, তাঁহারা বিশেষ যত্ন-পূর্ব্বক অষ্টাদশটি প্রতিবন্ধক দূর করিবেন। * * * যাঁহারা জ্ঞানাধিকারী, তাঁহারা মাথুর দোষ-সকল বর্জ্জন করিবেন; যাঁহারা কর্ম্মাধিকারী, তাঁহারা দ্বারকাগত দোষ-সকল দূর করিবেন; কিন্তু ভক্তগণ ব্রজদূষক প্রতিবন্ধক-সকল বর্জ্জন করত শ্রীকৃষ্ণপ্রেমে মগ্ন হইবেন।"

—কৃঃ সং, ৮।৩০-৩১

প্রঃ—ধ্যানাদি প্রেমোদয়ের অনুকূল না হইলে কি অনর্থ উৎপন্ন হয়?

উঃ—"ধ্যান, ধারণা ও সমাধিকালে যদি জড়-চিন্তা দূর হইয়া যায়, অথচ প্রেমোদয় না হয়, তাহা হইলে চৈতন্যরূপ জীবের নাস্তিত্ব সাধিত হয়। **'আমি ব্রহ্ম'—এই বোধটি যদি বিশুদ্ধ প্রেমকে উৎপাদন না করে, তবে তাহা স্বীয় অস্তিত্বের বিনাশক হইয়া পড়ে।"** —প্রেঃ প্রঃ, ১ম প্রঃ

প্রঃ—গুরু, বৈষ্ণব ও ভগবানের প্রতি কিরূপ বিধি পালনীয়?

উঃ—"গুরুদেব, বৈষ্ণব ও ভগবানের গৃহের দিকে পাদ-প্রসারণ-পূর্ব্বক কখনও নিদ্রা যাইবে না।"

—'শ্রীরামানুজ স্বামীর উপদেশ'—১৫, সঃ তোঃ ৭।৩

প্রীতিরহিত ব্যক্তি অধম মায়াবাদী

[মহোপদেশক শ্রীমন্মঙ্গলনিলয় ব্রহ্মচারী বি, এস্-সি, বিদ্যারত্ন]

প্রীতিই বেদনা অনুভব করায় এবং সুখানুভূতির মূলেও প্রীতি। প্রীতি নাই—বেদনাও নাই, সুখও নাই। এইমত দেহ-প্রীতি দেহের, স্বজন-বান্ধব প্রীতি স্বজন বান্ধবের, দেশ-প্রীতি দেশের এবং সম্প্রদায়-প্রীতি সম্প্রদায়ের সুখ দুঃখ অনুভব করায়।

প্রীতি দুই প্রকারের (১) প্রাকৃত (২) অপ্রাকৃত। তন্মধ্যে প্রাকৃত যাহাকিছু সকলই দেশ, কাল ও চিন্তার দ্বারা আচ্ছন্ন বলিয়া তাহা অত্যন্ত অসম্পূর্ণ (most undeveloped) এবং উদারতার অভাবে সর্ব্বৈব বণিগ্‌বৃত্তি সম্পন্ন। প্রাকৃত নায়ক নায়িকার প্রণয়-প্রীতিকে কেন্দ্র করিয়া আজ পর্য্যন্ত প্রাচ্য, পাশ্চাত্যে যত কাব্য ও সাহিত্য রচিত হইয়াছে ও হইতেছে, সকলই ত্রিগুণাত্মক। যেমন নল দময়ন্তী, সাবিত্রী সত্যবান্, দুষ্মন্ত শকুন্তলা, মেঘদূত আদি কাব্য; যেমন রোমিও জুলিয়েট, লয়লামজনু আদির প্রণয়প্রীতি সকলই প্রাকৃতভাবেরই উদ্দীপক। প্রাকৃত রসরসিকগণের শ্রবণোৎসাহ তাহাতে বর্দ্ধিত হইলেও অপ্রাকৃত চিদ্রসিকগণের কোন প্রকার উৎসাহ তাহাতে

দেখা যায় না। শ্রীরামানন্দ রায়, শ্রীরূপগোস্বামী আদি শ্রীগৌরপার্ষদগণের অপ্রাকৃত রস-কাব্য যতদিন পর্য্যন্ত জগতে প্রকাশিত না হইয়াছিল, ততদিন পর্য্যন্তই পূর্ব্বোক্ত কাব্যগ্রন্থগুলির রসকাব্যবিচারে জগতে যথেষ্ট সমাদর ছিল। বস্তুতঃপক্ষে কাব্যামোদিগণ শ্রীরূপের ললিত-মাধব, বিদগ্ধ-মাধব, উজ্জ্বলনীলমণি, দানকেলিকৌমুদী আদি কাব্যগ্রন্থ পাঠে যে চিদ্রসের আস্বাদন পাইবেন, তাহা প্রাকৃতকাব্যে আশা করা যায় না। প্রাকৃত কাব্যের নায়কের বহুত্ব নিবন্ধন, নায়িকার মধ্যে ব্যভিচার দোষ অবশ্যম্ভাবী। অধিকন্তু তাহাদের স্মৃতি জড় দেশ ও কালের উদ্দীপক হওয়ায় কামোদ্দীপক বলিয়া চিত্তমালিন্য অবশ্যই আনয়নকারী, পক্ষান্তরে কালাতীত চিদ্ভূমিকা এক-নায়কত্বে সর্ব্বদাই নির্ম্মল থাকায় ব্যভিচার-দোষ তাহার মধ্যে সঞ্চারের কোন সম্ভাবনাই নাই। যেমন রাসাদিক লীলার মধ্যে পরিদৃষ্ট হয়, গোপবধূগণ তাঁহাদের আর্য্যপথ পরিত্যাগ করতঃ শ্রীরাসোৎসবে যোগদান করিলেও 'পতিং পতীনাং' শ্রীকৃষ্ণাবিষ্টতার মধ্যে অপ্রাকৃত চিদ্রসের বর্দ্ধনই হইয়াছে। তাহা কদাপি ও কুত্রাপি সঙ্কীর্ণতায় পর্য্যাবসান লাভ করে নাই। চিদ্রসের ভোক্তা বা নায়ক একমাত্র শ্রীকৃষ্ণ, অপরপক্ষে জড়রসের ভোক্তা বা নায়ক একাধিক অর্থাৎ বহু। তজ্জন্য জড়রস-সৃষ্টিকালে পরস্পরের ভোগ্য বিষয় লইয়া যে অনিবার্য্য হানাহানি হইতে দেখা যায়, তাহা রস না হইয়া বিরসই উৎপাদন করে। বিরস অর্থে বিগতরস বা রসাভাব, আনন্দা-ভাব বা নিরানন্দ। এই জন্য জড়রসস্থাপনার মধ্যে সর্ব্বদা যে ভয়, উদ্বেগ, অশান্তি আদির সম্ভাবনা দেখা দেয়, তাহা চিদ্রসস্থাপনার মধ্যে পরিদৃষ্ট হয় না। রসবৈচিত্র্যে অধিকতর লক্ষিতব্য বিষয় এই যে, জড়-রসের মধ্যে রসিকের বা রসসৃষ্টিকারীর নিজস্ব কোন ক্রিয়া (initiative) নাই। ইহা জড়া প্রকৃতিরই তাৎকালিক ক্রিয়া মাত্র। ইহাতে পুরুষ অর্থাৎ জীব নিষ্ক্রিয়, প্রকৃতি ক্রিয়াবতী। "প্রকৃতেঃ ক্রিয়মাণানি গুণৈঃ কর্ম্মাণি সর্ব্বশঃ। অহংকারবিমূঢ়াত্মা কর্ত্তাহমিতি মন্যতে॥" (গীতা) [কার্য্যসমূহ সর্ব্বতোভাবে প্রকৃতির গুণের (কার্য্যের অর্থাৎ ইন্দ্রিয়ের) দ্বারা সম্পাদিত হয়। কিন্তু দেহাদিতে অহং বুদ্ধি দ্বারা বিমুগ্ধচিত্ত মানব 'আমিই উহা সম্পন্ন করিতেছি' মনে করে।] পক্ষান্তরে, চিদ্রসরসিক শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র রসিকেন্দ্রমৌলি এবং বিবিধ রসের সৃষ্টিকর্ত্তা ও স্বয়ং অখিলরসামৃতমূর্ত্তি। সমুদয় চিৎপ্রকৃতি তাঁহাতে আকৃষ্ট। চিদ্রসের মধ্যে ঔপাধিক কিছু না থাকায় তাঁহার সকলটাই স্বাভাবিক। তজ্জন্য হইাই সহজ সরলভাবে অভিব্যক্ত যে, পুরুষকে (জীবকে) অধিকৃত করিয়া জড়াপ্রকৃতির সৃষ্ট—জড়রস এবং চিদচিদ্ সমুদয় প্রকৃতিকে অধিকৃত করতঃ পুরুষ অর্থাৎ শ্রীভগবান্ কর্তৃক সৃষ্ট—চিদ্রস, যাহা সর্ব্বাকর্ষক, ও সর্ব্বানন্দদায়ক।

জড়রস চিদ্রসের সম্পূর্ণ বিপরীত হইলেও কোন কোন ক্ষেত্রে তাহা চিদ্রসরসিক হৃদয়ে চিদ্রসের উদ্দীপনা দিয়া রসবৈচিত্র্য উৎপাদন করে। যেমন—

"যঃ কৌমারহরঃ স এব হি বরস্তা এব চৈত্রক্ষপা-
স্তে চোন্মীলিতমালতীসুরভয়ঃ প্রৌঢ়াঃ কদম্বানিলাঃ।
সা চৈবাস্মি তথাপি তত্র সুরতব্যাপারলীলাবিধৌ
রেবারোধসি বেতসীতরুতলে চেতঃ সমুৎকণ্ঠতে॥"

[যিনি কৌমার-কালে রেবানদীতীরে আমার চিত্ত হরণ করিয়াছিলেন, তিনিই এখন আমার পতি হইয়াছেন; সেই মধুমাসের রাত্রিও উপস্থিত, উন্মীলিত-মালতীপুষ্পের সৌগন্ধও আছে; কদম্বকানন হইতে বায়ুও মধুররূপে বহিতেছে; সুরতব্যাপারলীলা কার্য্যে আমি সেই নায়িকাও উপস্থিত; তথাপি আমার চিত্ত এ অবস্থায় সন্তুষ্ট না হইয়া রেবাতটস্থ বেতসী-তরুতলের জন্য নিতান্ত উৎকণ্ঠিত হইতেছে।]

সাহিত্য-দর্পণের এই শ্লোকটী নিতান্ত হেয় নায়ক-নায়িকার সম্বন্ধে বিরচিত হইলেও মহাপ্রভু ইহা যে এত আদরের সহিত পাঠ করিয়াছিলেন, তাহার গূঢ় তাৎপর্য্য এই যে, শ্রীরাধাভাববিভাবিত প্রভুর অন্তঃকরণে তীব্র কৃষ্ণবিরহ-ভাব উদ্দীপিত থাকায় কৃষ্ণসহ কুরুক্ষেত্র মিলনে সন্তোষ না পাইয়া কৃষ্ণকে ব্রজে লইয়া গিয়া তাঁহার সহিত মিলিত হই, এই ভাবটী তাঁহার হৃদয়ে বিশেষভাবে স্ফূর্ত্তি পাইয়া ছিল। কিন্তু এই প্রকার জড়রস-কাব্য চিদ্রস-

রসিকের চিন্তুমিকার সেবায় কথঞ্চিৎ কোথায়ও অধিকার পাইলেও জড়রসকে কখনও চিদ্রস ভ্রম করিতে হইবে না। তাহাতে 'বিবর্ত্তরূপ' একটি মহাদোষ আসিয়া যায়। যে বস্তু যাহা নয়, তাহাকে সেই বস্তু বলিয়া প্রতীতি করার নামই 'বিবর্ত্ত'। 'অতত্ত্বতোঽন্যথা বুদ্ধি বিবর্ত্ত ইত্যুদাহৃতঃ'।

সর্ব্বক্ষেত্রেই মূলচিন্ময় বিষয়বস্তুতে প্রীতিলাভই তদ্‌-বিষয়ক রসাস্বাদনের মূল উপাদান। প্রীতিরহিত ব্যক্তি অধম মায়াবাদী।
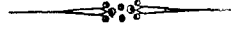
শ্রীমদ্ভাগবতীয় সেশ্বর কপিলের তত্ত্বসংখ্যান

[**পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রমোদ পুরী মহারাজ**]

শ্রীভগবানের অধ্যক্ষতা বা অধিষ্ঠান হেতু প্রকৃতি চরাচর জগৎ প্রসব করিয়া থাকেন। প্রকৃতি শ্রীভগবানেরই শক্তি, তাঁহার (শ্রীভগবানের) চিদ্বিলাস-সম্বন্ধিনী ইচ্ছা হইতে তিনি প্রকৃতিতে দূর হইতে যে কটাক্ষ বা ঈক্ষণ করেন, তদ্দ্বারা চালিত হইয়াই প্রকৃতি স্থাবর-জঙ্গমাত্মক জগৎ প্রসব করেন। এতন্নিবন্ধন এই জগৎ পুনঃ পুনঃ প্রাদুর্ভূত হয়। (গীতা ৯।১০ দ্রষ্টব্য)

শ্রীভগবানের এই ত্রিগুণাত্মিকা প্রকৃতির অবিশেষ অর্থাৎ পৃথিব্যাদিবৎ আকারবিশেষরহিত—গুণত্রয়ের সাম্যরূপত্ব-হেতু অনভিব্যক্ত বিশেষ স্বরূপেরই অব্যক্ত প্রধান-সংজ্ঞা। মহদাদি বিশেষগণের আশ্রয়ত্ব-হেতু তৎসমুদয় হইতে উহার শ্রেষ্ঠতা। আর প্রকৃতি—বিশেষবৎ অর্থাৎ পৃথিব্যাদি নানাবিশেষাশ্রয়ভূত—সদসদাত্মক—কার্য্যকারণরূপ মহদাদিতে কারণত্ব-হেতু অনুগত স্বরূপ। প্রলয়কালেও কারণরূপে অবস্থিত বলিয়া এই কার্য্যকারণরূপা প্রকৃতিকে নিত্যা বলা হয়। ত্রিগুণাত্মিকা প্রকৃতি সদসদনির্ব্বচনীয় অব্যক্ত অবস্থায় শ্রেষ্ঠত্ব-হেতু 'প্রধান' সংজ্ঞা লাভ করে। সৎ—কার্য্য, অসৎ—কারণরূপে ব্যক্তীভূত অবস্থায়ই 'প্রকৃতি'।

উক্ত প্রধানের কার্য্য-স্বরূপ চতুর্ব্বিংশতি তত্ত্ব—পাঁচ, পাঁচ, চারি এবং দশ এইরূপ সংখ্যাভেদে সংখ্যাত হইয়াছে। জ্ঞানিগণ প্রধান হইতে উদ্ভূত এই চব্বিশ তত্ত্বের গণকে প্রাধানিক ব্রহ্ম অর্থাৎ প্রধানকার্য্যাধীশ ব্রহ্মরূপে উপাস্য বলিয়া জানেন।

সংখ্যা এইরূপে গণনা করা হইয়াছে, যথা—ভূমি, জল, অগ্নি, বায়ু ও আকাশ—এই পঞ্চ মহাভূত। ইহাদের সূক্ষ্মাবস্থা কারণরূপে গন্ধতন্মাত্র, রসতন্মাত্র, রূপতন্মাত্র, স্পর্শতন্মাত্র ও শব্দতন্মাত্র—এই পঞ্চতন্মাত্র। দশটি ইন্দ্রিয়-চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা ও ত্বক্—এই পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় এবং বাক্, পাণি, পাদ, পায়ু ও উপস্থ—এই পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয়।

এক অন্তঃকরণই আবার ভিন্নবৃত্তি বা লক্ষণানুসারে—চিত্ত, অহঙ্কার, বুদ্ধি ও মন—এই চারিপ্রকার ভেদ-বিশিষ্ট হইয়াছে।

পণ্ডিতগণ ব্রহ্মের বহিরঙ্গা শক্তির পরিণাম মহত্তত্ত্বাদি চতুর্ব্বিংশতি প্রপঞ্চের বিষয় কীর্ত্তন করিয়াছেন। ইহা ব্যতীত পঞ্চবিংশতিক তত্ত্ব যে—কাল, তাহা প্রকৃতির অবস্থা-বিশেষ। অথবা পুরুষই সেই কাল।

কেহ কেহ ঈশ্বরের বিক্রমকেই কাল বলেন। সেই কাল হইতে প্রকৃতিপ্রাপ্ত (অবিদ্যালব্ধ) দেহাদিতে অহঙ্কার অর্থাৎ 'আমি ও আমার' এইরূপ জ্ঞানবিমূঢ় জীবের ভয় জন্মে।

আবার কাহারও মতে যাঁহা হইতে সত্ত্বাদিগুণ-ত্রয়ের সাম্যাবস্থারূপ নির্ব্বিশেষ প্রকৃতির ক্ষোভচেষ্টা উপস্থিত হয়, সেই পুরুষাবতারই (স্বীয় অংশে কলন অর্থাৎ গ্রসন-ক্রিয়া হইতে) 'কাল' নামে উপলক্ষিত।

অতএব যিনি আত্মমায়া দ্বারা নিখিলজীবের অন্তরে অন্তর্য্যামি-পুরুষরূপে এবং বাহিরে কালস্বরূপে নিয়ন্তা, তিনিই পঞ্চবিংশতি তত্ত্বাধীশ পুরুষাবতার ভগবান্।

সুতরাং তত্ত্বসংখ্যা এইরূপ সংখ্যাত হইতেছে—প্রাধানিক (প্রধানোদ্ভূত) গণ—চতুর্ব্বিংশতিসংখ্যক, কাল ও জীব আর দুইটিতত্ত্ব এবং প্রকৃতি ও পুরুষ আর দুইটি তত্ত্ব। অতএব সর্ব্বসাকুল্যে হইতেছে অষ্টাবিংশতি তত্ত্ব।

এক্ষণে প্রকৃতিক্ষোভক কালদ্বারা ক্ষুব্ধা প্রকৃতি হইতে কিপ্রকারে মহত্তত্ত্বাদি উদ্ভূত হইতেছে, তাহা বলা হইতেছে—

দৈবাৎ অর্থাৎ জীবের অদৃষ্টবশতঃ [শ্রীল চক্রবর্ত্তি-পাদ ব্যাখ্যা করিতেছেন—কালাৎ ক্ষুভিতা ধর্ম্মাঃ গুণাঃ যস্যাঃ তস্যাং স্বস্যাং স্বকীয়ায়াং যোনৌ] ক্ষোভ-ধর্ম্মপ্রবণ প্রকৃতির যোনিদেশে অর্থাৎ অভিব্যক্তি-স্থানে পরমপুরুষ শ্রীভগবান্ 'জীব' নামক চিদ্রূপ শক্তি আধান করিয়া থাকেন, তাহাতে সেই প্রকৃতি হিরণ্ময় অর্থাৎ প্রকাশবহুল মহত্তত্ত্ব প্রসব করিয়া থাকে। [শ্রীমদ্ ভগবদ্গীতায়ও শ্রীভগবান্ বলিয়াছেন—

"মম যোনির্মহদ্‌ব্রহ্ম তস্মিন্ গর্ভং দধাম্যহম্।
সম্ভবঃ সর্ব্বভূতানাং ততো ভবতি ভারত॥
সর্ব্বযোনিষু কৌন্তেয় মূর্ত্তয়ঃ সম্ভবন্তি যাঃ।
তাসাং ব্রহ্ম মহদ্‌যোনিরহং বীজপ্রদঃ পিতা॥"

—গীঃ ১৪।৩-৪

অর্থাৎ হে ভারত, মহৎ অর্থাৎ দেশকালানব-চ্ছিন্ন ব্রহ্ম অর্থাৎ ত্রিগুণাত্মিকা প্রকৃতি আমার গর্ভা-ধানের স্থান। তাহাতে আমি চেতনপুঞ্জরূপ বীজ অর্পণ করি। তাহা হইতে সর্ব্বভূতের উৎপত্তি হয়।

দেবতির্য্যগাদি সমস্ত যোনিতে যত মূর্ত্তি প্রকাশিত হয়, ব্রহ্মরূপ যোনিই সেই সকলের মাতা এবং চৈতন্য-স্বরূপ আমিই সেই সকলের বীজপ্রদ পিতা।]

ঐ প্রকাশবহুল মহত্তত্ত্ব আপনাতে সূক্ষ্মরূপে অবস্থিত অহঙ্কারাদি প্রপঞ্চকে প্রকটিত করে এবং প্রলয়কালীন যে ভীষণ তমঃ, উহাকে প্রকৃতিতে বিলীন করিয়া থাকে, সেই আত্মপ্রস্বাপন তমঃ নিজ প্রভাবদ্বারা নষ্ট করিয়া দেয়।

মহত্তত্ত্বই দেহে চিত্তরূপে অবস্থিত থাকে। সেই চিত্ত সত্ত্বগুণসমন্বিত, বিশদ, রাগাদিবিরহিত, ভগবদুপলব্ধি-স্থানভূত—শ্রীভগবানের উপাসনা-পীঠস্বরূপ। পণ্ডিতগণ যাঁহাকে 'বাসুদেব' নামে কীর্ত্তন করিয়া থাকেন, সেই চিত্তই মহত্তত্ত্বের স্বরূপ। চিত্ত, অহঙ্কার, বুদ্ধি ও মনে যথাক্রমে বাসুদেব, সঙ্কর্ষণ, প্রদ্যুম্ন ও অনিরুদ্ধ উহাদের উপাস্যদেবতারূপে চিত্তাদি শুদ্ধ্যর্থ বিরাজিত, জানিতে হইবে। বিষ্ণু, রুদ্র, ব্রহ্মা ও চন্দ্র—ইঁহারা অধিষ্ঠাতৃ দেবতা।

ভগবানের বীর্য্য অর্থাৎ চিচ্ছক্তিসম্ভূত মহত্তত্ত্ব বিকার প্রাপ্ত হইলে উহা হইতে ক্রিয়াশক্তি সম্পন্ন বৈকারিক অর্থাৎ সাত্ত্বিক, তৈজস অর্থাৎ রাজ-সিক ও তামস—এই ত্রিবিধ অহঙ্কারতত্ত্বের উৎপত্তি হয়। সাত্ত্বিক অহঙ্কার হইতে মন, রাজসিক অহঙ্কার হইতে ইন্দ্রিয় এবং তামসিক অহঙ্কার হইতে ভূতগণ উদ্ভূত হইয়া থাকে। সঙ্কর্ষণ নামক যে পুরুষের সহস্র মস্তক, তত্ত্ববিৎ পণ্ডিতগণ যাঁহাকে অনন্তদেব বলিয়া থাকেন, তিনিই ভূত, ইন্দ্রিয় ও মনের কারণস্বরূপ। অহঙ্কারতত্ত্বের উপাস্য-দেবতা ঐ সঙ্কর্ষণ।

বৈকারিক অর্থাৎ সাত্ত্বিক অহঙ্কার সৃষ্টি বিষয়ে প্রবৃত্ত হইলে তাহা হইতে মনস্তত্ত্বের উদয় হয়। মনেরই সঙ্কল্প ও বিকল্প বৃত্তিদ্বারা কামের উৎপত্তি হয়। মনই ইন্দ্রিয়গণের অধীশ্বর এবং অনিরুদ্ধ নামে পরিজ্ঞাত। অর্থাৎ মনের উপাস্য দেবতা—অনিরুদ্ধ।

তৈজস বা রাজস অহঙ্কার বিকার প্রাপ্ত হইলে তাহা হইতে বুদ্ধিতত্ত্বের উদয় হয়। দ্রব্যের স্ফুরণ-রূপ বিজ্ঞানই বুদ্ধিতত্ত্বের স্বরূপ। বুদ্ধিতত্ত্ব ইন্দ্রিয়গণের প্রকাশক।

আমি শব্দ শ্রবণ করিব, এই বাক্যে চিত্তদ্বারা চেতনামাত্র নিহিত (স্থাপিত বা অর্পিত) হয়। বুদ্ধি দ্বারা ইহা শব্দ—এইরূপ স্ফূর্ত্তি, মনের দ্বারা শব্দ গ্রহণেচ্ছা এবং অহঙ্কার দ্বারা নিজ অভিমান অর্পণ করা হয়। চেতনারূপ বিজ্ঞানই চিত্তধর্ম্ম। কিন্তু বুদ্ধি ব্যতীত পঞ্চেন্দ্রিয় প্রবর্ত্তিত হয় না, বুদ্ধিই ইন্দ্রিয়গণের অনুগ্রহ স্বরূপ।

কর্ম্মেন্দ্রিয় ও জ্ঞানেন্দ্রিয়—এই দ্বিবিধ ইন্দ্রিয়ই তৈজস বা রাজস অহঙ্কার হইতে উৎপন্ন। বুদ্ধির উপাস্য দেবতা প্রদ্যুম্ন।

তামস অহঙ্কার ভগবানের বীর্য্য অর্থাৎ কালরূপ তৎপ্রভাব দ্বারা চালিত হইয়া বিকৃত হইলে তাহা

হইতে পঞ্চ তন্মাত্র—গন্ধ-রস-রূপ-স্পর্শ-শব্দতন্মাত্র। এই পঞ্চতন্মাত্র হইতেই ক্ষিতি-অপ্-তেজ-মরুৎ-ব্যোম—এই পঞ্চ মহাভূত প্রকাশিত হইয়াছে। এই সকলের সমবায় জীবদেহ।

পরমাত্মপুরুষ স্বপ্রকাশ, তিনি প্রাকৃত গুণরহিত। তাঁহারই নিরঙ্কুশ ইচ্ছানুসারে ও ঈক্ষণপ্রভাবে প্রকৃতি চরাচর জগৎ সৃষ্টি করিতে সমর্থ হয়। ঐ পরমাত্মপুরুষের বহিরঙ্গা মায়াশক্তির আবরণাত্মিকা ও বিক্ষেপাত্মিকা বৃত্তিদ্বয় জীব-পুরুষের জ্ঞানকে আবৃত ও চিত্তকে ভগবৎপাদপদ্ম হইতে বিক্ষিপ্ত করিয়া দেওয়ায়, জীবপুরুষ প্রকৃতির কর্ত্তা বা ভোক্তা অভিমান করিতে গিয়া সংসার-সমুদ্রে নিমজ্জিত হইয়া পড়ে। জীব স্বরূপতঃ কৃষ্ণের নিত্যদাস। কৃষ্ণের-তটস্থা শক্তি, কৃষ্ণসহ অচিন্ত্য-ভেদাভেদ-সম্বন্ধযুক্ত। সদ্‌গুরুপাদাশ্রয়ে সম্বন্ধজ্ঞানোদয়ে জীবের ঐ ভোক্তৃঅভিমান দূর হইয়া শুদ্ধ স্বরূপাভিমান জাগিয়া উঠে। জীব গুর্ব্বানুগত্যে কৃষ্ণপাদপদ্ম সেবা লাভ করিয়া ধন্যাতিধন্য হন। "তাতে কৃষ্ণ ভজে, করে গুরুর সেবন। মায়াজাল ছুটে, পায় কৃষ্ণের চরণ॥"

"পিবন্তি যে ভগবত আত্মনঃ সতাং
কথামৃতং শ্রবণপুটেষু সম্ভৃতম্।
পুনন্তি তে বিষয়বিদূষিতাশয়ং
ব্রজন্তি তচ্চরণসরোরুহান্তিকম্॥

—ভাঃ ২।২।৩৭

যাঁহারা নিজোপাস্য ভগবান্ নারায়ণ, রাম বা কৃষ্ণের অথবা কৃষ্ণেরও স্বীয় ভাবানুরূপ বাল্য, পৌগণ্ড বা কৈশোরোচিত লীলাকথামৃত এবং তাদৃশ ভক্ত নারদাদি, হনূমানাদি, নন্দাদি বা শ্রীদামাদি, গোপবালকাদির কথামৃত শ্রবণপাত্র ভরিয়া পরিপূর্ণ করিয়া সাগ্রহে পান করেন, তাঁহারা জড়বিষয় বিদূষিত অন্তঃকরণকে পবিত্র করেন এবং শ্রীভগবানের পাদপদ্ম সমীপে গমন করেন।

শ্রীল প্রভুপাদের স্তবাষ্টক

জগদ্‌গুরু প্রভুপাদ দয়া কর মোরে।
(তব) ভক্তসঙ্গ দিয়া রাখ দাস-দাস ক'রে॥ ১॥

শ্রীচৈতন্য প্রকাশিতে তব অবতার।
জগভরি' গৌরবাণী করিলে প্রচার॥ ২॥

আপনি আচরি' ধর্ম্ম 'শিখালে সবারে।
শ্রীভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী নাম ধ'রে॥ ৩॥

স্থানে স্থানে কত মঠ স্থাপন করিলে।
গৌড়ীয়াদি গ্রন্থদ্বারা বহু প্রচারিলে॥ ৪॥

"পৃথিবী পর্য্যন্ত যত আছে দেশ গ্রাম।
সর্ব্বত্র সঞ্চার হইবেক মোর নাম॥" ৫॥

গৌরাঙ্গের এই বাণী সত্য জানাইলে।
হরিনাম-প্রেম দিয়া জগৎ তারিলে॥ ৬॥

তোমার চরণে মোর এই মনস্কাম।
ভক্ত-সঙ্গে মিলে মিশে গাই তব নাম॥ ৭॥

হরিভক্তি দাও মোরে করিয়া প্রসাদ।
দাস যাযাবর মাগে এই আশীর্ব্বাদ॥ ৮॥

শ্রীকৃষ্ণের মধুরোৎসব

জয় জয় শ্রীকৃষ্ণের বসন্ত-বিহার।
সুশোভিত বৃন্দাবনে মধুর প্রচার ॥ ১ ॥

মুকুল পুষ্পেতে কৃষ্ণ ভূষিত হইলা।
সখা-সখী সঙ্গে লীলা করিতে লাগিলা ॥ ২ ॥

মৃদু-মধু হাস্যদ্বারা লোভিত করিলা।
রাধিকারমদন-বিকার জন্মাইলা ॥ ৩ ॥

মধুর কৃষ্ণের সব মধুর মধুর।
বসন্তকালেতে লীলা হৈল সুমধুর ॥ ৪ ॥

মকর-পূর্ণিমাযোগে মধুর উৎসব।
বসন্তরাগেতে গা'ন ব্রজবাসী সব ॥ ৫ ॥

সেই লীলা স্ফূর্ত্তি হউ হৃদয়েতে মোর।
শ্রীকৃষ্ণে প্রার্থনা করে দাস যাযাবর ॥ ৬ ॥

[এই গীতিখানি "জয় জয় সুন্দর নন্দকুমার—অভিনব কুট্মল গুচ্ছ সমুজ্জ্বল ……।" ইত্যাদি শ্রীকৃষ্ণের বসন্ত-উৎসব হইতে লওয়া হইয়াছে। শ্রীল রূপগোস্বামী প্রভু ইহা সংস্কৃতে রচনা করিয়াছেন। অবশেষ অংশটুকু শ্রীকৃষ্ণের মধুরাষ্টকের অনুসরণে রচিত।]

Statement about ownership and other particulars about newspaper 'Sree Chaitanya Bani.'

1. Place of publication :	Sri Caitanya Gaudiya math 35, Satish Mukherjee Road, Calcutta-26
2. Periodicity of its publication :	Monthly
3 & 4. printer's and Publisher's name :	Sri Mangalniloy Brahmachary
Nationality :	Indian
Address :	Sri Chaitanya Gaudiya Math 35, Satish Mukherjee Road, Calcutta-26
5. Editor's name :	Srimad Bhakti Ballabh Tirtha Maharaj
Nationality :	Indian
Address :	Sri Chaitanya Gaudiya Math 35, Satish Mukherjee Road, Calcutta-26
6. Name & address of the owner of the newspaper :	Sri Chaitanya Gaudiya Math 35, Satish Mukherjee Road, Calcutta-26

1, Mangalniloy Brahmachary, hereby declare that the particulars given above are true to the best of my knowledge and belief.

Dated 29. 3. 1977

Sd. MANGALNILOY BRAHMACHARY
Signature of Publisher

'উত্তিষ্ঠত জাগ্রত'

[অধ্যাপক শ্রীবিভুপদ পণ্ডা বি-এ, বি-টি, কাব্য-ব্যাকরণ-পুরাণতীর্থ]

স্বয়ংবেদপুরুষ যাঁহারা হরিভজনের উদ্দেশ্যে কথঞ্চিৎ প্রয়াসী হইয়াছেন, সেই সাধুগণের উদ্দেশে বলিতেছেন,—

"উত্তিষ্ঠত, জাগ্রত, প্রাপ্য বরান্নিবোধত।
ক্ষুরস্য ধারা নিশিতা দুরত্যয়া
দুর্গং পথস্তৎ কবয়ো বদন্তি॥"

হে সাধুগণ, উঠ, জাগ, নানাবিধ বিষয়চিন্তা হইতে নিবৃত্ত হও। অনর্থ পরিত্যাগ করিয়া স্বরূপানুসন্ধানে প্রবৃত্ত হও, মহদ্ব্যক্তি গণের নিকট হইতে কৃপালাভ করিয়া ভগবান্‌কে জানিবার জন্য সচেষ্ট হও, ক্ষুরের ধারের ন্যায় সংসার অতীব তীক্ষ্ণ অর্থাৎ বহু-দুঃখপ্রদায়ক, অথচ দুরত্যয়া—তাহাকে উত্তীর্ণ হওয়া অতিশয় কষ্টকর, ভগবজ্‌জ্ঞান ব্যতীত তাহা সম্ভব নহে। দিব্যসূরিগণ, ভগবান্‌কে পাইতে হইলে অতিশয় যত্ন করিতে হয় বলিয়া কীর্ত্তন করিয়াছেন। অর্থাৎ সদ্গুরু-পদাশ্রয়ে অতি যত্নের সহিত ভগবদনুশীলন ব্যতীত সংসার তরণের আর কোন উপায় নাই।

বেদপুরুষের এই মহতীবাণী, কে আমাদের নিকট পৌঁছাইয়া দিয়াছেন? পরমকরুণাময় শ্রীগুরুদেব কর্ত্তৃক সঘোষে উচ্চারিত এই বাণী শ্রবণে আমরা হরিভজন আরম্ভ করিয়া ভক্ত্যঙ্গসমূহ যাজন করিতে থাকিলেও কেন আমাদের বিষয়চিন্তা হইতে মন নিবৃত্ত হইতেছে না? কেন স্বরূপানুসন্ধানে দৃঢ়ভাবে প্রবৃত্ত হইতেছি না? দুঃখদায়ক সংসার হইতে উত্তীর্ণ হইবার জন্য আকুল আগ্রহই বা কোথায়? দিনের পর দিন শ্রবণ-কীর্ত্তনাদি করিতে থাকিলেও স্বেদ, অশ্রু, কম্প প্রভৃতি সাত্ত্বিক বিকার সমূহ কেন লক্ষিত হইতেছে না! সংক্ষেপে বলিতে গেলে আমাদের ভজনে অগ্রগতি নাই কেন ইহা কি আমরা চিন্তা করিব না? অতএব ইহা নিশ্চিত যে, আমাদের ভজন পথে কোথাও ত্রুটি রহিয়া গিয়াছে।

আমরা বুঝিয়াছি জগৎ অনিত্য, জগতের বস্তু সমূহ যাহা আমরা ভোগ্য বলিয়া মনে করি তৎসমূহ অনিত্য, ভোগকারী ব্যক্তি অনিত্য। তথাপি জগতের প্রতি আমাদের অনাসক্তি নাই কেন? কেন আমাদের পার্থিব বিষয়সমূহ সংগ্রহে এবং গ্রহণে এত আসক্তি?

যদি আমরা স্থিরচিত্তে একটু চিন্তা করি তাহা হইলে বুঝিতে পারিব যে, আমরা আমাদের চিত্তকে সম্যগ্‌ভাবে শ্রীহরিপাদপদ্মে নিয়োজিত করিতে পারিতেছি না। আমাদের মনে রহিয়াছে পরিপূর্ণ মাত্রায় অন্যাভিলাষ। বাস্তবতঃ গুরুদেবের কথা শুনিতেছি, কীর্ত্তনাদি করিতেছি, কিন্তু মন রহিয়াছে অন্যদিকে। বহুজন্মের পুঞ্জীভূত সংস্কার আমাদিগকে ত্যাগ করিতেছে না, সেইগুলি সর্ব্বদাই আমাদিগকে পশ্চাৎ আকর্ষণ করিতেছে; কোনপ্রকারেই অগ্রসর হইতে দিতেছে না। সেই সংস্কারমুক্ত হইতে চাহিলে গুরুদেবের মুখনিঃসৃত উপদেশাবলী নিষ্ঠার সহিত অনলসভাবে পালন করিতে হইবে। যদি আমরা প্রকৃত কল্যাণ প্রাপ্ত হইতে আন্তরিকতার সহিত ইচ্ছা করি, তাহা হইলে গুরুদেবকে ভগবদভিন্ন প্রকাশ জ্ঞান করিয়া তাঁহার শ্রীমুখনিঃসৃত অসংখ্য উপদেশের মধ্যে যে-সমস্ত হরিভজনের প্রথম সোপান, সেইগুলি আচরণ করিতে দৃঢ়সঙ্কল্প হইতে হইবে।

শ্রীগুরুদেব পুনঃপুনঃ শ্রীমন্মহাপ্রভুর উপদেশ আমাদিগকে স্মরণ করাইয়াদিয়াছেন—"তৃণাদপি সুনীচেন তরোরিব সহিষ্ণুনা। অমানিনা মানদেন কীর্ত্তনীয়ঃ সদা হরিঃ॥"—এই উপদেশ আমাদের চিত্তে দৃঢ়মূল না হইলে হরিভজন অসম্ভব। জন্মৈশ্বর্য্যশ্রুতশ্রীসমন্বিত হইয়া যদি আমরা নিজদিগকে খুব উন্নত বলিয়া মনে করি, তাহা হইলে ভগবৎপ্রীতিবিধানে যত্ন শিথিল হইতে বাধ্য। আরও আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, যাহাদের উচ্চবংশে জন্ম হয় নাই, ধন-সম্পদ্, বিদ্যা, রূপাদি কিছুই নাই, তাহারাও নিজেকে খুব বড় বলিয়া মনে করে। যাহাই হউক, জন্মৈশ্বর্য্যাদি থাকুক বা না থাকুক, নিজেকে অত্যন্ত দীন হীন জ্ঞান

করিতে হইবে। আমার কিছুমাত্র যোগ্যতা নাই, কেবল মাত্র ভগবৎকৃপা, গুরুকৃপা, বৈষ্ণব-কৃপাই একমাত্র সম্বল, এইরূপ ভাবিয়া কাজ করিতে হইবে। এইজ্ঞান হইলে তরুর ন্যায় সহিষ্ণু হইবারও প্রবৃত্তি আসিবে। বৃক্ষের শাখা পল্লবাদি কর্ত্তন করিলেও, ফলপুষ্পাদি গ্রহণ করিলেও সে যেমন ছায়া, পুষ্পকাদি দানে বিরত হয় না, সেইরূপ আমরাও যদি পরকৃত ক্ষয়ক্ষতি, মান-অপমানাদি সহ্য করিতে পারি, তাহা হইলেই আমাদের হরিভজনে আরম্ভ শুভযুক্ত হইবে এবং আমরা হরিভজন করিতে পারিব। তখন আমাদের জাগতিক অভিমান বিদূরিত হইবে এবং অপরকে যথাযোগ্য সম্মান দিতে পারিব। বর্ত্তমান কালে পারিপার্শ্বিক অবস্থা এমন কলুষিত যে, হরিভজনের প্রতিকূলতা করিবার জন্য প্রায় সকলেই ব্যগ্র। ইহাতে তাহাদের কোন লাভ নাই। তথাপি তাহারা প্রতিকূলতা করিবেই। অন্যকে যথাযোগ্য সম্মান দিলে বা তাহাদের অসদাচরণে বিচলিত না হইলে তাহারা আর প্রতিকূলতা করিতে ইচ্ছুক হইবে না। আমরা যখন কিঞ্চিৎ সুকৃতিবলে হরিভজনে প্রবৃত্ত হইয়াছি, তখন এই চারিটি গুণ অর্জ্জন করিতে সর্ব্বপ্রথমে যত্নবান্ হইব না কেন, এই দৃঢ় মনোবৃত্তি গ্রহণ করিতে হইবে।

অবশ্য আমাদের স্মরণ রাখিতে হইবে যে, ভগবচ্চরণে শরণাগতি ব্যতীত ভজনে অগ্রগতি অসম্ভব। আবার আমাদের নিজচেষ্টার যেমন প্রয়োজন আছে, তেমনি ভগবৎকৃপারও প্রয়োজন রহিয়াছে। ভগবান্ অন্তর্য্যামী, তিনি আমাদের অন্তরের ভাব বুঝিয়া অবশ্য কৃপাই করিয়া থাকেন। তাঁহার করুণা হইলে ভজনানুকূল বিষয়গুলি সহজে আয়ত্তে আসিবে। ভগবচ্চরণে শরণাগত হইতে হইলে কতকগুলি বিষয় আমাদের বিশেষভাবে লক্ষ্য রাখিতে হইবে। "আনুকূল্যস্য সঙ্কল্পঃ প্রাতিকূল্যবিবর্জ্জনম্। রক্ষিষ্যতীতি বিশ্বাসো গোপ্তৃত্বে বরণং তথা। আত্মনিক্ষেপকার্পণ্যে ষড়্‌বিধা শরণাগতিঃ॥" অর্থাৎ কৃষ্ণভক্তির অনুকূলবিষয়গ্রহণে সঙ্কল্প, কৃষ্ণভক্তির প্রতিকূলবিষয় সর্ব্বতোভাবে পরিত্যাগে সর্ব্বদা সচেষ্টতা, কৃষ্ণ আমাকে নিশ্চয়ই রক্ষা করিবেন, তিনি ব্যতীত আমার রক্ষাকর্ত্তা আর কেহই নাই এই দৃঢ় বিশ্বাস পালন, কৃষ্ণকে গোপ্তা বা পালয়িতা বলিয়া বরণ, আমার স্বতন্ত্র ইচ্ছা নাই, আমি কৃষ্ণেচ্ছা-পরতন্ত্র — এই বুদ্ধিতে শ্রীকৃষ্ণে আত্মসমর্পণ; কার্পণ্য অর্থাৎ আপনাকে দীন বুদ্ধি। এই ছয়টি শরণাগতির লক্ষণ।

প্রথমতঃ ভক্তির প্রতিকূল বিষয়গুলি অর্থাৎ যে বিষয়গুলি পরিত্যাগ না করিলে আমার ভগবদ্ভক্তি হইবে না, সেগুলি পরিত্যাগ করিবার জন্য বিশেষ চেষ্টা করিতে হইবে। বাক্যের বেগ, মনের বেগ, ক্রোধের বেগ, জিহ্বার বেগ, উদরের বেগ এবং উপস্থ বেগ দমন করিবার যত্ন করিতে হইবে। প্রয়োজনে অপ্রয়োজনে অতিরিক্ত কথা বলিবার অভ্যাস অনেকের আছে, তাহাতে সে আনন্দ পায় এবং মনে করে তাহাকে লোকে ভাল বলিবে এবং প্রশংসা করিবে। কিন্তু লোকে ত' তাহাকে কখনও ভাল বলিবে না, অধিকন্তু বাচাল বলিয়া নিন্দাই করিবে। অতিরিক্ত কথা বলিতে গেলে অনেক মনগড়া অসত্য কথা ব্যবহার করিতে হয়। সাধুগণ বলেন,—"বেশী কথা কয় যেই, মিছে কিছু কয় সেই। তাই বলি বেশী কথা কয়োনা রে কয়ো না।" ইহাতে অকারণ সময় নষ্ট হয়। সেই সময়টা ভক্তির অনুকূল বিষয়ে নিয়োগ করিতে পারিলে অনেক লাভ হইতে পারিবে। অতএব ভক্তিকামী ব্যক্তি কৃষ্ণেতর বিষয়কথালাপ অবশ্য বর্জ্জন করিবেন।

মন ইন্দ্রিয়গণের রাজা। সে তাহার ইচ্ছামত ইন্দ্রিয়গণকে পরিচালিত করিয়া জড়বিষয় ভোগ করিতে চায়। মন যখনই যাহা চাহিবে, তখনই যদি আমরা তাহা করিয়া বসি, তাহা হইলে আমরা ইন্দ্রিয়ের দাস হইয়া পড়িব, কখনই ভক্তি লাভ করিতে পারিব না। গীতা শাস্ত্রে শ্রীভগবান্ বলিয়াছেন,—"ইন্দ্রিয়াণাং হি চরতাং যন্মনোঽনুবিধীয়তে। তদস্য হরতি প্রজ্ঞাং বায়ুর্নাবমিবাম্ভসি॥" অর্থাৎ প্রতিকূল বায়ু নৌকাকে যেরূপ অস্থির করে সেইরূপ ইন্দ্রিয়ে বিচরণকারী মন ইন্দ্রিয়ানুবর্ত্তী হইয়া অযুক্ত লোকের প্রজ্ঞাকে হরণ করে। সুতরাং মনকে কৃষ্ণানুশীলনে নিযুক্ত করিতে হইবে।

ক্রোধ ভক্তিলাভের একটি বিরাট্ শত্রু। ভগবান্ বলিয়াছেন—"কাম এষ ক্রোধ এষ রজোগুণসমুদ্ভবঃ। মহাশনো মহাপাপ্মা বিদ্ধ্যেনমিহ বৈরিণম্॥" অর্থাৎ রজোগুণসমুদ্ভূত কাম এবং ক্রোধকে মহাশত্রু বলিয়া জানিবে। আরও বলিয়াছেন—"ক্রোধাদ্ভবতি সম্মোহঃ সম্মোহাৎ স্মৃতিবিভ্রমঃ। স্মৃতিভ্রংশাদ্ বুদ্ধিনাশো বুদ্ধিনাশাৎ প্রণশ্যতি॥" ক্রোধী ব্যক্তির চিত্ত সর্ব্বদা বিক্ষুব্ধ। সুতরাং সে হরিভজন করিবে কি করিয়া? "শোকামর্ষাদিভির্ভাবৈরাক্রান্তং যস্য মানসং। কথং তত্র মুকুন্দস্য স্ফূর্ত্তি সম্ভাবনা ভবেৎ॥" সুতরাং ক্রোধ উপস্থিত হইলে যে বিষয় বা স্থান হইতে ক্রোধ উৎপন্ন হইয়াছে সে বিষয় বা স্থান পরিত্যাগ করিয়া উচ্চৈঃস্বরে হরিনাম করিতে হইবে।

জিহ্বার এবং উদরের বেগ দমন না করিলে স্বাস্থ্য রক্ষার উপায় নাই। জিহ্বার লালসায় উত্তম খাদ্যাদি গ্রহণের ইচ্ছা উদররোগ উৎপন্ন হইবার সম্ভাবনা, তাহাতে ভজনে বাধা উপস্থিত হয়। উপস্থবেগও সর্ব্বতোভাবে দমন করা প্রয়োজন। 'ইচ্ছা থাকিলে উপায় হয়' এই প্রবচন এতৎপ্রসঙ্গে স্মরণীয়।

এতৎপ্রসঙ্গে ভক্তির কণ্টক সমূহ অর্থাৎ যাহাদ্বারা ভক্তি বিনষ্ট হয় তাহাও বর্জ্জন করিতে হইবে। "অত্যাহারঃ প্রয়াসশ্চ প্রজল্পো নিয়মাগ্রহঃ। জনসঙ্গশ্চ লৌল্যঞ্চ ষড়্ভির্ভক্তির্বিনশ্যতি॥" অত্যাহার অর্থাৎ অধিক ভোজন অথবা অধিক সঞ্চয় বা আহরণ চেষ্টা সর্ব্বথা বর্জ্জনীয়। অধিক সঞ্চয়ের ইচ্ছা হইলে মনও সেই বিষয়ে নিবিষ্ট রহিবে। ভক্তি হইবে কোথা হইতে? সুতরাং প্রয়োজন মত আহার বা সঞ্চয়াদি করিলে ভক্তির বাধা হইবে না। ভগবান্ বলিয়াছেন, পরিমিত আহার-বিহারশীল ব্যক্তিরই জড়দুঃখনাশক যোগ সম্ভব হয়।

প্রয়াস অর্থাৎ ভক্তির প্রতিকূল-চেষ্টা ভক্তিবিনাশক বলিয়া অবশ্য পরিত্যাজ্য। প্রজল্প অর্থাৎ অনাবশ্যক গ্রাম্যকথা পরিহার করিতে হইবে। ইহা বাক্যবেগ দমনেরই ন্যায়। নিয়মাগ্রহ ভক্তির কণ্টক। আচার বিচারের প্রতি অতিরিক্ত আগ্রহ যেমন বর্জ্জনীয় তেমনি একেবারে আচার বিচার মানিব না, তাহাও হইতে পারে না। জনসঙ্গ অর্থাৎ যাহাদের সঙ্গ করিলে ভক্তি বিনষ্ট হয়, তাহাদের সঙ্গ সম্পূর্ণভাবে বর্জ্জন করা উচিত। অবশ্য সমাজে বাস করিতে হইলে অন্যের সঙ্গ করিতে হয়। প্রয়োজনমত তাহাদের সহিত আলাপাদি করা যাইতে পারে, কিন্তু কোন ক্রমেই আসক্ত হইতে হইবে না; কারণ তাহারা কখনও হরিভজনের অনুকূল কথা বলিবে না। বিষয়াসক্ত ব্যক্তি, স্ত্রীসঙ্গী, মায়াবাদী, ধর্ম্মধ্বজী কৃষ্ণের ভক্ত নহে; এইরূপ ব্যক্তির সঙ্গ না করাই উচিত। সঙ্গের প্রভাব অত্যন্ত প্রবল, সুতরাং এ বিষয়ে খুব সাবধান হইতে হইবে। লৌল্য অর্থাৎ নানামতগ্রহণ-চাপল্য। যে-সমস্ত মত গ্রহণে অসৎতৃষ্ণা জাগরিত হয়, সে সমস্ত মত গ্রহণে আগ্রহ করিলে ভক্তি নষ্ট হয়। এইগুলি অবশ্যই বর্জ্জন করিতে হইবে।

ভক্তির অনুকূল বিষয়সমূহ নিষ্ঠার সহিত গ্রহণ করিতে হইবে। ভক্তির অনুকূল বিষয় অসংখ্য। তাহাদের মধ্যে পার্থিব বিষয়ে অনাসক্তি এবং সাধুসঙ্গ প্রধান। ভক্তজনের সহিত দ্রব্যাদির আদান-প্রদান, তাঁহাদের সহিত ভজনরহস্যাদি গোপনীয় বিষয় আলোচনা করা এবং শ্রবণ করা, তাঁহাদের সহিত ভোজন করা এবং তাঁহাদিগকে ভোজন করান প্রভৃতি ভক্তিবর্দ্ধনের সহায়ক। শ্রীভগবানে প্রেম, ভক্তের সহিত মিত্রতা, তত্ত্বজ্ঞানহীন ব্যক্তিকে তত্ত্বোপদেশ-রূপ কৃপা এবং কৃষ্ণ ও কৃষ্ণভক্তদ্বেষীর প্রতি উপেক্ষা মধ্যম ভাগবতের লক্ষণ। এইপ্রকার মধ্যম ভক্তের তিনপ্রকার বৈষ্ণবসেবা:— অসৎলক্ষণহীন কৃষ্ণনাম-পানরত ভক্তকে মনে মনে আদর করিবেন। লব্ধদীক্ষ কৃষ্ণভজনকারী ভক্তকে প্রণামাদিদ্বারা আদর করিবেন এবং অন্যনিন্দাদিশূন্য অনন্যভজনবিজ্ঞ মহাভাগবতকে ঈপ্সিত সঙ্গজ্ঞানে সেবা করিবেন। সাধারণতঃ নিজাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ব্যক্তির প্রতি সম্মান প্রদর্শন করিতে শিক্ষা করা দরকার। তপঃ, শৌচ, সহিষ্ণুতা যদৃচ্ছালাভে সন্তোষ, ভগবৎপ্রীতির উদ্দেশ্যে সমস্ত কার্য্য সাধন প্রভৃতি ভক্তির অনুকূল।

ভক্তিসাধনে সিদ্ধিলাভ করিতে হইলে উপদেশামৃত বর্ণিত ষড়্গুণ অর্জ্জনে বিশেষ যত্ন করিতে হইবে।

সেইগুলি এই—"উৎসাহান্নিশ্চয়াদ্ধৈর্য্যাৎ তত্তৎকর্ম্মপ্রবর্ত্তনাৎ। সঙ্গত্যাগাৎ সতোবৃত্তেঃ ষড়্ভির্ভক্তিঃ প্রসিধ্যতি॥" ভক্তির অনুকূল বিষয়সমূহ উৎসাহসহকারে পালন করিতে হইবে। আনুষ্ঠানিকভাবে বা অপরকে দেখাইবার জন্য কাজ করিয়া যাওয়া আত্মবঞ্চনা মাত্র। তাহা প্রাণহীন ও মন্দফলদায়ক। আমরা হরিভজন করিতেছি, নিশ্চয়ই আমাদের কল্যাণ হইবে, আমরা নিশ্চয়ই ভগবৎপাদপদ্ম লাভ করিতে পারিব এই বিষয়ে দৃঢ়বিশ্বাস থাকা অবশ্যই প্রয়োজন। 'বিশ্বাসে মিলয়ে কৃষ্ণ, তর্কে বহুদূর'। অবিশ্বাস লইয়া বা সন্দিগ্ধচিত্ত হইয়া কাজ করিলে সিদ্ধিলাভ সুদূরপরাহত। ভগবান বলিয়াছেন—'সংশয়াত্মা বিনশ্যতি,' অতএব দৃঢ়বিশ্বাস চাই। ভজন আরম্ভ করিয়াই তাহার সাফল্য আশা করা মূর্খের কার্য্য। তজ্জন্য ধৈর্য্যের প্রয়োজন। বীজ বপন করিয়াই ফসল কামনা করিলে কি তাহা পাওয়া যায়? বীজ বপন করার পর যথাযথভাবে বৃক্ষের সেবা করিলে যথাসময়ে ফল পাওয়া যাইবে। সেইরূপ ভজন আরম্ভ করিয়া যথাযথভাবে সাধন করিতে থাকিলে যথাসময়ে সিদ্ধিলাভ হইবে। তত্তৎকর্ম্ম প্রবর্ত্তন অর্থাৎ শ্রবণকীর্ত্তনাদি ভক্ত্যঙ্গ যাজন, কৃষ্ণপ্রীত্যর্থে ভোগত্যাগ, হরিবাসরাদি অথবা ভগবদাবির্ভাবাদি দিবসে উপবাসাদি অবশ্য পালন করিতে হইবে। ভুক্তিমুক্তিসিদ্ধিকামী কৃষ্ণাভক্তসঙ্গ পরিবর্জ্জন-পূর্ব্বক সাধুর বৃত্তি অনুসরণ করিতে হইবে। শুদ্ধভক্তিমার্গই সাধুর বৃত্তি। সাধুগণ যে সদাচার অনুষ্ঠান করিয়াছেন এবং যে বৃত্তির দ্বারা জীবননির্ব্বাহ করিয়াছেন তাহাই সদ্বৃত্তি। গৃহত্যাগী ব্যক্তির ভিক্ষা ও মাধুকরী এবং গৃহস্থভক্তের স্বর্ণাশ্রমবিধিসম্মত বৃত্তিই সদ্বৃত্তি। ইহা অবলম্বন পূর্ব্বক ভক্তি অনুশীলনে প্রবৃত্ত হইলে ভক্তি ক্রমশঃ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইতে থাকিবে।

ভজনে প্রবৃত্ত আমাদিগকে নিরুৎসাহ দেখিয়া শাস্ত্রসমূহ উপদেশ করিতেছেন—উত্তিষ্ঠত, জাগ্রত। ভগবান্ স্বয়ং শ্রীমুখে বলিতেছেন—'ক্ষুদ্রং হৃদয়দৌর্ব্বল্যং ত্যক্ত্বোত্তিষ্ঠ', 'ক্লৈব্যং মাস্মগমঃ' ইত্যাদি উদ্দীপনা-পূর্ণ বাণী। এইসব মহতী উৎসাহবাণী শ্রবণ করিয়া আমরা যদি উৎসাহের সহিত অগ্রসর হই, তাহা হইলে মায়াবদ্ধ আমাদের হৃদয়দৌর্ব্বল্য, অপরাধ, অসৎতৃষ্ণা, তত্ত্বভ্রমাদি অনর্থ দূরীভূত হইবে। আমরা ক্রমশঃ মায়ার কবল হইতে মুক্ত হইয়া পরিশেষে ভগবৎপাদপদ্ম লাভ করতঃ নিত্যাশান্তি লাভ করিতে সমর্থ হইব।

আর একটি অত্যন্ত প্রয়োজনীয় বিষয় আমাদের বিশেষভাবে মনে রাখিতে হইবে—তাহা হইল অপরাধ। সেবাপরাধ ও নামাপরাধ এই দুইটি ভজনোন্নতির প্রধান অন্তরায়। অনবধানতাবশতঃ সেবাপরাধ হইলে ভগবৎচরণে প্রণত হইয়া প্রার্থনা করিলে তাহা হইতে নিস্তার পাওয়া যাইতে পারে। কিন্তু নামাপরাধ খুবই গুরুতর। বিশেষতঃ বৈষ্ণবাপরাধ হইলে ভজন আদৌ হইবে না। বৈষ্ণব চিনিতে পারা আদৌ সহজ নহে। সেইজন্য প্রাথমিক অবস্থায় বৈষ্ণবচিহ্নধারী মাত্রই নমস্য। কিন্তু সঙ্গযোগ্য বৈষ্ণবসম্বন্ধে গুরুবাক্য অপেক্ষণীয়। বৈষ্ণবসেবা ভজনের একটি বিশেষ অঙ্গ। মহাদেব বলিয়াছেন—'আরাধনানাং সর্ব্বেষাং বিষ্ণোরারাধনং পরম্। তস্মাৎ পরতরং দেবি! তদীয়ানাং সমর্চ্চনম্॥" বৈষ্ণব-সেবাদ্বারা নিজেই কৃতার্থ হওয়া যায়। তাঁহার কিছু উপকার করিয়া দিতেছি এইরূপ ধারণা ভজনমার্গ হইতে পতন করাইবে। এমন কি বৈষ্ণবের তিরস্কার বা শাসনও ভজনকারীর ভজনের সহায়ক। সুতরাং বৈষ্ণবের সহিত আচার-আচরণে সর্ব্বদা সতর্ক থাকিতে হইবে। 'ছাড়িয়া বৈষ্ণবসেবা, নিস্তার পেয়েছে কেবা।'

মোটকথা আমাদের যদি জীবনের পরম প্রয়োজন ভগবৎপ্রেম-লাভের আন্তরিক ইচ্ছা থাকে, তাহা হইলে আমাদিগকে অলসতা পরিহার করিয়া উৎসাহের সহিত ভজনে প্রবৃত্ত হইতে হইবে। প্রতিদিন লক্ষ্য রাখিতে হইবে নিজের ত্রুটিসমূহের প্রতি। তাহা হইলে দোষসমূহ দূরে সরিয়া যাইবে, গুণসমূহ আয়ত্তে আসিবে। অন্ধকার অপসারিত হইলে আলোক প্রবেশের ন্যায় আমাদের জ্ঞানপথ উজ্জ্বল হইয়া উঠিবে।

বোলপুরে ধর্ম্মসভা

পূর্ব্ব পূর্ব্ব বর্ষের ন্যায় এবারও স্থানীয় ধর্ম্মানুরাগী সজ্জনগণের সেবাপ্রাণতায় নিখিল ভারতব্যাপী শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠপ্রতিষ্ঠানের অধ্যক্ষ ও আচার্য্য ত্রিদণ্ডিগোস্বামী শ্রীশ্রীমদ্‌ভক্তি দয়িত মাধব মহারাজের সাক্ষাৎ উপস্থিতিতে বোলপুর রেলময়দানে গত ৯ই ফাল্গুন, ১৩৮৩ (ইং ২১।২।৭৭) সোমবার হইতে ১১ই ফাল্গুন (২৩।২।৭৭) বুধবার পর্য্যন্ত দিবসত্রয়ব্যাপী বিরাট্ ধর্ম্মসভার অধিবেশনে শ্রীচৈতন্যবাণীকীর্ত্তনের বিপুল আয়োজন হইয়াছিল। সভায় প্রথম দিবসের আলোচ্য বিষয় ছিল — ধর্ম্ম ও নীতির আবশ্যকতা, দ্বিতীয় দিবসের আলোচ্য বিষয়—শ্রীভগবৎপ্রেমই বিশ্বের সকল প্রাণীর মধ্যে ঐক্য ও শান্তি স্থাপনে সমর্থ এবং তৃতীয় দিবসের আলোচ্য বিষয়—শ্রীচৈতন্যদেবের দান-বৈশিষ্ট্য। প্রথম দিবসে সভাপতি ও প্রধান অতিথির আসন অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন যথাক্রমে — ডক্টর শিবনারায়ণ ঘোষাল শাস্ত্রী—অধ্যাপক, বিশ্বভারতী এবং ডক্টর কালিদাস ভট্টাচার্য্য—প্রাক্তন উপাচার্য্য, বিশ্বভারতী। দ্বিতীয় দিবস—ডাঃ চপল কুমার চট্টোপাধ্যায় ও তৃতীয় দিবস ডক্টর হরিপদ চক্রবর্ত্তী—অধ্যাপক, বিশ্বভারতী সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন। পূজ্যপাদ আচার্য্যদেবের শ্রীমুখে প্রত্যহই উল্লিখিত বক্তব্য বিষয় সম্বন্ধে সুদীর্ঘ গবেষণাপূর্ণ ভাষণ শ্রবণ করতঃ শ্রোতৃবৃন্দ প্রচুর লাভবান্ হইয়াছেন। তাঁহার নির্দ্দেশক্রমে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিশরণ শান্ত মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিসুহৃদ্ দামোদর মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিবিজ্ঞান ভারতী মহারাজ এবং শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের সহকারী সম্পাদক মহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীমন্ মঙ্গলনিলয় ব্রহ্মচারী বি-এস্ সি ভক্তিশাস্ত্রী বিদ্যারত্ন প্রভুও ঐসকল বিষয়ে নাতিদীর্ঘ ভাষণ প্রদান করতঃ শ্রোতৃবৃন্দের আনন্দ বর্দ্ধন করিয়াছেন।

গত ১০ই ফাল্গুন (২২।২।৭৭) মঙ্গলবার সকাল ৮ ঘটিকার সময় উক্ত রেলময়দান হইতে একটি বিরাট্ নগর-সংকীর্ত্তন-শোভাযাত্রা বাহির হইয়া বোলপুর সহরের প্রধান প্রধান রাজপথ ভ্রমণ পূর্ব্বক পুনরায় রেলময়দানে প্রত্যাবর্ত্তন করেন।

১২ই ফাল্গুন (২৪।২।৭৭) বৃহস্পতিবার বেলা ১২ ঘটিকা হইতে অপরাহ্ণ ৪ ঘটিকা পর্য্যন্ত অগণিত নর-নারীকে মহাপ্রসাদ দ্বারা আপ্যায়িত করা হইয়াছে।

শ্রীল আচার্য্যদেব ১৩ই ফাল্গুন (২৫।২।৭৭) বোলপুর হইতে বরাবর মোটরযান যোগে শ্রীধাম মায়াপুর ঈশোদ্যানস্থ মূল শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠে নির্ব্বিঘ্নে শুভবিজয় করেন।

শ্রীধামনবদ্বীপ পরিক্রমা ও শ্রীগৌরজন্মোৎসব

১৪ই ফাল্গুন (১৩৮৩), ইং ২৬।২।৭৭ শনিবার সন্ধ্যায় শ্রীধামমায়াপুর ঈশোদ্যানস্থ মূল শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠে শ্রীধামনবদ্বীপ-পরিক্রমার অধিবাসকীর্ত্তনোৎসব সম্পন্ন হয়। কীর্ত্তনমুখে শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গরাধামদনমোহনজিউ এবং শ্রীশ্রীপঞ্চতত্ত্বের সন্ধ্যারতি, শ্রীমন্দির পরিক্রমণ ও শ্রীতুলসী আরতি সমাপ্ত হইলে পরমপূজনীয় শ্রীচৈতন্য-গৌড়ীয় মঠাধ্যক্ষ আচার্য্যদেব নাটমন্দিরে পরম আর্ত্তি-ভরে শ্রীশ্রীগুরু, বৈষ্ণব ও ভগবানের জয় গান করেন। ভক্তিবিঘ্নবিনাশন ভক্তবৎসল শ্রীনৃসিংহপাদপদ্মে ভক্তি-গদ্গদচিত্তে আমাদের সকলেরই নববিধভক্ত্যঙ্গের পীঠস্থলী-

স্বরূপ শ্রীনবদ্বীপধাম-পরিক্রমা ও শ্রীশ্রীগৌরজন্মোৎসব নির্ব্বিঘ্নে পরিসমাপ্তির প্রার্থনা জ্ঞাপন করতঃ আচার্য্যদেব শ্রীবিগ্রহচরণে সাষ্টাঙ্গে প্রণতি জ্ঞাপন করিলে সন্ন্যাসী, ব্রহ্মচারী, বানপ্রস্থ ও অগণিত গৃহস্থ-ভক্ত নরনারী তদাদর্শ অনুসরণ পূর্ব্বক প্রচুর পরিমাণে তৎকৃপাশক্তিসমৃদ্ধ হন। শীঘ্রই সভার অধিবেশন আরম্ভ হয়। প্রারম্ভিক কীর্ত্তন সমাপ্ত হইলে শ্রীল আচার্য্যদেব একটি নাতিদীর্ঘ-ভাষণদ্বারা পরিক্রমার উদ্দেশ্য ও ভক্ত্যঙ্গত্ব জ্ঞাপনপূর্ব্বক পরিক্রমাকারী-ভক্তবৃন্দের কতকগুলি অবশ্য পালনীয় কর্ত্তব্য উপদেশ করেন। অতঃপর তাঁহার নির্দ্দেশক্রমে শ্রীমদ্ভক্তিপ্রমোদ পুরী মহারাজ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরবিরচিত শ্রীনবদ্বীপধাম-মাহাত্ম্য গ্রন্থের ১ম ও ২য় অধ্যায় পাঠ করিলে শ্রীমহামন্ত্রনামকীর্ত্তনমুখে সভা ভঙ্গ হয়।

এবার যাত্রিসংখ্যা অন্যান্য বৎসরাপেক্ষা অধিক। প্রথম দিবসেই সহস্রাধিক যাত্রিসমাগম হইয়াছে। পূজ্যপাদ আচার্য্যদেব বিভিন্নবিভাগের সেবা ভারপ্রাপ্ত প্রিয়শিষ্যগণকে যাত্রিগণের আহার ও বাসস্থানের যথাসম্ভব সুব্যবস্থা করতঃ সর্ব্বত্র শৃঙ্খলা সংরক্ষণের উপদেশ দিতে লাগিলেন। 'কৃষ্ণশক্তি বিনা নহে নামপ্রবর্ত্তন।' তাই তাঁহাতে সর্ব্বক্ষণই এক মহাশক্তির প্রভাব স্পষ্টই অনুভূত হইতেছে। এই ত্রিসপ্ততিতম বর্ষ বয়সেও তিনি আসমুদ্র-হিমাচল সমগ্র ভারতে উদাত্তকণ্ঠে শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গের শুদ্ধভক্তিসিদ্ধান্ত-বাণী প্রচারদ্বারা সহস্র সহস্র সুপ্তচেতনকে উদ্বুদ্ধ করতঃ শ্রীমন্মহাপ্রভুর 'সর্ব্বত্র প্রচার হইবে মোর নাম' বাণীর সার্থকতা সম্পাদন করিতেছেন। ইহা সাধারণ শক্তির কার্য্য নহে। সদ্গুরুর লক্ষণ বর্ণনে শাস্ত্র "শাব্দে পরে চ নিষ্ণাতং ব্রহ্মণ্যুপসমাশ্রয়ম্" এবং কৃপাসিন্ধুঃ সুসংপূর্ণঃ সর্ব্বসত্ত্বোপকারকঃ। নিস্পৃহঃ সর্ব্বতঃ সিদ্ধঃ সর্ব্ববিদ্যাবিশারদঃ। সর্ব্বসংশয়সংচ্ছেত্তাহনলসো গুরুরাহৃতঃ॥" [অর্থাৎ "শব্দব্রহ্মে অর্থাৎ শ্রুতিশাস্ত্রসিদ্ধান্তে সুনিপুণ, পরব্রহ্মে নিষ্ণাত অর্থাৎ যিনি অধোক্ষজঅনুভূতি লাভ করিয়াছেন এবং তজ্জন্য যিনি প্রাকৃত কোনও ক্ষোভের বশীভূত নহেন, তিনিই সদ্গুরু।" "অপার কৃপাময়, সুসংপূর্ণ অর্থাৎ যিনি স্বস্বভাবে প্রতিষ্ঠিত আছেন বলিয়া যাঁহার কোন অভাব নাই—সর্ব্বসদ্গুণবিশিষ্ট, সর্ব্বজীবের হিতসাধনে রত, নিষ্কাম, সর্ব্বপ্রকারে সিদ্ধ, সর্ব্ববিদ্যা অর্থাৎ ব্রহ্মবিদ্যা বা ভক্তিসিদ্ধান্তে সুনিপুণ এবং শিষ্যের সর্ব্ব সংশয় ছেদনে সমর্থ ও অনলস অর্থাৎ সতত হরিসেবানিষ্ঠ পুরুষই 'গুরু' বলিয়া কথিত হন।"] ইত্যাদি যে সকল বাক্য বলিয়াছেন, তৎসমুদয়ই তাঁহাতে দেদীপ্যমান। 'যস্যাস্তি ভক্তির্ভগবত্যকিঞ্চনা সর্ব্বৈর্গুণৈস্তত্র সমাসতে সুরাঃ' অর্থাৎ যাঁহার শ্রীভগবানে অকিঞ্চনা ভক্তি আছে, দেবতারা ধর্ম্ম-জ্ঞানবৈরাগ্যাদি সকল সদ্গুণের সহিত তাঁহাতে সম্যগ্‌রূপে অবস্থান করেন। বিশেষতঃ তাঁহার ভগবৎসেবায় আলস্যহীনতা বা সর্ব্বদা তৎপরতা গুণটি সর্ব্বতোভাবে আদর্শস্থানীয়। বহু ধর্ম্মীয় প্রতিষ্ঠান হইতে তাঁহার সচ্ছাস্ত্রযুক্তিসম্মত সুসিদ্ধান্তপূর্ণ ভাষণ শ্রবণাগ্রহ বিজ্ঞাপিত হইয়া থাকে। সাধারণতঃ ইংরাজী, বাংলা ও হিন্দীভাষামাধ্যমেই তাঁহার ভাষণ প্রদত্ত হয়। দিনের পর দিন—মাসের পর মাস তাঁহার ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে ভাষণের প্রোগ্রাম লাগিয়াই আছে। বোলপুরের প্রোগ্রামের পরই আবার শ্রীধামে নবরাত্রব্যাপী শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন মহোৎসবের বিরাট্ প্রোগ্রাম চলিল।

১৫ই ফাল্গুন হইতে পরিক্রমা আরম্ভ হয়। প্রথম দিবস—অন্তর্দ্বীপ শ্রীমায়াপুর, ২য় দিবস ১৬ই ফাঃ—শ্রীসীমন্তদ্বীপ, ৩য় দিবস ১৭ই ফাঃ একাদশী—শ্রীগোদ্রুম ও শ্রীমধ্যদ্বীপ, ৪র্থ দিবস ১৮ই ফাঃ—বিশ্রাম, ৫ম দিবস ১৯শে ফাঃ—শ্রীকোলদ্বীপ, ঋতুদ্বীপ, জহ্নুদ্বীপ ও মোদদ্রুম দ্বীপ এবং ৬ষ্ঠ দিবস ২০শে ফাঃ—শ্রীরুদ্রদ্বীপ পরিক্রমা করা হয়। শেষ দিবস সকাল ৭টায় পরিক্রমা বাহির হইয়া বেলা প্রায় ১১॥ ঘটিকায় প্রত্যাবর্ত্তন করেন। অদ্য ভক্তবর পরেশবাবুর উৎসব হয়। বহু নরনারী পরমানন্দে প্রসাদ-বৈচিত্র্য আস্বাদন করেন। পরিক্রমার ২য় এবং ৬ষ্ঠ দিবস ব্যতীত প্রায় সব দিবসই শ্রীল আচার্য্যদেব শ্রীনবদ্বীপ ধাম মাহাত্ম্য পাঠ করিয়া শুনাইয়াছেন, স্থানে স্থানে ভাষণও দিয়াছেন। এতদ্ব্যতীত প্রত্যহ সন্ধ্যায় আরাত্রিক কীর্ত্তনের পর যে সভার অধিবেশন হইয়াছে, তাহার প্রত্যেকটিতেই শ্রীল আচার্য্যদেবের

হৃৎকর্ণরসায়ন ভাষণ ভক্তগণের ভজনোৎসাহ বর্দ্ধন করিয়াছে। এবার শ্রীমদ্ ভক্তিপ্রমোদ পুরী মহারাজ অসুস্থ অবস্থাতেই প্রথমদিন কোনপ্রকারে পরিক্রমায় যোগদান করিয়া দ্বিতীয় দিবস হইতে আর বাহির হইতে পারেন নাই। তবে পরিক্রমার শেষ দিবস শ্রীমঠের সান্ধ্য অধিবেশনে শ্রীল আচার্যদেবের কৃপা-নির্দেশে তিনি প্রথমে প্রায় এক ঘণ্টাকাল শ্রীধামবাস ও পরিক্রমার সার্থকতা কীর্ত্তন করিলে শ্রীল আচার্য্যদেব শ্রীগৌরপূর্ণিমা ও শ্রীদোলপূর্ণিমার অধিবাস-কৃত্য সম্বন্ধে একটি নাতিদীর্ঘ ভাষণ প্রদান করেন। নামসংকীর্ত্তনমুখে সভার উপসংহার হয়। রাত্রি ১০টার পর কৃষ্ণনগরের Amateur যাত্রাপার্টি ভক্তিমূলক 'কৃষ্ণ-সুদামা' নাটক অভিনয় করেন।

৫ই মার্চ্চ, ২১শে ফাল্গুন ফাল্গুনী পূর্ণিমা — শ্রীশ্রীগৌরাবির্ভাব ও শ্রীশ্রীরাধামদনমোহন-জিউর দোলযাত্রা-শুভবাসর। যতিধর্ম্মোচিত ক্ষৌরকর্ম্মাদি সমাপনান্তে শ্রীল আচার্য্যদেব ডাঃ জে, সি, দে মহাশয়ের সৌজন্যে তদীয় মোটরযানারোহণে গঙ্গাস্নানে যান। শ্রীমদ্ ভক্তিপ্রমোদ পুরী মহারাজও শ্রীল আচার্যদেবের শুভেচ্ছায় তৎসঙ্গ-সৌভাগ্য লাভ করেন। তাঁহারা স্নান করিয়া ফিরিয়া আসিবার কালে শ্রীক্ষেত্রপাল বৃদ্ধশিবের পূজা সম্পাদন করিয়া আসেন। অতঃপর শ্রীল আচার্যদেব শ্রীমঠের মন্দিরে প্রবেশ পূর্ব্বক স্বহস্তে শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গরাধামদন-মোহনজিউ এবং পঞ্চতত্ত্বের অভিষেক, পূজা ও ভোগ-রাগাদি সম্পাদন করেন। গতকল্য ও অদ্য বহু সুকৃতিশালী ও সুকৃতিশালিনী নরনারী শ্রীশ্রীল আচার্য্য-দেবের নিকট দীক্ষা ও হরিনাম গ্রহণ করিবার সৌভাগ্য বরণ করেন।

ত্রিদণ্ড-সন্ন্যাস

অদ্য উক্ত ৫ই মার্চ্চ (১৯৭৭), ২১শে ফাল্গুন (১৩৮৩) শনিবার হায়দরাবাদ শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের মঠ-রক্ষক শ্রীবিষ্ণুদাস ব্রহ্মচারী পূজ্যপাদ শ্রীল আচার্য্যদেবের নিকট ত্রিদণ্ড-সন্ন্যাস-বেষ আশ্রয় করেন। তাঁহার সন্ন্যাস-নাম হইয়াছে—ত্রিদণ্ডিভিক্ষু শ্রীমদ্ ভক্তিবৈভব অরণ্য মহারাজ। ব্রহ্মচারীজী বৈষ্ণবোচিত বিবিধ সদ্গুণ-বিমণ্ডিত হইয়া শ্রীমঠের সেবায় কায়মনোবাক্য সমর্পণপূর্ব্বক শ্রীগুরুপাদপদ্মের প্রচুর প্রীতি ও আশীর্ভাজন হইয়াছেন। শ্রীমন্মহাপ্রভু অবন্তীনগরের ত্রিদণ্ডিভিক্ষুর গীতির মর্ম্ম আস্বাদন-মুখে শিক্ষা দিয়াছেন — বৈষ্ণবসন্ন্যাসীর বেষের তাৎপর্য্য —'পরাত্মনিষ্ঠা' এবং ব্রতের তাৎপর্য্য—কায়মনোবাক্যে 'মুকুন্দসেবা'। এই দুইটি তাৎপর্য্যে পরিনিষ্ঠিত হইয়া শ্রীহরিগুরুবৈষ্ণবসেবায় আত্মনিয়োগ করিতে পারিলেই ত্রিদণ্ডধারণের প্রকৃত সার্থকতা সম্পাদিত হয় এবং শ্রীগুরুগৌরাঙ্গের যথার্থ হার্দ্দী কৃপার পাত্র হওয়া যায়।

বৈকালে শ্রীল আচার্য্যদেবের শুভেচ্ছানুসারে শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের সাধারণ অধিবেশন ও শ্রীচৈতন্যবাণী-প্রচারিণী-সভার অধিবেশন হয়। প্রথমে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিবিলাস ভারতী মহারাজ অত্যন্ত আবেগ-ভরে একটী দীর্ঘ ভাষণ প্রদান করেন। তৎপর শ্রীমদ্ ভক্তি প্রমোদ পুরী মহারাজ কিছু বলিয়া শ্রীল আচার্য্য-দেবের অনুমতিক্রমে শ্রীমন্দিরে প্রবেশ করেন এবং তথায় শ্রীমন্মহাপ্রভুর জন্মাভিষেক ও পূজাদি সম্পাদনপূর্ব্বক ভোগ নিবেদন করিয়া আরাত্রিকাদি সম্পাদন করেন। এদিকে নাট্যমন্দিরে সভার কৃত্য চলিতে থাকে। [নিম্নে শ্রীমঠের ও শ্রীচৈতন্যবাণী পত্রিকার সম্পাদক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজের স্বহস্তলিখিত সভার বিবরণ প্রকাশিত হইল—]

শ্রীধাম মায়াপুর ঈশোদ্যানস্থ মূল শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠে—গত ৫ই মার্চ্চ, ১৯৭৭ শ্রীগৌরাবির্ভাব তিথি-বাসরে অপরাহ্ণ ৪ ঘটিকায় শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠের সাধারণ সভার অধিবেশন শ্রীমঠের প্রতিষ্ঠাতা ও অধ্যক্ষ পরিব্রাজকাচার্য্য ওঁ অষ্টোত্তরশতশ্রী শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধবগোস্বামী মহারাজের পৌরোহিত্যে সুসম্পন্ন হয়। শ্রীচৈতন্যবাণী প্রচারিণীসভা ও শ্রীগৌড়ীয় সংস্কৃত বিদ্যা-পীঠের বার্ষিক অধিবেশনেও তিনি পৌরোহিত্য করেন।

সাধারণ সভার বিবেচনীয় কার্য্যাবলী ক্রমানুযায়ী যথারীতি আলোচিত হয় এবং কতকগুলি প্রস্তাব সর্ব্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়। শ্রীমঠের সম্পাদক শ্রীচৈতন্য-বাণী-প্রচারিণীসভার প্রচার-সাফল্যের কথা বর্ণন করেন। সমস্ত ত্রিপুরারাজ্যে শ্রীচৈতন্যবাণী প্রচারের

জন্য তথায় সহরের কেন্দ্রস্থলে ত্রিপুরা সরকার কর্তৃক প্রদত্ত শ্রীজগন্নাথ মন্দির ও তৎসংলগ্ন ভূখণ্ডে শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের একটী শাখা মঠ সংস্থাপিত হওয়ায় ভক্ত অঞ্চলে শ্রীচৈতন্যবাণী প্রসারের সুগমতা হইয়াছে বলিতে হইবে। উক্ত প্রদত্ত ভূখণ্ডে ধর্ম্মীয়, শিক্ষা, সাংস্কৃতিক এবং দাতব্য প্রতিষ্ঠানাদির বিরাট্ পরিকল্পনা আছে।

ত্রিপুরা রাজ্যসরকারের মন্ত্রিগণ তাঁহাদের cabinet meetingএ শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠ সংস্থাপনের প্রস্তাব সর্ব্বসম্মতিক্রমে অনুমোদন করেন। তজ্জন্য তাঁহাদিগকে শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ ও শ্রীচৈতন্যবাণীপ্রচারিণীসভার পক্ষ হইতে শ্রীল আচার্য্যদেব ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করেন। তিনি শ্রীচৈতন্যবাণীপ্রচারিণীসভার পক্ষ হইতে—ত্রিপুরার মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত মহোদয়কে এবং ত্রিপুরা রাজ্য সরকারের রাজস্বমন্ত্রী শ্রীযুক্ত কৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য্য মহোদয়কে যথাক্রমে 'ভক্তিভূষণ' ও 'ভক্তিবান্ধব' এই শ্রীগৌরাশীর্ব্বাদ সূচক উপাধিতে ভূষিত করেন।

পুরীতে শ্রীল প্রভুপাদের আবির্ভাব-স্থানের সেবা প্রকাশের জন্য বিশেষভাবে আনুকূল্য করায় তিনি মঠের ও সভার পক্ষ হইতে কটকের পণ্ডিত শ্রীরঘুনাথ মিশ্র, পুরীর এড্ভোকেট শ্রীনারায়ণ মিশ্র, এড্ভোকেট শ্রীনারায়ণ সেন, এড্ভোকেট শ্রীজিতেন্দ্র নাথ মুখোপাধ্যায়, এড্ভোকেট শ্রীগোবর্দ্ধন চন্দ্র চন্দ এবং এড্ভোকেট শ্রীসচ্চিদানন্দ নায়ককে ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করেন।

বহু বাধা বিপত্তির মধ্যেও উক্ত মঠের সেবা নিষ্ঠার সহিত প্রতিপালনের জন্য তিনি তত্রস্থ ব্রহ্মচারিসেবকগণকে প্রচুর আশীর্ব্বাদ করেন।

শ্রীচৈতন্যবাণী প্রচারিণীসভার পক্ষ হইতে তিনি শ্রীচৈতন্যবাণী প্রচারে ও মঠের সেবায় বিভিন্নভাবে আনুকূল্য করার জন্য আরও দুই সজ্জনকে গৌরাশীর্ব্বাদ প্রদান করেন।

শ্রীহরসহায় মল (শ্রীহরিদাস অধিকারী) — দিল্লী　ভক্তিসঙ্কল্প

শ্রীবজ্রাঙ্গ সিং জী (শ্রীবলদেব দাসাধিকারী)— হায়দ্রাবাদ… … … সেবাব্রত

শ্রীমঠের সম্পাদক শ্রীভক্তিবল্লভ তীর্থ শ্রীচৈতন্যবাণী-প্রচার-সেবায় আনুকূল্যের জন্য সকলকে শ্রীমঠ হইতে প্রকাশিত শ্রীচৈতন্যবাণী মাসিক পত্রিকার গ্রাহক হইতে এবং অপর ব্যক্তিগণকেও উক্ত পত্রিকার গ্রাহক করিবার জন্য যত্ন করিতে আবেদন জানান।

শ্রীল আচার্য্যদেব শ্রীচৈতন্যবাণী প্রচারিণী সভার পক্ষ হইতে শ্রীচৈতন্যবাণী প্রচারানুকূল্যের জন্য নিম্নলিখিত সজ্জনগণকেও ধন্যবাদ প্রদান করেন :—

(১)	শ্রীযশোবন্ত রায় ওরা	ধানবাদ
(২)	শ্রীপরেশ চন্দ্র রায়	কলিকাতা
(৩)	শ্রীরাধাকৃষ্ণ চামরিয়া	কলিকাতা
(৪)	শ্রীনরেন্দ্র নাথ কাপুর	লুধিয়ানা
(৫)	শ্রীপ্রহ্লাদ রায় গোয়েল	দিল্লী
(৬)	শ্রীরবীন্দ্র নাথ কুণ্ডু	কলিকাতা
(৭)	ডাক্তার শ্রীসুনীল আচার্য্য	তেজপুর
(৮)	শ্রীসুনীল কুমার দাস	গৌহাটী
(৯)	শ্রীজিৎপাল জী	কলিকাতা
(১০)	শ্রীসত্যপাল জী	দিল্লী
(১১)	শ্রীশ্যামসুন্দর কনোড়িয়া	হায়দ্রাবাদ
(১২)	শ্রীপ্রহ্লাদ রায় জী	,,
(১৩)	শ্রীসুন্দরমল জী	,,
(১৪)	শ্রীবিলাস রায় জী	,,
(১৫)	শ্রীভোলানাথ জী	গোকুল মহাবন
(১৬)	শ্রীব্রিজভূষণ লাল জী	জগদ্ধী, আম্বালা
(১৭)	তাঁহার সহধর্ম্মিণী শ্রীমতী মিত্ররাণী ,,	,,
(১৮)	শ্রীহরেকৃষ্ণ দাস	ডিব্রুগড় (আসাম)

শ্রীচৈতন্যবাণী প্রচারিণী সভার পক্ষ হইতে শ্রীল আচার্য্যদেব নিম্নলিখিত বৈষ্ণবগণের প্রয়াণে বিরহ-বেদনা প্রকাশ করেন—

(১) পূজনীয় শ্রীমদ্ ভক্তিবিলাস তীর্থ মহারাজ
(২) ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিশরণ মধুসূদন মহারাজ, ওড়িষ্যা
(৩) শ্রীমৎ কীর্ত্তনানন্দ ব্রহ্মচারী
(৪) শ্রীমৎ সুন্দর গোপাল ব্রহ্মচারী

শ্রীমঠের সম্পাদক নিম্নলিখিত কতিপয় বৈষ্ণব ও মঠসেবকের স্বধামপ্রাপ্তিতে বিরহ দুঃখ জ্ঞাপন করেন—

(১) ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ বৈষ্ণব মহারাজ
(২) শ্রীকৃষ্ণকিঙ্কর দাসাধিকারী
(৩) শ্রীপার্থসারথী দাসাধিকারী
(শ্রীপরেশ চন্দ্র আঢ্য)
(৪) শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র মুখোপাধ্যায়
(৫) শ্রীপাদ প্রণতপাল দাসাধিকারীর পুত্র
শ্রীমধুসূদন
(৬) শ্রীরামচন্দ্র দাসাধিকারী, দেপালচুং, আসাম
(৭) বোলপুরের শ্রীল আচার্য্যদেবের শিষ্যা
শ্রীমধুসূদন রায়ের জননী

সময়ের অল্পতা-নিবন্ধন সভাপতি শ্রীল আচার্য্যদেব শ্রীমঠের সাধারণ সভা এবং শ্রীচৈতন্যবাণীপ্রচারিণী-সভা ও শ্রীগৌড়ীয় সংস্কৃত বিদ্যাপীঠের বার্ষিক অধিবেশনের কৃত্যাদি খুব ক্ষিপ্রতার সহিত সম্পাদন করেন। সম্পাদক শ্রীমদ্ ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত গ্রন্থরাজ হইতে শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাবলীলা পাঠ করেন। তৎপর ভোগারতি কীর্ত্তন করেন ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিললিত গিরি মহারাজ। আরতির পর বারচতুষ্টয় শ্রীমন্দির-পরিক্রমা করা হয়। পূজ্যপাদ আচার্য্যদেব, শ্রীমদ্ভক্তিপ্রমোদ পুরী মহারাজ ও শ্রীমদ্ ভক্তিললিত গিরি মহারাজ দিবারাত্র নিরম্বু উপবাসী থাকেন। অপর সকলেই ফলমূলাদি অনুকল্প করেন। অদ্য রাত্রেও বল্লালদীঘীর দলের যাত্রা হয়। ভক্তিমূলক 'ভরতবিদায়' নামক নাটক অভিনীত হইয়াছিল। শুনিলাম—উভয় দলেরই অভিনয় ভাল হইয়াছে।

শ্রীশ্রীজগন্নাথ মিশ্রের আনন্দোৎসব—৬ই মার্চ্চ, ২২শে ফাল্গুন—শ্রীশ্রীজগন্নাথ মিশ্রের আনন্দোৎসব। সকাল সকাল স্নান আহ্নিকপূজাদি সমাপনান্তে পারণের ব্যবস্থা হয়। অদ্য আমাদের শ্রীমঠের প্রায় দুইসহস্র যাত্রী ব্যতীত বিভিন্ন স্থান হইতে সমাগত অগণিত নরনারীকে প্রসাদ বিতরণ করা হয়। পূজ্যপাদ আচার্য্যদেব আজ কল্পতরু। মঠের অন্তর্বর্ত্তী প্রশস্ত প্রাঙ্গণে প্রসাদ বিতরণের ব্যবস্থা হইয়াছিল। পাতা উঠাইবার ও উচ্ছিষ্ট মার্জ্জনেরও আর বিলম্ব সহে না। সকলেই জাতিবর্ণনির্ব্বিশেষে মহাপ্রসাদ সম্মান করিতেছেন। জয়-গানে শ্রীমঠের আকাশ বাতাস মুখরিত হইতেছে। পরিক্রমার বহুযাত্রী প্রসাদ পাইবার পর বিদায় গ্রহণ করিতে লাগিলেন।

রাত্রে সভার অধিবেশন হয়। পূজ্যপাদ আচার্য্যদেবের ইচ্ছায় প্রথমে ভক্তিপ্রমোদ পুরী মহারাজ চতুর্দ্দশ অর্থ, প্রেমলাভের ক্রম, নৈষ্ঠিক ভজন, শ্রীগুরু-বৈষ্ণব-ভগবানে প্রীতি ইত্যাদি বিষয়ে হরিকথা বলেন। পরে পূজ্যপাদ আচার্য্যদেব একটী নাতিদীর্ঘ ভাষণ প্রদান করেন।

৭ই মার্চ্চ, ২৩শে ফাল্গুন—পূজ্যপাদ আচার্য্যদেব ভোর ৪টায় অনেক শিষ্য-শিষ্যা সমভিব্যাহারে বরাবর বাসযোগে কৃষ্ণনগর, তথা হইতে কলিকাতা যাত্রা করেন।
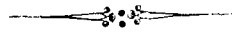
প্রচার-সংবাদ

রায়াগুড়া—

শ্রীনবদ্বীপধাম পরিক্রমা ও শ্রীগৌরাবির্ভাব উৎসবান্তে উড়িষ্যার নৈতিকপুনরুত্থান সমিতির আহ্বানে ৭ই মার্চ্চ মাদ্রাজ মেইলে শ্রীল আচার্য্যদেব ত্রিদণ্ডি-সন্ন্যাসী, ব্রহ্মচারী ১৬ মূর্ত্তি সহ যাত্রা করতঃ ৮ই অপরাহ্নে তথায় উপস্থিত হন। সমিতির উদ্যোগে তথায় ৯, ১০ ও ১১ মার্চ্চ দিবসত্রয়ব্যাপী বিরাট্ ধর্ম্মসম্মেলন হয়। প্রত্যহ প্রাতে ও অপরাহ্নে দুইটী করিয়া ধর্ম্মসভার অধিবেশন হইয়া-

ছিল। তন্মধ্যে প্রথম দিবসের দুইটী অধিবেশনেই শ্রীল আচার্য্যদেব সভাপতির আসন অলঙ্কৃত করেন। বিশিষ্ট বক্তৃমহোদয়গণ উৎকল, ইংরাজী, তেলেগু, সংস্কৃত, হিন্দী প্রভৃতি বিভিন্ন ভাষায় ভাষণ প্রদান করেন। শ্রীল আচার্য্যদেব সভাপতির অভিভাষণে বলেন,—"সমাজ-জীবনে নীতির প্রয়োজনীয়তা অপরিহার্য্য হইলেও ঈশ্বর-বিশ্বাসের ভিত্তিতেই নীতির মান নির্ভরশীল। ঈশ্বর ভিত্তির অভাবে নৈতিক মান ক্রমপর্য্যায়ে দুর্নৈতিকতায় ও শুষ্কতায় পর্যবসিত হইলেই সমাজ-জীবন উচ্ছৃঙ্খল হইয়া পড়ে। তজ্জন্য সমুদয় নীতি ঈশ্বর-কেন্দ্রিক হইলেই তাহা সমাজ-জীবনের যাবতীয় বৈষম্য বিদূরিত করিয়া চরমে প্রেমময় হইয়া পড়ে। নীতির Promise বলিতেও ইহাকেই বুঝায়। এতৎপ্রসঙ্গে তিনি মর্য্যাদাপুরুষোত্তম শ্রীরামলীলা ও লীলাপুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণ-লীলা অতীব মধুরভাবে বর্ণন করতঃ শ্রোতৃমণ্ডলীর চিত্ত বিনোদন করেন।

উক্ত দিবসেরই সান্ধ্য অধিবেশনে শ্রীমঠের সাধারণ সম্পাদক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ বলেন,—"সমাজ জীবনের পাঁচটী পর্য্যায় লক্ষ্য করা যায়—(১) নিরীশ্বর নির্নৈতিকজীবন, (২) নিরীশ্বর নৈতিক জীবন, (৩) সেশ্বর নৈতিক জীবন, (৪) বৈধভক্ত জীবন ও (৫) প্রেমভক্ত জীবন। তন্মধ্যে প্রথম পর্য্যায় অনুভবের বিষয় হইলেও ৫ম পর্য্যায়টী সর্ব্বসাধারণের অনুভূতির বিষয় হয় না। তাহা ঈশ্বর-প্রীতির প্রাধান্তে প্রেম পর্য্যায়েই মাত্র অনুভবের বিষয় হইয়া থাকে। প্রেমেতে যে নীতির শৈথিল্য, তাহাই একমাত্র নীতি পালনের তাৎপর্য্য।

শ্রীশ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ তাঁহার 'শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত' গ্রন্থের প্রথমবৃষ্টি প্রথমধারায় জীবের জীবন নিম্নলিখিত-ভাবে বিশ্লেষণ করিয়াছেন—

"বন্যজীবন, সভ্যজীবন, জড়বিজ্ঞান সম্পন্ন জীবন, নিরীশ্বর-নৈতিক জীবন, সেশ্বর নৈতিক জীবন, বৈধভক্ত-জীবন ও প্রেমভক্তজীবন—এবম্বিধ নানাপ্রকার নরজীবন পরিলক্ষিত হইলেও সেশ্বর নৈতিক জীবন হইতে প্রকৃত নরজীবনের আরম্ভ স্বীকার করা যায়। সেশ্বর না হইলে নরজীবন (যতদূর সভ্য হউক না কেন, যতদূর জড়বিজ্ঞানসম্পন্ন হউক না কেন, যতদূর নৈতিক হউক না কেন) কখনই পশুজীবন অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ হইতে পারে না। প্রকৃত নরজীবন সেশ্বরনৈতিক-জীবনের বিধিনিষেধ লইয়া কার্য্য করে। * * সভ্যতা, জড়বিজ্ঞানসম্পত্তি ও নীতি সেশ্বর নৈতিকজীবনের প্রধান অলঙ্কারের মধ্যে পরিগণিত। এই সমস্ত অল-ঙ্কারের সহিত সেশ্বর নৈতিকজীবন * ভক্তজীবনে পর্য্যবসিত হইয়া চরিতার্থতা লাভ করে।"

১০ই মার্চ্চ দ্বিতীয় দিবসের সভায় বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি বিভিন্ন ভাষায় ভাষণ প্রদান করিয়াছিলেন।

১১ই মার্চ্চ তৃতীয় দিবসের সান্ধ্য অধিবেশনে বহরমপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য্য তথা উড়িষ্যার মুখ্যধর্ম্মাধিকরণের অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি শ্রী বি. কে. পাত্র মহোদয়ের সভাপতিত্বেও শ্রীল আচার্য্যদেব একটী নাতিদীর্ঘ ভাষণ প্রদান করেন। উক্ত দিবসেরই পূর্ব্বাহ্ণ অধিবেশনে শ্রীবৃন্দাবনস্থ শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠ হইতে শ্রীল আচার্য্যদেব সমভিব্যাহারে আগত ত্রিদণ্ডি-স্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিপ্রসাদ পুরী মহারাজও ভাষণ দেন। উড়িষ্যার স্বনামধন্য পরলোকগত গোদাবরী মিশ্র মহোদয়ের ধর্ম্মপ্রাণ পুত্রদ্বয় পণ্ডিত শ্রীরঘুনাথ মিশ্র ও উড়িষ্যা মুখ্যধর্ম্মাধিকরণের মাননীয় বিচারপতি শ্রীরঙ্গনাথ মিশ্র মহাশয়ের আপ্রাণ চেষ্টায়ই এই জনকল্যাণকর মঙ্গল-ময়ী সমিতি গড়িয়া উঠিয়াছে। তাঁহাদের, সকলের সহিত বিনয়পূর্ণ ব্যবহার ও মধুর ভাষণে সকলেই মুগ্ধ হইয়াছেন।

থেরাবলী :— শ্রীল আচার্য্যদেব রায়াগুডার কার্য্যসূচীর অন্তে নিকটবর্ত্তী থেরাবলীতে তথাকার সুপ্রসিদ্ধ Metal Industries India metal & Ferpo alloyes Ltd. এর কর্ম্মকর্ত্তৃগণের বিশেষ আহ্বানে তথায় ১২ই মার্চ্চ যাত্রা করিয়া তথাকার সুস্নিগ্ধ পরি-বেশে দুইরাত্র অবস্থান করতঃ শ্রদ্ধালু শ্রোতৃমণ্ডলীর মধ্যে শ্রীহরিকথা পরিবেশন করেন। তথাকার জেনারেল ম্যানেজার শ্রীচিন্তাহরণ রায় এবং ওয়ার্ক ম্যানেজার আদির ব্যবহার বিশেষ প্রশংসনীয়।

আনন্দপুরঃ—পূর্ব্বনির্দ্দিষ্ট প্রোগ্রাম অনুসারে উড়িষ্যা হইতে প্রত্যাবর্ত্তনকালে শ্রীল আচার্য্যদেব সপার্ষদে মেদিনীপুর শ্রীশ্যামানন্দগৌড়ীয় মঠে একরাত্র অবস্থান ও শ্রীমঠে সান্ধ্য-অধিবেশনে ভাষণ প্রদান করেন। পরদিবস প্রাতে আনন্দপুরবাসী মঠাশ্রিত ভক্ত ও সজ্জনগণের আয়োজিত ব্যবস্থানুসারে তাঁহারা সকলে মেদিনীপুর-সহর হইতে চৌদ্দমাইল দূরে আনন্দপুর গ্রামে যাত্রা করেন। তথায় প্রতি বর্ষের ন্যায় এই বৎসরও শ্রীগৌরাবির্ভাব তিথি উপলক্ষে আয়োজিত চারিটী বিরাট্ ধর্ম্মসম্মেলন ও একটী বিরাট্ নগরসংকীর্ত্তন-শোভাযাত্রা হইয়াছিল। শ্রীল আচার্য্যদেব প্রত্যহই সভায় নির্দ্ধারিত বক্তব্য বিষয়ের উপর সারগর্ভ ভাষণ প্রদান করেন। তদুপরি দুই দিবসের সভায় নির্দ্ধারিত দুইজন সভাপতি—[১৭ই মার্চ্চ শ্রীগৌরচন্দ্র বিশ্বাস সাব রজিষ্ট্রার, আনন্দপুর ও ১৮ই মার্চ্চ—মহোপাধ্যায় শ্রীরণজিৎ কিশোর ভক্তি শাস্ত্রী বেদান্তদর্শন-তীর্থ, সাহিত্যসরস্বতী (রামগড় রাজ্য)] মহাশয়ও ভাষণ প্রদান করেন। এতদ্ব্যতীত সভার দ্বিতীয় দিবসে মেদিনীপুরের Income Tax Officer শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ রায় মহাশয় বেদান্ত অবলম্বনে একটী নাতিদীর্ঘ ভাষণ প্রদান করেন। সভার বিভিন্ন দিবসে শ্রীল আচার্য্যদেবের নির্দ্দেশে ত্রিদণ্ডিপাদগণ ও মঠের যুগ্মসম্পাদক শ্রীমঙ্গলনিলয় ব্রহ্মচারী ভাষণ প্রদান করেন।

শ্রীল আচার্য্যদেব আনন্দপুরে তদাশ্রিত গৃহস্থভক্ত ডাঃ সরোজ রঞ্জন সেনের গৃহেই প্রতিবৎসর সপার্ষদে অবস্থান করেন। ডাঃ সরোজবাবু ও তাঁহার ভক্তিমতী সহধর্ম্মিণী, তাঁহাদের পুত্রকন্যা ও গৃহের দাসদাসীগণসহ প্রতিবৎসরই অতীব উল্লাসসহকারে শ্রীগুরুদেব ও বৈষ্ণবগণের অকুণ্ঠসেবা করিয়া শ্রীগুরুদেব ও বৈষ্ণবগণের কৃপাশীর্ব্বাদ ভাজন হইয়া থাকেন। শ্রীরামকৃষ্ণ চাবড়ী, শ্রীতারাপদ দত্ত ও শ্রীসমর রায় আদির সেবাচেষ্টাও এতৎপ্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য।

শ্রীল আচার্য্যদেব সপার্ষদে ২০শে মার্চ্চ কলিকাতা মঠে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া পুনরায় ২২শে মার্চ্চ রাত্রি ৮-৪৫মিঃ এর ট্রেণে (কাল্কা মেইলে) পাঞ্জাব যাত্রা করিয়াছেন।

১৯৭৫ সালে গৃহীত সংস্কৃত পরীক্ষার ফল

কলিকাতা শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয়-সংস্কৃত-মহাবিদ্যালয়ের নিম্নলিখিত বিদ্যার্থিগণ কাব্য, **ব্যাকরণ, বৈষ্ণবদর্শন ও পৌরোহিত্যের আদ্য, মধ্য ও উপাধি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছেন।**

অধ্যাপক—পণ্ডিত শ্রীজগদীশ চন্দ্র পাণ্ডা কাব্য-ব্যাকরণ-তীর্থ

উপাধি—দ্বিতীয় বিভাগ

১। শ্রীউদয়চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়— কাব্য

উপাধি—উত্তীর্ণ বিভাগ

১। শ্রীপ্রভুপদ ব্রহ্মচারী— হরিনামামৃত ব্যাকরণ

মধ্য—দ্বিতীয় বিভাগ

১। শ্রীউদয়চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়— পৌরোহিত্য

মধ্য—উত্তীর্ণ বিভাগ

১। কুমারী উমা বিশ্বাস— সারস্বত ব্যাকরণ
২। কুমারী রীতা কুণ্ডু—

আদ্য—দ্বিতীয় বিভাগ

১। শ্রীপ্রভুপদ ব্রহ্মচারী— বৈষ্ণবদর্শন
২। শ্রীবাসুদেব ভাণ্ডারী— কাব্য
৩। শ্রীপান্নালাল দাস— „
৪। শ্রীমতী অণিমা পাল— „
৫। শ্রীনারায়ণ ব্রহ্মচারী— হরিনামামৃত ব্যাকরণ
৬। শ্রীরতনকৃষ্ণ গোস্বামী— „ „
৭। শ্রীপরেশনাথ মুখোপাধ্যায়— „ „
৮। কুমারী প্রণতি সান্যাল— „ „
৯। শ্রীমলয় কুমার ভট্টাচার্য্য— সারস্বত „
১০। শ্রীভাস্কর ভট্টাচার্য্য— „ „
১১। শ্রীকৃশানু সেনগুপ্ত— „ „
১২। শ্রীকুমারী বীথিকা চট্টোপাধ্যায়— „ „
১৩। শ্রীমতী নীলিমা প্রধান— „ „
১৪। শ্রীগৌতম কাঞ্জিলাল— „ „
১৫। কুমারী দেবী ভট্টাচার্য্য— „ „
১৬। „ সুমীতা চৌধুরী— „ „

শ্রীধাম মায়াপুর ঈশোদ্যানস্থ **শ্রীগৌড়ীয় সংস্কৃত-বিদ্যাপীঠের** নিম্নলিখিত বিদ্যার্থিদ্বয় আদ্য পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছেন—

অধ্যাপক—পণ্ডিত শ্রীলোকনাথ ব্রহ্মচারী (শ্রীমদ্ ভক্তিসুহৃদ্ দামোদর মহারাজ) কাব্য-ব্যাকরণ-পুরাণতীর্থ।

আদ্য দ্বিতীয় বিভাগ

১। শ্রীতারক নাথ মণ্ডল— কাব্য
২। শ্রীনন্দকৃষ্ণ হালদার— হরিনামামৃত ব্যাকরণ

নিয়মাবলী

১। "শ্রীচৈতন্য-বাণী" প্রতি বাঙ্গালা মাসের ১৫ তারিখে প্রকাশিত হইয়া দ্বাদশ মাসে দ্বাদশ সংখ্যা প্রকাশিত হইয়া থাকেন। ফাল্গুন মাস হইতে মাঘ মাস পর্য্যন্ত ইহার বর্ষ গণনা করা হয়।

২। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৬·০০ টাকা, ষাণ্মাসিক ৩·০০ টাকা, প্রতি সংখ্যা ·৫০ পঃ। ভিক্ষা ভারতীয় মুদ্রায় অগ্রিম দেয়।

৩। পত্রিকার গ্রাহক যে কোন সংখ্যা হইতে হওয়া যায়। জ্ঞাতব্য বিষয়াদি অবগতির জন্য কার্য্যাধ্যক্ষের নিকট পত্র ব্যবহার করিয়া জানিয়া লইতে হইবে।

৪। শ্রীমন্মহাপ্রভুর আচরিত ও প্রচারিত শুদ্ধভক্তিমূলক প্রবন্ধাদি সাদরে গৃহীত হইবে। প্রবন্ধাদি প্রকাশিত হওয়া সম্পাদক-সঙ্ঘের অনুমোদন সাপেক্ষ। অপ্রকাশিত প্রবন্ধাদি ফেরৎ পাঠাইতে সঙ্ঘ বাধ্য নহেন। প্রবন্ধ কালিতে স্পষ্টাক্ষরে একপৃষ্ঠায় লিখিত হওয়া বাঞ্ছনীয়।

৫। পত্রাদি ব্যবহারে গ্রাহকগণ গ্রাহক-নম্বর উল্লেখ করিয়া পরিষ্কারভাবে ঠিকানা লিখিবেন। ঠিকানা পরিবর্ত্তিত হইলে এবং কোন সংখ্যা ঐ মাসের শেষ তারিখের মধ্যে না পাইলে কার্য্যাধ্যক্ষকে জানাইতে হইবে। তদন্যথায় কোনও কারণেই পত্রিকার কর্ত্তৃপক্ষ দায়ী হইবেন না। পত্রোত্তর পাইতে হইলে রিপ্লাই কার্ডে লিখিতে হইবে।

৬। ভিক্ষা, পত্র ও প্রবন্ধাদি কার্য্যাধ্যক্ষের নিকট নিম্নলিখিত ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে।

কার্য্যালয় ও প্রকাশস্থান :—

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ

৩৫, সতীশ মুখার্জ্জী রোড, কলিকাতা-২৬, ফোন-৪৬-৫৯০০।

শ্রীগৌড়ীয় সংস্কৃত বিদ্যাপীঠ

প্রতিষ্ঠাতা—শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাধ্যক্ষ পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিযতি শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজ।

স্থান :—শ্রীগঙ্গা ও সরস্বতীর (জলঙ্গী) সঙ্গমস্থলের অতীব নিকটে শ্রীগৌরাঙ্গদেবের আবির্ভাবভূমি শ্রীধাম-মায়াপুরান্তর্গত তদীয় মাধ্যাহ্নিক লীলাস্থল শ্রীঈশোদ্যানস্থ শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ।

উত্তম পারমার্থিক পরিবেশ। প্রাকৃতিক দৃশ্য মনোরম ও মুক্ত জলবায়ু পরিবেষ্টিত অতীব স্বাস্থ্যকর স্থান।

মেধাবী যোগ্য ছাত্রদিগের বিনা ব্যয়ে আহার ও বাসস্থানের ব্যবস্থা করা হয়। আত্মধর্ম্মনিষ্ঠ আদর্শ চরিত্র অধ্যাপক অধ্যাপনার কার্য্য করেন। বিস্তৃত জানিবার নিমিত্ত নিম্নে অনুসন্ধান করুন।

১) প্রধান অধ্যাপক, শ্রীগৌড়ীয় সংস্কৃত বিদ্যাপীঠ
ঈশোদ্যান, পোঃ শ্রীমায়াপুর, জিঃ নদীয়া

(২) সম্পাদক, শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ
৩৫, সতীশ মুখার্জ্জী রোড, কলিকাতা-২৬

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় বিদ্যামন্দির

৮৬এ, রাসবিহারী এভিনিউ, কলিকাতা-২৬

শিশুশ্রেণী হইতে ৯ম শ্রেণী পর্য্যন্ত ছাত্রছাত্রী ভর্ত্তি করা হয়। শিক্ষাবোর্ডের অনুমোদিত পুস্তক-তালিকা অনুসারে শিক্ষার ব্যবস্থা আছে এবং সঙ্গে সঙ্গে ধর্ম্ম ও নীতির প্রাথমিক কথা ও আচরণগুলিও শিক্ষা দেওয়া হয়। বিদ্যালয় সম্বন্ধীয় বিস্তৃত নিয়মাবলী উপরি উক্ত ঠিকানায় কিংবা শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ৩৫, সতীশ মুখার্জ্জি রোড, কলিকাতা-২৬ ঠিকানায় জ্ঞাতব্য। ফোন নং ৪৬-৫৯০০।

মুদ্রণালয় :—

শ্রীচৈতন্যবাণী প্রেস, ৩৫।১এ, মহিম হালদার ষ্ট্রীট, কালীঘাট, কলিকাতা-২৬

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

একমাত্র-পারমার্থিক মাসিক

শ্রীচৈতন্য-বাণী

১৭শ বর্ষ ※ বৈশাখ — ১৩৮৪ ※ ৩য় সংখ্যা

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, পল্টনবাজার, গৌহাটী

সম্পাদক

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ

প্রতিষ্ঠাতা :—

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাধ্যক্ষ পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিযতি শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজ

সম্পাদক-সঙ্ঘপতি :—

পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রমোদ পুরী মহারাজ

সহকারী সম্পাদক-সঙ্ঘ :—

১। মহোপদেশক শ্রীকৃষ্ণানন্দ দেবশর্ম্মা ভক্তিশাস্ত্রী, সম্প্রদায়বৈভবাচার্য্য।

২। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিসুহৃদ্ দামোদর মহারাজ। ৩। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিবিজ্ঞান ভারতী মহারাজ।

৪। শ্রীবিভুপদ পণ্ডা, বি-এ, বি-টি, কাব্য-ব্যাকরণ-পুরাণতীর্থ, বিদ্যানিধি।

৫। শ্রীচিন্তাহরণ পাটগিরি, বিদ্যাবিনোদ

কার্য্যাধ্যক্ষ :—

শ্রীজগমোহন ব্রহ্মচারী, ভক্তিশাস্ত্রী।

প্রকাশক ও মুদ্রাকর :—

মহোপদেশক শ্রীমঙ্গলনিলয় ব্রহ্মচারী, ভক্তিশাস্ত্রী, বিদ্যারত্ন, বি, এস-সি

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, তৎশাখা মঠ ও প্রচারকেন্দ্রসমূহ :—

মূল মঠ :—

১। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ঈশোদ্যান, পোঃ শ্রীমায়াপুর (নদীয়া)

প্রচারকেন্দ্র ও শাখামঠ :—

২। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ৩৫, সতীশ মুখার্জ্জি রোড্, কলিকাতা-২৬। ফোন : ৪৬-৫৯০০

৩। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ৮৬এ, রাসবিহারী এভিনিউ, কলিকাতা-২৬

৪। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, গোয়াড়ী বাজার, পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

৫। শ্রীশ্যামানন্দ গৌড়ীয় মঠ, পোঃ ও জেঃ মেদিনীপুর

৬। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, মথুরা রোড, পোঃ বৃন্দাবন (মথুরা)

৭। শ্রীবিনোদবাণী গৌড়ীয় মঠ, ৩২, কালীয়দহ, পোঃ বৃন্দাবন (মথুরা)

৮। শ্রীগৌড়ীয় সেবাশ্রম, মধুবন মহোলি, পোঃ কৃষ্ণনগর, জেঃ মথুরা

৯। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, দেওয়ান দেউড়ী, হায়দ্রাবাদ-২ (অন্ধ্র প্রদেশ) ফোন : ৪৬০০১

১০। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, পল্টন বাজার, পোঃ গৌহাটী-৮ (আসাম) ফোন : ৭১৭০

১১। শ্রীগৌড়ীয় মঠ, পোঃ তেজপুর (আসাম)

১২। শ্রীল জগদীশ পণ্ডিতের শ্রীপাট, পোঃ যশড়া, ভায়া চাকদহ (নদীয়া)

১৩। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, পোঃ ও জিলা গোয়ালপাড়া (আসাম)

১৪। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, সেক্টর—২০বি, পোঃ চণ্ডীগড়—২০ (পাঞ্জাব) ফোন : ২৩৭৮৮

১৫। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, গ্র্যাণ্ড রোড্, পোঃ পুরী (উড়িষ্যা)

১৬। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, শ্রীজগন্নাথ মন্দির, পোঃ আগরতলা (ত্রিপুরা)

১৭। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, গোকুল মহাবন, পোঃ মহাবন, জিলা—মথুরা

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের পরিচালনাধীন :—

১৮। সরভোগ শ্রীগৌড়ীয় মঠ, পোঃ চক্‌চকাবাজার, জেঃ কামরূপ (আসাম)

১৯। শ্রীগদাই গৌরাঙ্গ মঠ পোঃ বালিয়াটী, জেঃ ঢাকা (বাংলাদেশ)

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীচৈতন্য-বাণী

"চেতোদর্পণমার্জ্জনং ভব-মহাদাবাগ্নি-নির্ব্বাপণং
শ্রেয়ঃ কৈরবচন্দ্রিকাবিতরণং বিদ্যাবধূজীবনম্।
আনন্দাম্বুধিবর্দ্ধনং প্রতিপদং পূর্ণামৃতাস্বাদনং
সর্ব্বাত্মস্নপনং পরং বিজয়তে শ্রীকৃষ্ণসংকীর্ত্তনম্॥"

১৭শ বর্ষ | শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, বৈশাখ, ১৩৮৪
২৪ মধুসূদন, ৪৯১ শ্রীগৌরাব্দ ; ১৫ বৈশাখ, বৃহস্পতিবার ; ২৮ এপ্রিল, ১৯৭৭ | ৩য় সংখ্যা

সজ্জন—অমানী

[ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুর]

বৈষ্ণব সকলের সম্মান দাতা হইলেও তিনি নিজে অমানী। জগতের জীবসমূহ অনেকেই প্রতিষ্ঠাশা-পরায়ণ ও নানাপ্রকারে অভাব বিশিষ্ট। অপরের দান গ্রহণ না করিলে তাঁহার পিপাসা মিটে না। বৈষ্ণবের নিকট মান লাভ করিয়া স্বয়ং বৈষ্ণবগুণসম্পন্ন না হইলে, বৈষ্ণবকে সম্মান প্রত্যর্পণ করা তাঁহার সৌভাগ্যে কুলায় না। বৈষ্ণব যেমন সকলের মান বিধান করেন, তদ্রূপ নিজের যাবতীয় মান পরিহার করেন।

অনিত্য জগতে নানাবিধ অভিমানে জীবগণ জড়িত। বদ্ধজীবের অস্মিতাভিমানে স্থূল ও সূক্ষ্ম শরীরদ্বয় আত্মার সহিত অভিন্ন বলিয়া প্রতিভাত হয়। স্থূল ও সূক্ষ্ম শরীরের অভিমান হইতে কৃষ্ণোন্মুখ বৈষ্ণব স্বাধীন। তিনি সর্ব্বদাই অমানী সুতরাং আভিজাত্যে, পাণ্ডিত্যে বা সদ্‌গুণে তাঁহাকে প্রাকৃত অভিমানে আবদ্ধ করিতে পারে না। স্থূল ও সূক্ষ্ম উভয় জগৎই মায়ার অধিকৃত রাজ্য। তথায় কেবল অভিমানরূপ অন্ধকার বিরাজমান। কৃষ্ণরাজ্যে কৃষ্ণভাস্কর আলোক বিস্তার করায় প্রাকৃত রাজ্যের স্থূল ও সূক্ষ্ম অন্ধকারের দ্বিবিধ স্থিতি তথায় থাকিতে পারে না। যেখানে হরিভক্তি সেখানে কৃষ্ণসূর্য্যালোক, যেখানে বিমুখতা সেখানেই অভিমান বা জড়াহঙ্কার। সজ্জনের কোন জড়াভিমান থাকিতে পারে না, তিনি সর্ব্বদা কৃষ্ণদাসরূপ অপ্রাকৃত অভিমানে পরিচিত ; নশ্বর জড়াভিমানে তিনি উদাসীন সুতরাং অমানী। যে কিছু প্রাকৃত মান প্রাকৃত রাজ্যে তাঁহার লভ্য হয়, তাহা তিনি স্বকীয় বলিয়া স্বীকার করেন না। উহা নশ্বর অভিমানীর সম্পত্তি বলিয়াই জানেন। জড়মান সজ্জনের নিকট নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর বস্তু।

শ্রীভক্তিবিনোদ-বাণী

(ভক্তি-প্রাতিকূল্য)

প্রঃ—নাম মাহাত্ম্যকে যাহারা অতিস্তুতি জ্ঞান করে, তাহাদের প্রতি কিরূপ আচরণ করিতে হইবে?

উঃ—"নামে যে-সকল লোক অর্থবাদ করেন, তাঁহাদের মুখ দর্শন করা উচিত নয়। যদি ঘটনাক্রমে সেরূপ লোকের সহিত সম্ভাষণ ঘটে, তবে তৎক্ষণাৎ সবস্ত্রে জাহ্নবী-স্নান করাই উচিত। যেখানে জাহ্নবী নাই, সেখানে অন্য পবিত্র জলে সচেলে স্নান করিবে। তাহাও যদি না ঘটে, তবে মানস-স্নান করিয়া আত্মশুদ্ধির বিধান করিবে।"

—'নামে অর্থবাদ', হঃ চিঃ

প্রঃ—নামাপরাধিগণের সঙ্কীর্ত্তনে শুদ্ধবৈষ্ণব কি যোগদান করিবেন?

উঃ—"যে সঙ্কীর্ত্তন-মণ্ডলে নামাপরাধিগণ প্রধান হইয়া কীর্ত্তন করে, তাহাতে বৈষ্ণবের যোগ দেওয়া উচিত নয়।"

—জৈঃ ধঃ ২৪শ অঃ

প্রঃ—আত্মেন্দ্রিয়তর্পণকর বাদ্যযন্ত্রাদি সঙ্কীর্ত্তনে ব্যবহার করা কি ভক্তির অনুকূল?

উঃ—"খোল-করতালাদি প্রাচীন যন্ত্র ব্যতীত আধুনিক ও বৈদেশিক যন্ত্র-সকল কীর্ত্তনে প্রবেশ করাইলে অনেক রঙ্গ হয় বটে, কিন্তু শ্রীভক্তিদেবীর ক্রমভঙ্গ হইয়া পড়ে। আজকাল আমরা বৈদেশিক ব্যবহারে এত মুগ্ধ যে, ভজন-প্রণালীর মধ্যেও তাহাকে প্রবেশ করাইতে যত্ন করিয়া থাকি।" —'কলিকাতায় কীর্ত্তন', সঃ তোঃ ১১।৩

প্রঃ—অপক্ক ভেকধারীর সংখ্যা-বৃদ্ধি আশঙ্কাজনক কেন?

উঃ—"ভেকধারী বৈষ্ণব-সংখ্যা বাড়িলে অবশ্যই আশঙ্কা করিতে হইবে যে, ইহাতে কলির কোনপ্রকার দুষ্টকার্য্য আছে।"

—'বৈরাগী বৈষ্ণবদিগের চরিত্র বিশেষতঃ নির্ম্মল হওয়া চাই'। —সঃ তোঃ ৫।১০

প্রঃ—গৃহত্যাগী সাধকের পক্ষে কি সঞ্চয় কর্ত্তব্য?

উঃ—"গৃহত্যাগী সাধক সঞ্চয়-মাত্রই করিবেন না।"

—'অত্যাহার', সঃ তোঃ ১০।৯

প্রঃ—গৃহত্যাগী সাধকের পক্ষে কি মঠ, আখ্ড়া প্রভৃতি আরম্ভ ভক্তির অনুকূল?

উঃ—"গৃহত্যাগী বৈষ্ণব মঠ-আখ্ড়া ইত্যাদি করিবেন না, তাহাতে গৃহ-ব্যাপারাদি হইয়া পড়ে।"

—'সাধুবৃত্তি', সঃ তোঃ ১১।১২

প্রঃ—গৃহত্যাগীর স্থূল ভিক্ষা কি ভক্তির অনুকূল?

উঃ—"গৃহত্যাগী বিষয়ীর নিকট স্থূল ভিক্ষা করিয়া খাইবেন না এবং অর্থ লইয়া বৈরাগী নিমন্ত্রণ করিবেন না।" —'সাধুবৃত্তি', সঃ তোঃ ১১।১২

প্রঃ—গৃহত্যাগীর রাজা, বিষয়ী ও স্ত্রী-দর্শন কি সেবানুকূল?

উঃ—"গৃহত্যাগী-পুরুষ রাজা, প্রভৃতি বিষয়ি-দর্শন ও স্ত্রী-দর্শন করিবেন না"

—'সাধুবৃত্তি', সঃ তোঃ ১১।১২

প্রঃ—গৃহত্যাগীর কি স্বগ্রামে বাস করা উচিত?

উঃ—"সন্ন্যাসী অর্থাৎ গৃহত্যাগী ব্যক্তি কুটুম্বের সহিত নিজগ্রামে বাস করিবেন না।"

প্রঃ—গৃহত্যাগীর স্ত্রী-সম্ভাষণ দূষণীয় কেন?

উঃ—"গৃহত্যাগী নির্ব্বেদ-প্রাপ্ত বৈষ্ণবদিগের পক্ষে স্ত্রী-সম্ভাষণ—বিপুল পতনের হেতু।"

—গৌঃ স্মঃ স্তঃ ৬২

প্রঃ—দুষ্টগুরুর উপদেশে যাহারা অপক্কাবস্থায় রাগ-মার্গ অবলম্বন করে, তাহাদের গতি কি?

উঃ—"দুষ্টগুরুগণ রাগাধিকার বিচার না করিয়া অনেক ভারবাহী জনগণকে মঞ্জরী-সেবন ও সখীভাব গ্রহণে উপদেশ দিয়া পরমতত্ত্বের অবহেলা-রূপ অপরাধ করায় পতিত হইয়াছেন। যাঁহারা ঐসকল উপদেশমত উপাসনা করেন, তাঁহারাও পরমার্থতত্ত্ব হইতে ক্রমশঃ দূরে পড়িয়া থাকেন। যেহেতু ঐসকল আলোচনায়

আর গম্ভীর রাগের লক্ষণ প্রাপ্ত হন না। সাধুসঙ্গ ও সদুপদেশক্রমে তাঁহারা পুনরায় উদ্ধার পাইতে পারেন।"
— কৃঃ সং ৮।১৫

প্রঃ—সমস্ত পাপের মূল কি?

উঃ—"পরের উন্নতি সহিতে না পারার নামই — **মাৎসর্য্য**। ইহাই **সমস্ত পাপের মূল**।"
—চৈঃ শিঃ ২।৫

প্রঃ—স্ত্রী-লাম্পট্যটি কি?

উঃ—"স্ত্রী-লাম্পট্য একটি বৃহৎ পাপ।"
—চৈঃ শিঃ ২।৫

প্রঃ—প্রতিষ্ঠা-লাম্পট্যকে কি বলিয়া জানিতে হইবে?

উঃ—"প্রতিষ্ঠা-লাম্পট্যক্রমে মানবের কার্য্য-সকল নিতান্ত স্বার্থপর হইয়া পড়ে। অতএব উক্ত লাম্পট্যকে পাপ বলিয়া দূর করিবে।"
—চৈঃ শিঃ ২।৫

প্রঃ—জাগতিক শান্তি বা অশান্তির দ্বারা উত্তেজিত হইয়া গৃহত্যাগ কি শাস্ত্রানুমোদিত?

উঃ—"অনেকে গৃহে কষ্টবোধ করিয়া অথবা অন্য কোন উৎপাত-প্রযুক্ত গৃহস্থ-ধর্ম্ম পরিত্যাগ করেন, সে-কার্য্যটি পাপ-কার্য্য।"
—চৈঃ শিঃ ২।৫

প্রঃ—'পাপ' কি কি নামে পরিচিত?

উঃ—"গুরুতা ও লঘুতা-অনুসারে 'পাপ', 'পাতক', 'অতি-পাতক' ও 'মহাপাতক' প্রভৃতি ভিন্ন-ভিন্ন নাম হয়।"
—চৈঃ শিঃ ২।৫

প্রঃ—জাড্য ও আলস্য কি শ্লাঘ্য?

উঃ—"জাড্য বা আলস্য পাপ-মধ্যে পরিগণিত, জাড্যশূন্য হওয়া পুণ্যবানের কর্ত্তব্য।"
—চৈঃ শিঃ ২।৫
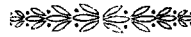
বৈষ্ণব কি অব্রাহ্মণ?

লক্ষেশ্বর কি সহস্র মুদ্রার মালিক?—এইরূপ প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করা যেরূপ অজ্ঞতাসূচক, "বৈষ্ণব কি অব্রাহ্মণ" এই প্রশ্ন উত্থাপন করাও তদ্রূপই অনভিজ্ঞতার পরিচায়ক। প্রারব্ধ পাপ বা দুষ্কৃতি হইতেই জীব নীচ যোনিতে জন্ম গ্রহণ করিয়া থাকে। আবার প্রারব্ধ পুণ্যের ফলে ব্রাহ্মণাদি পুণ্যময় জন্ম প্রাপ্ত হয়। পূর্ব্বজন্মের কর্ম্মজনিত আরব্ধ দুষ্কৃতিফলে নীচ জন্ম, আবার পূর্ব্বজন্মের আরব্ধ পুণ্যফলে উচ্চ জন্মলাভ। আবার বর্ত্তমান জন্মে যিনি যেরূপ কর্ম্ম করিবেন, পর জন্মে সেই কর্ম্মফলানুসারে উচ্চাবচ যোনি লাভের অধিকারী হইবেন। কর্ম্মরাজ্যের লোক এই পাপ-পুণ্যের অধীন হইয়া কভু স্বর্গে, কভু নরকে, কভু ব্রাহ্মণ, কভু চণ্ডাল, কভু রাজা, কভু প্রজা, এইরূপ উচ্চাবচ অবস্থা ভোগ করিয়া থাকে। এই সকল কথা অভক্ত জীবনের কথা। ভক্ত জীবনে এইরূপ পাপ-পুণ্যময় অধিকারের কথা নাই। ভগবদ্ভক্ত ইহজন্মেই পরাগতি লাভ করিতে পারেন, যথা, গীতা—

"মাং হি পার্থ ব্যপাশ্রিত্য যেঽপি স্যুঃ পাপযোনয়ঃ।
স্ত্রিয়ো বৈশ্যাস্তথা শূদ্রাস্তেঽপি যান্তি পরাং গতিম্॥"

পুণ্যকর্ম্মের দ্বারা পাপের বীজ নষ্ট হয় না। কিছু কালের জন্য প্রশমিত থাকে মাত্র। পুণ্যক্ষয়ে আবার পাপের বীজ অঙ্কুরিত হইয়া উঠে। হস্তীকে স্নান করাইয়া দিলে যেমন যতক্ষণ সে জলে থাকে ততক্ষণই তাহার শরীর পরিষ্কৃত অবস্থায় দৃষ্ট হয়। কিন্তু নদী হইতে উঠিয়াই হাতী আবার শুণ্ডদ্বারা সমস্ত গাত্রে ধূলি নিক্ষেপ করিতে থাকে। পুণ্য ও কর্ম্মের অবস্থাও তদ্রূপ। যাহারা পুণ্য কর্ম্মের ফলে ব্রাহ্মণ জন্ম লাভ করিয়াছেন, তাহারা যে চিরকালই পুণ্যাত্মা থাকিয়া ব্রাহ্মণই থাকিবেন তাহা শাস্ত্র, সদ্যুক্তি ও প্রত্যক্ষ প্রমাণ দ্বারা কোন প্রকারেই সিদ্ধ হয় না। যেমন পুণ্যকর্ম্মের ফলে জীব উচ্চ যোনি লাভ করেন, আবার পাপ কর্ম্মের ফলে এইজন্মেই নীচ ও শূদ্র হইয়া যাইতে পারেন। মনু-স্মৃতি (লিখিয়াছেন—

"যোঽনধীত্য দ্বিজো বেদমন্যত্র কুরুতে শ্রমম্।
স জীবন্নেব শূদ্রত্বমাশু গচ্ছতি সান্বয়ঃ॥"

পুণ্যবান্ ব্যক্তির রুচিবশতঃ বেদশাস্ত্র অধ্যয়নের অধিকার; পাপাত্মা ব্যক্তির রুচিক্রমেও উহাতে অধিকার নাই। পূর্ব্বকৃত পুণ্যফলে ব্রাহ্মণাদি দ্বিজাতিগণের বেদাদিতে অধিকার আর পূর্ব্বকৃত পাপ ফল হেতু শোককারী শূদ্রগণের উহাতে অনধিকার। কিন্তু যাঁহারা পুণ্য জন্ম লাভ করিয়া আবার পাপযোনিসুলভ শোকে অভিভূত হন এবং সেইজন্য বেদাদি অধ্যয়ন পরিত্যাগ করিয়া আহার নিদ্রা ভয় ইন্দ্রিয়তর্পণ প্রভৃতি ইতর বিষয়ের চেষ্টায় মনোনিবেশ করেন, তাহারা ইহ জন্মেই অতিশীঘ্র অধস্তনগণের সহিত শূদ্রত্ব লাভ করিয়া থাকে।

কিন্তু ভগবদ্ভক্তির ফল নিত্য। ভগবন্নামশ্রবণ শ্রবণানন্তর কীর্ত্তন, বন্দন, স্মরণাদি দ্বারা প্রজ্জ্বলিত অগ্নি যেমন কাষ্ঠরাশিকে মুহূর্ত্ত মধ্যে ভস্মসাৎ করিয়া ফেলে তদ্রূপ প্রারব্ধ ও অপ্রারব্ধ পাপসমূহ ইহজন্মেই সদ্য চিরতরে বিনষ্ট হইয়া যায়। আগমাপায়ী পুণ্যকর্ম্মানুষ্ঠান বা প্রায়শ্চিত্তাদির দ্বারা সাময়িক পাপ প্রশমনের ন্যায় কিছুকাল পরে পাপবীজ পুনরায় অঙ্কুরিত হয় না। তাই শ্রীমদ্ভাগবতে কপিলদেব দেবহূতিকে বলিয়াছেন—

"যন্নামধেয় শ্রবণানুকীর্ত্তনাদ্
যৎ প্রহ্বণাদ্ যৎ স্মরণাদপি ক্বচিৎ।
শ্বাদোঽপি সদ্যঃ সেবনায় কল্পতে
কুতঃ পুনস্তে ভগবন্নু দর্শনাৎ॥"

অর্থাৎ হে ভগবন্! কুক্কুরভোজী অন্ত্যজ কুলোৎপন্ন ব্যক্তি যদিও আপনার নাম শ্রবণানন্তর তাহার কীর্ত্তন, আপনাকে নমস্কার এবং আপনার স্মরণ করেন, তবে তিনিও তৎক্ষণাৎ সোমযাগ-কর্ত্তা ব্রাহ্মণের ন্যায় পূজ্য হন। আর যাঁহারা আপনার দর্শনলাভ করেন, তাঁহাদের কথা আর কি বলিব! অথবা সোমযাগকারী ব্রাহ্মণ হইতেও যে কোন কুলোৎপন্ন নামোচ্চারণকারিপুরুষ অধিক শ্রেষ্ঠ। অহো নামগ্রহণকারী পুরুষের শ্রেষ্ঠতার কথা আর কি বলিব! তাঁহার চরিত্র অত্যন্ত আশ্চর্য্যজনক। যাঁহার জিহ্বার মাত্র এক প্রান্তেও ভগবানের নাম একটীবারের জন্য অসম্পূর্ণভাবেও উচ্চারিত হয়, তিনি শ্বপচ গৃহে আবির্ভূত হইলেও এই নামোচ্চারণের জন্যই সর্ব্ব-পূজ্যতম। কেননা তিনি পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্মেই কর্ম্মময় ব্রাহ্মণ জীবন লাভ করিয়া ব্রাহ্মণাধিকারের যাবতীয় তপস্যা, যজ্ঞ, তীর্থ, স্নান, বেদাধ্যয়ন সদাচারাদি সম্পন্ন করিয়াছেন। বর্ত্তমান যুগে দৈন্যবশতঃ ও কর্ম্মময় ব্রাহ্মণ জীবন অপেক্ষা নামাশ্রয়ী বৈষ্ণবের মাহাত্ম্য কোটী কোটী গুণে শ্রেষ্ঠ প্রতিপাদন করিবার জন্য অসুরবিমোহনার্থ নামাশ্রয়ী নীচকুলে উদিত হইয়াছেন।

"অহো বত শ্বপচোঽতো গরীয়ান্
যজ্জিহ্বাগ্রে বর্ত্ততে নাম তুভ্যম্।
তেপুস্তপস্তে জুহুবুঃ সস্নুরার্যা
ব্রহ্মানূচুর্নাম গৃণন্তি যে তে॥" (ভাগবত)

শ্রীল শ্রীজীবগোস্বামী প্রভু "যন্নামধেয়" শ্লোকের "দুর্গমসঙ্গমনী" টীকায় কৈমুতিক ন্যায় উল্লেখ করিয়া ভক্তিপ্রভাবে বৈষ্ণবের দুর্জ্জাতিত্বাভাব বা ব্রাহ্মণত্ব নিত্যসিদ্ধ ইহাই প্রতিপাদন করিয়াছেন। "তস্মাদ্ভক্তিঃ পুনাতি মন্নিষ্ঠা শ্বপাকানপি সম্ভবাদিতি তু কৈমুত্যার্থমেব প্রোক্তমিত্যায়াতি।" অর্থাৎ অসম্যক্ ব্রহ্ম ও আংশিক পরমাত্মপ্রতীতি অদ্বয়জ্ঞানতত্ত্ব সম্যক্ ভগবৎপ্রতীতিরই অন্তর্গত। সুতরাং ভগবদ্ভক্তের পুণ্যময় কর্ম্মব্রাহ্মণতা ত' অতি সামান্য কথা, পারমার্থিক ব্রাহ্মণতা বা ব্রহ্মজ্ঞতাও ভগবদ্ভক্তের চরিত্রে অন্তর্ভুক্ত। দুর্গমসঙ্গমনীতে "শিষ্টাচারাভাবাৎ সাবিত্র্যং জন্ম নাস্তীতি জন্মান্তরাপেক্ষা বর্ত্ততে" অর্থাৎ "শিষ্টাচারাভাব হেতু অদীক্ষিত নামশ্রবণকারীর সাবিত্র্য জন্ম নাই। জন্মান্তরের অপেক্ষা করে" এইরূপ কথা যাহা লিপিবদ্ধ হইয়াছে সেই জন্ম শৌক্র জন্ম সম্বন্ধীয় প্রতিবন্ধক নহে। 'জন্ম' বলিতে শ্রীমদ্ভাগবত এবং মন্বাদি শাস্ত্র ত্রিবিধ জন্মের উল্লেখ করিয়াছেন—শৌক্র, সাবিত্র্য ও দৈক্ষ্য। যে-কাল পর্য্যন্ত সাবিত্র্য সংস্কার না হয়, তদবধি দ্বিজন্ম হয় না। দীক্ষা-সংস্কার গৃহীত হইবার পর সাবিত্র্য জন্মের ব্যাঘাত নাই। উহা শিষ্টাচারের অভাব নহে। তবে 'শিষ্টাচারাভাব' বলিয়া যে উক্তি দেখা যায় উহা অদীক্ষিত, নামশ্রবণ-কীর্ত্তন-স্মরণ-কারীর পক্ষে, দীক্ষিতের পক্ষে

নহে। ভগবানের নাম শ্রবণ, কীর্ত্তন, স্মরণপ্রভাবে সদ্যই শৌক্র ব্রাহ্মণের ন্যায় সবনযজ্ঞে অধিকার লাভ হয়। কিন্তু বৈদিক সংস্কার গ্রহণ না করিলে সাবিত্র্য জন্ম হয় না। অদীক্ষিত ব্যক্তির সাবিত্র্য জন্মের কথা শিষ্টাচার বিরুদ্ধ সত্য। কিন্তু পাঞ্চরাত্রিক দীক্ষার পরবর্ত্তী কালে অর্থাৎ আগম সম্পন্ন হইবার পরে সংস্কার গ্রহণের প্রথা মহাভারতের যুগ হইতে চলিয়া আসিয়াছে।

"শূদ্রোঽপ্যাগমসম্পন্নো দ্বিজো ভবতি সংস্কৃতঃ।"

(মহাভারত)

যদি দীক্ষিত ব্যক্তির পারমার্থিক ব্রাহ্মণত্ব ও সাবিত্র্য জন্ম সিদ্ধই না হইবে, তাহা হইলে শ্রীনারদপঞ্চরাত্রে ভরদ্বাজসংহিতা বাক্য এরূপ কেন?

"স্বয়ং ব্রহ্মণি নিক্ষিপ্তান্ জাতানেব হি মন্ত্রতঃ।
বিনীতানথ পুত্রাদীন্ সাংস্কৃত্য প্রতিবোধয়েৎ॥"

অর্থাৎ শ্রীগুরুদেবের প্রদত্ত মন্ত্রপ্রভাবে জাত বিনীত পুত্রদিগকে (শিষ্যদিগকে) গুরুদেব সংস্কার প্রদান করিয়া, স্বয়ং উঁহাদিগকে ব্রহ্মচর্য্যে স্থাপন-পূর্ব্বক সম্বন্ধ-জ্ঞানোপদেশ প্রদান করিবেন।

শ্রীহরিভক্তিবিলাসধৃত—

"তথা দীক্ষা-বিধানেন দ্বিজত্বং জায়তে নৃণাম্।"

এবং এই শ্লোকের শ্রীল সনাতন গোস্বামীর টীকায় "দ্বিজত্ব" শব্দে "বিপ্রত্ব" এবং শ্রীমদ্ ভাগবতে সপ্তম স্কন্ধে মহারাজ যুধিষ্ঠিরের নিকট বর্ণাশ্রমধর্ম্মকথন প্রসঙ্গে বৈষ্ণবরাজ শ্রীনারদগোস্বামীর

"যদন্যত্রাপি দৃশ্যেত তত্তেনৈব বিনির্দ্দিশেৎ"

এবং এই শ্লোকের ভাবার্থদীপিকায় শ্রীধরস্বামিপাদের "যদ্ যদি অন্যত্র বর্ণান্তরেঽপি দৃশ্যেত তদ্-বর্ণান্তরম্ তেনৈব লক্ষণনিমিত্তেনৈব বর্ণেন বিনির্দ্দিশেৎ, ন তু জাতিনিমিত্তেন ইত্যর্থঃ" প্রভৃতি বাক্য এবং "যন্নামধেয়" শ্লোকের শ্রীধরস্বামিপাদের টীকায় "জন্মান্তরে তৈস্তপো হোমাদি সর্ব্বং কৃতমস্তীতি" অর্থাৎ ইহ জন্মে নামগ্রহণকারী ব্যক্তি পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্মেই শৌক্র ব্রাহ্মণ-জন্মের অধিকারোচিত সর্ব্ববিধ তপস্যা, যজ্ঞ, তীর্থস্নান এবং সদাচার সম্পন্ন করিয়া ফেলিয়াছেন—এই সকল কথার সার্থকতা কিরূপে সম্পাদিত হইতে পারে? যদি নামশ্রবণকারী নিম্নকুলোদ্ভূত ব্যক্তির সাবিত্র্য জন্মের জন্য জন্মান্তরের অপেক্ষা করিতে হয়, তাহা হইলে "যন্নামধেয়" শ্লোকের কোনই সার্থকতা থাকে না। নাম-ভজন-পরায়ণ বৈষ্ণব কি সামান্য কর্ম্ম-ব্রাহ্মণতার জন্য পরজন্মের অপেক্ষা করিবেন? অথবা পূর্ব্ব বেদাধ্যায়ী সদাচারী ব্রাহ্মণতা হইতে পদোন্নতি লাভ করিয়া বর্ত্তমান জন্মে নামগ্রহণকারী বৈষ্ণব হইয়াছেন। যিনি পূর্ব্ব-জন্মেই বেদ্য লাভ করিয়াছেন, তিনি কি আবার উপনয়নাধিকারের জন্য পরবর্ত্তী শৌক্র জন্মের অপেক্ষা করিবেন? তবে বর্ত্তমান জন্মে যে নামগ্রহণ-কারীকে সাবিত্র্য উপনয়ন দেওয়া হয়, তাহা বাজ-সনেয়ীগণের শিষ্টাচার ও একায়নশাখী পরমহংস বৈষ্ণবের শ্রেষ্ঠত্ব সংস্থাপন এবং মূর্খলোকগণকে বৈষ্ণবে জাতিবুদ্ধিরূপ ভীষণ অপরাধের হাত হইতে উদ্ধারকরণার্থই জানিতে হইবে। শ্রীজীবপাদের কৈমুতিক ন্যায় অনুসারে বিচার করিলেও একথা কিছুতেই সিদ্ধ হয় না। শ্রীধরস্বামিপাদ নামশ্রবণ-কারীর পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্মেই ব্রাহ্মণাধিকার যোগ্য যে সকল তপস্যাদি সম্পন্ন হইয়া যাওয়ার কথা উল্লেখ করিয়াছেন তাহাই বা কি প্রকারে সিদ্ধ হয়? বহু জন্ম ব্রাহ্মণ হইয়া কোনও বিশেষ কুল বা বিশেষ দেশকে পবিত্র করিবার জন্য বৈষ্ণব তৎকুলে বা দেশে আবির্ভূত হইয়াছেন। আবার কি বৈষ্ণবের অধো-গতি হইবে? অর্থাৎ বৈষ্ণবতা হইতে অধঃপতিত হইয়া প্রাকৃত ব্রাহ্মণতা লাভ হইবে? যে নামের প্রভাবে কুক্কুরভোজী চণ্ডালও ব্রাহ্মণ যোগ্য হয়, সেই নাম আরও অধিকতরভাবে যাজন করিতে করিতে কি বৈষ্ণবের কেবলমাত্র উপনয়ন সংস্কারের জন্য জন্ম পরিগ্রহ করিতে হইবে? এইরূপ অদ্ভুত মনঃ-কল্পিত সিদ্ধান্ত কখনই শ্রীজীবপাদের সিদ্ধান্ত হইতে পারে না। শ্রীজীব ভক্ত্যোকরক্ষক শ্রীধরস্বামিপাদ, স্মৃত্যাচার্য্য শ্রীগোপাল ভট্ট, গুরুদেব শ্রীসনাতন, মহা-ভারত, নারদ পঞ্চরাত্র প্রভৃতি আচার্য্য ও শাস্ত্রের আচার ও শিক্ষার বিরোধী কথা কখনই বলিতে পারেন না। "সাবিত্র্যং জন্ম নাস্তীতি" শব্দের দ্বারা

"অদীক্ষিতস্য শ্বাদস্য দীক্ষাং বিনা সাবিত্র্যং জন্ম নাস্তি" ইহাই বুঝিতে হইবে। 'জন্মান্তরাপেক্ষা বর্ত্ততে' এই শব্দের দ্বারা "অদীক্ষিতস্য অবৈষ্ণবস্য শ্বাদস্য জন্মান্তরাপেক্ষা বর্ত্ততে" ইহা বুঝিতে হইবে। অর্থাৎ অদীক্ষিত নামগ্রহণকারী ব্যক্তির সাবিত্র্য সংস্কার গ্রহণ শিষ্টাচারবিরুদ্ধ। কিন্তু দৈক্ষ্যজন্মের দ্বারা দ্বিজত্ব অর্থাৎ বিপ্রত্ব লাভ হইলেও, "ততৈনৈব **বিনির্দ্দিশেৎ** জাতানেব হি মন্ত্রতঃ **সংস্কৃত্য** প্রতিবোধয়েৎ" এই শিষ্টাচারানুমোদিত শাস্ত্রাদেশানুসারে দীক্ষিত ব্যক্তির সাবিত্র্যজন্মের অপেক্ষা করিতেছে। অর্থাৎ যেমন শৌক্র ব্রাহ্মণজন্মে দুর্জ্জাতিত্বের অভাব থাকিলেও সাবিত্র্য সংস্কার ব্যতীত তাঁহার যজ্ঞাদি কর্ম্মে অধিকার নাই, তদ্রূপ অদীক্ষিত নামগ্রহণকারীর সদ্য সদ্যই পবিত্রতা লাভ হইলেও পাঞ্চরাত্রিক দীক্ষাবিধি পালন পূর্ব্বক দৈক্ষ্যজন্ম লাভের পরও বিধিমত সাবিত্র্য সংস্কার গ্রহণ না করা পর্য্যন্ত অর্চ্চনাদি কার্য্যে তাঁহার অধিকার নাই।

একায়নশাখী পরমহংস-বৈষ্ণবগণ অনেক সময় বর্ণাশ্রমের বিঘ্ন কর্ণবেধ চৌড়াদি উপনয়ন সংস্কার গ্রহণ করেন না বলিয়া মূর্খলোকে তাঁহাদিগকে শূদ্র মনে করিয়া বৈষ্ণবাপরাধে পতিত হয়। শ্রীল সনাতন গোস্বামী প্রভু ও হরিদাস ঠাকুর দৈন্যবশতঃ নিজদিগকে "নীচ" বলিয়াছেন বা শ্রীজগন্নাথদেবের মন্দিরে প্রবেশ করেন নাই। ইহা তাঁহাদের অসুরমোহন-লীলা। দৈবীমায়া বিমোহিত অপরাধিকুল এতই ভ্রান্ত যে শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্যের হরিদাসঠাকুরকে কোটী ব্রাহ্মণ অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠজ্ঞানে শ্রাদ্ধপাত্র প্রদান ও শ্রীগৌর-সুন্দরের উভয়ের প্রতি সম্মানের আদর্শ একবারও দেখিয়াও দেখেন না। এই জন্যই যমরাজ তাঁহার দূতগণকে বলিয়াছিলেন যে, দৈবীমায়া-বিমূঢ় কর্ম্মজড়ব্যক্তিগণ কিছুতেই বৈষ্ণবের মাহাত্ম্য বুঝিতে পারিবেন না। উলূকের সূর্য্য-কিরণ দর্শন-যোগ্যতা বিধাতা কর্ত্তৃকই প্রতিহত, বৈষ্ণব— ব্রাহ্মণের গুরু। ব্রহ্মজ্ঞ ভগবদুপাসকই **বৈষ্ণব**।

[সাপ্তাহিক গৌড়ীয় হইতে উদ্ধৃত]

সম্বন্ধজ্ঞান ও গৌরকথা

[মহোপদেশক শ্রীমন্মঙ্গলনিলয় ব্রহ্মচারী বি, এস্‌-সি, বিদ্যারত্ন]

(৭)

শ্রীভগবানের রূপ, গুণ, লীলা-পরিকর-ধামাদি সকল শ্রীনামপ্রভুর সহিতই প্রকাশিত। শ্রীনামই স্বরাট্ পুরুষোত্তম তত্ত্ব। "* * * জন্মিলা চৈতন্যপ্রভু 'নাম' জন্মাইয়া॥" (চৈঃ চঃ ১।১৩।২১)। "* * * জন্মিলা 'সংকীর্ত্তন' করি আগে॥" (চৈঃ ভাঃ ১।১।৯৬) ইত্যাদি মহাজন-বাক্য সমূহ আছে। শ্রীনাম ও নামী অভিন্ন অর্থাৎ উভয়ের মধ্যে কোন জড়ীয় ব্যবধান নাই। উভয়ই চিন্ময়। তথাপি উভয়ের মধ্যে শ্রীনামের অগ্রবর্ত্তিতাই সর্ব্বশাস্ত্রসম্মত। অধিক কি, শ্রী'নামী'তত্ত্বটীও সম্পূর্ণ নামাত্মক হওয়ায় শ্রীনামকে অগ্রবর্ত্তী করিয়াই নামীর প্রকাশ। "পরং-ব্রহ্ম বিশ্বম্ভর শব্দমূর্ত্তিময়। যে-শব্দে যে বাখানেন সেই সত্য হয়॥" (চৈঃ ভাঃ মঃ ১।১৬৯)।

বিশ্ব প্রকাশনে জন্ম, স্থিতি, ভঙ্গাদি ভেদে যে বেদসূত্র সমুদয় পরিদৃষ্ট হয়, তাহা মূলতঃ নিজ লীলা পুষ্টিতেই ইচ্ছাময় ভগবান্ প্রায়শঃই স্বীকার করিয়া থাকেন। ধরামণ্ডলে তাঁহার প্রকাশের অলৌকিক কাহিনী-সমূহ শাস্ত্রে লিপিবদ্ধ আছে। কখনও আস্মান হইতে, কখনও স্বপ্ন মধ্যে, কখনও স্তম্ভ মধ্য হইতে, কখনও আবেশাবতাররূপে এবং কখনও বা মাতৃকুক্ষি হইতেও তাঁহার দিব্যপ্রকাশ লক্ষ্য করা যায়। যেরূপ লৌকিক, অলৌকিকরূপে তিনি নিজকে প্রকাশ করেন, তদীয় অন্তর্দ্ধানের রীতিও তদ্রূপই।

লৌকিক ও অলৌকিক-ভেদে সর্ব্ববিধ বিধান তাঁহারই হওয়ায় তিনি কোন একটীকে গ্রহণ করিলেও তাঁহার স্বরাট্ত্বের কোন হানি হয় না। তাঁহার দিব্য চেষ্টা সমূহের মধ্যে কোন কর্ম্মফল বাধ্যতা বা প্রাকৃত অশুচিতা স্থান পায় না "জন্ম কর্ম্ম চ মে দিব্যম্" (গীতা) "নিশীথে তম-উদ্ভূতে জায়মানে জনার্দ্দনে। দেবক্যাং দেবরূপিণ্যাং বিষ্ণুঃ সর্ব্বগুহাশয়ঃ। আবিরাসীদ্যথা প্রাচ্যাং দিশীন্দুরিব পুষ্কলঃ॥" (ভাঃ ১০।৩।৮) [তখন পূর্ব্বদিকে সমুদিত পূর্ণচন্দ্রের ন্যায় সর্ব্বজীবের হৃদয়-গুহায় বিরাজমান্ শ্রীকৃষ্ণ দেবরূপিণী সচ্চিদানন্দস্বরূপিণী দেবকীর গর্ভে আবির্ভূত হইলেন।] অর্থাৎ পূর্ব্ব দিকে দৃষ্ট হইলেও যেমন পূর্ব্ব দিক্‌কে স্বতঃপ্রকাশমান্ পূর্ণ-চন্দ্রের জন্মদাতা বলিয়া বলা যায় না, তদ্রূপ দেবকীর সচ্চিদানন্দাকার গর্ভটীকেও বিচার করিতে হইবে। তজ্জন্যই 'জয়তি জননিবাসো **দেবকী-জন্মবাদো**' ইত্যাদি শাস্ত্রের কৌশলপূর্ণ বাক্যবিন্যাস। তদুপরি উপরিউক্ত দেবরূপিণ্যাং বা পাঠান্তরে বিষ্ণুরূপিণ্যাং পাঠেরও অর্থ এই প্রকার—দেব অর্থাৎ বিষ্ণু, তাঁহার ন্যায় সচ্চিদানন্দময় স্বরূপ যাঁহার, তাঁহাতে অর্থাৎ দেবকীর গর্ভে ভগবানের আবির্ভাব-জন্য কোনপ্রকার দোষের সম্ভাবনা নাই। কেননা, ভগবান্ সচ্চিদানন্দময়, দেবকীও তাহাই। যেদিক্ দিয়াই বিচার করা যাউক, শ্রীভগবদাবির্ভাবে কোনপ্রকার প্রাকৃত ভাবের স্পর্শ নাই, অধিকন্তু সকলই অচিন্ত্য, অপ্রাকৃত ও স্বরাট্। "অচিন্ত্যা খলু যে ভাবা ন তাং স্তর্কেন যোজয়েৎ। প্রকৃতিভ্যঃ পরং যচ্চ তদচিন্ত্যস্য লক্ষণম্॥" অর্থাৎ প্রকৃতির অতীত যাহাকিছু সকলই অচিন্ত্যলক্ষণ-সম্পন্ন ও অতর্ক্য এবং সকলই চিন্ময় ও মঙ্গলময়। 'ভদ্রাভদ্রবস্তু-জ্ঞান নাহি অপ্রাকৃতে।' (চৈঃ চঃ অ ৪।১৭৪) অপর একটী দৃষ্টান্ত-দ্বারা শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামিপ্রভুও শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত গ্রন্থে শ্রীভগবদাবির্ভাবাদি লীলাসমূহের তত্ত্ব আরও স্পষ্ট করিয়াছেন—

"অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড, তার নাহিক গণন।
কোন লীলা, কোন ব্রহ্মাণ্ডে হয় প্রকটন॥
এইমত সব লীলা—যেন গঙ্গাধার।
সে সে লীলা প্রকট করে ব্রজেন্দ্রকুমার॥
ক্রমে বাল্য-পৌগণ্ড-কৈশোরতাপ্রাপ্তি।
রাসাদি লীলা করে, কৈশোরে নিত্যস্থিতি॥
নিত্যলীলা কৃষ্ণের সর্ব্বশাস্ত্রে কয়।
বুঝিতে না পারে লীলা কেমনে 'নিত্য' হয়॥
দৃষ্টান্ত দিয়া কহি, তবে লোক সব জানে।
কৃষ্ণলীলা—নিত্য জ্যোতিশ্চক্র প্রমাণে॥
জ্যোতিশ্চক্রে সূর্য্য যেন ফিরে রাত্রিদিনে।
সপ্ত দ্বীপাম্বুধি লঙ্ঘি' ফিরে ক্রমে ক্রমে॥
রাত্রিদিনে হয় ষষ্টিদণ্ড—পরিমাণ।
তিনসহস্র ছয়শত 'পল' তার মান॥
সূর্য্যোদয় হইতে ষষ্টিপল—ক্রমোদয়।
সেই একদণ্ড, অষ্টদণ্ডে 'প্রহর' হয়॥
এক-দুই-তিন-চারি প্রহরে অস্ত হয়।
চারি প্রহর রাত্রি গেলে পুনঃ সূর্য্যোদয়॥
ঐছে কৃষ্ণের লীলামণ্ডল চৌদ্দমন্বন্তরে।
ব্রহ্মাণ্ডমণ্ডল ব্যাপি ক্রমে ক্রমে ফিরে॥
সওয়াশত বৎসর কৃষ্ণের প্রকট প্রকাশ।
তাহা যৈছে ব্রজপুরে করিলা বিলাস॥
অলাতচক্রপ্রায় সেই লীলাচক্র ফিরে।
সব লীলা ব্রহ্মাণ্ডে ক্রমে উদয় করে॥
জন্ম, বাল্য, পৌগণ্ড, কৈশোর-প্রকাশ।
পূতনাবধাদি করি' মৌষলান্ত বিলাস॥
কোন ব্রহ্মাণ্ডে, কোন লীলার হয় অবস্থান।
তাতে লীলা নিত্য, কহে নিগম-পুরাণ॥
গোলোক, গোকুলধাম—'বিভু' কৃষ্ণসম।
কৃষ্ণেচ্ছায় ব্রহ্মাণ্ডগণে তাহার সংক্রম॥
অতএব গোলোকস্থানে নিত্যবিহার।
ব্রহ্মাণ্ডগণের ক্রমে প্রকট তাহার॥
ব্রজে কৃষ্ণ—সর্ব্বৈশ্বর্য্য-প্রকাশে 'পূর্ণতম'।
পুরীদ্বয়ে পরব্যোমে 'পূর্ণতর', 'পূর্ণ'॥
এই কৃষ্ণ—ব্রজে 'পূর্ণতম' ভগবান্।
আর সব স্বরূপ—'পূর্ণতর', 'পূর্ণ' নাম॥
সংক্ষেপে কহিলুঁ কৃষ্ণের স্বরূপ-বিচার।
'অনন্ত' কহিতে নারে ইহার বিস্তার॥
অনন্ত স্বরূপ কৃষ্ণের, নাহিক গণন।
শাখাচন্দ্র-ন্যায়ে করি দিগ্‌দরশন॥

ইহা যেই শুনে, পড়ে সেই ভাগ্যবান্।
কৃষ্ণের স্বরূপ-তত্ত্বের হয় কিছু জ্ঞান॥"
(চৈঃ চঃ মধ্য বিংশ পঃ ৩৮০-৪০৩)

পয়ারমধ্যে 'অলাতচক্র' শব্দে শ্রীভগবল্লীলার অখণ্ডতাকেই লক্ষ্য করা হইয়াছে। এতদ্দ্বারা পূর্ব্বোল্লিখিত গর্ভ, জন্ম আদি প্রাকৃতবৎ শব্দনিচয়কে চিদ্রস-সমূহের আধার বলিয়াই প্রেমিকভক্তগণ জানিয়া থাকেন।

শ্রীকৃষ্ণলীলারই পরিশিষ্ট শ্রীগৌরলীলা অথবা শ্রীকৃষ্ণলীলার অপরার্দ্ধই শ্রীগৌরলীলা বা শ্রীগৌরকৃষ্ণের লীলা। শ্রীগৌরলীলা শ্রীকৃষ্ণলীলা হইতে কোন পৃথক্‌তত্ত্ব নহে, পরন্তু শ্রীগৌরলীলা শ্রীকৃষ্ণলীলারই একমাত্র পোষ্টা। শ্রীগৌরলীলা ব্যতীত শ্রীকৃষ্ণচরিত্র বেদগোপ্যরূপেই থাকিয়া যাইত। "যদি গৌর না হইত, তবে কি হইত, কেমতে ধরিতাম দে'। শ্রীরাধার মহিমা প্রেমরস সীমা জগতে জানাত কে?"—মহাজন পদটী দ্রষ্টব্য। এইজন্য এতদুভয় লীলারই যুগপৎ নিত্যত্ব স্বীকৃত হইয়াছে। তজ্জন্যই যে-যুগে যে-ব্রহ্মাণ্ডে শ্রীকৃষ্ণাবতার কাল সমাগত হয়, ঠিক তৎপরবর্ত্তী যুগেই সেই ব্রহ্মাণ্ডে শ্রীকৃষ্ণলীলারই পরিশিষ্ট (পরিপূরক)রূপে শ্রীগৌরলীলার আবির্ভাব হয়। এতদুভয় লীলার মধ্যে বৈশিষ্ট্য এই যে, শ্রীকৃষ্ণলীলা মাধুর্য্যপ্রধান ঔদার্য্যপর ও শ্রীগৌরলীলা ঔদার্য্যপ্রধান মাধুর্য্যপর। শ্রীকৃষ্ণনাম-মাধুর্য্যাদি অপরাধী জীবের আস্বাদনের বস্তুই নহে, কিন্তু শ্রীগৌর-কৃষ্ণ-বিগ্রহে ঔদার্য্যভাবের প্রাধান্য থাকায় 'উত্তম অধম কিছু না করে বিচার। যে আগে পড়য়ে, তারে করয়ে নিস্তার॥' (চৈঃ চঃ আ ৫ম পঃ)। পাপী তাপী অপরাধী পর্য্যন্ত শ্রীগৌরনাম গ্রহণ করিতে পারেন এবং শ্রীগৌরনামগ্রহণে দ্রুত চিত্তশুদ্ধিতার সঙ্গে সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণনাম গ্রহণের অধিকারী হন অর্থাৎ কৃষ্ণমাধুর্য্য আস্বাদন করিতে পারেন। "……গৌরাঙ্গের সঙ্গিগণে, নিত্যসিদ্ধ করি মানে, সে যায় ব্রজেন্দ্রসুতপাশ। শ্রীগৌড়মণ্ডলভূমি, যেবা জানে চিন্তামণি, তার হয় ব্রজভূমে বাস॥ গৌর-প্রেমরসার্ণবে, সে তরঙ্গে যেবা ডুবে, সে রাধা-মাধব অন্তরঙ্গ॥" (শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর মহাশয়)। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণনাম বাদ দিয়া পৃথক্‌ভাবে শ্রীগৌরভজনের চেষ্টা বা সঙ্কল্প অপরাধময়। এবম্প্রকার সংকল্প বা চেষ্টা হইতেই গৌরনাগরী, আউল-বাউলাদি বিবিধ অপসম্প্রদায়ের সৃষ্টি হইয়াছে যাহা শ্রীগৌরলীলার সম্পূর্ণ পরিপন্থী। এই জাতীয় চেষ্টাকে বস্তুতঃপক্ষে শ্রীগৌরভক্তি বলে না। আবার শ্রীগৌরবিগ্রহে পার্থিব বিচারের আরোপ করিলেও দুর্গতির সীমা থাকে না। তাহাতে সর্ব্বপ্রকার কল্যাণের দিক্‌ই রুদ্ধ হইয়া যায়। সাধুসঙ্গ ব্যতীত এই গৌর-কৃষ্ণতত্ত্ব অবধারণে মহা মহা পণ্ডিত ব্যক্তিও মুহ্যমান্ হইয়া যান।

গৌরনাম, গৌরকাম, গৌরধাম সকলই নিত্য। শ্রীভগবদিচ্ছাক্রমে জগদ্‌গুরু শ্রীকৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাসমুনি শাস্ত্র সমুচ্চয়ে শ্রীভগবানের অন্যান্য লীলার ন্যায় শ্রীগৌরলীলার প্রচ্ছন্নভাবে জয়গান করিলেও অতিবড় মর্ম্মিভক্ত ছাড়া তাহা ধরিতে পারেন না। শ্রীপুরুষোত্তমধামের সার্ব্বভৌমের ন্যায় অদ্বিতীয় বেদজ্ঞ নৈয়ায়িক পণ্ডিত পর্য্যন্ত শ্রীগৌরলীলা অনুধাবন করিতে হার মানিয়াছেন। নিজ ভগ্নীপতি শ্রীগোপীনাথ আচার্য্যের সঙ্গে "ছন্নঃ কলৌ যদভব স্ত্রিযুগোঽথ সত্বম্" (ভাঃ ৭।৯।৩৮) ইত্যাদি শাস্ত্র-বাক্য উত্থাপন করতঃ বিতর্ক উঠাইয়া সার্ব্বভৌম অর্থ করিলেন,—কলিযুগে কোন ভগবদবতার নাই। শ্রীভগবন্মায়া অশরণাগতের দুরতিক্রমণীয়া, অমোঘ তাহার প্রভাব! শুদ্ধবৈষ্ণবপ্রবর গোপীনাথ আচার্য্য বলিয়া উঠিলেন,—"অহো! বিষ্ণুমায়া!!

"ভাগবত-ভারত দুই শাস্ত্রের প্রধান!
সেই দুই গ্রন্থ-বাক্যে নাহি অবধান॥
সেই দুই কহে কলিতে সাক্ষাৎ অবতার।
তুমি কহ,—কলিতে নাহি বিষ্ণুর প্রচার॥
কলিকালে লীলাবতার না করে ভগবান্।
অতএব 'ত্রিযুগ' করি কহি তার নাম॥
প্রতিযুগে করেন কৃষ্ণ যুগ-অবতার।
তর্ক-নিষ্ঠ হৃদয় তোমার নাহিক বিচার॥"
(চৈঃ চঃ মধ্য ৬।৯৭-১০০)

এতৎপ্রসঙ্গে শ্রীআচার্য্য "কৃষ্ণবর্ণং ত্বিষাহকৃষ্ণং"—ভাঃ, "আসন্ বর্ণাস্ত্রয়োহস্য"—ভাঃ, "সুবর্ণবর্ণো হেমাঙ্গো"

(মঃ ভাঃ), "সম্ভবামি যুগে যুগে" (গীতা) ইত্যাদি বহু শ্লোক শ্রীগীতা, ভাগবত, মহাভারতাদি হইতে প্রমাণ-স্বরূপে উদ্ধার করিয়া কলিযুগেও যে ভগবান্ অবতীর্ণ হন, তাহা স্থাপন করিলেন। পণ্ডিত সার্ব্বভৌম তচ্ছ্রবণে কিছুটা হতপ্রভ হইয়া বলিয়া উঠিলেন,—"যদি কলিতে অবতার স্বীকার করিতে হয়, তাহা না হয় করা গেল, কিন্তু এই শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যই যে সেই অবতার, যাহা তুমি এ-যাবৎ বলিতে চাহিতেছ, তাহা কোন্ প্রমাণে স্বীকার করা যাইবে ?" গোপীনাথ তখন বলিলেন—

"অনুমান প্রমাণ নহে ঈশ্বর-তত্ত্ব-জ্ঞানে।
কৃপা বিনা ঈশ্বরেরে কেহ নাহি জানে॥
ঈশ্বরের কৃপালেশ হয় ত' যাহারে।
সেই ত' ঈশ্বর-তত্ত্ব জানিবারে পারে॥"

সার্ব্বভৌম সঙ্গে সঙ্গে উত্তর করিলেন,—"তুমি যে তাঁহার কৃপা পাইয়াছ, তাহার প্রমাণ কি ?" প্রত্যুত্তর হইল,—" (আচর্য্য কহে)— বস্তু-বিষয়ে হয়ে বস্তু-জ্ঞান। বস্তুতত্ত্ব-জ্ঞান হয় কৃপাতে, প্রমাণ॥" শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য যে ঈশ্বর, তাহা তাঁহার কৃপা হইলে তুমিও বলিবে। এই পর্য্যন্ত কথোপকথনের পর পরস্পরে মৌনভাব ধারণ করিলেও সার্ব্বভৌমের চিত্ত-মধ্য হইতে ইতস্ততঃ ভাব বিদূরিত হইল না। অতঃপর একসময়ে তিনি শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবকে প্রিয় সম্ভাষার মধ্যে বলিলেন,—"তুমি অল্প বয়সে সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়াছ। পূর্ব্বাশ্রমের সম্পর্কে শ্রীনীলাম্বর চক্রবর্ত্তী আমার পিতার সমাধ্যায়ী এবং মিশ্রপুরন্দরকেও আমার পিতার মান্যপাত্র বলিয়াই জানি। কাজেই তোমার প্রতি আমার একটা কর্ত্তব্য আছে। সন্ন্যাস-গ্রহণ ভাগ্যেরই কথা সন্দেহ নাই, কিন্তু তৎ-সংরক্ষণে সর্ব্বদা বেদান্ত-বাক্য-শ্রবণের অর্থাৎ জ্ঞানানুশীলনের বিশেষ প্রয়োজনীয়তা আছে। তুমি আমার নিকটে নিয়ম করিয়া কিছুদিন বেদান্ত শ্রবণ কর।" মহাপ্রভু সহজেই তাহা স্বীকার করিলেন। পর পর সাতদিন সার্ব্বভৌমের নিকট মহাপ্রভু বেদান্ত শ্রবণ করিতেছেন, কোন প্রকার উত্তর-প্রত্যুত্তর নাই। সার্ব্বভৌমের সংশয় হইল। তিনি পূর্ব্ব হইতেই জ্ঞাত আছেন, পণ্ডিতপ্রধান নবদ্বীপ-মণ্ডলের সুবিখ্যাত পণ্ডিত—নিমাই পণ্ডিত। কৌতুহলাক্রান্ত হইয়াই সার্ব্বভৌম অষ্টমদিবসের বৈঠকে মহাপ্রভুকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"একাদিক্রমে সাত-দিন আমি তোমাকে বেদান্ত শ্রবণ করাইতেছি। আচার্য্য শঙ্করের সুপ্রসিদ্ধ ও সুকঠিন শারীরক ভাষ্য তুমি শ্রবণ করিতেছ। তুমি তাহার মধ্যে আদৌ প্রবেশ করিতে পারিতেছ কিনা অথবা কিরূপ কি অনুভব করিতেছ, তাহা তোমার মুখ হইতে শুনিলে আমি আরও অধিক অগ্রসর হইতে পারিতাম।" মহাপ্রভু মুখ খুলিলেন,—"বেদান্তসূত্রগুলি সূর্য্যসম হইলেও আচার্য্য শঙ্করের ভাষ্যগুলি, যাহা আপনি আমাকে এ যাবৎকাল ব্যাখ্যা করিয়া শুনাইলেন, তাহাতে খণ্ডমেঘের সূর্য্যকে আবরণ করিতে যাওয়ার ধৃষ্ঠতার ন্যায়ই বোধ হইল।" সার্ব্বভৌম বলিলেন—"তাহা হইলে আমার ব্যাখ্যান দ্বারা বেদান্তের মূল সূত্র আচ্ছাদিত হইল ? তবে তুমি সূত্রের ভাষ্য কর।" তখন মহাপ্রভু সার্ব্বভৌমকথিত একটী অর্থও স্পর্শ না করিয়া বেদান্ত-সূত্রগুলির ভক্তিপর বিবিধ ব্যাখ্যা করিলেন এবং সার্ব্বভৌমের বিশেষ আগ্রহে প্রসঙ্গ পাইয়া ভাগবতের 'আত্মারামশ্চ মুনয়ো' শ্লোকেরও অষ্টাদশ প্রকারের অর্থ করিলেন। বৈদান্তিক পণ্ডিত সার্ব্বভৌম তচ্ছ্রবণে পরম বিস্মিত হইলেন এবং তাহাতে নিজ পাণ্ডিত্যাভিমান্ সম্পূর্ণরূপেই খর্ব্বিত হইল। তিনি আত্মনিন্দা করিতে করিতে অতীব দৈন্যভরে সাষ্টাঙ্গ দণ্ডবৎ প্রণাম করতঃ মহাপ্রভুর চরণে আত্মনিবেদন করিলেন। দয়াময় প্রণতপাল গৌরহরি তখন সার্ব্বভৌমকে নিজ ষড়্ভুজ মূর্ত্তি দর্শন করাইয়া কৃতার্থ করিলেন। ষড়্ভুজের দুই ভুজে ধনুর্ব্বাণ, দুই ভুজে বংশী ও অপর দুই ভুজে দণ্ডকমণ্ডলু। "অপূর্ব্ব ষড়্ভুজ মূর্ত্তি—কোটি সূর্য্যময়। দেখি মূর্চ্ছা গেলা সার্ব্বভৌম মহাশয়॥" (চৈঃ ভাঃ অন্ত্য ৩।১০৭)।

[শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতেও উক্ত হইয়াছে—

"নিজরূপ প্রভু তাঁরে করাইল দর্শন।
চতুর্ভুজ-রূপ প্রভু হইলা তখন॥

দেখাইল তাঁরে আগে চতুর্ভুজরূপ।
পাছে শ্যাম-বংশীমুখ স্বকীয়-স্বরূপ॥"
—চৈঃ চঃ ম ৬।২০২-২০৩

শ্রীপুরীধামে শ্রীজগন্নাথ-মন্দিরের দক্ষিণদ্বারদেশস্থ মন্দির মধ্যে শ্রীমন্মহাপ্রভুর যে বিশাল ষড়্‌ভুজ মূর্ত্তি পূজিত হইতেছেন, তাঁহার শ্রীরামরূপে দুই হস্তে ধনুর্ব্বাণ, কৃষ্ণরূপে দুইহস্তে বংশী এবং গৌররূপে দুইহস্তে দণ্ড-কমণ্ডলু শোভা পাইতেছে।]

অতঃপর মহাপ্রভুর শ্রীহস্তস্পর্শে আনন্দ-জড় সার্ব্বভৌম-জিহ্বায় শ্রীচৈতন্যবাণী স্ফূর্ত্তি লাভ করিলেন। তিনি তখন মহাপ্রভুর স্তব করিতে লাগিলেন—"কালান্নষ্টং ভক্তিযোগং নিজং যঃ প্রাদুষ্কর্ত্তুং কৃষ্ণচৈতন্যনামা। আবির্ভূতস্তস্য পাদারবিন্দে গাঢ়ং গাঢ়ং লীয়তাং চিত্তভৃঙ্গঃ॥" —চৈঃ ভাঃ অন্ত্য ৩।১২৩। [যে ভগবান্ কালপ্রভাবে তিরোহিত স্বকীয় ভক্তিযোগ পুনরায় প্রকাশিত করিবার জন্য শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যরূপে প্রাদুর্ভূত হইয়াছেন, আমার চিত্ত-ভ্রমর তাঁহার শ্রীপাদপদ্মে গাঢ়-রূপে আসক্ত হউক।] "বৈরাগ্য-বিদ্যা-নিজভক্তিযোগ-শিক্ষার্থমেকঃ পুরুষঃ পুরাণঃ। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যশরীরধারী কৃপাম্বুধির্যস্তমহং প্রপদ্যে॥" (চৈঃ ভাঃ অঃ ৩।১২৬) ["অদ্বিতীয় সর্ব্বাদিস্বরূপ পরম দয়ালু যে পরমপুরুষ লোকমধ্যে বৈরাগ্য, জ্ঞান এবং স্বীয় ভক্তিযোগ প্রচার করিবার জন্য শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যরূপে আবির্ভূত হইয়াছেন, আমি তাঁহার শরণাপন্ন হইতেছি।"] "প্রভুর কৃপায় তাঁহার (সার্ব্বভৌমের) স্ফুরিল সব তত্ত্ব। নাম-প্রেমদান আদি বর্ণেন মহত্ত্ব॥" (চৈঃ চঃ মধ্য ৬।২০৫) শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্য নামের উদয়ে সার্ব্বভৌম ভগবানের প্রচ্ছন্নলীলা-সমূহ অবধারণেও সমর্থ হইলেন। শ্রীভগবৎস্বরূপ-জ্ঞান ও শ্রীভাগবত-স্বরূপ-জ্ঞান এক শ্রীগৌরবিগ্রহ হইতেই তিনি লাভ করিলেন। ইতঃপূর্ব্বে বৈষ্ণবের দৈন্যযুক্ত স্বভাবের প্রতি কটাক্ষ করিয়া তিনি যাহা কিছু আস্ফালন করিয়াছিলেন, তৎসমুদয়ের জন্যও অনুতপ্ত হইলেন। এখন হইতে তিনি নিজ ভগ্নীপতি ভক্তপ্রিয় গোপীনাথ আচার্য্যকে, তদানীন্তন গজপতি সম্রাট্ প্রতাপরুদ্রের অধীন রাজমাহেন্দ্রীর শাসনকর্ত্তা (Governor) মহাভাগবত রামানন্দ রায় আদি ভক্তবৃন্দকে হৃদয়ের সহিত ভক্তি শ্রদ্ধা করিতে লাগিলেন।

বঙ্গীয় নববর্ষের শুভ অভিনন্দন

বঙ্গীয় কালগণনায় ১৩৮৩ বঙ্গাব্দ গত হইয়া ১৩৮৪ বঙ্গাব্দের শুভারম্ভ ১লা বৈশাখ এবার শ্রীহরির প্রিয়-তিথি শ্রীএকাদশীব্রত বা শ্রীহরিবাসর পালনমুখে বিঘোষিত হইল। মধুমাস গতে মাধব মাস—মাধবতিথি-পালনমুখে আরম্ভ হইয়া আমাদিগকে এই মহাজনবাক্য স্মরণ করাইয়া দিতেছেন যে—

"মাধবতিথি ভক্তিজননী,
যতনে পালন করি।
কৃষ্ণ বসতি, বসতি বলি'
পরম আদরে বরি॥"

আমরা এই শুভবাসরে আমাদের 'শ্রীচৈতন্যবাণী'র শ্রদ্ধালু সহৃদয় সহৃদয়া গ্রাহক গ্রাহিকা পাঠক পাঠিকা—সকলকেই আমাদের আন্তরিক অভিনন্দন জ্ঞাপন করিতেছি। তাঁহাদিগের অনুশীলনোৎসাহ আমাদিগকেও শ্রীচৈতন্যবাণী সেবায় উত্তরোত্তর-প্রোৎসাহিত করুক।

শুভবর্ষারম্ভে অদ্য আমাদের যেন ইহাই দৃঢ়-সঙ্কল্প হয় যে, আমরা যেন 'গুর্ব্বাত্মদৈবত' হইয়া অর্থাৎ শ্রীগুরুপাদপদ্মকে নিজের পরম হিতকারী—বান্ধব ও পরমারাধ্য শ্রীহরির অভিন্ন প্রকাশবিগ্রহ জ্ঞানে নিরন্তর নিষ্কপটে তদানুগত্যে, যে-সকল ধর্ম্মের অনুষ্ঠানে আত্মপ্রদ শ্রীহরি তুষ্ট হন, সেই সকল ভাগবত-ধর্ম্ম অবগত হইয়া তৎপ্রতিপালনে সর্ব্বান্তঃকরণে যত্নবান্ হইতে পারি।

অত্যন্ত অজ্ঞ ব্যক্তিও যাহাতে অনায়াসে শ্রীভগবান্‌কে

লাভ করিতে পারে, তাহার যে-সকল উপায় স্বয়ং সেই ভগবান্ই নিজমুখে ব্যক্ত করিয়া গিয়াছেন, তাহারই নাম ভাগবত-ধর্ম্ম (ভাঃ ১১।২।৩৪ দ্রষ্টব্য)। শ্রীগুরুমুখে সেই ধর্ম্ম-মর্ম্ম শ্রবণ করিয়া তদনুশীলনেই সর্ব্বতোভাবে যত্নবান্ হইতে হইবে। কলিযুগপাবনাবতারী স্বয়ং ভগবান্ শ্রীগৌরহরি নামসঙ্কীর্ত্তনকেই সর্ব্বপ্রধান ভাগবতধর্ম্ম বলিয়া জানাইয়া গিয়াছেন—

"হর্ষে প্রভু কহে, শুন স্বরূপ রামরায়।
নামসঙ্কীর্ত্তন কলৌ পরম উপায়॥
ভজনের মধ্যে শ্রেষ্ঠ নামসংকীর্ত্তন।
নিরপরাধে নাম লৈলে পায় প্রেমধন॥"

যেরূপে নাম গ্রহণ করিলে নামে প্রেমোদয় হইবে, তাহার লক্ষণ-শ্লোক-স্বরূপেও শ্রীমন্মহাপ্রভু জানাইয়াছেন—

"তৃণাদপি সুনীচেন তরোরিব সহিষ্ণুনা।
অমানিনা মানদেন কীর্ত্তনীয়ঃ সদা হরিঃ॥"

সুতরাং শ্রীচৈতন্যবাণীর সদালোচ্য সেই নামসংকীর্ত্তনপ্রধান ভাগবত-ধর্ম্ম। তাঁহার সম্বন্ধতত্ত্ব - ব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীকৃষ্ণ, অভিধেয়তত্ত্ব—শ্রীনামসঙ্কীর্ত্তনমূলা ভক্তি এবং প্রয়োজন—শ্রীকৃষ্ণে প্রগাঢ় প্রীতি বা প্রেম। ইহার প্রচার-প্রসারেই জগজ্জীবের যাবতীয় সুমঙ্গল সুনিশ্চিত। 'সততং কীর্ত্তয়ন্তো মাং' (গীঃ ৯।১৪) এই শ্রীমুখবাক্যে, 'আবৃত্তিরসকৃদুপদেশাৎ' সূত্রেও ইহাই স্পষ্টীকৃত হইয়াছে।

"শ্রবণং কীর্ত্তনং ধ্যানং হরেরদ্ভুতকর্ম্মণঃ।
জন্মকর্ম্মগুণানাঞ্চ তদর্থেহখিলচেষ্টিতম্॥"
—ভাঃ ১১।৩.২৭

[অর্থাৎ অদ্ভুতচরিতশালী শ্রীহরির অবতার, লীলা, ভক্তবাৎসল্যাদি-গুণ এবং চকারাৎ নামসমূহের শ্রবণ, কীর্ত্তন, ধ্যান এবং ভগবৎপ্রীতিকামনায় যাবতীয় কর্ম্মের অভ্যাস শ্রীগুরুমুখে শিক্ষণীয়।]

ভাগবতধর্ম্মশিক্ষার্থী ব্যক্তি শ্রীগুরুপাদপদ্মে উপসন্ন হইয়া কৃষ্ণাশ্রিত মানবগণের প্রতি সৌহার্দ্দ, স্থাবরজঙ্গমের প্রতি —বিশেষতঃ মনুষ্যগণের প্রতি, তন্মধ্যেও আবার স্বধর্ম্মশীল মনুষ্যগণের প্রতি এবং তন্মধ্যেও বিশেষ করিয়া ভক্তভাগবতগণের প্রতি পরিচর্য্যা শিক্ষা করিবেন। তাঁহার আরও শিক্ষণীয় বিষয়—

"পরস্পরানুকথনং পাবনং ভগবদ্যশঃ।
মিথোরতির্মিথস্তুষ্টির্নিবৃত্তির্মিথ আত্মনঃ॥
স্মরন্তঃ স্মারয়ন্তশ্চ মিথোঽঘৌঘহরং হরিম্।
ভক্ত্যা সঞ্জাতয়া ভক্ত্যা বিভ্রত্যুৎপুলকাং তনুম্॥"
—ভাঃ ১১।৩।৩০-৩১

অর্থাৎ উক্ত ভগবদ্ ভক্তগণের সহিত মিলিত হইয়া শ্রীভগবানের পুণ্যজনক যশোবিষয়ে পরস্পর অনুক্ষণ কীর্ত্তন, সংস্পর্দ্ধাদি পরিত্যাগপূর্ব্বক তাহাতে পরস্পর রতি বা অনুরাগ, পরস্পর সঙ্গোত্থ তুষ্টি বা সুখ এবং পরস্পর যাবতীয় দুঃখনিবৃত্তি—অর্থাৎ স্ত্রীসম্ভোগাদিলক্ষণাত্মক 'ভক্তিপ্রতিকূল বিষয় হইতে তুমি যখন নিবৃত্ত হইয়াছ, তখন আমিও অদ্য হইতে ঐসকল ভোগ হইতে নিবৃত্ত হইব,' এইরূপে পরস্পরে শিক্ষা লাভ করিতে হইবে। "এইরূপে ভাগবত-পুরুষগণ সাধনভক্তিসঞ্জাত প্রেমভক্তিবলে সর্ব্বপাপ-বিনাশন শ্রীহরিকে স্মরণ করিয়া এবং পরস্পরের চিত্তে তদীয়স্মৃতি উৎপাদিত করিয়া পুলকিতশরীরে অবস্থান করেন।"

এইভাবে "জগতের যাবতীয় অমঙ্গলসমূহ বিনাশকারিণী হরিকথা স্বয়ং স্মরণ করিয়া এবং কীর্ত্তনমুখে শ্রোতৃবর্গকে স্মরণ করাইয়া সাধনপ্রভাবে সাধ্যসেবায় নিযুক্ত হইলে বিষয়ের মলিনতা জীবের অমঙ্গল বিধান করিতে পারে না। মুক্তপুরুষ সর্ব্বদাই আনন্দোৎফুল্ল হইয়া হরিকীর্ত্তনে উন্মত্তপ্রায় হইবার যত্ন করেন।" (শ্রীল প্রভুপাদ)

নিজেরা সচ্ছাস্ত্র-মহাজনানুগত্যে পরমপাবন ভগবদ্বাক্য স্মরণ করিয়া অপর বান্ধবগণকে তৎ স্মরণ-সুযোগপ্রদান জন্য মহদুদ্দেশ্য-মূলেই এই 'শ্রীচৈতন্যবাণী' প্রমুখ শুদ্ধভক্তিমূলা-পারমার্থিক সাময়িক পত্রিকাদি প্রচারিত হইয়া থাকেন। সুতরাং যাহাতে আমরা পরস্পরে শ্রীভগবৎপাদপদ্মে শুদ্ধভক্তিলাভে কৃতকৃতার্থ হইতে পারি, তাহাই বর্ষারম্ভে শ্রীগুরু, বৈষ্ণব ও ভগবানের শ্রীপাদপদ্মে আমাদের একমাত্র প্রার্থনীয় বিষয় হউক।

বৈশাখ মাসে শ্রীহরিভক্তিবিলাসধৃত পদ্মপুরাণে পাতালখণ্ডে শ্রীনারদাম্বরীষ-সংবাদে শ্রীকেশব-প্রীত্যর্থে

কেশবব্রতের ব্যবস্থা আছে। উহাতে কথিত হইয়াছে—

"ন মাধবসমো মাসো ন মাধবসমো বিভুঃ।
পোতোঽধিদুরিতাম্বোধিমজ্জমানজনস্য যঃ॥"

অর্থাৎ যেরূপ শ্রীকৃষ্ণ-সদৃশ ঈশ্বর নাই, তদ্রূপ অতীব পাপসমুদ্রে নিমগ্ন ব্যক্তির পক্ষে বৈশাখ-সদৃশ তরণীও আর দৃশ্য হয় না।

এই বৈশাখ মাসে ভক্তি-সহকারে কৃত স্নান, দান, জপ, হোমাদি ক্রিয়া অক্ষয়ফলপ্রদ হইয়া থাকে। তুলারাশিগত সূর্য্যে কার্ত্তিক মাস অপেক্ষা মকররাশিগত ভাস্করে মাঘ মাসে ঐ সকল কর্ম্ম অধিক-ফলপ্রদ হয়, মেষরাশিগত সূর্য্যে বৈশাখ মাসে উহা তদপেক্ষা শতগুণিত অধিক ফলপ্রদ হইয়া থাকে। এই মাসে হবিষ্যভোজন, ব্রহ্মচর্য্যানুষ্ঠান, ভূশয্যা, নিয়মে স্থিতি (সঙ্কল্প-পরিপালন বা একত্রবাসাদি), একভক্তাদি ব্রত পালন, ত্রিসন্ধ্যা অন্ততঃ দুইবার স্নান, ইন্দ্রিয় সংযম, ত্রিসন্ধ্যা ভক্তি-সহকারে শ্রীমধুসূদন পূজন, দ্বিজাতিগণকে তিল, জল, স্বর্ণ, অন্ন, শর্করা, বস্ত্র, ধেনু, পাদুকা, ছত্র, জলপূর্ণ কুম্ভ, মধুসমন্বিত তিল, ঘৃতাদি দানে শ্রীহরি পরম প্রীত হন। বৈশাখে শ্রীহরি স্মরণ করিতে করিতে প্রাতঃ-স্নানের বিশেষ মাহাত্ম্য শাস্ত্রে কীর্ত্তিত হইয়াছে। শুদ্ধভক্তগণ আত্মেন্দ্রিয়-প্রীতিবাঞ্ছামূলক ফলভোগ-প্রত্যাশী না হইয়া কেবল কৃষ্ণেন্দ্রিয়প্রীতিবাঞ্ছা-মূলে ঐ সকল কার্য্য অনুষ্ঠান করিলে ক্রমশঃ তাঁহাদের ভক্তি অবশ্যই উত্তরোত্তর বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইবে।

বৈশাখ মাসে অক্ষয়তৃতীয়া, শ্রীজহ্নুসপ্তমী, শ্রীনৃসিংহ-চতুর্দ্দশী ও মাধবী পূর্ণিমা বা বৈশাখীপূর্ণিমার মাহাত্ম্যের আর অন্ত নাই।

অক্ষয়তৃতীয়া—বৈশাখী শুক্লাতৃতীয়াই 'অক্ষয়তৃতীয়া' বলিয়া উক্ত হইয়াছে। মৎস্য পুরাণে লিখিত আছে—ভগবান্ শ্রীহরি এই শুক্লা তৃতীয়ায় যবের সৃষ্টি ও সত্যযুগের বিধান করেন এবং ত্রিপথগা সুরধুনীকে ব্রহ্মলোক হইতে ধরাধামে অবতরণ করাইয়াছিলেন। এজন্য এই তিথিতে যবদ্বারা হোম ও শ্রীহরির অর্চ্চন বিধেয় এবং দ্বিজাতিগণকেও যবদান পূর্ব্বক সযত্নে যব ভোজন করাইতে হয়।

পদ্মপুরাণে শ্রীবরাহধরণীসংবাদে লিখিত আছে—এই বৈশাখী শুক্লা তৃতীয়া তিথিতে সত্যযুগ প্রবর্ত্তিত হয় এবং এই দিবস হইতেই বেদত্রয়প্রতিপাদ্য ধর্ম্মেরও প্রবর্ত্তন হইয়াছে। এই তিথি শ্রীহরির অত্যন্ত প্রাণ-বল্লভা, ইহাতে স্নান, দান, পূজা, শ্রাদ্ধ, জপ ও পিতৃ-তর্পণাদিতে অক্ষয় ফললাভ হয়। এই তিথিতে যাঁহারা সযত্নে যবদ্বারা শ্রীহরির অর্চ্চনা ও শ্রাদ্ধাদি বিধান করেন এবং যবদান করেন, তাঁহারা ধন্য ও বৈষ্ণব বলিয়া পরিগণিত।

শ্রীজহ্নুসপ্তমী—এই বৈশাখী শুক্লা সপ্তমী তিথিতে মুনিবর শ্রীজহ্নু ক্রোধবশে দ্রবময়ী গঙ্গাদেবীকে পান করিয়া পুনরায় দক্ষিণ কর্ণরন্ধ্রপথ দিয়া তাঁহাকে মুক্ত করেন। এই তিথিতে গঙ্গাস্নান, গঙ্গাপূজা এবং দেবগণ, পিতৃগণ ও মর্ত্ত্যগণকে যথাবিধানে তর্পণাদির বিশেষ মাহাত্ম্য পুরাণাদিতে কীর্ত্তিত হইয়াছে।

শ্রীনৃসিংহ-চতুর্দ্দশী—বৈশাখের শুক্লা চতুর্দ্দশী তিথিতে ভক্তিবিঘ্নবিনাশন ভক্তবৎসল শ্রীনৃসিংহদেব আবির্ভূত হন বলিয়া এই তিথি পরম পবিত্র। বৈষ্ণবগণ ত্রয়োদশী-বিদ্ধা চতুর্দ্দশী বর্জ্জন পূর্ব্বক শুদ্ধা চতুর্দ্দশী তিথিতে প্রভাতে গাত্রোত্থান পূর্ব্বক দন্তধাবনান্তে (উপবাসদিনে কাষ্ঠাদিদ্বারা দন্তধাবন নিষিদ্ধ থাকায় তৃণাদিদ্বারা বোদ্ধব্য) শ্রীনৃসিংহদেবকে হৃদয়ে স্মরণ করিতে করিতে নিয়ম গ্রহণ করিবেন। নিয়ম-মন্ত্র যথা—

"শ্রীনৃসিংহ মহাভীম দয়াং কুরু মমোপরি।
অদ্যাহং তে বিধাস্যামি ব্রতং নির্ব্বিঘ্নতাং নয়॥"

এই দিবস পাপীগণের সহিত বাক্যালাপ ও মিথ্যা-লাপ সর্ব্বতোভাবে বর্জ্জন করিবেন। ব্রতী মহাত্মা ভার্য্যা, ও দ্যূতক্রীড়া বিসর্জ্জন পূর্ব্বক সমস্ত দিবস শ্রীনৃসিংহরূপ স্মরণ করিবেন। মধ্যাহ্নে নদ্যাদির বিমল সলিলে, গৃহে, দেবখাতে (হ্রদাদি অকৃত্রিম জলাশয়ে), কিংবা মনোরম তড়াগে বৈদিক মন্ত্রোচ্চারণ সহকারে স্নান সমাপনান্তে সোত্তরীয় বস্ত্র পরিধান পূর্ব্বক নিত্যক্রিয়ার অর্থাৎ সন্ধ্যাবন্দনাদির অনুষ্ঠান করিবেন। অনন্তর ভক্তিসহকারে শ্রীনৃসিংহপাদপদ্ম ধ্যান করিতে করিতে গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন পূর্ব্বক গোময়োপলিপ্ত পবিত্র ভূমির উপর

অষ্টদল পদ্ম অঙ্কন করিবেন। তদুপরি সরত্ন (অভাবে স্বর্ণখণ্ড, তদভাবে যবসহ) তাম্রকুম্ভ স্থাপন করতঃ তদুপরি আতপতণ্ডুলপূর্ণ পাত্র স্থাপন করিবেন। তদুপরি শ্রীলক্ষ্মীদেবীসহ শ্রীনৃসিংহদেবের স্বর্ণমূর্ত্তি স্থাপন পূর্ব্বক তাঁহাদিগকে পঞ্চামৃতে স্নান করাইয়া ষোড়শোপচারে পূজা সম্পাদন করিতে হইবে। লোভশূন্য, শাস্ত্রজ্ঞ, দান্ত, শান্ত, জিতেন্দ্রিয় ব্রাহ্মণকে আমন্ত্রণ করিয়া তদ্দ্বারা শাস্ত্রোক্তবিধি অনুসারে পূজা করাইতে হইবে। পরে আচার্য্যের আজ্ঞা লইয়া আচার্য্যের পূজার পশ্চাৎ স্বয়ংও পূজা করিতে হইবে। ভক্ত-প্রেমবশ্য ভক্তবৎসল ভগবানের ভক্ত প্রহ্লাদের পূজা প্রথমে করাই বিধেয়। আগমে কথিত হইয়াছে—

"প্রহ্লাদ-ক্লেশনাশায় যা হি পুণ্যা চতুর্দ্দশী।
পূজয়েত্তত্র যত্নেন হরেঃ প্রহ্লাদমগ্রতঃ॥"

অর্থাৎ প্রহ্লাদের ক্লেশ নাশার্থ যে পবিত্রা চতুর্দ্দশীর উদ্ভব, সেই তিথিতে শ্রীনৃসিংহদেবের পূজার পূর্ব্বেই সযত্নে প্রহ্লাদের পূজা কর্ত্তব্য।

শ্রীনৃসিংহদেবের নাম, তদীয় মন্ত্র ও পৌরাণিক-মন্ত্রসমূহদ্বারা ষোড়শোপচারে পূজা বিধেয়। শ্রীহরি-ভক্তিবিলাসে (১৪ শ বিঃ ১৫৫-১৫৬) নয়টি শ্লোকে পূজাবিধিও প্রদত্ত হইয়াছে। তদুদ্ধৃত বৃহন্নারসিংহ পুরাণে উক্ত হইয়াছে—'শ্রীভগবান্ নৃসিংহদেবের রূপ অর্থাৎ মূর্ত্তি পুষ্পস্তবক শোভিত করিয়া ঋতুকালোদ্ভূত পুষ্পদ্বারা যথাবিধি পূজা করিবে।' উক্ত পুরাণোক্ত পূজার মন্ত্র ও এইরূপ —

চন্দনদান-মন্ত্র—চন্দনং শীতলং দিব্যং চন্দ্র (অর্থাৎ কর্পূর)-কুঙ্কুমমিশ্রিতম্। দদামি তে প্রতুষ্ট্যর্থং নৃসিংহ পরমেশ্বর॥

পুষ্প-মন্ত্র—কালোদ্ভবানি পুষ্পাণি তুলস্যাদীনি বৈ প্রভো। পূজয়ামি নৃসিংহেশ (অর্থাৎ হে নৃসিংহ হে ঈশ) লক্ষ্ম্যা সহ নমোহস্তু তে॥

ধূপ-মন্ত্র—কালাগুরুময়ং ধূপং সর্ব্বদেবসুদুর্ল্লভম্। করোমি তে মহাবিষ্ণো সর্ব্বকামসমৃদ্ধয়ে॥

দীপ-মন্ত্র—দীপঃ পাপহরঃ প্রোক্তস্তমসাং রাশিনাশনঃ। দীপেন লভ্যতে তেজস্তস্মাদ্দীপং দদামি তে॥

নৈবেদ্য-মন্ত্র—নৈবেদ্যং সৌখ্যদং চাস্তু ভক্ষ্যভোজ্য-সমন্বিতম্। দদামি তে রমাকান্ত সর্ব্বপাপক্ষয়ং কুরু॥

অর্ঘ্য-মন্ত্র—নৃসিংহাচ্যুত দেবেশ লক্ষ্মীকান্ত জগৎপতে। অনেনার্ঘ্য প্রদানেন সফলাঃ স্যুর্মনোরথাঃ॥

পূজা-মন্ত্র—পীতাম্বর মহাবিষ্ণো প্রহ্লাদভয়নাশকৃৎ। যথা ভূতার্চ্চনে নাথ যথোক্ত ফলদো ভব॥

[টীঃ যথাভূতেন যথোপপন্নেন সম্যক্ সম্পাদয়িতুমশক্তেনার্চ্চনেনাপি।]

অনন্তর গীত ও বাদ্যধ্বনি করতঃ নিশাকালে জাগরণ, পুরাণ-পঠন, নৃত্য ও শ্রীনৃসিংহদেবের কথা (শ্রীমদ্ভাগবত ৭ম স্কন্ধোক্ত) শ্রবণ করিবে। পরদিবস প্রভাতে স্নানান্তে অনলস হইয়া পূর্ব্বকথিত বিধানে সযত্নে শ্রীনৃসিংহদেবের পূজা ভোগরাগাদি সম্পাদন করিবে। অতঃপর শ্রীনৃসিংহপাদ-পদ্মে প্রার্থনা জানাইবে—

"মদ্বংশে যে নরা জাতা যে জনিষ্যন্তি মৎপুরঃ। (১)
তাংস্ত্বমুদ্ধর দেবেশ দুঃসহাদ্ভবসাগরাৎ॥
পাতকার্ণবমগ্নস্য ব্যাধিদুঃখাম্বুরাশিভিঃ।
তীব্রৈস্তু পরিভূতস্য মহাদুঃখগতস্য মে॥
করাবলম্বনং দেহি শেষশায়িন্ জগৎপতে।
শ্রীনৃসিংহ রমাকান্ত ভক্তানাং ভয়নাশন॥
ক্ষীরাম্বুধিনিবাস ত্বং প্রীয়মাণো জনার্দ্দন।
ব্রতেনানেন মে দেব ভুক্তিমুক্তিপ্রদো ভব॥"

(১) [পুরঃ—অগ্রে বা পরে]

[শুদ্ধভক্তিপথানুগামী ভক্তগণ 'ভুক্তি'-শব্দে ভক্তি-অনুকূল যথাযোগ্য বিষয় অনাসক্তভাবে গ্রহণ ব্যতীত ভক্তিপ্রতিকূল ঐহিক ও পারত্রিক রাজ্য ঐশ্বর্য্য ও স্বর্গাদি সুখভোগলালসা বুঝিবেন না। 'মুক্তি'-শব্দেও 'মুক্তির্হিত্বান্যথারূপং স্বরূপেণ ব্যবস্থিতিঃ' (ভাঃ ২।১০।৬) অর্থাৎ "অন্যপ্রকার রূপ পরিত্যাগ-পূর্ব্বক স্বস্বরূপে ব্যবস্থিতির (বিশেষভাবে অবস্থানের) নামই মুক্তি" (চৈঃ চঃ ম ২৪।১৩০ অঃ প্রঃ ভাঃ) এইরূপ বুঝিতে হইবে। অর্থাৎ অবিদ্যাদ্বারা অধ্যস্ত কর্ত্তৃত্বাভিমান পরিত্যাগপূর্ব্বক ভগবদ্দাস্যে শুদ্ধজীবস্বরূপে বিশেষভাবে অবস্থান অর্থাৎ স্বরূপসাক্ষাৎকারই মুক্তি। "সাযুজ্য

শুনিতে ভক্তের হয় ঘৃণা লজ্জা ভয়। নরক বাঞ্ছয় তবু সাযুজ্য না লয়॥" অন্য চারিপ্রকার বৈকুণ্ঠের মুক্তিও (সার্ষ্টি, সারূপ্য, সালোক্য, সামীপ্য) কৃষ্ণভক্তকে দিলেও তিনি কৃষ্ণসেবা ব্যতীত তৎসমুদয়ের প্রার্থী হইতে চাহেন না। শ্রীমন্মহাপ্রভু আত্মারামাশ্চ শ্লোক ব্যাখ্যা-প্রসঙ্গে মুক্তি সম্বন্ধে অনেকবিচার শ্রবণ করাইয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন—

কৃষ্ণবহির্ম্মুখতা-দোষ মায়া হৈতে হয়।
কৃষ্ণোন্মুখী মুক্তি হৈতে মায়া-মুক্তি হয়॥
ভক্তিবিনা মুক্তি নাহি, ভক্ত্যে মুক্তি হয়।
তবে মুক্তি পাইলে অবশ্য কৃষ্ণ ভজয়॥

— চৈঃ চঃ ম ২৪।১৩১,১৩৪

শ্রীভগবান্ নৃসিংহপাদপদ্মে এবম্বিধা প্রার্থনা জ্ঞাপন পূর্ব্বক ব্রতী উপহারাদি যাবতীয় দ্রব্য আচার্য্যকে নিবেদন করিবেন এবং দক্ষিণা প্রভৃতি দ্বারা ব্রাহ্মণ-গণকে সন্তুষ্ট করিয়া শ্রীভগবদ্ধ্যান-নিবিষ্টচিত্তে বন্ধুবর্গের সহিত প্রসাদ সম্মান করিবেন।

শুদ্ধা ভক্তিপ্রয়াসী ভক্তবৃন্দ শ্রীনৃসিংহপাদ-পদ্মে ভক্তি-বিঘ্ন-স্বরূপ কামাদিরিপুষট্‌কের বিনাশ প্রার্থনা করিয়া থাকেন।

মাধবী পূর্ণিমা— অথ মাধবী বা বৈশাখী পূর্ণিমার মাহাত্ম্য পদ্মপুরাণে শ্রীযমব্রাহ্মণ-সংবাদে এইরূপ কথিত হইয়াছে যে,—মেষসংক্রমণ হইতে আরম্ভ করিয়া ত্রিশৎসংখ্যকা উত্তমা তিথি সর্ব্বযজ্ঞ হইতেও সমধিক পুণ্যস্বরূপা। তন্মধ্যেও আবার মাধবপ্রিয়া মাধবী-পূর্ণিমা অধিকতর পুণ্য-স্বরূপিণী। এই তিথি বরাহকল্পের আদি ও মহাফলদায়িনী রূপে খ্যাতা। এই বৈশাখী পূর্ণিমা যাঁহার স্নানদান অর্চ্চন শ্রাদ্ধক্রিয়াদি পুণ্যকর্ম্মানুষ্ঠান বিবর্জ্জিত হইয়া অতিবাহিত হয়, তিনি নিশ্চিতই নিরয়গামী হইয়া থাকেন।

"ন বেদেন সমং শাস্ত্রং ন তীর্থং গঙ্গয়া সমম্।
ন দানং জল-গো-তুল্যং ন বৈশাখীসমা তিথিঃ॥"

অর্থাৎ যেমন বেদের সমান শাস্ত্র নাই, গঙ্গার সমান তীর্থ নাই, জলদান তথা গোদান-তুল্য দান নাই, তদ্রূপ বৈশাখী-পূর্ণিমা-তুল্য তিথিও আর নাই। এসম্বন্ধে একটি আখ্যায়িকা আছে যে—কোন শ্রোত্রিয় বিপ্র পূর্ব্বজন্মে নিখিল বৈদিক কৃত্য করিলেও পৌরাণিক বৈশাখী-পূর্ণিমাকৃত্য একটিও পালন করেন নাই, তজ্জন্য তাঁহার সমস্ত বৈদিক কৃত্য নিষ্ফল হইয়া গিয়াছিল, পরন্তু ভগবৎপ্রিয় বৈশাখ-অনাদর-হেতু তাঁহাকে প্রেতত্ব লাভ করিতে হইয়াছিল। পথি-মধ্যে দুষ্ট ধনশর্ম্মার প্রতি প্রেতোক্তি আছে যে, আমি স্নানদানশ্রাদ্ধাদিক্রিয়া-পূজাদি-রূপ সুকৃতদ্বারা একটি-মাত্রও পূর্ণফলপ্রদা বৈশাখী-পূর্ণিমা পালন করি নাই, তজ্জন্য মদনুষ্ঠিত যাবতীয় বৈদিক কর্ম্মই নিষ্ফল হইয়া গিয়াছে এবং বৈদিকত্ব অভিমান-হেতু আমাকে 'বৈশাখ' নামক প্রেত হইয়া জন্ম গ্রহণ করিতে হইয়াছে। বৈশাখী-পূর্ণিমায় ব্রত-বর্জ্জিত ব্যক্তি শাখী অর্থাৎ বৃক্ষ-জন্ম লাভ করে এবং তাহাকে দশজন্ম তির্য্যক্ যোনিতে জন্ম লাভ করিতে হয়।

আমাদের বৈশাখী-পূর্ণিমা দিবসে শ্রীশ্রীকৃষ্ণের ফুলদোল ও সলিলবিহার উৎসব এবং শ্রীল মাধবেন্দ্র পুরীপাদ তথা শ্রীল শ্রীনিবাস আচার্য্যের আবির্ভাব ও শ্রীল পরমেশ্বরীদাস ঠাকুরের তিরোভাব-তিথিপূজা পালিত হইয়া থাকে। শ্রীবুদ্ধদেবের আবির্ভাব তিথি শ্রীবুদ্ধপূর্ণিমাও অদ্য পালিত হন। অদ্যাবধি ২৫২১ বুদ্ধাব্দ আরম্ভ।

পূর্ব্বোক্ত 'অক্ষয় তৃতীয়া' তিথিতে শ্রীশ্রীজগন্নাথ-দেবের ২১ দিন ব্যাপী চন্দনযাত্রা উৎসবের শুভারম্ভ হয়। শ্রীজগন্নাথ অদ্য হইতে ২১ দিন চন্দন পরিয়া নরেন্দ্র-সরোবরে সলিল-বিহার করিয়া থাকেন। এজন্য ঐ সরোবরকে চন্দন-সরোবরও বলিয়া থাকে। এই দিবস শ্রীবদরীবিশালক্ষেত্রে শ্রীবদরীকাশ্রমে ছয়মাস পরে শ্রীবদরীনারায়ণের মন্দির-দ্বারও উন্মুক্ত হয়। ছয়মাস পূর্ব্বে মন্দিরদ্বার রুদ্ধ করিবার সময়ে যে পাঁচ পোয়া ঘৃতের প্রদীপ প্রজ্বালিত করা হয়, সেই প্রদীপ ছয়মাসব্যাপী সমভাবেই মন্দির গর্ভে প্রজ্বলিত থাকে। এই দীপ কখনও নির্ব্বাপিত হয় না। ইহাকে অখণ্ড প্রদীপ বলে। ছয়মাস মন্দির বরফাচ্ছন্ন থাকে বলিয়া পূজারী সেবকেরা কেহই

তথায় থাকিতে পারেন না। কথিত আছে, এই ছয়মাস দেবতারা শ্রীনারায়ণের সেবা করিয়া থাকেন। ছয়মাসের ভোগের দ্রব্য মন্দিরে রাখিয়া পাণ্ডারা মন্দিরদ্বার রুদ্ধ করেন। অন্যসময়ে প্রদীপে মধ্যে মধ্যে ঘৃত যোগাইতে হয়, কিন্তু ঐ ছয়মাস মাত্র পাঁচপোয়া ঘৃতেই প্রদীপ সর্ব্বসময়ে অখণ্ডভাবে প্রজ্বলিত থাকে।

সমস্ত বৈশাখকৃত্য যাঁহারা পালন করিতে অক্ষম হন, তাঁহাদের সম্বন্ধে উক্ত যম-ব্রাহ্মণ-সংবাদে লিখিত আছে—কি নর বা কি নারী, যে কেহ হউন, যাবতীয় নিয়মপালনে অসমর্থ হইলে বৈশাখী শুক্লা-ত্রয়োদশী, চতুর্দ্দশী ও পৌর্ণমাসী—এই দিবসত্রয়ে নিয়মবান্ হইয়া প্রাতঃস্নান করিলে সমস্ত পাতক হইতে মুক্ত হইয়া অক্ষয় স্বর্গ অর্থাৎ শ্রীবৈকুণ্ঠগতি লাভ করেন। বৈশাখী-পূর্ণিমায় অসমর্থ ব্যক্তি দশটী ব্রাহ্মণ-ভোজন করাইবেন।

অবশ্য সম্পত্তিমন্ত গৃহস্থ ভক্তগণের জন্যই শ্রীহরিভক্তি-বিলাসে নানা বিধিনিষেধাত্মক অর্চ্চনাদি কৃত্যের ব্যবস্থা প্রদত্ত হইয়াছে। সর্ব্বত্যাগী উদাসীন একান্তী ভক্তগণের শ্রীহরির স্মরণ-কীর্ত্তনই প্রধান ভজন, তাঁহাদের অন্য কোন কার্য্য রুচিপ্রদ হয় না। তবে বৈষ্ণব-সদাচারসমূহকে তাঁহারা অনাদর করেন না। বৈষ্ণবস্মৃতিরাজ শ্রীহরিভক্তিবিলাসের উপসংহারে লিখিত আছে—

"এবমেকান্তিনাং প্রায়ঃ কীর্ত্তনং স্মরণং প্রভোঃ।
কুর্ব্বতাং পরমপ্রীত্যা কৃত্যমন্যন্ন রোচতে॥"

অর্থাৎ এইপ্রকারে যেসমস্ত কৃষ্ণৈকনিষ্ঠ একান্তীভক্ত পরমপ্রীতিসহকারে প্রভু শ্রীহরির কীর্ত্তন ও স্মরণ করেন, তাঁহাদের অন্য কোন কৃত্য রুচিপ্রদ হয় না।

নামানুরাগী নামভজননিষ্ঠ ভক্তগণ নামভজন-দ্বারাই সকলভক্ত্যঙ্গ যাজন করেন। নামগ্রহণ সত্ত্বেও কোন ভক্ত্যঙ্গ অপূর্ণ থাকিল বলিয়া তাঁহারা মনে করেন না—

"নববিধা ভক্তি পূর্ণ নাম হৈতে হয়॥"

প্রশ্ন-উত্তর

[পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিময়ূখ ভাগবত মহারাজ]

প্রঃ— ভক্তিতে বিশেষ লক্ষণ কি?

উঃ—শাস্ত্র বলেন—

ভজনে কৃষ্ণসুখে তাৎপর্য্যং, ন তু স্বসুখে। সতত গুরুকৃষ্ণের সুখের জন্য যত্ন বা তৎপরতা এবং স্বসুখের জন্য যত্ন বা ইচ্ছা পরিত্যাগ,—এই দুইটীই বিশেষ লক্ষণ। ইহার মধ্যে প্রথমটী Positive অর্থাৎ মুখ্য লক্ষণ, দ্বিতীয়টী Negative অর্থাৎ গৌণ লক্ষণ।

আনুকূল্যে কৃষ্ণানুশীলনই ভক্তির মুখ্য লক্ষণ, অন্য বাঞ্ছা, অন্য পূজা প্রভৃতি পরিত্যাগ ভক্তির গৌণ লক্ষণ বা তটস্থ লক্ষণ।

শাস্ত্র বলেন—

"অন্যাভিলাষিতাশূন্যং জ্ঞানকর্ম্মাদ্যনাবৃতম্।
আনুকূল্যেন কৃষ্ণানুশীলনং ভক্তিরুত্তমা॥

অন্য বাঞ্ছা, অন্য পূজা, ছাড়ি' জ্ঞান-কর্ম্ম।
আনুকূল্যে সর্ব্বেন্দ্রিয়ে কৃষ্ণানুশীলন॥

শ্রবণাদি-ক্রিয়া ভক্তির স্বরূপলক্ষণ।
তটস্থ লক্ষণে উপজয় প্রেমধন॥

ভুক্তি-মুক্তি-স্পৃহা যাবৎ পিশাচী হৃদি বর্ত্ততে।
তাবদ্ভক্তিসুখস্যাত্র কথমভ্যুদয়ো ভবেৎ॥"

নিজ ইন্দ্রিয়তর্পণস্পৃহা থাকিলে ভক্তিসুখ অনুভব হয় না। যেখানে স্বসুখবাঞ্ছা আছে, সেখানে শুদ্ধ ভক্তির কোন কথা নাই। এজন্য শুদ্ধ ভক্তগণ নিষ্কাম। মদীশ্বর শ্রীল প্রভুপাদ বলিতেন—'জাগতিক সুখ-দুঃখ Overcome বা অতিক্রম করিতে না পারিলে সেবাসুখ লাভ হয় না।' শাস্ত্র বলেন—

"ভুক্তি-মুক্তি-আদি বাঞ্ছা যদি মনে হয়।
সাধন করিলে প্রেম, উৎপন্ন না হয়
সাধনাগ্রহ বিনা ভক্তি না জন্মায় প্রেমে।
নিষ্ঠা হৈতে উপজয় প্রেমের তরঙ্গ।
সেই 'শুদ্ধভক্ত', যে তোমা ভজে তোমা লাগি।
আপনার সুখ-দুঃখে নহে ভোগভাগী॥
কাম-ছাড়ি কৃষ্ণ ভজে, পায় কৃষ্ণরসে।
সাধুসঙ্গ-কৃপা কিংবা কৃষ্ণের কৃপায়।
কামাদি দুঃসঙ্গ ছাড়ি' শুদ্ধভক্তি পায়॥
দুঃসঙ্গ কহিয়ে কৈতব, আত্মবঞ্চনা।
কৃষ্ণ, কৃষ্ণভক্তি বিনা অন্য কামনা॥
কাম ছাড়ি' কৃষ্ণ ভজে শাস্ত্র-আজ্ঞা মানি।
দেব-ঋষি-পিত্রাদিকের কভু নহে ঋণী॥
কৃষ্ণভক্ত নিষ্কাম অতএব শান্ত।
ভুক্তি-মুক্তি-সিদ্ধিকামী সকলই অশান্ত॥" (চৈঃ চঃ)
আশা হি পরমং দুঃখং, নৈরাশ্যং পরমং সুখম্।
কামনাই দুঃখ, নিষ্কামতাই শান্তি বা সুখ।
স্বসুখস্পৃহাই দুঃখের মূল ; কৃষ্ণসুখবাঞ্ছাই সুখের হেতু।
'কৃষ্ণেন্দ্রিয়-প্রীতি ইচ্ছা ধরে প্রেম নাম'।

প্রঃ— ভক্তের বিচার কিরূপ ?

উঃ— ভক্তগণ নিজ সুখ চান না। ভগবানের সুখেই ভক্তের সুখ হয়। তাই শ্রীশচীদেবী বলিয়াছেন—

আপনার সুখ-দুঃখ তাহা নাহি গণি।
প্রভুর যাতে সুখ, তাহা নিজ সুখ মানি॥ (চৈঃ চঃ)

শ্রীরাধারাণীও বলিয়াছেন—

মোরে যদি দিয়া দুঃখ, কৃষ্ণের হইল মহা-সুখ,
সেই দুঃখ মোর সুখবর্য্য।
(চৈঃ চঃ)

মহাজনেও গাহিয়াছেন—

"তোমার সেবায়, দুঃখ হয় যত,
সেও ত' পরমসুখ।
সেবা-সুখ-দুঃখ, পরম সম্পদ,
নাশয়ে অবিদ্যা-দুঃখ॥"

শাস্ত্র আরও বলেন—

"সেই, 'শুদ্ধভক্ত' যে তোমা ভজে তোমা লাগি।
আপনার সুখ-দুঃখে নহে ভোগভাগী॥" (চৈঃ চঃ)

জগদ্‌গুরু শ্রীলভক্তিবিনোদ ঠাকুরও গাহিয়াছেন—

যাহে তাঁর সুখ হয়, সেই সুখ মম।
নিজ সুখ-দুঃখে মোর সর্ব্বদাই সম॥
(গীতাবলী)

প্রঃ—'হরি'-শব্দের অর্থ কি ?

উঃ—শাস্ত্র বলেন—

"হরি-শব্দে নানার্থ, দুই মুখ্যতম।
সর্ব্ব অমঙ্গল হরে, প্রেম দিয়া হরে মন॥
যৈছে তৈছে যোহি কোহি করয়ে স্মরণ।
চারিবিধ তাপ তার করে সংহরণ॥
তবে করে ভক্তিবাধক কর্ম্ম, অবিদ্যা নাশ।
শ্রবণাদ্যের ফল 'প্রেমা' করয়ে প্রকাশ॥
নিজগুণে তবে হরে দেহেন্দ্রিয়-মন।
ঐছে কৃপালু কৃষ্ণ, ঐছে তাঁর গুণ॥
চারি পুরুষার্থ ছাড়ায়, হরে সবার মন।
হরি-শব্দের এই মুখ্য কহিলুঁ লক্ষণ॥"
(চৈঃ চঃ ম ২৪।৫৫-৬১)

প্রঃ—অহৈতুকী মানে কি ?

উঃ শাস্ত্র বলেন—

"হেতু-শব্দে কহে ভুক্তি-আদি বাঞ্ছান্তরে।
ভুক্তি, মুক্তি, সিদ্ধি, মুখ্য এ তিন প্রকারে॥
এক ভুক্তি কহে, ভোগ—অনন্ত প্রকার।
সিদ্ধি—অষ্টাদশ, মুক্তি—পঞ্চবিধাকার॥
এই যাঁহা নাহি, সেই ভক্তি—অহৈতুকী।
যাহা হৈতে বশ হয় শ্রীকৃষ্ণ কৌতুকী॥"
(চৈঃ চঃ ম ২৪।২৭-২৯)

প্রঃ—সর্ব্বক্ষণ হরিনাম করিলে কি ফল হয় ?

উঃ—শাস্ত্র বলেন—

"নিরন্তর কর কৃষ্ণনাম সংকীর্ত্তন।
হেলায় মুক্তি পাবে, পাবে প্রেমধন॥
নামাপরাধযুক্তানাং নামান্যেব হরন্ত্যঘম্।
অবিশ্রান্তপ্রযুক্তানি তান্যেবার্থকরাণি চ॥"

শ্রীসনাতন-টীকা — অর্থকরাণি সর্ব্বপ্রয়োজন-সম্পাদকানি।

সর্ব্বক্ষণ হরিনাম করিলে জীবের কোন অসুবিধা ত' থাকেই না, উপরন্তু যাবতীয় মঙ্গল লাভ হইয়া থাকে। নিরন্তর হরিনাম করিলে সর্ব্বার্থসিদ্ধি হয়। সর্ব্বক্ষণ শ্রীনামকীর্ত্তনের ফলে ধর্ম্ম লাভ হয়, অর্থ লাভ হয়, যাবতীয় কামনা পূর্ত্তি হয়, সংসার হৈতে মুক্তি লাভ হয়, যাবতীয় অমঙ্গল নাশ ও অনর্থ-নিবৃত্তি হয়, শুদ্ধভক্তি হয়, প্রেমভক্তি লাভ হয় এবং অনায়াসে ভগবান্‌কে লাভ করা যায়।

সবসময় হরিনাম করিলে লোকের দুঃখ, বিপদ, অশান্তি, উদ্বেগ, অভাব, দুর্ব্বলতা, চাঞ্চল্য, স্বসুখবাঞ্ছা, অপরাধ, ভোগবাসনা, অনর্থ, বিষয়াসক্তি, দেহাসক্তি, অহঙ্কার, অভিমান, দুশ্চিন্তা, রোগ, পাপ প্রভৃতি সবই দূর হয়।

নিরন্তর হরিনাম করার ফলে গুরুনিষ্ঠা, কৃষ্ণনিষ্ঠা, ভক্তিনিষ্ঠা, অচলাভক্তি, শাস্ত্রে সুদৃঢ় বিশ্বাস, অন্তরে বাহিরে ভগবদ্দর্শন সবই হয়।

শাস্ত্র আরও বলেন

"নামসংকীর্ত্তনে হয় সর্ব্বানর্থ নাশ।
সর্ব্বশুভোদয় কৃষ্ণে প্রেমের উল্লাস॥
সংকীর্ত্তন হৈতে পাপ সংসার নাশন।
চিত্তশুদ্ধি, সর্ব্বভক্তিসাধন-উদ্গম॥
কৃষ্ণপ্রেমোদ্গম, প্রেমামৃত-আস্বাদন।
কৃষ্ণপ্রাপ্তি, সেবামৃত-সমুদ্রে মজ্জন॥"

(চৈঃ চঃ অঃ ২০।১১ ১৩, ১৪)

ওড়িষ্যার কোরাপুট জেলায় সপার্ষদে শ্রীল আচার্য্যদেব

[২য় সংখ্যায় প্রকাশিত সংবাদের পরিশিষ্ট সম্পাদক কর্ত্তৃক প্রেরিত সংবাদাবলম্বনে]

'নৈতিক পুনরুত্থান সমিতি'র উদ্যোগে ওড়িষ্যার কোরাপুট জেলান্তর্গত মহকুমাসদর রয়াগদা সহরে বিগত ৯ মার্চ্চ হইতে ১১ মার্চ্চ পর্য্যন্ত রেল ময়দানস্থ বিশাল সভামণ্ডপে যে দিবসত্রয়ব্যাপী ধর্ম্মসম্মেলন হয়, তাহাতে পৌরোহিত্য করেন, যথাক্রমে—নিখিল ভারত শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠানের অধ্যক্ষ পরিব্রাজকাচার্য্য ওঁ ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজ, দক্ষিণাত্যের কবিযোগী মহর্ষি শ্রীশুদ্ধানন্দ ভারতী এবং কটক হাইকোর্টের প্রাক্তন বিচারপতি ও বহরমপুর (গঞ্জাম) বিশ্ববিদ্যালয়ের বর্ত্তমান উপাচার্য্য শ্রীবালকৃষ্ণ পাত্র। শ্রীল আচার্য্যদেব তাঁহার অভিভাষণে বলেন—"যেখানে একাধিক ব্যক্তির অবস্থান সেখানে নীতির আবশ্যকতা, নতুবা শান্তিতে বসবাস সম্ভব নহে। দেশভেদে, জাতিভেদে নীতি পৃথক্ পৃথক্ হইলেও নীতির মূল ভিত্তি বাস্তব ঈশ্বর বিশ্বাসে নিহিত। উক্ত ঈশ্বরবিশ্বাসরূপ মূল নীতি হইতে বিচ্যুতি ঘটায়, মনুষ্যসমাজে সর্ব্বস্তরে বিশৃঙ্খলা দৃষ্ট হইতেছে। নৈতিক পুনরুত্থান সমিতি উক্ত ঈশ্বরবিশ্বাসকে পুনঃ সংস্থাপনের চেষ্টায় উদ্যোগী হইয়াছেন, ইহা প্রশংসার্হ। একজন সর্ব্বশক্তিমান্, সর্ব্বদ্রষ্টা, সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বনিয়ন্তা পুরুষ আছেন—এই বিশ্বাস জীবকে পাপাদি কার্য্য হইতে স্বাভাবিকভাবে নিবৃত্ত করে। কিন্তু এতৎসম্পর্কে একটী বিষয়ে আমি চিন্তাশীল ব্যক্তিগণের অভিনিবেশ প্রার্থনা করি—যাঁহারা জীবকে ভগবান্ বলেন বা ভগবান্ হবেন বলেন, তাঁহাদের ঐ সব বাক্যের পরিণতি কি ভাবিয়া দেখিতে। ঐ সব বাক্যের যে প্রকার ব্যাখ্যাই আমরা করি না কেন, তাহার দ্বারা নীতির মূল ভিত্তি ভগবদ্বিশ্বাস বিনষ্ট হয় না কি? জীব নিজেই ভগবান্ হইলে, কাহার দ্বারা সে নিয়ন্ত্রিত হইবে? সমাজের লোকের ভগবত্তত্ত্ববোধে যাহাতে বিভ্রান্তি সৃষ্টি না হয়, তদ্বিষয়ে গভীরভাবে চিন্তা করিয়াই ধর্ম্ম-সম্বন্ধীয় প্রবক্তাগণকে জনসমাবেশে ভাষণ দেওয়া উচিত, নতুবা হিতে বিপরীত হইবে।"

ধর্ম্মসভায় যাঁহারা বিভিন্ন ভাষায় বক্তৃতা করেন,

তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য—কটক হাইকোর্টের মাননীয় বিচারপতি শ্রীরঙ্গনাথ মিশ্র, প্রাক্তন এম্‌-এল্‌-এ পণ্ডিত শ্রীরঘুনাথ মিশ্র, পদ্মশ্রী শ্রীসদাশিব রথ শর্ম্মা, অধ্যাপক শ্রীরাজকিশোর রায়, অধ্যাপক শ্রীরঙ্গধর সারঙ্গী, ত্রিমালী মঠের শ্রীমহন্ত মহারাজ, শ্রীএন্, মল্লিকার্জ্জুন স্বামী, স্বামী আত্মানন্দজী, শ্রী ভি, কৃষ্ণমূর্ত্তি শাস্ত্রী প্রভৃতি। শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠের সম্পাদক ইংরাজীতে ও মঠের সহ-সম্পাদক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিপ্রসাদ পুরী মহারাজ হিন্দীতে বক্তৃতা করেন।

নৈতিক পুনরুত্থান সমিতি কি উদ্দেশ্যে সংস্থাপিত হইয়াছে, তদ্বিষয় মাননীয় বিচারপতি **শ্রীরঙ্গনাথ মিশ্র** তাঁহার ইংরাজী ভাষায় প্রদত্ত প্রাঞ্জল গাম্ভীর্য্যপূর্ণ ভাষণে সুন্দর ভাবে বুঝাইয়া দেন। তিনি তাঁহার ভাষণে বলেন—"আমি একজন সাধারণ ব্যক্তি। দুইটী কারণে আমি এখানে এসেছি—যেভাবে আমাদের জীবনযাত্রা বর্ত্তমানে নির্ব্বাহ হচ্ছে, তা' ঠিক নহে; তবে ঠিক রাস্তা কি? ইহাই আমার জিজ্ঞাস্য। আজ পর্য্যন্ত সন্তোষজনক উত্তর পাই নাই। সমস্ত ধর্ম্মমতেই গ্রহণযোগ্য সার কথা আছে, ইহা আমি বিশ্বাস করি। সারগ্রাহী সার বস্তুই গ্রহণ করেন, অসার বস্তু লইয়া বৃথা বিবাদ বা কলহ করেন না। যে শান্তি আমাদের মৃগ্য, তা' পার্থিব সম্পদের প্রাচুর্য্যের দ্বারা লভ্য নহে। প্রকৃতপক্ষে দারিদ্র্যের বাস্তব অধিষ্ঠান নাই। দারিদ্র্য মনেতে। অসন্তোষই দারিদ্র্য। অপরের সুখদুঃখের প্রতি উদাসীন থেকে স্বতন্ত্রভাবে আমি সুখী হ'ব, ইহা কখনও সম্ভব নহে। আমরা প্রত্যেকে একই পরমেশ্বর হ'তে এসেছি। পরমেশ্বর সম্বন্ধে সর্ব্বজীবে প্রীতি, ধর্ম্মের মূল কথা। সমস্ত তথাকথিত আপেক্ষিক ধর্ম্ম পরিত্যাগ ক'রে পরমেশ্বর শ্রীকৃষ্ণে প্রপত্তি গীতার চরম পরম উপদেশ। দিব্য-জীবনের ভিত্তি উহাই।"

শেষ অধিবেশনে সভাপতি প্রাক্তন বিচারপতি শ্রীবালকৃষ্ণ পাত্র তাঁহার নাতিদীর্ঘ অভিভাষণের পর সমিতির সর্ব্বসম্মতিক্রমে গৃহীত প্রস্তাবসমূহ পঠিত হয়। প্রস্তাবসমূহের মধ্যে উল্লেখযোগ্য—বিদ্যালয়সমূহে সংস্কৃত-শিক্ষার বাধ্যতামূলক প্রবর্ত্তন।

শ্রীল আচার্য্যদেব সমভিব্যাহারে যাঁহারা গিয়াছিলেন তাঁহারা—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিশরণ ত্রিবিক্রম মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিললিত গিরি মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসুহৃদ দামোদর মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিজ্ঞান ভারতী মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রসাদ পুরী মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবৈভব অরণ্য মহারাজ, শ্রীমঠের সম্পাদক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ, যুগ্মসম্পাদক মহোপদেশক শ্রীপাদ মঙ্গলনিলয় ব্রহ্মচারী বিদ্যারত্ন ভক্তিশাস্ত্রী, শ্রীমদনগোপাল ব্রহ্মচারী, শ্রীগোলোক নাথ ব্রহ্মচারী, শ্রীপরেশানুভব ব্রহ্মচারী, শ্রীঅরবিন্দলোচন ব্রহ্মচারী, শ্রীভাগবতদাস ব্রহ্মচারী, শ্রীকৃষ্ণদাস ব্রহ্মচারী, শ্রীনন্দদুলাল ব্রহ্মচারী ও শ্রীরামগোপাল ব্রহ্মচারী।

স্থানীয় Sugar Mill এর মনোজ্ঞ অতিথিভবনে শ্রীল আচার্য্যদেব ও তৎপার্ষদবৃন্দ এবং কতিপয় বিশিষ্ট অতিথির থাকিবার সুব্যবস্থা হয়।

সমিতির আগ্রহক্রমে প্রত্যহ প্রাতে সহরের বিভিন্ন অঞ্চলে শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠের সন্ন্যাসী ও ব্রহ্মচারী ভক্তবৃন্দ নগর কীর্ত্তন করেন। নগরকীর্ত্তনের পথনির্দ্দেশকরূপে ছিলেন—পদ্মশ্রী শ্রীসদাশিব রথশর্ম্মা এবং অপর একটী ভক্ত।

শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয়মঠ, চণ্ডীগড় শাখার বার্ষিক অনুষ্ঠান

পরমারাধ্য শ্রীল আচার্য্যদেব শ্রীমদ্ভক্তিপ্রপন্ন দণ্ডী মহারাজ, শ্রীমদ্ভক্তিশরণ ত্রিবিক্রম মহারাজ, শ্রীমদ্ ভক্তিললিত গিরি মহারাজ, শ্রীমদ্ ভক্তিপ্রসাদ পুরী মহারাজ, শ্রীমদ্ ভক্তিবিজ্ঞান ভারতী মহারাজ এবং শ্রীমন্মঙ্গলনিলয় ব্রহ্মচারী বিদ্যারত্ন আদি ৯ মূর্ত্তি সন্ন্যাসী ও ব্রহ্মচারীসহ ২২ মার্চ্চ মঙ্গলবার কলিকাতা হইতে

হাওড়া—দিল্লী-কাল্কা মেইলে চণ্ডীগড়স্থ শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের বার্ষিক উৎসব উপলক্ষে যাত্রা করেন। ২৩ মার্চ্চ রাত্রি ৭-৩০টায় দিল্লীষ্টেশন প্লাট্‌ফর্ম্মে গাড়ী প্রবেশ করিলে শ্রীল আচার্য্যদেবের চরণাশ্রিত দিল্লী-বাসী বহু বিশিষ্ট নরনারী সংকীর্ত্তন-যোগে সপার্ষদ শ্রীল আচার্য্যদেবকে স্বাগত করেন। অতঃপর শ্রীল আচার্য্যদেব গাড়ী হইতে প্লাট্‌ফর্ম্মে অবতরণ করিলে তদুপরি বহুক্ষণ যাবৎ পুষ্পবৃষ্টি হইতে থাকে এবং তাঁহার গলদেশও অগণিত পুষ্পমাল্যাদি দ্বারা বিভূষিত হয় রাত্রি ১০-৪৫ মিঃ পর্য্যন্ত মেইলটী তথায় অবস্থান করিয়া চণ্ডীগড় মুখী হয়। এই অবকাশে দিল্লীবাসী ভক্তবৃন্দ গৃহ হইতে আনীত বিবিধ উপাদেয় ভোজন সামগ্রী দ্বারা সমাগত সন্ন্যাসী ও ব্রহ্মচারিগণের সেবা করেন। চণ্ডীগড় ষ্টেশনে গাড়ী ভোর ৫টায় প্রবেশ করে। স্থানীয় শ্রীমঠের সন্ন্যাসী ও ব্রহ্মচারিগণ তথাকার ভক্তবৃন্দসহ পূর্ব্ব হইতেই ষ্টেশনে সংকীর্ত্তন, পুষ্পমাল্য ও ৪খানি প্রাইভেট কার লইয়া শ্রীল আচার্য্যদেবের প্রতীক্ষা করিতেছিলেন। যথাসত্বর তাঁহারা সমাগত সকলকে শ্রীমঠে লইয়া আসেন। তখন সবেমাত্র শ্রীবিগ্রহগণের মঙ্গল-আরতি আরম্ভ হইয়াছে। আরাত্রিকান্তে সকলে কীর্ত্তন-সহযোগে শ্রীমন্দির প্রদক্ষিণ ও প্রণাম করতঃ শ্রীমঠের নির্দ্দিষ্ট কক্ষে প্রবেশ করেন।

২৫ মার্চ্চ হইতে ২৯ মার্চ্চ পর্য্যন্ত উক্ত মঠের বার্ষিক উৎসব উপলক্ষে আয়োজিত ৫টী বিরাট্ ধর্ম্ম-সভায় যথাক্রমে—চণ্ডীগড় ইউনিয়ন টেরিটরির চিফ্ কমিশনার শ্রী টি, এন্, চতুর্ব্বেদী ; হরিয়ানার রাজ্যপাল শ্রীজয়সুখ লাল হাথী ; চণ্ডীগড়ের অবসরপ্রাপ্ত চিফ্ ইঞ্জিনিয়র পদ্মভূষণ পি, এল, ভর্ম্মা ; সিনিয়র এ্যাড্-ভোকেট্ শ্রীহীরালাল সিব্বল ; পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য্য ডঃ আর, সি, পাল সভাপতির আসন অলঙ্কৃত করেন এবং পাঞ্জাব-হরিয়ানার মুখ্যধর্ম্মাধি-করণের মাননীয় বিচারপতি শ্রী এম, আর, শর্ম্মা ; চণ্ডীগড় পুলীশ বিভাগের অধীক্ষক শ্রীগৌতম কাউল ; বিচার-পতি এম, পি, গোয়েল ; অধ্যাপক ডঃ ভি, সি, পাণ্ডে মহোদয়গণ যথাক্রমে প্রধান অতিথির আসন গ্রহণ করেন। ৫ দিবসের ৫টী বক্তব্যবিষয় যথাক্রমে— (১) শ্রীভগবৎ-সেবাই মানবজাতির প্রকৃত সেবা, (২) মনুষ্যজীবনের বৈশিষ্ট্য (৩) শ্রেয়ঃ ও প্রেয়ঃ (৪) শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষা ও বিশ্বশান্তি (৫) কলি-যুগ ও শ্রীহরিনাম-সংকীর্ত্তন বিজ্ঞাপিত ছিল। বিভিন্ন দিবসের নির্দ্দিষ্ট বক্তৃমহোদয়গণ বক্তব্য বিষয়ের উপর বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ হইতে আলোক সম্পাত করেন। শ্রীল আচার্য্যদেব তাঁহার প্রথমদিবসের অভিভাষণে বলেন, ভগবান্‌কে ভালবাসিতে শিখিলে প্রাণীমাত্রকেই ভালবাসা যায়। পক্ষান্তরে, সমাজান্তরকে ক্ষতিগ্রস্ত না করিয়া কোন একটী সমাজের উপকার করা বা প্রীতি করা অসম্ভব। দ্বিতীয় ও তৃতীয় দিবসের অভি-ভাষণে তিনি বলেন, শ্রীহরি আরাধনাই মনুষ্যজীবনের বৈশিষ্ট্য। অন্য কোন দিক্ দিয়া মনুষ্যজীবনের বৈশিষ্ট্য স্থাপন করা যায় না। শ্রীহরি আরাধনাই নিত্য-জীবন এবং তদিতর অনিত্য জীবনের মোহ মনুষ্যকে কাম-ক্রোধাসক্ত করাইয়া পশুজীবনে ফিরাইয়া দেয়। অন্তিম সভাদ্বয়েও বক্তব্যবিষয়ের উপর তিনি এই বলিয়া আলোক সম্পাত করেন যে, বিশ্বশান্তি বলিতে বিশ্বের জীবসমূহের শান্তি। তাহা শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেব বর্ণিত অপরাধ রহিত শ্রীকৃষ্ণনাম-সংকীর্ত্তন হইতেই মাত্র সম্ভব। জাতিবর্ণ-নির্ব্বিশেষে মানবমাত্রই শ্রীহরি-নামের আশ্রয়েই ব্যষ্টি ও সমষ্টি জীবনে শান্তি লাভ করিতে পারেন।

শ্রীপাদ কৃষ্ণকেশব ব্রহ্মচারী, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি প্রসাদ পুরী মহারাজ, শ্রীমদ্ভক্তিবিজ্ঞান ভারতী মহারাজ, শ্রীমদ্ ভক্তিসুন্দর নারসিংহ মহারাজ, শ্রীমদ্ নিষ্কিঞ্চন মহারাজ ও শ্রীমন্মঙ্গলনিলয় ব্রহ্মচারীজী সভায় বিভিন্ন দিবসে বিজ্ঞাপিত বক্তব্যবিষয়ের উপর ভাষণ প্রদান করেন। বিশিষ্ট অতিথিগণের মধ্যে চৌধুরী পোকর রাম—হরিয়ানা লোকাল সেল্‌ফ গভর্ণমেণ্টের মন্ত্রী মহোদয়ের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

২৬ মার্চ্চ শনিবার শ্রীমঠের অধিষ্ঠাতৃ শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গ-রাধামাধবজীউ শ্রীবিগ্রহগণের প্রকট তিথিবাসরে পূর্ব্বাহ্ণে তাঁহাদের মহাভিষেক সম্পন্ন হয় এবং অপরাহ্ণ তিন ঘটিকায় সুরম্য রথারোহণে তাঁহাদিগকে লইয়া বিবিধ বাদ্যভাণ্ড ও সঙ্কীর্ত্তনসংযোগে চণ্ডীগড়ের প্রধান প্রধান রাজপথ পরিভ্রমণ করা হয়। ২৭ মার্চ্চ রবিবার এতদুপলক্ষে একটী সাধারণ মহোৎসবে সর্ব্বসাধারণকে মধ্যাহ্নে বিচিত্র মহাপ্রসাদ প্রদান করা হয়।

পরমারাধ্য শ্রীল আচার্য্যদেব চণ্ডীগড় মঠের উৎসবান্তে ৭ এপ্রিল বৃহস্পতিবার সপরিকরে জালন্ধর নগরে 'শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য সঙ্কীর্ত্তন সভা'র উদ্যোগে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুর আবির্ভাব তিথি উপলক্ষে আয়োজিত অষ্টাদশবর্ষতম সঙ্কীর্ত্তন সম্মেলনে যোগদান করেন। ৭, ৮, ৯ ও ১০ এপ্রিল দিবসচতুষ্টয়ে প্রত্যহ প্রাতে, অপরাহ্ণে ও সায়াহ্নে তিনটী করিয়া ধর্ম্মসভার অধিবেশন হয়। হোসিয়ারপুর, কাপুরতলা, লুধিয়ানা, অমৃতসর, বাটালা, ভাটিণ্ডা, চণ্ডীগড় আদি পাঞ্জাব ও হরিয়ানার বিভিন্ন প্রান্ত হইতে শ্রীল আচার্য্যদেবের চরণাশ্রিত ভারত গভর্ণমেণ্টের উচ্চ ও নিম্নপদস্থ বহু বিশিষ্ট সজ্জন উক্ত সম্মেলনে যোগদান করেন। জালন্ধর নগরবাসী ধর্ম্মপ্রাণ সজ্জনবৃন্দের সঙ্কীর্ত্তন সম্মেলনে উৎসাহ, সহানুভূতি ও সেবাচেষ্টা প্রশংসনীয়। মহাসমারোহে ও নির্ব্বিঘ্নে অনুষ্ঠানটী সম্পন্ন হয়।

সুদীর্ঘ একটী বৎসরের পর শ্রীল আচার্য্যদেবের দর্শনে নগরবাসী সজ্জনগণের উৎসাহের সীমা ছিল না। প্রতিবৎসরের ন্যায় এই বৎসরও ৯ এপ্রিল শনিবার বহু বাদ্যভাণ্ড ও সঙ্কীর্ত্তন-যোগে শ্রীল আচার্য্যদেবের অনুগমনে সহস্র সহস্র নরনারী নগরভ্রমণ করেন এবং তৎপরদিবস ১০ এপ্রিল রবিবার তদুপলক্ষে বিরাট্ ভাণ্ডারা (মহোৎসব) হয় ও অগণিত নরনারী বিচিত্র মহাপ্রসাদ সম্মান করেন।

উপরি উক্ত চারিটী ধর্ম্মসভার অধিবেশনে শ্রীল আচার্য্যদেবের বিস্তৃত আলোচনার সংক্ষিপ্তসার কথা ইহাই যে,—শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবের শিক্ষায় পরমার্থ জগতের মান আজ এক অভিনব পর্য্যায়ে আসিয়া পৌঁছিয়াছে। তাঁহার বিতরিত অমূল্য সম্পদে আজ জীবমাত্রই ধনী হইয়া স্বস্বরূপ, পর-স্বরূপ ও বিরোধী-স্বরূপের জ্ঞান লাভ করতঃ স্বস্বরূপানুবৃত্তিতে সকলেই নিঃশ্রেয়স বস্তুর সম্মুখীন হইয়াছেন। এতবড় Spiritual game ও Spiritual gain ইতঃপূর্ব্বে জীবভাগ্যে আর কখনও দেখা যায় নাই। তাই শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভু প্রদত্ত মার্গানুশীলনই আজ ব্যষ্টি তথা সমষ্টির শান্তি বা বিশ্ব-শান্তির একমাত্র পথ।

৯ এপ্রিল পাঞ্জাবের প্রাক্তন স্বাস্থ্য ও খাদ্যমন্ত্রী মহন্ত শ্রীরাম-প্রকাশ দাসজী (দরবার শ্রীবাবালালজী, দাতারপুর ও রামপুর) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য সঙ্কীর্ত্তন সভা কর্ত্তৃক আহূত হইয়া সান্ধ্য অধিবেশনে শ্রীল আচার্য্যদেবের ভাষণান্তে ভাষণ প্রদান করেন। তিনি কৃতজ্ঞতাসূচক বাক্যে বলেন—জালন্ধর নগরবাসিগণের পরম সৌভাগ্য যে, শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যাম্নায়ে শ্রীল আচার্য্যদেব স্বামী মাধব গোস্বামী মহারাজ প্রতিবৎসর এখানে আসিয়া সহস্র সহস্র নরনারীকে সদ্ধর্ম্মানুশীলনে উৎসাহিত ও প্রবর্দ্ধিত করেন। সাধুসঙ্গ ব্যতীত সংসার সমুদ্র উত্তীর্ণ হওয়া সম্ভবই নহে। এতৎ প্রসঙ্গে তিনি একটী সুন্দর দোহা উচ্চারণ করতঃ বিষয়টীর উপর জোর দেন—"বারি মথে ঘৃত হয়ো বার, সিক্তামে বার তেল। বিনে হরি-ভজন না ভব তরয়ে, এ সিদ্ধান্ত আপেল॥" অর্থাৎ বারি মন্থন করিয়া যদি ঘৃত পাওয়া সম্ভব হয় এবং বালুকণা পেষণ করিয়া তেল পাওয়াও সম্ভব হয়, তথাপি হরিভজন বিনা ভবসাগর পার হওয়া সম্পূর্ণ অসম্ভব।

'শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য সঙ্কীর্ত্তন সভা'র উদ্যোক্তাগণকে উৎসাহিত করিয়া শ্রীল আচার্য্যদেব বলেন, এই পবিত্র নামের সার্থকতা সম্পাদিত হইবে যদি ইহার কার্য্যক্রম পরিবর্দ্ধিত হইয়া সমূহ জীবজগৎকে পরমাত্মীয়তা সূত্রে আবদ্ধ করিতে পারে। সভার উদ্যোক্তাগণের সেবাচেষ্টায় তিনি সন্তোষ প্রকাশ করেন।

বিভিন্ন দিবসের অধিবেশনে, শ্রীপাদ গিরিমহারাজ, শ্রীপাদ পুরী মহারাজ, শ্রীপাদ নারসিংহ মহারাজ ও শ্রীমন্মঙ্গলনিলয় ব্রহ্মচারীজীও ভাষণ প্রদান করেন।

নিয়মাবলী

১। "শ্রীচৈতন্য-বাণী" প্রতি বাঙ্গালা মাসের ১৫ তারিখে প্রকাশিত হইয়া দ্বাদশ মাসে দ্বাদশ সংখ্যা প্রকাশিত হইয়া থাকেন। ফাল্গুন মাস হইতে মাঘ মাস পর্য্যন্ত ইহার বর্ষ গণনা করা হয়।

২। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৬.০০ টাকা, ষাণ্মাসিক ৩.০০ টাকা, প্রতি সংখ্যা .৫০ পঃ। ভিক্ষা ভারতীয় মুদ্রায় অগ্রিম দেয়।

৩। পত্রিকার গ্রাহক যে কোন সংখ্যা হইতে হওয়া যায়। জ্ঞাতব্য বিষয়াদি অবগতির জন্য কার্য্যাধ্যক্ষের নিকট পত্র ব্যবহার করিয়া জানিয়া লইতে হইবে।

৪। শ্রীমন্মহাপ্রভুর আচরিত ও প্রচারিত শুদ্ধভক্তিমূলক প্রবন্ধাদি সাদরে গৃহীত হইবে। প্রবন্ধাদি প্রকাশিত হওয়া সম্পাদক-সঙ্ঘের অনুমোদন সাপেক্ষ। অপ্রকাশিত প্রবন্ধাদি ফেরৎ পাঠাইতে সঙ্ঘ বাধ্য নহেন। প্রবন্ধ কালিতে স্পষ্টাক্ষরে একপৃষ্ঠায় লিখিত হওয়া বাঞ্ছনীয়।

৫। পত্রাদি ব্যবহারে গ্রাহকগণ গ্রাহক-নম্বর উল্লেখ করিয়া পরিষ্কারভাবে ঠিকানা লিখিবেন। ঠিকানা পরিবর্ত্তিত হইলে এবং কোন সংখ্যা ঐ মাসের শেষ তারিখের মধ্যে না পাইলে কার্য্যাধ্যক্ষকে জানাইতে হইবে। তদন্যথায় কোনও কারণেই পত্রিকার কর্ত্তৃপক্ষ দায়ী হইবেন না। পত্রোত্তর পাইতে হইলে রিপ্লাই কার্ডে লিখিতে হইবে।

৬। ভিক্ষা, পত্র ও প্রবন্ধাদি কার্য্যাধ্যক্ষের নিকট নিম্নলিখিত ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে।

কার্য্যালয় ও প্রকাশস্থান :—

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ

৩৫, সতীশ মুখার্জ্জী রোড, কলিকাতা-২৬, ফোন-৪৬-৫৯০০।

শ্রীগৌড়ীয় সংস্কৃত বিদ্যাপীঠ

প্রতিষ্ঠাতা—শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাধ্যক্ষ পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিযতি শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজ।

স্থান :—শ্রীগঙ্গা ও সরস্বতীর (জলঙ্গী) সঙ্গমস্থলের অতীব নিকটে শ্রীগৌরাঙ্গদেবের আবির্ভাবভূমি শ্রীধাম-মায়াপুরান্তর্গত তদীয় মাধ্যাহ্নিক লীলাস্থল শ্রীঈশোদ্যানস্থ শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ।

উত্তম পারমার্থিক পরিবেশ। প্রাকৃতিক দৃশ্য মনোরম ও মুক্ত জলবায়ু পরিষেবিত অতীব স্বাস্থ্যকর স্থান।

মেধাবী যোগ্য ছাত্রদিগের বিনা ব্যয়ে আহার ও বাসস্থানের ব্যবস্থা করা হয়। আত্মধর্ম্মনিষ্ঠ আদর্শ চরিত্র অধ্যাপক অধ্যাপনার কার্য্য করেন। বিস্তৃত জানিবার নিমিত্ত নিম্নে অনুসন্ধান করুন।

১। প্রধান অধ্যাপক, শ্রীগৌড়ীয় সংস্কৃত বিদ্যাপীঠ
ঈশোদ্যান, পোঃ শ্রীমায়াপুর, জিঃ নদীয়া

২। সম্পাদক, শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ
৩৫, সতীশ মুখার্জ্জী রোড, কলিকাতা-২৬

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় বিদ্যামন্দির

৮৬এ, রাসবিহারী এভিনিউ, কলিকাতা-২৬

শিশুশ্রেণী হইতে ৯ম শ্রেণী পর্য্যন্ত ছাত্রছাত্রী ভর্ত্তি করা হয়। শিক্ষাবোর্ডের অনুমোদিত পুস্তক-তালিকা অনুসারে শিক্ষার ব্যবস্থা আছে এবং সঙ্গে সঙ্গে ধর্ম্ম ও নীতির প্রাথমিক কথা ও আচরণগুলিও শিক্ষা দেওয়া হয়। বিদ্যালয় সম্বন্ধীয় বিস্তৃত নিয়মাবলী উপরি উক্ত ঠিকানায় কিংবা শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ৩৫, সতীশ মুখার্জ্জি রোড, কলিকাতা-২৬ ঠিকানায় জ্ঞাতব্য। ফোন নং ৪৬-৫৯০০।

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ হইতে প্রকাশিত গ্রন্থাবলী

(১) প্রার্থনা ও প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা— শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর রচিত—ভিক্ষা '৭০
(২) শরণাগতি—শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর রচিত—ভিক্ষা '৭০
(৩) কল্যাণকল্পতরু ,, ,, ,, '৮০
(৪) গীতাবলী ,, ,, ,, '৭০
(৫) মহাজন-গীতাবলী (১ম ভাগ)—শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর রচিত ও বিভিন্ন মহাজনগণের রচিত গীতিগ্রন্থসমূহ হইতে সংগৃহীত গীতাবলী—ভিক্ষা ১'৫০
(৬) মহাজন-গীতাবলী (২য় ভাগ) ঐ ,, ১'০০
(৭) শ্রীশিক্ষাষ্টক—শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমহাপ্রভুর স্বরচিত (টীকা ও ব্যাখ্যা সম্বলিত)— '৫০
(৮) উপদেশামৃত—শ্রীল শ্রীরূপ গোস্বামী বিরচিত (টীকা ও ব্যাখ্যা সম্বলিত)— ,, '৬২
(৯) শ্রীশ্রীপ্রেমবিবর্ত—শ্রীল জগদানন্দ পণ্ডিত বিরচিত — ,, ১'২৫
(১০) SREE CHAITANYA MAHAPRABHU, HIS LIFE AND PRECEPTS ; by THAKUR BHAKTIVINODE— Re. 1.00
(১১) শ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীমুখে উচ্চ প্রশংসিত বাঙ্গালা ভাষার আদি কাব্যগ্রন্থ — শ্রীশ্রীকৃষ্ণবিজয় — — — " ৬'০০
(১২) ভক্ত-ধ্রুব—শ্রীমদ্ ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ সঙ্কলিত— — " ১'০০
(১৩) শ্রীবলদেবতত্ত্ব ও শ্রীমন্মহাপ্রভুর স্বরূপ ও অবতার— ডাঃ এস্, এন্ ঘোষ প্রণীত — " ১'৫০
(১৪) শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা [শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তীর টীকা, শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের মর্ম্মানুবাদ, অন্বয় সম্বলিত] ... — ১০'০০
(১৫) প্রভুপাদ শ্রীশ্রীল সরস্বতী ঠাকুর (সংক্ষিপ্ত চরিতামৃত) — — '২৫
(১৬) একাদশীমাহাত্ম্য — — — — ২'০০
(অতিমর্ত্ত্য বৈরাগ্য ও ভজনের মূর্ত্ত আদর্শ)
(১৭) গোস্বামী শ্রীরঘুনাথ দাস — শ্রীশান্তি মুখোপাধ্যায় প্রণীত — — ২'৫০

দ্রষ্টব্য :— ভিঃ পিঃ যোগে কোন গ্রন্থ পাঠাইতে হইলে ডাকমাশুল পৃথক্ লাগিবে।

প্রাপ্তিস্থান :— কার্য্যাধ্যক্ষ, গ্রন্থবিভাগ, ৩৫, সতীশ মুখার্জ্জী রোড, কলিকাতা-২৬

সচিত্র ব্রতোৎসবনির্ণয়-পঞ্জী

গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণের অবশ্য পালনীয় শুদ্ধতিথিযুক্ত ব্রত ও উপবাস তালিকা-সমন্বিত এই ব্রতোৎসবনির্ণয়-পঞ্জী সুপ্রসিদ্ধ বৈষ্ণবস্মৃতি শ্রীহরিভক্তিবিলাসের বিধানানুযায়ী গণিত হইয়া শ্রীগৌর আবির্ভাব তিথি—২১ ফাল্গুন (১৩৮৩), ৫ মার্চ্চ (১৯৭৭) তারিখে প্রকাশিত হইবে। শুদ্ধবৈষ্ণবগণের উপবাস ও ব্রতাদি পালনের জন্য অত্যাবশ্যক। গ্রাহকগণ সত্বর পত্র লিখুন। ভিক্ষা—'৭০ পয়সা। ডাকমাশুল অতিরিক্ত '২৫ পয়সা।

মুদ্রণালয় :—
শ্রীচৈতন্যবাণী প্রেস, ৩৪।১এ, মহিম হালদার ষ্ট্রীট, কালীঘাট, কলিকাতা-২৬

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

একমাত্র-পারমার্থিক মাসিক

শ্রীচৈতন্য-বাণী

১৭শ বর্ষ * জ্যৈষ্ঠ — ১৩৮৪ * ৪র্থ সংখ্যা

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, পল্টনবাজার, গৌহাটী

সম্পাদক

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ

প্রতিষ্ঠাতা :—

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাধ্যক্ষ পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিযতি শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজ

সম্পাদক-সঙ্ঘপতি :—

পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রমোদ পুরী মহারাজ

সহকারী সম্পাদক-সঙ্ঘ :—

১। মহোপদেশক শ্রীকৃষ্ণানন্দ দেবশর্ম্মা ভক্তিশাস্ত্রী, সম্প্রদায়বৈভবাচার্য্য।

২। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিসুহৃদ্ দামোদর মহারাজ। ৩। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিবিজ্ঞান ভারতী মহারাজ।

৪। শ্রীবিভুপদ পণ্ডা, বি-এ, বি-টি, কাব্য-ব্যাকরণ-পুরাণতীর্থ, বিদ্যানিধি।

৫। শ্রীচিন্তাহরণ পাটগিরি, বিদ্যাবিনোদ

কার্য্যাধ্যক্ষ :—

শ্রীজগমোহন ব্রহ্মচারী, ভক্তিশাস্ত্রী।

প্রকাশক ও মুদ্রাকর :—

মহোপদেশক শ্রীমঙ্গলনিলয় ব্রহ্মচারী, ভক্তিশাস্ত্রী, বিদ্যারত্ন, বি, এস্-সি

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, তৎশাখা মঠ ও প্রচারকেন্দ্রসমূহ :—

মূল মঠ :—

১। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ঈশোদ্যান, পোঃ শ্রীমায়াপুর (নদীয়া)

প্রচারকেন্দ্র ও শাখামঠ :—

২। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ৩৫, সতীশ মুখার্জ্জি রোড, কলিকাতা-২৬। ফোন : ৪৬-৫৯০০

৩। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ৮৬এ, রাসবিহারী এভিনিউ, কলিকাতা-২৬

৪। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, গোয়াড়ী বাজার, পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

৫। শ্রীশ্যামানন্দ গৌড়ীয় মঠ, পোঃ ও জেঃ মেদিনীপুর

৬। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, মথুরা রোড, পোঃ বৃন্দাবন (মথুরা)

৭। শ্রীবিনোদবাণী গৌড়ীয় মঠ, ৩২, কালীয়দহ, পোঃ বৃন্দাবন (মথুরা)

৮। শ্রীগৌড়ীয় সেবাশ্রম, মধুবন মহোলি, পোঃ কৃষ্ণনগর, জেঃ মথুরা

৯। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, দেওয়ান দেউড়ী, হায়দ্রাবাদ-২ (অন্ধ্র প্রদেশ) ফোন : ৪৬০০১

১০। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, পল্টন বাজার, পোঃ গৌহাটী-৮ (আসাম) ফোন : ৭১৭০

১১। শ্রীগৌড়ীয় মঠ, পোঃ তেজপুর (আসাম)

১২। শ্রীল জগদীশ পণ্ডিতের শ্রীপাট, পোঃ যশড়া, ভায়া চাকদহ (নদীয়া)

১৩। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, পোঃ ও জিলা গোয়ালপাড়া (আসাম)

১৪। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, সেক্টর—২০বি, পোঃ চণ্ডীগড়—২০ (পাঞ্জাব) ফোন : ২৫৮৮

১৫। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, গ্র্যাণ্ড রোড, পোঃ পুরী (উড়িষ্যা)

১৬। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, শ্রীজগন্নাথ মন্দির, পোঃ আগরতলা (ত্রিপুরা)

১৭। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, গোকুল মহাবন, পোঃ মহাবন, জিলা—মথুরা

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের পরিচালনাধীন :—

১৮। সরভোগ শ্রীগৌড়ীয় মঠ, পোঃ চক্‌চকাবাজার, জেঃ কামরূপ (আসাম)

১৯। শ্রীগদাই গৌরাঙ্গ মঠ পোঃ বালিয়াটী, জেঃ ঢাকা (বাংলাদেশ)

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীচৈতন্য-বাণী

"চেতোদর্পণমার্জ্জনং ভব-মহাদাবাগ্নি-নির্ব্বাপণং
শ্রেয়ঃ কৈরবচন্দ্রিকাবিতরণং বিদ্যাবধূজীবনম্।
আনন্দাম্বুধিবর্দ্ধনং প্রতিপদং পূর্ণামৃতাস্বাদনং
সর্ব্বাত্মস্নপনং পরং বিজয়তে শ্রীকৃষ্ণসংকীর্ত্তনম্॥"

১৭শ বর্ষ | শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, জ্যৈষ্ঠ, ১৩৮৪ | ৪র্থ সংখ্যা
২৬ ত্রিবিক্রম, ৪৯১ শ্রীগৌরাব্দ; ১৫ জ্যৈষ্ঠ, রবিবার; ২৯ মে, ১৯৭৭

সজ্জন—গম্ভীর

[ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুর]

সজ্জন আত্মবিৎ বলিয়া দেহ ও মনের সম্বল অনিত্য ধর্ম্ম আশ্রয় করেন না। আত্মার বৃত্তি নিত্য, সুতরাং সজ্জনের বৃত্তি নিত্য। দেহ ও মনের বিক্রান্তিদ্বয় আচ্ছাদন করিলেও আত্মাকে বিচলিত করিতে অসমর্থ। আত্মার যে নিত্য বিচিত্রতা, তাহা পরিবর্ত্তন করিতে দেহ ও মন সমর্থ নহে।

মনের সাহায্যে মায়াবাদী যে স্থৈর্য্য আত্মধর্ম্মে আরোপ করেন, তাহাও তাঁহার মায়াবাদ শিক্ষার পূর্ব্বে বর্ত্তমান ছিল না। পূর্ব্বে এক অবস্থা ও পরে অবস্থান্তর এরূপ ভাবদ্বয় গাম্ভীর্য্যের ব্যাঘাতকারক। মায়াবাদী যদি নিত্য স্থির আত্মধর্ম্মের সুষ্ঠুভাবে আলোচনা করিবার অবসর পাইতেন, তাহা হইলে তিনি তাঁহার খণ্ড-জ্ঞানপ্রসূত মানসধর্ম্মের সাহায্যে আত্মার নিত্যধর্ম্ম স্থাপনে চাঞ্চল্য দেখাইতেন না। মায়াবাদীর ভাবিগাম্ভীর্য্যের পূর্ব্বে তদ্বিপরীত ধর্ম্ম চাঞ্চল্যাই তাঁহার অনুষ্ঠানসমূহের মধ্যে পরিলক্ষিত হয়। বৈষ্ণব বা সজ্জন সর্ব্বদা নিত্য অবস্থানে অবস্থিত হইয়া নিত্য চিন্ময় বিগ্রহ হরিসেবায় নিযুক্ত, সুতরাং মানসিক যুক্তি বিচার গাম্ভীর্য্যময় হরিসেবা হইতে তাঁহাকে বিচলিত করে না।

কর্ম্মিফলপ্রার্থিগণের অভাবজনিত ফলকামনা চঞ্চলতার পরিচায়ক। ফলপ্রাপক অনিত্য ফললালসায় অনিত্য কর্ম্মসমূহের আবাহন করিয়া অস্থায়ী ফল লাভ করেন। সজ্জন নিত্য, তিনি অনিত্য ফললাভের উদ্দেশে কোন কার্য্যই করেন না। নিত্য হরি-সেবা ব্যতীত তাঁহার আর কোন নিত্য কার্য্য নাই। বৈষ্ণব নিজ অনুভূতিতে কোন অনিত্য উপাদানের সংযোগ করেন না। আত্মবৃত্তিতেই গাম্ভীর্য্য আবদ্ধ। দেহ ও মন পরিণামশীল, অনিত্য ও অনাত্মবস্তু। দেহ ও মনের সাহায্যে অসজ্জনগণ ধর্ম্ম, অর্থ, কাম এবং মোক্ষ চেষ্টায় ব্যস্ত হন। অনাত্ম চেষ্টা থাকিলেই উহা তাঁহাদের গাম্ভীর্য্যের প্রতিকূল।

দেহ ও মন অনিত্য এবং বহিরঙ্গাশক্তিপ্রসূত, আত্মার অন্তরঙ্গাশক্তি হইতে পৃথক্ ও প্রতিকূল শক্তিসম্পন্ন। যে কালে আত্মা সজ্জন নামে পরিচিত, তৎকালে মন ও তদনুগ স্থূলদেহ উভয়েই আত্মবৃত্তির অনুকূলভাবে অবস্থিত। যে কালে আত্মবৃত্তির প্রতিকূলে মনের ও দেহের চেষ্টা লক্ষিত হয়, সেইকালে অনাত্মবৃত্তি প্রবল হইয়া নশ্বর বাহ্যদর্শনে ব্যস্ত থাকায় আত্মার নিত্যবৃত্তি সুষুপ্তপ্রায়। সজ্জন বা বৈষ্ণব

সর্ব্বদা আত্মস্থিত বলিয়া প্রাকৃত দেহ ও মন তাঁহার বক্ষের উপর উদ্দাম প্রচণ্ড নৃত্য করিতে অসমর্থ, সেই জন্য শ্রীঠাকুর বিল্বমঙ্গল লিখিয়াছেন,—

"ভক্তিস্ত্বয়ি স্থিরতরা ভগবন্ যদি স্যা,
দৈবেন নঃ ফলতি দিব্যকিশোরমূর্ত্তিঃ
মুক্তিঃ স্বয়ং মুকুলিতাঞ্জলি সেবতেঽস্মান্
ধর্ম্মার্থকামগতয়ঃ সময়প্রতীক্ষাঃ॥"

অর্থাৎ হে ভগবন্, যদি তোমার পাদপদ্মে আমাদের অচলা সেবা-প্রবৃত্তি প্রবল থাকে, তাহা হইলে ভাগ্যক্রমে অপ্রাকৃত কিশোরমূর্ত্তি আমাদিগের ভজনীয় তত্ত্বরূপে উদিত হইয়া সফলতা বিধান করিবে। তাহা হইলে স্বয়ং মুক্তি আমাদিগের বদ্ধযুগ্মকরে সেবা করিবে এবং ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, আমাদিগের আজ্ঞানুবর্ত্তী হইয়া সর্ব্বদা অবস্থান করিবে।

সজ্জন শ্রীহরিদাস ঠাকুরের গাম্ভীর্য্য, রামচন্দ্র খাঁর প্রেরিত বারবনিতা অপসারিত করিতে সমর্থ হয় নাই; সজ্জন শ্রীদামোদর স্বরূপের গাম্ভীর্য্য, মায়াবাদী বাঙ্গাল কবি এবং গোপাল আচার্য্য বিচলিত করিতে পারে নাই; তাঁহাদের গাম্ভীর্য্যে ফল্গু কর্ম্মজ্ঞান-চেষ্টা প্রতিহত হইয়াছিল মাত্র। শ্রীসার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য শ্রীগৌরসুন্দরের নিকট বহুদিবসব্যাপী মায়াবাদ ব্যাখ্যা করিয়াও তাঁহার গাম্ভীর্য্যে বিন্দুমাত্র কলঙ্ক স্থাপন করিতে অসমর্থ হইয়াছিলেন। রাবণ কর্ত্তৃক মায়াসীতা অপহৃত হইলেও রামদাসগণ সীতাপতি রামচন্দ্রের অপ্রাকৃত সেবা পরিহাররূপ চঞ্চলতা প্রদর্শন করেন নাই। এই সকল ঘটনা সজ্জনের গাম্ভীর্য্যের পরিচয়।

শ্রীভক্তিবিনোদ-বাণী
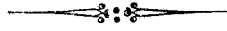
(অন্যাভিলাষ)

প্রঃ— জড়-আশার কি সীমা আছে? উহা কি শান্তিদায়িনী?

উঃ—

"আশার ইয়ত্তা নাই, আশাপথ সদা ভাই,
নৈরাশ্য-কণ্টকে রুদ্ধ আছে।
বাড়' যত, আশা তত, আশা নাহি হয় হত,
আশা নাহি নিত্যানিত্য বাছে॥"

—'নির্ব্বেদলক্ষণ উপলব্ধি'—২, কঃ কঃ

প্রঃ – কামিজনের অন্নপূর্ণা-পূজায় কি বিষ্ণুপ্রীতির উদ্দেশ আছে?

উঃ— "ভাবিজন্মে প্রচুর অন্ন পাইবার আশায় যে-সকল স্ত্রীলোক অন্নপূর্ণার পূজা করে, তাহাদের 'বিষ্ণুপ্রীতি-কাম' বলিয়া সংকল্পটি কেবল বাক্যমাত্র।"

—চৈঃ শিঃ ৮ উপসংহার

প্রঃ—অন্যাভিলাষী বহির্ম্মুখ-জন কয় প্রকার?

উঃ— "বহির্ম্মুখ জন ছয় প্রকার, যথা—(১) নীতি-রহিত ও ঈশ্বর-বিশ্বাস-রহিত ব্যক্তি; (২) নৈতিক অথচ ঈশ্বর-বিশ্বাস-রহিত ব্যক্তি; (৩) সেশ্বর নৈতিক—যিনি ঈশ্বরকে নীতির অধীন বলিয়া জানেন; (৪) মিথ্যাচারী বা দাম্ভিক (বৈড়ালব্রতিক, বকব্রতিক ও তৎকর্ত্তৃক বঞ্চিত); (৫) নির্ব্বিশেষবাদী ও (৬) বহ্বীশ্বরবাদী।"

—চৈঃ শিঃ ৩।৩

প্রঃ—নীতিহীন নিরীশ্বরের জীবন কিরূপ?

উঃ—"যাহারা নীতি ও ঈশ্বর মানে না, তাহারা বিকর্ম্ম ও অকর্ম্ম-পরায়ণ। নীতি না থাকিলে যথেচ্ছাচার ঘটিয়া থাকে।"

—চৈঃ শিঃ ৩।৩

প্রঃ—নিরীশ্বর নৈতিকের চরিত্র কি বিশ্বাসযোগ্য?

উঃ—"নিরীশ্বর-নৈতিক সুবিধা পাইলে স্বার্থের নিকট নীতিকে যে বলিদান না করিবেন, ইহার নিশ্চয়তা কোথায়? তাহাদের চরিত্র পরীক্ষা করিলেই তাহাদের মতের অকর্ম্মণ্যতা লক্ষিত হইবে।"

—চৈঃ শিঃ ৩।৩

প্রঃ—সেশ্বর-কর্ম্মী কি যথার্থই ঈশ্বরভক্ত ?

উঃ—"তৃতীয় শ্রেণীর বহির্ম্মুখ লোকেরা 'সেশ্বর কর্ম্মী' বলিয়া অভিহিত হন। ইঁহারা দুই শ্রেণীতে বিভক্ত। যাঁহারা নীতির মধ্যে ঈশকৃতজ্ঞতাকে একটি প্রধান কর্ত্তব্য বলেন, কিন্তু ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকার করেন না, তাঁহারা এক শ্রেণীর। ঈশ্বরকে কল্পনা করিয়া প্রথমে তাঁহাতে শ্রদ্ধাপূর্ব্বক প্রণিধান করিলে এবং পরে নীতির ফল সচ্চরিত্র উদিত হইলে ঈশ্বর-বিশ্বাস পরিত্যাগ করিলে ক্ষতি নাই—ইহা প্রথম শ্রেণীর সেশ্বর-কর্ম্মীদিগের মত। দ্বিতীয় শ্রেণীর সেশ্বর-কর্ম্মিগণ বিশ্বাস করেন যে, ঈশ্বরোপাসনারূপ সন্ধ্যা-বন্দনাদি কার্য্য-সকল করিতে করিতে চিত্ত শুদ্ধ হয়; চিত্ত শুদ্ধ হইলে ব্রহ্মজ্ঞান হয়, তখন আর জীবের কৃত্য থাকে না; এইমতে ঈশ্বরের সহিত সম্বন্ধটী পান্থ-সম্বন্ধ-মাত্র,—নিত্য নয়।" —চৈঃ শিঃ ৩।৩

প্রঃ—মিথ্যাচারী কয় প্রকার ?

উঃ—"মিথ্যাচারিগণ—চতুর্থ প্রকার বহির্ম্মুখ-মধ্যে পরিগণিত। ইহারা দ্বিবিধ—বৈড়ালব্রতিক ও বঞ্চিত।" —চৈঃ শিঃ ৩।৩

প্রঃ—বৈড়ালব্রতিকগণের স্বভাব কি এবং তাহাদের অনুগমনকারীর ফল কি ?

উঃ—"বৈড়ালব্রতিকগণ জগৎকে বঞ্চনাপূর্ব্বক অধর্ম্ম-পথকে পরিষ্কার করিয়া দেয়। অনেক নির্ব্বোধ লোক বাহিরে তাহাদের দর্শন-পূর্ব্বক বঞ্চিত হইয়া সেই পথ অবলম্বন করে। অবশেষে ভগবদ্বহির্ম্মুখ হইয়া পড়ে। উপরে (বাহিরে) দিব্য-বৈষ্ণব-চিহ্ন, সর্ব্বদা ভগবন্নাম, জগতের প্রতি অনাসক্তি, সময়ে সময়ে ভাল ভাল কথা—এ সমস্ত লক্ষণই উহাদের মধ্যে লক্ষিত হয় এবং গোপনে কনককামিনী-সংগ্রহ-চেষ্টা ইত্যাদি ভয়ঙ্কর অত্যাচারই তাহাদের 'অন্তরঙ্গ' ভাব।" —চৈঃ শিঃ ৩৩।

প্রঃ—উচ্চাকাঙ্ক্ষার কি নিবৃত্তি আছে ?

উঃ—

"ব্রহ্মত্ব ছাড়িয়া ভাই, শিবপদ কিসে পাই,
এই চিন্তা হ'বে অবিরত।
শিবত্ব লভিয়া নর, ব্রহ্ম-সাম্য তদন্তর,
আশা করে শঙ্করানুগত॥
অতএব আশা-পাশ, যাহে হয় সর্ব্বনাশ,
হৃদয় হইতে রাখ দূরে।
অকিঞ্চন-ভাব ল'য়ে, চৈতন্য চরণাশ্রয়ে,
বাস কর সদা শান্তিপুরে॥"

—'নির্ব্বেদলক্ষণ উপলব্ধি'—২, কঃ কঃ

প্রঃ—শুদ্ধভক্তিতে অন্যাভিলাষাদির স্থান আছে কি ?

উঃ—"শুদ্ধভক্তিতে কৃষ্ণসেবার্থ স্বীয় (পারমার্থিক সিদ্ধি-পথে) উন্নতি-বাঞ্ছা ব্যতীত অন্য কোন বাঞ্ছা থাকিতে পারে না—কৃষ্ণ ব্যতীত অন্য কোনরূপ সেব্য-ব্রহ্ম-পরমাত্মাদি-স্বরূপের পূজা থাকিতে পারে না এবং জ্ঞান ও কর্ম্ম তত্তৎস্বরূপে থাকিতে পারে না।"

— অঃ প্রঃ ভাঃ ম ১৯।১৬৮
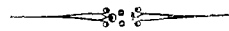
সম্বন্ধজ্ঞান ও গৌরকথা

[মহোপদেশক শ্রীমন্মঙ্গলনিলয় ব্রহ্মচারী বি, এস্-সি, বিদ্যারত্ন]

(৮)

সৃষ্টি রহস্যের দুইটী দিক্—প্রাকৃত ও অপ্রাকৃত। প্রাকৃত সৃষ্টির অন্তর্গত যাহা, তাহাকে প্রাকৃত অথবা দার্শনিকের পরিভাষায় 'অবাস্তব সৃষ্টি'ও বলে এবং প্রকৃতির অতীত যাহা, তাহাই অপ্রাকৃত অথবা 'বাস্তব'-শব্দ বাচ্য। প্রাকৃত সৃষ্টির বহুলাংশ জীবের জড়-ইন্দ্রিয়ের গ্রাহ্য হইলেও অপ্রাকৃত বিভাগ কেবল চিদ্-ইন্দ্রিয়েরই গ্রাহ্য, তাহা কখনই জড়েন্দ্রিয়ের গ্রাহ্য হয় না। প্রাকৃত সৃষ্টির মধ্যে যে গ্রহ-নক্ষত্র-চন্দ্র-সূর্য্য-তারকাদি সমন্বিত দিক্‌চক্রবালের বিচিত্র শোভা বিদ্যমান, তাহার অনন্তগুণিত অধিক বৈচিত্র্যপূর্ণ ও শোভা-মণ্ডিত অপ্রাকৃত ধাম। উভয়ের মধ্যে বৈশিষ্ট্য এই যে, প্রাকৃত সৃষ্টিতে চন্দ্র-সূর্য্য-গ্রহ-নক্ষত্রাদি করিয়া সকল কিছু যেমন

একটা ধরাবাঁধা দেশ কাল ও নিয়মের অধীনতার মধ্যেই প্রকাশিত হয় এবং নিয়মের ব্যতিক্রমে সকল কিছুর অস্তিত্বই স্বপ্নবৎ বিলীন হইয়া যায়, অপ্রাকৃত রাজ্য কিন্তু তদ্রূপ নহে। তাহা স্বতঃপ্রকাশমান্, নিত্য, শাশ্বত, দেশকালাতীত, সর্ব্বব্যাপী, পূর্ণ ও স্বাধীন-সেবাপর। প্রাকৃত সৃষ্টির কোন প্রভাব অপ্রাকৃতে নাই। এই সৃষ্টি হইতে তাহা সম্পূর্ণ বিলক্ষণ। এমন কি অপ্রাকৃত ধামবরের প্রভা বা বিভূতি লাভ করিয়াই জগদ্‌ব্রহ্মাণ্ড প্রকাশিত।

"যস্য প্রভা প্রভবতো জগদণ্ডকোটী-
কোটীষ্বশেষবসুধাদিবিভূতিভিন্নম্।
তদ্‌ব্রহ্মনিষ্কলমনন্তমশেষভূতং
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি॥"

(ব্রঃ সং ৫।৪০)

[কোটী কোটী ব্রহ্মাণ্ডে অশেষ বসুধাদি ঐশ্বর্য্যদ্বারা পৃথক্‌কৃত, নিষ্কল, অনন্ত, অশেষভূত ব্রহ্ম যাঁহার প্রভা হইতে উৎপন্ন হইয়াছেন, সেই আদিপুরুষ গোবিন্দকে আমি ভজনা করি।]

"কোটী কোটী ব্রহ্মাণ্ডে যে ব্রহ্মের বিভূতি।
সেই ব্রহ্ম গোবিন্দের হয় অঙ্গকান্তি॥
সেই গোবিন্দ ভজি আমি তেঁহো মোর পতি।
তাঁহার প্রসাদে মোর হয় সৃষ্টিশক্তি॥
অন্তর্য্যামী যাঁরে যোগশাস্ত্রে কয়।
সেহ গোবিন্দের অংশ বিভূতি যে হয়॥
অনন্ত স্ফটিকে যৈছে এক সূর্য্য ভাসে।
তৈছে জীবে গোবিন্দের অংশ প্রকাশে॥"

(চৈঃ চঃ আ।২।১৫-১৯)

"ন তত্র সূর্য্যো ভাতি ন চন্দ্রতারকং
নেমা বিদ্যুতো ভান্তি কুতোঽয়মগ্নিঃ।
তমেব ভান্তমনুভাতি সর্ব্বং
তস্য ভাসা সর্ব্বমিদং বিভাতি॥"

(কঠঃ ২।২।১৫, মুঃ ২।২।১০ ও শ্বেতাশ্বঃ ৬।১৪)

[সেই স্বপ্রকাশ-পরব্রহ্মকে সূর্য্য-চন্দ্র-নক্ষত্ররাজি বা এই বিদ্যুৎসকল প্রকাশ করিতে পারে না, অগ্নির কথা আর কি বলিব? কিন্তু সেই স্বপ্রকাশ-পরব্রহ্মকে অনুসরণ করিয়া মরীচিমালী প্রভৃতি সকলেই দীপ্তি পাইয়া থাকে, সেই পরব্রহ্মের অঙ্গকান্তিতেই এই সকল অর্থাৎ জগৎ দীপ্তি প্রাপ্ত হয়।]

"ন তদ্‌ভাসয়তে সূর্য্যো ন শশাঙ্কো ন পাবকঃ।
যদ্‌গত্বা ন নিবর্ত্তন্তে তদ্ধাম পরমং মম॥"

(গীঃ ১৫।৬)

[যে পদ প্রাপ্ত হইলে সাধক আর সংসারে প্রত্যাবর্ত্তন করেন না, যে পদ সূর্য্য, চন্দ্র বা অগ্নি প্রকাশ করিতে পারেন না, তাহাই আমার পরম স্বরূপ।]

প্রকৃতির অধীন ক্ষিতি-অপ্-তেজ-মরুৎ-ব্যোমাদি করিয়া যে চতুর্ব্বিংশতি তত্ত্ব, তাহাতে কৃষ্ণ-বহির্ম্মুখ জীবের কর্ম্মাধীন কালক্ষোভ্য দেহেন্দ্রিয়াদির সৃজন হয় এবং বৈকুণ্ঠের চিন্ময় ক্ষিতি আদির দ্বারা শ্রীভগবান্ ও ভক্তের লীলানুকূল চিদ্দেহ, চিদিন্দ্রিয় ও চিদ্ধামাদির প্রকাশ হয়।

"বৈকুণ্ঠের পৃথিব্যাদি সকলই চিন্ময়।
মায়িক ভূতের তথি জন্ম নাহি হয়॥"

(চৈঃ চঃ)

এতন্মধ্যে বৈশিষ্ট্য লক্ষিতব্য যে, প্রাকৃত দেহেন্দ্রিয়-মনাদির পরস্পরের মধ্যে মায়িক ব্যবধান আছে, কিন্তু অপ্রাকৃত দেহেন্দ্রিয়াদিতে পরস্পরের মধ্যে তদ্রূপ কোন মায়িক ব্যবধান নাই; তাহা সর্ব্বদাই স্বগত-সজাতীয় ও বিজাতীয় ভেদ-রহিত এবং তাহার সকল কিছুই আনন্দ-চিন্ময়।

"অঙ্গানি যস্য সকলেন্দ্রিয়বৃত্তিমন্তি
পশ্যন্তি পান্তি কলয়ন্তি চিরং জগন্তি।
আনন্দচিন্ময়-সদুজ্জ্বলবিগ্রহস্য
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি॥"

(ব্রঃ সঃ ৫।৩২)

[সেই আদি পুরুষ গোবিন্দকে আমি ভজনা করি; তাঁহার বিগ্রহ—আনন্দময়, চিন্ময় ও সন্ময়, সুতরাং পরমোজ্জ্বল; সেই বিগ্রহগত অঙ্গসকল প্রত্যেকেই সমস্ত ইন্দ্রিয়বৃত্তিবিশিষ্ট এবং চিদচিৎ অনন্ত জগৎসমূহকে নিত্যকাল দর্শন, পালন এবং কলন করেন।]

ইহ জগতে মনই প্রাকৃত দেহেন্দ্রিয়াদি বিভাগের

অধিকর্ত্তা হইয়া তাহাদিগকে পরিচালনা করে। ভগবানের ঈক্ষণ-শক্তি-প্রভাবে জড়াপ্রকৃতি ক্ষুভিতা হইয়া যে চতুর্ব্বিংশতি-তত্ত্ব প্রকাশ করে, তাহাদেরই অন্যতম মন এবং তৎসমুদয়েরই সজ্ঘাত এই ব্রহ্মাণ্ড। চুম্বকাকৃষ্ট লৌহের ন্যায় জড়ক্রিয়াই মাত্র প্রাকৃত সৃষ্টিতে পরিদৃষ্ট হয়। প্রকৃতি লৌহ সদৃশ এবং জীবচৈতন্য চুম্বক সদৃশ ক্রিয়াবান্।

"ভূমিরাপোঽনলো বায়ুঃ খং মনোবুদ্ধিরেব চ।
অহংকার ইতীয়ং মে ভিন্না প্রকৃতিরষ্টধা॥
অপরেয়মিতস্ত্বন্যাং প্রকৃতিং বিদ্ধি মে পরাম্।
জীবভূতাং মহাবাহো যয়েদং ধার্য্যতে জগৎ॥"

(গীঃ ৭।৪-৫)

[হে অর্জ্জুন, আমার অপরা বা জড়া প্রকৃতি, ভূমি, জল, অগ্নি, বায়ু, আকাশ, মন, বুদ্ধি ও অহংকার—এই অষ্ট ভাগে বিভক্ত; এতদ্ব্যতীত আমার আর একটী পরা প্রকৃতি আছে। সেই প্রকৃতি চৈতন্যস্বরূপা ও জীবভূতা (জীবসত্তাময়ী)। সেই শক্তি হইতে জীবসমূহ নিঃসৃত হইয়া জড় জগৎকে ভোগ্যরূপে গ্রহণ করিয়াছে।]

এই ভোক্তা ও ভোগ্য অভিমানের মধ্যে শুদ্ধ চেতনের কোন ক্রিয়া নাই। ইহাতে জড়-সংস্কারগত কিছু ক্রিয়া (inertia) মাত্রই পরিদৃষ্ট হয়। ইংরাজী পরিভাষায় এই জাতীয় ক্রিয়াকে (impulse অথবা intuition) বলা যায়। এইজন্যই জীবচৈতন্যের ক্রিয়াকে জড়ধর্ম্মী চুম্বকের ক্রিয়ার সঙ্গে তুলনা করা হইল। ইহা জীব-চৈতন্যের একটী মোহাচ্ছন্ন অবস্থা-বিশেষ মাত্র। আরও পরিষ্কার করিয়া বলা যায় যে, ক্ষুদ্রায়তন জীবগণ জড়া-প্রকৃতির একটী সাময়িক শিকার মাত্র। কিন্তু জীবগণ ভগবানের পরা প্রকৃতি বা চিচ্ছক্তির অংশবৈভব বলিয়া চেতনাংশ তাহাতে বিদ্যমান থাকায় অবোধ শিশুর ন্যায় জড়া-প্রকৃতির উপর কর্ত্তৃত্ব করিতে গিয়া সে বদ্ধাবস্থা প্রাপ্ত হইলেও সময়ান্তরে প্রকৃতির জড়ভাব বুঝিতে পারিয়া তাহার কবল হইতে সে মুক্ত হইতে ইচ্ছা করে। চেতনতার কিঞ্চিৎ উন্মেষক্রমে সে যখন তদীয় উদ্ভবস্থল—শুদ্ধ চেতনের একমাত্র আশ্রয়—পরাপ্রকৃতিতে শরণাগত হয় এবং চিচ্ছক্তির বল লাভ করে; তখন মায়া দুর্ব্বলা হইয়া জীবকে ত্যাগ করে। চিচ্ছক্তির অপর নাম যোগোমায়াশক্তি বা গুরুশক্তি (অজ্ঞান বিদূরণ-কারিণী শক্তি)। এই গুরুশক্তির আশ্রয়ে জীব ভগবদ্ভজনে প্রবৃত্ত হইলে ক্রমশঃ তাহার প্রাকৃতভাবের সহিত প্রাকৃত দেহের আত্যন্তিক বিনাশে দীক্ষাপূর্ণা-বস্থায় শুদ্ধভাবময় ও ভজনময় দেহ (নিত্যসিদ্ধ চিন্ময় শরীর) লাভ হয়। এই শরীরকে প্রাকৃত তাপত্রয়ের কোনটীই স্পর্শ করিতে পারে না।

"সর্ব্বত্র কৃষ্ণের মূর্ত্তি করে ঝলমল।
সে দেখিতে পায় যাঁর আঁখি নিরমল॥"

(চৈঃ চঃ)

তাহা পার্থিব অঙ্গুলী নির্দ্দেশের অতীত হইলেও ভক্তিপূত প্রেম নেত্রের অবশ্যই গোচরীভূত।

"প্রেমাঞ্জনচ্ছুরিত ভক্তিবিলোচনেন
সন্তঃ সদৈব হৃদয়েঽপি বিলোকয়ন্তি।
যং শ্যামসুন্দরমচিন্ত্যগুণস্বরূপং
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি॥"

(ব্রঃ সঃ ৫।৩৮)

শুদ্ধভক্ত তাঁহার চিন্ময় শরীরের চিন্ময় ইন্দ্রিয়দ্বারাই শ্রীভগবানের চিন্ময় স্বরূপের সাক্ষাৎকার লাভ করিতে পারেন। অপ্রাকৃত বস্তু নহে প্রাকৃত গোচর। শুদ্ধ-ভক্তের চিন্ময় স্বরূপও প্রাকৃতেন্দ্রিয় গ্রাহ্য ব্যাপার নহে।

"প্রভু কহে,—বৈষ্ণব-দেহ প্রাকৃত কভু নয়।
অপ্রাকৃত দেহ ভক্তের চিদানন্দময়॥
দীক্ষাকালে ভক্ত করে আত্মসমর্পণ।
সেইকালে কৃষ্ণ তারে করে আত্মসম॥
সেই দেহ করে তার চিদানন্দময়।
অপ্রাকৃত দেহে তাঁর চরণ ভজয়॥"

(চৈঃ চঃ অ ৪।১৯১-১৯৩)

ভক্ত ও ভগবানের এই চিন্ময় নাম-রূপাদির অনুভূতি মুমুক্ষু জ্ঞানিগণের ভাগ্যে সম্ভব হয় না। তাঁহাদের বিচারে শ্রবণ, দর্শনাদি সকলই মায়াময় বা গুণময়—তাহা জৈব-বিষয়পরই হউক অথবা শ্রীভগবদ্বিষয়পরই হউক। তাঁহারা মন্তব্য করেন যে, 'ব্রহ্ম' সত্ত্ব-তনু ধারণে

লীলাদি প্রকাশ করতঃ 'ঈশ্বর'-শব্দবাচ্য হন এবং লীলা সম্বরণ করিয়া পুনঃ নির্লেপ ব্রহ্মস্বরূপতা প্রাপ্ত হন। এই লীলাময়-রূপ ব্রহ্মের কল্পিত রূপ এবং সাধকের হিতার্থেই তাহা প্রকাশিত হয় মাত্র। তাঁহারা বলেন, জীব বলিয়াও কোন তত্ত্বের অবকাশ ব্রহ্মে নাই। জীব বলিয়া যদি কোন তত্ত্ব স্বীকার করিতেও হয়, তাহা ব্রহ্মেরই তাৎকালিক বা একদেশিক ভাব মাত্র। যেমন ঘটাকাশ ও পটাকাশ অর্থাৎ আকাশেরই আধারীভূত অবস্থা ও নিরাধার অবস্থা। একই ব্রহ্ম দেহাদিতে আধারীভূত হইয়া দুইটী সংজ্ঞা লাভ করেন, প্রথমটী ঈশ্বর ও দ্বিতীয়টী জীব ; অধিক শক্তিমান্‌কে ঈশ্বর ও স্বল্প-শক্তিমান্‌কে জীব বলা হয়। উভয়েই মায়াময় এবং মায়াতীতাবস্থায় জীব ও ঈশ্বর বলিয়া কিছুই নাই ; যাহা থাকে তাহা কেবল 'ব্রহ্ম'-শব্দ বাচ্য। তাঁহারা আবার এইরূপ চিন্তাও করেন—সর্ব্বব্যাপী ব্রহ্মের আধারীভূত অবস্থাই বা স্বীকার করা যায় কি করিয়া, কাজেই উক্ত দর্শন বা মনন ক্রিয়াও সর্ব্বৈব মিথ্যা বা মায়া। আবার মায়া বলিতেও তাঁহারা বলেন—সদসদনির্ব্বচনীয়। এই জন্য ব্রহ্মবাদিগণ জীব, ব্রহ্ম ও মায়া বলিতে কি বুঝেন বা কি বুঝাইতে চাহেন তাহা সর্ব্বৈব অব্যক্ত বা অপরিজ্ঞাত। তাঁহাদের কোন কিছুরই সংজ্ঞা পূর্ণ নহে। অধিকন্তু সকলই কল্পিত মাত্র।

"স্বাগমৈঃ কল্পিতৈস্ত্বঞ্চ জনান্ মদ্বিমুখান্ কুরু।
মাঞ্চ গোপয় যেন স্যাৎ সৃষ্টিরেষোত্তরোত্তরা॥"

(পদ্মপুরাণ)

[ভগবান্ শ্রীমহাদেবকে কহিলেন,—কল্পিত স্বাগম-দ্বারা মনুষ্যগণকে আমা হইতে বিমুখ কর ; আমাকে এরূপ গোপন কর, যদ্দ্বারা বহির্ম্মুখ-জীবের জীববৃদ্ধিকার্য্যে বিরক্তি না জন্মে।]

"মায়াবাদমসচ্ছাস্ত্রং প্রচ্ছন্নং বৌদ্ধমুচ্যতে।
ময়ৈব বিহিতং দেবি কলৌ ব্রাহ্মণ-মূর্ত্তিনা॥"

(পদ্মপুরাণ)

[মহাদেব কহিলেন—আমি কলিকালে ব্রাহ্মণমূর্ত্তি ধারণ করিয়া অসৎশাস্ত্র দ্বারা মায়াবাদরূপ প্রচ্ছন্ন—বৌদ্ধমত বিধান করিব।]

এইজন্য তাঁহারা (ব্রহ্মবাদিগণ) মুখে সর্ব্বদা 'ব্রহ্ম', 'মিথ্যা', 'মায়া' আদি শব্দ উচ্চারণ করিতে করিতে চরমে শুষ্কতাই লাভ করেন, তাহাতে ক্লেশমাত্রই সার হয়। শ্রীমদ্ভাগবতের ১০।১৪।৪ শ্লোক "শ্রেয়ঃসৃতিং…… ঘাতিনাম্॥" শ্লোক এতৎপ্রসঙ্গে আলোচ্য। জ্ঞান, জ্ঞেয় ও জ্ঞাতার একত্বসাধনই তাঁহাদের বিচারে মুক্তির চরম সংজ্ঞা। শ্রীভগবচ্চরণে তাঁহাদের অপরাধের মাত্রা এতই অধিক যে, তাঁহাদের বোধেরই বিষয় হয় না যে, ভক্ত ও ভগবানের শ্রীঅঙ্গ আনন্দ উপাদানজাত এবং তাহা সদা চিন্ময় ও লীলাময়।

দশ সহস্র সন্ন্যাসীর গুরু প্রকাশানন্দ সরস্বতী। জ্ঞানবাদী শঙ্কর সম্প্রদায়ের মহাপ্রভাবশালী আচার্য্য তিনি ; একদণ্ডী সন্ন্যাসী ; কাশীতে অবস্থান করিয়া বিপুল উদ্যমে মায়াবাদ প্রচার করিতেছেন। শ্রীপুরুষোত্তমক্ষেত্র হইতে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভু সবেমাত্র কাশীতে আসিয়াছেন ; বৃন্দাবন যাইবেন ; চন্দ্রশেখর বৈদ্যের গৃহে অবস্থান ও তপন মিশ্রের বাড়ীতে ভিক্ষা গ্রহণ করিতেছেন। স্বামী প্রকাশানন্দ তাঁহার আগমনবার্ত্তা লোক-মুখে শুনিলেন ; কখনও তাঁহাকে ইতঃপূর্ব্বে দর্শন করেন নাই, কিন্তু তাঁহার অমিত প্রভাব জ্ঞাত আছেন। শ্রীপুরুষোত্তমক্ষেত্রেরই অদ্বিতীয় নৈয়ায়িক পণ্ডিত বাসুদেব সার্ব্বভৌম গৃহস্থ হইলেও তাঁহার পাণ্ডিত্য প্রতিভায় মুগ্ধ হইয়া শঙ্করসম্প্রদায়ী সন্ন্যাসিগণ একবাক্যেই তাঁহাকে গুরু বিচার করতঃ তাঁহার নিকট বেদান্তের শাঙ্করভাষ্য শুনিবার জন্য প্রায়শঃই কাশী আদি বিভিন্ন স্থান হইতে শ্রীক্ষেত্রে গমনাগমন করেন। (এতাদৃশ গৌরবে গৌরবান্বিত যে সার্ব্বভৌম) তিনিও চৈতন্যপ্রতিভার নিকট সদ্য সদ্য পরাভব স্বীকার করিয়াছেন—ইহাও প্রকাশানন্দ পরম বিস্ময়ের সহিতই অবগত আছেন। তাই প্রকাশানন্দ প্রভৃতি শঙ্করসম্প্রদায়িগণ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের দর্শন ও তাঁহার সহিত কথোপকথনের জন্য বিশেষ কৌতূহলাক্রান্ত। সার্ব্বভৌমের পরাভবের গ্লানি তাঁহাদের হৃদয়কেও স্পর্শ করিয়াছে, তাহাতেও তাঁহারা কিছুটা মাৎসর্য্যাক্রান্ত। এক্ষণে ইহাই একটি বিশেষ সুযোগ যে, শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যকে

একেবারে তাঁহাদের পকেটের (আওতার) মধ্যেই পাইয়াছেন সুতরাং প্রতিশোধ লইবার ইহাই সুবর্ণ-সুযোগ। কাশীতে স্থানে স্থানে প্রকাশ্য সভাদি করিয়া শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের নিন্দাকার্য্যে প্রকাশানন্দ উঠিয়া-পড়িয়া লাগিয়াছেন।

"শুনিয়াছি গৌড়দেশের সন্ন্যাসী—'ভাবুক'।
কেশব-ভারতী-শিষ্য, লোক-প্রতারক॥
'চৈতন্য'-নাম তাঁর, ভাবুকগণ লঞা।
দেশে-দেশে, গ্রামে-গ্রামে বুলে নাচাঞা॥
যেই তাঁরে দেখে, সেই ঈশ্বর করি' কহে।
ঐছে মোহনবিদ্যা যে দেখে, সে মোহে॥
সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য—পণ্ডিত প্রবল।
শুনি' চৈতন্যের সঙ্গে হইল পাগল॥
'সন্ন্যাসী'—নাম-মাত্র, মহা-ইন্দ্রজালী!
'কাশীপুরে' না বিকাবে তাঁর ভাবকালি॥
বেদান্ত শ্রবণ কর, না যাইহ তাঁর পাশ।
উচ্ছৃঙ্খল-লোক-সঙ্গে দুইলোক-নাশ॥"

(চৈঃ চঃ মধ্য ১৭।১১৬-১২১)

জ্ঞানিগণ অল্প সাধনেই নিজকে মায়ামুক্ত জ্ঞান করিয়া বিষ্ণুবৈষ্ণব নিন্দায় পঞ্চমুখ হ'ন।

'জ্ঞানী জীবন্মুক্ত দশা পাইনু করি' মানে।
বস্তুতঃ বুদ্ধি শুদ্ধ নহে কৃষ্ণভক্তি বিনে॥"

(চৈঃ চঃ ম ২২।২৯)

অধিকন্তু মায়াবাদিগণ কৃষ্ণে অপরাধী বলিয়া তাঁহাদের জিহ্বা কৃষ্ণনাম উচ্চারণ করিতেই পারে না।

শ্রীমন্মহাপ্রভু নিজ-নিন্দাবাদাদির কথা লোকমুখে শ্রবণান্তর মৃদু হাস্য করিলেন, তৎসম্পর্কে কিছু মন্তব্য করিলেন না। কাশীতে কতিপয় দিবস অবস্থান করতঃ সেই যাত্রায় কাশী হইতে মাথুরমণ্ডলে গমন করিলেন এবং তদ্দর্শনান্তে পুনঃ তথায়-ই প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। বর্ত্তমানে তিনি লেখক-চন্দ্রশেখরের বাড়ীতে অবস্থান পূর্ব্বক তপনমিশ্রের বাড়ীতে নিত্য ভিক্ষা নির্ব্বাহ করেন। বাহির হইতে নিমন্ত্রণ আসিলেও সন্ন্যাসীর সঙ্গে কোথাও তাহা স্বীকার করেন না। এদিকে তপনমিশ্র ও চন্দ্রশেখর প্রভৃতি কাশীবাসী ভক্তবৃন্দ পুনঃ পুনঃ প্রভুনিন্দা শ্রবণ করতঃ অন্তরে বিশেষ দুঃখিত আছেন। তৎসম্পর্কে তাঁহারা প্রভুকে একদিবস নিভৃতে কিছু নিবেদন করিতেছেন, এমনই সময়ে এক মহারাষ্ট্রীয় ব্রাহ্মণ তথায় আগমন পূর্ব্বক প্রভুর শ্রীচরণ ধরিয়া বিনয়-নম্র বচনে কিছু নিবেদন করিলেন—

"প্রভু, সকল সন্ন্যাসী মুঞি কৈনু নিমন্ত্রণ।
তুমি যদি আইস, পূর্ণ হয় মোর মন॥
না যাহ সন্ন্যাসি-গোষ্ঠী, ইহা আমি জানি।
মোরে অনুগ্রহ কর নিমন্ত্রণ মানি॥"

(চৈঃ চঃ আদি ৭।৫৪-৫৫)

লীলাময় প্রভু সহজেই সহাস্য-বদনে বিপ্রের নিমন্ত্রণ স্বীকার করিলেন। অতঃপর তিনি নির্দ্দিষ্ট দিবসে নিমন্ত্রণ রক্ষার্থে সেই বিপ্রভবনে উপস্থিত হইয়া দেখিতে পাইলেন যে, সুবৃহৎ সভামণ্ডপে বিশাল সন্ন্যাসি-গোষ্ঠীসহ সন্ন্যাসি-প্রধান প্রকাশানন্দ সরস্বতী অবস্থান করিতেছেন। আচার্য্যলীলাভিনয়কারী শ্রীগৌরহরি তাঁহাদের সকলকে বিনীতভাবে নমস্কারান্তে পাদপ্রক্ষালনের স্থানে গমন পূর্ব্বক পাদ-প্রক্ষালন করতঃ তথায়ই বসিয়া পড়িলেন। স্বামী প্রকাশানন্দাদি করিয়া সকলেরই দৃষ্টি তদ্দিকেই নিবদ্ধ ছিল। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের আগমন সকলেরই অনু-ভবের বিষয় হইয়াছিল এক্ষণে তাহা আরও অনুভূতির বিষয় হইল সেই অশুচিস্থানে উপবিষ্ট পুরুষ-রতনকে 'মহাতেজময়বপু কোটী সূর্য্যভাস' দর্শনে। সকলেরই মন কৌতূহলাক্রান্ত! তথাপি দৈবীমায়া বিমোহিত সন্ন্যাসি-গণ! কেহই অবধারণই করিতে পারিলেন না কি উদ্দেশ্যে প্রভুর কি লীলা! তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই ধারণা করিলেন,—অহো! সম্ভবতঃ চৈতন্য-ভারতী নিজকে পর্য্যায়ক্রমে সরস্বতী-গোষ্ঠী হইতে নিম্ন-পর্য্যায়ের বিবেচনায় সঙ্কোচ করিয়াই এহেন হীনাচার করিয়া থাকিবেন! আহা! তাহাতে বা কি আসে যায়! সরস্বতী, তীর্থ, পুরী, ভারতী আদি আমরা সকলেই ত' একই দশনামী সম্প্রদায়ভুক্ত! তাঁহার পর্য্যায়টী আমাদের অপেক্ষা কিঞ্চিৎ নিম্ন হইলেও আমরা তাঁহাকে লইয়া গোষ্ঠী করিতে ত' পারি! এইমত

চিন্তা করতঃ প্রকাশানন্দ সরস্বতীকে অগ্রণী করিয়া বিশিষ্ট সন্ন্যাসিগণ সকলেই শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের উপবেশন-স্থানে গমন করিলেন। প্রকাশানন্দ সসম্মানে প্রভুর হস্ত ধারণ পূর্ব্বক তাঁহাকে সন্ন্যাসিগোষ্ঠীতে সভা-মধ্যে লইয়া আসিলেন এবং সম্মুখভাগে আসন প্রদান করতঃ কথোপকথন আরম্ভ করিলেন। পরস্পরের কথোপকথনটী শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের ভাষায় এবম্প্রকারে লিপিবদ্ধ আছেঃ—

"পুছিল, তোমার নাম 'শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য'।
কেশব ভারতীর শিষ্য, তাতে তুমি ধন্য॥
সাম্প্রদায়িক সন্ন্যাসী তুমি, রহ এই গ্রামে।
কি কারণে আমা-সবার না কর দর্শনে॥
সন্ন্যাসী হইয়া কর নর্ত্তন-গায়ন।
ভাবুক সব সঙ্গে লঞা করহ কীর্ত্তন॥
বেদান্ত পঠন, ধ্যান,—সন্ন্যাসীর ধর্ম্ম।
তাহা ছাড়ি' কর কেনে ভাবুকের কর্ম্ম॥
প্রভাবে দেখিয়ে তোমা সাক্ষাৎ নারায়ণ।
হীনাচার কর কেনে, ইথে কি কারণ॥"
"প্রভু কহে, শুন, শ্রীপাদ, ইহার কারণ।
গুরু মোরে মূর্খ দেখি' করিল শাসন॥
মূর্খ তুমি, তোমার নাহি বেদান্তাধিকার।
'কৃষ্ণমন্ত্র' জপ' সদা,—এই মন্ত্রসার॥
কৃষ্ণমন্ত্র হইতে হ'বে সংসার-মোচন।
কৃষ্ণনাম হইতে পা'বে কৃষ্ণের চরণ॥
নাম বিনা কলিকালে নাহি আর ধর্ম্ম।
সর্ব্বমন্ত্রসার নাম,—এই শাস্ত্রমর্ম্ম॥
এত বলি' এক শ্লোক শিখাইল মোরে।
কণ্ঠে করি' এই শ্লোক করিহ বিচারে॥
'হরের্নাম হরের্নাম হরের্নামৈব কেবলম্।
কলৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরন্যথা॥'
এই আজ্ঞা পাঞা নাম লই অনুক্ষণ।
নাম লৈতে লৈতে মোর ভ্রান্ত হইল মন॥
ধৈর্য্য ধরিতে নারি, হৈলাম উন্মত্ত।
হাসি, কান্দি, নাচি, গাই যৈছে মদমত্ত॥
তবে ধৈর্য্য ধরি' মনে করিলাম বিচার।
কৃষ্ণনামে জ্ঞানাচ্ছন্ন হইল আমার॥
পাগল হইলাম আমি, ধৈর্য্য নাহি মনে।
এত চিন্তি' নিবেদিলাম গুরুর চরণে॥
কিবা মন্ত্র দিলা গোসাঞি, কিবা তার বল।
জপিতে জপিতে মন্ত্র করিল পাগল॥
হাসায়, নাচায়, মোরে করায় ক্রন্দন।
এত শুনি' গুরু মোরে বলিলা বচন॥
কৃষ্ণনাম মহামন্ত্রের এই ত' স্বভাব।
যেই জপে, তার কৃষ্ণে উপজয়ে ভাব॥
কৃষ্ণবিষয়ক প্রেমা—পরম পুরুষার্থ।
যার আগে তৃণ তুল্য চারি পুরুষার্থ॥
পঞ্চম পুরুষার্থ—প্রেমানন্দামৃত সিন্ধু।
ব্রহ্মাদি আনন্দ যার নহে এক বিন্দু॥
কৃষ্ণনামের ফল—'প্রেমা' সর্ব্বশাস্ত্রে কয়।
ভাগ্যে সেই প্রেমা তোমার করিল উদয়॥
প্রেমার স্বভাবে করে চিত্ত-তনু ক্ষোভ।
কৃষ্ণের চরণ-প্রাপ্ত্যে উপজয় লোভ॥
প্রেমের স্বভাবে ভক্ত হাসে, কান্দে, গায়।
উন্মত্ত হইয়া নাচে, ইতিউতি ধায়॥
স্বেদ, কম্প, রোমাঞ্চাশ্রু, গদ্‌গদ, বৈবর্ণ্য।
উন্মাদ, বিষাদ, ধৈর্য, গর্ব্ব, হর্ষ, দৈন্য॥
এত ভাবে প্রেমা ভক্তগণেরে নাচায়।
কৃষ্ণের আনন্দামৃতসাগরে ভাসায়॥
ভাল হইল, পাইলে তুমি পরম পুরুষার্থ।
তোমার প্রেমেতে আমি হইলাঙ কৃতার্থ॥
নাচ, গাও, ভক্তসঙ্গে কর সংকীর্ত্তন।
কৃষ্ণনাম উপদেশি' তার' সর্ব্বজন॥
এই তাঁর বাক্যে আমি দৃঢ়বিশ্বাস ধরি'।
নিরন্তর কৃষ্ণনাম সংকীর্ত্তন করি॥
সেই কৃষ্ণনাম কভু গাওয়ায়, নাচায়।
গাহি, নাচি নাহি আমি আপন-ইচ্ছায়॥
কৃষ্ণনামে যে আনন্দসিন্ধু-আস্বাদন।
ব্রহ্মানন্দ তার আগে খাতোদক-সম॥"
প্রভুর মিষ্টবাক্য শুনি' সন্ন্যাসীর গণ।
চিত্ত ফিরি' গেল, কহে মধুর বচন॥

"যে কিছু কহিলে তুমি, সর্ব্ব সত্য হয়।
কৃষ্ণপ্রেমা সেই পায়, যার ভাগ্যোদয়॥
কৃষ্ণে ভক্তি কর—ইহায় সবার সন্তোষ।
বেদান্ত না শুন কেনে, তার কিবা দোষ॥
এত শুনি' হাসি প্রভু বলিলা বচন।
দুঃখ না মানিহ যদি, করি নিবেদন॥
ইহা শুনি বলে সর্ব্ব সন্ন্যাসীর গণ।
তোমাকে দেখিয়ে যৈছে সাক্ষাৎ নারায়ণ॥
তোমার বচন শুনি' জুড়ায় শ্রবণ।
তোমার মাধুরী দেখি' জুড়ায় নয়ন॥
তোমার প্রভাবে সবার আনন্দিত মন।
কভু অসঙ্গত নহে তোমার বচন॥
প্রভু কহে, বেদান্ত-সূত্র—ঈশ্বর বচন।
ব্যাসরূপে কৈল তাহা শ্রীনারায়ণ॥
ভ্রম, প্রমাদ, বিপ্রলিপ্সা, করণাপাটব।
ঈশ্বরের বাক্যে নাহি দোষ এই সব॥
উপনিষৎ-সহিত সূত্র কহে যেই তত্ত্ব।
মুখ্যবৃত্তি সেই অর্থ পরম মহত্ত্ব॥
গৌণ-বৃত্ত্যে যেবা ভাষ্য করিল আচার্য্য।
তাহার শ্রবণে নাশ যায় সর্ব্বকার্য্য॥
তাঁহার নাহিক দোষ, ঈশ্বর আজ্ঞা পাঞা।
গৌণার্থ করিল, মুখ্য অর্থ আচ্ছাদিয়া॥
'ব্রহ্ম'-শব্দে মুখ্য অর্থে কহে 'ভগবান্'।
চিদৈশ্বর্য্য-পরিপূর্ণ, অনূর্দ্ধ্ব-সমান॥
তাঁহার বিভূতি, দেহ,—সব চিদাকার।
চিদ্বিভূতি আচ্ছাদিয়া কহে 'নিরাকার'॥
চিদানন্দ—দেহ তাঁর, স্থান, পরিবার।
তাঁরে কহে প্রাকৃত-সত্ত্বের বিকার॥
তাঁর দোষ নাহি তেঁহো আজ্ঞাকারী দাস।
আর যেই শুনে, তার হয় সর্ব্বনাশ॥
প্রাকৃত করিয়া মানে বিষ্ণু-কলেবর।
বিষ্ণুনিন্দা আর নাহি ইহার উপর॥"

(চৈঃ চঃ আ ৭।৬৬-৯২, ৯৫-৯৭, ৯৯-১১৫)

এই সব কথা মধ্যে মায়াবাদ নিরসন হইয়াছে এবং সঙ্গে সঙ্গে শ্রীনামতত্ত্ব—শ্রীনাম মহিমা, জীবতত্ত্ব ও মায়াতত্ত্বাদির বিশদ্ বিচার প্রদর্শিত হইয়াছে। অমানী-মানদলীল শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুর শ্রীমুখনিঃসৃত মধুর বচন শ্রবণ করিয়া সন্ন্যাসিগণের মন ফিরিয়া গেল। অতঃপর তাঁহারা সকলেই তদনুগত হইয়া নিরন্তর কৃষ্ণনাম উচ্চারণ করিতে লাগিলেন। তদনন্তর মর্য্যাদা প্রদর্শনার্থে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুকে সকলের মধ্যস্থলে আসন প্রদান পূর্ব্বক সন্ন্যাসী সকলে ভিক্ষা (ভোজন) করিলেন। সর্ব্বত্র শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের জয় বিঘোষিত হইল; সর্ব্বনাশী মায়াবাদের নাশ হইল।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় নামসংকীর্ত্তন-মাহাত্ম্য

[পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রমোদ পুরী মহারাজ]

"স্থানে হৃষীকেশ তব প্রকীর্ত্ত্যা
জগৎ প্রহৃষ্যত্যনুরজ্যতে চ।
রক্ষাংসি ভীতানি দিশো দ্রবন্তি
সর্ব্বে নমস্যন্তি চ সিদ্ধসঙ্ঘাঃ॥"
— গীঃ ১১।৩৬

[অর্থাৎ "হে হৃষীকেশ, তোমার যশঃকীর্ত্তন শুনিয়া জগৎ হৃষ্ট হইয়া অনুরাগ লাভ করে, রক্ষঃসকল ভীত হইয়া দিগ্বিদিকে পলায়ন করে এবং সিদ্ধসকল নমস্কার করে, ইহা তাহাদের পক্ষে যুক্ত-কার্য্য।"]

শ্রীল সনাতন গোস্বামিপাদ উহার ব্যাখ্যায় লিখিতেছেন —

"স্থানে ইত্যব্যয়ং যুক্তমিত্যর্থে। হে হৃষীকেশ যত এবমদ্ভুতপ্রভাবো ভক্তবৎসলশ্চ ত্বম্ অতস্তব প্রকীর্ত্ত্যা মাহাত্ম্যাদিসংকীর্ত্তনেন নামমাত্র সঙ্কীর্ত্তনেন বা ন কেবলমহমেব প্রহৃষ্যামি কিন্তু জগৎ সর্ব্বমপি প্রকর্ষেণ

হৃষ্যতি হর্ষং প্রাপ্নোতি এতৎ স্থানে যুক্তমিত্যর্থঃ। তথা জগৎ অনুরজ্যতে চ অনুরাগং চোপৈতীতি যৎ, তথা রক্ষাংসি ভীতানি সন্তি দিশঃ প্রতি দ্রবন্তি বেগেন পলায়ন্ত ইতি যৎ। তথা সর্ব্বে যোগতপোমন্ত্রাদি সিদ্ধানাং সংঘা নমস্যন্তি প্রণমন্তীতি যৎ এতচ্চ স্থানে যুক্তমেব ন চিত্রমিত্যর্থঃ।"

অর্থাৎ 'স্থানে'—এই অব্যয় পদটি যুক্ত বা যথার্থ—এই অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। হে হৃষীকেশ, যেহেতু তুমি এইরূপ অদ্ভুতপ্রভাববিশিষ্ট এবং ভক্তবৎসল, অতএব তোমার মাহাত্ম্যাদি সংকীর্ত্তন অথবা নামমাত্র সংকীর্ত্তনদ্বারা কেবল আমিই যে পরমানন্দ লাভ করিতেছি, তাহা নহে; পরন্তু সমগ্র জগৎই যে প্রকৃষ্টরূপে আনন্দ প্রাপ্ত তথা অনুরাগযুক্ত হইতেছে, ইহা যথার্থই বটে। তোমার নাম-প্রভাবে রাক্ষসগণ যে ভীত হইয়া চতুর্দ্দিকে বেগে প্রধাবিত হইতেছে, তথা যোগ, তপস্যা ও মন্ত্রাদি-সিদ্ধ পুরুষগণ পর্য্যন্ত যে তোমাকে প্রণতি জ্ঞাপন করিতেছেন, ইহাও সর্ব্বৈব যথার্থই বটে, কোন বিস্ময়কর ব্যাপার নহে।"

অনন্তকোটী ব্রহ্মাণ্ডব্যাপী সচ্চিদানন্দবিগ্রহ যে কারণার্ণবশায়ী মহাবিষ্ণু, যাঁহার দূর হইতে ঈক্ষণ প্রভাবে প্রকৃতি ক্রিয়াবতী হইয়া চরাচর জগৎ প্রসব করেন, সেই কারণার্ণবশায়ি-মহাপুরুষাদি হইতেও উৎকৃষ্ট স্বরূপ শ্রীকৃষ্ণ। শ্রীগোপালতাপনী শ্রুতিতেও উক্ত হইয়াছে—

"তমেকং গোবিন্দং সচ্চিদানন্দবিগ্রহং বৃন্দাবনসুর-ভূরুহতলাসীনং সততং স-মরুদ্‌গণোঽহং পরময়া স্তুত্যা তোষয়ামি।"

অর্থাৎ সেই একমাত্র সচ্চিদানন্দবিগ্রহ, বৃন্দাবন-কল্পবৃক্ষতলে অবস্থিত গোবিন্দকে মরুদ্‌গণসহিত আমি সতত পরমা স্তুতিদ্বারা তুষ্টি বিধান করিব।"

স্মৃতি-শাস্ত্রেও তিনি নরাকৃতি পরব্রহ্ম বলিয়া উক্ত হইয়াছেন। শ্রীমদ্ভাগবতেও তাঁহাকে 'কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ং' (ভাঃ ১৷৩৷২৮), (কিন্তু কৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান্), 'পরমানন্দং পূর্ণং ব্রহ্ম সনাতনং' (ভাঃ ১০৷১৪৷৩২) (পরমানন্দ-স্বরূপ পূর্ণব্রহ্ম সনাতন) ইত্যাদি রূপে বলা হইয়াছে। সেই পরম উৎকৃষ্ট বিশুদ্ধসত্ত্ব সচ্চিদানন্দ-স্বরূপ কৃষ্ণকে মূঢ় অর্থাৎ অবিবেকিগণ তাঁহার মনুষ্যদেহাশ্রিত-তত্ত্বই যে পরমোৎকৃষ্ট, তাহা না বুঝিয়া সর্ব্বভূত-মহেশ্বর—সর্ব্বকারণকারণ ভগবান্‌কে মনুষ্যবুদ্ধিতে অবজ্ঞা করিয়া থাকে। "কৃষ্ণের যতেক খেলা, সর্ব্বোত্তম নরলীলা, নরবপু তাঁহার স্বরূপ। গোপবেষ বেণুকর, নবকিশোর নটবর, নরলীলার হয় অনুরূপ॥" —ইহা তাহারা ধারণাই করিতে পারে না। এজন্য কৃষ্ণকে মানুষী বা মায়াময়ী তনু-মাশ্রিত —'ব্রহ্ম' অপেক্ষাও হীনতত্ত্ব ঈশ্বর-বুদ্ধিকারী ঐসকল মূঢ় নিষ্ফলকাম, নিষ্ফলকর্ম্মা, বিফলজ্ঞান ও বিবেকহীন হইয়া মোহজনক রাক্ষসী অর্থাৎ তামস এবং আসুরী অর্থাৎ রাজস প্রকৃতি বা স্বভাব প্রাপ্ত হইয়া থাকে। কিন্তু ভগবদ্‌ভক্তিপ্রবৃত্ত মহাত্মগণ দৈবী প্রকৃতি অর্থাৎ দেবস্বভাব লাভ করিয়া অনন্যচিত্তে মনুষ্যাকৃতি ঐ শ্রীকৃষ্ণকেই সকলভূতের আদি ও অব্যয় বা অনশ্বর চরম পরমতত্ত্ব জ্ঞানে ভজন করিয়া থাকেন। (গীঃ ৯৷১১-১৩ দ্রষ্টব্য)

এই ভজনটি কি প্রকার তাহাই শ্রীভগবান্ এখানে স্পষ্ট করিয়া বলিতেছেন,—

"সততং কীর্ত্তয়ন্তো মাং যতন্তশ্চ দৃঢ়ব্রতাঃ
নমস্যন্তশ্চ মাং ভক্ত্যা নিত্যযুক্তা উপাসতে॥"

(গীঃ ৯৷১৪)

অর্থাৎ "তাঁহারা দেশ, কাল ও পাত্রের শুদ্ধি নিরপেক্ষ হইয়া সর্ব্বদা আমার নামাদি কীর্ত্তনকারী (কীর্ত্তয়ন্তঃ), আমার স্বরূপগুণাদিনির্ণয়ে যত্নশীল (যতন্তশ্চ) এবং অপতিতভাবে একাদশ্যাদি ও নাম-গ্রহণাদি নিয়ম পালনকারী হইয়া (দৃঢ়ব্রতাঃ) আমাকে নমস্কার পূর্ব্বক (নমস্যন্তশ্চ) ভবিষ্যতে আমার নিত্য-সংযোগের আকাঙ্ক্ষায় (নিত্যযুক্তাঃ) ভক্তিযোগদ্বারা আমাকে উপাসনা করেন।"

শ্রীল চক্রবর্ত্তী ঠাকুর উহার এইরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন (আমরা এস্থানে টীকার অনুবাদটিই প্রকাশ করিতেছি) —

পূর্ব্বশ্লোকে অনন্যচিত্তে ভজন করেন, এইরূপ উক্ত

হইয়াছে। তোমার সেই ভজনটি কি প্রকার তাহা এই শ্লোকে বলা হইতেছে। সততং সদা—ইহা দ্বারা কর্ম্মযোগের ন্যায় কাল দেশ পাত্র শুদ্ধি প্রভৃতির অপেক্ষা করিতে হইবে না, ইহাই সূচিত হইয়াছে। স্মৃতিশাস্ত্রেও কথিত আছে—

"ন দেশনিয়মস্তত্র ন কালনিয়মস্তথা।
নোচ্ছিষ্টাদৌ নিষেধোঽস্তি শ্রীহরের্নাম্নি লুব্ধকে॥
(বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরে)

অর্থাৎ শ্রীহরিনাম-লোভীর পক্ষে হরিনামগ্রহণে দেশ-কালের নিয়ম নাই, উচ্ছিষ্টাদি বিষয়ে নিষেধ নাই।

যতন্তঃ অর্থাৎ যতমানাঃ, সেই যত্নটি কিপ্রকার তাহা বলা হইতেছে — যেমন কুটুম্ব অর্থাৎ আত্মীয় স্বজন পরিচালনার্থ দরিদ্র গৃহস্থগণ ধনীর দ্বারাদিতে ধন উপার্জ্জনার্থ যত্ন করিয়া থাকে, তদ্রূপ আমার ভক্তগণ সাধুসভাদিতে কীর্ত্তনাদি পরম ভক্তিধন প্রাপ্তিনিমিত্ত যত্ন করে। এবং ভক্তি প্রাপ্ত হইয়া অধীয়মান শাস্ত্র পাঠের ন্যায় পুনঃ পুনঃ তাহা অভ্যাস করেন। দৃঢ়ব্রত কিরূপ, তাহা বলা হইতেছে—আমার এত সংখ্যক নাম গ্রহণ করিতে হইবে, এত সংখ্যক প্রণাম (শ্রীগুরুবৈষ্ণব-ভগবানে) করিতে হইবে, এত সংখ্যক পরিচর্য্যাও অবশ্যই করিতে হইবে— এইরূপ দৃঢ়ব্রত হইতে হইবে। দৃঢ় হইয়াছে ব্রত বা নিয়ম যাঁহাদের, তাঁহারাই দৃঢ়ব্রত। অথবা দৃঢ় অর্থাৎ অপতিত একাদশ্যাদি ব্রত বা নিয়ম যাঁহাদের, তাঁহারাই দৃঢ়ব্রত। নমস্যন্তশ্চ পদের চকারশ্রবণ-পাদসেবনাদি অনুক্ত সর্ব্বভক্তি সংগ্রহার্থবোধক। নিত্য-যুক্তাঃ শব্দে 'আমার ভবিষ্যৎ নিত্যসংযোগাকাঙ্ক্ষী' এই অর্থে বর্ত্তমানকালেও ভূতকালিক ক্ত প্রত্যয় করা হইয়াছে। উপসংহারে বলিতেছেন—"অত্র মাং কীর্ত্তয়ন্ত এব মামুপাসত ইতি মৎকীর্ত্তনাদিকমেব মদুপাসনমিতি বাক্যার্থঃ" অর্থাৎ এস্থলে আমার কীর্ত্তন করিতে করিতে আমাকে উপাসনা কর, ইহাতে আমার কীর্ত্তনাদিকেই আমার উপাসনা বলা হইয়াছে, ইহাই বাক্যার্থ।"

"মচ্চিত্তা মদ্গতপ্রাণা বোধয়ন্তঃ পরস্পরম্।
কথয়ন্তশ্চ মাং নিত্যং তুষ্যন্তি চ রমন্তি চ॥"
—গীতা ১০।৯

[অর্থাৎ "আমার এতাদৃশ অনন্যভক্ত আমার নাম-রূপাদির মাধুর্য্যাস্বাদনে লুব্ধচিত্ত, আমি ভিন্ন প্রাণ-ধারণে অসমর্থ, পরস্পরকে ভক্তির স্বরূপ-প্রকারাদি জ্ঞাপন পূর্ব্বক আমার নাম-রূপ-গুণাদি ব্যাখ্যান-দ্বারা উচ্চকীর্ত্তন করিতে করিতে তুষ্ট হন এবং রতিভক্তি প্রাপ্ত হন।"]

শ্রীল চক্রবর্ত্তী ঠাকুর ঐ শ্লোকের এইরূপ ব্যাখ্যা করিতেছেন—"এতাদৃশ অনন্যভক্তগণই আমার অনুগ্রহে বুদ্ধিযোগ লাভ করতঃ অত্যন্ত দুর্ব্বোধ্য মত্তত্ত্বজ্ঞান প্রাপ্ত হয়, ইহা বুঝাইবার জন্য বলিতেছেন—মচ্চিত্তাঃ অর্থাৎ আমার রূপ-নাম-গুণ-লীলা-মাধুর্য্যাস্বাদনে লুব্ধ চিত্ত, মদ্গতপ্রাণাঃ অর্থাৎ অন্নগতপ্রাণ নরগণ যেমন অন্নব্যতীত প্রাণধারণে অসমর্থ হয়, তদ্রূপ মদ্গতপ্রাণ ভক্তগণ আমা ব্যতীত প্রাণধারণ করিতে পারে না; বোধয়ন্তঃ অর্থাৎ ভক্তির স্বরূপ-প্রকারাদি সৌহার্দ্দ্য-ভরে পরস্পরে জ্ঞাপন করে; কথয়ন্তঃ অর্থাৎ আমার মহামধুর রূপগুণলীলামহোদধি বর্ণন করিতে করিতে আমার রূপাদি ব্যাখ্যান মুখে অত্যুল্লাসে উচ্চকীর্ত্তন করিতে থাকেন। এই প্রকারে সর্ব্বভক্তিপ্রকার-মধ্যে স্মরণ-শ্রবণ-কীর্ত্তনাদিই অতিশ্রেষ্ঠরূপে কথিত হইয়াছে। তুষ্যন্তি চ রমন্তি চ অর্থাৎ ভক্তিদ্বারাই সন্তোষ ও রমণ, ইহাই রহস্য। অথবা সাধনদশায়ও ভাগ্যবশতঃ ভজন নির্ব্বিঘ্নে সম্পাদিত হইতে থাকিলে সন্তোষ লাভ করে এবং স্বীয় ভাবি সাধ্যদশা অনুস্মরণ করিয়া মনে মনে নিজ প্রভুর সহিত রমণ করে, ইহাতে রাগানুগা ভক্তিই দ্যোতিত হইতেছে।"

সর্ব্বশাস্ত্রসার শ্রীগীতাশাস্ত্রে এইরূপ বিভিন্ন শ্লোকে শ্রীভগবান্ কৃষ্ণচন্দ্রের নাম-রূপ-গুণ-লীলাদির শ্রবণকীর্ত্তনানুশীলনরূপ ভজন-রহস্য প্রকাশিত হইয়াছে। এজন্য গীতা মাহাত্ম্যে উক্ত হইয়াছে—

"সর্ব্বোপনিষদো গাবো দোগ্ধা গোপালনন্দনঃ।
পার্থো বৎসঃ সুধীর্ভোক্তা দুগ্ধং গীতামৃতং মহৎ॥

একং শাস্ত্রং দেবকীপুত্রগীতমেকো
দেবো দেবকীপুত্র এব।
একো মন্ত্রস্তস্য নামানি যানি
কর্ম্মাপ্যেকং তস্য দেবস্য সেবা॥"

অর্থাৎ সমস্ত উপনিষদ্ গাভীস্বরূপ, শ্রীগোপাল-নন্দন কৃষ্ণ দোহনকর্ত্তা। পার্থ গোবৎসস্বরূপ, অত্যুৎকৃষ্ট গীতামৃতই দুগ্ধ এবং সেই অমৃতপানের অধিকারী উত্তম বুদ্ধিমান্ জন।

দেবকীনন্দন শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তিত শাস্ত্রই একমাত্র শাস্ত্র, দেবকীপুত্র শ্রীকৃষ্ণই একমাত্র আরাধ্য দেবতা, তাঁহার নামই একমাত্র (জপ্য ও কীর্ত্তনীয়) মন্ত্র এবং সেই পরমারাধ্য দেবতার সেবাই একমাত্র কর্ম্ম।

সাক্ষাৎ পদ্মনাভ শ্রীভগবানের শ্রীমুখনিঃসৃত এই গীতাশাস্ত্র সুগীত বা সুকীর্ত্তিত হইলেই জীব সর্ব্ব-সুমঙ্গলের অধিকারী হইতে পারেন। গীতা ভগবন্-মুখনিঃসৃত ভারতামৃত-সর্ব্বস্ব হওয়ায় মহাভারতের তাৎপর্য্যস্বরূপ শ্রীমদ্ভাগবতানুগত্যে ইহার পঠন-পাঠন-সৌভাগ্য বরণ করিতে পারিলেই ইহার প্রকৃত তাৎপর্য্য হৃদয়ঙ্গম হইতে পারে।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার চতুঃশ্লোকীর পদ্যানুবাদ

(শ্রীমদ্ ভগবদ্গীতার ১৪ অধ্যায় ৮-১১ শ্লোক)

'অহং' পদে মূর্ত্তিমান কৃষ্ণভগবান্।
'নিরাকার' তিনি ন'ন বাক্যেতে প্রমাণ॥
শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গকান্তি 'ব্রহ্ম' নিরাকার।
'ব্রহ্মণোহি প্রতিষ্ঠাহং' গীতাতে প্রচার॥
'পরমাত্মা পুরুষোত্তম' শ্রীকৃষ্ণের অংশ।
'একাংশেন স্থিতো জগৎ' বচনে প্রকাশ॥
অবতার-সমূহের কৃষ্ণ অংশী হন।
তাঁর সম, ঊর্দ্ধ নাই শাস্ত্র পরমাণ॥
জগৎ-কারণ তিনি জীবের কারণ।
জগৎ ও জীব তাঁর শক্তি-কার্য্য হন॥
সর্ব্ব-প্রবর্ত্তক কৃষ্ণ সর্ব্বশক্তিমান্।
প্রেমে করে বুধগণ তাঁহার ভজন॥
তাঁহাতেই মন প্রাণ সঁপি যেই জন।
পরস্পর তাঁর কথা করে আলোচন॥
তাঁর নাম সদা গায় সন্তোষ অন্তরে।
তাঁহাতেই রতি করে অন্য পরিহরে॥
প্রেম বিনা ভক্ত প্রাণ ধরিতে না পারে।
জল বিনা যথা মীন প্রাণ নাহি ধরে॥
নির্ব্বিঘ্নে সাধন হ'লে ভক্ত তুষ্ট হন।
সিদ্ধিকালে তাঁর সহ করেন রমণ॥
সম্বন্ধজ্ঞানের সহ সদা যেই ভজে।
ভজনেতে প্রীতি করে অন্যভাব ত্যজে॥
কৃষ্ণ তারে বুদ্ধি দেন যাতে তাঁরে পায়।
'কৃষ্ণ' পেয়ে প্রেমানন্দে পূর্ণ হ'য়ে যায়॥
কৃষ্ণ তারে কৃপা করে হৃদয়ে বসিয়া।
দিব্যজ্ঞানালোকে তার অজ্ঞান নাশিয়া॥
প্রেমসেবা দিয়া কৃষ্ণ করে অনুচর।
পুরুষার্থ নাহি আর ইহার উপর॥
সম্বন্ধ, অভিধেয় ও প্রয়োজন-তত্ত্ব।
গীতাশাস্ত্রে কৃষ্ণচন্দ্র করেন সুব্যক্ত॥
সেই কৃষ্ণ কলিযুগে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য।
হরিনাম-প্রেম দিয়া বিশ্ব কৈল ধন্য॥
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-পদে করিয়া প্রণতি।
চতুঃশ্লোকী গীতা গায় যাযাবর যতি॥

শ্রীবাস-স্তুতি

নারদের অবতার শ্রীবাস পণ্ডিত।
গৌরাঙ্গের ভক্তশ্রেষ্ঠ জগতে বিদিত॥
যাঁহার অঙ্গনে সদা হরি-সংকীর্ত্তন।
মহাপ্রভু করিতেন ল'য়া ভক্তগণ॥
শ্রীবাসের ঘরে গৌর যত লীলা কৈলা।
শ্রীচৈতন্য-ভাগবত বিস্তারি বর্ণিলা॥
তাঁর মৃতপুত্রমুখে গৌর শিক্ষা দিল।
গৌর-নিতাই শ্রীবাসের নন্দন হইল॥
নিত্যানন্দ মালিনীর স্তনদুগ্ধ পিল।
শ্রীবাসের গৃহে নিতাই বসতি করিল॥
শ্রীবাস-পত্নীর নাম শ্রীমতী মালিনী।
গৌর-নিত্যানন্দ যাঁরে বলেন জননী॥
শ্রীবাসের গৃহে গৌর মহাপ্রকাশ কৈলা।
ভক্তগণ-মনোবাঞ্ছা পূরণ করিলা॥
শ্রীহরিবাসরে তথায় কীর্ত্তন আরম্ভিলা।
প্রত্যহ কীর্ত্তন-রাস হইতে লাগিলা॥
বহির্ম্মুখ জন তথা প্রবেশিতে নারে।
শ্বশ্রূরেও শ্রীনিবাস রাখিলা বাহিরে॥
তাহাতে দুর্জ্জনগণ অত্যাচার কৈল।
ভক্তশ্রেষ্ঠ শ্রীনিবাস সকলি সহিল॥
শ্রীবাস পণ্ডিতের নাম শ্রীশ্রীনিবাস।
যাযাবর স্তুতি করে তাঁর কৃপা আশ॥

শ্রীবাসচরিত

শ্রীবাস, শ্রীরাম আর শ্রীপতি, শ্রীনিধি।
চারি ভাই শ্রীগৌরাঙ্গে সেবে নিরবধি॥
ব্রজে যিঁহ ছিলা ধাত্রী শ্রীঅম্বিকা মাতা।
তিঁহ শ্রীমালিনী শ্রীবাস-পত্নী পতিব্রতা॥
কেহ কহে, * শ্রীহট্টের বৈদিক 'জলধর'।
সস্ত্রীক নদীয়াবাস কৈলা বিপ্রবর॥
তাঁর পঞ্চপুত্র, জ্যেষ্ঠ 'নলিন' ধীমান্।
শ্রীবাসাদি চারি ভ্রাতা কনিষ্ঠ তাঁহান॥
নলিন-নন্দিনী যিঁহ দেবী নারায়ণী।
শ্রীবৃন্দাবনদাসের তিঁহ হন ত' জননী॥
বিপ্র শ্রীবৈকুণ্ঠনাথ নারায়ণী-পতি।
কুলারহট্টবাসী ধর্ম্মনিষ্ঠ শুদ্ধমতি॥
নারায়ণী-গর্ভে যবে দাস বৃন্দাবন।
পিতৃদেব করিলেন বৈকুণ্ঠগমন॥
স্বামিগৃহ হ'তে তবে পিতৃগৃহে আসি।
নারায়ণী গৌরকৃষ্ণে স্মরে দিবানিশি॥
অদ্যাপিহ বৈষ্ণবমণ্ডলে উঠে ধ্বনি।
'চৈতন্যের অবশেষপাত্র নারায়ণী'॥
নিত্যানন্দ-শেষভৃত্য দাস বৃন্দাবন।
মাতৃপরিচয়ে তাই উল্লসিত হন॥
মালিনীর পিত্রালয় মামগাছি গ্রামে।
জন্মিলেন বৃন্দাবন অতি শুভক্ষণে॥
নারায়ণী শিশুপুত্র ল'য়ে সাবধানে।
এথা বাস করিলেন ভক্তিপূত মনে॥
শ্রীচন্দ্রশেখর-গৃহে যবে গৌররায়।
লক্ষ্মীবেষে অঙ্ক-নৃত্য করিবারে চায়॥
(তখন) শ্রীবাস নারদ-কাছে করি' অভিনয়।
জন্মালেন সবাকার অপূর্ব্ব বিস্ময়॥
মহাপ্রেমী শ্রীনিবাসে করি' অনাদর।
দেবানন্দ মহাদুঃখ ভুঞ্জে নিরন্তর॥
শ্রীনিবাস মাগে বর শ্রীগৌরচরণে।
শচীমাকে দেহ প্রভো প্রেমভক্তিধনে॥

---

* 'প্রেমবিলাস'-গ্রন্থ মতে

প্রভু কহে, —"শ্রীঅদ্বৈতে আছে অপরাধ।
সেহেতু তাঁহার হয় প্রেমভক্তি-বাধ॥
আচার্য্য-চরণধূলি লইলে মাথায়।
হইবেক প্রেমভক্তি আমার আজ্ঞায়॥"
শুনিয়া প্রভুর বাক্য জননী তখন।
যথাযথভাবে তাহা করিলা পালন॥
প্রসন্ন হইয়া প্রভু কহে জননীরে।
এখন সে প্রেমভক্তি হইল তোমারে॥
পয়ঃপানকারী ব্রহ্মচারী-প্রতি কয়।
তপস্যাদি হ'তে বিষ্ণুভক্তি শ্রেষ্ঠ হয়॥
প্রভুসঙ্গে নগর-কীর্ত্তনে মহানৃত্য।
করিলেন শ্রীনিবাস প্রেমে উনমত্ত॥
শ্রীবাসের দাসী দুঃখীর সেবা দরশনে।
বড় প্রীত হইলেন মহাপ্রভু তানে॥
কহিলেন 'দুঃখী' নাম এ'র যোগ্য নয়।
সর্ব্বকাল 'সুখী' হেন মোর চিত্তে লয়॥
সেই হৈতে 'সুখী' নাম হইল তাহার।
দাসী-বুদ্ধি শ্রীনিবাস নাহি কহে আর॥
সন্ন্যাস করিয়া গৌর গেলে নীলাচলে।
বিরহেতে শ্রীনিবাস কুমারহট্টে চলে॥
মহাপ্রভু আইলেন শ্রীবাস-মন্দিরে।
ডুবিল শ্রীবাস-গোষ্ঠী প্রেমের সাগরে॥
কাঁদেন শ্রীবাস প্রভু-পদ বক্ষে ধরি'।
প্রভুরো কমল-নেত্রে ঝরে প্রেমবারি॥
অত্যন্ত দারিদ্র্যসত্ত্বে দেখিয়া নিশ্চেষ্ট।
জিজ্ঞাসেন প্রভু তাঁরে বিস্ময়ে আবিষ্ট॥
কোন চেষ্টা নাহি তব জীবিকা-সংস্থানে।
কিরূপে জীবন সব হইবে রক্ষণে॥
শ্রীবাস কহেন হাতে দিয়া তিন তালে।
তিন উপবাসেও যদি ভোজ্য নাহি মিলে॥
গলায় বাঁধিয়া ঘট গঙ্গা প্রবেশিব।
জীবন রাখিতে আর কি চিন্তা করিব॥

শুনিয়া শ্রীবাস-বাক্য প্রভু বিশ্বম্ভর।
হুঙ্কার করিয়া বলে সস্নেহ অন্তর॥
লক্ষ্মীও কদাপি যদি ভিক্ষাভাণ্ড ধরে।
তথাপি দারিদ্র্য নাহি রবে তব ঘরে॥
অনন্যভাবেতে কৃষ্ণ চিন্তে যেই জন।
তার যোগক্ষেম তিঁহ করেন বহন॥
শ্রীবাস-গৃহেতে হয় শ্রীব্যাস-পূজন।
পূজিলেন নিত্যানন্দ শ্রীগৌর-চরণ॥
নৃসিংহ-পূজন-রত শ্রীবাস-সকাশে।
চতুর্ভুজরূপে গৌর হইলা প্রকাশে॥
গৌরাদেশে 'সহস্রনাম' পড়েন শ্রীবাস।
ক্রমে শ্রীনৃসিংহ-নাম হইল প্রকাশ॥
শুনি সেই নাম প্রভু নরসিংহ-ভাবে।
হাতে গদা লঞা ধায়, পাষণ্ডী মারিবে॥
লোকভয় দেখি' প্রভুর বাহ্য হইল।
শ্রীবাস-অঙ্গনে গিয়া গদা ফেলাইল॥
শ্রীবাস কহেন প্রভু যে তোমা দেখিল।
মহাভাগ্যবান্ তা'র সংসার ছুটিল॥
ভক্তগৃহে দাসী-দাস পশু-পক্ষী আদি।
সকলেই হন প্রভু কৃপামৃতাস্বাদী॥
শ্রীবাসের বস্ত্র সিয়ে দরজী যবন।
তারেও করান প্রভু নিজরূপ দর্শন॥
শ্রীবাসের মুখে শুনি' ব্রজলীলারস।
প্রেমে আলিঙ্গয়ে তাঁরে পাইয়া সন্তোষ॥
জগন্নাথ-রথ-অগ্রে প্রভুর নর্ত্তন।
হরিচন্দন-সহ রাজা করেন দর্শন॥
হেনকালে শ্রীনিবাস প্রেমাবিষ্ট মন।
রাজাগ্রে রহিয়া করে প্রভু-দরশন॥
মহাপাত্র তাঁরে কহে হও একপাশে।
বার বার ঠেলিতে শ্রীবাস ক্রোধাবেশে॥
চাপড় মারিয়া তাঁরে কৈলা নিবারণ।
মহাপাত্র ক্রোধে চাহে করিতে শাসন॥

ভক্ত রাজা নিষেধিল, শিক্ষা দিল তাঁরে।
ভক্ত-হস্ত-স্পর্শ ভাগ্য বলি' মানিবারে॥
হেরা পঞ্চমী শ্রীলক্ষ্মীবিজয়ের দিনে।
লক্ষ্মীর মহিমা শ্রীবাস করেন বর্ণনে॥
তা' শুনি' স্বরূপ কহে, শ্রীব্রজ-মাধুরী।
প্রভু সুখী হৈলা শুনি' (দোঁহার) বচন-চাতুরী॥
শ্রীবাসে কহিলা—তুমি নারদ-স্বভাব।
তোমাতে ঐশ্বর্য্য-ভাব, ঈশ্বর-প্রভাব॥
শ্রীস্বরূপ দামোদর—শুদ্ধ ব্রজবাসী।
ঐশ্বর্য্য না জানে তিঁহ শুদ্ধ প্রেমে ভাসি'॥
শ্রীনিবাস-সহ প্রভুর অনন্ত বিলাস।
অনন্ত বর্ণিতে নারে মিটাইয়া আশ॥
মূর্খ আমি কি বর্ণিব ভক্তিহীন ছার।
তব কৃপা বিনা গতি নাহি দেখি আর॥
"শচীর মন্দিরে আর নিত্যানন্দ-নর্ত্তনে।
শ্রীবাস-কীর্ত্তনে আর রাঘব-ভবনে"॥
এই চারিস্থানে প্রভুর নিত্য আবির্ভাব।
প্রেমাকৃষ্ট হয় প্রভুর সহজ-স্বভাব॥
প্রেমবশ্য প্রভু, যথা প্রেম, তথা বসে।
প্রেম বিনা তিঁহ কারো নাহি হন বশে॥
ভক্ত কৃপা বিনা সেই প্রেম নাহি মিলে।
অমায়ায় কর কৃপা বৈষ্ণব সকলে॥

কুন্তীদেবী কর্ত্তৃক শ্রীকৃষ্ণস্তব

[শ্রীমদ্ভাগবত ১।৮।১৮-৩৩ শ্লোক]

অধ্যাপক শ্রীবিভুপদ পণ্ডা বি-এ, বি-টি, কাব্য-ব্যাকরণ-পুরাণতীর্থ

প্রণমি তোমারে হে আদি পুরুষ,
মায়ার অতীত তুমি।
মায়াধীশ তুমি মায়ানিয়ন্তা,
তোমার চরণে নমি॥
আমাদের কাছে যদিও কৃষ্ণ,
বয়সেতে কনীয়ান্।
তথাপি অব্যয়, অনন্ত তুমি,
মহা হ'তে মহীয়ান্॥
পূর্ণরূপেতে সকল ভূতের
বাহিরে ও অন্তরে।
অলক্ষ্যরূপে রহিয়াছ, জীব
জানিবে কেমন ক'রে॥
মায়াযবনিকাচ্ছন্ন বলিয়া
সবার দৃশ্য নহ।
মূঢ়মতি এই অবলা নারীর
ভকতি-প্রণাম লহ॥
ভিন্নপোষাক পরিয়া যেমন
নট অভিনয় করে।
তেমনি তোমার করম-সমূহ,
কেবা জানিবারে পারে॥
মননধর্ম্মী মুনিগণ, আর
রাগহীন নরগণ।
জানিতে পারে না তোমার মহিমা,
কেমনে অন্য-জন?
ভকতিবিধান শিখাবার তরে
তোমারই অবতার।
ভকতিবিহীনা হয় এই নারী,
কেমনে দৃশ্য তার॥
ওহে বাসুদেব! ওহে শ্রীকৃষ্ণ!
দেবকীর নন্দন।
নন্দগোপকুমার, তোমারে
করিতেছি বন্দন॥

পঙ্কজনাভ, পঙ্কজমালী,
পঙ্কজাক্ষ হরি।
পদপঙ্কজে পরাণ খুলিয়া,
আমি গো প্রণাম করি॥
রক্ষা করিলে জননী-জনকে,
কংসের কারাগারে।
রক্ষা করেছ পাণ্ডবগণে,
সমূহ বিপদ ঘোরে॥
কুরুগণ যবে বিষ-লড্ডুক,
ভীমসেনে প্রদানিল।
জতুগৃহ দাহ করিবার তরে,
যখন কুমতি হ'ল॥
ছলনায় ভরা কপটপাশায়
যবে হ'ল পরাজয়।
বনবাসরূপ কষ্টে পড়িয়া,
যখন পাইনু ভয়॥
ভীষ্ম-দ্রোণ-কর্ণ প্রভৃতি,
মাতিল রণাঙ্গণে।
সবঠাঁই তুমি রক্ষা ক'রেছ,
সে কথা পড়িছে মনে॥
এইমত সব বিপদ সময়ে
পাইয়াছি তব দেখা।
দুর্ল্লভ যেই দর্শনে তব,
ঘুচে সংসার ব্যথা॥
যাইবার তব ইচ্ছা যখন,
যাও তুমি যদুবর।
পূর্ব্বের মত বিপদ-সমূহ
থাকুক নিরন্তর॥
রূপ, সম্পদ, বিদ্যা, জনম
পাইয়া অহঙ্কারে।
মত্ত যাহারা তাহারা, তোমার
নাম নাহি উচ্চারে॥

তুমি নির্গুণ ভকতবৎসল,
তুমিই আত্মারাম।
মুক্তিপ্রদাতা তুমি হে শান্ত,
তোমারে করি প্রণাম॥
কালস্বরূপ সকলের তুমি,
(শুধু) দেবকী পুত্র নহ।
নাহিক তোমার আদি ও অন্ত;
সমভাবে সদা রহ॥
পার্থসারথি হইলেও তুমি,
বিষমতা তব নাই।
জীবগণ মাতে স্বার্থদ্বন্দ্বে,
তাহা ত' দেখিতে পাই॥
কেহ নহে তব শত্রু, মিত্র
প্রিয় অপ্রিয় নহে।
মূঢ়জন ভাবে তব বিষমতা,
অনুগ্রহ নিগ্রহে॥
সাধিবারে যাহা কর অভিলাষ,
তাহা কর নিজ মনে।
তোমার দিব্য কর্ম্মসমূহ,
দেবেও কভু না জানে॥
তুমি নিষ্ক্রিয়, তুমি অনাদি,
জগদন্তর্য্যামী।
তব লীলাচয় হয় অভিনয়,
ওগো জগতের স্বামী॥
মীন অবতারে বাঁচাইলে বেদ,
শূকররূপেতে ধরা।
দৈত্যে বধিয়া রাখিলে ভক্তে,
বৎসল-রসে ভরা॥
বামন হইয়া বলিরে ছলিলে,
পূর্ণ করিলে কাম।
নিঃক্ষত্রিয় করিলে ধরণী,
হইয়া পরশুরাম॥

দধির ভাণ্ড ভগ্ন করিয়া,
ছুটিলে মাতৃভয়ে।
বাঁধিবারে চায় জননী তোমায়,
অতীব ক্রুদ্ধ হ'য়ে॥
ক্রুদ্ধ যাঁহার বদন হেরিয়া,
মহাকাল পায় ভয়।
জননীর ভয়ে, ভীত-মুখ স্মরি,
মন বিমুগ্ধ হয়॥
মলয়-গিরির যশোবর্দ্ধনে,
জনমিল চন্দন।
যুধিষ্ঠিরের কীর্ত্তি রাখিতে
যদুগৃহে আগমন॥
অসুরকুলের নিধন, আবার
জগতের মঙ্গলে।
প্রার্থিত হ'য়ে জনম লভিলে,
সুতপা-পৃশ্নিকুলে॥
এখন আবার আসিয়াছ প্রভু,
বসুদেব দেবকীর।
পুত্ররূপেতে এই ধরাধামে,
সাজিয়াছ যদুবীর॥
কেহ বলে পাপ-পূরিত ধরার,
ভার হরণ লাগি'।
বৃষ্ণিবংশে তব অবতার,
ব্রহ্মা লইল মাগি'॥
তব লীলা-কথা শ্রবণ-কীর্ত্তনে,
অবিদ্যা-দুঃখ নাশে।
তব অবতার এই পৃথিবীতে,
সেই লীলা পরকাশে॥
তোমার চরিত শ্রবণ-কীর্ত্তন,
পুনঃ পুনঃ যেবা করে।
তব শ্রীচরণ পাইয়া সে জন,
জনম-বন্ধ তরে॥

আপন করম সাধিবার তরে,
এসেছ ধরণী তলে।
'আমরা তাদের দুঃখ দিতেছি,'
নৃপগণ ইহা বলে॥
দ্বেষভাজন হ'য়েছি আমরা,
তাহাদের সবাকার।
তব শ্রীচরণ ব্যতীত মোদের,
নাহিক উপায় আর॥
সত্য কি আজি ত্যাগ করে যাবে,
তব আশ্রিত জনে।
তোমার বন্ধু আমরা, সে কথা
ভাবিতে পারি না মনে॥
ইন্দ্রিয় সব জড় হ'য়ে যায়,
আত্মার অদর্শনে।
নাম, যশ, গুণ সব হারাইব,
তব অবর্ত্তমানে॥
শতবলে বলী হইলেও সব
হ'য়ে যাবে নিষ্ফল।
তুমিই মোদের সম্বল আর
তুমি আমাদের বল॥
ধ্বজবজ্রাঙ্কুশাদি চিহ্নে,
তব পদযুগ শোভা।
আমাদের এই পালা ভূমিকে,
করিয়াছে মনোলোভা॥
তব দর্শন-প্রভাবে এদেশ
ফল ফুলে আছে ভরা।
নদী গিরি সব হারাইবে শোভা,
তোমায় হইয়া হারা॥
এইস্থানে তুমি থাক বা না থাক,
এই কর দয়াময়।
যদু-পাণ্ডব-স্নেহপাশ মোর,
যেন গো ছিন্ন হয়॥

গঙ্গা যেমন সাগরেতে মিশে,
বাধাহীন তার গতি।
আমার মতিও অবাধগতিতে,
লভে যেন তব প্রীতি॥
যাদবশ্রেষ্ঠ! অর্জ্জুন সখ!
দুষ্ট নৃপতিকুল।
নাশিয়া রক্ষা ক'রেছ ধরণী,
ইথে নাহি কোন ভুল।
গো-ব্রাহ্মণ-দেবতা-বন্ধু,
গোলোকের অধিপতি।
ওহে ঈশ্বর! বিশ্বের গুরু,
তব পদে মোর নতি॥
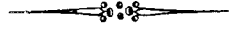
শ্রীপুরুষোত্তমমাস-মাহাত্ম্য

চান্দ্রমাস ও সৌরমাসের মিল রাখিবার জন্য প্রত্যেক ৩২ মাস অন্তর একটি করিয়া মাস বাদ দিতে হয়। স্মার্ত্তশাস্ত্র বৎসরকে দ্বাদশভাগে বিভক্ত করিয়া দ্বাদশ মাসে বিবিধ সৎকর্ম্মের বিধান দিয়াছেন। কিন্তু যে মাসটি ৩২ মাস অন্তর বাদ পড়িয়া যাইতেছে, উহাতে আর কোন সৎকর্ম্মের ব্যবস্থা নাই, ঐটি কর্ম্মহীন মাস হইয়া পড়িল। ঐ মাসটিকে অধিমাস, মলমাস, মলিম্লুচ, মলিনমাস ইত্যাদি নাম দিয়া উহাকে ঘৃণিত বলিয়া ব্যাখ্যা করা হইয়াছে। শ্রীসূর্য্যসিদ্ধান্তে উক্ত হইয়াছে—এক চতুর্যুগ বা মহাযুগে অধিমাস ১৫৯৩৩৩৬, আর রবিমাস ৫১৮৪০০০০। সুতরাং রবিমাসে মাসাদি ৩২।১৬।৪ অন্তর অন্তর একটি অধিমাস হয়।

স্মার্ত্তশাস্ত্র যেমন অধিমাসকে সর্ব্ব সৎকর্ম্মশূন্য করিয়া রাখিলেন, পরমার্থশাস্ত্র তেমনি সেই অধিমাসকে পরমার্থ-কার্য্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বলিয়া ঘোষণা করিলেন। হরি-কথামৃতপানরহিত দিবসকেই শাস্ত্র দুর্দ্দিন বলিয়াছেন, মেঘাচ্ছন্ন দিন মাত্রই দুর্দ্দিন নহে। সূর্য্যদেব প্রত্যহ উদিত ও অস্তমিত হইয়া মানুষের হরিভজনহীন বৃথা আয়ু হরণ করিয়া থাকেন, কিন্তু উত্তমঃশ্লোক শ্রীভগবানের কথায়—তাঁহার ভজন-সাধনে যাঁহার কাল যাপিত হয়, তাঁহার আয়ু তিনি কখনই হরণ করেন না। সুতরাং জীবনের কোন অংশই যাহাতে বৃথা যাপিত না হয়, ভগবদ্ভজন-দ্বারাই জীবনের প্রতিক্ষণ মুহূর্ত্তেরও যাহাতে সদ্ব্যবহার হয়, তজ্জন্য সকল বুদ্ধিমান্ মানবসমাজেরই সর্ব্বদা সতর্ক থাকা কর্ত্তব্য। একে কলিতে মানুষের পরমায়ু খুব অল্প, তাহাও যদি শুধু আহার বিহার শয়ন ইন্দ্রিয়তর্পণে—বৃথাকার্য্যে ব্যয়িত হইয়া গেল, তাহা হইলে তাহা অপেক্ষা আর দুঃখের বিষয় কি থাকিতে পারে? এজন্য কর্ম্মিগণের কর্ম্ম-কোলাহল শূন্য অধিমাসের দিন ক্ষণগুলি পরমার্থশাস্ত্র কৃষ্ণকোলাহল পূর্ণ করিবার ব্যবস্থা দিয়া অধিমাসকে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ মাসরূপে গণনা করিলেন। এমন কি, ইহাকে কার্ত্তিক, মাঘ ও বৈশাখাদি মহাপুণ্যমাস অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ বিচারে ইহাতে শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দসেবায় বিশেষ-সাফল্য লাভের কথা বলা হইয়াছে।

বৃহন্নারদীয় পুরাণে ৩১শ অধ্যায়ে অধিমাসের মাহাত্ম্য বর্ণিত হইয়াছে। তাহাতে লিখিত আছে—অধিমাস দ্বাদশ মাসের আধিপত্য ও নিজের নিদারুণ অপমান বিচার করতঃ বহুকষ্টে বৈকুণ্ঠে গমন করিয়া বৈকুণ্ঠনাথ শ্রীনারায়ণকে নিজ দুঃখ জানাইলে নারায়ণ তৎপ্রতি কৃপা-পরবশ হইয়া তাঁহাকে সঙ্গে লইয়া গোলোকে গোলোকনাথ শ্রীকৃষ্ণসমীপে উপস্থিত হইলেন। শ্রীকৃষ্ণ অধিমাস বা মলমাসের আর্ত্তি শ্রবণে দয়ার্দ্র চিত্তে শ্রীবৈকুণ্ঠনাথকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন—"হে রমাপতে, আমি

যেমন লোকে বেদে 'পুরুষোত্তম' বলিয়া প্রসিদ্ধ, এই মাসও তদ্রূপ লোকে 'পুরুষোত্তমমাস' বলিয়া বিখ্যাত হইবে। আমার সমস্ত গুণই আমি এই মাসকে সমর্পণ করিলাম। এই মাস মত্তুল্য হওয়ায় ইহা সকল মাসের অধিপতি, জগৎপূজ্য ও জগদ্বন্দ্য হইল। অন্যান্য সকল মাস সকাম, কিন্তু এই মাসটি নিষ্কাম। অকাম বা সর্ব্বকাম হইয়া যিনি এই মাসের পূজা করেন, তিনি সমস্ত কর্ম্ম ভস্মসাৎ করিয়া আমাকে প্রাপ্ত হন। আমার ভক্তগণের কদাচিৎ অপরাধ হয়, কিন্তু এই পুরুষোত্তমমাসের ভক্তগণের কখনই অপরাধ হইবে না। এই পুরুষোত্তম মাসে যিনি ভক্তিভরে আমার পূজা করেন, তিনি ধনপুত্রাদি ঐহিক সুখ ভোগ করিয়া শেষে গোলোকবাসী হন।"

দ্রৌপদী পূর্ব্বজন্মে মেধা ঋষির কন্যা ছিলেন। দুর্ব্বাসা মুনির নিকট পুরুষোত্তমমাস-মাহাত্ম্য শুনিয়াও তিনি তাহা অবহেলা করায় সেই জন্মে বহু কষ্ট পাইয়া দ্রৌপদীজন্মেও বহু কষ্ট পাইতে থাকেন। পরে শ্রীকৃষ্ণোপদেশে পাণ্ডবগণ দ্রৌপদীর সহিত এই শ্রীপুরুষোত্তমমাস ব্রত আচরণ করতঃ বনবাস-দুঃখ হইতে উত্তীর্ণ হন।

বাল্মীকি মুনি দৃঢ়ধন্বা রাজার প্রশ্নক্রমে যে ব্রত-প্রকরণ উপদেশ করেন, তাহা শ্রীনারদ শ্রীনারায়ণ ঋষিসমীপে বদরিকাশ্রমে শ্রবণ করেন। ইহার সংক্ষিপ্ত সারমর্ম্ম নিম্নে প্রদত্ত হইতেছে—স্নান, আচমন, তিলক, আহ্নিকাদি নিত্যক্রিয়া সম্পাদন পূর্ব্বক শ্রীপুরুষোত্তম মাসের অধিদেবতা শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপ শক্তি শ্রীরাধাসহ ষোড়শোপচারে পূজা বিধেয়। হবিষ্যান্ন গ্রহণ, নামাপরাধবর্জ্জন পূর্ব্বক নামগ্রহণ, শ্রীমদ্ ভাগবত শ্রবণ, শ্রীশালগ্রাম শিলার্চ্চন, দীপদান—ঘৃতাভাবে তিলতৈল-প্রদীপ দান, তদভাবে ইঙ্গুদি তৈলে দীপদান কর্ত্তব্য।

শ্রদ্ধাভক্তি সহিত সপত্নীক নারিকেলাদি অর্ঘ্য দান করিবে।

অর্ঘ্যদান মন্ত্র ঃ—

"দেবদেব নমস্তুভ্যং পুরাণ পুরুষোত্তম।
গৃহাণার্ঘ্যং ময়া দত্তং রাধয়া সহিত হরে॥"

প্রণাম-মন্ত্র ঃ—

বন্দে নব ঘনশ্যামং দ্বিভুজং মুরলীধরম্।
পীতাম্বরধরং দেবং সরাধং পুরুষোত্তমম্॥

কার্ত্তিক-মাঘ-ব্রত-পালনের নিয়মানুসারেই পুরুষোত্তমব্রত পালনীয়।

ঐকান্তিক ভক্তগণের শ্রীকৃষ্ণস্মরণ ও শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনই অত্যন্ত প্রিয়। কীর্ত্তন পরিত্যাগে আবার স্মরণ হয় না। স্বয়ং শ্রীভগবান্ ব্রজনাথই শ্রীপুরুষোত্তম মাসের অধিপতি। সুতরাং এই মাস ভক্তমাত্রেরই অতি প্রিয় মাস। খুব সাবধানে নিরপরাধে নামকীর্ত্তন সহকারে এই মাস পালনীয়।

[বিশেষ বিবরণ জানিতে হইলে ৬ষ্ঠ বর্ষ ৫ম সংখ্যা শ্রীচৈতন্যবাণীর ১০২-১০৮ পৃষ্ঠায় 'শ্রীপুরুষোত্তমমাস-মাহাত্ম্য' শীর্ষক প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য।]

হায়দ্রাবাদ মঠের বার্ষিক মহোৎসব

সপরিকর শ্রীল আচার্য্যদেব পাঞ্জাব, হরিয়াণা ও উত্তর প্রদেশের বিভিন্ন স্থানে শ্রীগৌরবিহিত কথা ও কীর্ত্তনামৃত বর্ষণান্তে দিল্লীবাসী মঠাশ্রিত গৃহস্থ ভক্তগণের আয়োজিত ৫টী ধর্ম্মসভায় যোগদান করেন এবং তথা হইতে হায়দ্রাবাদ এক্সপ্রেস যোগে ১৭ই মে হায়দ্রাবাদ শাখামঠে শুভাগমন করেন। ১৮ই মে বুধবার হইতে ২২ মে রবিবার পর্য্যন্ত শ্রীমঠের বার্ষিক উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। এতদুপলক্ষে শ্রীমঠের সংকীর্ত্তন-ভবনে ৫ দিন ৫টি বিশেষ ধর্ম্মসভা হয়। ২০ মে শুক্রবার পূর্ব্বাহ্নে শ্রীমঠের অধিষ্ঠাতৃ শ্রীবিগ্রহ শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গ শ্রীরাধাবিনোদ-জীউর

বিশেষ পূজা, মহাভিষেক, শৃঙ্গার ও ভোগরাগ হয় এবং সহস্রাধিক ব্যক্তি শ্রীমঠে বসিয়া বিচিত্র মহাপ্রসাদ সেবন করেন। ২২মে রবিবার প্রাতে সুরম্য রথারোহণে শ্রীবিগ্রহগণ বহুবিধ বাদ্যভাণ্ড ও বিশাল সংকীর্ত্তন-শোভাযাত্রাসহ নগর ভ্রমণ করেন।

পাঁচটী ধর্ম্মসভায় যথাক্রমে রাজা পান্নালাল পিতি; শ্রীকে, এন, অনন্থরামন আই, সি, এস; অন্ধ্র হাইকোর্টের বিচারপতি শ্রীভি, মাধব রাও; বিচারপতি শ্রীআল্লাড়ি কুপ্পুস্বামী ও শ্রীরামনিরঞ্জন পাণ্ডে সভাপতির আসন গ্রহণ করেন এবং শ্রীপুরুষোত্তম নাইডু কমিশনার, ধর্ম্মস্ববিভাগ; ডাঃ এইচ, এন, এল, শাস্ত্রী অধ্যাপক মেথডলজি; শ্রী ও, পুল্লারেড্ডী আই, সি, এস; শ্রী কে রামচন্দ্র রেড্ডী আই জি,; পি প্রঃ শিবমোহন লালজী ও পণ্ডিত একনাথ প্রসাদজী যথাক্রমে প্রধান অতিথির পদ অলঙ্কৃত করেন।

সভার বক্তব্য বিষয়গুলি যথাক্রমে—(১) ঈশ্বরভক্তি হইতে আত্মার সুপ্রসন্নতা লাভ হয়, (২) সনাতন ধর্ম্ম ও শ্রীবিগ্রহপূজা, (৩) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভু ও প্রেমধর্ম্ম, (৪) শ্রীভাগবতের শিক্ষা, (৫) সাধুসঙ্গ ও নাম-সংকীর্ত্তন।

প্রথম দিবসের অভিভাষণে শ্রীল আচার্য্যদেব বলেন,—ভাগবতবর্ণিত প্রত্যক্ষ, অনুমান, ঐতিহ্য ও শব্দ প্রমাণ চতুষ্টয় মধ্যে কেবল অনুমান প্রমাণই প্রত্যক্ষ জ্ঞানের স্থূল সীমা রেখাকে নিরাস করিতে সমর্থ। দৃষ্টান্ত-স্বরূপে বলেন, তিনি কোন একসময় পাঞ্জাবের জালন্ধর নগরে শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর জন্মতিথি উপলক্ষে আহূত হইয়া গেলে তথায় কতিপয় শিল্পপতি ও গভর্ণমেণ্টের আয়কর বিভাগের পরিদর্শক তাঁহার সাক্ষাৎকারে আসেন। তাঁহাদের মধ্যে প্রমুখ একব্যক্তি বলেন,—'মহারাজ চক্ষু দিয়া যে বস্তু দেখি না ও হস্ত দিয়া যেবস্তু স্পর্শ করি না, তাহাকে আমি মানি না। অতএব ভগবান্‌কে যখন আমরা দেখি না, হাত দিয়া স্পর্শ করি না তখন তাঁহাকে আমরা মানি না। দৈবতঃ সেই প্রমুখজনই আবার প্রসঙ্গক্রমে বলিলেন,—'মহারাজ! আমার মন বড়ই চঞ্চল, সর্ব্বদাই অশান্তি ভোগ করিতেছি। আপনি সাধু পুরুষ, আশীর্ব্বাদ করুন, যেন মনে শান্তি লাভ করিতে পারি।' প্রসঙ্গ পাইয়া শ্রীল আচার্য্যদেব তৎক্ষণাৎ ঈষৎ হাস্য করতঃ বলিলেন, আপনারা তো প্রত্যক্ষবাদী বলিয়া নিজকে স্থাপনা করিতেছেন, আবার বলিতেছেন আপনার মনের মধ্যে বড়ই অশান্তি। আপনি কি মনকে দেখিয়াছেন অথবা তাহাকে স্পর্শ করিয়াছেন? যদি তাহা না করিয়া থাকেন, তবে তাহাকে স্বীকার করিবার আবশ্যক কি? মনের অস্তিত্ব অস্বীকৃত হইলে তো আর সুখ দুঃখ বলিয়া কিছুই থাকে না। উত্তরে প্রমুখব্যক্তি বলিলেন, 'না! না! মন তো অস্বীকার করা যায় না। সুখ-দুঃখের ও সঙ্কল্প-বিকল্পের অনুভূতি হইতেই তো মনের অস্তিত্ব স্বীকার করিতে হয়।' শ্রীল আচার্য্যদেব বলিলেন, আপনার কথা দ্বারাই আমার উত্তর হইয়া গেল। অর্থাৎ প্রত্যক্ষ-জ্ঞান-বহির্ভূত হইলেও বস্তুর অস্তিত্ব অস্বীকার করা যায় না, আপনি ইহা স্বীকার করিলেন। কেননা, দেখা না গেলেও ফলের দ্বারাই ফলের কারণ অনুমিত হয়। তদ্রূপ পরমাত্মা বা ভগবান্ প্রত্যক্ষ-জ্ঞান-বহির্ভূত হইলেও এমন কতকগুলি বিশেষ লক্ষণ ভাসিয়া উঠে, যাহাতে তাঁহার অস্তিত্ব অস্বীকার করিবার উপায় থাকে না। চরাচরে সমুদয় কার্য্যচেতনের কারণরূপে যে কারণ-চৈতন্য অবস্থান করিতেছেন তাহা অনুমানসিদ্ধ তো বটেনই এমনকি তাঁহার করুণা হইলে তিনি দর্শন-সিদ্ধ-বস্তুরূপেও প্রতিভাত হন। এই কারণচৈতন্যই পরমাত্মা বা শ্রীভগবান্। তত্ত্বতঃ পরমাত্মা বা ভগবৎস্বীকৃতির সঙ্গেসঙ্গেই জীবহৃদয়ের অনর্থরাশি সমূলে বিদূরিত হয় এবং তাঁহার ক্রমবর্দ্ধমান সেবা-প্রবৃত্তি হইতে জীবাত্মা সুনির্ম্মল ও সুপ্রসন্ন হয়।

(ক্রমশঃ)

নিয়মাবলী

১। "শ্রীচৈতন্য-বাণী" প্রতি বাঙ্গালা মাসের ১৫ তারিখে প্রকাশিত হইয়া দ্বাদশ মাসে দ্বাদশ সংখ্যা প্রকাশিত হইয়া থাকেন। ফাল্গুন মাস হইতে মাঘ মাস পর্য্যন্ত ইহার বর্ষ গণনা করা হয়।

২। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৬'০০ টাকা, ষাণ্মাসিক ৩'০০ টাকা, প্রতি সংখ্যা '৫০ পঃ। ভিক্ষা ভারতীয় মুদ্রায় অগ্রিম দেয়।

৩। পত্রিকার গ্রাহক যে কোন সংখ্যা হইতে হওয়া যায়। জ্ঞাতব্য বিষয়াদি অবগতির জন্য কার্য্যাধ্যক্ষের নিকট পত্র ব্যবহার করিয়া জানিয়া লইতে হইবে।

৪। শ্রীমন্মহাপ্রভুর আচরিত ও প্রচারিত শুদ্ধভক্তিমূলক প্রবন্ধাদি সাদরে গৃহীত হইবে। প্রবন্ধাদি প্রকাশিত হওয়া সম্পাদক-সঙ্ঘের অনুমোদন সাপেক্ষ। অপ্রকাশিত প্রবন্ধাদি ফেরৎ পাঠাইতে সঙ্ঘ বাধ্য নহেন। প্রবন্ধ কালিতে স্পষ্টাক্ষরে একপৃষ্ঠায় লিখিত হওয়া বাঞ্ছনীয়।

৫। পত্রাদি ব্যবহারে গ্রাহকগণ গ্রাহক-নম্বর উল্লেখ করিয়া পরিষ্কারভাবে ঠিকানা লিখিবেন। ঠিকানা পরিবর্ত্তিত হইলে এবং কোন সংখ্যা ঐ মাসের শেষ তারিখের মধ্যে না পাইলে কার্য্যাধ্যক্ষকে জানাইতে হইবে। তদন্যথায় কোনও কারণেই পত্রিকার কর্ত্তৃপক্ষ দায়ী হইবেন না। পত্রোত্তর পাইতে হইলে রিপ্লাই কার্ডে লিখিতে হইবে।

৬। ভিক্ষা, পত্র ও প্রবন্ধাদি কার্য্যাধ্যক্ষের নিকট নিম্নলিখিত ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে।

কার্য্যালয় ও প্রকাশস্থান :—

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ

৩৫, সতীশ মুখার্জ্জী রোড, কলিকাতা-২৬, ফোন-৪৬ ৫৯০০।

শ্রীগৌড়ীয় সংস্কৃত বিদ্যাপীঠ

প্রতিষ্ঠাতা—শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাধ্যক্ষ পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিযতি শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজ।

স্থান :—শ্রীগঙ্গা ও সরস্বতীর (জলঙ্গী) সঙ্গমস্থলের অতীব নিকটে শ্রীগৌরাঙ্গদেবের আবির্ভাবভূমি শ্রীধাম-মায়াপুরান্তর্গত তদীয় মাধ্যাহ্নিক লীলাস্থল শ্রীঈশোদ্যানস্থ শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ।

উত্তম পারমার্থিক পরিবেশ। প্রাকৃতিক দৃশ্য মনোরম ও মুক্ত জলবায়ু পরিষেবিত অতীব স্বাস্থ্যকর স্থান।

মেধাবী যোগ্য ছাত্রদিগের বিনা ব্যয়ে আহার ও বাসস্থানের ব্যবস্থা করা হয়। আত্মধর্ম্মনিষ্ঠ আদর্শ চরিত্র অধ্যাপক অধ্যাপনার কার্য্য করেন। বিস্তৃত জানিবার নিমিত্ত নিম্নে অনুসন্ধান করুন।

১) প্রধান অধ্যাপক, শ্রীগৌড়ীয় সংস্কৃত বিদ্যাপীঠ
ঈশোদ্যান, পোঃ শ্রীমায়াপুর, জিঃ নদীয়া

(২) সম্পাদক, শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ
৩৫, সতীশ মুখার্জ্জী রোড, কলিকাতা-২৬

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় বিদ্যামন্দির

৮৬এ, রাসবিহারী এভিনিউ, কলিকাতা-২৬

শিশুশ্রেণী হইতে ৯ম শ্রেণী পর্য্যন্ত ছাত্রছাত্রী ভর্ত্তি করা হয়। শিক্ষাবোর্ডের অনুমোদিত পুস্তক-তালিকা অনুসারে শিক্ষার ব্যবস্থা আছে এবং সঙ্গে সঙ্গে ধর্ম্ম ও নীতির প্রাথমিক কথা ও আচরণগুলিও শিক্ষা দেওয়া হয়। বিদ্যালয় সম্বন্ধীয় বিস্তৃত নিয়মাবলী উপরি উক্ত ঠিকানায় কিংবা শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ৩৫, সতীশ মুখার্জ্জি রোড, কলিকাতা-২৬ ঠিকানায় জ্ঞাতব্য। ফোন নং ৪৬-৫৯০০।

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ হইতে প্রকাশিত গ্রন্থাবলী

(১) **প্রার্থনা ও প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা**— শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর রচিত—ভিক্ষা '৭০
(২) **শরণাগতি**—শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর রচিত—ভিক্ষা '৭০
(৩) **কল্যাণকল্পতরু** ,, ,, ,, '৮০
(৪) **গীতাবলী** ,, ,, ,, '৭০
(৫) **মহাজন-গীতাবলী (১ম ভাগ)**—শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর রচিত ও বিভিন্ন মহাজনগণের রচিত গীতিগ্রন্থসমূহ হইতে সংগৃহীত গীতাবলী—ভিক্ষা ১'৫০
(৬) **মহাজন-গীতাবলী (২য় ভাগ)** ঐ ,, ১'০০
(৭) **শ্রীশিক্ষাষ্টক**—শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমহাপ্রভুর স্বরচিত (টীকা ও ব্যাখ্যা সম্বলিত)— '৫০
(৮) **উপদেশামৃত**—শ্রীল শ্রীরূপ গোস্বামী বিরচিত (টীকা ও ব্যাখ্যা সম্বলিত)— ,, '৬২
(৯) **শ্রীশ্রীপ্রেমবিবর্ত**—শ্রীল জগদানন্দ পণ্ডিত বিরচিত — ,, ১'২৫
(১০) SREE CHAITANYA MAHAPRABHU, HIS LIFE AND PRECEPTS ; by THAKUR BHAKTIVINODE— Re. 1.00
(১১) শ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীমুখে উচ্চ প্রশংসিত বাঙ্গালা ভাষার আদি কাব্যগ্রন্থ — **শ্রীশ্রীকৃষ্ণবিজয়** — — — ৬'০০
(১২) **ভক্ত-ধ্রুব**—শ্রীমদ্ ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ সঙ্কলিত— — ১'৫০
(১৩) **শ্রীবলদেবতত্ত্ব ও শ্রীমন্মহাপ্রভুর স্বরূপ ও অবতার**— ডাঃ এস্, এন্ ঘোষ প্রণীত — ১'৫০
(১৪) **শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা** [শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তীর টীকা, শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের মর্ম্মানুবাদ, অন্বয় সম্বলিত] ... — ১০'০০
(১৫) **প্রভুপাদ শ্রীশ্রীল সরস্বতী ঠাকুর** (সংক্ষিপ্ত চরিতামৃত) — — '২৫
(১৬) **একাদশীমাহাত্ম্য** — — — — ২'০০
(অতিমর্ত্ত্য বৈরাগ্য ও ভজনের মূর্ত্ত আদর্শ)
(১৭) **গোস্বামী শ্রীরঘুনাথ দাস** — শ্রীশান্তি মুখোপাধ্যায় প্রণীত — — ২'৫০

দ্রষ্টব্য :— ভিঃ পিঃ যোগে কোন গ্রন্থ পাঠাইতে হইলে ডাকমাশুল পৃথক্ লাগিবে।

প্রাপ্তিস্থান :— কার্য্যাধ্যক্ষ, গ্রন্থবিভাগ, ৩৫, সতীশ মুখার্জ্জী রোড, কলিকাতা-২৬

সচিত্র ব্রতোৎসবনির্ণয়-পঞ্জী

গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণের অবশ্য পালনীয় শুদ্ধতিথিযুক্ত ব্রত ও উপবাস তালিকা-সমন্বিত এই ব্রতোৎসবনির্ণয়-পঞ্জী সুপ্রসিদ্ধ বৈষ্ণবস্মৃতি শ্রীহরিভক্তিবিলাসের বিধানানুযায়ী গণিত হইয়া শ্রীগৌর আবির্ভাব তিথি—২১ ফাল্গুন (১৩৮৩), ৫ মার্চ্চ (১৯৭৭) তারিখে প্রকাশিত হইয়াছে। শুদ্ধবৈষ্ণবগণের উপবাস ও ব্রতাদি পালনের জন্য অত্যাবশ্যক। গ্রাহকগণ সত্বর পত্র লিখুন। ভিক্ষা—'৭০ পয়সা। ডাকমাশুল অতিরিক্ত '২৫ পয়সা।

মুদ্রণালয় :—

শ্রীচৈতন্যবাণী প্রেস, ৩৪।১এ, মহিম হালদার ষ্ট্রীট, কালীঘাট, কলিকাতা-২৬

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

একমাত্র-পারমার্থিক মাসিক

শ্রীচৈতন্য-বাণী

১৭শ বর্ষ * আষাঢ় — ১৩৮৪ * ৫ম সংখ্যা

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, পল্টনবাজার, গৌহাটী

সম্পাদক

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ

প্রতিষ্ঠাতা :—

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাধ্যক্ষ পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিযতি শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজ

সম্পাদক-সঙ্ঘপতি :—

পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রমোদ পুরী মহারাজ

সহকারী সম্পাদক-সঙ্ঘ :—

১। মহোপদেশক শ্রীকৃষ্ণানন্দ দেবশর্মা ভক্তিশাস্ত্রী, সম্প্রদায়বৈভবাচার্য্য।

২। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিসুহৃদ্ দামোদর মহারাজ। ৩। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিবিজ্ঞান ভারতী মহারাজ।

৪। শ্রীবিভুপদ পণ্ডা, বি-এ, বি-টি, কাব্য-ব্যাকরণ-পুরাণতীর্থ, বিদ্যানিধি।

৫। শ্রীচিন্তাহরণ পাটগিরি, বিদ্যাবিনোদ

কার্য্যাধ্যক্ষ :—

শ্রীজগমোহন ব্রহ্মচারী, ভক্তিশাস্ত্রী।

প্রকাশক ও মুদ্রাকর :—

মহোপদেশক শ্রীমঙ্গলনিলয় ব্রহ্মচারী, ভক্তিশাস্ত্রী, বিদ্যারত্ন, বি, এস্-সি

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, তৎশাখা মঠ ও প্রচারকেন্দ্রসমূহ :—

মূল মঠ :—

১। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ঈশোদ্যান, পোঃ শ্রীমায়াপুর (নদীয়া)

প্রচারকেন্দ্র ও শাখামঠ :—

২। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ৩৫, সতীশ মুখার্জ্জি রোড, কলিকাতা-২৬। ফোন : ৪৬-৫৯০০
৩। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ৮৬এ, রাসবিহারী এভিনিউ, কলিকাতা-২৬
৪। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, গোয়াড়ী বাজার, পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)
৫। শ্রীশ্যামানন্দ গৌড়ীয় মঠ, পোঃ ও জেঃ মেদিনীপুর
৬। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, মথুরা রোড, পোঃ বৃন্দাবন (মথুরা)
৭। শ্রীবিনোদবাণী গৌড়ীয় মঠ, ৩২, কালীয়দহ, পোঃ বৃন্দাবন (মথুরা)
৮। শ্রীগৌড়ীয় সেবাশ্রম, মধুবন মহোলি, পোঃ কৃষ্ণনগর, জেঃ মথুরা
৯। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, দেওয়ান দেউড়ী, হায়দ্রাবাদ-২ (অন্ধ্র প্রদেশ) ফোন : ৪৬০০১
১০। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, পল্টন বাজার, পোঃ গৌহাটী-৮ (আসাম) ফোন : ৭১৭০
১১। শ্রীগৌড়ীয় মঠ, পোঃ তেজপুর (আসাম)
১২। শ্রীল জগদীশ পণ্ডিতের শ্রীপাট, পোঃ যশড়া, ভায়া চাকদহ (নদীয়া)
১৩। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, পোঃ ও জিলা গোয়ালপাড়া (আসাম)
১৪। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, সেক্টর—২০বি, পোঃ চণ্ডীগড়—২০ (পাঞ্জাব) ফোন : ২৩-৮৮
১৫। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, গ্র্যাণ্ড রোড, পোঃ পুরী (উড়িষ্যা)
১৬। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, শ্রীজগন্নাথ মন্দির, পোঃ আগরতলা (ত্রিপুরা)
১৭। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, গোকুল মহাবন, পোঃ মহাবন, জিলা—মথুরা

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের পরিচালনাধীন :—

১৮। সরভোগ শ্রীগৌড়ীয় মঠ, পোঃ চক্‌চকাবাজার, জেঃ কামরূপ (আসাম)
১৯। শ্রীগদাই গৌরাঙ্গ মঠ পোঃ বালিয়াটী, জেঃ ঢাকা (বাংলাদেশ)

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীচৈতন্য-বাণী

"চেতোদর্পণমার্জ্জনং ভব-মহাদাবাগ্নি-নির্ব্বাপণং
শ্রেয়ঃ কৈরবচন্দ্রিকাবিতরণং বিদ্যাবধূজীবনম্।
আনন্দাম্বুধিবর্দ্ধনং প্রতিপদং পূর্ণামৃতাস্বাদনং
সর্ব্বাত্মস্নপনং পরং বিজয়তে শ্রীকৃষ্ণসংকীর্ত্তনম্॥"

১৭শ বর্ষ | শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, আষাঢ়, ১৩৮৪ | ৫ম সংখ্যা
১৪ পুরুষোত্তম, ৪৯১ শ্রীগৌরাব্দ ; ১৫ আষাঢ়, বৃহস্পতিবার ; ৩০ জুন, ১৯৭৭

সজ্জন—করুণ

[ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুর]

পরদুঃখ ধ্বংস করিবার ইচ্ছাকে করুণা বলে। করুণা-বিশিষ্ট ব্যক্তিই করুণ। বৈষ্ণবের ছাব্বিশটী গুণের মধ্যে করুণা একটী গুণ। বৈষ্ণব সজ্জন ব্যতীত এই গুণগুলি অন্যস্থানে পরিদৃষ্ট হইলেও তাহাতে পূর্ণতা নাই ও নিত্যতায় অভাব। সজ্জনে এই গুণটী সর্ব্বদা বিরাজমান ও পূর্ণভাবে অবস্থিত।

"পর" বলিতে সজ্জন হইতে অন্য ব্যক্তিকে লক্ষ্য করে। সজ্জন নিত্য বলিয়া এবং আনন্দময় বলিয়া তাঁহাতে কোন দুঃখের সম্ভাবনা নাই। যাঁহারা সজ্জন নহেন তাঁহারাই দুঃখভারক্লিষ্ট। সুতরাং সজ্জনের করুণা অসজ্জনের প্রতিই সর্ব্বদা নিযুক্ত। আনন্দ বা প্রেমরাহিত্য নিত্যবস্তুতে কখনই সম্ভবপর হয় না। বৈকুণ্ঠ বস্তু কোন কালেই দুঃখ পীড়িত না হওয়ায় তাহার দুঃখাপনোদন প্রবৃত্তি সজ্জনের নাই। আনন্দাভাব ধর্ম্ম, বিষ্ণুভক্তি হীন অসজ্জনের নিত্য সহচর। এই দুঃখভার নামাইবার জন্য তিনি স্বর্গ মর্ত্ত্য আলোড়ন করেন। তথাপি তাঁহার দুঃখের নিবৃত্তি হয় না। সজ্জনই কেবল তাঁহার দুঃখ বিনাশ করিতে সমর্থ।

অসজ্জন বলিতে মনোধর্ম্মজীবি নির্ভেদব্রহ্মানুসন্ধানরত মায়াবাদিকে বুঝায়। এতদ্ব্যতীত দেহারামী জড়চিন্তা-কুশল স্বার্থপর কর্ম্মফলানুসন্ধিৎসুকেও অসজ্জন বলা হয়। পূর্ব্বকথিত উভয় দলই অনিত্য অনুষ্ঠানে ব্যস্ত। সুতরাং নিত্য বা সৎ শব্দবাচ্য নহে। কর্ম্ম বা জ্ঞানের আবরণ ত্যক্ত হইলেই যে বিষ্ণুভক্তি হইবে এরূপ নহে। অন্যাভিলাষী বা মিছাভক্ত আপনাদিগকে বিষ্ণুভক্ত বলিবার জন্য ব্যস্ত থাকেন। কিন্তু তিনি সজ্জন শব্দ বাচ্য নহেন। সজ্জনগণ সর্ব্বদাই বিষ্ণুভক্তিরহিত মায়াবাদী কর্ম্মী ও অন্যাভিলাষির দুঃখ বিনাশ করিতে ইচ্ছা-বিশিষ্ট। বিষ্ণুভক্তি-রাহিত্যই দুঃখের আকর। বিষ্ণুসেবা পরিত্যাগ করিয়া জীব মায়াবদ্ধ হন এবং মায়ায় বদ্ধ হইয়াই বৈকুণ্ঠবিমুখ হইয়া দুঃখসমুদ্র, মায়াবাদ, কর্ম্মফল-বাদ ও যথেচ্ছাচারিতার আবাহন করিয়া বসেন। সজ্জন-গণ করুণ, সুতরাং তাঁহারা মিত্রবর্গের প্রতি দয়া করিবার জন্য সর্ব্বদা প্রস্তুত থাকেন। অসজ্জন সজ্জনের করুণা গ্রহণ করিতে প্রস্তুত না হইলেও সজ্জনগণ কীর্ত্তনমুখে তাঁহা-দিগকে করুণা করিতে সর্ব্বদা রত। 'সন্তঃ এবাস্য ছিন্দন্তি মনোব্যাসঙ্গমুক্তিভিঃ' শ্লোক দ্বারা আমরা জানিতে পারি যে সজ্জনগণ অসতের হৃদয়গহ্বর-পুষ্ট অপরের অজ্ঞাত, বিষ্ণু ব্যতীত অন্যবস্তুর আসক্তিরূপ দুঃখ হরি-কীর্ত্তনদ্বারাই ছেদন করিয়া থাকেন এবং তাদৃশ হনন-

কার্য্য তাঁহার ঐকান্তিক ও আত্যন্তিক করুণার পরিচয়। বৈষ্ণবের নিকট করুণাপ্রার্থী হইলেই তাহা তিনি অবশ্যই পাইবেন। করুণাপ্রার্থনাই তাঁহার মঙ্গলের হেতু। জীব সজ্জনপ্রায় না হইলে সজ্জনের নিকট করুণাপ্রার্থী হন না। অসজ্জন যে সকল করুণা প্রদর্শন করেন ঐ গুলি প্রকৃত করুণা নহে পরন্তু ছলনার প্রচ্ছন্ন তাণ্ডব নৃত্য। যে কাল পর্য্যন্ত সজ্জন হইবার প্রবৃত্তি জীবহৃদয়ে প্রবৃত্ত না হয়, তৎকালাবধি নিষ্কপটতার সহিত ছলনায় সমত্ব-বোধ হয়। ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ এই চতুর্ব্বর্গপিপাসাই দুঃখের আকরস্থান। দেহ ও মনকে অস্মিতার আধারদ্বয়জ্ঞানে ঐকান্তিক ও আত্যন্তিক-দুঃখনিবৃত্তিকল্পে কৃপণগণ, বিষ্ণুভক্তিরহিত হইয়া স্ব স্ব ভ্রম প্রমাদ করণাপাটব বিপ্রলিপ্সা দোষচতুষ্টয় সম্বল করিয়া আপনাদিগকে অধার্ম্মিক অনর্থময় অসিদ্ধকাম ও বদ্ধজ্ঞানে ধর্ম্মার্থকামমোক্ষের ভিক্ষু হন। প্রয়োজন-বিচারে পারঙ্গত হইলে অসজ্জন বুঝিতে পারেন যে সজ্জনের করুণাই তাঁহার প্রয়োজন-বিচারের ভ্রম প্রদর্শন করিয়াছে। বিষ্ণুর সেবাই দেহ ও মনের দুঃখ নিবৃত্তির মহৌষধ। উহাই সজ্জনের করুণা, দিব্য-জ্ঞানদানই সজ্জনের করুণার প্রারম্ভ ও হরি-সেবন-প্রাপ্তিই তাঁহার করুণার পূর্ণ বিকাশ।

শ্রীভক্তিবিনোদ-বাণী

(কর্ম্ম)

প্রঃ—কর্ম্ম কাহাকে বলে ?

উঃ—"কর্ম্মিগণ কেবল কৃষ্ণ-প্রসাদ অনুসন্ধান করেন না। যদিও বাহিরে কৃষ্ণকে সম্মান করেন, তথাপি তাঁহাদের মূল তাৎপর্য্য,—যাহাতে কোনপ্রকার প্রাকৃত সুখ-লাভ হয়, স্বার্থপর কর্ম্মকেই 'কর্ম্ম' বলে।"

—'সঙ্গত্যাগ', সঃ তোঃ ১১।১১

প্রঃ—বিষ্ণুর উদ্দেশ থাকিলেও ইষ্টাপূর্ত্তাদিতে কি সাক্ষাৎ চিৎ-প্রবৃত্তি আছে ?

উঃ—"বিষ্ণুকে যজ্ঞেশ্বর বলিয়া ইষ্টাপূর্ত্ত প্রভৃতি শুভ কর্ম্ম কৃত হইলেও সেই সেই কর্ম্মে সাক্ষাৎ চিৎপ্রবৃত্তি নাই।"

—'নাম-মাহাত্ম্য সূচনা', হঃ চিঃ

প্রঃ—'অদৃষ্ট' কাহাকে বলে ?

উঃ—"সকল জীবই পূর্ব্ব-সংস্কারানুসারে স্বভাব লাভ করিয়া থাকেন ; সেই স্বভাবানুসারেই জীবের চেষ্টার উদয় হয়,—ইহাকেই 'অদৃষ্ট' বা 'কর্ম্মফল' বলে। পূর্ব্বকল্পে তিনি যে-সকল কর্ম্ম করিয়াছিলেন, তদনুসারেই তাঁহার স্বভাব চেষ্টা হয়।"

—ব্রঃ সং. ৫।২৩

প্রঃ—কর্ম্ম-জ্ঞানের মালিন্য শোধিত হয় কিরূপে ?

উঃ—"কর্ম্মের কাম্যফল নিরসন দ্বারা কেবল ভগবৎ-প্রীত্যর্থে অর্পিত হইলে সেই কর্ম্ম ভক্তিশোধিত হয়। মোক্ষে বিতৃষ্ণা উৎপাদন পূর্ব্বক ভগবৎসেবাদিতে রাগোৎপত্তির দ্বারা বৈরাগ্যের ভক্তিশোধিত অবস্থা হয়। অদ্বৈতাত্মতত্ত্ব-বোধাদি ত্যাগ পূর্ব্বক জ্ঞান যখন ভগবদীয়ত্ব-বুদ্ধি উৎপত্তি করে, তখন জ্ঞান ভক্তিদ্বারা শোধিত হয়।"

—বৃঃ ভাঃ, তাৎপর্য্যানুবাদ

প্রঃ—আস্তিকদিগের ভাগ্য কি অবিচারিত ?

উঃ—"নাস্তিকদিগের ঘটনার ন্যায় আস্তিকদিগের ভাগ্য অবিচারিত নয়। জীবের ভাগ্য—জীবেরই কর্ম্মানুসারে বিচারিত ফলবিশেষ।"

—শ্রীমঃ শিঃ ৮ম পঃ

প্রঃ—কর্ম্মে কাহার কিরূপ কর্ত্তৃত্ব আছে ?

উঃ—"জীব যে কার্য্যটী করেন, তাহাতে তাহার মূল-কর্ত্তৃত্ব সর্ব্বকালেই থাকে, প্রকৃতি সেই কার্য্যের যে সাহায্য করেন, তাহাতে তাহার গৌণ কর্ত্তৃত্ব এবং ফল-দান বিষয়ে ঈশ্বরের অনুষঙ্গ-কর্ত্তৃত্ব। জীব স্বেচ্ছাক্রমে

অবিদ্যাভিনিবেশ করিয়াছিলেন বলিয়া তাঁহার মূল কর্তৃত্ব কখনও লোপ হয় না। অবিদ্যা-প্রবেশের পর জীব যত কর্ম্ম করেন, সে-সকলই ফলোন্মুখ হইলে 'ভাগ্য' নামে অভিহিত হয়।"

—শ্রীমঃ শিঃ, ৮ম পঃ

প্রঃ—কর্ম্ম অনাদি কিরূপে ?

উঃ—"'কৃষ্ণের দাস আমি' এই কথা ভুলিয়া যাওয়ার নামই 'অবিদ্যা'; সেই অবিদ্যা জড়কালের মধ্যে আরম্ভ হয় নাই—**তটস্থ সন্ধিস্থলে জীবের সেই কর্ম্মমূল উদিত হইয়াছিল**। অতএব জড়কালে কর্ম্মের আদি পাওয়া যায় না, সুতরাং কর্ম্ম—অনাদি।"

—জৈঃ ধঃ ১৬শ অঃ

প্রঃ—ভক্তি ও ভগবদ্বিমুখ কর্ম্মে পার্থক্য কি ?

উঃ—"কৃষ্ণপ্রসাদ-লাভের জন্য যদি কেহ কর্ম্ম করেন, তবে সেই কর্ম্মের নামই ভক্তি, আর যে কর্ম্ম প্রাকৃত ফল বা বহির্ম্মুখজ্ঞান দান করে, সেই কর্ম্মই ভগবদ্বিমুখ।"

—'সঙ্গত্যাগ', সঃ তোঃ ১১।১১

প্রঃ— কর্ম্ম কোন্ অবস্থায় ভক্তিতে পরিণত হয় ?

উঃ-"কর্ম্মের স্বরূপ পরিবর্ত্তিত হইবার পূর্ব্বে তিনটি অবস্থা হয়—অর্থাৎ নিষ্কাম অবস্থা, কর্ম্মার্পণাবস্থা ও কর্ম্মযোগাবস্থা। ঐ তিন অবস্থা অতিক্রম করিলে কর্ম্মের স্বরূপ পরিবর্ত্তিত হইয়া পরিচর্য্যারূপ ভক্তি হইয়া পড়ে।"

—শ্রীমঃ শিঃ ১০ম পঃ

প্রঃ— কর্ম্ম ও জ্ঞান কি ভক্তিপ্রদা সুকৃতি ?

উঃ—"কর্ম্ম ভক্তিফলে জীবকে বসাইয়া নিরস্ত হয়। বৈরাগ্য ও বিবেক প্রায়ই অভেদব্রহ্মজ্ঞানে জীবকে প্রোথিত করিয়া রাখে; ব্রহ্মজ্ঞান প্রায়ই জীবকে ভগবচ্চরণ হইতে বঞ্চিত করে, এইজন্যই ইহাদিগকে বিশ্বাস করিয়া ভক্তিপ্রদ-সুকৃতি বলা যায় না।"

— জৈঃ ধঃ ১৭শ অঃ

প্রঃ-বেদশাস্ত্র কোন্টীকে ভগবল্লাভের নিরাপদ উপায় বলিয়াছেন ?

উঃ— "বেদ ও পুরাণশাস্ত্র অনেক প্রকার উপায়ের কথা স্থানে-স্থানে লিখিয়াছেন; তাহাতে কোন দিকে ভীমরুল-বরুলী অর্থাৎ বোল্তারূপ কর্ম্মকাণ্ড, কোন দিকে জ্ঞান-কাণ্ডস্বরূপ যক্ষ, কোন দিকে কৃষ্ণবর্ণ অজগররূপ যোগগত কৈবল্য, আবার কোন দিকে রক্ষিত-ধনের পাত্র অল্প পরিশ্রমেই হাতে আইসে। অতএব বেদশাস্ত্র কর্ম্ম, জ্ঞান ও যোগ পরিত্যাগপূর্ব্বক ভক্তিপথেই যে কৃষ্ণপ্রাপ্তি হয়, ইহা বলিয়াছেন।"

—অঃ প্রঃ ভাঃ ম ২০।১৩৫

প্রঃ – কর্ম্মী কি ভগবৎসেবক ?

উঃ— "প্রথম সঙ্গতিতে (স্বসুখপ্রয়োজক কর্ম্ম-সঙ্গতিতে) যাঁহারা বদ্ধ হইয়া পড়েন, তাঁহারা কর্ম্মকেই প্রধান জানিয়া ভগবান্কেও 'কর্ম্মাঙ্গ' বলিয়া প্রতিষ্ঠা করেন। তাঁহাদের ফলও নিত্য-লক্ষণে লক্ষিত হয় না। তাঁহাদের সঙ্গতি নির্দ্দোষ নয়; তাঁহাদের জীবনে ভগবানের সাধন-স্ফূর্ত্তি নাই বিধির অধীনতাই সর্ব্বত্র লক্ষিত হয়। তাঁহাদিগকে 'কর্ম্মী' বলে।"

—চৈঃ শিঃ, ৮ উপসংহার

প্রঃ— কর্ম্মদ্বারা কি কর্ম্মক্ষয় হয় ? কর্ম্মের সার্থকতা কোথায় ?

উঃ— "যাহা দ্বারা মানবগণের রোগের উৎপত্তি হয়, তাহাই রোগ-নিবারণের জন্য ব্যবস্থা করিলে রোগ কখনও ভাল হয় না। কর্ম্মকাণ্ড সমস্তই জীবের সংসার-রোগের হেতু; তাহা নিষ্কামভাবেই হউক বা ঈশ্বরার্পিত-ভাবেই হউক, কখনও সংসারক্ষয়রূপ-ফল উৎপন্ন করিবে না। কর্ম্মকে কেবল জীবনযাত্রা-নির্ব্বাহের উপায়রূপে গ্রহণ করিয়া পরে অর্থাৎ ভক্তিস্বরূপে কল্পিত করিতে পারিলেই কর্ম্মস্বরূপ-বিনাশের সম্ভাবনা হয়। ভগবৎপরিতোষোপযোগী কর্ম্মমাত্র স্বীকার করিলে এবং ভক্তির অধীন সম্বন্ধজ্ঞানকে স্বীকার করিলে সকল-কর্ম্মই ভক্তিযোগ হইয়া পড়ে। সেই ভক্তিযোগগত কৃষ্ণ-সংসারাশ্রিত কর্ম্মসকল করিয়া ভগবৎশিক্ষাক্রমে নিরন্তর শ্রীকৃষ্ণের গুণ-নামাদি স্মরণ ও গান করাই সর্ব্বশাস্ত্রের অভিধেয়।"

—শ্রীমঃ শিঃ, ১০ম পঃ

প্রঃ— কর্ম্মীদিগের কৃষ্ণপূজা ও ভক্তের কৃষ্ণপূজায় পার্থক্য কি?

উঃ— "বৈষ্ণবের সাধনভক্তি কেবল সিদ্ধভক্তির উদয় করাইবার জন্য। অবৈষ্ণবের সেই সকল অঙ্গ-সাধনে দুইটী তাৎপর্য্য আছে অর্থাৎ ভোগ ও মোক্ষ। সাধনক্রিয়ার আকার-ভেদ দেখা যায় না, কিন্তু নিষ্ঠা-ভেদ মূল। কর্ম্মাঙ্গে কৃষ্ণের পূজা করিয়া চিত্তশোধন ও মুক্তি অথবা রোগশান্তি বা পার্থিব ফল পাইয়া থাকে। ভক্ত্যঙ্গে সেই পূজার দ্বারা কেবল কৃষ্ণনামে রতি উৎপত্তি করায়। কর্ম্মীদিগের একাদশী ব্রতে পাপ নষ্ট হয়, কিন্তু ভক্তদিগের একাদশীব্রতের দ্বারা হরিভক্তির বৃদ্ধি হয়। দেখ, কত ভেদ!"

—জৈঃ ধঃ, ৫ম অঃ

শ্রীশ্রীগিরিরাজগোবর্দ্ধন

[পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রমোদ পুরী মহারাজ]

শরদাগমে শ্রীকৃষ্ণ রম্যবৃন্দাবনে প্রবেশ পূর্ব্বক বংশীধ্বনি করিলে গোপীগণ তচ্ছ্রবণে প্রেমবিহ্বলচিত্তে শ্রীকৃষ্ণচরিত বর্ণন করিতে করিতে বলিতেছেন—"হে সখীগণ, মহতের আশ্রয়াবলম্বন ব্যতীত কখনও কাহারও মনোরথ সফল হয় না। হরিভক্তগণেরই মহত্ত্ব, তাঁহাদের মধ্যে শ্রীগোবর্দ্ধনগিরিরাজই মুখ্য, ইহাই আমরা মহীয়সী গার্গীদেবীর শ্রীমুখ হইতে শ্রবণ করিয়াছি। সুতরাং অদ্য আমরা তত্রত্য মানস-গঙ্গায় স্নান করিয়া তদধিদেব শ্রীহরিদেব-নামক নারায়ণের দর্শনার্থ যাইব। ইহাতে আমাদের গুরু-জনগণেরও মনে কোন সংশয় উত্থিত হইবে না। আমাদের প্রাণপ্রিয়তম কৃষ্ণও তথায় ক্রীড়া করেন। তাঁহার সহিত তথায় আমাদের অবশ্যই মিলন হইবে।" এইরূপ যুক্তি স্থির করিয়া সখীগণ সকলেই সগণ-কৃষ্ণবাঞ্ছিত-সাধক শ্রীগোবর্দ্ধনগিরিরাজকে স্ববাঞ্ছিতসিদ্ধি-নিমিত্ত স্তব করিতে লাগিলেন—

"হন্তায়মদ্রিরবলা হরিদাসবর্য্যো
যদ্রামকৃষ্ণচরণস্পর্শ প্রমোদঃ।
মানং তনোতি সহগোগণয়োস্তয়োর্যৎ
পানীয় সূযবসকন্দরকন্দমূলৈঃ॥"

—ভাঃ ১০।২১।১৮

[অর্থাৎ "হে অবলাগণ, যেহেতু এই গোবর্দ্ধন পর্ব্বত রামকৃষ্ণের পাদস্পর্শে আনন্দিত হইয়া পানীয়, উত্তমতৃণ, কন্দর, কন্দমূল প্রভৃতি দ্বারা গো এবং গোপাল-গণের সহিত তাঁহাদের পূজা করিতেছে; অতএব এই পর্ব্বত হরিভক্তগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ।"]

শ্রীল চক্রবর্ত্তী ঠাকুর উহার টীকায় ইঙ্গিত করিতে-ছেন—নারদাদি হরিদাসগণের মধ্যে যুধিষ্ঠির, উদ্ধব ও গোবর্দ্ধন এই তিন জন শ্রেষ্ঠ, তন্মধ্যে আবার শ্রীগোবর্দ্ধনই হরিদাসবর্য্য। যেহেতু শ্রীরামকৃষ্ণচরণ-স্পর্শে শিলার পঙ্কসাধর্ম্ম্য প্রাপ্তি-হেতু ধ্বজবজ্রাঙ্কুশাদি চরণচিহ্নধারণ, নির্ঝর দ্বারা অশ্রু ও তৃণোদ্গমাদি দ্বারা পুলকাদি মোদাতিশয্য প্রকাশিত হইয়াছে। কৃষ্ণপ্রেয়সী গোপীগণের অন্তরের ভাব গোপনার্থই এখানে 'রাম' পদ প্রযুক্ত হইয়াছে। বস্তুতঃ 'রাম'-শব্দে রমণীয় যে কৃষ্ণ তাঁহার—এইরূপ শ্লেষার্থ ধ্বনিত। 'অবলা'-শব্দে পতিপারবশ্যবতী যে তোমরা, তাঁহার (কৃষ্ণের) আশ্রয় লাভই তোমাদের 'বল' বলিয়া বিচারিত হইতেছে, ইহাই ভাব। 'যৎ' অর্থাৎ অত্যন্ত আনন্দাতিশয্যহেতু শ্রীগোবর্দ্ধন তাঁহার (শ্রীকৃষ্ণের) অনুগ্রহলাভের নিমিত্ত গোগণ ও সখাগণ-সহ তাঁহার পূজা বিধান করিতেছেন। তাঁহার পূজার উপকরণ—পাদ্য আচমনীয় ও পানার্থ সুগন্ধ শীতল নির্ঝর জল এবং নৈবেদ্যরূপে সুপেয় মধু আম্র পীলু প্রভৃতি

রস 'পানীয়'-রূপে নিবেদন করিতেছেন। অর্ঘ্যার্থ দূর্ব্বা অথবা গোসকলের ভোজনার্থ সুগন্ধ সুকোমল পুষ্টিবর্দ্ধক ও দুগ্ধসম্পাদক তৃণসমূহ প্রদান করিতেছেন। ('সূযবস' শব্দের 'সূ'র দীর্ঘত্ব—আর্ষপ্রয়োগ জানিতে হইবে।) উপবেশন-শয্যা-বিলাসাদিনিমিত্ত শীত ও গ্রীষ্মকালে সুখদ কন্দর বা গুহা সকল এবং ভক্ষণার্থ সুমিষ্ট কন্দমূলাদিরও ব্যবস্থা করিতেছেন। তত্রত্য রত্নপর্য্যঙ্ক-পীঠ-প্রদীপ-আদর্শাদিও সেবোপকরণরূপে উপলক্ষিত হইতেছে।

ভাঃ ১০।২৪শ অধ্যায়েও স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণের শ্রীগোবর্দ্ধন-গিরিরাজকে—'আমি শৈল', 'আমি শৈল' বলিতে বলিতে গোপগণের বিশ্বাসোৎপাদক বিরাট্ বপু ধারণ পূর্ব্বক ব্রজবাসীর প্রদত্ত সকল নৈবেদ্যই ভক্ষণ করিবার কথা লিখিত আছে। আবার গোগণের 'আজীব্য' বা জীবনোপায়-স্বরূপ পানীয় সূযবসাদিদ্বারা গোগণ-পালনাদিরও কথা বলা হইয়াছে।

শ্রীল রূপ গোস্বামিপাদ তাঁহার শ্রীগোবর্দ্ধনাষ্টকে লিখিতেছেন—

"বিন্দদ্ভির্যো মন্দিরতাং কন্দরবৃন্দৈঃ
কন্দৈশ্চেন্দোর্বন্ধুভিরানন্দয়তীশম্।
বৈদূর্য্যাভৈর্নির্ঝরতোয়ৈরপি সোঽয়ং
প্রত্যাশাং মে ত্বং কুরু গোবর্দ্ধন পূর্ণাম্॥"

["যিনি মন্দিরতুল্য কন্দর (গিরিগহ্বর) সমূহদ্বারা, সুধাংশুতুল্য সুস্বাদু কন্দদ্বারা এবং বৈদূর্য্যাভ স্বচ্ছশ্যাম নির্ঝরবারিধারা-দ্বারা শ্রীকৃষ্ণকে আনন্দিত করিতেছেন, সেই এই গোবর্দ্ধন, তুমি আমার সকল প্রত্যাশা পূর্ণ কর।"

শ্রীল রঘুনাথদাস গোস্বামিপাদও তাঁহার শ্রীগোবর্দ্ধন-বাস প্রার্থনা দশকে লিখিতেছেন—

"প্রমদমদনলীলাঃ কন্দরে কন্দরে তে
রচয়তি নবযূনোর্দ্বন্দ্বমস্মিন্নমন্দম্।
ইতি কিল কলনার্থং লগ্নকস্তদ্বয়োর্মে
নিজ-নিকট-নিবাসং দেহি গোবর্দ্ধন ত্বম্॥
অনুপমমণিবেদীরত্নসিংহাসনোর্ব্বী
রুহঝরদরসানুদ্রোণিসঙ্ঘেষু রঙ্গৈঃ।
সহবল সখিভিঃ সংখেলয়ন্ স্বপ্রিয়ং মে
নিজনিকটনিবাসং দেহি গোবর্দ্ধন ত্বম্॥
স্থলজলতল-শষ্পৈর্ভূরুহচ্ছায়য়া চ
প্রতিপদমনুকালং হন্ত সংবর্দ্ধয়ন্ গাঃ।
ত্রিজগতি নিজগোত্রং সার্থকং খ্যাপয়ন্ মে
নিজনিকটনিবাসং দেহি গোবর্দ্ধন ত্বম্॥"

[অর্থাৎ "হে গোবর্দ্ধন, রাধাকৃষ্ণযুগল তোমার প্রতি কন্দরে অত্যুল্লাসের সহিত উৎকটরূপে রতি-ক্রীড়া করিতেছেন, এই নিমিত্ত আমিও সেই ব্রজ-নবযুবদ্বন্দ্ব দর্শন করিবার জন্য উৎসুক হইয়াছি, অতএব আমাকে তোমার নিকটে বাস দান কর।

হে গোবর্দ্ধন, তুমি আমার নিতান্ত প্রীতিকর তোমার নিকট বাস প্রদান কর, যেহেতু তুমি অত্যুৎকৃষ্ট মণিময় বেদীরূপ রত্নসিংহাসনে এবং বৃক্ষের ঝরে, গর্ত্তে, সমানপ্রদেশে ও দ্রোণি (উভয় পর্ব্বতের মধ্য-প্রদেশে বা কাষ্ঠাম্বুবাহিনী) সমূহে শ্রীকৃষ্ণকে সখীগণের সহিত বিবিধ ক্রীড়া করাইয়া নিজেও নিরুপম সুখ অনুভব করিতেছ।

হে গোবর্দ্ধন, তুমি সর্ব্বকালে স্থানে স্থানে স্থল, জল, তল, তৃণ এবং বৃক্ষচ্ছায়াদিদ্বারা গোসকলকে সংবর্দ্ধনা করতঃ এই ত্রিভুবনে নিজের 'গো-বর্দ্ধন' নাম সার্থক করিতেছ, অতএব তুমি তোমার নিজ নিকটে আমাকে বাস দান কর, তাহা হইলে আমার অভীষ্টদেব গোচারণপর শ্রীকৃষ্ণের সহিত কোন না কোন কালে আমার সাক্ষাৎকার সম্ভব হইবে।"]

শ্রীভগবান্ ব্রজেন্দ্রনন্দনই তাঁহার শৈলমূর্ত্তি শ্রীগোবর্দ্ধন-যজ্ঞ তাঁহার নিজ লীলাপরিকর ব্রজবাসিগণ-দ্বারাই প্রবর্ত্তন করিয়াছেন। তদভিন্নপ্রকাশবিগ্রহ শ্রীশ্রীরাধা-ভাবদ্যুতিসুবলিত কলিযুগপাবনাবতারী শ্রীভগবান্ গৌরহরিও আবার তাঁহারই পার্ষদোত্তম শ্রীরূপরঘুনাথাদি নিজজন-দ্বারা সেই শ্রীগোবর্দ্ধন-শিলাপূজা প্রবর্ত্তন করিয়া গিয়াছেন।

শ্রীশঙ্করানন্দ সরস্বতী একসময়ে যখন শ্রীধাম বৃন্দাবন হইতে শ্রীপুরীধামে আগমন করেন, সেই সময়ে তিনি শ্রীমন্মহাপ্রভুকে দিবার জন্য একখণ্ড শ্রীগোবর্দ্ধন-

শিলা ও তাঁহার পার্শ্বে এক ছড়া গাঁথা গুঞ্জামালা (কুঁচের মালা) সঙ্গে লইয়া সেই দুইটী বস্তু গম্ভীরায় অবস্থিত শ্রীমন্মহাপ্রভুকে সমর্পণ করেন। শ্রীভগবান্ গৌরসুন্দর সেই অপূর্ব্ব বস্তু পাইয়া বড়ই তুষ্ট হইলেন। তিনি লীলা-স্মরণকালে ঐ শ্রীগুঞ্জামালা গলদেশে পরিতেন এবং শ্রীগোবর্দ্ধনশিলাকে সাক্ষাৎ কৃষ্ণ-কলেবর-জ্ঞানে হৃদয়ে ও নেত্রে ধারণ করিতেন। কখনও বা নাসার সম্মুখে করিয়া তাঁহার শ্রীঅঙ্গগন্ধের ঘ্রাণ লইতেন, কখনও শিরে ধারণ করিতেন, কখনও বা সেই শিলাকে নিজ নেত্রজলে সিক্ত করিতেন। এইভাবে শ্রীমন্মহাপ্রভু সেই শিলামালাকে যুগলবিগ্রহজ্ঞানে তিন-বৎসরকাল সেবনান্তে তাঁহার পরমপ্রিয় স্নেহবিগ্রহস্বরূপ শ্রীরঘুনাথদাস-গোস্বামিপ্রভুকে তাহা সমর্পণ করিলেন এবং বলিয়া দিলেন—

(প্রভু কহে—) "এই শিলা কৃষ্ণের বিগ্রহ।
ইঁহার সেবা কর তুমি করিয়া আগ্রহ॥
এই শিলার কর তুমি সাত্ত্বিক পূজন।
অচিরাৎ পাবে তুমি কৃষ্ণ-প্রেমধন॥"

শ্রীমন্মহাপ্রভু প্রিয়তম শ্রীরঘুনাথকে শুদ্ধ সাত্ত্বিক সেবার প্রণালীও স্বয়ং শ্রীমুখে উপদেশ করিলেন—

"এক কুঁজা জল আর তুলসী-মঞ্জরী।
সাত্ত্বিকসেবা এই শুদ্ধভাবে করি'॥
দুইদিকে দুই পত্র মধ্যে কোমলমঞ্জরী।
এইমত অষ্টমঞ্জরী দিবে শ্রদ্ধা করি'॥"

মহাভাগবত প্রভুপ্রেষ্ঠ—অন্তরঙ্গসেবক শ্রীরঘুনাথ শ্রীমন্মহাপ্রভুর স্বহস্ত-প্রদত্ত শ্রীগোবর্দ্ধনশিলা ও গুঞ্জা-মালা পাইয়া শ্রীমন্মহাপ্রভুর অন্তরের অভিপ্রায় তাঁহারই কৃপায় অনুধাবন পূর্ব্বক বিচার করিলেন—

"শিলা দিয়া গোসাঞি সমর্পিলা 'গোবর্দ্ধনে'।
গুঞ্জামালা দিয়া দিলা 'রাধিকা-চরণে'॥"

তাঁহার আনন্দের আর সীমা নাই। 'প্রভুর স্বহস্তদত্ত গোবর্দ্ধনশিলা' ইহা চিন্তা করিতে করিতে রঘুনাথ প্রেমবিহ্বল হইয়া পরমানন্দে শ্রীশ্রীগিরিধারীর সাত্ত্বিকসেবা করিতে লাগিলেন। তাঁহার সেই প্রেমসেবার উপকরণ—

"এক বিতস্তি (অর্দ্ধ হস্ত পরিমাণ) দুইবস্ত্র, পিঁড়া একখানি।
স্বরূপ দিলেন কুঁজা অনিবারে পানি॥"

পূজাকালে রঘুনাথ সেই গিরিধারীকে 'সাক্ষাৎ ব্রজেন্দ্রনন্দন'-রূপে দর্শন করিতে লাগিলেন—

"পূজাকালে দেখে শিলায় 'ব্রজেন্দ্রনন্দন'॥"

শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী লিখিতেছেন—

"জলতুলসীর সেবায় যত সুখোদয়।
ষোড়শোপচারপূজায় তত সুখ নয়॥"

'প্রেম্নৈব ভক্তহৃদয়ং সুখবিদ্রুতং স্যাৎ' অর্থাৎ ভক্তবৎসলভগবান্ শ্রীকৃষ্ণে প্রগাঢ়-প্রীতিমূলা প্রেম-সেবাদ্বারাই ভক্তহৃদয় প্রেমানন্দে দ্রবীভূত—বিগলিত হইয়া পড়ে। শ্রীল অদ্বৈত আচার্য্য প্রভুও কি প্রকার আরাধনায় কৃষ্ণকে বশ করিবেন, ইহা বিচার করিতে গিয়া তাঁহার একটি শ্লোক (বিষ্ণুধর্ম্ম ও গৌত-মীয়তন্ত্র-বাক্য) মনে জাগিল—

"তুলসীদলমাত্রেণ জলস্য চুলুকেন বা।
বিক্রীণীতে স্বমাত্মানং ভক্তেভ্যো ভক্তবৎসলঃ॥"

[অর্থাৎ "তুলসীদল ও গণ্ডুষমাত্র জল তাঁহাকে ভক্তিপূর্ব্বক অর্পণ করিলে শ্রীকৃষ্ণ ভক্তবাৎসল্যবশতঃ ভক্তের নিকট বিক্রীত হন।"]

শ্রীআচার্য্য এই শ্লোকার্থ বিচার করিতে করিতে স্থির করিলেন—

"কৃষ্ণকে তুলসীজল দেয় যেই জন॥
তার ঋণ শোধিতে কৃষ্ণ করেন চিন্তন।
জলতুলসীর সম কিছু ঘরে নাহি ধন॥
তবে আত্মা বেচি' করে ঋণের শোধন।"
"এত ভাবি' আচার্য্য করেন আরাধন॥
গঙ্গাজলে তুলসী-মঞ্জরী অনুক্ষণ।
কৃষ্ণপাদপদ্ম ভাবি' করে সমর্পণ॥
কৃষ্ণের আহ্বান করেন করিয়া হুঙ্কার।
এমতে কৃষ্ণের করাইল অবতার॥"

অর্থাৎ শ্রীআচার্য্য বিচার করিলেন—"কৃষ্ণকে যিনি জলতুলসী দেন, তাঁহার ঋণ শোধন করিতে না পারিয়া (কৃষ্ণ) আপনার স্বরূপকে তদ্ বিনিময়ে দিয়া

ঋণ শোধন করেন।” “অতএব অদ্বৈত আচার্য্য কৃষ্ণের সাক্ষাৎ স্বরূপকে অবতীর্ণ করাইবার জন্য গঙ্গাজল তুলসীমঞ্জরীর সহিত কৃষ্ণপাদপদ্মে অর্পণ করিতে থাকিলেন।”

(অঃ প্রঃ ভাঃ চৈঃ চঃ আদি ৩য় পঃ)

কৃষ্ণপ্রেমবিতরণরূপ ভক্তেচ্ছাপূরণার্থ ধর্ম্মের সেতু-স্বরূপ কৃষ্ণ পরমভক্ত শ্রীমদ্ অদ্বৈতাচার্য্যের প্রার্থনায় গৌরলীলা প্রকট করিলেন—

“চৈতন্যের অবতারে এই মুখ্য হেতু।
ভক্তের ইচ্ছায় অবতার ধর্ম্মসেতু॥”

—চৈঃ চঃ অ। ৩।১০৯

জগদ্গুরু ব্রহ্মা তদন্তর্য্যামী গর্ভোদশায়ী ভগবান্‌কে স্তব করিয়া বলিতেছেন—

“ত্বং ভক্তিযোগপরিভাবিতহৃৎসরোজ
আসসে শ্রুতেক্ষিতপথো ননু নাথ পুংসাম্।
যদ্যদ্ ধিয়া ত উরুগায় বিভাবয়ন্তি
তত্তদ্ বপুঃ প্রণয়সে সদনুগ্রহায়॥”

—ভাঃ ৩।৯।১১

[অর্থাৎ “হে নাথ, (গুরুমুখে) ভবদীয় কথা শ্রবণানন্তর লোকে আপনার সেবা-প্রাপ্তির পথের সন্ধান পান। আপনি আপনার নিজ-জনের ভক্তিযোগপূত হৃৎপদ্মে সর্ব্বদা বিশ্রাম করেন। হে উত্তমঃশ্লোক, ভক্তবৃন্দ স্ব স্ব (সিদ্ধদেহভাবগত) ভাবনানুযায়ী যে সকল নিত্যস্বরূপ বিভাবনা করেন, আপনি তাঁহাদিগের প্রতি অনুগ্রহ করিবার জন্য সেই সেই স্বরূপ প্রকট করিয়া থাকেন।” (শ্রুতেক্ষিতপথঃ “আদৌ গুরুমুখাৎ শ্রুতঃ পশ্চাদীক্ষিতঃ সাক্ষাৎকৃতশ্চ পন্থা যস্য সঃ” (শ্রীবিশ্বনাথ)]

শ্রীরঘুনাথ দাস গোস্বামিপাদ এইরূপে পরমভক্তি-ভরে শ্রীগিরিধারী-পূজার আদর্শ প্রদর্শন করিতে লাগিলেন। একদিন শ্রীগৌরপার্ষদপ্রবর শ্রীস্বরূপ-দামোদর তাঁহাকে বলিলেন—

“অষ্টকৌড়ির খাজা সন্দেশ কর সমর্পণ।
শ্রদ্ধা করি’ দিলে সেই অমৃতের সম॥”

শ্রীরঘুনাথ নিষ্কিঞ্চন, তাঁর নিকট ত’ কোন অর্থ নাই তাই শ্রীস্বরূপাদেশে শ্রীগোবিন্দ তাহার সমাধান করিয়া দিলেন। রঘুনাথ পরমভক্তিসহকারে তাহা শ্রীগিরিধারীকে সমর্পণ করিলেন। ভক্তবৎসল ভগবান্ ভক্তপ্রদত্ত দ্রব্য কি আর আস্বাদ না করিয়া থাকিতে পারেন? “ভক্তের দ্রব্য প্রভু কাড়ি’ কাড়ি’ খায়। অভক্তের দ্রব্য প্রভু উলটি’ না চায়॥”

শ্রীরঘুনাথ তাঁহার মনঃশিক্ষাচ্ছলে শ্রীগোবর্দ্ধনের এইরূপ ভজন-প্রকার জানাইতেছেন—

“সমং শ্রীরূপেণ স্মরবিবশ রাধাগিরিভৃতো-
র্ব্রজে সাক্ষাৎসেবালভনবিধয়েতদ্গণযুজোঃ।
তদিজ্যাখ্যাধ্যানশ্রবণনতি পঞ্চামৃতমিদং
ধয়ন্নীত্যা গোবর্দ্ধনমনুদিনং ত্বং ভজ মনঃ॥”

[অর্থাৎ হে মন, তুমি স্বীয় গুরু শ্রীরূপের সহিত গোষ্ঠে ললিতাদি ও সুবলাদিগণযুক্ত কন্দর্পবিবশ শ্রীরাধাকৃষ্ণের সাক্ষাৎ সেবাপ্রাপ্তিবিধাননিমিত্ত প্রত্যহ নীতি অর্থাৎ ভজনপারিপাট্য-সহকারে শ্রীগোবর্দ্ধনের পূজা, আখ্যা অর্থাৎ নাম, ধ্যান, শ্রবণ ও নমস্কার রূপ পঞ্চামৃত পান করতঃ সর্ব্বদা গোবর্দ্ধনকে ভজনা কর।]

শ্রীশ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ উহার এইরূপ পদ্যানুবাদ করিয়াছেন—

“ব্রজের নিকুঞ্জবনে, রাধাকৃষ্ণ সখীসনে,
লীলারসে নিত্য থাকে ভোর।
সেই দৈনন্দিন লীলা, বহুভাগ্যে যে সেবিলা,
তাহার ভাগ্যের বড় জোর॥
মন, যদি চাহ সেই ধন।
শ্রীরূপের সঙ্গ ল’য়ে, তাঁর অনুবর্ত্তী হ’য়ে,
কর তাঁর নির্দ্দিষ্ট ভজন॥
হৃদয়ে রাগের ভাবে, কালোচিত সেবা পাবে,
সদা রসে রহিবে মজিয়া।
বাহিরে সাধন-দেহ, করিবে ভজন-গেহ,
নিঃসঙ্গে বা সাধুসঙ্গ লঞা॥
যুগল-পূজন, ধ্যান, নতি, শ্রুতি, সংকীর্ত্তন,
পঞ্চামৃতে সেব গোবর্দ্ধনে।
রূপ-রঘুনাথ-পায়, এ ভক্তিবিনোদ চায়,
দৃঢ় মতি এরূপ ভজনে॥

পরমারাধ্য শ্রীগুরুপাদপদ্ম তাঁহার 'অনুভাষ্যে' লিখিয়াছেন—

"গোবর্দ্ধন শিলা—সাক্ষাৎ ব্রজেন্দ্রনন্দন; মহাপ্রভু সেই শিলাকে সাক্ষাৎ অপ্রাকৃত কৃষ্ণকলেবর বলিয়া তিনবৎসর অঙ্গীকার করিয়া রঘুনাথের হৃদয়ে স্ফূর্ত্তি করাইয়া নিজপ্রিয়তম-প্রিয়জ্ঞানে তাঁহাকে সেবাধিকার প্রদান করেন। অদৈববর্ণাশ্রমের পালিত ও পুষ্ট দাসস্থানীয় কতিপয় প্রাকৃতবুদ্ধিযুক্ত-অক্ষজজ্ঞানমদমত্ত অবৈষ্ণব বাহিরে বৈষ্ণবের ন্যায় চিহ্ন ধারণ করিয়াও বৈষ্ণববিদ্বেষমূলে প্রাকৃত ঘৃণিত স্বস্ব প্রচ্ছন্ন স্বার্থ চরিতার্থ করিবার বাসনায় স্বীয় অক্ষজজ্ঞান বা মনোধর্ম্ম সম্বল করিয়া, বিষ্ণুর অপ্রাকৃত অর্চ্চাবিগ্রহে ধাতু বা শিলাবুদ্ধি, কৃষ্ণপ্রকাশবিগ্রহ সেবক ভগবান্ চিদ্‌বিলাস শ্রীগুরুদেবে মর্ত্তবুদ্ধি, বর্ণাশ্রমীর গুরু পরমহংসবৈষ্ণবে জাতিবুদ্ধিপূর্ব্বক এই কল্পনা উদ্ভাবিত করে যে, 'শ্রীরঘুনাথদাস গোস্বামিপ্রভু শৌক্রব্রাহ্মণ না হওয়ায় বা সাবিত্র্য-সংস্কার গ্রহণ না করায় দৈক্ষ্য-ব্রাহ্মণতা লাভ করেন নাই।' এই শ্রেণীর মাৎসর্য্যপীড়িত লোক কল্পনা দ্বারা অনুমান করে যে, শৌক্রব্রাহ্মণ-কুলোদ্ভূত ব্যক্তি ব্যতীত অপর কোন শুদ্ধভক্তেরই বিষ্ণুবিগ্রহের স্পর্শন বা পূজনে অধিকার না থাকায় মহাপ্রভু প্রাকৃত অদৈব সমাজের দিকে দৃষ্টি করিয়াই কৌশল পূর্ব্বক এরূপ লীলা দেখাইয়াছেন। এই অপরাধক্রমে তাদৃশ কল্পনাকারিগণ অনন্ত অপরাধ-রূপ বিষয়বিষ্ঠাগর্ত্তে পতিত হয় এবং বৈষ্ণবপরাধক্রমে তাঁহাদের ঐহিক ও পারত্রিক সর্ব্বনাশ ঘটিয়া থাকে। কনিষ্ঠ বা মধ্যম বৈষ্ণবগণের পক্ষে এই অপরাধিদলের সঙ্গ কোনক্রমেই বিধেয় নহে, যেহেতু যোষিৎসঙ্গীর সঙ্গপোষণকারী শৌক্র-ব্রাহ্মণতা ব্যতীত অপ্রাকৃত ব্রাহ্মণ্যের শুদ্ধচিন্ময় আদর্শ অন্যত্র থাকিতে পারে না, তাহাদের এরূপ নরকপ্রাপক বিশ্বাস তাহাদিগকে মহারৌরবে নিত্যকাল আবদ্ধ রাখিয়া বিনাশ করিবে, সন্দেহ নাই।"—(চৈঃ চঃ অন্ত্য ৬ষ্ঠ অনুভাষ্য)

শ্রীমদ্‌ভাগবতে এবং শ্রীরূপ-রঘুনাথাদি গৌরপার্ষদগণের লেখনীতে শ্রীগিরিরাজ গোবর্দ্ধনে যে ঝরণা, গুহা, সুন্দর তৃণ এবং কন্দমূলাদি সুমিষ্টফল বা অপূর্ব্ব চিন্ময় সৌন্দর্য্যাদির কথা বর্ণন করা হইয়াছে, তাহা বর্ত্তমানে আমাদের চর্ম্মচক্ষুর বিষয়ীভূত না হইলেও তাহার এক বর্ণও মিথ্যা নহে। গোবর্দ্ধন সাক্ষাৎ শ্রীভগবানের বিগ্রহস্বরূপ অপ্রাকৃত বস্তু, তাহা আমাদের প্রাকৃত ইন্দ্রিয়ের গোচরীভূত কিরূপে হইবেন? "অন্ধীভূত চক্ষু যা'র বিষয়ধূলীতে। কিরূপে সে পরতত্ত্ব পাইবে দেখিতে?" সেবোন্মুখ ইন্দ্রিয়ের নিকটই তাঁহার যথার্থ স্বরূপ প্রকটিত হন। আর "যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্যস্তস্যৈষ আত্মা বিবৃণুতে তনুং স্বাম্।" [আমরা পরবর্ত্তিপ্রবন্ধে শ্রীগোবর্দ্ধন গিরিরাজের আবির্ভাব লীলা-প্রসঙ্গ বর্ণন করিবার ইচ্ছা পোষণ করিতেছি।]

প্রেতের মুক্তিলাভ

[পণ্ডিত শ্রীবিভুপদ পণ্ডা বি-এ, বি-টি, কাব্য-ব্যাকরণ-পুরাণতীর্থ]

"কি কারণে রোদন করিতেছ? ব্রাহ্মণ! মনে হইতেছে তুমি স্বীয় জীবন বিসর্জ্জনের সঙ্কল্প করিয়া এই সরোবরতীরে আগমন করিয়াছ। কখনও এই প্রকার দুঃসাহসিক পাপকর্ম্মে প্রবৃত্ত হইও না। আত্মহত্যা মহাপাপ, ইহা কি তুমি জান না?"

ব্রাহ্মণ মুখ তুলিয়া সম্মুখে চাহিয়া দেখিলেন এক সৌম্যমূর্ত্তি সন্ন্যাসী। তাঁহাকে দর্শন করিয়া তিনি দণ্ডবৎ প্রণাম করিয়া বলিলেন—"প্রভো! আমার দুঃখ কাহিনী আর কি বর্ণনা করিব? পূর্ব্বজন্মকৃত পাপকর্ম্মের ফলে আমাকে বিশেষ মনস্তাপ পাইতে

হইতেছে। ঐহিক সুখভোগের নিমিত্ত আমার প্রচুর ধনসম্পদ্ থাকিলেও পুত্রাভাবজনিত দুঃখ আমাকে অভিভূত করিয়া ফেলিয়াছে। আমার পরলোকগত পূর্ব্বপুরুষগণ নিশ্চয়ই আমার প্রদত্ত জলাঞ্জলি গ্রহণ করিতেছেন না। আমি এমনই দুর্ভাগা যে, আমার পালিত গবাদি পশুও সন্তান প্রসব করে না। এমনকি উদ্যানস্থ বৃক্ষলতাদিও যথেষ্ট ফল, পুষ্প ধারণ করে না। অপুত্রক বলিয়া জনগণ আমার মুখদর্শনেও ইচ্ছুক নহে। পুত্রপ্রাপ্তির নিমিত্ত আমি বহুপ্রকার শাস্ত্রীয় দানপুণ্যাদি কর্ম্ম সম্পাদন করিয়াছি। কিন্তু কিছুতেই কিছু হইতেছে না। পুত্রহীন জীবনে কোন সুখ নাই। পুত্রহীন জীবনে ধিক্। আমি যখন এইপ্রকার ভাগ্যহীন, তখন আমার শরীর ধারণে কি প্রয়োজন? এই কারণে আমি জীবনবিনাশে কৃতসঙ্কল্প হইয়াছি।" এই বলিয়া ব্রাহ্মণ রোদন করিতে লাগিলেন।

সন্ন্যাসী তাঁহাকে অনেকপ্রকারে বুঝাইলেন। বলিলেন,—"পুত্র হইলে তোমার কি লাভ হইবে? পুন্নামক নরক হইতে ত্রাণ পাইবার জন্য লোকে পুত্রকামনা করিয়া থাকে, ইহা সত্য। কিন্তু পুত্র না হইলেও ভগবদ্ভজনে সে নরকবাস হয় না। এই অনিত্য সংসারের প্রতি আসক্তি রাখিও না। সন্তানপ্রাপ্তির মোহ পরিত্যাগ কর। কর্ম্মফল অবশ্যই ভোগ করিতে হইবে। তোমার কর্ম্মফল দেখিয়া আমি নিশ্চয়ই জানিতে পারিয়াছি অদ্য হইতে সপ্তজন্ম পর্য্যন্ত তোমার কোন সন্তান হইবে না। পূর্ব্বকালে রাজা সগর ও অঙ্গরাজকে সন্তানের নিমিত্ত বহু দুঃখ ভোগ করিতে হইয়াছিল। হে ব্রাহ্মণ! সন্তানের আশা পরিত্যাগ কর। সন্ন্যাস অবলম্বন করিলে অশেষ সুখ পাইতে পারিবে।"

সন্ন্যাসীর এই সব উপদেশ শুনিয়াও ব্রাহ্মণ পুত্রপ্রাপ্তির আশা পরিত্যাগ করিতে পারিলেন না। অধিকন্তু বলিলেন,—"ভগবন্, বিবেকের দ্বারা আমার কি হইবে? সন্ন্যাস-ধর্ম্ম নীরস। ইহাতে স্ত্রীপুত্রাদিজনিত সুখ নাই। ইহলোকে গৃহস্থাশ্রমই সুখদায়ক। সুতরাং আমাকে পুত্রবর প্রদান করুন। তাহা না হইলে আমি আপনার সম্মুখেই শোকমূর্চ্ছিত হইয়া প্রাণত্যাগ করিব।"

ব্রাহ্মণের আগ্রহাতিশয্য দর্শন করিয়া সন্ন্যাসিপ্রবর বনের মধ্যে প্রবেশ করিলেন এবং কিয়ৎকাল পরে একটি ফল আনিয়া বলিলেন,—"ব্রাহ্মণ! এই ফলটি তোমার সহধর্ম্মিণীকে খাওয়াইবে। তাহা হইলে যথাসময়ে তোমার পুত্রসন্তান লাভ হইবে। তোমার সহধর্ম্মিণী যদি একবৎসর কাল সত্য, শৌচ, দয়া, দান ও একভক্ত-ভোজন-নিয়ম (একবার মাত্র ভোজন) মানিয়া চলিতে পারেন, তাহা হইলে পুত্রটি অত্যন্ত নির্ম্মলস্বভাব হইবে।"

ফলটি পাইয়া ব্রাহ্মণ আনন্দিত মনে নিজ গৃহে ফিরিয়া আসিলেন। তাঁহার নাম আত্মদেব। দাক্ষিণাত্য প্রদেশে স্বচ্ছসলিলা কলনাদিনী তুঙ্গভদ্রা নদীতীরে একটি নগরে তাঁহার বাস। তিনি বেদজ্ঞ ও শ্রৌত-স্মার্ত্তকর্ম্মনিপুণ নিষ্ঠাবান্ ব্রাহ্মণ ছিলেন। তিনি পুত্রহীন হওয়ায় মনের দুঃখে প্রাণবিসর্জ্জনের নিমিত্ত বনমধ্যে প্রবেশ করিয়াছিলেন। বর্ত্তমান সন্ন্যাসীর নিকট ফল লাভ করিয়া সন্তান প্রাপ্তির আশায় মহানন্দে সেই ফলটি স্ত্রীর হস্তে অর্পণ করিলেন এবং সম্বৎসর পালনীয় সদাচার পালনের কথা বলিয়াদিলেন।

ব্রাহ্মণের পত্নীর নাম ধুন্ধুলী। ব্রাহ্মণ সন্তানলাভের জন্য ব্যাকুল হইলেও তাঁহার পত্নী ছিলেন অন্যপ্রকার। তাঁহার সন্তানলাভের ইচ্ছা আদৌ ছিল না। তিনি ছিলেন বিলাসিনী, রূপগর্ব্বিতা ও কলহপ্রিয়া। ফল পাইয়া তাঁহার দুঃখের সীমা রহিল না। তিনি এক সখীকে বলিলেন,—"সখি! আমি অতিশয় চিন্তান্বিত হইলাম। আমি এই ফল খাইব না। ফল খাইলে নিশ্চয়ই গর্ভ উৎপন্ন হইবে। গর্ভ হইলে উদর স্ফীত হইবে। তখন আমি যথেচ্ছ খাদ্য পানীয় প্রভৃতি গ্রহণ করিতে পারিব না। তাহাতে আমার শক্তি ক্রমশঃ হ্রাস প্রাপ্ত হইবে। গৃহকর্ম্মাদি সুষ্ঠুভাবে করিতে পারিব না। দস্যু, তস্করাদি গৃহে আসিলে অন্যত্র পলায়ন করিতে

পারিব না। আরও প্রসবকালে যদি সন্তান বক্র হইয়া বাহির হয়, তাহা হইলে ত' আমার মৃত্যুই সুনিশ্চিত। আবার শ্রীব্যাসপুত্র শুকদেবের ন্যায় যদি পুত্র গর্ভেই থাকিয়া যায়, তাহা হইলে ত' আর দুঃখের সীমাই থাকিবে না। আমি তাহাকে কি করিয়া বাহির করিব ? গর্ভ ধারণে কষ্ট, পালনে কষ্ট এবং সন্তান প্রসব সময়ে অত্যধিক কষ্ট। আমি সুকুমারী এই সব ক্লেশ কিপ্রকারে সহ্য করিব ? আমি যখন দুর্ব্বল হইয়া পড়িব তখন ননদেরা আসিয়া আমার গৃহ লুণ্ঠন করিয়া লইয়া যাইবে। বিশেষতঃ ফল ভক্ষণের পর যে সমস্ত সত্য, শৌচাদি নিয়ম পালন করিতে হইবে, সেই সকল পালন করাও ত' আমার পক্ষে খুবই কষ্টকর। সন্তান প্রসবের পর তাহার লালন-পালন করাও অত্যন্ত কঠিন। আমার মতে বন্ধ্যা বা বিধবা স্ত্রীগণই সুখী।" মনের মধ্যে এইসব নানাবিধ উদ্ভট কুতর্ক উঠাইয়া ব্রাহ্মণী ফলটি ভক্ষণ করিলেন না। স্বামী জিজ্ঞাসা করিলে ফল খাইয়াছেন বলিয়া প্রচার করিলেন।

ইতিমধ্যে একদিন ধুন্ধুলীর এক ভগিনী তাঁহার গৃহে আসিলেন। তিনি আসিলে ধুন্ধুলী তাঁহার নিকট সমস্ত ঘটনা বিবৃত করিয়া তাঁহার মনোবেদনা জ্ঞাপন করিলেন। তাঁহার ভগিনী তাঁহাকে আশ্বস্ত করিয়া বলিলেন,—"ভগিনি ! তোমার কোন ভয়ের বা উদ্বেগের কারণ নাই। আমার উদরে সন্তান আছে। সন্তান প্রসূত হইলে আমি তাহা তোমাকে প্রদান করিব। তুমি তাহা নিজ সন্তান বলিয়া প্রচার করিবে। আমার স্বামী ধনহীন, তুমি তাঁহাকে কিছু অর্থ দিলে তিনি গোপনে শিশুটি তোমাকে দিয়া দিবেন। আমি প্রত্যহ আসিয়া শিশুটির লালন ও পোষণ করিব। তুমি কেবল গর্ভিণী-বেশে গুপ্তভাবে অবস্থান কর, পরীক্ষা করার জন্য এই ফলটি তোমাদের গাভীকে খাওয়াইয়া দাও।"

ব্রাহ্মণী তাঁহার ভগিনীর কথামত সমস্ত কার্য্য করিলেন। যথাসময়ে ব্রাহ্মণীর ভগিনী সন্তান প্রসব করিলে তাঁহার স্বামী সেই সন্তানকে গোপনে ব্রাহ্মণীকে দিয়া গেলেন। ব্রাহ্মণীও সেই শিশুটিকে আপন সন্তান বলিয়া প্রচার করিলেন। তিনি নিজ স্বামী আত্মদেবকে বলিলেন,—"আমার স্তনে দুগ্ধ নাই। আমার ভগিনীর একটি সন্তান হইয়া নষ্ট হইয়াছে। তাহাকে আহ্বান করিলে সে এই সন্তানের লালন-পালন করিবে।" ব্রাহ্মণ তাহাতে সম্মত হইলেন। আত্মদেব সন্তানের জাতকর্ম্মাদি সংস্কার করিয়া বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণগণকে অন্নবস্ত্রাদি দান করিলেন। মাতা ধুন্ধুলীই ঐ পুত্রের নাম রাখিলেন 'ধুন্ধুকারী' ব্রাহ্মণের পুত্র জন্মগ্রহণ করিয়াছে জানিয়া প্রতিবেশিগণও বিশেষ আনন্দিত হইলেন।

ইহার তিনমাস পরে সে গাভীটিকে সন্ন্যাসি-প্রদত্ত ফলটি খাওয়ান হইয়াছিল, সেও একটি মনুষ্যাকৃতি সন্তান প্রসব করিল। তাহার শরীরটি মনুষ্য-শরীরের মত, কিন্তু কর্ণ দুইটি গরুর কর্ণের ন্যায়। এইজন্য তাহার নাম রাখা হইল 'গোকর্ণ'। ব্রাহ্মণ স্বয়ংই উহার যাবতীয় সংস্কার সম্পাদন করিলেন।

উভয় সন্তানেরই লালন-পালন কার্য্য চলিতে লাগিল। অর্থের প্রাচুর্য্য-হেতু সে বিষয়ে কোন ত্রুটি রহিল না। সন্তানদ্বয় শুক্লপক্ষীয় শশিকলার ন্যায় বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইতে লাগিল। ব্রাহ্মণের আনন্দের আর সীমা রহিল না। তিনি সন্তানদ্বয়ের কল্যাণ কামনায় নানাবিধ দ্রব্য এবং অর্থাদি ব্রাহ্মণ ও দরিদ্র-গণকে দান করিতে লাগিলেন।

সন্তানগণের অধ্যয়নের বয়স হইলে যথাসময়ে বিদ্যারম্ভ হইল। গোকর্ণ অদ্ভুত মেধাশক্তিসম্পন্ন। সে যাহা একবার লিখিত বা শিখিত, তাহা কোন ক্রমেই বিস্মৃত হইত না। অতি অল্পকাল মধ্যে সে নানাবিদ্যায় পারদর্শী হইয়া উঠিল এবং সদ্গুণে বিভূষিত হইল। কিন্তু ধুন্ধুকারী হইল সম্পূর্ণ বিপরীত প্রকৃতির। বিদ্যাশিক্ষায় তাহার বুদ্ধি প্রসারিত হইল না। অধিকন্তু পড়াশুনায় তাহার আদৌ মনোনিবেশ ছিল না। সে অধ্যয়নাদি পরিত্যাগ করিয়া বৃথা-সময় নষ্ট করিতে লাগিল। অসৎসঙ্গে মিশিয়া ক্রমশঃ দুর্বৃত্ত হইয়া উঠিল। ব্রাহ্মণোচিত কোন গুণ তাহার রহিল না। পিতামাতা তাহার জ্বালায় অস্থির হইয়া উঠিলেন। ব্রাহ্মণদম্পতী প্রমাদ গণিলেন।

ধুন্ধুকারী কর্তৃক তাঁহারা প্রায়ই অত্যাচারিত হইতে লাগিলেন। তাঁহাদের আর দুঃখের সীমা রহিল না। গোকর্ণের দিকে তাকাইয়া তাঁহারা সান্ত্বনা পাইতেন। আত্মদেব প্রকাশ্যে রোদন করিতে করিতে বলিতে লাগিলেন,—"হায়! হায়! এইরূপ সন্তান থাকা অপেক্ষা অপুত্রক থাকাই ভাল ছিল। কুপুত্র বড়ই দুঃখদায়ক। আমি এখন কোথায় যাই, কি করি? কে আমার এই দুঃখ দূর করিবে? হায়, হায়, আমাদের বিপদের সীমা নাই। এই দুঃখে আমাদের হয় ত' প্রাণত্যাগই করিতে হইবে।

বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ধুন্ধুকারীর উৎপাত বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইতে লাগিল। পিতার ধনসম্পদ্ সে নানাপ্রকার পাপকর্ম্মে ব্যয় করিতে লাগিল। মাদকদ্রব্য সেবন, অবৈধ স্ত্রীসংসর্গ প্রভৃতি পাপকর্ম্মে লিপ্ত হইয়া সে জীবনকে কলুষিত করিয়া ফেলিল। স্থানীয় জনসাধারণও তাহার অশিষ্ট আচরণে উত্যক্ত হইয়া ব্রাহ্মণের নিকট সময়ে সময়ে তাহার বিরুদ্ধে অভিযোগ করিতে লাগিল। তাহার কোন প্রতিকার না পাইয়া ব্রাহ্মণের নিন্দা করিত লাগিল। এই প্রকার শোচনীয় দুর্দ্দশার মধ্যে ব্রাহ্মণের কাল কাটিতে লাগিল।

গোকর্ণ পিতামাতার দুর্দ্দশা দেখিয়া ও তাঁহাদের দুর্দ্দশার কথা শুনিয়া তাঁহাদিগকে অনেক বুঝাইলেন। তিনি পিতাকে বলিলেন, "পিতঃ! এই সংসার অসার, এখানে বিন্দুমাত্র সুখের আশা নাই। কোন সময়ে সাময়িক সুখ আসিলেও তৎপরমুহূর্ত্তেই বহুগুণ দুঃখ আসিয়া মানুষকে জর্জ্জরিত করে। অতএব ইহাতে আসক্তি পরিত্যাগ করিয়া বৈরাগ্য অবলম্বন করতঃ হরিভজনের নিমিত্ত সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া আপনি বনে গমন করুন।"

গোকর্ণের মুখে নানা তত্ত্বপূর্ণ শাস্ত্রবাক্য শ্রবণ করিয়া আত্মদেব বলিলেন—"হে বৎস! বনে গিয়া আমি কি করিব? ইহা আমাকে বিচার করিয়া বল। আমি অতি মূর্খ, শাস্ত্রজ্ঞানহীন। আমি আজ পর্য্যন্ত কর্ম্মবশে স্নেহপাশে বন্ধনগ্রস্ত হইয়া সংসার অন্ধকূপে পতিত হইয়া আছি। তুমি অত্যন্ত দয়ালু। এই দুঃখপ্রদ সংসার হইতে আমাকে উদ্ধার কর।"

গোকর্ণ বলিলেন,—"পিতঃ, এই রক্তমাংসপিণ্ড শরীরের প্রতি আস্থা রাখিবেন না। ভগবদ্ভজন সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। নিরন্তর ভগবানের উপর নির্ভর করিয়া রহিবেন। অন্য প্রকার লৌকিক ধর্ম্ম হইতে বিরত থাকিবেন। সাধুসেবায় তৎপর হইবেন। ভোগলালসাকে মনেও স্থান দিবেন না। অন্যের দোষগুণ বিচার করিবেন না। একমাত্র ভগবৎসেবা ও ভগবৎকথারস পান করিতে থাকিবেন।"

আত্মদেব পুত্রের কথায় পরমপ্রীতি লাভ করিয়া তদনুযায়ী কার্য্য করিলেন। তাঁহার বয়স তৎকালে ষষ্টিবৎসর হইলেও তিনি স্থিরমতি ছিলেন। দিবারাত্র শ্রীহরিসেবায় নিযুক্ত থাকিয়া নিয়মিতভাবে প্রত্যহ শ্রীমদ্ভাগবত দশমস্কন্ধ পাঠ করিয়া ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকে প্রাপ্ত হইলেন। এইভাবে তাঁহার দুঃখের অবসান ঘটিয়াছিল।

আত্মদেব বনগমন করিলে একদিন ধুন্ধুকারী নিজমাতাকে অত্যন্ত প্রহার করিল এবং ধনপ্রাপ্তির নিমিত্ত জ্বলন্ত কাষ্ঠদ্বারা তাহার জীবননাশ করিতে উদ্যত হইল। এই প্রকার তাড়নায় ও নানাপ্রকার উপদ্রবে দুঃখিত হইয়া ধুন্ধুলী একদিন রাত্রিকালে কূপে পতিত হইয়া প্রাণত্যাগ করিল।

গোকর্ণ সহজবৈরাগ্যবশতঃ যোগনিষ্ঠ হইয়া তীর্থ পর্য্যটন মানসে গৃহ হইতে বহির্গত হইলেন। গৃহে যে সমস্ত ঘটনা সংঘটিত হইয়াছিল, তাহাতে তাঁহার কোন দুঃখ বা সুখ কিছুই হইল না। সমদৃষ্টি সম্পন্ন হওয়ায় তাঁহার শত্রু, মিত্র কেহ ছিল না।

ধুন্ধুকারী বেশ্যাসক্ত হইয়া পৈতৃক সম্পত্তি নষ্ট করিতে লাগিল। তাহার সমূহ সম্পদ্ নষ্ট হইলে বেশ্যাগুলি অর্থপ্রাপ্তির নিমিত্ত তাহাকে জ্বালাতন করিতে লাগিল। তখন ধুন্ধুকারী চৌর্য্যবৃত্তি অবলম্বন করিল। চৌর্য্যবৃত্তির ফলে প্রচুর অর্থ ও অলঙ্কারাদি বেশ্যাদের হাতে পড়িল। তখন তাহারা রাজপুরুষের রোষে পড়িবার ভয়ে সকলে মিলিয়া পরামর্শ করিল,—এই

ধুন্ধুকারী এখন চুরি করিয়া প্রচুর অর্থ ও অলঙ্কার আনিয়া দিতেছে। এই ব্যক্তি একদিন না একদিন রাজপুরুষ কর্তৃক ধৃত হইবে। তখন আমাদেরও প্রাণ যাইবার উপক্রম হইবে। আর আমারা ইহাকে ছাড়িয়া গেলেও সে আমাদের ছাড়িবে না। অতএব আমাদের প্রাণে বাঁচিতে হইলে ইহাকে হত্যা করিয়া পলায়ন করা ব্যতীত অন্য কোন উপায় নাই—এই-রূপ আলোচনা করিয়া সেই বেশ্যাগুলি একদিন রাত্রি-কালে তাহাকে অতি নৃশংসভাবে হত্যা করিল এবং অতিশয় সংগোপনে নিজেরাই সেই গৃহমধ্যে গভীর গর্ত্ত খনন করিয়া পুতিয়া ফেলিল। লোকে জিজ্ঞাসা করিলে ধুন্ধুকারী অন্যত্র কোথাও অর্থোপার্জ্জনার্থ গিয়াছে বলিয়া প্রচার করিল। কিছুদিন পরে তাহারাও সমস্ত ধনরত্নসহ অন্যত্র প্রস্থান করিল।

এদিকে অপঘাত মৃত্যুর ফলে ধুন্ধুকারী প্রেত-যোনি প্রাপ্ত হইল। সে বায়ুরূপী হইয়া নানাদিকে ভ্রমণ করিতে করিতে শীত, গ্রীষ্ম, ক্ষুধা, পিপাসায় কাতর হইয়া ইতস্ততঃ ঘুরিতে লাগিল এবং কোথাও শান্তি পাইল না। গোকর্ণ ধুন্ধুকারীর মৃত্যুসংবাদ পাইয়া গয়াতীর্থে তাহার যথাবিধি শ্রাদ্ধাদি সম্পন্ন করিয়াছিলেন।

দীর্ঘকাল অতিবাহিত হইল। তীর্থভ্রমণরত গোকর্ণ বিভিন্ন স্থান পরিভ্রমণ করিতে করিতে দৈবক্রমে একদা নিজগ্রামে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। গ্রাম-বাসিগণের নিকট হইতে সমূহ বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া সকলের পরিত্যক্ত নিজগৃহে বাসস্থান নির্দ্দিষ্ট করিলেন। প্রেতাবিষ্ট বলিয়া গ্রামবাসিগণ কেহই সেইস্থানে আসিত না। গোকর্ণ সন্ন্যাসী, হরিভজন পরায়ণ। তিনি নির্ভয়ে সেই গৃহে বাস করিলেন। তাঁহাকে নির্ভয়ে তথায় বাস করিতে দেখিয়া গ্রামবাসিগণও তাঁহার সহিত আলাপাদি করিবার জন্য তথায় আসিয়া মিলিত হইলেন। আলাপাদির পর গ্রামবাসিগণ নিজ নিজ গৃহে গমন করিলে রাত্রিকালে নিজ ভ্রাতাকে সেই স্থানে শয়ন করিতে দেখিয়া ধুন্ধুকারী তাঁহাকে নানাপ্রকার বিকটরূপ দেখাইতে লাগিল। সে কখনও মেষ, কখনও মহিষ, কখনও হস্তী প্রভৃতি নানাপ্রকার রূপ দেখাইতে লাগিল। পরে বিকটাকৃতি মনুষ্যরূপ দেখাইল। গোকর্ণ এইপ্রকার বিকৃত মনুষ্যরূপ দেখিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া সিদ্ধান্ত করিলেন যে, এ কোন দুর্গতিবিশিষ্ট জীব। তখন তিনি ধৈর্য্যধারণপূর্ব্বক জিজ্ঞাসা করিলেন,—

"কে তুই? রাত্রিকালে এইরূপ ভয়ঙ্কর আকৃতি কেন দেখাইতেছিস্? কি কারণে তোর এই দশা হইল? তুই প্রেত, না পিশাচ, না রাক্ষস? কে তুই, সবিশেষ আমাকে বল্।"

সেই প্রেতাত্মা কিন্তু কোন কথা বলিতে পারিল না। কেবল ক্রন্দন করিতে লাগিল এবং ইঙ্গিতে যেন কিছু বলিতে চাহিল। গোকর্ণ তখন বুঝিতে পারিয়া কমণ্ডলু হইতে কিঞ্চিৎ জল লইয়া মন্ত্রপূত করিয়া ইতস্ততঃ সিঞ্চন করিতে আরম্ভ করিলেন। ইহার ফলে সেই প্রেতের কিঞ্চিৎ পাপ বিনষ্ট হওয়ায় সে অস্পষ্ট ভাষায় বলিল,—"আমি তোমার ভাই ধুন্ধুকারী। আমি অত্যন্ত পাপিষ্ঠ, জীবনে অনেক পাপ করিয়াছি। এমন কোন গর্হিত কর্ম্ম নাই, যাহা আমি করি নাই। আমি নিজদোষে ব্রাহ্মণত্ব নষ্ট করিয়াছি। পিতামাতাকে বহু কষ্ট দিয়াছি। নিজ কর্ম্মফলে এই প্রেতযোনি লাভ করিয়া দুর্দ্দশা ভোগ করিতেছি। তুমি দয়ার সাগর, তুমি এই বিপদ্ হইতে আমাকে মুক্ত কর। তুমি ব্যতীত আর কেহই আমাকে উদ্ধার করিতে পারিবে না।"

গোকর্ণ বলিলেন,—"ভাই, আমি ত' যথাবিধি গয়া-ধামে আপনার শ্রাদ্ধ করিয়াছি। তথাপি আপনার মুক্তি হয় নাই দেখিয়া আমার অত্যন্ত আশ্চর্য্য বোধ হইতেছে। গয়াশ্রাদ্ধে যাহার মুক্তি হয় না, তাহার অন্য প্রকারেও ত' মুক্তি সম্ভব নহে। আচ্ছা! আমি বিশেষ চিন্তা করিয়া দেখি অন্য কোন উপায়ে আপনার মুক্তিসাধন সম্ভব কিনা।"

সেই প্রেতাবিষ্ট গৃহে গোকর্ণকে নির্ভয়ে এবং নিরাপদে রাত্রিযাপন করিতে দেখিয়া গ্রামবাসিগণ কৌতূহলাবিষ্ট হইয়া প্রাতঃকালে তথায় সমবেত হইলেন। গোকর্ণ রাত্রির সমস্ত ঘটনা বিবৃত করিয়া ধুন্ধুকারীর মুক্তির উপায় চিন্তা করিতে লাগিলেন। সমবেত

ব্যক্তিগণের মধ্যে যাঁহারা বেদজ্ঞ, যোগনিষ্ঠ ও জ্ঞানী ছিলেন, তাঁহারাও শাস্ত্রাদি আলোচনা করিয়া কিছুই স্থির করিতে পারিলেন না। তখন সকলে মিলিয়া স্থির করিলেন যে, সর্ব্বলোকসাক্ষী ভগবান্ সবিতৃদেব যাহা এ বিষয়ে নির্দ্দেশ করিবেন, তাহাই করা হইবে।

তখন গোকর্ণ তপোবলে সবিতৃদেবের গতিপথ রুদ্ধ করিয়া তাঁহার স্তুতি আরম্ভ করিলেন। তাঁহার স্তবে সন্তুষ্ট হইয়া সবিতৃদেব আকাশবাণীর সাহায্যে বলিলেন, —"হে সাধো! শ্রীমদ্‌ভাগবতশ্রবণেই এই ধুন্ধুকারীর মুক্তি সাধিত হইবে। অন্য কোন উপায়েই ইহার মুক্তি সম্ভব নহে।" সূর্য্যদেবের এই বাণী উপস্থিত সকলে শ্রবণ করিলেন। তখন গোকর্ণ শ্রীমদ্ভাগবত সপ্তাহকাল পারায়ণের জন্য প্রস্তুত হইলেন। গ্রামবাসিগণ তাহার সমস্ত আয়োজন করিয়া দিলেন। শ্রীমদ্‌ভাগবত পারায়ণের সংবাদ পাইয়া দেশ দেশান্তর হইতে আত্মকল্যাণেচ্ছু ব্যক্তিগণ শ্রবণ করিবার জন্য সমবেত হইলেন। বহু অন্ধ, খঞ্জ, কুব্জ প্রভৃতি বিকলাঙ্গ ব্যক্তিগণও নিজ নিজ পাপক্ষয়ের জন্য তথায় উপস্থিত হইলেন।

ব্যাসাসনে বসিয়া গোকর্ণ শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ আরম্ভ করিলেন। তৎপূর্ব্বে তিনি যোগবলে সেই বায়ুরূপী প্রেতকে এক সপ্তগ্রন্থি-বিশিষ্ট বংশদণ্ডে বন্ধন করিয়া তথায় একস্থানে সেই বংশদণ্ডটি পুঁতিয়া তাহাকে ভাগবত শুনাইলেন। তিনি একজন বৈষ্ণব-ব্রাহ্মণকে মুখ্য শ্রোতা করিলেন। প্রথমস্কন্ধ হইতে পাঠ আরম্ভ হইল। প্রাতঃকাল হইতে আরম্ভ হইয়া সন্ধ্যাকালে পাঠের বিরতি হইত। প্রতিদিন পাঠশেষে দেখা যাইত সেই বংশদণ্ডের একটি গ্রন্থি সশব্দে বিদীর্ণ হইত। সপ্তাহ শেষে পাঠ সমাপ্ত হইলে সেই বংশদণ্ডের সর্ব্বশেষ গ্রন্থি বিদীর্ণ হওয়ায় সেই প্রেতের মুক্তি সাধিত হইল। তৎক্ষণাৎ বিষ্ণুদূতগণ একটি রথসহ অবতীর্ণ হইয়া প্রেতযোনি হইতে সদ্যোমুক্ত দিব্যশরীরধারী ধুন্ধুকারীকে সেই দিব্যরথে স্থাপিত করিলেন। তাঁহার শারীরবিভায় চতুর্দ্দিক সমুদ্‌ভাসিত। তাঁহার শরীর মেঘের ন্যায় শ্যামবর্ণ, পরিধানে পীতবাস, কর্ণে কুণ্ডল এবং মস্তকে দিব্য কিরীট। তিনি ভ্রাতা গোকর্ণকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, —"ভাই, তুমি অত্যন্ত দয়ালু, তুমিই কৃপা করিয়া আমাকে প্রেতযোনির যন্ত্রণা হইতে মুক্ত করিলে। তুমি ধন্য! শ্রীমদ্ভাগবত শাস্ত্র ধন্য! শ্রীমদ্ভাগবত পারায়ণ ধন্য! শ্রীমদ্ভাগবত-শ্রোতৃবৃন্দ ধন্য!"

এই প্রকার ভাষণের পর যখন সেই রথ আকাশগামী হইতে উদ্যত হইল, তখন গোকর্ণ বিষ্ণুদূতগণকে প্রণাম করতঃ সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "হে ভগবৎপ্রিয়পার্ষদগণ! শ্রীমদ্‌ভাগবত পারায়ণ শ্রবণে ধুন্ধুকারীর মুক্তি সাধিত হইল। পাঠকর্ত্তা ও অন্যান্য শ্রোতৃবর্গের কি কোন কল্যাণ হয় নাই? আমি দেখিতেছি এইস্থানে সকলেই সমানরূপে কথা শুনিয়াছেন, কিন্তু ফলে কেন এরূপ প্রভেদ হইল?"

তদুত্তরে বিষ্ণু-পার্ষদগণ বলিলেন,—

"শ্রবণস্য বিভেদেন ফলভেদোঽত্র সংস্থিতঃ।
শ্রবণন্তু কৃতং সর্ব্বৈর্ণতথা মননং কৃতম্।
ফলভেদ স্ততো জাতো ভজনাদপি মানদ॥
সপ্তরাত্রমুপোষ্যৈব প্রেতেন শ্রবণং কৃতম্।
মননাদি তথা তেন স্থিরচিত্তে কৃতং ভৃশম্॥"

"হে মানদ! শ্রবণের তারতম্যের জন্য ফলেরও তারতম্য হইয়াছে। এই স্থানে সকলে শ্রবণ করিয়াছেন সত্য, কিন্তু মনন করেন নাই। এই প্রেত সপ্তরাত্র উপবাস থাকিয়া শ্রবণ করিয়াছে এবং সঙ্গে সঙ্গে মনন ও নিদিধ্যাসন করিয়াছে। তাহার ফলে সে বিষ্ণুসান্নিধ্যলাভের সৌভাগ্য অর্জ্জন করিয়াছে। আর হে গোকর্ণ! স্বয়ং গোবিন্দ তোমাকে নিজধামে গোলোকে লইয়া যাইবেন। জগতের কল্যাণের জন্য তোমার ইহলোকে কিছুদিন থাকিবার প্রয়োজন আছে। তাই তুমি কিছুদিন ইহলোকে অবস্থান কর। যাহারা এখানে শ্রীমদ্ভাগবত-পারায়ণ শ্রবণ করিয়াছে তাহাদেরও কিঞ্চিৎ কল্যাণ হইয়াছে। ইহারা সম্যক্ মননাদি করে নাই বলিয়া পূর্ণফললাভে বঞ্চিত হইয়াছে। ইহারা কেবল কৌতূহলাবিষ্ট হইয়া দর্শন করিয়াছে, ব্যাপারটা কি হয়। তুমি ইহাদিগকে পুনরায়

সপ্তাহকাল ভাগবত শ্রবণ করাও। তাহার ফলে ইহারা বৈকুণ্ঠগতি লাভ করিবে।"

উপস্থিত জনগণ এই ভাবী কল্যাণের কথা শ্রবণে আনন্দবিহ্বল হইয়া পড়িলেন। তাঁহারা গোকর্ণকে পুনরায় শ্রীমদ্ভাগবত পারায়ণের জন্য বিশেষভাবে অনুরোধ জানাইলেন। গোকর্ণও তাঁহাদের সনির্ব্বন্ধ অনুরোধে কয়েকদিন পরে একসপ্তাহকাল শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ করিলেন। পাঠ সমাপ্ত হইলে শ্রীহরি স্বয়ং বিমানসহ আবির্ভূত হইলেন। চতুর্দ্দিকে 'জয়'-শব্দ, 'নমঃ'-শব্দ উত্থিত হইল। শ্রীহরি গোকর্ণকে আলিঙ্গন করিয়া আপনার সমান করিয়া লইলেন। অন্যান্য শ্রোতৃগণকে মেঘের ন্যায় শ্যামবর্ণ, পীতাম্বরধারী এবং কিরীটী, কুণ্ডলাদি বিভূষিত করিয়া দিলেন। গ্রামবাসী সকলে, এমন কি ধেনু, অশ্ব, কুক্কুরাদি জন্তুসমূহও গোকর্ণের কৃপায় বিমানে আরোহণ করিয়া যোগিগণেরও দুষ্প্রাপ্য বৈকুণ্ঠে গমন করিয়াছিল। আহারাদি সঙ্কুচিত করিয়া বহুদিন যাবৎ উগ্র তপস্যা বা যোগাভ্যাসে যে ফল পাওয়া যায় না, একাগ্রমনে সপ্তাহকাল শ্রীমদ্ভাগবত-শ্রবণে তাহা অতি অনায়াসে প্রাপ্ত হওয়া যায়।

হায়দ্রাবাদ মঠের বার্ষিক মহোৎসব

[পূর্ব্ব প্রকাশিত ৪র্থ সংখ্যা ৮০ পৃষ্ঠার পর]

দ্বিতীয় দিবসের "সনাতনধর্ম্ম ও শ্রীবিগ্রহপূজা" বক্তব্য বিষয়ের অভিভাষণে শ্রীল আচার্য্যদেব বলেন,—সনাতনধর্ম্ম বস্তুতঃ সনাতন-বস্তুকে আশ্রয় করিয়াই অবস্থিত। ধর্ম্ম অর্থে সাধারণভাবে স্বভাব বুঝায়। যে-বস্তুর যে-স্বভাব তাহাই তাহার ধর্ম্ম। যেমন জলের ধর্ম্ম তরলতা, অগ্নির ধর্ম্ম দাহিকা ইত্যাদি। আবার কোন নিমিত্ত পাইলে জল যেমন কঠিন হয়, যেমন বাষ্প হয়, তাহা জলের নৈমিত্তিক ধর্ম্ম, তাহা তাহার স্বাভাবিক ধর্ম্ম নহে, তদ্রূপ জীবেরও নিত্যধর্ম্ম ও নৈমিত্তিক ধর্ম্ম আছে। জীবস্বরূপ বস্তুতঃ সনাতন ও অবিনাশী বলিয়া তাহার স্বরূপধর্ম্মও সনাতন ও অবিনাশী, কিন্তু কোন নিমিত্ত পাইলেই মাত্র তাহা অসনাতন বা বিনাশশীলরূপে প্রতিভাত হয়। নিমিত্ত চলিয়া গেলেই তাহার স্বরূপ আবার প্রকাশিত হয়। সেই বিচারে জীবের দেহ ও মন বিনাশী এবং চঞ্চল বলিয়া তাহার দেহধর্ম্ম ও মনোধর্ম্ম উভয়ই চঞ্চল ও বিনাশী। জীবের স্বরূপ ও স্বধর্ম্ম মূলতঃ কাহাকে আশ্রয় করিয়া সিদ্ধ হয়? বিচার করিলে দেখা যায় সনাতনপুরুষ ভগবান্‌কে কেন্দ্র করিয়াই জীবের স্বরূপ ও স্বধর্ম্ম সিদ্ধিলাভ করে। ভগবদ্বস্তু প্রকৃতির অতীত বলিয়া তাহা সদা চিন্ময়। জড়মায়া তাঁহাকে কখনও আচ্ছন্ন করিতে পারে না। তাঁহার শ্রীবিগ্রহ, স্থান, পরিবার সকলই মায়াপার, সকলই চিন্ময়। এইজন্য চিন্ময় ভগবদ্বিগ্রহের শুদ্ধ পূজারিগণই বস্তুতঃপক্ষে সনাতনধর্ম্মী এবং তদ্বিপরীত আচরণকারিগণ অর্থাৎ শ্রীভগবানের নিত্য বিগ্রহে অবিশ্বাসী জনগণই অসনাতনী, মায়াবাদী ও যবনসংজ্ঞা প্রাপ্ত। 'বিগ্রহ যে না মানে সে যবন সম'॥ (চৈঃ চঃ)। শ্রীবিগ্রহ পূজা, পুতুল পূজা নহে। প্রসঙ্গক্রমে শ্রীল আচার্য্যদেব বলেন যে, পুতুল পূজা বলিতে জীবের মনঃকল্পিত বস্তুর পূজনকে বুঝায়, তাহা শ্রীবিগ্রহ পূজন নহে। শ্রীভগবদ্বিগ্রহ শুদ্ধ ভক্ত-হৃদয়ে প্রতিনিয়ত আবির্ভূত হন। তাহা পরম প্রেমময়। ভক্ত প্রেমনেত্রে তাঁহাকে হৃদয়াভ্যন্তরে ও তদ্‌-বহির্দ্দেশেও দর্শন করেন। যে রূপটীতে তাঁহার চিত্তের বিশেষ আবেশ হয়, তাঁহাকে বারংবার দর্শনেচ্ছু ও সেবনেচ্ছু হইয়া ভগবদ্ভক্ত তাঁহাকে লেখ্যা, লেপ্যা, সৈকতী, দারুময়ী, মনোময়ী, মণিময়ী ইত্যাদি অষ্টবিধ আশ্রয়ের সাহায্যে লোকলোচনে প্রকট করতঃ প্রীতির সহিত

তাঁহার নিত্য পরিচর্য্যা করেন এবং উত্তরোত্তর প্রেমের আতিশয্যও লাভ করেন। ইহা যেহেতু ভক্তের শুদ্ধ-সত্ত্বে প্রকাশমান তত্ত্ববিশেষ এবং জড় মনের অধীন তত্ত্ব নহেন, সেইহেতু ইহা সদা চিন্ময়। শুদ্ধপ্রেমময়ভক্ত-প্রকটিত শ্রীবিগ্রহে ও স্বরূপে কোন ভেদ নাই। এতদুভয়ই প্রকৃতির পার বৈকুণ্ঠবস্তু। "প্রতিমা নহ তুমি,—সাক্ষাৎ ব্রজেন্দ্রনন্দন। বিপ্র লাগি' কর তুমি অকার্য্য-করণ॥" (চৈঃ চঃ)। বাস্তবতঃ তিনি মৌনমুদ্রা ধারণ করিয়া থাকিলেও শুদ্ধপ্রেমময় ভক্তের সঙ্গে তিনি কথা বলেন; কত প্রকারের লীলা করেন তিনি ভক্তের সঙ্গে! এই ভারত-অজিরে তাহার দৃষ্টান্তের অভাব নাই। এখনও শ্রীসাক্ষী-গোপালের কথায়, শ্রীক্ষীরচোরাগোপীনাথের কথায়, শ্রীগোপালদেবের কথায়, শ্রীজগন্নাথদেবের কথায়, শ্রীগোবিন্দ, শ্রীগোপীনাথ, শ্রীমদনমোহন, শ্রীরাধারমণ প্রভৃতি লীলাময় শ্রীবিগ্রহগণের লীলাকথায় ভারতের আকাশ বাতাস মুখরিত। অতএব উপসংহারে ইহাই স্থির সিদ্ধান্তিত হয় যে, শ্রীভগবদ্বিগ্রহের নিত্য পূজা ও সেবাকে কেন্দ্র করিয়াই সনাতন ধর্ম্মের মূল প্রতিষ্ঠা।

তৃতীয় দিবসের বক্তব্যবিষয় "শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভু ও প্রেমধর্ম্ম" সম্বন্ধে শ্রীল আচার্য্যদেব বলেন,—শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভু ত্রিকালসত্য পুরাণপুরুষ। শ্রীভাগবতপুরাণে, ভবিষ্য-পুরাণে, মহাভারতে, মুণ্ডকাদি উপনিষদে তৎসম্বন্ধীয় বহু প্রমাণ হইতেই ইহা সিদ্ধ হয়। জড়ীয় কালের গণনায় এই সনাতন পুরুষ আজ হইতে ৪৯১ বৎসর পূর্ব্বে বঙ্গভূমিতে স্বর্ধুনীগঙ্গা-সেবিত সর্ব্বধামসার শ্রীনবদ্বীপ-ক্ষেত্রে পরমবাৎসল্য-মূর্ত্তিময় শ্রীজগন্নাথমিশ্রবর ও পরমস্নেহময়ী জগজ্জননী শ্রীশচীদেবীকে আশ্রয় করতঃ আবির্ভূত হন। তিনি বিদ্যাভ্যাসলীলা প্রকট করতঃ শিশুকালেই দিগ্বিজয়ী পণ্ডিত—নিমাই পণ্ডিত নামে খ্যাত হন। শ্রী-ভূ-লীলাশক্তি-সেবিত শ্রীগৌরনারায়ণরূপে চব্বিশ বৎসর কাল পর্য্যন্ত তিনি গার্হস্থ্যলীলার অভিনয়ে আপামর জীবে কৃষ্ণভক্তি সঞ্চার করেন। চব্বিশ বৎসরান্তে তিনি সন্ন্যাস গ্রহণের লীলা প্রকাশ করতঃ 'শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য'-নাম ধারণ করিয়া শ্রীপুরুষোত্তম-ক্ষেত্রে শেষ চব্বিশ বৎসর অবস্থান করেন। তন্মধ্যে প্রথম ছয়বর্ষ দক্ষিণ ও উত্তর ভারত এবং বৃন্দাবনাদিতে গমনাগমনপূর্ব্বক শ্রীকৃষ্ণভক্তি-ধর্ম্ম প্রচার ও প্রসার করতঃ শেষ অষ্টাদশবর্ষ কেবল শ্রীপুরুষোত্তমেই অবস্থান করেন। তন্মধ্যে ছয় বৎসর ভক্তগণের সঙ্গে নৃত্যগীতাদিদ্বারা প্রেমভক্তি প্রবর্ত্তন ও শেষ দ্বাদশবর্ষ শ্রীকৃষ্ণবিরহাক্রান্তা মহাভাব-স্বরূপিণী শ্রীরাধারভাবে বিভাবিত হইয়া কখনও কূর্ম্মাকৃতি, কখনও দ্বিগুণিতকায় জড়িমাপ্রাপ্ত গদ-গদ-ভাষ প্রকাশ করিয়া ত্রিভুবন প্রেমময় করিয়াছেন। এতদ্‌সমূহ লীলাই তাঁহার নিত্যলীলা। আচরণমুখে জগজ্জীবকে শ্রীকৃষ্ণভক্তি শিক্ষা দিবার জন্য স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণই শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যরূপে প্রকাশিত মাত্র।

৪র্থ দিবসের সভায় শ্রীল আচার্য্যদেব 'ভাগবতের শিক্ষা' নির্দ্ধারিত আলোচ্য বিষয়ের উপর আলোক সম্পাত করিয়া বলেন,—শ্রীমদ্ভাগবত জগদ্‌গুরু কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস মুনির সর্ব্বশেষ অবদান। শ্রীমদ্ভাগবতের অপর নাম চতুঃশ্লোকী। কারণ শ্রীনারদ শ্রীব্যাসকে তাঁহার চিত্তের প্রশস্তি লাভের উপায়স্বরূপে চারিটী শ্লোক, যাহা তিনি শ্রীনরনারায়ণ ঋষির নিকট হইতে প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, যাহার তাৎপর্য্য কেবল হরিসেবা-ময় বা যাহা কেবল শ্রীহরিসংকীর্ত্তন-তাৎপর্য্যময়, উপদেশ করিয়াছিলেন। যে উপদেশ প্রাপ্ত হইয়া শ্রীব্যাসদেব স্ব-স্বরূপ, পর-স্বরূপ ও বিরোধী-স্বরূপের জ্ঞানে উদ্বুদ্ধ হইয়া ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ-প্রতিপাদক পূর্ব্বকৃত আলোচনা সমূহকেও তৃণতুল্য তুচ্ছজ্ঞান করতঃ শ্রীকৃষ্ণপ্রেমকেই জীবের একমাত্র প্রয়োজন জ্ঞান করিয়া তাহা বিস্তার পূর্ব্বক আঠার হাজার শ্লোকে লিপি-বদ্ধ করিয়াছেন, তাহাই সর্ব্বশাস্ত্রশিরোমণি গ্রন্থরাট্ বা গ্রন্থরাজ শ্রীমদ্ভাগবত। শ্রীমদ্ভাগবতের শ্রবণ, কীর্ত্তন, অনুধ্যান এমন কি নিষ্কপট অনুমোদন হইতেও দেবদ্রোহী, বিশ্বদ্রোহী, অতিপাতকী, মহাপাতকী পর্য্যন্ত সদ্য সদ্য পবিত্রতা লাভ করিয়া চিত্তের সম্যক্ প্রশস্তি লাভ করিতে সমর্থ হন। এই হরিসংকীর্ত্তনময় শ্রীভাগবতধর্ম্ম অত্যন্ত গম্ভীর, অত্যন্ত উদার, অত্যন্ত ব্যাপক ও সর্ব্বজীব আশ্রয়।

পঞ্চমদিবসের অধিবেশনের আলোচ্য বিষয় 'সাধু-সঙ্গ ও শ্রীনামসংকীর্ত্তন'। শ্রীল আচার্য্যদেব এতৎপ্রসঙ্গে শ্রীমদ্ভাগবতের কপিল-দেবহূতি-সংবাদ হইতে "তিতিক্ষবঃ কারুণিকাঃ সুহৃদঃ সর্ব্বদেহিনাম্। অজাতশত্রবঃ শান্তাঃ সাধবঃ সাধুভূষণাঃ॥" শ্লোক সমুদয় উচ্চারণ করিয়া সাধুর স্বরূপলক্ষণ ও গৌণলক্ষণাদি বর্ণন করতঃ প্রকৃত সাধু ও সাধুসঙ্গ বলিতে কি বুঝায় তাহা বিশদরূপে আলোচনা করেন এবং সময়াভাববশতঃ শ্রীনাম-সংকীর্ত্তন সম্পর্কে কিঞ্চিন্মাত্র উল্লেখ করিয়া তাঁহার বক্তব্যের উপসংহার করেন। শ্রীনাম-সংকীর্ত্তন-সম্পর্কে তিনি ইহাই মাত্র বলেন যে, 'শ্রীনাম' পরব্রহ্মস্বরূপ এবং উপরি কথিত লক্ষণযুক্ত সাধুগণের সুখোৎপাদনের নিমিত্তই তাঁহার অবতার। তজ্জন্য সাধুসঙ্গ ব্যতীত শ্রীনামের অনুশীলন বা কীর্ত্তন সম্ভব নহে। শ্রীনামানুশীলন করিতে হইলে সাধুসঙ্গের বিশেষ প্রয়োজনীয়তার কথাও তিনি উল্লেখ করেন।

গোকুল মহাবনস্থ শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠে শ্রীবিগ্রহ-প্রতিষ্ঠা-মহোৎসব

পরমারাধ্য গুরুপাদপদ্ম নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ ১০৮শ্রী শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুরের শ্রীনন্দনন্দন কৃষ্ণের আবির্ভাব-স্থলী শ্রীগোকুলমহাবনে একটি মঠ স্থাপনের বিশেষ ইচ্ছা ছিল এবং সেই ইচ্ছার বশবর্ত্তী হইয়া তিনি তাঁহার প্রকটকালে তথায় কএকটি স্থানও দর্শন করিয়াছিলেন। তাঁহারই শুভেচ্ছায় তন্নিজজন ত্রিদণ্ডিগোস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিদয়িত মাধব মহারাজ অধুনা শ্রীশ্রীগুরুপাদপদ্মের সেই মনোহভীষ্ট পূরণ করিবার সৌভাগ্য বরণ করিয়াছেন। শ্রীশ্রীল প্রভুপাদেরই প্রেরণায় প্রেরিত হইয়া গোকুলমহাবনবাসী কতিপয় বিশিষ্ট সজ্জন ব্রজবাসী পূজ্যপাদ মাধব মহারাজকে গোকুলে একটি মঠ-স্থাপনার্থ বিশেষ অনুরোধ জ্ঞাপন করেন এবং ভগবদ্ ইচ্ছায় সঙ্গে সঙ্গেই ধর্ম্মপ্রাণ শেঠ ভোলানাথ অগ্রবালজী ও তাঁহার ভক্তিমতী সাধ্বী সহধর্ম্মিনী শ্রীমতী গায়ত্রী দেবীও তাঁহাদের বহু অর্থব্যয়ে নির্ম্মিত প্রাসাদোপম অট্টালিকাটি মঠভবনোদ্দেশ্যে নিব্যূঢ় যত্নে সমর্পণ করিবার প্রস্তাব করেন। পূজ্যপাদ মাধব মহারাজও এই সমস্ত যোগাযোগ পরমারাধ্য শ্রীগুরুদেবেরই শুভেচ্ছা-সম্ভূত জানিয়া তাঁহাদের প্রস্তাব সানন্দে স্বীকার পূর্ব্বক তথায় গত বৎসর একটি মঠ স্থাপন করেন। আপাততঃ শ্রীমঠে ছোট সিংহাসনে ছোট ছোট বিগ্রহের সেবা হইতেছিল, গত ২১ মধুসূদন (৪৯১ গৌরাব্দ), ১২ বৈশাখ (১৩৮৪), ইং ২৫ এপ্রিল (১৯৭৭) সোমবার জহ্নু-সপ্তমী-তিথিতে তথায় দুইটি বড় বড় সিংহাসনে (শ্রীশ্রীনন্দযশোদা ও বাল কৃষ্ণ-বলরাম এক সিংহাসনে এবং শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গ-রাধা-গোকুলানন্দজিউ অপর সিংহাসনে) বিষয় ও আশ্রয়-রূপী ভগবানের অপূর্ব্ব শৈলী ও দারুময়ী মূর্ত্তির সেবা প্রকটিত হইয়াছেন।

পূজ্যপাদ শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠাধ্যক্ষ আচার্য্যদেব পাঞ্জাব প্রদেশান্তর্গত চণ্ডীগড়স্থ শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের বার্ষিক মহোৎসব মহাসমারোহে নির্ব্বিঘ্নে সুসম্পন্ন করিয়া পাঞ্জাব প্রদেশের বিভিন্ন স্থানে শ্রীচৈতন্যবাণী প্রচার করিতে করিতে গত ২১ শে এপ্রিল (১৯৭৭), ৮ই বৈশাখ (১৩৮৪) বৃহস্পতিবার অক্ষয়-তৃতীয়া শুভবাসরে সন্ধ্যার পূর্ব্বেই নিজ পার্টিসহ শ্রীধাম বৃন্দাবনস্থ শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠে এবং পরদিবস তথা হইতে আবশ্যক সেবকবৃন্দ সমভিব্যাহারে গোকুল মহাবনস্থ শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠে শুভবিজয় করেন। ২৩শে এপ্রিল শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভু ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিসুহৃদ্ দামোদর

মহারাজ ও শ্রীমৎ পরেশানুভব ব্রহ্মচারী সেবকদ্বয় সহ গোকুল মঠে শুভ পদার্পণ করিয়া সপার্ষদ আচার্য্যদেবের নিরতিশয় আনন্দবিধান করেন। পূজ্যপাদ আচার্য্যদেব বিশেষ উৎকণ্ঠার সহিত জয়পুরের শৈলীমূর্ত্তিগণের শুভাগমন অপেক্ষা করিতেছিলেন। এমন সময়ে ভক্তবৎসল সপরিকর শ্রীভগবান্ ব্রজেন্দ্রনন্দন ২৪শে এপ্রিল শুভ অধিবাস বাসরে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিললিত গিরি মহারাজ ও ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিবিজ্ঞান ভারতী মহারাজ—এই সেবকদ্বয় সমভিব্যাহারে সম্পূর্ণ নির্ব্বিঘ্নে গোকুলমহাবনস্থ মঠে শুভবিজয় করতঃ সপার্ষদ আচার্য্যদেবের সকল উৎকণ্ঠা দূর করেন। আচার্য্যদেব মহোল্লাসে মুহুর্মুহুঃ জয় জয় ধ্বনি করিতে করিতে মহাসঙ্কীর্ত্তনমধ্যে শ্রীবিগ্রহগণকে গৃহমধ্যে শুভবিজয় করান। ঐ দিবসই সন্ধ্যার প্রাক্কালে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিপ্রসাদ পুরী মহারাজ শ্রীনরেন্দ্রকাপুরজীর মোটরযোগে হাতরাস্ ষ্টেশন হইতে শ্রীমদ্ ভক্তিপ্রমোদ পুরী মহারাজকে অভ্যর্থনা করিয়া লইয়া আসেন। তাঁহার সহিত ছিলেন—শ্রীমৎ কৃষ্ণপদ বন্দ্যোপাধ্যায় ও শ্রীমদ্ ব্যোমকেশ সরকার মহাশয়। ইঁহারা পূজ্যপাদ মহারাজের শিষ্য, কলিকাতা হইতেই আসেন। ২২শে এপ্রিল তারিখে চণ্ডীগড় হইতে দুইখানি বড় কাষ্ঠের সিংহাসন চূড়া সহিত শ্রীপাদ কৃষ্ণকেশব ব্রহ্মচারী, শ্রীমন্ নারসিংহ মহারাজ, ডাঃ ললিতা প্রসাদজী এবং একজন বড় মিস্ত্রী সহ তথায় নির্ব্বিঘ্নে আসিয়া পৌছে।

বহু গৃহস্থভক্ত চণ্ডীগড়, জালন্ধর, অমৃতসর, হোসিয়ারপুর, দিল্লী, দেরাদুন, মথুরা এবং বৃন্দাবন প্রভৃতি স্থান হইতে ২৩শে এপ্রিল মহাবন মঠে আসিয়া পৌঁছান। দিল্লী হইতে শ্রীমৎ প্রহ্লাদদাস গোয়েল মহোদয় সপরিবারে তাঁহাদের মোটরযান সহ এবং পণ্ডিত শ্রীহরসহায় মলও সপরিবারে ২৩শে এপ্রিল তারিখে মহাবন মঠে পৌঁছান। স্থানীয় ট্রেনিং কলেজের প্রিন্সিপালের বাড়ীটি আমাদের অতিথিবর্গের অবস্থিতির জন্য ছাড়িয়া দেওয়ায় এবং উহা আমাদের মঠের নিকটবর্ত্তী হওয়ায় বিশেষ উপকার হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত আমাদের মঠের পাণ্ডাগণও তাঁহাদের কিছু কিছু ঘর আমাদের লোকজনের থাকিবার জন্য ছাড়িয়া দেওয়ায়, মহিলাদিগকে আর মঠের মধ্যে থাকিতে হয় নাই। মিউনিসিপ্যালিটী হইতে জলের ও বিদ্যুতের কনেক্শন বহু অর্থব্যয়ে পাওয়া গিয়াছিল।

২৪শে এপ্রিল সন্ধ্যায় একটি ধর্ম্মসভার অধিবেশন হয়। মথুরার City Magistrate শ্রীদেবেন্দ্র সিংহ বর্ম্মা এই সভার পৌরোহিত্য করিয়াছিলেন। বক্তব্যবিষয় নির্দ্ধারিত হইয়াছিল—'ধর্ম্ম ও নীতির আবশ্যকতা'।

২৫শে এপ্রিল সান্ধ্য ধর্ম্মসভায় সভাপতিত্ব করিয়াছিলেন — পূজ্যপাদ ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিহৃদয় বন মহারাজ। বক্তব্যবিষয় ছিল—'শ্রীবিগ্রহ সেবার উপকারিতা'।

২৬শে এপ্রিল মঙ্গলবার সান্ধ্য ধর্ম্মসম্মেলনে সভাপতিত্ব করিয়াছিলেন—মথুরার বিশিষ্ট Advocate শ্রীকৃষ্ণগোপাল শর্ম্মা।

এই দিবসের বক্তব্য বিষয় ছিল—'বিশ্বশান্তি সম্পর্কে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর অবদান'।

শ্রীল আচার্য্যদেব প্রতিদিবসই সুদীর্ঘ গবেষণাপূর্ণ ভাষণ প্রদান করেন। এতদ্ব্যতীত বিভিন্ন দিবসে মঠের সম্পাদক শ্রীমদ্ ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ, যুগ্মসম্পাদক মহোপদেশক শ্রীমন্ মঙ্গলনিলয় ব্রহ্মচারী (বি-এস্‌সি, ভক্তিশাস্ত্রী, বিদ্যারত্ন), শ্রীমদ্ ভক্তিপ্রমোদ পুরী মহারাজ, শ্রীমদ্ ভক্তিপ্রসাদ পুরী মহারাজ, শ্রীমদ্ ভক্তিবিজ্ঞান ভারতী মহারাজ, শ্রীমদ্ ভক্তিবেদান্ত নারায়ণ মহারাজ (উপাধ্যক্ষ শ্রীকেশবজী গৌড়ীয় মঠ, মথুরা) প্রমুখ বক্তৃবৃন্দ বক্তৃতা দিয়াছেন।

২৫শে এপ্রিল শ্রীবিগ্রহ-প্রতিষ্ঠাদিবস—পূজ্যপাদ শ্রীল আচার্য্যদেবই শ্রীবিগ্রহ-প্রতিষ্ঠা-কৃত্যের অঙ্গভূত অভিষেকাদি যাবতীয় কার্য্য স্বহস্তে অব্যগ্রচিত্তে সুষ্ঠুভাবে সম্পাদন করিয়াছেন। শ্রীমদ্ ভক্তিপ্রমোদ পুরী মহারাজ ও শ্রীমদ্ ভক্তিসুহৃদ্ দামোদর মহারাজ আচার্য্যদেবের ঐ সকল কার্য্যে সহায়তা করিয়াছেন।

শ্রীমন্ মঙ্গলনিলয় ব্রহ্মচারীজী এবং অন্যান্য মঠসেবক প্রাতঃকাল হইতে সুদীর্ঘকাল উচ্চৈঃস্বরে শ্রীভগবানের

নাম-সংকীর্ত্তন করিয়াছেন। কীর্ত্তনাখ্যভক্তিসংযোগেই প্রতিষ্ঠার যাবতীয় কৃত্য সুসম্পন্ন হইয়াছে।

শ্রীমদ্ ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজও বৈষ্ণবাগ্নি প্রজ্জ্বলিত করিয়া প্রতিষ্ঠাঙ্গভূত হোমকার্য্য সুষ্ঠুভাবে সম্পাদন করিয়াছেন।

শ্রীধাম বৃন্দাবন হইতে শ্রীবিগ্রহগণের জন্য পোষাক প্রস্তুত করা হইয়াছিল। শ্রীবিগ্রহগণের মহাভিষেকের পরে তাঁহাদের গাত্র মার্জ্জন করতঃ ঐ সকল পোষাক পরিধান করাইয়া তাঁহাদিগকে সিংহাসনে স্থাপন করা হয়। পোষাকগুলি যথাযথভাবেই সুবিন্যস্ত হইয়াছে। এক সিংহাসনে শ্রীনন্দমহারাজ ও শ্রীযশোদা রাণী এবং শ্রীনন্দবাবার সম্মুখে বাল বলদেব ও শ্রীযশোদা মাতার সম্মুখে বালকৃষ্ণ যথাক্রমে হামাগুড়ি ও উপবিষ্ট অবস্থায় এবং অপর সিংহাসনে শ্রীগৌরসুন্দর ও শ্রীরাধাগোকুলানন্দ জিউর বিশাল মূর্ত্তি ও তৎসম্মুখে শ্রীমন্মহাপ্রভুর ছোট বিজয়বিগ্রহ, শ্রীগিরিধারী, শালগ্রাম ও শ্রীগুরুবর্গের আলেখ্যার্চ্চা অপূর্ব্ব শোভা বিস্তার করিয়া বিরাজমান। ব্রহ্মচারী শ্রীমদনগোপাল এবং পূজারী শ্রীবলদেব প্রসাদ বনচারী খুব ক্ষিপ্রহস্তে বিচিত্রবস্ত্রালঙ্কারাদিদ্বারা শ্রীবিগ্রহের শৃঙ্গারসেবা সম্পাদন করিয়া দিলে পূজ্যপাদ আচার্য্যদেবের ইচ্ছানুসারে শ্রীমদ্ ভক্তিপ্রমোদ পুরী মহারাজ উভয় সিংহাসনের শ্রীবিগ্রহগণের ষোড়শোপচারে পূজা ভোগরাগ ও আরাত্রিকাদি সম্পাদন করেন।

শ্রীবিগ্রহ দর্শন মাত্রেই দর্শকগণ মহা হর্ষ প্রকাশ করিয়াছেন। বিশেষতঃ শ্রীবালকৃষ্ণ-বলরামের মধুরহাস্যবিকশিত শ্রীমুখমণ্ডল দর্শনে আবালবৃদ্ধবনিতা সকলেই আনন্দাতিশয্য প্রকাশ করিয়াছেন।

শ্রীবিগ্রহ প্রতিষ্ঠা-দিবস গোকুল মহাবনের সমস্ত ব্রাহ্মণপরিবার, বৈশ্যপরিবার, রাজপুতপরিবার ও আভীরপরিবারকে আমাদের ব্রজবাসী ব্রাহ্মণ পাণ্ডা-দ্বারা নিমন্ত্রণ করা হইয়াছিল। ব্রজবাসিগণ নিজেরাই তাঁহাদের পরিবেশনাদি করিয়াছেন। তাঁহারা শ্রীল আচার্য্যদেবকে পূর্ব্বেই জানাইয়াছিলেন,— লাড্ডু বুঁদে যে যত পারেন ভক্ষণ করতঃ পরে তাঁহারা পুরী কচুরী খাইবেন, ইহাই নাকি তাঁহাদের উত্তম ভোজনের ব্যবস্থা। সেইজন্য তাঁহাদের ইচ্ছামত তাঁহাদিগকে পরিবেশন করা হইয়াছে। কেবল আমাদের মঠসেবক ও চণ্ডীগড়, জালন্ধর, অমৃতসর, হোসিয়ারপুর, মথুরা প্রভৃতি বিভিন্ন স্থানের গৃহস্থভক্ত এবং বৃন্দাবনের ভক্তবৃন্দের পরিবেশনাদি আমাদের মঠসেবকগণ করিয়াছেন। অন্যান্য ভক্ত ও ব্রজবাসীদের জন্য সব্জী, রায়তা আদি হইয়াছিল। তদ্ব্যতীত সাদা অন্ন, কৃশরান্ন (খিঁচুড়ী), পুষ্পান্ন, ভাজা, ডালনা ইত্যাদি রকমারী দ্রব্য হইয়াছিল। তবে অধিবাসের দিন অর্থাৎ ২৪শে এপ্রিল আমাদের পাণ্ডা ব্রজবাসিগণ পাকা ভোজনের সহিত পরমান্নও ভোজন করিয়াছিলেন। প্রায় ১২ মণ বা ততোহধিক লাড্ডু ও বুঁদে হইয়াছিল। ছয় সাত মণ বা ততোহধিক আটার পুরী, আড়াই মণ ময়দা সুজীর কচুরী ইত্যাদি তৈয়ারী হইয়াছিল। চারিজন বড় কারিগর এবং তাঁহাদের সাহায্যকারী প্রায় ২০।২২ ব্যক্তি উক্ত পাককার্য্যে নিযুক্ত হইয়াছিলেন। শ্রীল আচার্য্যদেবের নিকট হইতে তাঁহারা মাত্র ২০৭ দুইশত সাত টাকা লইয়াছেন। দুই দিন দুই রাত্রি তাঁহারা এই সকল কার্য্য করিয়াছেন। আমাদের পাণ্ডা ও ব্রজবাসিগণের মধ্যে কেহ কেহ বলিয়াছেন যে, ৫০ বৎসরের মধ্যে গোকুল-মহাবনে এইরূপ মহোৎসব তাঁহারা দেখেন নাই। ইহার বৈশিষ্ট্য এই যে, অন্য অনুষ্ঠানে ব্রজবাসীদের মহিলারা গমন করেন না; কিন্তু আমাদের মঠের এই শ্রীবিগ্রহপ্রতিষ্ঠামহোৎসবানুষ্ঠানে ব্রাহ্মণ, বৈশ্যাদি সকল পরিবারের মহিলাগণই সানন্দে যোগদান করিয়া ভোজনকার্য্য করিয়াছেন।

এইরূপে পূজ্যপাদ আচার্য্যদেব গত ২৪ এপ্রিল হইতে ২৬ এপ্রিল পর্য্যন্ত গোকুলমহাবনস্থ শাখা শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠে শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-রাধা-গোকুলানন্দজিউ এবং শ্রীশ্রীনন্দযশোদা ও শ্রীশ্রীবালকৃষ্ণ-বলরামজিউ শ্রীবিগ্রহগণের প্রতিষ্ঠা মহোৎসব ব্রজবাসিগণকে চর্ব্ব্য-চূষ্যলেহ্যপেয়—চতুর্ব্বিধ রসসমন্বিত ভোজ্য ভোজন-দানসহকারে এবং দিবসত্রয়ব্যাপী পাঠ-কীর্ত্তন ও বিরাট্

ধর্ম্মসম্মেলনে ভাষণদানাদিমুখে মহাসমারোহে সম্পাদন পূর্ব্বক ২৭শে এপ্রিল প্রাতে গোকুল মহাবনস্থ মঠ হইতে শ্রীধাম বৃন্দাবনস্থ মঠে শুভবিজয় করেন। শ্রীমদ্ ভক্তিপ্রমোদ পুরী মহারাজও শ্রীগোকুল হইতে শ্রীবৃন্দাবন পর্য্যন্ত তাঁহার অনুগমনের সৌভাগ্য বরণ করিয়াছিলেন। শ্রীল আচার্য্যদেব তথা হইতে ২৯শে এপ্রিল কতিপয় সেবকভক্ত সমভিব্যাহারে প্রাইভেট মোটরকারযোগে দিল্লীতে যান, তথায় কিছুক্ষণ অপেক্ষা করিয়া তথা হইতে দেরাদুন যাত্রা করেন এবং রাত্রি ১১টায় দেরাদুন পদার্পণ করেন। ৫ই মে পর্য্যন্ত তথায় গীতাভবনে পিপলমণ্ডীতে অবস্থানপূর্ব্বক শ্রীচৈতন্যবাণী কীর্ত্তন করিয়া ৬ই মে তথা হইতে মুজফ্ফরনগর যাত্রা করেন। ৯ই মে পর্য্যন্ত তথায় শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গের বাণী প্রচার পূর্ব্বক ১০ই মে প্রাতে দিল্লী যাত্রা করেন। ১৫ই মে পর্য্যন্ত তত্রত্য ধর্ম্মসম্মেলনে ভাষণ দান করিয়া ঐ দিবসই রাত্রি ৯ ঘটিকায় ২২ আপ হায়দরাবাদ এক্স্প্রেসে হায়দ্রাবাদ যাত্রা করেন।

গোকুলমহাবনস্থ মঠে মঠরক্ষক শ্রীরাধাবিনোদ ব্রহ্মচারী, শ্রীপুরুষোত্তমদাস বনচারী, শ্রীরামমণি ব্রহ্মচারী এবং পূজারী শ্রীবলদেবপ্রসাদ বনচারী প্রমুখ সেবকবৃন্দ উৎসবকালে বিভিন্ন সেবাকার্য্যে অক্লান্ত পরিশ্রম করিয়া শ্রীগুরুপাদপদ্মের প্রচুর স্নেহাশীর্ব্বাদভাজন হইয়াছেন।
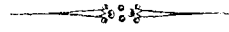
আগরতলাস্থিত শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠে শ্রীজগন্নাথদেবের স্নানযাত্রা ও শ্রীগৌরাঙ্গমহাপ্রভুর শ্রীবিগ্রহপ্রতিষ্ঠা

নিখিল ভারত শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠানের অধ্যক্ষ ও আচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী ওঁ বিষ্ণুপাদ ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজের সেবাপ্রযত্নে আগরতলাস্থিত শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠে শ্রীজগন্নাথদেবের স্নান-পূর্ণিমা তিথি-বাসরে শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর শ্রীবিগ্রহ-প্রতিষ্ঠা এবং পুরী হইতে শ্রীবলদেব, শ্রীসুভদ্রা ও শ্রীজগন্নাথদেবের নবকলেবরে শুভাগমন ও প্রতিষ্ঠা উৎসব গত ১৮ই জ্যৈষ্ঠ, ১লা জুন বুধবার সুসম্পন্ন হইয়াছে। উক্ত দিবস মঠে—শ্রীজগন্নাথ জীউ মন্দিরে মধ্যাহ্নে অষ্টোত্তরশতঘট জলে শ্রীজগন্নাথদেবের স্নানযাত্রা মহাভিষেক ও বৈষ্ণবহোমাদি সহযোগে শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর প্রতিষ্ঠা উৎসব সন্দর্শনের জন্য বিপুল সংখ্যক দর্শনার্থীর ভীড় হয়। অপরাহ্ণ হইতে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত সহস্র সহস্র নরনারীকে মহাপ্রসাদের দ্বারা আপ্যায়িত করা হয়।

শ্রীমঠে সান্ধ্য ধর্ম্মসভার অধিবেশনে শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠাধ্যক্ষ সভাপতির অভিভাষণে বলেন—"শ্রীশঙ্করাচার্য্যের অদ্বৈতবাদ, শ্রীমধ্বাচার্য্যের দ্বৈতবাদ, শ্রীরামানুজাচার্য্যের বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ, বিষ্ণুস্বামীর শুদ্ধাদ্বৈতবাদ ও শ্রীনিম্বার্কাচার্য্যের দ্বৈতাদ্বৈতবাদ দার্শনিক বিচারসমূহের সামঞ্জস্য বিধান করতঃ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভু "অচিন্ত্যভেদাভেদ দর্শন" স্থাপন করেন। শ্রীমন্মহাপ্রভুর অপূর্ব্ব দার্শনিক সিদ্ধান্ত ও ভগবদ্প্রেমের বাণী আজ পৃথিবীর সর্ব্বত্র ব্যাপকরূপে সমাদৃত ও গৃহীত হচ্ছে। শ্রীশঙ্করাচার্য্যের অদ্বৈতবাদ সিদ্ধান্তে মস্তিকের খাদ্য কিছু পাওয়া গেলেও হৃদয়কে প্রফুল্লিত করে না। কিন্তু শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভুর শিক্ষা মস্তিষ্ক ও হৃদয় উভয়কেই সমৃদ্ধ ও প্রফুল্লিত করে।"

ত্রিপুরা রাজ্য সরকারের পূর্ত্তমন্ত্রী শ্রীযতীন্দ্র কুমার মজুমদার মুখ্য অতিথির অভিভাষণে বলেন—"আমরা সকলে সুখ চাই বটে, কিন্তু প্রতিনিয়ত দেখ্ছি সুখের পরিবর্ত্তে দুঃখই পাই। পুত্র হ'লে সুখ হবে মনে করি, কিন্তু পুত্র হওয়ার পর যখন সন্তান হয় তখন সুখের পরিবর্ত্তে দুঃখই হয়। এই প্রকার

সংসারে যাবতীয় সুখের প্রয়াস পরিণামে দুঃখ এনে দেয়। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভু কৃষ্ণবিস্মৃতিই জীবের যাবতীয় দুঃখের মূলীভূত কারণ জানাইয়া শ্রীকৃষ্ণপ্রেমদান-লীলাদ্বারা উচ্চ-নীচ নির্ব্বিশেষে সর্ব্বজীবকে প্রেমবন্যায় ভাসিয়েছিলেন। আজ শ্রীজগন্নাথদেবের স্নানযাত্রা শুভবাসরে শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠে দয়াল ঠাকুর শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর শ্রীবিগ্রহ প্রতিষ্ঠা সন্দর্শনের সুযোগ লাভ করিয়া আমি নিজেকে ধন্য মনে কর্‌ছি।"

এতদ্ব্যতীত শ্রীল আচার্য্যদেবের নির্দ্দেশক্রমে শ্রীমঠের সম্পাদক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমৎ ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ এবং ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিসুহৃদ্‌ দামোদর মহারাজ বক্তৃতা করেন।

শ্রীল আচার্য্যদেব, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিবিজ্ঞান ভারতী মহারাজ ও শ্রীমৎ ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ সমভিব্যাহারে গত ২৯শে মে বিমানযোগে কলিকাতা হইতে আগরতলায় শুভপদার্পণ করেন।

শ্রীবলদেব, শ্রীসুভদ্রা ও শ্রীজগন্নাথদেবের শ্রীবিগ্রহগণ পুরী হইতে গত ২৭শে মে শুভযাত্রা করতঃ দীর্ঘ রেলপথে ধর্ম্মনগর পর্য্যন্ত এবং ধর্ম্মনগর হইতে মোটরযানপথে দুর্য্যোগপূর্ণ আবহাওয়ার মধ্যে আগরতলায় শ্রীজগন্নাথদেবের স্নানপূর্ণিমা তিথিবাসরে প্রাতে শুভাগমন করেন। তাঁহাদের শুভাগমনপথে সেবা করেন ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিসুহৃদ্‌ দামোদর মহারাজ, শ্রীমদনগোপাল ব্রহ্মচারী, শ্রীপরেশানুভব ব্রহ্মচারী ও শ্রীদয়ানিধি ব্রহ্মচারী। বহুবিধ ক্লেশ ও বিপদকে অগ্রাহ্য করতঃ তাঁহারা যে সেবার জন্য আর্ত্তি প্রদর্শন করিয়াছেন তাহা আদর্শস্থানীয় বলিতে হইবে।

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রমোদ বন মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিবান্ধব জনার্দ্দন মহারাজ, শ্রীনিত্যানন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীননীগোপাল বনচারী, শ্রীবিশ্বেশ্বর বনচারী, শ্রীদুর্দ্দৈবমোচন ব্রহ্মচারী, শ্রীবৃষভানু ব্রহ্মচারী প্রভৃতি মঠের সন্ন্যাসী ও ব্রহ্মচারী সেবকগণের অক্লান্ত পরিশ্রম ও সেবাপ্রচেষ্টায় এবং শ্রীগোপাল চন্দ্র দে, শ্রীনেপাল চন্দ্র সাহা, শ্রীযোগেশ চন্দ্র বসাক প্রভৃতি স্থানীয় গৃহস্থ সজ্জনগণের বিবিধ উৎসবানুকূল্য ও হার্দ্দী সেবাপ্রচেষ্টায় উৎসবটী সাফল্যমণ্ডিত হয়।

বিরহ-সংবাদ

আসাম প্রদেশের গোয়ালপাড়া জেলান্তর্গত বরঝরা [Barjhara — পোঃ বায়দা (Baida)] গ্রামনিবাসী শ্রীমধুমথন দাসাধিকারী (পূর্ব্বনাম—শ্রীমদন চন্দ্র দাস) মহাশয়ের পরমা ভক্তিমতী মাতৃদেবী শ্রীমতী কুসুমীবালা দাসী—পরমভক্ত শ্রীদয়াল চন্দ্র দাসাধিকারী মহোদয়ের সাধ্বী সহধর্ম্মিণী গত ১৮ই জ্যৈষ্ঠ, ১৩৮৪; ইং ১লা জুন, ১৯৭৭ বুধবার শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের স্নানযাত্রাদিবস পরমমঙ্গলময়ী পূর্ণিমা তিথিতে অপরাহ্ণ ৫ ঘটিকায় তাঁহার নিজগৃহে শুদ্ধভক্তমুখনিঃসৃত শ্রীভগবৎকথা শ্রবণ করিতে করিতে সজ্ঞানে স্বীয় সাধনোচিত ধাম প্রাপ্ত হইয়াছেন। শ্রীপতিতপাবন দাসাধিকারী, শ্রীউত্তম দাসাধিকারী, শ্রীপ্রতাপ দাসাধিকারী প্রমুখ ভক্তবৃন্দ উচ্চসঙ্কীর্ত্তনসহযোগে তাঁহার দেহ শ্মশানে লইয়া গিয়া কীর্ত্তনমুখেই ঔর্দ্ধদৈহিক কৃত্য সম্পাদন করিয়াছেন। এই পরম ভাগ্যবতী ভক্তিমতী মহিলা ১৭ বৎসর পূর্ব্বে আসাম সরভোগস্থ শ্রীগৌড়ীয় মঠে পরম পূজনীয় শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাধ্যক্ষ আচার্য্যদেবের শ্রীচরণাশ্রয়ে হরিনাম মহামন্ত্র প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। গত বৎসর ফাল্গুন মাসে স্বীয় ভক্তস্বামী-সমভিব্যাহারে সমগ্র শ্রীনবদ্বীপধাম পরিক্রমা করতঃ শ্রীগৌরপূর্ণিমা শুভবাসরে শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবের নিকট দীক্ষামন্ত্র গ্রহণেরও সৌভাগ্য লাভ করিয়াছিলেন।

হাসপাতালে চিকিৎসাকালে গোয়ালপাড়ায় শ্রীতমালকৃষ্ণ ব্রহ্মচারী ও গৌহাটীতে শ্রীকৃষ্ণরঞ্জন ব্রহ্মচারী শ্রীভগবৎপ্রসাদ ও শ্রীচরণামৃতাদিদানে তাঁহার বিশেষ প্রীতি বিধান করিয়াছিলেন, এজন্য তিনি তাঁহাদিগের প্রতি প্রচুর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন। একাদশাহে শ্রীভগবৎপ্রসাদান্ন দ্বারা সাত্বতস্মৃতিবিধানে তাঁহার পারলৌকিক কৃত্য সম্পাদিত হইয়াছে।

নিয়মাবলী

১। "শ্রীচৈতন্য-বাণী" প্রতি বাঙ্গালা মাসের ১৫ তারিখে প্রকাশিত হইয়া দ্বাদশ মাসে দ্বাদশ সংখ্যা প্রকাশিত হইয়া থাকেন। ফাল্গুন মাস হইতে মাঘ মাস পর্য্যন্ত ইহার বর্ষ গণনা করা হয়।

২। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৬·০০ টাকা, ষাণ্মাসিক ৩·০০ টাকা, প্রতি সংখ্যা ·৫০ পঃ। ভিক্ষা ভারতীয় মুদ্রায় অগ্রিম দেয়।

৩। পত্রিকার গ্রাহক যে কোন সংখ্যা হইতে হওয়া যায়। জ্ঞাতব্য বিষয়াদি অবগতির জন্য কার্য্যাধ্যক্ষের নিকট পত্র ব্যবহার করিয়া জানিয়া লইতে হইবে।

৪। শ্রীমন্মহাপ্রভুর আচরিত ও প্রচারিত শুদ্ধভক্তিমূলক প্রবন্ধাদি সাদরে গৃহীত হইবে। প্রবন্ধাদি প্রকাশিত হওয়া সম্পাদক-সঙ্ঘের অনুমোদন সাপেক্ষ। অপ্রকাশিত প্রবন্ধাদি ফেরৎ পাঠাইতে সঙ্ঘ বাধ্য নহেন। প্রবন্ধ কালিতে স্পষ্টাক্ষরে একপৃষ্ঠায় লিখিত হওয়া বাঞ্ছনীয়।

৫। পত্রাদি ব্যবহারে গ্রাহকগণ গ্রাহক-নম্বর উল্লেখ করিয়া পরিষ্কারভাবে ঠিকানা লিখিবেন। ঠিকানা পরিবর্ত্তিত হইলে এবং কোন সংখ্যা ঐ মাসের শেষ তারিখের মধ্যে না পাইলে কার্য্যাধ্যক্ষকে জানাইতে হইবে। তদন্যথায় কোনও কারণেই পত্রিকার কর্ত্তৃপক্ষ দায়ী হইবেন না। পত্রোত্তর পাইতে হইলে রিপ্লাই কার্ডে লিখিতে হইবে।

৬। ভিক্ষা, পত্র ও প্রবন্ধাদি কার্য্যাধ্যক্ষের নিকট নিম্নলিখিত ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে।

কার্য্যালয় ও প্রকাশস্থান ঃ—

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ

৩৫, সতীশ মুখার্জ্জী রোড, কলিকাতা-২৬, ফোন-৪৬-৫৯০০।

শ্রীগৌড়ীয় সংস্কৃত বিদ্যাপীঠ

প্রতিষ্ঠাতা—শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাধ্যক্ষ পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিযতি শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজ। স্থান :—শ্রীগঙ্গা ও সরস্বতীর (জলঙ্গী) সঙ্গমস্থলের অতীব নিকটে শ্রীগৌরাঙ্গদেবের আবির্ভাবভূমি শ্রীধাম-মায়াপুরান্তর্গত তদীয় মাধ্যাহ্নিক লীলাস্থল শ্রীঈশোদ্যানস্থ শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ।

উত্তম পারমার্থিক পরিবেশ। প্রাকৃতিক দৃশ্য মনোরম ও মুক্ত জলবায়ু পরিষেবিত অতীব স্বাস্থ্যকর স্থান।

মেধাবী যোগ্য ছাত্রদিগের বিনা ব্যয়ে আহার ও বাসস্থানের ব্যবস্থা করা হয়। আত্মধর্ম্মনিষ্ঠ আদর্শ চরিত্র অধ্যাপক অধ্যাপনার কার্য্য করেন। বিস্তৃত জানিবার নিমিত্ত নিম্নে অনুসন্ধান করুন।

১) প্রধান অধ্যাপক, শ্রীগৌড়ীয় সংস্কৃত বিদ্যাপীঠ
ঈশোদ্যান, পোঃ শ্রীমায়াপুর, জিঃ নদীয়া

(২) সম্পাদক, শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ
৩৫, সতীশ মুখার্জ্জী রোড, কলিকাতা-২৬

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় বিদ্যামন্দির

৮৬এ, রাসবিহারী এভিনিউ, কলিকাতা-২৬

শিশুশ্রেণী হইতে ৯ম শ্রেণী পর্য্যন্ত ছাত্রছাত্রী ভর্ত্তি করা হয়। শিক্ষাবোর্ডের অনুমোদিত পুস্তক-তালিকা অনুসারে শিক্ষার ব্যবস্থা আছে এবং সঙ্গে সঙ্গে ধর্ম্ম ও নীতির প্রাথমিক কথা ও আচরণগুলিও শিক্ষা দেওয়া হয়। বিদ্যালয় সম্বন্ধীয় বিস্তৃত নিয়মাবলী উপরি উক্ত ঠিকানায় কিংবা শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ৩৫, সতীশ মুখার্জ্জি রোড, কলিকাতা-২৬ ঠিকানায় জ্ঞাতব্য। ফোন নং ৪৬-৫৯০০।

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ হইতে প্রকাশিত গ্রন্থাবলী

(১) প্রার্থনা ও প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা— শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর রচিত—ভিক্ষা ·৭০
(২) শরণাগতি—শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর রচিত—ভিক্ষা ·৭০
(৩) কল্যাণকল্পতরু ,, ,, ,, ·৮০
(৪) গীতাবলী ,, ,, ,, ·৭০
(৫) মহাজন-গীতাবলী (১ম ভাগ)—শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর রচিত ও বিভিন্ন মহাজনগণের রচিত গীতিগ্রন্থসমূহ হইতে সংগৃহীত গীতাবলী—ভিক্ষা ১·৫০
(৬) মহাজন-গীতাবলী (২য় ভাগ) ঐ ,, ১·০০
(৭) শ্রীশিক্ষাষ্টক—শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমহাপ্রভুর স্বরচিত (টীকা ও ব্যাখ্যা সম্বলিত)— ·৫০
(৮) উপদেশামৃত—শ্রীল শ্রীরূপ গোস্বামী বিরচিত (টীকা ও ব্যাখ্যা সম্বলিত)— ,, ·৬২
(৯) শ্রীশ্রীপ্রেমবিবর্ত—শ্রীল জগদানন্দ পণ্ডিত বিরচিত ,, ১·২৫
(১০) SREE CHAITANYA MAHAPRABHU, HIS LIFE AND PRECEPTS ; by THAKUR BHAKTIVINODE— Re. 1.00
(১১) শ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীমুখে উচ্চ প্রশংসিত বাঙ্গালা ভাষার আদি কাব্যগ্রন্থ — শ্রীশ্রীকৃষ্ণবিজয় — — — ,, ৬·০০
(১২) ভক্ত-ধ্রুব—শ্রীমদ্ ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ সঙ্কলিত— — ১·৫০
(১৩) শ্রীবলদেবতত্ত্ব ও শ্রীমন্মহাপ্রভুর স্বরূপ ও অবতার— ডাঃ এস্, এন্ ঘোষ প্রণীত — ,, ১·৫০
(১৪) শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা [শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তীর টীকা, শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের মর্ম্মানুবাদ, অন্বয় সম্বলিত] ... — ১০·০০
(১৫) প্রভুপাদ শ্রীশ্রীল সরস্বতী ঠাকুর (সংক্ষিপ্ত চরিতামৃত) — — ·২৫
(১৬) একাদশীমাহাত্ম্য — — — — ২·০০
(অতিমর্ত্ত্য বৈরাগ্য ও ভজনের মূর্ত্ত আদর্শ)
(১৭) গোস্বামী শ্রীরঘুনাথ দাস — শ্রীশান্তি মুখোপাধ্যায় প্রণীত — — ২·৫০

দ্রষ্টব্য :— ভিঃ পিঃ যোগে কোন গ্রন্থ পাঠাইতে হইলে ডাকমাশুল পৃথক্ লাগিবে।

প্রাপ্তিস্থান :— কার্য্যাধ্যক্ষ, গ্রন্থবিভাগ, ৩৫, সতীশ মুখার্জ্জী রোড, কলিকাতা-২৬

সচিত্র ব্রতোৎসবনির্ণয়-পঞ্জী

গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণের অবশ্য পালনীয় শুদ্ধতিথিযুক্ত ব্রত ও উপবাস তালিকা-সমন্বিত এই ব্রতোৎসবনির্ণয়-পঞ্জী সুপ্রসিদ্ধ বৈষ্ণবস্মৃতি শ্রীহরিভক্তিবিলাসের বিধানানুযায়ী গণিত হইয়া শ্রীগৌর আবির্ভাব তিথি—২১ ফাল্গুন (১৩৮৩), ৫ মার্চ্চ (১৯৭৭) তারিখে প্রকাশিত হইয়াছেন। শুদ্ধবৈষ্ণবগণের উপবাস ও ব্রতাদি পালনের জন্য অত্যাবশ্যক। গ্রাহকগণ সত্বর পত্র লিখুন। ভিক্ষা—·৭০ পয়সা। ডাকমাশুল অতিরিক্ত ·২৫ পয়সা।

মুদ্রণালয় :—

শ্রীচৈতন্যবাণী প্রেস, ৩৪/১এ, মহিম হালদার ষ্ট্রীট, কালীঘাট, কলিকাতা-২৬

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

একমাত্র-পারমার্থিক মাসিক

শ্রীচৈতন্য-বাণী

১৭শ বর্ষ * শ্রাবণ — ১৩৮৪ * ৬ষ্ঠ সংখ্যা

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, পল্টনবাজার, গৌহাটী

সম্পাদক

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ

প্রতিষ্ঠাতা ঃ—

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাধ্যক্ষ পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিযতি শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজ

সম্পাদক-সঙ্ঘপতি ঃ—

পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রমোদ পুরী মহারাজ

সহকারী সম্পাদক-সঙ্ঘ ঃ—

১। মহোপদেশক শ্রীকৃষ্ণানন্দ দেবশর্ম্মা ভক্তিশাস্ত্রী, সম্প্রদায়বৈভবাচার্য্য।

২। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিসুহৃদ্ দামোদর মহারাজ। ৩। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিবিজ্ঞান ভারতী মহারাজ।

৪। শ্রীবিভূপদ পণ্ডা, বি-এ, বি-টি, কাব্য-ব্যাকরণ-পুরাণতীর্থ, বিদ্যানিধি।

৫। শ্রীচিন্তাহরণ পাটগিরি, বিদ্যাবিনোদ

কার্য্যাধ্যক্ষ ঃ—

শ্রীজগমোহন ব্রহ্মচারী, ভক্তিশাস্ত্রী।

প্রকাশক ও মুদ্রাকর ঃ—

মহোপদেশক শ্রীমঙ্গলনিলয় ব্রহ্মচারী, ভক্তিশাস্ত্রী, বিদ্যারত্ন, বি, এস্-সি

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, তৎশাখা মঠ ও প্রচারকেন্দ্রসমূহ ঃ—

মূল মঠ ঃ—

১। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ঈশোদ্যান, পোঃ শ্রীমায়াপুর (নদীয়া)

প্রচারকেন্দ্র ও শাখামঠ ঃ—

২। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ৩৫, সতীশ মুখার্জ্জি রোড্, কলিকাতা-২৬। ফোন ঃ ৪৬-৫৯০০

৩। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ৮৬এ, রাসবিহারী এভিনিউ, কলিকাতা-২৬

৪। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, গোয়াড়ী বাজার, পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

৫। শ্রীশ্যামানন্দ গৌড়ীয় মঠ, পোঃ ও জেঃ মেদিনীপুর

৬। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, মথুরা রোড, পোঃ বৃন্দাবন (মথুরা)

৭। শ্রীবিনোদবাণী গৌড়ীয় মঠ, ৩২, কালীয়দহ, পোঃ বৃন্দাবন (মথুরা)

৮। শ্রীগৌড়ীয় সেবাশ্রম, মধুবন মহোলি, পোঃ কৃষ্ণনগর, জেঃ মথুরা

৯। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, দেওয়ান দেউড়ী, হায়দ্রাবাদ-২ (অন্ধ্র প্রদেশ) ফোন ঃ ৪৬০০১

১০। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, পল্টন বাজার, পোঃ গৌহাটী-৮ (আসাম) ফোন ঃ ৭১৭০

১১। শ্রীগৌড়ীয় মঠ, পোঃ তেজপুর (আসাম)

১২। শ্রীল জগদীশ পণ্ডিতের শ্রীপাট, পোঃ যশড়া, ভায়া চাকদহ (নদীয়া)

১৩। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, পোঃ ও জিলা গোয়ালপাড়া (আসাম)

১৪। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, সেক্টর—২০বি, পোঃ চণ্ডীগড়—২০ (পাঞ্জাব) ফোন ঃ ২৩৭৮৮

১৫। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, গ্র্যাণ্ড রোড্, পোঃ পুরী (উড়িষ্যা)

১৬। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, শ্রীজগন্নাথ মন্দির, পোঃ আগরতলা (ত্রিপুরা)

১৭। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, গোকুল মহাবন, পোঃ মহাবন, জিলা—মথুরা

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের পরিচালনাধীন ঃ—

১৮। সরভোগ শ্রীগৌড়ীয় মঠ, পোঃ চক্‌চকাবাজার, জেঃ কামরূপ (আসাম)

১৯। শ্রীগদাই গৌরাঙ্গ মঠ পোঃ বালিয়াটী, জেঃ ঢাকা (বাংলাদেশ)

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীচৈতন্য-বাণী

"চেতোদর্পণমার্জ্জনং ভব-মহাদাবাগ্নি-নির্ব্বাপণং
শ্রেয়ঃ কৈরবচন্দ্রিকাবিতরণং বিদ্যাবধূজীবনম্।
আনন্দাম্বুধিবর্দ্ধনং প্রতিপদং পূর্ণামৃতাস্বাদনং
সর্ব্বাত্মস্নপনং পরং বিজয়তে শ্রীকৃষ্ণসংকীর্ত্তনম্॥"

১৭শ বর্ষ } শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, শ্রাবণ, ১৩৮৪
১ শ্রীধর, ৪৯১ শ্রীগৌরাব্দ; ১৫ শ্রাবণ, রবিবার; ৩১ জুলাই, ১৯৭৭ { ৬ষ্ঠ সংখ্যা

সজ্জন—মৈত্র

[ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুর]

জগতের বন্ধুকে মিত্রধর্ম্মপর বা মৈত্র বলে। সজ্জন প্রত্যেক মনুষ্যের সহিত মিত্রতাবিশিষ্ট।

সজ্জন ত্রিবিধ অধিকারে দৃষ্ট হন। যেখানে ভগবদ্ভক্তের সহিত ঔদাসীন্য অবস্থান করিয়া একমাত্র ভগবান্ পূজিত হন, তাহাই কনিষ্ঠাধিকার। যেখানে ভক্তের সহিত মিত্রতা বর্ত্তমান থাকে, সেস্থলে ভক্তকে মধ্যমাধিকারী বলা হয়। মধ্যমাধিকারে বিদ্বেষী অভক্তকে বৈষ্ণব উপেক্ষা করেন, কিন্তু উন্নতাধিকারে বিদ্বেষীর প্রতি উপেক্ষা ধর্ম্ম নাই। কনিষ্ঠাধিকারে ভক্তাভক্ত বিবেক নাই, মধ্যমাধিকারে ভক্তাভক্ত বিচার আছে এবং উন্নতাধিকারে অভক্তকেও ভক্ত বলিয়া ধারণা হয়। সজ্জন কনিষ্ঠাধিকারে ভক্তাভক্তের বিবেচনা করিতে অসমর্থ হইয়া মনুষ্যের সহিত বিরোধ করেন না। তিনি মধ্যমাধিকারে অভক্তের সহিত বিরোধ না করিয়া তাহার প্রতি উদাসীন হইয়া মিত্রতাই করিয়া থাকেন। মধ্যমাধিকারের মিত্রতা বুঝিতে না পারিয়া মায়াবাদী, কর্ম্মী এবং অন্যাভিলাষী ভক্তের মিত্রতার প্রতি সন্দেহ স্থাপন করেন; কিন্তু বাস্তবিক মধ্যমাধিকারে অভক্তের প্রতি উপেক্ষাচরণ অভক্তের মঙ্গলের জন্য অনুষ্ঠিত ক্রিয়াবিশেষ। সুতরাং তাহাও প্রকৃত মিত্রতা। যেরূপ কোন অস্ত্রচিকিৎসক ব্রণ উদ্‌ঘাটিত করিয়া রোগীর মঙ্গল কামনা করেন, সেরূপ ভক্ত, অসদাচারীর সঙ্গ পরিত্যাগ করিয়া তাহার সহিত মিত্রতাই করেন। জড়জ্ঞান-মত্ত স্মার্ত্তের বিহিত ক্রিয়া পরিত্যাগ করিয়া পারমার্থিক স্মৃতির অনুগমন করিয়া ভক্তগণ সমাজের কল্যাণ বিধান করেন। সজ্জন সকল অধিকারেই সমগ্র জগতের একমাত্র কল্যাণ বিধাতা। তজ্জন্য সজ্জন ব্যতীত অন্যত্র কুত্রাপি মৈত্র-গুণ সম্ভবপর নহে।

শিক্ষক বালকের হিতের জন্য, সৎশিক্ষা প্রদানের জন্য যে তাড়না ভর্ৎসনা করেন, তাহাতে বৈরধর্ম্মের লেশমাত্র নাই। পরন্তু বৈরীভাব-ছলনায় মিত্রতাই অন্তর্নিহিত থাকে। সজ্জনের হৃদয়ের ভাব সাধারণ বুদ্ধি-বিশিষ্ট মানব বুঝিতে পারে না বলিয়াই তিনি যে জগতের একমাত্র বন্ধু, এ কথায় আস্থা স্থাপন করিতে পারে না। কিন্তু সজ্জনই জগতের একমাত্র সর্ব্বকাল বন্ধু। সজ্জনগণই জগদ্বন্ধু, আর তাৎকালিক মিত্রগণ নিত্যবন্ধু-শব্দবাচ্য নহে। সজ্জনগণই জীবের প্রতি মিত্রতাবিশিষ্ট হইয়া জীবের ঐহিক ও পারলৌকিক মঙ্গলবিধানে যত্নবান্ হন। জীবের স্বরূপ লাভের জন্য যাঁহারা দেহ ও মনের বিরূপ-বৃত্তি অপসারিত করেন, সেই সজ্জন গুরুগণই জীবগণকে উদ্ধার করেন। উঁহাই মিত্র-স্বভাবের চরমোৎকর্ষ।

শ্রীভক্তিবিনোদ-বাণী

(কর্ম্ম)

প্রঃ—বহির্ম্মুখ-সংসার ও বৈষ্ণব-সংসারে ভেদ কি ?

উঃ—"বহির্ম্মুখ-সংসার ও বৈষ্ণব-সংসারে কেবলমাত্র একটি নিষ্ঠা-ভেদ আছে, আকৃতি-ভেদ নাই। বহির্ম্মুখ ব্যক্তিরাও বিবাহ করে, অর্থ-সংগ্রহ করে, গৃহ করে, গৃহ নির্ম্মাণ করে, ন্যায়ের নাম করিয়া সমস্ত কার্য্য করে এবং সন্তানাদি উৎপাদন করে ; কিন্তু তাহাদের নিষ্ঠা এই যে, সেই সমস্ত কার্য্যদ্বারা তাহারা জগতের সুখ বৃদ্ধি করিবে বা জগদন্তর্গত নিজের সুখ লাভ করিবে। বৈষ্ণবগণ সেই সমস্ত কার্য্য তাহাদের ন্যায় অনুষ্ঠান করিয়াও সেই সব কার্য্যফল আত্মসাৎ করেন না, ভগবানের দাস্য বলিয়া করিয়া থাকেন। চরমে বৈষ্ণবগণ সন্তোষ লাভ করেন, কিন্তু বহির্ম্মুখগণ উচ্চাভিলাষ বা ভুক্তিমুক্তি-স্পৃহা-জনিত কাম বা ক্রোধের বশীভূত হইয়া শান্তিহীন হইয়া পড়েন।" চৈঃ শিঃ ৩।২

প্রঃ—সাধুনিন্দা-নামাপরাধ কখন উদিত হয় ?

উঃ—"কর্ম্মাভিমান ও জ্ঞানাভিমান হইতেই ভক্তসাধুদিগের চরণে অপরাধ হয় ; সুতরাং সাধুনিন্দারূপ নামাপরাধ আসিয়া অভক্তের হৃদয়ে বাসা করে।"

—'সঙ্গত্যাগ', সঃ তোঃ ১১।১১

প্রঃ—পাপ-পুণ্য কি আত্মার স্বরূপগত ধর্ম্ম ?

উঃ—"পাপ-পুণ্য, উভয়ই সাম্বন্ধিক ; আত্মার স্বরূপগত নয়। যে কর্ম্ম বা বাসনা সাম্বন্ধিকরূপে আত্মার স্বরূপ-প্রাপ্তির সাহায্য করিলেও করিতে পারে, তাহাই পুণ্য এবং যদ্দ্বারা সে সাহায্যের সম্ভাবনা নাই, তাহাই পাপ।" —কৃঃ সং ১০।২

প্রঃ—বিবাহবিধি কাহাদের পক্ষে পুণ্য কার্য্য ?

উঃ—"অত্যন্ত পশুভাবাপন্ন পুরুষের পক্ষে বিবাহবিধিদ্বারা স্ত্রীসংসর্গ স্বীকার করাই পুণ্য।"

—কৃঃ সং ১০।৩

প্রঃ—তীর্থযাত্রার অবান্তর ফল কি ?

উঃ—"তীর্থযাত্রার দ্বারা মানবগণ অনেকটা পাবিত্র্য লাভ করেন। যদিও সাধুসঙ্গই তীর্থযাত্রার চরমউদ্দেশ্য, তথাপি তীর্থগত সকল লোকই আপনাদের চিত্তে আপনাদিগকে পবিত্র বলিয়া মনে করেন ; যেহেতু তদ্দ্বারা পূর্ব্ব পাপবৃত্তি অনেকটা তিরোহিত হয়।"

—চৈঃ শিঃ ২।২

প্রঃ—স্বরূপগত ও সম্বন্ধগত পুণ্য কাহাকে বলে ?

উঃ—"ন্যায়, দয়া, সত্য, পবিত্রতা, আর্জ্জব ও প্রীতি—ইহারা স্বরূপগত পুণ্য। ইহাদিগকে স্বরূপগত পুণ্য এইজন্য বলি, যেহেতু ঐ সকল পুণ্য জীবের স্বরূপকে আশ্রয় করিয়া সর্ব্বকালে তাহার অলঙ্কারস্বরূপে থাকে। বদ্ধাবস্থায় কিয়ৎপরিমাণে স্থূল হইয়া 'পুণ্য' নাম প্রাপ্ত হয়,—এই মাত্র। আর সমস্ত পুণ্যই সম্বন্ধগত, যেহেতু তাহারা জীবের জড়সম্বন্ধ বশতঃ উৎপন্ন হইয়াছে ; সিদ্ধাবস্থায় তাহাদের প্রয়োজন নাই। —চৈঃ শিঃ ২।২৩

প্রঃ—কৃষ্ণভক্তের হৃদয়ে পাপপুণ্যের বাসনা থাকে কি ?

উঃ—"কৃষ্ণভক্তি যখন আত্মার স্বরূপ ও স্বধর্ম্মালোচনারূপ কার্য্যবিশেষ হইয়াছে, তখন যে আধারে তাহা লক্ষিত হয়, সে আধারে সমস্ত পাপ-পুণ্যরূপ সাম্বন্ধিক অবস্থার মুল-স্বরূপ অবিদ্যা ক্রমশঃ ভ্রষ্ট হইয়া সম্পূর্ণ লোপ পাইতেছে ; মাঝে মাঝে যদিও ভ্রষ্ট 'কইমৎস্যে'র ন্যায় হঠাৎ পাপবাসনা বা পাপ উদ্গত হয়, তাহা সহসা ক্রিয়াবতী ভক্তির দ্বারা প্রশমিত হইয়া পড়ে।"

—কৃঃ সং ১০।২

প্রঃ—প্রায়শ্চিত্ত কয়প্রকার ও কি কি ? কোন্ প্রায়শ্চিত্তের কি ফল ?

উঃ—"প্রায়শ্চিত্ত তিনপ্রকার—অর্থাৎ কর্ম্ম-প্রায়শ্চিত্ত, জ্ঞান-প্রায়শ্চিত্ত ও ভক্তিপ্রায়শ্চিত্ত। **কৃষ্ণানুস্মরণ-কার্য্যই ভক্তিপ্রায়শ্চিত্ত ;** অতএব ভক্তিই ভক্তিপ্রায়শ্চিত্ত। ভক্তদিগের প্রায়শ্চিত্ত-প্রয়াসে কিছুমাত্র প্রয়োজন নাই। **অনুতাপ-কার্য্য** দ্বারা **জ্ঞানপ্রায়শ্চিত্ত** হয়। জ্ঞানপ্রায়শ্চিত্ত-ক্রমে পাপ ও পাপবীজ অর্থাৎ বাসনার নাশ হয়, কিন্তু **ভক্তি ব্যতীত অবিদ্যার নাশ হয় না।**

চান্দ্রায়ণ প্রভৃতি **কর্ম্মপ্রায়শ্চিত্ত দ্বারা** পাপ প্রশমিত হয়, কিন্তু **পাপবীজ বাসনা, পাপ** ও **তদ্বাসনার মূল অবিদ্যা পূর্ব্ববৎ থাকে।** অতিসূক্ষ্ম বিচারের দ্বারা এই প্রায়শ্চিত্ত-তত্ত্ব বুঝিতে হইবে।"

— কৃঃ সং ১০।২

প্রঃ—বর্ণাশ্রমধর্ম্মত্যাগী স্বেচ্ছাচারিগণ প্রায়শ্চিত্তার্হ কেন ?

উঃ—"কিছুদিন ম্লেচ্ছ সংসর্গ করিয়া যাহারা পবিত্র বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম ত্যাগ করতঃ ম্লেচ্ছদিগের ন্যায় স্বেচ্ছাচারী হয়, তাহারা **বিজ্ঞানসিদ্ধ সদাচারের** বিরুদ্ধাচরণ করতঃ পতিত হইয়া পড়ে; তাহারাও প্রায়শ্চিত্তার্হ।"

—চৈঃ শিঃ ২।৫

প্রঃ—দুর্জ্জাতিত্ব-দোষ কিরূপে যায় ?

উঃ—"দুর্জ্জাতিত্বদোষ প্রারব্ধকর্ম্ম, তাহা ভগবন্নামোচ্চারণে দূর হয়।" —জৈঃ ধঃ ৬ষ্ঠ অঃ

প্রঃ—কি উপায়ে পাপবীজ দূর হয় ?

উঃ—"চিত্তশুদ্ধির যে-সমস্ত উপায় আছে, তন্মধ্যে বিষ্ণুস্মরণই প্রধান। পাপচিত্তকে শোধন করিবার জন্যই প্রায়শ্চিত্তের ব্যবস্থা। তন্মধ্যে চান্দ্রায়ণাদি-কর্ম্মরূপ প্রায়শ্চিত্তের দ্বারা পাপকর্ম্ম পাপীকে পরিত্যাগ করে; কিন্তু পাপের মূল যে পাপবাসনা, তাহা যায় না। অনুতাপরূপ জ্ঞান-প্রায়শ্চিত্ত কৃত হইলে পাপবাসনা দূর হয়; কিন্তু পাপবীজ যে ঈশ্বরবৈমুখ্য, তাহা কেবল হরিস্মৃতিদ্বারাই দূরীভূত হয়।" —চৈঃ শিঃ ২।২

প্রঃ—অপবিত্রতা কয়প্রকার ও তাহাদের ভেদ কি ?

উঃ—"অপাবিত্র্য — শারীরিক ও মানসিক-ভেদে দ্বিবিধ। শারীরিক হউক, বা মানসিক হউক, অপাবিত্র্য তিন প্রকার—দেশগত অপাবিত্র্য, কালগত অপাবিত্র্য ও পাত্রগত অপাবিত্র্য। অপবিত্র দেশে গমন করিলে দেশগত অপাবিত্র্য ঘটে—সেই দেশবাসীদিগের অশুদ্ধাচরণ-বশতঃই সেই-সেই-দেশের অপাবিত্র্য ঘটিয়া থাকে। এইজন্য ধর্ম্মশাস্ত্রে অকারণ ম্লেচ্ছদেশে গমন বা বাস করিলে দেশগত অপাবিত্র্য হয়, এরূপ বিচার দৃষ্ট হইয়া থাকে। দেশজ্ঞান-লাভ, অন্যদেশের মঙ্গলবিধানের জন্য দুষ্ট লোকের হস্ত হইতে সেই দেশকে যুদ্ধ বা কৌশলদ্বারা উদ্ধার বা ধর্ম্মপ্রচার—এই প্রকার কার্য্যানুরোধে ম্লেচ্ছদেশ-গমনে কোন নিষেধ নাই। ম্লেচ্ছদেশের ক্ষুদ্র বিদ্যার ব্যবহার বা ধর্ম্মশিক্ষা করিবার জন্য অথবা সেইদেশীয় লোকের সহিত সহবাস করিবার অভিপ্রায়ে ম্লেচ্ছদেশে গমন করিলে আর্য্যজাতির অবনতি হয়। সেই দোষ যাঁহাকে স্পর্শ করে, তিনি প্রায়শ্চিত্তার্হ হইয়া পড়েন।" —চৈঃ শিঃ ২।৫

প্রঃ—চিত্তের অপাবিত্র্য কিরূপ ?

উঃ—"ভ্রম ও মাৎসর্য্যদ্বারা চিত্তের অপাবিত্র্য হয়; তাহা দূর করা কর্ত্তব্য।" —চৈঃ শিঃ ২।৫
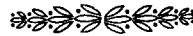
সর্ব্বতীর্থারাধ্য শ্রীব্রজমণ্ডলে স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের শ্রীগিরিগোবর্দ্ধনরূপে আবির্ভাব-লীলা

[পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রমোদ পুরী মহারাজ]

যদুকুলাচার্য্য মহামুনি গর্গ—যিনি শ্রীগোকুল মহাবনে নন্দালয়ে শ্রীশ্রীরাম-কৃষ্ণের নামকরণ-সংস্কার সম্পাদন করিয়াছিলেন, তিনিই সুমধুর শ্রীকৃষ্ণলীলায় পূর্ণ 'গর্গসংহিতা'-নামক গ্রন্থ মহর্ষি শৌনকাদির নিকট প্রকাশ করিয়াছিলেন। এই গ্রন্থের বৃন্দাবনখণ্ডে লিখিত আছে—

এক সময়ে ব্রজরাজ নন্দ মহারাজ ব্রজপুরে বিবিধ উৎপাত দর্শনে তাঁহার বিপৎকালের সহায়ক বান্ধব সনন্দ, উপনন্দ, বৃষভানু, বৃষভানুবর ও অপরাপর বৃদ্ধ

গোপগণকে সভায় আহ্বান করিয়া বলিতে লাগিলেন—মহাবনে অধুনা নানাপ্রকার উৎপাত দেখা যাইতেছে, এক্ষণে আপনারা সকলেই স্থিরচিত্ত হইয়া আমাদের বর্ত্তমান কর্ত্তব্য বিষয়ে সত্বর নির্দ্ধারণ করুন। তচ্ছ্রবণে মন্ত্রণাকুশল বৃদ্ধগোপ সন্নন্দ কহিলেন—'আমাদের আর ক্ষণকালও বিলম্ব না করিয়া বালকসহ এস্থান হইতে নিরুপদ্রব বৃন্দাবনে গমন করাই কর্ত্তব্য। মহারাজ, তোমার এই বালক কৃষ্ণ সকল ব্রজবাসীরই জীবাতু-স্বরূপ। অহো! আমাদের বহু ভাগ্যফলে পূতনা, শকট ও তৃণাবর্ত্তাসুরের আক্রমণ ও যমলার্জ্জুনবৃক্ষপতন হইতে এই বালক রক্ষাপ্রাপ্ত হইয়াছে। অতঃপর আরও কি কি উৎপাত আসিতে পারে, তাহার ত' স্থিরতা নাই। বরং উৎপাতকমিয়া গেলে না হয় তোমরা পুনরায় এখানে ফিরিয়া আসিও।'

শ্রীনন্দ মহারাজ বৃন্দাবন ব্রজ হইতে কতদূরে অবস্থিত, কত ক্রোশ বিস্তৃত, সেই বনের লক্ষণ কি, সেস্থানে সুখসমৃদ্ধি কিরূপ আছে ইত্যাদি জিজ্ঞাসা করিলে সন্নন্দ কহিতে লাগিলেন—

বর্হিষৎ নগরের পূর্ব্বোত্তরে, যত্নপুরের দক্ষিণে এবং শোণপুরের পশ্চিমে মথুরামণ্ডল বিরাজিত, ইহা সার্দ্ধ একবিংশতি যোজন দীর্ঘ ও তৎপরিমাণে বিস্তৃত। এই মাথুর মণ্ডলকেই মনীষিগণ 'ব্রজ' বলিয়া থাকেন। আমি মথুরায় বসুদেবগৃহে গর্গাচার্য্যমুখে শুনিয়াছি এই মথুরামণ্ডল তীর্থরাজ প্রয়াগ কর্ত্তৃকও পূজিত হইয়া থাকেন। ঐ স্থানে বৃন্দাবন নামে এক সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বন বিদ্যমান। ঐ মনোহর বৃন্দাবন ভূমি পরিপূর্ণতম ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের মনোজ্ঞ লীলাক্ষেত্র। যদ্যপি বৈকুণ্ঠ হইতে অপর কোন উত্তম লোক হয় নাই, হইবেও না, তথাপি এই বৃন্দাবন বৈকুণ্ঠ হইতেও পরাৎপর। এস্থানে গিরিরাজ গোবর্দ্ধন ও সর্ব্বমঙ্গলনিলয় যমুনাপুলিন বিরাজিত, তথায় নন্দীশ্বর ও বৃহৎসানু (বর্ষাণা) নামক আরও দুইটি মনোরম পর্ব্বত আছে। সেস্থান চতুর্ব্বিংশতি ক্রোশব্যাপী বিস্তৃত কাননে পরিবেষ্টিত, গবাদি পশুগণের হিতকারী এবং গোপগোপীগণের সেব্য মনোহর লতাকুঞ্জাবৃত ঐস্থানই বৃন্দাবন নামে অভিহিত হইয়া থাকে।

পুরাকালে নৈমিত্তিক প্রলয়কালে ব্রহ্মা যখন সুপ্ত হন, তখন বেদদ্রোহী মহাবলী শঙ্খাসুর দেবগণকে জয় করিয়া ব্রহ্মলোক হইতে সমস্ত বেদ লইয়া সমুদ্র মধ্যে প্রবেশ করে। বেদ হারা হইয়া দেবতারা হীন-বল হইলে করুণাময় পূর্ণ পরব্রহ্ম যজ্ঞেশ্বর শ্রীহরি মহামৎস্যবপুঃ ধারণ করতঃ সেই নৈমিত্তিকলয়কালে সমুদ্রমধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া সেই মহাসুরের সহিত ভীষণ যুদ্ধ আরম্ভ করেন এবং কিছুক্ষণ যুদ্ধলীলা করিয়া চক্রধারী তাঁহার সুদর্শন চক্রদ্বারা তাহার সুদৃঢ় সশৃঙ্গ মস্তক ছেদন করতঃ তাহার নিকট হইতে সমস্ত বেদ উদ্ধার করিলেন। অতঃপর শ্রীভগবান্ দেবশ্রেষ্ঠগণসহ প্রয়াগে আগমন করতঃ সমগ্র বেদ ব্রহ্মাকে অর্পণ করিলেন এবং তথায় সর্ব্বদেবসহ যথাবিধি যজ্ঞানুষ্ঠান-পূর্ব্বক প্রয়াগরাজকে আহ্বান করতঃ তাঁহাকে তীর্থরাজ করিয়া দিলেন। তথায় তাঁহার লীলাচ্ছত্রস্বরূপ অক্ষয়-বট প্রতিষ্ঠিত হইল। গঙ্গা ও যমুনা নিজ নিজ লহরী-রূপ চামর দ্বারা তাঁহাকে বীজন করিতে লাগিলেন। জম্বুদ্বীপস্থিত সমস্ত তীর্থ স্ব স্ব পূজোপহারসহ আসিয়া তীর্থরাজ প্রয়াগের পূজা-বিধান করিলেন। অতঃ-পর তাঁহারা পূজা-বিধান ও প্রণতি-জ্ঞাপনপূর্ব্বক স্ব স্ব স্থানে প্রস্থান করিলে শ্রীভগবান্‌ও দেবগণসহ স্বধামে বিজয় করিলেন। এই সময়ে কলহপ্রিয় দেবর্ষি নারদ বীণাবাদনসহকারে হরিগুণগান করিতে করিতে তথায় আগমন করিলে তীর্থরাজ তাঁহার যথোচিত সৎকার বিধান করিলেন। তিনি সুখাসনে উপবিষ্ট হইয়া কহিতে লাগিলেন—'হে তীর্থরাজ, তুমি সর্ব্বতীর্থ কর্ত্তৃকই পূজিত হইয়াছ বটে, কিন্তু ব্রজপুর হইতে বৃন্দাবনাদি তীর্থ ত' তোমার নিকট আগমন করিয়া তোমার কোন পূজা বিধান করেন নাই? সুতরাং তাঁহাদের দ্বারা তুমি তিরস্কৃতই হইয়াছ।' দেবর্ষি এইকথা বলিয়া প্রস্থান করিলে তীর্থরাজ ক্রুদ্ধ হইয়া শ্রীহরিলোকে গমন করিলেন এবং তথায় শ্রীহরিকে প্রণাম ও প্রদক্ষিণ-পূর্ব্বক তাঁহার সম্মুখে করযোড়ে অবস্থিত হইয়া কহিতে লাগিলেন—'হে দেবদেব, আপনি আমাকে তীর্থরাজ করিয়াছেন সত্য, কিন্তু এক মথুরামণ্ডল ব্যতীত সকল

তীর্থই আমাকে পূজোপহার প্রদান করিয়াছেন, প্রমত্ত ব্রজতীর্থগণকর্তৃকই আমি তিরস্কৃত হইয়াছি। ইহা নিবেদন করিবার জন্যই অদ্য আমি ভবদীয় মন্দিরে সমাগত।' তখন শ্রীভগবান্ তাঁহাকে বলিলেন—'হে তীর্থরাজ, আমি তোমাকে ধরাতলে সকল তীর্থের রাজা করিয়াছি বটে, কিন্তু আমার নিজগৃহের রাজত্ব তোমাকে প্রদান করি নাই। তুমি আমার মন্দির-লিপ্সু হইয়া উন্মত্তের ন্যায় এ সকল কি বলিতেছ? তুমি গৃহে যাও, আমার শুভবাক্য শ্রবণ কর। মথুরামণ্ডল আমার সাক্ষাৎ পরাৎপর মন্দির। উহা লোকত্রয়াতীত দিব্য ধাম, প্রলয়েও বিনষ্ট হয় না।'

শ্রীভগবানের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া তীর্থরাজ প্রয়াগ বিস্মিত হইলেন। তাঁহার অভিমান দূর হইল। তিনি মাথুর ব্রজমণ্ডলে আসিয়া তাঁহার পূজা, প্রণাম ও প্রদক্ষিণ পূর্ব্বক পুনরায় স্বধামে গমন করিলেন।

আদিবরাহকল্পে বরাহরূপধারী ভগবান্ শ্রীহরি তাঁহার দংষ্ট্রাগ্রে করিয়া ধরাদেবীকে রসাতল হইতে উদ্ধার কালে তাঁহাকে জলমধ্যে বিচিত্র পল্লবান্বিত বৃক্ষাদি প্রদর্শন করিয়া বলিয়াছিলেন—'হে দেবি! ঐ যে সম্মুখে জলমধ্যে দিব্য বৃক্ষসকল দৃষ্ট হইতেছে, উহাই গোলোক-ভূমি সংযুক্ত দিব্য মথুরামণ্ডল, উহা মহাপ্রলয়েও প্রণষ্ট হয় না।' তচ্ছ্রবণে ধরিত্রী বিস্মিতা হইলেন। তাঁহার ধারণা ছিল, তাঁহারই উপর স্থাবরগণের অবস্থিতি হয়, তিনি ব্যতীত আর কে ধরণী থাকিতে পারে? তাঁহার সেই ধারণা পরিবর্ত্তিত হইল। ব্রজমণ্ডল সর্ব্ব-শ্রেষ্ঠ তীর্থ—তীর্থরাজ প্রয়াগেরও তিনি পূজ্য—শীর্ষ-স্থানীয় নিত্য শাশ্বত সনাতন বস্তু।

এই ব্রজধামেই শ্রীভগবান্‌ব্রজেন্দ্রনন্দনাভিন্নতনু গিরি-রাজ গোবর্দ্ধন বিরাজিত এবং তৎপ্রিয়তমা নদীরূপিণী যমুনাও বিরাজিতা। শ্রীনন্দমহারাজের প্রশ্নোত্তরে ধীমান্ সন্নন্দ কহিতে লাগিলেন—

অসংখ্য ব্রহ্মাণ্ডপতি গোলোকাধিপতি পরিপূর্ণতম স্বয়ং ভগবান্ সাক্ষাৎ শ্রীকৃষ্ণ ভূভার হরণার্থ গোলোক হইতে ভূলোকে অবতরণকালে শ্রীরাধারাণীকেও ভূতলে গমন করিতে বলিলে রাধারাণী কহিলেন—'যেস্থানে বৃন্দাবন নাই, যমুনা নদী নাই, গিরি গোবর্দ্ধন নাই, সেস্থানে যাইতে আমার মন প্রসন্ন হইতেছে না।' ইহা শ্রবণ করিয়া ভগবান্ শ্রীহরি প্রিয়তমার প্রীত্যর্থ স্বয়ং নিজ-ধাম গোলোক হইতে চৌরাশীতি ক্রোশ ব্যাপী বৃন্দাবন ভূমি, গোবর্দ্ধন গিরি ও যমুনা নদী ভূতলে প্রেরণ করিলেন। ঐ বৃন্দাবনভূমি চতুর্ব্বিংশতি বনযুক্ত ও সর্ব্বলোকবন্দিত।

জম্বু-প্লক্ষ-শাল্মলী-কুশ-ক্রৌঞ্চ-শাক-পুষ্কর—এই সপ্তদ্বীপ-বতী বসুন্ধরা। প্রত্যেক দ্বীপ নয় নয়টি করিয়া বর্ষে বিভক্ত। জম্বুদ্বীপবর্ত্তী অজনাভ বর্ষই ঋষভদেবের জ্যেষ্ঠ পুত্র ভরতের নামানুসারে ভারতবর্ষ নামে খ্যাত হয়। এই ভারতখণ্ডের পশ্চিম দিকে শাল্মলী দ্বীপ মধ্যে শ্রীগোবর্দ্ধন দ্রোণপর্ব্বতের পত্নী-গর্ভে জন্মলাভ করিলেন। তখন দেবগণ তদুপরি পুষ্পবর্ষণ এবং হিমালয় সুমেরু প্রভৃতি পর্ব্বতগণ তথায় আসিয়া যথাবিধানে শ্রীগোবর্দ্ধনের পূজা, প্রণতি ও প্রদক্ষিণ পূর্ব্বক স্তব করিতে লাগিলেন। শৈলগণ কহিলেন—'হে গোবর্দ্ধন, তুমি সাক্ষাৎ পরি-পূর্ণতম কৃষ্ণচন্দ্রের গোপ-গোপী ও গোগণযুক্ত গোলোকে বৃন্দারণ্যে বিরাজ করিতেছ, তুমিই সম্প্রতি আমাদের সমস্ত গিরি সমাজের রাজা, বৃন্দাবন তোমারই ক্রোড়ে বিরাজিত, তুমি গোলোকের মুকুটস্বরূপ, হে গোবর্দ্ধন! তুমি পূর্ণব্রহ্মের ছত্রস্বরূপ, তোমাকে নমস্কার।' শৈলগণ এইরূপে গিরিরাজের স্তুতি করিয়া স্ব স্ব গৃহে গমন করিলেন। গোবর্দ্ধন গিরিরাজরূপে অভিহিত হইলেন।

একসময়ে মুনিবর পুলস্ত্য তীর্থ ভ্রমণ করিতে করিতে দ্রোণাচলনন্দন শ্যামসুন্দর গিরিগোবর্দ্ধনে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তিনি বিচিত্র ফলফুল নির্ঝর কন্দরাদি সমন্বিত, শান্ত, তপস্যার যোগ্য, রত্নময়, শতশৃঙ্গ সুশোভিত, পরম মনোহর, বিচিত্রধাতুরাগরঞ্জিতাঙ্গ, পক্ষিকুলকূজন-মুখরিত, মৃগ-শাখামৃগাদি (বানর) পরিবৃত, ময়ূরধ্বনি-বিমণ্ডিত গিরিরাজের অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্যদর্শনে বিমোহিত হইয়া তৎপ্রাপ্তিকামনায় তৎপিতা দ্রোণাচলসমীপে গমন করিলেন। দ্রোণগিরি মুনিবরের যথোচিত পূজা বিধান করিলে পুলস্ত্য প্রীত হইয়া কহিতে লাগিলেন—'হে

গিরীন্দ্র দ্রোণ, তুমি সর্ব্বদেবপূজিত, দিব্যৌষধিসমন্বিত এবং সর্ব্বদা মনুষ্যগণের জীবনপ্রদ। আমি কাশীবাসী মহামুনি হইয়াও তোমার সমীপে প্রার্থী হইয়া আসিয়াছি। আমার এইমাত্র প্রার্থনা যে, তুমি তোমার পুত্র গোবর্দ্ধনকে আমাকে দাও, ইহা ব্যতীত আমার অন্য কোন প্রয়োজন নাই। দেবদেব বিশ্বেশ্বরের যে কাশীনাম্নী মহাপুরী আছে, যেখানে পাপী মৃত হইলে সদ্যঃ সদ্যঃ পরম মুক্তি লাভ করে, যেখানে উত্তরবাহিনী গঙ্গা বিরাজিত, সাক্ষাৎ বিশ্বনাথ যেখানে বাস করেন, সেই স্থানে আমি তোমার লতাবৃক্ষ সমাকুল পুত্র গোবর্দ্ধনকে স্থাপন করতঃ তথায় তপস্যা করিব, এইরূপ বাসনা আমার হৃদয়ে উদিত হইয়াছে।'

মুনিবর পুলস্ত্যের এই বাক্য শ্রবণ করতঃ স্বসুতস্নেহবিহ্বল দ্রোণগিরি অশ্রুপূর্ণলোচনে মুনিকে বলিতে লাগিলেন—'হে মহামুনে, এই পুত্র আমার অতি প্রিয়, আমি পুত্রস্নেহবিহ্বল হইলেও আপনার শাপভয়ে ভীত হইয়া আমি পুত্রকে আপনার অভিপ্রায় জ্ঞাপন করিতেছি।' মুনিবরকে ইহা বলিয়া গিরীন্দ্র দ্রোণ তাঁহার পুত্ররত্ন গোবর্দ্ধনকে সম্বোধন করিয়া বলিতে লাগিলেন—'হে পুত্র, তুমি মুনিবরের সহিত ভারতে গমন কর। শুভ ভারত কর্ম্মক্ষেত্র, তথায় মনুষ্য ত্রিবর্গ, এমনকি সদ্যঃ মুক্তি লাভেও সমর্থ হয়।' গোবর্দ্ধন পিতৃমুখে মুনির অভিপ্রায় শ্রবণ করিয়া মুনিবর পুলস্ত্যকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন—'হে মুনে, আমি অষ্টযোজন দীর্ঘ, পঞ্চযোজন বিস্তৃত এবং দুই যোজন উচ্চ আমাকে আপনি কি করিয়া লইয়া যাইবেন?' তচ্ছ্রবনে পুলস্ত্য কহিলেন—'হে পুত্র, তুমি আমার হস্তে উপবেশন করিয়া যথাসুখে গমন কর, আমি আমার এই হস্তে করিয়া তোমাকে কাশী পর্য্যন্ত বহন করিয়া লইয়া যাইব।' ইহা শুনিয়া গোবর্দ্ধন কহিলেন—'হে মুনিবর, আপনি পথে চলিতে চলিতে (ভারবোধে) আমাকে যেস্থলে ভূমিতে স্থাপন করিবেন, আমি সেস্থলেই থাকিয়া যাইব, তথা হইতে আর উত্থিত হইব না, ইহা আমার শপথ জানিবেন।' পুলস্ত্য কহিলেন—'হে বৎস, আমি শাল্মলীদ্বীপ হইতে কোশলদেশ পর্য্যন্ত পথিমধ্যে তোমাকে কোথায়ও হস্ত হইতে নামাইব না, ইহা আমারও শপথ জানিবে।'

তখন মহাচল গোবর্দ্ধন অশ্রুপূর্ণনেত্রে পিতা দ্রোণকে প্রণাম করিয়া মুনিবরের করতলে আরোহণ করিলেন। মুনিবর মানবগণকে নিজ তেজঃ প্রদর্শন করিতে করিতে গোবর্দ্ধনকে দক্ষিণ করে ধারণ করতঃ ধীরে ধীরে গমন করিতে করিতে ব্রজমণ্ডলে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। জাতিস্মর গিরিগোবর্দ্ধন পথিমধ্যে চিন্তা করিতে করিতে মনে মনে কহিতে লাগিলেন—'অসংখ্যব্রহ্মাণ্ডপতি পরিপূর্ণতম সাক্ষাৎ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং এই ব্রজে অবতীর্ণ হইবেন; এস্থানে তিনি গোপালবালকগণের সহিত বাল্য ও কৈশোরলীলা এবং দানলীলা মানলীলাদি কত লীলা করিবেন, সুতরাং আমি এই যমুনাতটবর্ত্তী ব্রজভূমি ছাড়িয়া অন্য কোথাও যাইব না। শ্রীকৃষ্ণ শ্রীগোলোক ধাম হইতে শ্রীরাধার সহিত এখানে আসিবেন। আমি তাঁহাদের দর্শনলাভে কৃতকৃত্য হইব।' মনে মনে এইরূপ স্থির করিয়া গিরিরাজ মুনিবরের করদেশে এরূপ ভূরিভার প্রদান করিলেন যে, মুনিবর অত্যন্ত ভারপীড়িত হইয়া শ্রান্ত হইয়া পড়িলেন এবং পূর্ব্ব প্রতিজ্ঞাও বিস্মৃত হইয়া শৈলরাজকে হস্ত হইতে নামাইয়া সেই ব্রজমণ্ডলে স্থাপনপূর্ব্বক নিঃশঙ্কচিত্তে শৌচাদি কৃত্য সম্পাদনার্থ গমন করিলেন। অতঃপর মুনিবর শৌচ, স্নান, জপাদি কৃত্য সমাপনান্তে গিরিরাজের নিকট আসিয়া তাঁহাকে গাত্রোত্থান করতঃ পূর্ব্ববৎ তাঁহার করতলোপরি অধিরোহণ করিতে বলিলেন। কিন্তু গিরিরাজ উঠিলেন না। মুনি স্বীয় তেজোবলে তাঁহাকে করে ধারণ করিবার চেষ্টা করিলেন। দ্রোণনন্দন তাঁহার বহু কাতর বাক্যেও এক অঙ্গুলিমাত্রও নড়িলেন না। মুনিকে পূর্ব্বশপথ স্মরণ করাইয়া বলিলেন—এবিষয়ে আমার ত' কোনই দোষ নাই, আপনিই ত' আমাকে এইস্থানে স্থাপন করিয়াছেন। আমাকে কোথায়ও নামাইলে আমি সেস্থান হইতে আর উত্থিত হইব না, ইহা ত' আমি পূর্ব্বেই আপনার নিকট শপথ করিয়া বলিয়াছি।'

গিরিরাজের এইরূপ নির্ম্মম বচনে মুনিশার্দ্দূল পুলস্ত্য

ক্রোধে প্রচলিতেন্দ্রিয় হইয়া—ওষ্ঠ কম্পিত করিয়া দ্রোণ-পুত্রকে অভিশাপ প্রদান করিলেন—

'গিরে ত্বয়াতিধৃষ্টেন ন কৃতো মে মনোরথঃ।
তস্মাত্তু তিলমাত্রং হি নিত্যং ত্বং ক্ষীণতাং ব্রজ॥'

[অর্থাৎ হে গিরে, তুমি অত্যন্ত ধৃষ্টতা করিয়া আমার মনোরথ পূরণ করিলে না, এই হেতু প্রতিদিন তুমি এক এক তিল করিয়া ক্ষয় প্রাপ্ত হও।]

পুলস্ত্য ঋষি এইরূপ অভিশাপ দানান্তর কাশী চলিয়া গেলে শ্রীগোবর্দ্ধন গিরিরাজ তদবধি এক এক তিল করিয়া প্রতিদিন ক্ষীণ হইতে লাগিলেন।

সন্নন্দ নন্দ মহারাজকে উপলক্ষ্য করিয়া শ্রীগোবর্দ্ধন গিরিরাজের এইরূপ আবির্ভাবলীলাকথা বর্ণনপূর্ব্বক কহিলেন—'যৎকালপর্য্যন্ত ভূতলে ভাগীরথী গঙ্গা ও গিরি-গোবর্দ্ধন বিদ্যমান থাকিবেন, তৎকালপর্য্যন্ত কলি তাঁহার প্রভাব বিস্তার করিতে পারিবে না।'

শ্রীভগবান্ ব্রজেন্দ্রনন্দনের শৈলবিগ্রহস্বরূপ শ্রীগিরি-রাজ গোবর্দ্ধনের পুলস্ত্য মুনির অভিশাপে এইরূপ তিল তিল মাত্র করিয়া অন্তর্দ্ধান বা আত্মগোপন-ব্যাপার তাঁহার অচিন্ত্য লীলাবিলাসমাত্র। পুলস্ত্য-ঋষিকে উপলক্ষ্যমাত্র করিয়া শ্রীভগবানের এই শ্রীব্রজ-মণ্ডলে আবির্ভাব-লীলা তাঁহারই নিরঙ্কুশ ইচ্ছা-প্রসূতা। স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণই অধুনা কার্ষ্ণস্বরূপে নিজেই নিজলীলার উপকরণস্বরূপ হইয়া কৃষ্ণসেবাদর্শ প্রদর্শন করিতেছেন, আবার 'আমি শৈল, আমি শৈল' বলিতে বলিতে কৃষ্ণস্বরূপে ব্রজবাসীর স্বারসিকী পূজা স্বীকার পূর্ব্বক ব্রজ-বাসীর প্রতি স্বীয় স্বাভাবিকী প্রীতি-প্রকাশ করিতেছেন।

শ্রীশ্রীরূপরঘুনাথের এই শ্রীগিরিগোবর্দ্ধনপ্রীতি অব-র্ণনীয়। শ্রীরূপ বলিতেছেন—

'বিভ্রাণো যঃ শ্রীভুজদণ্ডোপরি ভর্ত্তু-
শ্ছত্রীভাবং নাম যথার্থং স্বমকার্ষীৎ।
কৃষ্ণোপজ্ঞং যস্য মখস্তিষ্ঠতি সোঽয়ং
প্রত্যাশাং মে ত্বং কুরু গোবর্দ্ধন পূর্ণাম্॥'

[অর্থাৎ যিনি ভর্ত্তা শ্রীকৃষ্ণের শ্রীভুজদণ্ডোপরিস্থিত হইয়া ছত্রীভাব ধারণ করতঃ গিরিরাজ নামের সার্থ-কতা সম্পাদন করিয়াছেন এবং যে গিরিরাজের যজ্ঞ শ্রীকৃষ্ণেরই প্রথম পরিজ্ঞাত, সেই গোবর্দ্ধন, তুমি আমার প্রত্যাশা পূর্ণ কর।]

'ঝমজ্ঝমিতি বর্ষতি স্তনিতচক্রবিক্রীড়য়া
বিমুষ্টরবিমণ্ডলে ঘনঘটাভিরাখণ্ডলে।
ররক্ষ ধরণীধরোদ্ধৃতিপটুঃ কুটুম্বানি যঃ
স দারয়তু দারুণং ব্রজপুরন্দরস্তে দরম্॥'

[অর্থাৎ 'ইন্দ্রপ্রেরিত মেঘগণ গভীর গর্জ্জনপূর্ব্বক সূর্য্যমণ্ডল আচ্ছাদন করিয়া ঝম্ ঝম্ শব্দে বৃষ্টি আরম্ভ করিলে যিনি গোবর্দ্ধনকে ঊর্দ্ধে ধারণ করিয়া আত্মীয়-জন রক্ষা করিয়াছেন, সেই ব্রজপুরন্দর শ্রীকৃষ্ণ তোমার নিখিল ভয় মোচন করুন।'

শ্রীগোবর্দ্ধনোদ্ধরণ ভক্তবৎসল গিরিধারী তাঁহার অশোকাভয়ামৃত শ্রীপাদপদ্মে শরণাগত ভক্তকে সর্ব্বদাই রক্ষা করিয়া থাকেন, অভয় দান করেন। কিন্তু মাদৃশ দুর্জ্জনের সেই শরণাগতিই বা কোথায়? তাই তচ্চরণে প্রার্থনা, তিনি অহৈতুকী কৃপা প্রকাশপূর্ব্বক তন্নিজজন শ্রীরূপরঘুনাথপাদপদ্মে এবং সেই শ্রীরূপরঘুনাথানুগবর্য্য গুরুপাদপদ্মে রতিমতি প্রদান করিয়া তন্মাধ্যমে মাদৃশ জীবাধমের প্রতি কৃপাদৃষ্টিপাত করুন।]

শ্রীশ্রীরঘুনাথ শ্রীগোবর্দ্ধনাশ্রয় প্রার্থনা করিতে করিতে বলিতেছেন—

'সপ্তাহং মুরজিৎকরাম্বুজপরিভ্রাজৎ কনিষ্ঠাঙ্গুলি
প্রোদ্যদ্বল্গুবরাটকোপরি মিলন্মুগ্ধদ্বিরেফোঽপি যঃ।
পাথঃক্ষেপকশক্রনক্রমুখতঃ ক্রোড়ে ব্রজং দ্রাগপাৎ
কস্তং গোকুলবান্ধবং গিরিবরং গোবর্দ্ধনং নাশ্রয়েৎ॥'

[অর্থাৎ 'যিনি সপ্তাহকাল শ্রীকৃষ্ণের করপদ্মস্থিত কনিষ্ঠাঙ্গুলিরূপ পদ্মকোষে মুগ্ধভ্রমরের ন্যায় অবস্থিত হইয়া অতিবৃষ্টিকারি শক্ররূপ নক্রমুখ হইতে ব্রজমণ্ডলকে রক্ষা করিয়াছেন, সেই গোকুলবান্ধব গিরিধর গোবর্দ্ধনকে কোন্ প্রাণী সেবা না করে?']

'গিরিনৃপ হরিদাসশ্রেণীবর্য্যেতিনামা-
মৃতমিদমুদিতং শ্রীরাধিকাবক্ত্রচন্দ্রাৎ।
ব্রজনবতিলকত্বে কৢপ্তবেদৈঃ স্ফুটং মে
নিজনিকটনিবাসং দেহি গোবর্দ্ধন ত্বম্॥'

[অর্থাৎ "হে গিরিরাজ, যখন শ্রীরাধিকার মুখচন্দ্র

হইতে 'হন্তায়মদ্রিরবলা হরিদাসবর্য্যঃ' অর্থাৎ হে অবলাগণ! এই পর্ব্বত হরিদাস সকলের মধ্যে শ্রেষ্ঠ, এই ভাগবতীয় পদ্যে তোমার এই নামরূপ অমৃত প্রকাশ পাইয়াছে, তখন তুমি বেদাদি সকল শাস্ত্রকর্তৃক ব্রজের নূতন তিলকস্বরূপে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছ, অতএব আমার এই প্রার্থনা যে তুমি আমাকে নিজ নিকটে নিবাস প্রদান কর।"]

শ্রীশ্রীরূপরঘুনাথানুগত্যে সুতরাং শ্রীরূপরঘুনাথানুগবর্য্য শ্রীগুরুপাদপদ্মানুগত্যে মাদৃশ জীবাধমেরও শ্রীগোকুলবান্ধব গিরিবর গোবর্দ্ধনচরণে ইহাই প্রার্থনা, তিনি যেন তাঁহার এই দীনাতিদীন মূর্খাদপি মূর্খ ভৃত্যানুভৃত্যাধমকে যাবতীয় অভক্তিপর কুরাদ্ধান্তধ্বান্ত হইতে রক্ষা করিয়া সর্ব্বক্ষণ শ্রীগুরুপাদপদ্মের শুদ্ধভক্তিসিদ্ধান্তলোকে সমুদ্ভাসিত হইবার সৌভাগ্য এবং সকল দম্ভ অহঙ্কার পরিত্যাগ-পূর্ব্বক শ্রীহরিগুরুবৈষ্ণবসেবায় উত্তরোত্তর বর্দ্ধমানা রতি প্রদান করেন।

শ্রীশ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ মনঃশিক্ষায় গাহিয়াছেন—

"গুরুদেবে, ব্রজবনে, ব্রজভূমিবাসী জনে,
শুদ্ধভক্তে, আর বিপ্রগণে।
ইষ্টমন্ত্রে, হরিনামে, যুগলভজনকামে,
কর রতি অপূর্ব্ব যতনে॥
ধরি মন চরণে তোমার।
জানিয়াছি এবে সার, কৃষ্ণভক্তি বিনা আর,
নাহি ঘুচে জীবের সংসার॥
কর্ম্ম, জ্ঞান, তপঃ, যোগ, সকলই ত' কর্ম্মভোগ,
কর্ম্ম ছাড়াইতে কেহ নারে।
সকল ছাড়িয়া ভাই, শ্রদ্ধাদেবীর গুণ গাই,
যাঁর কৃপা ভক্তি দিতে পারে॥
ছাড়ি' দম্ভ অনুক্ষণ, স্মর অষ্টতত্ত্ব মন,
কর তাহে নিষ্কপট রতি।
সেই রতি প্রার্থনায়, শ্রীদাস গোস্বামী পায়,
এ ভক্তিবিনোদ করে নতি॥"

সম্বন্ধজ্ঞান ও গৌরকথা

[মহোপদেশক শ্রীমন্মঙ্গলনিলয় ব্রহ্মচারী বি, এস্‌-সি, বিদ্যারত্ন]

(৯)
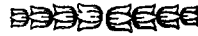
অখণ্ড কাল-প্রবাহ জীবকোটী ও ব্রহ্মাণ্ডকোটির উপর দিয়া সতত প্রবহমান। জীবকোটীর শুভাশুভ কর্ম্মজাত প্রতিক্রিয়ার ফলস্বরূপ ত্রিগুণাত্মক ভাবসমূহ বহন করিয়া মহাকাল কিছু সময়ের জন্য 'বায়ুর্গন্ধানিবাশয়াৎ' বৎ সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর, কলি আদি নাম ধারণ করতঃ ব্রহ্মাণ্ডবাসিগণের নিকট 'যুগবার্ত্তাবাহী'-রূপে পরিচিত হইলেও তাঁহার মৌলিক স্বচ্ছতা ও অখণ্ডতা কখনও মলিন হয় না। কালের অখণ্ডতার মধ্যে অখণ্ডভাবের সংরক্ষণে যে অখণ্ড বস্তুর সাক্ষাৎকারের কথা সাধুশাস্ত্র কীর্ত্তন করিয়া থাকেন, তাহা ত্রিকাল-সত্য শ্রীভগবল্লীলা। শ্রীগৌরলীলার কীর্ত্তনে শ্রীমদ্ বৃন্দাবন দাস ঠাকুর মহাশয় গাহিয়াছেন—"নমস্ত্রিকাল-সত্যায় জগন্নাথসুতায় চ। স-ভৃত্যায় স-পুত্রায় স-কলত্রায় তে নমঃ॥" "অদ্যাপিহ চৈতন্য এ সব লীলা করে। যা'র ভাগ্যে থাকে, সে দেখয়ে নিরন্তরে॥" শ্রীভগবানের অনন্ত লীলা-প্রবাহের মধ্যে শ্রীগৌরলীলা-প্রবাহও দেশকাল-পাত্রাপাত্র-নির্ব্বিচারে সকলের উপর দিয়া সর্ব্বক্ষণ প্রবাহিত থাকিয়া নিরাশ্রয় জীবকুলের পরম আশ্রয়রূপে একই শ্রীবিগ্রহে যুগপৎ শরণাগতের ও শরণ্যের শিক্ষা বিস্তার করতঃ অর্থাৎ একই স্বরূপে বিষয়-আশ্রয়-ভাবের লীলা অভিনয় করতঃ কখনও 'গৃহিজনশিক্ষক'রূপে, কখনও 'ন্যাসিকুলনায়ক'রূপে, কখনও বা স্বয়ং বিষয়বিগ্রহ হইয়াও 'রাধাভাবপুর' মাধবরূপে প্রতিভাত হইতেছেন। আশ্রয়ের ভাবে মগ্ন হইয়া সর্ব্বদাই শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনতনু প্রকট করতঃ শ্রীগৌররায় তাঁহাতে শ্রীকৃষ্ণপ্রেমের সাত্ত্বিক বিকার সমূহের প্রকাশে

স্বয়ং কৃষ্ণপ্রেম আস্বাদন করিতেছেন এবং জীবজগৎকেও কৃষ্ণান্বেষণপরা শিক্ষা দিতেছেন। ঈদৃশ কৃষ্ণান্বেষণ-চেষ্টা কেবল বদ্ধজীবকুলের জন্যই মাত্র নহে, পরন্তু ইহা যে মুক্তকুলেরও পরম উপাস্য, তাহাই শিক্ষা দিতেছেন। এই অসমোর্দ্ধ প্রচেষ্টার মধ্যে কোনপ্রকার অন্যমনস্কতা ও কপটতাই তিনি বরদাস্ত করেন নাই। শ্রীগৌর-লীলার বৈশিষ্ট্য এই যে, ভগবানের অন্যান্য লীলায় বিষয়-আশ্রয়ের রূপগুলি পরস্পর মৌলিক ও স্বতন্ত্র হইলেও অর্থাৎ বিষয়-বিগ্রহে, বিষয়-বিগ্রহেরই ক্রিয়া এবং আশ্রয়ে আশ্রয়েরই ক্রিয়া পরিলক্ষিত হইলেও শ্রীগৌরবিগ্রহে তাহা অচিন্ত্যরূপে একাকারপ্রাপ্ত অর্থাৎ বিষয়-আশ্রয়ের মিলিতভাবপ্রাপ্ত।

শ্রীমুকুন্দদত্ত মহাপ্রভুর সঙ্কীর্ত্তন আরম্ভের সময় হইতেই তাঁহার কীর্ত্তন-প্রচারের সঙ্গী। তিনি সুকণ্ঠ কীর্ত্তনীয়া, মহাপ্রভুকে প্রত্যহ কীর্ত্তন শুনাইয়া আনন্দ প্রদান করেন। সর্ব্ব বৈষ্ণবেরই স্নেহের ও সম্মানের পাত্র তিনি। শ্রীগৌরসুন্দরও এযাবৎ তাঁহার ব্যবহারে ও আচরণে কখনও কোনও প্রকার আপত্তি করেন নাই। আজ এক অভিনব দিন; শ্রীমন্ মহাপ্রভু নিত্যানন্দসঙ্গে শ্রীবাসগৃহে আগমন করিয়াছেন। বৈকুণ্ঠ-যুগলের অঙ্গকান্তিতে ও সৌরভে দশদিক্ উদ্ভাসিত ও আমোদিত হইয়াছে, তাঁহাদের ওষ্ঠাধরে ও নয়ন-কমলে আজ যেন কিছু বৈলক্ষণ্যের প্রকাশ অনুভূত হইতেছে। তাহা অভূতপূর্ব্ব ও অত্যদ্ভুত বলিয়াই মনে হইতেছে। ভাব বুঝিয়া ভক্তগণ কীর্ত্তন আরম্ভ করিয়াছেন। আজ আর আশ্রয়-ভাবের কোন লক্ষণ নাই, 'রাজ-রাজেশ্বর ভাব'! সাক্ষাৎ পরতত্ত্ব বিষয়-বিগ্রহ শ্রীগৌরহরি সর্ব্ব সমক্ষেই শ্রীবিষ্ণু-খট্টায় আরোহণ করিলেন। শ্রীমন্ নিত্যানন্দপ্রভু সঙ্গে সঙ্গে মস্তকো-পরি ছত্র ধারণ করিলেন, কেহ চামর ব্যজন করিতে লাগিলেন। অভিষেকের আদেশ হইলে শ্রীঅদ্বৈত-শ্রীবাসাদি ভক্তবৃন্দ পরমানন্দসহকারে 'পুরুষসূক্ত' মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া অষ্টোত্তরশত ঘট গঙ্গোদকে শ্রীমন্ মহাপ্রভুর মহাভিষেক সম্পন্ন করিলেন, দশাক্ষরীয় গোপাল-মন্ত্রের বিধিমতে ষোড়শোপচারে তাঁহার পূজা করিলেন; বহুবিধ স্তুতি, নতি ও বন্দনাদি হইতে লাগিল। শ্রীগৌরসুন্দর একইভাবে সপ্তপ্রহরব্যাপী শ্রীবিষ্ণু-সিংহাসনে উপবেশন করতঃ বিষ্ণুর সকল অবতারের রূপ-সমূহ ভক্তগণকে প্রদর্শন করাইতে লাগিলেন। চারিদিকে মহা জয় জয় ধ্বনি উত্থিত হইল। শ্রীগৌর-হরি বিবিধ ঐশ্বর্য্য প্রকাশ করিয়া ভক্তগণের সুখ বিধানার্থ শ্রীঅদ্বৈত, শ্রীবাস ও শ্রীগঙ্গাদাসাদি ভক্তবৃন্দের পূর্ব্ব বৃত্তান্ত সমূহের বর্ণন করিতে লাগিলেন। শ্রীঅদ্বৈতকে তাঁহার পূর্ব্ব মনোভাব স্মরণ করাইয়া দিয়া অদ্বৈতের গীতা অধ্যাপনায় সর্ব্বত্র ভক্তি-ব্যাখ্যা, কোন কোন শ্লোকের ভক্তিপর অর্থের অপ্রতীতিতে উপবাস, স্বপ্নে মহাপ্রভুর দর্শন দান এবং পাঠ ও যথাযোগ্য অর্থ বর্ণন করিয়া উপবাসের নিষেধ প্রভৃতির কথা উল্লেখ করিলেন এবং "সর্ব্বতঃ পাণিপাদস্তৎ" শ্লোকের পাঠ সংশোধন করিয়াছিলেন, তাহাও বলিলেন।

শ্রীবাসের দিকে তাকাইয়া বলিলেন,—

"আরে পড়ে তোর মনে।
ভাগবত শুনিলি যে দেবানন্দস্থানে॥
পদে পদে ভাগবত—প্রেমরসময়।
শুনিয়া দ্রবিল অতি তোমার হৃদয়॥
উচ্চৈঃস্বরে করি' তুমি লাগিলা কাঁদিতে।
বিহ্বল হইয়া তুমি পড়িলা ভূমিতে॥
অবোধ পড়ুয়া ভক্তিযোগ না বুঝিয়া।
বল্‌গিয়া কান্দয়ে কেনে,—না বুঝিল ইহা॥
বাহ্য নাহি জান তুমি প্রেমের বিকারে।
পড়ুয়া তোমারে নিল বাহির দুয়ারে॥
দেবানন্দ ইথে না করিল নিবারণ।
গুরু যথা অজ্ঞ, সেইমত শিষ্যগণ॥
বাহির দুয়ারে তোমা এড়িল টানিয়া।
তবে তুমি আইলা পরম দুঃখ পাঞা॥
দুঃখ পাই' মনে তুমি বিরলে বসিলা।
আরবার ভাগবত চাহিতে লাগিলা॥
দেখিয়া তোমার দুঃখ শ্রীবৈকুণ্ঠ হইতে।
আবির্ভাব হইলাম তোমার দেহেতে॥

তবে আমি এই তোর হৃদয়ে বসিয়া।
কাঁদাইলুঁ সে আমার প্রেমযোগ দিয়া॥
আনন্দ হইল দেহ শুনি' ভাগবত।
সব তিতি' স্থান হৈল বরিষার মত॥
অনুভব পাইয়া বিহ্বল শ্রীনিবাস।
গড়াগড়ি যায়, কান্দে, বহে ঘনশ্বাস॥"

(চৈঃ ভাঃ মধ্যঃ ৯।৯০-১০১)

গঙ্গাদাসে দেখি বলে—"তোর মনে জাগে?
রাজভয়ে পলাইস্ যবে নিশাভাগে?
সর্ব্বপরিবার-সনে আসি' খেয়াঘাটে।
কোথাও নাহিক নৌকা পড়িলা সঙ্কটে॥
রাত্রিশেষ হইল, তুমি নৌকা না পাইয়া।
কান্দিতে লাগিলা অতি দুঃখিত হইয়া॥
মোর আগে যবনে স্পর্শিবে পরিবার।
গঙ্গা প্রবেশিতে মন হইল তোমার॥
তবে আমি নৌকা নিয়া খেয়ারির রূপে।
গঙ্গায় বাহিয়া যাই তোমার সমীপে॥
তবে তুমি নৌকা দেখি' সন্তোষ হইলা।
অতিশয় প্রীত করি' কহিতে লাগিলা॥
"আরে ভাই, আমারে রাখহ এইবার।
জাতি, প্রাণ, ধন, দেহ,—সকল তোমার॥
রক্ষা কর, পরিকর-সঙ্গে কর পার।
এক তঙ্কা, এক জোড় বখ্সীস্ তোমার॥
তবে তোমা সঙ্গে পরিকর করি' পার।
তবে নিজ বৈকুণ্ঠে গেলাম আরবার॥"
শুনি' ভাসে গঙ্গাদাস আনন্দ সাগরে।
হেন লীলা করে প্রভু গৌরাঙ্গসুন্দরে॥
গঙ্গায় হইতে পার চিন্তিলে আমারে।
মনে পড়ে, পার আমি করিল তোমারে॥
শুনিয়া মূর্চ্ছিত গঙ্গাদাস গড়ি' যায়।
এই মত কহে প্রভু অতি অমায়ায়॥

ঐ ১০৯-১২০

এইমত থোড়, কলা, মোচাবেচা প্রচ্ছন্ন মহাভাগবত শ্রীধরকে, শ্রীরামৈকনিষ্ঠ ভক্ত মুরারিকে, নামাচার্য্য শ্রীল হরিদাস ঠাকুরকে এবং আরও বহুতর নর্ম্ম-ভক্তকে তিনি নিজ সমক্ষে আহ্বান করিয়া তাঁহাদের মহিমা শংসন করতঃ ভক্তজন-আকাঙ্ক্ষিত নিজরূপ দর্শন করাইলেন। কদাচিৎ কোন ভক্ত সেই স্থানে উপস্থিত না থাকিলে, মহাপ্রভু নিজ ভক্ত প্রেরণ করতঃ তাঁহাকে নিজ সমক্ষে আনয়ন করাইয়াও নিজ বৈকুণ্ঠরূপ দর্শনের সৌভাগ্য প্রদান করিলেন।

যখন শ্রীগৌরহরি সুদীর্ঘ সময়ব্যাপী এবম্প্রকার অত্যদ্ভুত লীলা করিতেছেন এবং বৈকুণ্ঠরূপের দর্শনে, স্পর্শনে ও সেবনে ভক্তগণের আনন্দের আর সীমা নাই, তখন শ্রীবাসের মনে বড়ই বিস্ময় হইল যে, মহাপ্রভু অমায়ায় আমার বাড়ীর অতীব তুচ্ছ দাসী বৈ আর কিছু নয় দুঃখীকে পর্য্যন্ত তাঁহার বৈকুণ্ঠরূপের দর্শন-দানে সুখী করিলেন, জন্ম জীবন তাহার ধন্য করিলেন, সকল ভক্তকেই তিনি 'পাতি' 'পাতি' করিয়া নিজ নিকটে আহ্বান করতঃ বৈকুণ্ঠরূপের দর্শন করাইলেন কিন্তু এপর্য্যন্ত তাঁহার অত্যন্ত প্রিয় ভক্ত প্রধান কীর্ত্তনীয়া মুকুন্দদত্তকে ত' তিনি আহ্বান করিলেন না! শ্রীবাস আর থাকিতে পারিলেন না, উচ্চ করিয়া বলিয়া উঠিলেন,—

শ্রীবাস বলেন,—"শুন জগতের নাথ।
মুকুন্দ কি অপরাধ করিল তোমাত?
মুকুন্দ তোমার প্রিয়, মো'সবার প্রাণ।
কেবা নাহি দ্রবে শুনি মুকুন্দের গান॥
ভক্তিপরায়ণ সর্ব্বদিকে সাবধান।
অপরাধ না দেখিয়া কর অপমান॥
যদি অপরাধ থাকে, তার শাস্তি কর।
আপনার দাসে কেনে দূরে পরিহর?
তুমি না ডাকিলে নারে সম্মুখ হইতে।
দেখুক তোমারে প্রভু, বল ভালমতে॥"
প্রভু বলে,—"হেন বাক্য কভু না বলিবা।
ও বেটার লাগি মোরে কভু না সাধিবা॥
'খড় লয়, জাঠি লয়,' পূর্ব্বে যে শুনিলা।
অই বেটা সেই হয়, কেহ না চিনিলা॥
ক্ষণে দন্তে তৃণ লয়, ক্ষণে জাঠি মারে।
ও খড় জাঠিয়া বেটা না দেখিবে মোরে॥"

মহাবক্তা শ্রীনিবাস বলে আর বার।
"বুঝিতে তোমার শক্তি কার অধিকার ?
আমরা ত' মুকুন্দের দোষ নাহি দেখি।
তোমার অভয় পাদপদ্ম তার সাক্ষী॥"
প্রভু বলে,—"ও বেটা যখন যথা যায়।
সেই মত কথা কহি' তথাই মিশায়॥
বাশিষ্ঠ পড়য়ে যবে অদ্বৈতের সঙ্গে।
ভক্তিযোগে নাচে গায় তৃণ করি দন্তে॥
অন্য সম্প্রদায়ে গিয়া যখন সান্তায়।
নাহি মানে ভক্তি, জাঠি মারয়ে সদায়॥
'ভক্তি হইতে বড় আছে,—ইহা যে বাখানে।
নিরন্তর জাঠি মোরে মারে সেই জনে॥
ভক্তি স্থানে উহার হইল অপরাধ।
এতেকে উহার হইল দরশনবাধ॥"
(চৈঃ ভাঃ মধ্য ১০।১৭৮-১৯২)

অন্তর্য্যামী প্রভুর এতাদৃশ কঠোর বচনের তাৎপর্য্য এই যে, জীবের চরম নিঃশ্রেয়স্ পঞ্চম পুরুষার্থ ভক্তি বা প্রেম একমাত্র ভগবদাশ্রিত তত্ত্ববিশেষ। ইহা অত্যন্ত দুর্ল্লভ বস্তু হইলেও ইহাই কল্যাণকামী জীবের ইহ ও পরকালের একমাত্র অন্বেষ্টব্য-বস্তু ও পরম আশ্রয়। তজ্জন্য জীব মাত্রেরই ইহাতে কোনপ্রকার ঔদাসীন্য থাকা উচিত নহে। সকল জীবের ইহাতে রুচি না হইলেও ভাগ্যক্রমে যাঁহাদের কিঞ্চিৎ রুচিও হইয়াছে, তাঁহাদের জন্যই ভগবানের এই হুঁসিয়ারী। কল্যাণকামিগণের হৃদয়ে কোনপ্রকার কপটতা ও অজ্ঞেয়তাবাদ স্থান না পায়, যাহা প্রেমভক্তি সাধনের পরম অন্তরায় —ইহাই প্রীতিগর্ভশাসনমূলে শ্রীমন্ মহাপ্রভুর সদিচ্ছা।

সাধুসঙ্গের অভাবে স্ব-স্বরূপ, পর-স্বরূপ ও বিরোধি-স্বরূপের যথার্থ জ্ঞানলাভে বঞ্চিত হইলে কোন সময়ে অভীষ্টের বিপরীতমুখী প্রচেষ্টাও হইয়া যায় এবং তাহাতে অভীষ্টপ্রাপ্তিতে বিলম্ব হইয়া পড়ে। এইজন্য উক্ত স্বরূপ-ত্রয়ের শুদ্ধবোধ ও তাহাদের পরস্পরের মধ্যে শুদ্ধ সম্বন্ধ-জ্ঞানের বিশেষ প্রয়োজন। যতই উহা শুদ্ধ ও সুস্পষ্ট হইবে, ততই প্রেমধর্ম্মের অনুশীলন সাফল্যমণ্ডিত হইবে। উক্ত বিষয়ে যথার্থ জ্ঞানের অভাবে অজ্ঞানতাবশে কখনও কোন পক্ষকে সমর্থন বা অসমর্থন করা অন্ধকারে বস্তু অন্বেষণের ন্যায় অথবা অন্ধের বস্তুবিষয়ের উপর মন্তব্যের ন্যায় সর্ব্বৈব অপূর্ণতাই আনয়ন করে। এবম্প্রকার ব্যক্তি কোন সময়ে চিজ্জড় সমন্বয়বাদী সাজিয়া তত্ত্বান্ধজনগণ হইতে জড়ীয় প্রতিষ্ঠা সংগ্রহে ব্যস্ত হইয়া পড়ে, কোন সময়ে বা মায়াবাদের সমর্থনে জীব-ব্রহ্মবাদীর সজ্জায় নিজকে ব্রহ্ম মনে করিয়া দাম্ভিক-চূড়ামণি হইয়া পড়ে, আবার কখনও বা কপট ভক্তের সজ্জায় কৃত্রিম দৈন্য প্রকাশ করিয়া প্রেমধন হইতে চিরবঞ্চিতই থাকে। এই সমুদয় প্রচেষ্টাই বিপ্রলিপ্সা বা কপটতামূলেই মাত্র সঞ্জাত হয়, যাহাকে 'অজ্ঞান-তমঃ' বলিয়াই মাত্র অভিহিত করা যায়। জীবের নিত্য-মঙ্গল ইহার কোনটী হইতেই লভ্য হয় না। এখানে কীর্ত্তনীয়া মুকুন্দকে উপলক্ষ্য করিয়া মহাপ্রভু নিঃশ্রেয়সার্থি-জনকে শিক্ষা দিতেছেন যে, যাহারা 'খড়জাঠিয়া' অর্থাৎ সময়ে যাহারা শুদ্ধভক্তের ঈশ্বর পরিচর্য্যাজাত শুদ্ধ ও নিরুপাধিক দৈন্যের অনুকরণে দন্তে তৃণ ধারণ করতঃ বাহ্যে 'আঁকুপাঁকু' ভাবযুক্ত ও অন্তরে দম্ভ-পরায়ণ এবং ঈশ্বরপদবীরও তাড়নকারী ঈশ্বরাভিমানী, তাহাদের ঈশ্বরাভিমান যেমন মিথ্যা, তদ্রূপ তাহাদের দৈন্যও মিথ্যা। নিষ্কিঞ্চন মহতের সেবা করিতে করিতে ঈশ্বরের নিরুপাধিক কর্ত্তৃত্ব দর্শনে নিজের প্রকৃতি-সংসর্গজাত কর্ত্তৃত্বাভিমানের ঔপাধিকতা ও তুচ্ছতা অনুভবের বিষয় হইলেই মাত্র হৃদয়ে নিষ্কপট দৈন্যের উদয় হয়। এবম্বিধ দৈন্যই শুদ্ধপ্রেমের ভূমিকা। ভক্তি বা প্রেমই ভগবানের নিকট লইয়া যায় ও ভগবদ্দর্শন করায় এবং এই প্রেমেরই বশ ভগবান্। "ভক্তিরেবৈনং নয়তি ভক্তিরেবৈনং দর্শয়তি ভক্তিবশঃ পুরুষো ভক্তিরেব ভূয়সী॥" (মাঠর-শ্রুতি বচন)। তজ্জন্যই প্রেম-প্রকরণে কোনপ্রকার পাঁচমিশালি বা খিচুড়ী ভাবের প্রশ্রয় নাই। মুকুন্দ পর্দ্দার অন্তরালে থাকিয়া মহাপ্রভুর গম্ভীর বচন শ্রবণ করিলেন। মনে গভীর দুঃখের রেখাপাত করিল মুকুন্দের। তাঁহার ইচ্ছা হইল তিনি তৎক্ষণাৎ আত্মহত্যা করেন, কিন্তু তন্মুহূর্ত্তেই তাঁহার একটী বিশেষ ইচ্ছা জাগিল কতকাল পরে

তিনি শ্রীগৌরহরির দর্শন লাভ করিতে সমর্থ হইবেন? শ্রীবাসের নিকট তিনি ইহা নিবেদন করিলে শ্রীবাস তৎক্ষণাৎ উহা শ্রীমন্মহাপ্রভুর নিকট নিবেদন করিলেন। মহাপ্রভুও তৎক্ষণাৎ বলিয়া উঠিলেন,—

"আর যদি কোটী জন্ম হয়।
তবে মোর দর্শন পাইবে নিশ্চয়॥"

মুকুন্দ অন্তরাল হইতেই শ্রীমুখোক্তিতে 'নিশ্চয়-প্রাপ্তির' কথা শ্রবণান্তর 'পাইব' 'পাইব' বলিয়া পরমোল্লাসভরে মহানৃত্য করিতে লাগিলেন। প্রভুর মুখে 'কোটি' জন্মের পরে ভক্তি লভ্য হইবে এবং ভগবদ্দর্শন লাভ ঘটিবে জানিয়া মুকুন্দ আনন্দিত হইলেন। যেহেতু ভক্তগণের বিচারে মায়বাদিগণের নিত্য বিনাশ সংঘটিত হয় বলিয়া কোনদিনই তাহারা ভক্তির অধিকারী হইবে না—এই ব্যবস্থার অধীন হইতে হইল না জানিয়াই মুকুন্দের পরম সুখ। 'জীবের নিত্যাবৃত্তি ভক্তি নির্ভেদব্রহ্মানুসন্ধানের ফলপ্রাপ্তিকালে চিরতরে বিলুপ্ত হয়' বিচার মুকুন্দের চিন্তাস্রোতের মধ্যে আগত হওয়ায় যে নৈরাশ্য উপস্থিত হইয়াছিল, তাহা হইতে কোটি জন্মে ভক্তি লাভ হইবে—এই আশ্বাস-বাণীতে উদ্ধার লাভ করিয়া মুকুন্দের পরানন্দ সুখের উদয় হইল। শ্রীচৈতন্যের অপার করুণা স্মরণ করিয়া প্রেমবিহ্বল চিত্তে তিনি প্রচণ্ড নৃত্য করিতে লাগিলেন। দর্শন-প্রাপ্তি ঘটিবে ইহাই মুকুন্দের উল্লাসের কারণ। প্রভুর আজ্ঞা হইল—"মুকুন্দেরে আনহ সত্বর॥" দুঃসঙ্গ নির্ম্মুক্ত হইবার জন্য কালের যে একটা সুদীর্ঘ ব্যবধান শ্রীভগবৎ কর্ত্তৃক নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল, তাহা শ্রীভগবদ্বাক্যে সুদৃঢ় বিশ্বাস ও উল্লাসের ফলে নিমেষ মাত্রেই পর্য্যাবসান লাভ করিল; দুঃসঙ্গের ঘনঘটা কাটিয়া গেল, শ্রীভগবদ্দর্শনের অধিকার প্রাপ্তি হইল এবং 'তদ্দূরে তদ্বন্তিকে'—শাস্ত্রবাক্য সিদ্ধ হইল।

মুকুন্দ নিকটে আসিলে মহাপ্রভু তাঁহাকে বিবিধ আশ্বাসন বাক্যে পরমপ্রীতিসহকারে তাঁহার মহিমা শংসন করিলেও মুকুন্দ নিজকে ধিক্কার দিয়া ক্রন্দন করিতে করিতে বলিতে লাগিলেন,—

"ভক্তি না মানিলুঁ মুক্তি এই ছার মুখে।
দেখিলেই ভক্তি-শূন্য কি পাইব সুখে?
বিশ্বরূপ তোমার দেখিল দুর্য্যোধন।
যাহা দেখিবারে বেদে করে অন্বেষণ॥
দেখিয়াও সবংশে মরিল দুর্য্যোধন।
না পাইল সুখ, ভক্তিশূন্যের কারণ॥
হেন ভক্তি না মানিল আমি ছার মুখে।
দেখিলে কি হৈব আর মোর প্রেমসুখে?
যখনে চলিলা তুমি রুক্মিণী হরণে।
দেখিল নরেন্দ্র তোমা গরুড়বাহনে॥
অভিষেকে হৈল রাজ রাজেশ্বরের নাম।
দেখিল নরেন্দ্র সব জ্যোতির্ম্ময়-ধাম॥
ব্রহ্মাদি দেখিতে যাহা করে অভিলাষ।
বিদর্ভ—নগরে তাহা করিলা প্রকাশ॥
তাহা দেখি' মরে সব নরেন্দ্রের গণ।
না পাইল সুখ,—ভক্তিশূন্যের কারণ॥
সর্ব্বযজ্ঞময় রূপ—কারণ শূকর।
আবির্ভাব হইলা তুমি জলের ভিতর॥
অনন্ত পৃথিবী লাগি' আছয়ে দশনে।
যে প্রকাশ দেখিতে দেবের অন্বেষণে॥
দেখিলেক হিরণ্য অপূর্ব্ব দরশন।
না পাইল সুখ, ভক্তিশূন্যের কারণ॥
আর মহাপ্রকাশ দেখিল তার ভাই।
মহাগোপ্য, হৃদয়ে শ্রীকমলার ঠাঞি॥
অপূর্ব্ব নৃসিংহ-রূপ কহে ত্রিভুবনে।
তাহা দেখি' মরে ভক্তিশূন্যের কারণে॥
হেন ভক্তি মোর ছার মুখে না মানিল।
এ বড় অদ্ভুত,—মুখ ঘসি' না পড়িল॥
কুব্জা, যজ্ঞপত্নী, পুরনারী, মালাকার।
কোথায় দেখিল তারা প্রকাশ তোমার?
ভক্তিযোগে তোমারে পাইল তারা সব।
সেইখানে মরে কংস দেখি' অনুভব॥
হেন ভক্তি মোর ছার মুখে না মানিল।
এই বড় কৃপা তোর,—তথাপি রহিল॥
এই ভক্তি-প্রভাবে শ্রীঅনন্ত মহাবলী।

অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড ধরে হই' কুতূহলী॥
সহস্রফণার এক ফণে বিন্দু যেন।
যশে মত্ত প্রভু, নাহি জানে আছে হেন॥
নিরাশ্রয়ে পালন করেন সবাকার।
ভক্তিযোগ প্রভাবে এ সব অধিকার॥
হেন ভক্তি না মানিলুঁ মুঞি পাপমতি।
অশেষ জন্মেও মোর নাহি ভাল গতি॥
ভক্তিযোগে গৌরীপতি হইলা শঙ্কর।
ভক্তিযোগে নারদ হইলা মুনিবর॥
বেদধর্ম্মযোগে নানা শাস্ত্র করি' ব্যাস।
তিলার্দ্ধেক চিত্তে নাহি বাসেন প্রকাশ॥
মহাগোপ্য জ্ঞানে ভক্তি বলিলা সংক্ষেপে।
সবে এই অপরাধ,—চিত্তের বিক্ষেপে॥
নারদের বাক্যে ভক্তি করিলা বিস্তারে।
তবে মনোদুঃখ গেল,—তারিলা সংসারে॥
কীট হই' না মানিলুঁ মুঞি হেন ভক্তি।
আর তোমা দেখিবারে আছে মোর শক্তি?
বাহু তুলি' কাঁদয়ে মুকুন্দ মহাদাস।
শরীর চলয়ে—হেন বহে মহাশ্বাস॥
সহজে একান্ত ভক্ত,—কি কহিব সীমা?
চৈতন্য-প্রিয়ের মাঝে যাহার গণনা॥

(চৈঃ ভাঃ মধ্যঃ ১০।২১৫-২৪৩)

মুকুন্দের গভীর দৈন্যার্ত্তি দর্শনে ভক্তবৎসল শ্রীগৌরহরি প্রসন্ন-বদন হইয়া তাঁহাকে বরদান,—

মুকুন্দের ভক্তি মোর বড় প্রিয়ঙ্করী।
যথা গাও তুমি, তথা আমি অবতরি॥
তুমি যত কহিলে, সকল সত্য হয়।
ভক্তি বিনা আমা' দেখিলেও কিছু নয়॥

(ঐ ২৪৫-২৪৬)

"ময়ি ভক্তির্হি ভূতানামমৃতত্বায় কল্পতে।
দিষ্ট্যা যদাথীন্মৎস্নেহো ভবতীনাং মদাপনঃ॥"

—ভাঃ ১০।৮২।৪৪

[আমার প্রতি ভক্তিই জীবের পক্ষে অমৃত। হে গোপীগণ, আমার প্রতি তোমাদের যে স্নেহ, তাহাই একমাত্র তোমাদের পক্ষে মৎপ্রাপ্তির হেতু।]

"ভক্তগোষ্ঠী-সহিত গৌরাঙ্গ জয় জয়।
শুনিলে চৈতন্যকথা ভক্তি লভ্য হয়॥"

(চৈঃ ভাঃ)

যশড়া শ্রীল জগদীশ পণ্ডিত ঠাকুরের শ্রীপাটে শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের স্নানযাত্রা-মহোৎসব

পূজনীয় শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠাধ্যক্ষ আচার্য্যদেবের সেবা-নির্দ্দেশানুসারে গত ১৮ই জ্যৈষ্ঠ, ১৩৮৪; ইং ১লা জুন, ১৯৭৭ বুধবার পৌর্ণমাসী শুভবাসরে শ্রীগৌর-পার্ষদ শ্রীল জগদীশ পণ্ডিত ঠাকুরের শ্রীপাটে প্রতি-বর্ষের ন্যায় এবারও শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের স্নানযাত্রা মহোৎসব মহাসমারোহে কীর্ত্তন ও প্রসাদ বিতরণমুখে নির্ব্বিঘ্নে সুসম্পন্ন হইয়াছে।

কলিকাতা মঠ হইতে ১৭ই জ্যৈষ্ঠ পূর্ব্বাহ্ন ঘ ৬।৫৫ মিঃ ট্রেণে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিসুহৃদ্ বোধায়ন মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিললিত গিরি মহারাজ,

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিপ্রপন্ন দণ্ডী মহারাজ, ডাঃ শ্রীসর্ব্বেশ্বর দাসাধিকারী, শ্রীনিমাই দাস ব্রহ্মচারী ও শ্রী শ্রীশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী মহাশয় এবং পরবর্ত্তী ট্রেণে শ্রীমদ্ ভক্তিপ্রমোদ পুরী মহারাজ ও শ্রীহরপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়, অপরাহ্নে বোলপুর হইতে মহোপদেশক শ্রীমঙ্গলনিলয় ব্রহ্মচারী, পণ্ডিত শ্রীজগদীশ চন্দ্র পাণ্ডা ও শ্রীবলভদ্র ব্রহ্মচারী (বি-কম), কাঞ্চনপল্লী হইতে ভক্ত শ্রীগোবিন্দ দাস এবং আরও বিভিন্ন স্থান হইতে বহু ভক্ত শ্রীজগন্নাথমন্দিরে সমবেত হন। সন্ধ্যায় শ্রীমন্দিরালিন্দে অধিবাস কীর্ত্তনোৎসব সম্পাদিত হয়। সুকণ্ঠ শ্রীমদ্ ভক্তিললিত গিরি মহারাজ এবং ব্রহ্মচারী শ্রীবলভদ্র প্রভৃতি কীর্ত্তন করেন। শ্রীমৎ পুরী মহারাজ ও শ্রীমন্মঙ্গলনিলয় ব্রহ্মচারীজী ভক্তি, ভক্ত ও ভগবন্-মাহাত্ম্য সম্বন্ধে ভাষণ দেন। শ্রীমঠের পরম শুভানুধ্যায়ী হিতৈষী বান্ধব স্থানীয় ভক্তবর 'পাঁচুঠাকুর' মহাশয় (শ্রীসুকৃতি বন্দ্যোপাধ্যায়) প্রমুখ সজ্জনবৃন্দ যোগদান করেন।

১৮ই জ্যৈষ্ঠ পৌর্ণমাসী শুভবাসরে প্রত্যূষে সপরিকর শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের মঙ্গলারাত্রিক, প্রভাতীকীর্ত্তন ও পাঠাদি যথারীতি স্বনুষ্ঠিত হয়। ত্রিদণ্ডি সন্ন্যাসিবৃন্দ যতিধর্ম্ম অনুসারে ক্ষৌরকর্ম্ম-সমাপনান্তে স্নান তিলক-আহ্নিকাদি সম্পাদন করেন। কতিপয় ব্রহ্মচারী সংকীর্ত্তন-সহযোগে গঙ্গা-স্নানান্তে শ্রীজগন্নাথদেবের স্নানার্থ কএক কলসী গঙ্গোদক আনয়ন করেন। শ্রীমদ্ ভক্তিপ্রমোদ পুরী মহারাজ সকাল ৭টায় শ্রীমন্দিরে প্রবেশ করেন এবং শ্রীমৎ কৃষ্ণমোহন ব্রহ্মচারিজীর সহায়তায় বিশেষ ক্ষিপ্রতার সহিত শ্রীশালগ্রামে সকল শ্রীবিগ্রহের মহাভিষেক সম্পাদন পূর্ব্বক ষোড়শোপচারে পূজা, ভোগরাগ ও আরাত্রিকাদি সমাধা করিলে বেলা প্রায় ১০ ঘটিকায় শ্রীশ্রীজগন্নাথদেব, শ্রীশ্রীদামোদর শালগ্রাম, শ্রীবৃন্দাদেবী ও শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের আলেখ্যার্চ্চা সমভিব্যাহারে স্নানবেদীতে শুভযাত্রা করেন। শ্রীজগন্নাথদেবের 'পহাণ্ডী'সেবায় শ্রীমদ্ গিরি মহারাজ, ব্রহ্মচারী শ্রীরামগোপালদাস প্রমুখ সেবকগণ প্রাণপণ পরিশ্রম করেন। সপরিকর শ্রীজগন্নাথ নির্ব্বিঘ্নে স্নানবেদীতে শুভবিজয় করিলে শ্রীমৎ পুরী মহারাজ বিশেষ তৎপরতার সহিত মহাসঙ্কীর্ত্তন ও দিগন্তব্যাপী জয় জয় ধ্বনি-মধ্যে মহাভিষেকের শুভারম্ভ করিয়া দেন। ব্রহ্মচারী শ্রীমন্মঙ্গলনিলয়জী শ্রীস্নানবেদীর সম্মুখস্থ প্রাঙ্গণে কতিপয় ভক্তসহ অভিষেক আরম্ভ হইবার পূর্ব্ব হইতেই মহাসঙ্কীর্ত্তনে মাতোয়ারা হন। ঘ ১১।৩৪মিঃ হইতে বারবেলা আরম্ভ, শ্রীভগবদিচ্ছায় অভিষেক ১১॥০টায়ই সমাপ্ত হইয়া যায়। অতঃপর পূজা, ভোগরাগ ও আরাত্রিকান্তে শ্রীস্নানবেদীকে সঙ্কীর্ত্তন-মুখে বারচতুষ্টয় পরিক্রমা করিয়া সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করা হয়। ব্রহ্মচারীজী শ্রীমঙ্গলনিলয় জয় গান করেন।

অভিষেককালে শ্রীসুবোধ চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় (শ্রীল পাঁচু ঠাকুরের ভ্রাতা), শ্রীমদ্ বিশ্বনাথ গোস্বামী প্রমুখ ভক্তবৃন্দ সেবার সহায়তা করেন। ব্রহ্মচারী শ্রীমান্ সুমঙ্গলদাস ভোগরন্ধনে সহায়তা করেন, পাচক ব্রাহ্মণেরও ব্যবস্থা ছিল। শ্রীপাদ্ বোধায়ন মহারাজ বিভিন্ন সেবাকার্য্যে তত্ত্বাবধান করেন। মঠরক্ষক বৃদ্ধ শ্রীনিমাইদাস বনচারী মহাশয়ের সর্ব্বতোমুখী সেবাচেষ্টা শতমুখে প্রশংসনীয়। শ্রীপ্রভুপদদাস ব্রহ্মচারী, শ্রীরাইমোহন ব্রহ্মচারী, শ্রীগোলোকনাথ ব্রহ্মচারী প্রমুখ সেবকবৃন্দ নানাভাবে শ্রীহরিগুরুবৈষ্ণবের সেবা করিয়া উৎসবটিকে সাফল্যমণ্ডিত করিয়াছেন।

পূজ্যপাদ আচার্য্যদেবের শ্রীচরণাশ্রিত শিষ্য ও শিষ্যা শ্রীহেমচন্দ্র ভট্টাচার্য্য মহাশয় ও শ্রীশান্তি মুখোপাধ্যায় মহাশয়া (মনু মা) যথাক্রমে শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের পরিধেয় বস্ত্র ও উত্তরীয় এবং পুষ্পমাল্য ও মিষ্টান্নাদি অর্পণ করিয়া আমাদের কৃতজ্ঞতা-ভাজন হইয়াছেন।

বেলা অনুমান ১০টায় সামান্য কএকফোঁটা বৃষ্টি পড়িয়াছিল, তাহাতে মেলার কোন অসুবিধা হয় নাই। মেলাটি বেশ জমকাল হইয়াছিল।

সারাদিন পরমকরুণ শ্রীজগন্নাথদেব আপামর জগজ্জনকে দর্শন দান করিয়া সন্ধ্যায় আবার নিজমন্দিরে নির্ব্বিঘ্নে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। পুরীতে ১৫দিন কাল, কিন্তু এখানে প্রাচীন রীত্যনুসারে দিবসত্রয় অনবসর কাল বা অদর্শন থাকে। এই সময়ে শ্রীজগন্নাথ শ্রীমন্দির-

মধ্যে পশ্চিমদিকে তৃণাসনে পূর্ব্বমুখী হইয়া অবস্থান করেন। পুরীধামের নিয়মানুযায়ী শ্রীজগন্নাথদেবের সরবত, ফল, মিষ্টান্নাদি ভোগ হইয়া থাকে। সন্ধ্যায় আরতির পর তুলসী আরতি ও পরিক্রমা কীর্ত্তনমুখে অনুষ্ঠিত হইলে পূর্ব্বদিবসের ন্যায় শ্রীমন্দিরালিন্দে সভার অধিবেশন হয়। প্রথমে মহোপদেশক শ্রীমন্মঙ্গলনিলয় ব্রহ্মচারীজী ও তৎপর শ্রীমদ্ ভক্তিপ্রমোদ পুরী মহারাজ ভাষণ দেন। শ্রীমদ্ ভক্তিললিত গিরি মহারাজের সুমধুর কীর্ত্তনে সকলেই বিশেষ আনন্দ লাভ করেন।

কৃষ্ণনগরস্থিত শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের বার্ষিক মহোৎসব
শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গ-রাধাগোপীনাথজিউর রথারোহণে
নগর-ভ্রমণ

নিখিলভারতব্যাপী শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের অধ্যক্ষ আচার্য্যবর্য্য ত্রিদণ্ডিগোস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিদয়িত মাধব মহারাজের কৃপানির্দ্দেশে কৃষ্ণনগর শাখা শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠের গত ৩১ আষাঢ়, ১৩৮৪; ইং ১৬ জুলাই, ১৯৭৭ শনিবার হইতে ২ শ্রাবণ, ১৮ জুলাই সোমবার পর্য্যন্ত দিবসত্রয়ব্যাপী বার্ষিক মহোৎসব মঠরক্ষক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসুহৃদ্ দামোদর মহারাজের সেবাপ্রাণতায় মহাসমারোহে নির্ব্বিঘ্নে সুসম্পন্ন হইয়াছে।

উৎসবারম্ভের পূর্ব্বদিবস কলিকাতা মঠ হইতে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রমোদ পুরী মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিশরণ ত্রিবিক্রম মহারাজ, শ্রীমদ্ রাইমোহন ব্রহ্মচারী, শ্রীমৎ প্রেমময় ব্রহ্মচারী এবং পাচকবিপ্র সাধুপাণ্ডা সহ ১-২০ মিঃ এর লোকাল ট্রেনে কৃষ্ণনগর যাত্রা করেন। মঠরক্ষক শ্রীমদ্ দামোদর মহারাজ স্বয়ং কৃষ্ণনগর ষ্টেশনে উপস্থিত থাকিয়া প্রসাদী মাল্য-চন্দনাদি দ্বারা ভক্তবৃন্দকে স্বাগত জানান। সন্ধ্যারতির পর শ্রীমৎ পুরী মহারাজ শ্রীমদ্ভাগবত ৮ম স্কন্ধ হইতে পূর্ব্বারব্ধ শ্রীবলি-বামন-সংবাদ পাঠ করেন। পাঠের পূর্ব্বে ও পরে কীর্ত্তন হয়। এইরূপ প্রত্যহই পাঠ বা বক্তৃতার পূর্ব্বে শ্রীনামমহিমাসূচক কীর্ত্তন হইয়া থাকে।

উৎসবারম্ভের প্রথম দিবস প্রাতে শ্রীমৎ ত্রিবিক্রম মহারাজ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত পাঠ করেন। সন্ধ্যায় অধিবাস কীর্ত্তনের পর শ্রীমঠের নাটমন্দিরে **প্রথমদিবসীয় সভার অধিবেশনে** শ্রীমদ্ দামোদর মহারাজ শ্রীগুরুবৈষ্ণব-ভগবন্মহিমাশংসনমুখে উৎসবের উদ্দেশ্য ও প্রাগ্ ইতিহাস কীর্ত্তন করিলে শ্রীমৎ পুরী মহারাজ ভক্তিযোগ-সম্বন্ধে একটি নাতিদীর্ঘ ভাষণ প্রদান করেন। **উৎসবের দ্বিতীয় দিবস রবিবার প্রাতে** শ্রীমৎ শ্রীপুরী মহারাজ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত মধ্য ১২শ অঃ হইতে সরহস্য শ্রীগুণ্ডিচামন্দিরমার্জ্জনলীলা পাঠ করেন। এই দিবস শ্রীমঠের অধিষ্ঠাতৃবিগ্রহ শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গরাধাগোপীনাথ জীউ আত্মপ্রকাশ করিয়াছিলেন। পূর্ব্বাহ্ণ ১০টার মধ্যেই শ্রীমৎ পুরী মহারাজ শ্রীবিগ্রহগণের মহাভিষেক পূজা ও ভোগরাগাদি সম্পাদন করেন। ভোগারাত্রিকের পর সমবেত অগণিত ভক্ত নরনারীকে চতুর্ব্বিধ প্রসাদ-বৈচিত্র্য দ্বারা আপ্যায়িত করা হয়। সন্ধ্যায় শ্রীমঠের নাটমন্দিরে **দ্বিতীয় দিবসীয় সভার অধিবেশন হয়।** শ্রীমদ্ পুরী মহারাজ ও দামোদর মহারাজ ভাষণ দেন। হৃদয়গুণ্ডিচা কিপ্রকারে কৃষ্ণ বসিবার যোগ্য হইতে পারে তদ্বিষয়েই বক্তৃতা হইয়াছিল। মধ্যে মধ্যে বারি বর্ষণ হইতে থাকিলেও শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গের অপার কৃপায় সেবাপূজা, প্রসাদবিতরণ ও সভার কার্য্যাদি নির্ব্বিঘ্নেই

সম্পাদিত হইয়াছে। **উৎসবের তৃতীয় দিবস** প্রাতে প্রভাতী কীর্ত্তনের পর পুরী মহারাজ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত মধ্য ১৩শ ও ১৪শ পরিচ্ছেদ হইতে শ্রীপুরুষোত্তমধামে শ্রীশ্রীজগন্নাথ, বলরাম ও সুভদ্রা জিউর নীলাচল শ্রীমন্দির হইতে সুন্দরাচল শ্রীগুণ্ডিচামন্দির পর্য্যন্ত রথযাত্রা-লীলা পাঠ করেন। শ্রীশ্রীগুরু, বৈষ্ণব ও ভগবানের কৃপায় সকল সেবাবিঘ্নই অপসারিত হইয়া যায়। অদ্য দিবারাত্রই আকাশের অবস্থা খুব ভাল ছিল। অপরাহ্ণ ৪ ঘটিকায় শ্রীবিগ্রহগণ রথারোহণ করেন। সিংহাসনারূঢ় হইলে ফলমিষ্টান্নভোগের পর আরাত্রিক হয়। অতঃপর প্রায় ৪॥ ঘটিকায় তুমুল জয় জয় ধ্বনি সহ মহাসঙ্কীর্ত্তন মধ্যে রথ টানা আরম্ভ হয়। আবালবৃদ্ধবনিতা সহস্র সহস্র নরনারী অত্যুল্লাস সহকারে রথ রজ্জু আকর্ষণ করিতে থাকেন। সাক্ষাৎ শেষাধিষ্ঠিত রথরজ্জু কিঞ্চিৎ স্পর্শ করাকেও ধর্ম্মপ্রাণ নরনারী মহাভাগ্য বলিয়া মনে করেন। শ্রীমৎ পুরী মহারাজ ও শ্রীমদ্ বোধায়ন মহারাজ বার্দ্ধক্যবশতঃ রথোপরি উপবিষ্ট হন। রথের সম্মুখে শ্রীঅসিতদাস, হেবা মোদক প্রমুখ মঠসন্নিহিত পল্লীর স্বেচ্ছা-সেবক যুবকসঙ্ঘ লোকনিয়ন্ত্রণ এবং দুইপার্শ্বে প্রসাদী বাতাসা ও ফলমুলাদি বিতরণ করিতে করিতে মহোল্লাসে চলিতে থাকেন। রথাগ্রে প্রথমে ব্যাণ্ডপার্টি ও তৎপশ্চাৎ শ্রীমঠের উদ্দণ্ডনর্ত্তনকীর্ত্তনরত সঙ্কীর্ত্তন-সঙ্ঘ এবং বিচিত্রবর্ণের পতাকাধারী অগণিত ভক্তনরনারীর শোভাযাত্রা অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্য বিস্তার করিয়াছিল। বর্ত্তমান বর্ষের রথসজ্জাও সর্ব্বচিত্তাকর্ষক হইয়াছিল। সহরের প্রধান প্রধান রাস্তা পরিভ্রমণ করতঃ শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকাগোপীনাথ জিউ এবং শ্রীবৃন্দাদেবী সন্ধ্যারপূর্ব্বেই নির্ব্বিঘ্নে শ্রীমঠে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। রথোপরি পুনরায় ভোগ ও আরাত্রিক সমাপ্ত হইলে মহাসংকীর্ত্তন ও মুহুর্মুহুঃ জয়োল্লাসের মধ্যে শ্রীবিগ্রহগণ নির্ব্বিঘ্নে গর্ভমন্দিরে শুভবিজয় করতঃ নিজেদের সিংহাসনে সমারূঢ় হন। কিয়ৎক্ষণ পরেই সংকীর্ত্তনসহকারে সন্ধ্যারাত্রিক আরম্ভ হয়। পরে শ্রীতুলসী-আরতিকীর্ত্তনমুখে শ্রীমন্দিরপরিক্রমণান্তে **তৃতীয় দিবসীয় সভার অধিবেশন** আরম্ভ হয়। প্রথমে শ্রীমদ্ দামোদর মহারাজ, পরে শ্রীমদ্ বালকব্রহ্মচারীজীর জনৈক শিষ্য, পরিশেষে শ্রীমৎ পুরী মহারাজ শ্রীজগন্নাথ-বলরাম-সুভদ্রা জিউর দারুব্রহ্মরূপে আত্মপ্রকাশ কথা এবং শ্রীস্বরূপ-রূপানুগ গৌড়ীয়বৈষ্ণবদর্শনে রথযাত্রার বৈশিষ্ট্য কীর্ত্তন করেন। সভার উপক্রম ও উপসংহারে কীর্ত্তন হয়।

শ্রীমদ্ দামোদর মহারাজের অক্লান্ত সেবাচেষ্টায় উৎসবটি সাফল্যমণ্ডিত হইয়াছে। সকল আশ্রমের ভক্তই মহারাজের অমায়িক ব্যবহারে মুগ্ধ। শ্রীসুমঙ্গলদাস ব্রহ্মচারী, শ্রীবলরামদাস ব্রহ্মচারী, শ্রীবীরচন্দ্রদাস ব্রহ্মচারী, শ্রীরঘুপতিদাস ব্রহ্মচারী, ভক্ত শ্রীসুদামদাস প্রমুখ মঠবাসী ভক্ত, শ্রীভববন্ধচ্ছিদ্ দাসাধিকারী, শ্রীসুধীরকৃষ্ণদাসাধিকারী, শ্রীকৃষ্ণমোহন দাসাধিকারী, শ্রীজীবনকৃষ্ণ কুণ্ডু, শ্রীস্বপন বিশ্বাস, শ্রীঅনিরুদ্ধ দাসাধিকারী, শ্রীসুশীল দাস, শ্রীনির্ম্মল বিশ্বাস (বিনু), শ্রীগোবিন্দ দাস প্রমুখ গৃহস্থ ভক্তবৃন্দ এবং শ্রীমান্ অরুণ, শেখর, মহাদেব, বাপী প্রভৃতি বালকবৃন্দ উৎসবের বিভিন্ন সেবাকার্য্যে আত্মনিয়োগ করিয়া শ্রীহরিগুরুবৈষ্ণবের প্রচুর কৃপাভাজন হইয়াছেন।

রথযাত্রা উৎসবোপলক্ষে লরী ও ড্রাইভার দিয়া রথের বিশেষ সহায়তা করিয়াছিলেন—ভক্তবর শ্রীবিজয়কৃষ্ণ পাল মহোদয়। আমরা শ্রীভগবচ্চরণে সগোষ্ঠী তাঁহার নিত্য কল্যাণ প্রার্থনা করিতেছি।

রথাগ্রে মৃদঙ্গবাদন সেবায় শ্রীরামগোপাল ব্রহ্মচারী, শ্রীতীর্থপদ ব্রহ্মচারী, শ্রীবলরামদাস ব্রহ্মচারী, শ্রীসুদামদাস এবং রন্ধনাদি সেবাকার্য্যে—শ্রীপ্রেমময় দাস ব্রহ্মচারী, শ্রীভগবৎপ্রপন্নদাস বনচারী, শ্রীরঘুপতিদাস ব্রহ্মচারী প্রমুখ সেবকগণ বিশেষ কৃতিত্ব প্রদর্শন করেন।

শ্রীধাম মায়াপুর ঈশোদ্যানস্থ মুলমঠ হইতে সমাগত ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিসুহৃদ্ বোধায়ন মহারাজ উৎসবের বিভিন্ন সেবাকার্য্যের তত্ত্বাবধান করেন। ঐ মঠ হইতে আগত ডাঃ শ্রীসর্ব্বেশ্বর বনচারী, কলিকাতা হইতে সমাগত গৃহস্থ ভক্ত সস্ত্রীক শ্রীকৃষ্ণপদ বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীবাসুদেবদাস ব্রহ্মচারী, পায়রাডাঙ্গা হইতে আগত সস্ত্রীক শ্রীবিনয়ভূষণ দত্ত প্রমুখ ভক্তবৃন্দও নানাভাবে সেবাকার্য্যে সহায়তা করেন।

আগরতলাস্থিত শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠে
শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের রথযাত্রা ও ধর্ম্মসম্মেলন

নিখিল ভারতব্যাপী শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা ও আচার্য্য ওঁ ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজ বিষ্ণুপাদের সেবানিয়ামকত্বে শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের রথযাত্রা উপলক্ষে প্রতিষ্ঠানের অন্যতম শাখা আগরতলাস্থিত শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠে— শ্রীশ্রীজগন্নাথজিউ মন্দিরে বিগত ১লা শ্রাবণ, ১৭ জুলাই রবিবার হইতে ১০ শ্রাবণ, ২৬ জুলাই মঙ্গলবার পর্য্যন্ত দশদিবস ব্যাপী বিরাট্ ধর্ম্মানুষ্ঠান নির্ব্বিঘ্নে সুসম্পন্ন হইয়াছে। ২ শ্রাবণ, ১৮ জুলাই সোমবার শ্রীবলদেব, শ্রীসুভদ্রা ও শ্রীজগন্নাথদেবের নবকলেবর শ্রীবিগ্রহগণ সুরম্য রথারোহণে সংকীর্ত্তন-শোভাযাত্রা ও বাদ্যাদিসহ অপরাহ্ণ ৩ ঘটিকায় শ্রীমঠ হইতে বাহির হইয়া শ্রীলক্ষ্মীনারায়ণ বাড়ী রোড, রাজপ্রাসাদ সদর গেট, সেণ্ট্রাল রোড, জ্যাক্সন গেট, ব্যাঙ্কচৌমোহানি, মোটর ষ্ট্যাণ্ড রোড প্রভৃতি
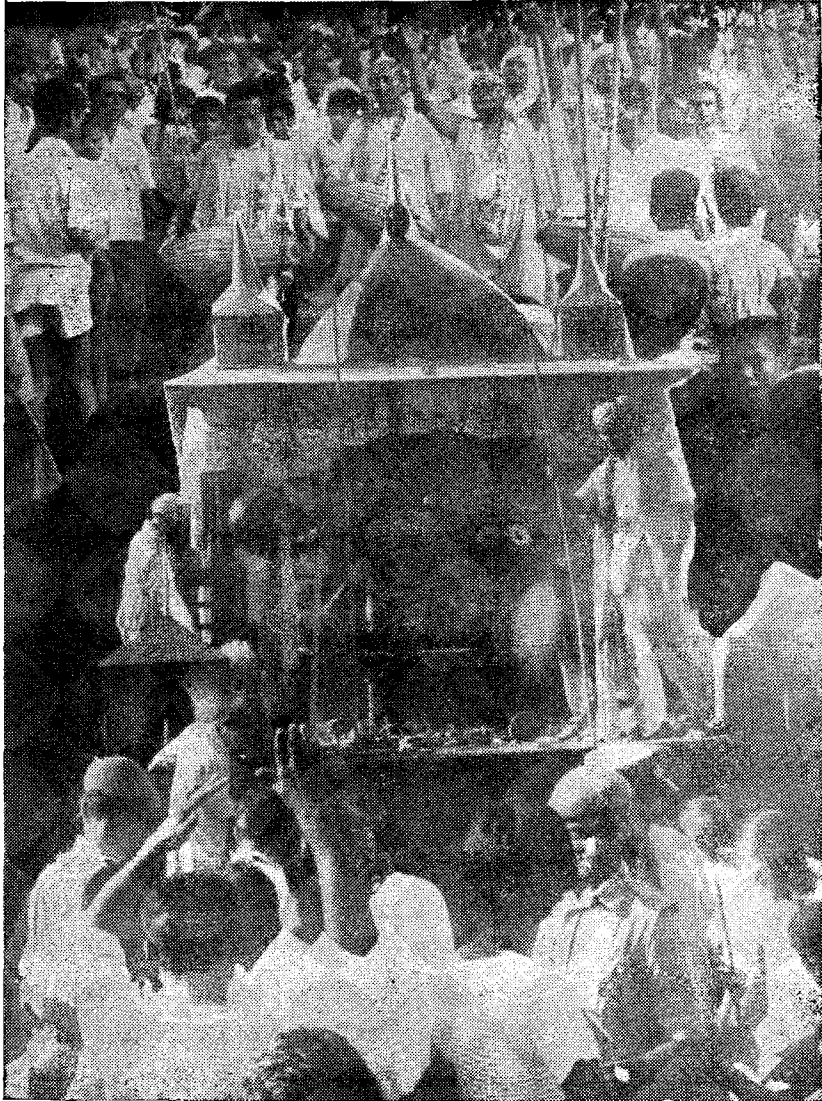
সংকীর্ত্তন-সহযোগে শ্রীরথযাত্রার একটি দৃশ্য।

মুখ্য মুখ্য রাস্তা পরিভ্রমণ করতঃ সন্ধ্যা ৬-৩০ ঘটিকায় শ্রীমঠে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। প্রায় একলক্ষ নরনারী রথাকর্ষণে যোগ দেন। স্থানীয় প্রাচীনগণ অনেকেই বলেন, রথযাত্রায় এরূপ লোকসংখ্যা কখনও তাঁহারা নাকি পূর্ব্বে দেখেন নাই। রথের নির্ম্মাণ ও সুসজ্জাও চিত্তাকর্ষক হইয়াছিল। শ্রীল আচার্য্যদেবের নির্দ্দেশ-ক্রমে এবং শুভ উপস্থিতিতে শ্রীমঠের তরফ হইতে এই-বার বহু অর্থ ব্যয়ে শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের রথযাত্রার জন্য স্থায়ী একটি রথ নির্ম্মিত হইয়াছে। ত্রিপুরা রাজ্য-সরকার কর্ত্তৃক নিয়োজিত বহু পুলীশ অফিসার ও কন্‌ষ্টেবল শোভাযাত্রা পরিচালনে ও শৃঙ্খলা সংরক্ষণে যে-প্রকার যত্ন ও আপ্রাণ পরিশ্রম করিয়াছেন তাহা নিঃসন্দেহে প্রশংসার্হ। শোভাযাত্রার সংকীর্ত্তন-মণ্ডলীতে মূলগায়ক-রূপে কীর্ত্তন করেন ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ, মহোপদেশক শ্রীমদ্ মঙ্গলনিলয় ব্রহ্মচারী এবং শ্রীপাদ ভক্তিবান্ধব জনার্দ্দন মহারাজ; মৃদঙ্গবাদকরূপে সেবা করেন শ্রীতমালকৃষ্ণ ব্রহ্মচারী, শ্রীদেবানন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীথানেশ্বর দাসাধিকারী, শ্রীপ্যারীমোহন দেবনাথ ও শ্রীব্রজলাল বণিক প্রভৃতি; রথোপরি শ্রীবিগ্রহগণের সেবা করেন শ্রীমদন গোপাল ব্রহ্মচারী, শ্রীনিত্যানন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীননীগোপাল বনচারী, শ্রীপরেশানুভব ব্রহ্মচারী ও শ্রীদয়ানিধি ব্রহ্মচারী।

ধর্ম্মসম্মেলনে যোগদানের জন্য মেদিনীপুর জেলার খড়্গপুরস্থ শ্রীচৈতন্য আশ্রমের অধ্যক্ষ পরিব্রাজক আচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিকুমুদ সন্ত মহারাজ তদাশ্রিত গৃহস্থ শিষ্য শ্রীমদ্ নরোত্তম দাসাধিকারী সমভিব্যাহারে কলিকাতা হইতে ৭ শ্রাবণ, ২৩ জুলাই শনিবার প্রথম বিমানে আগরতলায় আসিয়া পৌঁছেন।

শ্রীমঠের সংকীর্ত্তনমণ্ডপে প্রত্যহ সন্ধ্যা ৭-৩০ ঘটিকায় ধর্ম্মসম্মেলনে বিপুলসংখ্যক শিক্ষিত নরনারীর সমাবেশ হয়। শ্রীল আচার্য্যদেবের অতিশয় সারগর্ভ অভিভাষণ এবং পূজ্যপাদ ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিকুমুদ সন্ত মহা-রাজের ওজস্বিনী ভাষায় হৃদয়গ্রাহী ভাষণ শ্রবণে শ্রোতৃ-বৃন্দ বিশেষভাবে প্রভাবান্বিত হন। স্থানীয় এম্-বি-বি কলেজের অধ্যাপক ডঃ শ্রীহীরালাল চট্টোপাধ্যায়, ত্রিপুরা রাজ্য সরকারের য়্যাড্‌ভোকেট্ জেনারেল শ্রীহেম চন্দ্র নাথ, সার্ভিস কমিশনের মেম্বার লালা শ্রীনওল কিশোর দে, বি-টি কলেজের অবসরপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ ডঃ শ্রীগোপাল ভট্টাচার্য্য যথাক্রমে তৃতীয়, ষষ্ঠ, সপ্তম ও নবম অধিবেশনে সভাপতির আসন গ্রহণ করতঃ তাঁহাদের অভিভাষণ প্রদান করেন। এতদ্ব্যতীত বিভিন্ন দিনে বক্তৃতা করেন, শ্রীমঠের সম্পাদক শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ, যুগ্মসম্পাদক মহোপদেশক শ্রীমদ্ মঙ্গলনিলয় ব্রহ্মচারী, বি-এস্-সি, বিদ্যারত্ন, সহসম্পাদক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিজ্ঞান ভারতী মহারাজ ও তেজপুরস্থ ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিভূষণ ভাগবত মহারাজ। বক্তব্যবিষয় যথাক্রমে নির্দ্ধারিত ছিল—"শ্রীগুণ্ডিচামন্দির-মার্জ্জন-রহস্য", "শ্রীবিগ্রহসেবা ও শ্রীরথযাত্রার উপকারিতা", "জীবের পরাশান্তিলাভের উপায়", "বিশ্বমানবসমাজে ঐক্যবিধানে শ্রীচৈতন্যদেবের অবদান", "শ্রীগীতার শিক্ষা", "শ্রীভাগবতধর্ম্ম", "সাধু-সঙ্গের উপকারিতা", "সম্বন্ধ-অভিধেয়-প্রয়োজন-তত্ত্ব", "বৈধী ও রাগানুগা ভক্তি", "শ্রীহরিনাম সংকীর্ত্তনের সর্ব্বোত্তমত্ব"।

১০ শ্রাবণ, ২৬ জুলাই মঙ্গলবার শ্রীবলদেব, শ্রীসুভদ্রা ও শ্রীজগন্নাথদেবের পুনর্যাত্রা সংকীর্ত্তন-শোভাযাত্রাসহ রথযাত্রার ন্যায় নির্ব্বিঘ্নে সুসম্পন্ন হয়।

ডাক্তার শ্রীঊষা গাঙ্গুলী নবকলেবর শ্রীবিগ্রহগণের উপবেশনযোগ্য সিংহাসন নির্ম্মাণে, শ্রীগোবিন্দনারায়ণ চট্টোপাধ্যায় ও শ্রীহরগোবিন্দ রায় শ্রীমন্দিরাভ্যন্তরস্থ মেঝের সংস্কারে, শ্রীমাখন সাহা শ্রীমন্দিরের কলাপ্‌সিবেল্ গেট্ ও গ্রীলের দরুণ, শ্রীকৃষ্ণদাস বসাক রথযাত্রাকালে শ্রীবলদেব, শ্রীসুভদ্রা ও শ্রীজগন্নাথদেবের নববস্ত্র দ্বারা সুসজ্জার দরুণ এবং শ্রীউমারঞ্জন দেবনাথ পানীয় জলের ব্যবস্থার দরুণ আনুকূল্য করিয়া বিশেষভাবে ধন্যবাদার্হ হইয়াছেন।

মঠরক্ষক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রমোদ বন মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিবান্ধব জনার্দ্দন মহারাজ, শ্রীনিত্যানন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীপরেশানুভব ব্রহ্মচারী, শ্রীননী-গোপাল বনচারী, শ্রীবিশ্বেশ্বর বনচারী, শ্রীদয়ানিধি ব্রহ্মচারী, শ্রীবৃষভানু ব্রহ্মচারী, শ্রীরামকুমার দাস (তেজপুর) শ্রীরাজেন্দ্র, শ্রীগৌরাঙ্গ দাস, শ্রীগোপাল চন্দ্র দে, শ্রীনেপাল সাহা প্রভৃতি মঠবাসী ও গৃহস্থ ভক্তবৃন্দের

হার্দ্দী সেবা প্রচেষ্টায় উৎসবটী সাফল্যমণ্ডিত হইয়াছে।

শ্রীল আচার্য্যদেব দ্বিতীয় দিবসের অধিবেশনে তাঁহার অভিভাষণে বলেন—

"শ্রীবিগ্রহসেবা ও শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের রথযাত্রার ব্যবস্থার দ্বারা জনসাধারণের কি উপকার হবে এরূপ জিজ্ঞাসার উদয় অনেকের ভিতরে হইতে পারে। কেহ উপকার ব'লে বুঝ্‌লেও, আবার অন্য কেহ অনুপকার ব'লে মনে কর্‌তে পারেন। মনুষ্যের মধ্যে উপকার ও অনুপকার বিচারের পার্থক্য দৃষ্ট হয়। স্বরূপনির্ণয়ের উপর জীবের প্রয়োজন বিচার নির্ভর করে। স্বরূপ নির্ণয়ে ভুল হ'লে, প্রয়োজন বিচারে ভুল হবে; সুতরাং তৎপ্রাপ্তির জন্য প্রচেষ্টাও বৃথা হবে। এই জগতে মনুষ্যগণ সাধারণতঃ দেহকে ব্যক্তি মনে ক'রেন, তদপেক্ষা উচ্চকোটির যাঁরা, তাঁরা মন, বুদ্ধি, অহঙ্কারাত্মক সূক্ষ্মদেহকে ব্যক্তি মনে করে উপকার অনুপকারের বিচার ক'রে থাকেন। বস্তুতঃ আস্তিক নাস্তিক কেহই দৈনন্দিন ব্যবহারেও দেহকে ব্যক্তি ব'লে স্বীকার করে না বা সেভাবে বিশ্বাস করে চলে না। দেহের অভ্যন্তরে যতক্ষণ ইচ্ছা-ক্রিয়া-অনুভূতিযুক্ত চেতনসত্তা থাকে ততক্ষণ ত'ার ব্যক্তিত্ব। বোধরহিত মৃতদেহের ব্যক্তিত্ব কোথাও স্বীকৃত হয় না। যে চেতনসত্তার অস্তিত্বে ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব, যা'র অনস্তিত্বে ব্যক্তির অব্যক্তিত্ব, উহাই ব্যক্তির প্রকৃত স্বরূপ। শাস্ত্রীয় ভাষায় উক্ত বোধসত্তাকে আত্মা বলা হ'য়েছে। আত্মার পক্ষে আত্মাই সুখদায়ক, পরমাত্মা পরম সুখদায়ক, অনাত্মা সুখদায়ক হ'তে পারে না। সুতরাং যে উপায়ে জীবের আত্মরতি বা পরমাত্মরতি লাভ হবে উহাই তা'র পক্ষে যথার্থ উপকার, তদ্বিপরীত অনুপকার।

যা'রা বলে আমরা ধর্ম্ম মানি না, তা'রা ভুল করে। ধর্ম্ম মানে না এমন কোনও মনুষ্য ত' নাই-ই, কোন প্রাণীও নাই। ধর্ম্ম-শব্দের এক আভিধানিক অর্থ 'স্বভাব'। প্রাণী মাত্রই দেহের স্বভাবানুসারে কার্য্য করে। সুতরাং তা'রা দেহধর্ম্ম মানে। মনের প্রবৃত্তি অনুসারে মানুষ চলে, সুতরাং তা'রা মনোধর্ম্ম মানে। সুতরাং ধর্ম্ম মানি না এ কথা বলা নিরর্থক। দেহ ও মনের কারণরূপে আত্মা র'য়েছে। আত্মার সান্নিধ্যে দেহ ও মনের চেতনতা। বস্তুতঃ দেহ ও মন জড়। শ্রীমদ্ ভগবদ্‌গীতাশাস্ত্রে দেহ-মনাদিকে অপরা প্রকৃতির অন্তর্গত বলে নির্দ্দেশ করা হয়েছে। বদ্ধজীব আত্মধর্ম্মানুশীলনে বিমুখ, এই হিসাবে তা'রা বল্‌তে পারে আত্মধর্ম্ম মানি না। কিন্তু আত্মধর্ম্ম জীবের স্বরূপের ধর্ম্ম, উহাতেই জীবের বাস্তব-কল্যাণ—পরাশান্তি। মায়াসঙ্গবশতঃ যে বহুতর বিরূপধর্ম্ম প্রকাশিত হয়েছে তা' কেবল জীবের পক্ষে অনর্থ।

যা'রা বলে আমরা ঈশ্বর মানি না এবং এই ব'লে গর্ব্ব অনুভব করে, তা'রাও ভুল করে। ঈশ্বর মানে না এমন কোনও প্রাণী ব্রহ্মাণ্ডে নাই। 'ঈশ্বর' শব্দের অর্থ 'ঈশিতা' বা 'ঐশ্বর্য্য'। এমন কোনও প্রাণী নাই, যে ঐশ্বর্য্যের নিকট নতি স্বীকার করে না। নাস্তিক ব্যক্তিও তা'দের দলের নেতাকে মানে, এমন কোনও অধিক যোগ্যতা তা'তে রয়েছে, যা'তে তা'র নিকট সে নতি স্বীকার করে। বিদ্যাবিষয়ে অধিক ঐশ্বর্য্য থাকায় বিদ্যার্থীর নিকট অধ্যাপক ঈশ্বর। ধনের আধিক্য হেতু ধনবান্ ব্যক্তি ধনার্থীর নিকট ঈশ্বর। এইপ্রকার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ঈশ্বর আমরা সর্ব্বদাই মানি। তবে পরমেশ্বরকে মান্‌তে এত লজ্জা ও আপত্তি কেন? পরমেশ্বরকে না মান্‌লে পরমেশ্বরের কোনও ক্ষতি হবে না, আমরাই তাঁহার কৃপা হ'তে বঞ্চিত হব। ঈশ্বর বিশ্বাস মানুষকে নিয়ন্ত্রিত করে। ঈশ্বর বিশ্বাসের অভাব হ'তে সমাজে বেপরোয়া পাপপ্রবণতা বিস্তার লাভ করে। পরমেশ্বর হ'তে জীব নির্গত, পরমেশ্বরেতে স্থিত, পরমেশ্বরের দ্বারা রক্ষিত ও পালিত, পরমেশ্বরের জন্য জীবের সত্তা। পরমেশ্বরে ভক্তিই জীবের কর্ত্তব্য, ধর্ম্ম, স্বার্থ ও পরার্থ। পরমেশ্বর বিমুখ থেকে জীব স্বতন্ত্রভাবে কল্যাণ লাভ কর্‌তে পারে না, সুখী হ'তে পারে না।

সনাতনীগণ 'পুতুল' পূজক নহেন। তাঁ'রা 'শ্রীবিগ্রহের' অর্চ্চনকারী। মানুষ নিজ কর্ত্তৃত্ববুদ্ধিতে যা' কিছু তৈরী করে তা' পুতুল। পরমেশ্বর স্বেচ্ছায় গুরু, পুরোহিত, ভাস্করাদিকে অবলম্বন করে ভক্তকে সুখ দিবার জন্য যে শ্রীমূর্ত্তিতে প্রকটিত হন, তা' 'শ্রীবিগ্রহ'। ইঁহাকে

ভগবানের কৃপাময় অর্চ্চাবতার বলা হয়। ভক্তের দর্শনে সেই শ্রীবিগ্রহ সাক্ষাৎ ভগবান্। 'প্রতিমা নহ তুমি, সাক্ষাৎ ব্রজেন্দ্রনন্দন।' অজ্ঞগণ মাটিয়া বুদ্ধিতে মাংসময়-নেত্রের দ্বারা শ্রীবিগ্রহতত্ত্বানুভূতিতে বঞ্চিত হইয়া পুতুল দেখে। অপরাধফলে উহাই তা'দের দণ্ডস্বরূপ।

যাঁ'রা ভগবানেতে প্রীতিলাভেচ্ছু তাঁ'দের পক্ষে শ্রীবিগ্রহসেবা ও শ্রীরথযাত্রার বিশেষ উপকারিতা আছে। বিপ্রলম্ভরসের উপাসক গৌড়ীয়-বৈষ্ণবগণের নিকট নীলাচল হ'তে সুন্দরাচল পর্য্যন্ত শ্রীজগন্নাথদেবের রথাকর্ষণলীলা বিশেষ তাৎপর্য্যপূর্ণ ও প্রেমপরাকাষ্ঠা অবস্থা।"

শ্রীপুরুষোত্তমক্ষেত্রে শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের নবকলেবরপ্রতিষ্ঠা ও রথযাত্রা-মহোৎসব

গত ১লা শ্রাবণ (১৩৮৪), ইং ১৭ই জুলাই (১৯৭৭) রবিবার শুক্লপ্রতিপৎতিথিতে শ্রীপুরীধামে শ্রীসুন্দরাচলস্থ শ্রীগুণ্ডিচামন্দিরে শ্রীগুণ্ডিচামন্দির-মার্জ্জন-মহোৎসব এবং শ্রীনীলাচলস্থ শ্রীজগন্নাথ মন্দিরে শ্রীশ্রীজগন্নাথ-বলরাম-সুভদ্রা ও সুদর্শন জিউর নবকলেবর প্রতিষ্ঠা-মহোৎসব যথাশাস্ত্র সুসম্পন্ন হইয়াছে। পরদিবস ২রা শ্রাবণ সোমবার শ্রীশ্রীজগন্নাথ-বলরাম-সুভদ্রা-সুদর্শন জিউর রথযাত্রা। কিন্তু এই দিবসীয় নানাপ্রকার আনুষ্ঠানিক সেবাকার্য্য সম্পাদনে বিলম্ব হওয়ায় শ্রীবিগ্রহগণ অপরাহ্ণ প্রায় ৫ ঘটিকায় স্ব স্ব রথে (শ্রীজগন্নাথের রথের নাম—নন্দিঘোষ—চক্রধ্বজ বা গরুড়ধ্বজ, শ্রীবলরামের তালধ্বজ ও শ্রীসুভদ্রা ও সুদর্শনের—পদ্মধ্বজ রথ) আরোহণ করেন। কিন্তু গজপতি মহারাজের আসিতে ৬টা বাজিয়া যাওয়ায় সেদিন আর রথ টানা হইল না। ঠাকুর রথোপরিই সেবিত হইতে থাকেন। পরদিবস ৩রা শ্রাবণ মঙ্গলবার পূর্ব্বাহ্ণ প্রায় ৯ ঘটিকায় শ্রীবলরামের রথ টানা আরম্ভ হয়। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ রথ অল্প কএকহাত দূরে অগ্রসর হইলে একটি ইলেক্‌ট্রিক্ পোষ্টে ধাক্কা লাগিয়া পোষ্টটি পড়িয়া যায়, তাহাতে তত্তলদেশস্থিত একটি দোকান ক্ষতিগ্রস্ত হয় এবং রথকে ঘুরাইয়া বড়দাণ্ডে বা গুণ্ডিচামন্দিরগামী প্রশস্তপথে লইবার সময় রথের তিনখানি চাকাও ভাঙ্গিয়া যায়। (শ্রীজগন্নাথের রথ ২৩ হাত উচ্চ—১৮ খানি চাকা বা মতান্তরে ১৬টি, শ্রীবলরামের রথ—২২ হাত উচ্চ ও ১৬টি চাকা বা মতান্তরে ১৪টি, শ্রীসুভদ্রার রথ ২১ হাত উচ্চ ও ১৪টি চাকা, মতান্তরে ১২টি।) সুতরাং শ্রীবলরামের রথ আর অগ্রসর হইলেন না। শ্রীজগন্নাথ ও শ্রীসুভদ্রার রথ সিংহদ্বারেই অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। তৎপর দিবস বুধবার শ্রীবলরামের রথ মেরামত হইয়া গেলে পূর্ব্বাহ্ণে তিনখানি রথই টানা আরম্ভ হয় এবং শ্রীবিগ্রহগণ নির্ব্বিঘ্নে গুণ্ডিচামন্দিরে শুভবিজয় করেন। "আপন ইচ্ছায় চলে রথ, না চলে কারো বলে।" বহিরের বিঘ্নাদি বহির্দৃষ্টিতে নানাপ্রকার নিমিত্ত অবলম্বন করিয়া সংঘটিত হইলেও ভক্তিমন্ত জনগণের বিচারে ঐ সকল বিঘ্ন সেবকগণকে সেবাবিষয়ে সতর্ক করিবার জন্যই ভগবদিচ্ছাসম্ভূত। আবার শ্রীজগন্নাথ—সর্ব্বজগতের নাথ। আমরা সকলেই তাঁহার নিত্যসেবক; তাঁহার সেবার ত্রুটীজন্য আমরা জগদ্বাসী সকলেই দায়ী। যাহাতে আমরা সকলেই তাঁহার সেবা-শৈথিল্য পরিত্যাগপূর্ব্বক সেবা-উন্মুখ হইতে পারি, তজ্জন্যও তিনি ঐরূপ বিঘ্ন উত্থাপন করাইয়া আমাদের সকলকেই সাবধান করিলেন। আমরা সকলেই তাঁহার শ্রীচরণে সাষ্টাঙ্গে প্রণতিপূর্ব্বক ক্ষমা ভিক্ষা করিতেছি। তিনি প্রসন্ন হউন।

বিরহ-সংবাদ

গত ২৭শে বৈশাখ, ১৩৮৪; ইং ১০ই মে, ১৯৭৭ মঙ্গলবার কৃষ্ণাষ্টমী তিথিতে পাঞ্জাবপ্রদেশস্থ জলন্ধর-সহর-নিবাসী বৃদ্ধভক্ত শ্রীনারায়ণদাস শর্ম্মা তাঁহার নবতি-বর্ষ বয়ঃক্রমকালে তদীয় জলন্ধরস্থ নিজবাসভবনে শ্রীহরি-গুরু-বৈষ্ণবপাদপদ্ম স্মরণ করিতে করিতে দেহরক্ষা করিয়াছেন। তিনি পশ্চিম পাকিস্তানের সেখুপুরা জেলার অন্তর্গত 'সাহজান্‌কামড্ডর' নামক গ্রামে ব্রাহ্মণকুলে জন্মগ্রহণ করেন। ১৯৪৯ খৃষ্টাব্দে তথা হইতে পরিবারবর্গসহ জলন্ধরে আসিয়া বসবাস করিতে থাকেন। ১৯৬৬ খৃষ্টাব্দে তিনি পরমপূজনীয় শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠাধ্যক্ষ আচার্য্যদেবের শ্রীচরণাশ্রয়ে শ্রীহরিনামমন্ত্র গ্রহণের সৌভাগ্য বরণ করেন। গত ১৯৭২ খৃষ্টাব্দে চণ্ডীগড়স্থ শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয়মঠে শ্রীবিগ্রহপ্রতিষ্ঠাকালে শ্রীশর্ম্মাজী উক্ত মঠে আসেন এবং শ্রীচরণামৃত ও প্রসাদ-বিতরণরূপ সেবাকার্য্য করিতে থাকেন। তিনি স্নিগ্ধ সরল ও দয়ার্দ্রহৃদয় সেবক ছিলেন। আমরা তাঁহার অভাব বিশেষভাবে অনুভব করিতেছি।

নিয়মাবলী

১। "শ্রীচৈতন্য-বাণী" প্রতি বাঙ্গালা মাসের ১৫ তারিখে প্রকাশিত হইয়া দ্বাদশ মাসে দ্বাদশ সংখ্যা প্রকাশিত হইয়া থাকেন। ফাল্গুন মাস হইতে মাঘ মাস পর্য্যন্ত ইহার বর্ষ গণনা করা হয়।

২। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৬·০০ টাকা, ষাণ্মাসিক ৩·০০ টাকা, প্রতি সংখ্যা ·৫০ পঃ। ভিক্ষা ভারতীয় মুদ্রায় অগ্রিম দেয়।

৩। পত্রিকার গ্রাহক যে কোন সংখ্যা হইতে হওয়া যায়। জ্ঞাতব্য বিষয়াদি অবগতির জন্য কার্য্যাধ্যক্ষের নিকট পত্র ব্যবহার করিয়া জানিয়া লইতে হইবে।

৪। শ্রীমন্মহাপ্রভুর আচরিত ও প্রচারিত শুদ্ধভক্তিমূলক প্রবন্ধাদি সাদরে গৃহীত হইবে। প্রবন্ধাদি প্রকাশিত হওয়া সম্পাদক-সঙ্ঘের অনুমোদন সাপেক্ষ। অপ্রকাশিত প্রবন্ধাদি ফেরৎ পাঠাইতে সঙ্ঘ বাধ্য নহেন। প্রবন্ধ কালিতে স্পষ্টাক্ষরে একপৃষ্ঠায় লিখিত হওয়া বাঞ্ছনীয়।

৫। পত্রাদি ব্যবহারে গ্রাহকগণ গ্রাহক-নম্বর উল্লেখ করিয়া পরিষ্কারভাবে ঠিকানা লিখিবেন। ঠিকানা পরিবর্ত্তিত হইলে এবং কোন সংখ্যা ঐ মাসের শেষ তারিখের মধ্যে না পাইলে কার্য্যাধ্যক্ষকে জানাইতে হইবে। তদন্যথায় কোনও কারণেই পত্রিকার কর্ত্তৃপক্ষ দায়ী হইবেন না। পত্রোত্তর পাইতে হইলে রিপ্লাই কার্ডে লিখিতে হইবে।

৬। ভিক্ষা, পত্র ও প্রবন্ধাদি কার্য্যাধ্যক্ষের নিকট নিম্নলিখিত ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে।

কার্য্যালয় ও প্রকাশস্থান :—

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ

৩৫, সতীশ মুখার্জ্জী রোড, কলিকাতা-২৬, ফোন-৪৬-৫৯০০।

শ্রীগৌড়ীয় সংস্কৃত বিদ্যাপীঠ

প্রতিষ্ঠাতা—শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাধ্যক্ষ পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিযতি শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজ।

স্থান :—শ্রীগঙ্গা ও সরস্বতীর (জলঙ্গী) সঙ্গমস্থলের অতীব নিকটে শ্রীগৌরাঙ্গদেবের আবির্ভাবভূমি শ্রীধাম-মায়াপুরান্তর্গত তদীয় মাধ্যাহ্নিক লীলাস্থল শ্রীঈশোদ্যানস্থ শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ।

উত্তম পারমার্থিক পরিবেশ। প্রাকৃতিক দৃশ্য মনোরম ও মুক্ত জলবায়ু পরিবেষ্টিত অতীব স্বাস্থ্যকর স্থান।

মেধাবী যোগ্য ছাত্রদিগের বিনা ব্যয়ে আহার ও বাসস্থানের ব্যবস্থা করা হয়। আত্মধর্ম্মনিষ্ঠ আদর্শ চরিত্র অধ্যাপক অধ্যাপনার কার্য্য করেন। বিস্তৃত জানিবার নিমিত্ত নিম্নে অনুসন্ধান করুন।

(১) প্রধান অধ্যাপক, শ্রীগৌড়ীয় সংস্কৃত বিদ্যাপীঠ
ঈশোদ্যান, পোঃ শ্রীমায়াপুর, জিঃ নদীয়া

(২) সম্পাদক, শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ
৩৫, সতীশ মুখার্জ্জী রোড, কলিকাতা-২৬

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় বিদ্যামন্দির

৮৬এ, রাসবিহারী এভিনিউ, কলিকাতা-২৬

শিশুশ্রেণী হইতে ৯ম শ্রেণী পর্য্যন্ত ছাত্রছাত্রী ভর্ত্তি করা হয়। শিক্ষাবোর্ডের অনুমোদিত পুস্তক-তালিকা অনুসারে শিক্ষার ব্যবস্থা আছে এবং সঙ্গে সঙ্গে ধর্ম্ম ও নীতির প্রাথমিক কথা ও আচরণগুলিও শিক্ষা দেওয়া হয়। বিদ্যালয় সম্বন্ধীয় বিস্তৃত নিয়মাবলী উপরি উক্ত ঠিকানায় কিংবা শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ৩৫, সতীশ মুখার্জ্জি রোড, কলিকাতা-২৬ ঠিকানায় জ্ঞাতব্য। ফোন নং ৪৬-৫৯০০।

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ হইতে প্রকাশিত গ্রন্থাবলী

(১) প্রার্থনা ও প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা— শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর রচিত—ভিক্ষা ·৭০
(২) শরণাগতি—শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর রচিত—ভিক্ষা ·৭০
(৩) কল্যাণকল্পতরু ,, ,, ,, ·৮০
(৪) গীতাবলী ,, ,, ,, ·৭০
(৫) গীতমালা ,, ,, ,, ·৮০
(৬) জৈবধর্ম্ম ,, ,, ,, যন্ত্রস্থ
(৭) মহাজন-গীতাবলী (১ম ভাগ)—শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর রচিত ও বিভিন্ন মহাজনগণের রচিত গীতিগ্রন্থসমূহ হইতে সংগৃহীত গীতাবলী—ভিক্ষা ১·৫০
(৮) মহাজন-গীতাবলী (২য় ভাগ) ঐ ,, ১·০০
(৯) শ্রীশিক্ষাষ্টক—শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমহাপ্রভুর স্বরচিত (টীকা ও ব্যাখ্যা সম্বলিত)— ·৫০
(১০) উপদেশামৃত—শ্রীল শ্রীরূপ গোস্বামী বিরচিত (টীকা ও ব্যাখ্যা সম্বলিত)— ,, ·৬২
(১১) শ্রীশ্রীপ্রেমবিবর্ত—শ্রীল জগদানন্দ পণ্ডিত বিরচিত — ,, ১·২৫
(১২) SREE CHAITANYA MAHAPRABHU, HIS LIFE AND PRECEPTS ; by THAKUR BHAKTIVINODE— Re. 1.00
(১৩) শ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীমুখে উচ্চ প্রশংসিত বাঙ্গালা ভাষার আদি কাব্যগ্রন্থ — শ্রীশ্রীকৃষ্ণবিজয় — — — ,, ৬·০০
(১৪) ভক্ত-ধ্রুব—শ্রীমদ্ ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ সঙ্কলিত— — ,, ১·৫০
(১৫) শ্রীবলদেবতত্ত্ব ও শ্রীমন্মহাপ্রভুর স্বরূপ ও অবতার— ডাঃ এস্, এন্ ঘোষ প্রণীত — ,, ১·৫০
(১৬) শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা [শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তীর টীকা, শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের মর্ম্মানুবাদ, অন্বয় সম্বলিত] ... — ১০·০০
(১৭) প্রভুপাদ শ্রীশ্রীল সরস্বতী ঠাকুর (সংক্ষিপ্ত চরিতামৃত) — — ·২৫
(১৮) একাদশীমাহাত্ম্য — — — — ২·০০
(১৯) গোস্বামী শ্রীরঘুনাথ দাস (অতিমর্ত্ত্য বৈরাগ্য ও ভজনের মূর্ত্ত আদর্শ) — শ্রীশান্তি মুখোপাধ্যায় প্রণীত — — ২·৫০

দ্রষ্টব্য :— ভিঃ পিঃ যোগে কোন গ্রন্থ পাঠাইতে হইলে ডাকমাশুল পৃথক্ লাগিবে।

প্রাপ্তিস্থান :— কার্য্যাধ্যক্ষ, গ্রন্থবিভাগ, ৩৫, সতীশ মুখার্জ্জী রোড, কলিকাতা-২৬

মুদ্রণালয় :—
শ্রীচৈতন্যবাণী প্রেস, ৩৪।১এ, মহিম হালদার ষ্ট্রীট, কালীঘাট, কলিকাতা-২৬

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

একমাত্র-পারমার্থিক মাসিক

শ্রীচৈতন্য-বাণী

১৭শ বর্ষ * ভাদ্র — ১৩৮৪ * ৭ম সংখ্যা

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, পল্টনবাজার, গৌহাটী

সম্পাদক

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ

প্রতিষ্ঠাতা ঃ—

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাধ্যক্ষ পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিযতি শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজ

সম্পাদক-সঙ্ঘপতি ঃ—

পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রমোদ পুরী মহারাজ

সহকারী সম্পাদক-সঙ্ঘ ঃ—

১। মহোপদেশক শ্রীকৃষ্ণানন্দ দেবশর্মা ভক্তিশাস্ত্রী, সম্প্রদায়বৈভবাচার্য্য।

২। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিসুহৃদ্ দামোদর মহারাজ। ৩। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিবিজ্ঞান ভারতী মহারাজ।

৪। শ্রীবিভুপদ পণ্ডা, বি-এ, বি-টি, কাব্য-ব্যাকরণ-পুরাণতীর্থ, বিদ্যানিধি।

৫। শ্রীচিন্তাহরণ পাটগিরি, বিদ্যাবিনোদ

কার্য্যাধ্যক্ষ ঃ—

শ্রীজগমোহন ব্রহ্মচারী, ভক্তিশাস্ত্রী।

প্রকাশক ও মুদ্রাকর ঃ—

মহোপদেশক শ্রীমঙ্গলনিলয় ব্রহ্মচারী, ভক্তিশাস্ত্রী, বিদ্যারত্ন, বি, এস্-সি

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, তৎশাখা মঠ ও প্রচারকেন্দ্রসমূহ ঃ—

মূল মঠ ঃ—

১। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ঈশোদ্যান, পোঃ শ্রীমায়াপুর (নদীয়া)

প্রচারকেন্দ্র ও শাখামঠ ঃ—

২। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ৩৫, সতীশ মুখার্জ্জি রোড্, কলিকাতা-২৬। ফোন ঃ ৪৬-৫৯০০

৩। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ৮৬এ, রাসবিহারী এভিনিউ, কলিকাতা-২৬

৪। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, গোয়াড়ী বাজার, পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

৫। শ্রীশ্যামানন্দ গৌড়ীয় মঠ, পোঃ ও জেঃ মেদিনীপুর

৬। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, মথুরা রোড, পোঃ বৃন্দাবন (মথুরা)

৭। শ্রীবিনোদবাণী গৌড়ীয় মঠ, ৩২, কালীয়দহ, পোঃ বৃন্দাবন (মথুরা)

৮। শ্রীগৌড়ীয় সেবাশ্রম, মধুবন মহোলি, পোঃ কৃষ্ণনগর, জেঃ মথুরা

৯। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, দেওয়ান দেউড়ী, হায়দ্রাবাদ-২ (অন্ধ্র প্রদেশ) ফোন ঃ ৪৬০০১

১০। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, পল্টন বাজার, পোঃ গৌহাটী-৮ (আসাম) ফোন ঃ ৭১৭০

১১। শ্রীগৌড়ীয় মঠ, পোঃ তেজপুর (আসাম)

১২। শ্রীল জগদীশ পণ্ডিতের শ্রীপাট, পোঃ যশড়া, ভায়া চাকদহ (নদীয়া)

১৩। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, পোঃ ও জিলা গোয়ালপাড়া (আসাম)

১৪। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, সেক্টর—২০বি, পোঃ চণ্ডীগড়—২০ (পাঞ্জাব) ফোন ঃ ২৩০৮৮

১৫। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, গ্রাণ্ড রোড্, পোঃ পুরী (উড়িষ্যা)

১৬। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, শ্রীজগন্নাথ মন্দির, পোঃ আগরতলা (ত্রিপুরা)

১৭। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, গোকুল মহাবন, পোঃ মহাবন, জিলা—মথুরা

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের পরিচালনাধীন ঃ—

১৮। সরভোগ শ্রীগৌড়ীয় মঠ, পোঃ চক্‌চকাবাজার, জেঃ কামরূপ (আসাম)

১৯। শ্রীগদাই গৌরাঙ্গ মঠ পোঃ বালিয়াটী, জেঃ ঢাকা (বাংলাদেশ)

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীচৈতন্য-বাণী

"চেতোদর্পণমার্জ্জনং ভব-মহাদাবাগ্নি-নির্ব্বাপণং
শ্রেয়ঃ কৈরবচন্দ্রিকাবিতরণং বিদ্যাবধূজীবনম্।
আনন্দাম্বুধিবর্দ্ধনং প্রতিপদং পূর্ণামৃতাস্বাদনং
সর্ব্বাত্মস্নপনং পরং বিজয়তে শ্রীকৃষ্ণসংকীর্ত্তনম্॥"

১৭শ বর্ষ | শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ভাদ্র, ১৩৮৪
৪ হৃষীকেশ, ৪৯১ শ্রীগৌরাব্দ ; ১৫ ভাদ্র, বৃহস্পতিবার ; ১ সেপ্টেম্বর, ১৯৭৭ | ৭ম সংখ্যা

সজ্জন—কবি

[ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুর]

রসাত্মক বাক্যকে কাব্য বলে। কাব্যরচয়িতা ও কাব্য-আস্বাদককে কবি বলে। কাব্য দ্বিবিধ—গ্রাম্য কাব্য ও অপ্রাকৃত কাব্য। রস সাধারণতঃ দ্বাদশ প্রকার। তন্মধ্যে স্থায়ী পাঁচটী এবং গৌণ সাতটি। শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর এই পাঁচটী মুখ্য রস। হাস্য, করুণ, বীর, অদ্ভুত, রৌদ্র, বীভৎস ও ভয়ানক, আগন্তুক হইয়া মুখ্য রসের পুষ্টি সাধন করে। প্রকৃতির অন্তর্গত রসসমূহ জড়কাব্যের উপাদান। তাহাতে প্রাকৃত নশ্বর অনুপাদেয় নায়ক-নায়িকা আলম্বনরূপে জড়ের অচিৎ উদ্দীপনার দ্বারা প্রচালিত হইয়া অনুভাব, সাত্ত্বিক ও সঞ্চারী সামগ্রীর সহিত স্থায়িভাব রতির সংমিশ্রণে রসের উদ্ভাবনা করে। তাহা নিতান্ত বিরস ও কাব্যনামের অযোগ্য। সজ্জন তাদৃশ কুকবি নহেন। তিনি অপ্রাকৃত রসাত্মক বাক্যময় কাব্যে সুপণ্ডিত। তাদৃশ কাব্যের নায়ক ব্রজেন্দ্রনন্দনকে আশ্রয় করিয়া যে সকল কাব্য নির্ম্মিত হয়, তাহা সজ্জনের আস্বাদনীয় বিষয় এবং তিনিও জড়কবিধিক্কারী নিত্য সৌন্দর্য্য উপলব্ধিক্ষম।

সজ্জনপ্রবর শ্রীদামোদর-স্বরূপ বলিয়াছেন—

গ্রাম্য কবির কবিত্ব শুনিতে হয় দুঃখ।
যদ্বা তদ্বা কবির বাক্যে হয় রসাভাস।
সিদ্ধান্তবিরুদ্ধ শুনিতে না হয় উল্লাস॥

প্রাকৃত মায়াবাদী জড়কবির চিত্র শ্রীপাদ স্বরূপ গোস্বামী যেরূপ উদ্‌ঘাটিত করিয়াছেন, তাহা এই—

পূর্ণানন্দ চিৎস্বরূপ জগন্নাথ রায়।
তাঁরে কৈলে জড় নশ্বর প্রাকৃতকায়॥
পূর্ণষড়ৈশ্বর্য্য চৈতন্য স্বয়ং ভগবান্।
তাঁকে কৈলে ক্ষুদ্রজীব স্ফুলিঙ্গসমান॥

আবার শ্রীপাদ রূপ গোস্বামীর কাব্য সজ্জনের কিরূপ আনন্দপ্রদ তাহাও চরিতামৃতে দৃষ্ট হয়—

রূপ যৈছে দুই নাটক করিয়াছে আরম্ভ।
শুনিতে আনন্দ বাড়ে যার মুখবন্ধ॥
দুই শ্লোক কহি প্রভুর হৈল মহাসুখ।
নিজ ভক্তের গুণ কহে হঞা পঞ্চমুখ॥
কহ তোমার কবিত্ব শুনি হয় চমৎকার।
রায় কহে তোমার কবিত্ব অমৃতের ধার॥
রায় কহে রূপের কাব্য অমৃতের পূর।

* * *

রূপের কবিত্ব প্রশংসি সহস্র বদনে।

*　　*　　*

মধুর প্রসঙ্গ ইহাঁর কাব্য সালঙ্কার।
ঐছে কবিত্ব বিনা নহে রসের প্রচার॥

গ্রাম্য কবির কবিতার আস্বাদকগণ প্রকৃত-প্রস্তাবে কবিত্বের উপলব্ধি করিতে অসমর্থ। তাঁহারা গ্রাম্য কবিতাগুলি ও কবিকেই শ্রেষ্ঠ জ্ঞান করেন। রায় রামানন্দ, শ্রীদামোদর স্বরূপ এবং স্বয়ং সৌন্দর্য্য-রত্নাকর অভিন্নব্রজেন্দ্রনন্দন যে শ্রীরূপের কাব্য ও তাঁহাকে কবি বলিয়া বহু প্রশংসা করিলেন, বহরম-পুরের গ্রাম্যরসরসিক জনৈক সাহিত্যিক বা চুঁচুড়ার শৈব সাহিত্যিক বা আজকালকার দিনের জড়রসপ্রচারক প্রাকৃত সহজিয়া সাহিত্যিকগণ সজ্জনের কবিতার আদর করেন না। যদি তাঁহারা সজ্জন হইতেন, তাহা হইলে গ্রাম্য কবির কাব্যের অবরতা জানিতে সমর্থ হইতেন ও হরিপ্রেমোন্মত্ত কবিগণের বাক্যের উৎকর্ষ স্বীকার না করিয়া থাকিতে পারিতেন না।

লোকের রুচি ভিন্ন ভিন্ন। অসতের রুচির সহ সজ্জনের রুচিভেদ আছে। মূর্খের সহিত পণ্ডিতের, অজ্ঞের সহিত অভিজ্ঞের ও জড়রস রসিকের সহিত ভগবদ্রসসেবী ভক্তের নিশ্চয়ই ভেদ আছে।

সজ্জনেই কবিত্বের সৌন্দর্য্য পূর্ণমাত্রায় প্রকটিত; তবে অভাবগ্রস্ত জড় কবিগণের কাব্যরসামোদী পাঠক অসৎসঙ্গক্রমে তাহা আস্বাদনে অসমর্থ হন। পরমসজ্জন ভাগবত শ্রীহংসবাহন বিরিঞ্চি, বাল্মীকি ও শ্রীবেদব্যাস হরিরস বর্ণনা করিয়া ও আস্বাদন করিয়া মহাকবি নামে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছেন। তাঁহাদের অনুগত সজ্জনগণও কবি নামে অনেকেই খ্যাত। আজও বঙ্গীয় সাহিত্য ভাণ্ডারের অমূল্য নিধিগুলির আদর কম নাই। তাঁহারা সকলেই সজ্জন। বৈষ্ণব কবিগুলিকে বাদ দিয়া বঙ্গীয় রিক্ত কবিতা ভাণ্ডারের আকর্ষণ কতটুকু, তাহা সাহিত্যিক ও কবি পরিচয়াকাঙ্ক্ষী গ্রাম্য কবিগণও বিচার করিয়া দেখিতে পারেন।

অসৎ সমাজের মধ্যে এরূপ একটি রুচিও প্রবল আছে যে, হরিরস-মদিরাপানোন্মত্ত জনগণকে কবি না বলিয়া জড়মদিরামত্ত ইন্দ্রিয়-তর্পণাভিলাষী নিরীশ্বর দুর্নীতিপরায়ণগণকেও কবি বলা হউক। সজ্জনগণ তাহা অনুমোদন করেন না। শ্রীজয়দেব, শ্রীবিল্বমঙ্গলাদি সজ্জনগণকে অনাদর করিয়া যাঁহারা গ্রাম্য কবি-গণের আদর করেন, তাঁহাদের সজ্জন-সমাজে প্রবেশের আশা নাই। অনিত্য প্রাকৃত নিরানন্দের ক্লেশ যে গ্রাম্যকবিকে আচ্ছন্ন করে, সে কখনই সজ্জন হইতে পারে না। সজ্জন না হইলে যথার্থ কবি হওয়া যায় না। শ্রীচরিতামৃতের লেখক সজ্জনরাজ শ্রীকৃষ্ণদাস "কবিরাজ" নামেই প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছেন। সজ্জন নিত্য কবি, চিন্ময় ও আনন্দময়। তাঁহার কাব্যের সহ অন্যের তুলনা নাই।

(সজ্জনতোষণী ২৩ বর্ষ ৫৭ পৃঃ)

শ্রীভক্তিবিনোদ-বাণী

(জ্ঞান)

প্রঃ—জ্ঞানের স্বরূপ কি?

উঃ—"জ্ঞানও সাত্ত্বিক কর্ম্মবিশেষ।"

—গীঃ রঃ রঃ ভাঃ, ৩।২

প্রঃ—কিরূপ জ্ঞান-বৈরাগ্য ভক্তের স্বীকার যোগ্য?

উঃ—"জ্ঞান ও বৈরাগ্য ভক্তির অঙ্গের মধ্যে পরি-গণিত নয়; যেহেতু তাহারা চিত্তের কাঠিন্য উৎপত্তি করে; কিন্তু ভক্তি সুকুমার স্বভাবা, অতএব ভক্তি হইতে যে জ্ঞান ও বৈরাগ্য উপস্থিত হয়, তাহাই স্বীকৃত।"

—জৈঃ ধঃ ২০শ অঃ

প্রঃ—জিজ্ঞাসা থাকা পর্য্যন্ত শুদ্ধজ্ঞান হয় কি?

উঃ—"সমস্ত ভৌতিকজ্ঞান একত্র করিলে যে জ্ঞান পাওয়া যায়, তাহাকে 'প্রাকৃত-জ্ঞান' বলা যায়। সেই প্রাকৃত-জ্ঞানের অবিকৃত মূল-জ্ঞানকে 'অপ্রাকৃত-জ্ঞান' বলা যায়। বিকৃত অবস্থায় অপ্রাকৃত-জ্ঞানই

'প্রাকৃত-জ্ঞান'। সাংখ্যের চতুর্ব্বিংশতি তত্ত্ব—সমস্তই প্রাকৃত। সেই জ্ঞান সমাধিযোগে লুপ্ত হইয়া অবিকৃত-জ্ঞানকে উদয় করায়; তজ্‌জ্ঞানের নামই—'বিজ্ঞান'। যতক্ষণ জিজ্ঞাসা আছে, ততক্ষণ অবিদ্যার খেলা। অবিদ্যা-নিবৃত্তির সহিত বিজ্ঞানরূপ চিজ্‌জ্ঞানের উদয়। এতদূর জ্ঞান লাভ করিয়া আস্বাদন-কালে ভক্তি উদয় হয়। অতএব যেই জ্ঞান, সেই ভক্তি।"

—'সমালোচনা', সঃ তোঃ ১১।১০

প্রঃ—বৈষ্ণবগণ কিরূপ জ্ঞানকে নিন্দা করেন?

উঃ—"বৈষ্ণব-মহাত্মগণ স্থানে স্থানে যে জ্ঞানকে নিন্দা করেন, তাহা শুদ্ধজ্ঞান নহে। যে-স্থলে জড়ীয় জ্ঞানের দ্বারা অচিন্ত্য পরমার্থের বিচার করা যায়, সেই স্থানেই জ্ঞানের নিন্দা। একজন চোরকে লক্ষ্য করিয়া যদি বলা যায় যে, মানুষ কি 'পাজি', তখন মনুষ্য-মাত্রকেই পাজি বলা হয় না, কেবল চোরকেই 'পাজি' বলা যায়।"

—'সমালোচনা', সঃ তোঃ ১১।১০

প্রঃ—ভক্তিশাস্ত্রে কিরূপ জ্ঞানের নিন্দা আছে?

উঃ—"ভাবভক্তি ও শুদ্ধজ্ঞানের ঐক্য-বিবেচনাতেই অশুদ্ধ জ্ঞানসকলকে 'জ্ঞান' বলিয়া ভক্তিশাস্ত্রে 'জ্ঞানে'র নিন্দা শুনা যায়। শুদ্ধজ্ঞানকে 'জ্ঞান-কাণ্ড' বলে না।"

—চৈঃ শিঃ ৫।৩

প্রঃ—প্রত্যক্ ও পরাক্ চৈতন্য কাহাকে বলে?

উঃ—"চৈতন্য দ্বিবিধ—প্রত্যক্ চৈতন্য ও পরাক্ চৈতন্য। যখন বৈষ্ণবের প্রেমাবেশ হয়, সে সময় যাহা উদিত হয়, তাহাই প্রত্যক্ চৈতন্য অর্থাৎ অন্তরস্থ জ্ঞান; যে-সময় পুনরায় প্রেমাবেশ ভঙ্গ হয়, তখন জড়জগতে দৃষ্টি পড়ে এবং পরাক্ চৈতন্যের উদয় হয়। পরাক্ চৈতন্যকে 'চিৎ' বলি না, কিন্তু 'চিদাভাস' বলি।"

—প্রেঃ প্রঃ ৯ম প্রঃ

প্রঃ—ভগবল্লীলা কি মনুষ্যজ্ঞানে পরিমেয়া?

উঃ—"মানবের জ্ঞান অতি ক্ষুদ্র। সেই জ্ঞানে পরমেশ্বরের শক্তি ও লীলা পরিমাণ করিতে গেলে নিতান্ত ভ্রমে পড়িতে হয়।"

—'সমালোচনা', সসঙ্গিনী সঃ তোঃ ৮।৪

প্রঃ—ব্রহ্ম ও ঈশ্বরজ্ঞানের প্রভেদ কি?

উঃ—"ব্রহ্মজ্ঞানটী ঈশ্বরজ্ঞানেরই একটী উপশাখা-মাত্র।"

—চৈঃ শিঃ ৫।৩

প্রঃ—কৈবল্য ও ব্রহ্মনির্ব্বাণ-মুক্তির অবস্থিতি কোথায়?

উঃ—"'কৈবল্য' ও 'ব্রহ্মলয়'—মায়িক জগৎ ও চিজ্জগতের মধ্য সীমা।"

—ব্রঃ সং ৫।৩৪

প্রঃ—জ্ঞানকাণ্ডীর গতি কিরূপ?

উঃ—"দ্বিতীয় সঙ্গতিতে (স্বার্থবিনাশরূপ নির্ব্বিশেষ জ্ঞানসঙ্গতিতে) যাঁহারা বদ্ধ হইয়া পড়েন, তাঁহারা আত্মনাশকে উদ্দেশ করিয়া ফল্গুবৈরাগ্য আচরণ করেন। তাঁহাদের না এ জগতে প্রতিষ্ঠা হইল, না পরে কোন সিদ্ধতত্ত্ব লাভ হইল; পরন্তু কতকগুলি ব্যতিরেক চিন্তা লইয়াই তাঁহাদের জীবনটা বৃথা অপব্যয়িত হইল। ইঁহাদিগকে জ্ঞানকাণ্ডী বলে।"

—চৈঃ শিঃ ৮, উপসংহার

প্রঃ—জ্ঞান-যোগমার্গে গোলোকে গমন-চেষ্টায় কি বিপৎ আছে?

উঃ—"কৃষ্ণপ্রসাদ ব্যতীত যাঁহারা কেবল চিন্তার দ্বারাই গোলোকে গমনাদি চেষ্টা করেন, তাঁহাদের নিবারক দশদিকে দশটি নৈরাশ্যরূপ শূল রহিয়াছে। যোগমার্গে বা জ্ঞানমার্গে আসিতে গেলে সেই দশটি শূলে বিদ্ধ হইয়া দাম্ভিক লোকগণ পরাহত হন।"

—ব্রঃ সং ৫।৫

প্রঃ—সুর ও অসুর কাহারা? তাহাদের উপায় ও উপেয়েতে পার্থক্য আছে কি?

উঃ—"ভগবদ্ভক্তগণই সাধু এবং ভগবদ্বিদ্বেষিগণই অসুর। সাধুত্বে ও অসুরত্বে যেরূপ সর্ব্বদা বৈপরীত্য-ধর্ম্ম আছে, তাহাদের সাধন ও সাধ্যবিষয়েও সেইরূপ বৈপরীত্যভাব থাকা আবশ্যক। অসুরদের সাধু-বিদ্বেষ ও গো-বিপ্র-হননই—সাধন এবং মোক্ষই—সাধ্য। ভক্তদিগের ভক্তিই সাধন এবং প্রেমই সাধ্য। যাঁহারা সেই মোক্ষের প্রয়াসী, তাঁহারা সুতরাং অসাধুদিগের ন্যায় কেবল জ্ঞান-চেষ্টারূপ অসাধু সাধনকে আশ্রয় করেন।"

—বৃঃ ভাঃ তাৎপর্য্যানুবাদ

শ্রীভক্তিবিনোদ-স্তুতি

ভকতিবিনোদ প্রভু দয়া কর মোরে।
তব কৃপাবলে পাই শ্রীপ্রভুপাদেরে॥
ভকতিসিদ্ধান্ত সরস্বতী প্রভুপাদ।
জগতে আনিয়া দিলে করিয়া প্রসাদ॥
'সরস্বতী কৃষ্ণপ্রিয়া, কৃষ্ণভক্তি তাঁর হিয়া,
বিনোদের সেই সে বৈভব।'
এই গীতের ভাবার্থ, প্রভুপাদ-পর-অর্থ,
এবে মোরা করি অনুভব॥
শ্রীচৈতন্যের জন্মস্থান শ্রীমায়াপুর।
তোমার প্রচারে এবে জানিল সংসার॥
শিক্ষামৃত, জৈবধর্ম্ম আদি গ্রন্থ-শত।
সজ্জনতোষণীপত্রী সর্ব্বসমাদৃত॥
এই সব গ্রন্থ পত্রী করিয়া প্রচার।
লুপ্তপ্রায় শুদ্ধভক্তি করিলে উদ্ধার॥
জীবেরে জানালে তুমি হও কৃষ্ণদাস।
কৃষ্ণ ভজ, কৃষ্ণ চিন্ত ছাড়ি' অন্য আশ॥
কৃষ্ণদাস্যে জীব সব পরানন্দ পায়।
সকল বিপদ্ হ'তে মুক্ত হ'য়ে যায়॥
আপনি আচরি' ধর্ম্ম শিখালে সবারে।
গৃহে কিম্বা ধামে থাকি' ভজহ কৃষ্ণেরে॥
গদাধর-গৌরহরি-সেবা প্রকাশিলে।
শ্রীরাধামাধবরূপে তাঁদের দেখিলে॥
গোস্বামিগণের গ্রন্থ বিচার করিয়া।
সুসিদ্ধান্ত শিখায়েছ, প্রমাণাদি দিয়া॥
তাহা পড়ি' শুনি' লোক আকৃষ্ট হৈলা।
জগভরি' তব নাম গাহিতে লাগিলা॥
ব্যাসের অভিন্ন তুমি পুরাণ-প্রকাশ। *
শুকাভিন্ন প্রভুপাদ শ্রীদয়িত দাস॥
বৈষ্ণবের যতগুণ আছয়ে গ্রন্থেতে।
সকল প্রকাশ হৈলা তোমার দেহেতে॥
জয় গঙ্গা-সরস্বতী-সঙ্গমসুন্দর।
তাহার নিকটে ঈশোদ্যান মনোহর॥
জয় জয় গদাধর ঈশোদ্যানে বসি'।
শ্রীগৌরচন্দ্রের ধ্যান করে দিবানিশি॥
গৌরাঙ্গের মাধ্যাহ্নিক-লীলাপ্রিয়স্থান।
সাধুগণ মঠ স্থাপি' গৌরগুণ গান॥
শ্রীগৌড়মণ্ডল মাঝে শ্রীবীরনগর।
তব আবির্ভাবস্থান সর্ব্বশুভঙ্কর॥
বন্দি আমি নতশিরে সেই পুণ্য-ক্ষেত্র।
মস্তকে ধারণ করি সে ধূলি পবিত্র॥
তোমার দাসানুদাস যতি যাযাবর।
প্রার্থনা করয়ে নাম গাহি' নিরন্তর॥

* (পুরাণপ্রকাশ—অর্থাৎ পদ্মপুরাণাদির প্রকাশকারী)

শ্রীকৃষ্ণই পরমতত্ত্ব

[পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রমোদ পুরী মহারাজ]

শ্রীগোপালতাপনী, রামতাপনী, নৃসিংহতাপনী প্রভৃতি শ্রুতি অথর্ব্ববেদান্তর্গত পিপ্পলাদ শাখার অন্তর্গত। নরাকৃতি পরব্রহ্ম স্বয়ং ভগবান্ শ্রীগোপালদেবকে প্রতিপাদন করিতেছেন—শ্রীগোপালবিদ্যামুদ্দীপয়ন্তীতি—শ্রীগোপালবিদ্যাকে উদ্দীপিত বা প্রকাশিত করিতেছেন বলিয়া এই শ্রুতি শ্রীগোপালতাপনী বলিয়া অভিহিতা।

ইহাকে আথর্ব্বণ উপনিষদ্‌ও বলা হয়। গুর্জ্জর বা গুজরাট্ ও তন্নিকটস্থ দেশে পরাশরগোত্রোদ্ভূত বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণসম্প্রদায়ে অথর্ব্ববেদ ও তদন্তর্গত পিপ্পলাদ-শাখা-মধ্যস্থ এই শ্রীগোপালতাপনী শ্রুতির বিশেষ আদর ও আলোচনা পরিদৃষ্ট হয়। ঐসকল দেশে উহার প্রামাণিকতা অবিসংবাদিতরূপে স্বীকৃত হইয়া থাকে। 'তাপন' শব্দের এক অর্থ—সূর্য্য। স্বপ্রকাশ সূর্য্যস্বরূপ শ্রীগোপালদেব যদ্দ্বারা প্রতিপাদিত হইতেছেন, তিনিই শ্রীগোপালতাপনী শ্রুতি। এই শ্রুতি প্রথমেই পরমদেবতা শ্রীকৃষ্ণকে নমস্কাররূপ মঙ্গলাচরণ করিতেছেন—

"ওঁ সচ্চিদানন্দরূপায় কৃষ্ণায়াক্লিষ্টকারিণে।
নমো বেদান্তবেদ্যায় গুরবে বুদ্ধিসাক্ষিণে॥"

অর্থাৎ যিনি 'সৎ' অর্থাৎ দেশকালাদি অপরিচ্ছিন্ন নিত্য শুদ্ধ সত্ত্বস্বরূপ, 'চিৎ' অর্থাৎ স্বপ্রকাশস্বরূপ এবং 'আনন্দ' অর্থাৎ অতুল্যাতিশয় সুখস্বরূপ সচ্চিদানন্দ-বিগ্রহাকার-স্বরূপ; যিনি ভক্তজনের ক্লেশাকর্ষক—অবিদ্যা-অস্মিতা-রাগ-দ্বেষ-অভিনিবেশ ["অবিদ্যাত্মবিস্মরণ, অস্মিতান্যবিভাবন, অভিনিবেশান্যে গাঢ়মতি। অন্যে প্রীতি রাগান্ধতা, বিদ্বেষাত্মবিশুদ্ধিতা—পঞ্চক্লেশ সদাই দুর্গতি॥" (ঠাকুর ভক্তিবিনোদ)] -লক্ষণাত্মক পঞ্চক্লেশ-নিবর্ত্তক অথবা অক্লেশে বা অনায়াসে যিনি সর্ব্বকর্ত্তৃত্ব-কারী, সর্ব্বাপেক্ষা অচিন্ত্যশক্তিসম্পন্ন—ব্রহ্মাকে দিয়া ক্ষণমাত্রেই নিজ অন্তর্য্যামিত্বে অনন্তব্রহ্মাণ্ডমণ্ডল আবির্ভাবন, মহাপাপিষ্ঠ অঘাসুরাদিকেও আশু মহাজ্ঞানি-দুর্ল্লভ মোক্ষ পর্য্যন্ত প্রদান, লোক-বালঘ্নী মহারাক্ষসী পূতনাকেও ক্ষণমাত্রেই মহাদুর্ল্লভ জননীসাম্য-প্রাপণ, শিবব্রহ্মাদিকে এমনকি স্থাবরগণকে পর্য্যন্ত বেণুবাদনাদি-দ্বারা সহসা পুলকাদিময় মহাপ্রেমপ্রদান, প্রতিক্ষণই নিজেরও বিস্ময়োৎপাদনকারী লীলারসচমৎকারিতা প্রকটন, শ্রীশুকতুল্য পরমহংস, শ্রীবিরিঞ্চিলক্ষ্মীতুল্য পরমভক্ত-স্পৃহণীয় সৌভাগ্যধারণ, স্বভাবসিদ্ধ নিজ-পরিকরবৃন্দের বন্ধুবরত্বহেতু যাঁহার লীলা, প্রেম, বেণু ও রূপমাধুর্য্য অসমোর্দ্ধস্বরূপ, যিনি বেদান্তশাস্ত্রের চরম প্রতিপাদ্যবিষয়, যিনি সর্ব্বপ্রকার হিতের উপদেষ্টা জগদ্‌গুরুস্বরূপ, যিনি বুদ্ধির সাক্ষী অর্থাৎ অধিষ্ঠাতৃস্বরূপ, সেই সর্ব্বেশ্বরেশ্বর সর্ব্বাশ্রয় শ্রীকৃষ্ণকে নমস্কার করি।

ব্রহ্মসংহিতার পঞ্চমাধ্যায়-প্রারম্ভে "ঈশ্বরঃ পরমঃ কৃষ্ণঃ সচ্চিদানন্দবিগ্রহঃ। অনাদিরাদির্গোবিন্দঃ সর্ব্ব-কারণকারণম্॥" [অর্থাৎ সৎ, চিৎ ও আনন্দময় বিগ্রহ শ্রীকৃষ্ণই পরমেশ্বর। তিনি স্বয়ংরূপ অনাদি এবং সর্ব্ব বিষ্ণু ও বৈষ্ণবতত্ত্বের আদি এবং সর্ব্ব কারণেরও কারণ।] মন্ত্রেও শ্রীকৃষ্ণকে সচ্চিদানন্দবিগ্রহস্বরূপ সর্ব্ব-কারণকারণ পরমেশ্বর বলা হইয়াছে।

সনকাদি মুনিগণ ব্রহ্মাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—কে পরমদেব, মৃত্যু কাঁহা হইতে ভীত হয়, কাঁহার বিজ্ঞান-ক্রমে সমস্তই জ্ঞাতরূপে প্রকাশ পায় এবং কাঁহা কর্ত্তৃক এই বিশ্ব উৎপন্ন হইয়াছে?

শ্রীব্রহ্মা মুনিগণের প্রশ্নোত্তরে কৃষ্ণকেই পরমদেবতা, তাঁহার ভয়েই মৃত্যু ভীত, তাঁহার বিজ্ঞানেই সমস্ত বস্তু জ্ঞাতরূপে প্রকাশিত ও এই বিশ্ব তাঁহারই শক্তি-পরিণত—এইরূপ উত্তর-প্রদানমুখে সর্ব্বমন্ত্ররাজ অষ্টা-দশাক্ষর মন্ত্র, তাঁহার ধ্যান, ভজন ও মন্ত্রার্থাদি উপদেশ করিয়া উপসংহারে বলিলেন—

"তস্মাৎ কৃষ্ণ এব পরো দেবস্তং ধ্যায়েত্তং রসয়েত্তং যজেত্তং ভজেদিতি ওঁ তৎসদিতি।"

অর্থাৎ অতএব এক অবিলুপ্তচিন্ময়রসস্বরূপ শ্রীকৃষ্ণই সর্ব্বোৎকৃষ্ট পরাৎপর পরমারাধ্য দেবতা—পরব্রহ্ম, এনিমিত্ত তাঁহার ধ্যান, রসন, যজন ও ভজন কর্ত্তব্য। যেহেতু তিনিই ওঁ তৎ সৎ—এই ত্রিবিধ শব্দের প্রতি-পাদ্য বস্তু। আস্বাদপূর্ব্বক ভজনের নামই রসন, তদ্রূপ রসাস্বাদনসহ রসন এবং প্রেমপূর্ব্বক যজন অর্থাৎ পূজন ও ভজন অর্থাৎ আরাধনা করিতে হইবে।

শ্রীকৃষ্ণের ভজন কি প্রকার? তদুত্তরে বলা হইয়াছে যে,—"ভক্তিরস্য ভজনং তদিহামুত্রোপাধিনৈরাস্যেনৈবা-মুষ্মিন্ মনসঃ কল্পনমেতদেব চ নৈষ্কর্ম্ম্যম্।"

অর্থাৎ ভক্তিই শ্রীকৃষ্ণের ভজন। সেই ভক্তি কিরূপ, তাহা বিশদরূপে বলা হইতেছে—ঐহিক ও পারত্রিক অর্থাৎ ইহলোক ও স্বর্গাদি পরলোকের সুখ-ভোগাকাঙ্ক্ষা নিরাস পূর্ব্বক এই শ্রীকৃষ্ণাখ্য পরব্রহ্মে যে মনের অর্পণ অর্থাৎ প্রেম, তদ্দ্বারা যে তন্ময়ত্ব,

তাহাই ইঁহার অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণের ভজন এবং এইপ্রকার ভজনই নৈষ্কর্ম্ম্য অর্থাৎ প্রকৃত জ্ঞান।

ব্রহ্মসংহিতার প্রথম মন্ত্রে শ্রীকৃষ্ণকে 'পরম ঈশ্বর', 'সর্ব্বকারণকারণ' ও 'সচ্চিদানন্দ-বিগ্রহ' বলা হইয়াছে, শ্রীগোপালতাপনীও প্রথম মন্ত্রেই শ্রীকৃষ্ণকে 'সচ্চিদানন্দ-রূপ' ও অন্যত্র 'পরম দেবতা' বলিয়াছেন। ব্রহ্ম-সংহিতায় প্রেমাঞ্জনরঞ্জিত ভক্তিনেত্রদ্বারাই ভগবৎ-সাক্ষাৎকারলাভের কথা কথিত হইয়াছে। শ্রীগোপাল-তাপনী শ্রুতিও ভুক্তিস্পৃহাশূন্য ভক্তিকেই শ্রীকৃষ্ণের ভজন বলিয়া জানাইয়াছেন।

শ্রীশ্রুতি আরও বলিতেছেন—

"একো বশী সর্ব্বগঃ কৃষ্ণ ঈড্য
একোহপি সন্ বহুধা যো বিভাতি।
তং পীঠস্থং যেহনুভজন্তি ধীরা-
স্তেষাং সুখং শাশ্বতং নেতরেষাম্॥"

অর্থাৎ স্বয়ং ভগবান্ বলিয়া তিনি এক অসমোর্দ্ধ-তত্ত্ব। শ্রীভাগবতও তাঁহাকে 'স্বয়ন্ত্বসাম্যাতিশয়স্ত্র্যধীশঃ' ইত্যাদি বলিয়াছেন। এজন্য তিনি বশী—সর্ব্ববশয়িতা—সকলই তাঁহার বশীভূত। তিনি সর্ব্বগ অর্থাৎ সর্ব্ব-ব্যাপক, তিনিই কৃষ্ণ—'কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ং,' ইত্যাদি ভাগবতবাক্যে সুপ্রসিদ্ধ, অতএব তিনি ঈড্য অর্থাৎ সর্ব্বসংস্তুত্য। অচিন্ত্যশক্তিত্ববশতঃ তিনি এক হইয়াও নিজেকে বহুধা প্রকাশ করিতে সমর্থ, যথা—

"চিত্রং বতৈতদেকেন বপুষা যুগপৎ পৃথক্।
গৃহেষু দ্ব্যষ্টসাহস্রং স্ত্রিয় এক উদাবহৎ॥"

—ভাঃ ১০।৬৯।২

অর্থাৎ নরকাসুরকে নিধন পূর্ব্বক শ্রীকৃষ্ণ দ্বারকায় এক বিগ্রহে অবস্থিত থাকিয়াই একই সময়ে পৃথগ্ভাবে ষোড়শসহস্র মন্দিরে ষোড়শ সহস্র রমণীকে বিবাহ করিয়াছেন—ইহা অতিশয় বিচিত্র মনে করিয়া নারদ তাদৃশ বিচিত্র ব্যাপার দর্শনার্থ একসময়ে দ্বারকায় উপস্থিত হইয়া শ্রীকৃষ্ণকৃপায় ঐ অদ্ভুত ব্যাপার দর্শন করিয়াছিলেন।

রাসোৎসবকালেও কৃষ্ণ ঐরূপ অপূর্ব্ব লীলা প্রকট করিয়াছিলেন—

"রাসোৎসবঃ সংপ্রবৃত্তো গোপীমণ্ডলমণ্ডিতঃ।
যোগেশ্বরেণ কৃষ্ণেন তাসাং মধ্যে দ্বয়োর্দ্বয়োঃ॥
প্রবিষ্টেন গৃহীতানাং কণ্ঠে স্বনিকটং স্ত্রিয়ঃ।
যং মন্যেরন্নভস্তাবদ্বিমানশতসঙ্কুলম্।
দিবৌকসাং সদারাণামৌৎসুক্যাপহৃতাত্মনাম্॥
ততো দুন্দুভয়ো নেদুর্নিপেতুঃ পুষ্পবৃষ্টয়ঃ।"

—ভাঃ ১০।৩৩।৩৪

অর্থাৎ "যোগেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ অচিন্ত্যশক্তিবলে দুই দুইটী গোপীর মধ্যে এক একটি মূর্ত্তি প্রকাশ করত গোপীমণ্ডল-মণ্ডিত হইয়া রাসোৎসবে প্রবৃত্ত হইলেন। তদ্রূপ প্রবিষ্ট হইলে গোপীগণ অনুভব করিলেন যে, শ্রীকৃষ্ণ কণ্ঠধারণপূর্ব্বক তাঁহাদিগকে আলিঙ্গন করিতেছেন। সেই সময় সস্ত্রীক দেবগণ ঔৎসুক্যসহকারে শত শত রথে আরোহণপূর্ব্বক আকাশমার্গে পরিদৃশ্য হইলেন। তৎপরে দুন্দুভিনাদ ও পুষ্পবৃষ্টি হইতে লাগিল।" (অঃ প্রঃ ভাঃ)

শ্রীল কবিরাজ গোস্বামীও লিখিয়াছেন—

"মহিষীবিবাহে যৈছে, যৈছে কৈল রাস।
ইহাকে কহিয়ে কৃষ্ণের মুখ্যপ্রকাশ॥"

—চৈঃ চঃ আ ১।৭০

ঐ মধ্য ২০শ পরিচ্ছেদেও উক্ত হইয়াছে—

"এক বপু বহুরূপ যৈছে হৈল রাসে॥" ১৬৭॥
"মহিষীবিবাহে হৈল বহুবিধ মূর্ত্তি॥" ১৬৮॥

সেই পরব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণকে পীঠস্থ লক্ষ্য করিয়া শ্রীশুকাদির ন্যায় যে সমস্ত বিবেকিব্যক্তি তাঁহার অনুভজন বা নিরন্তর ভজন করেন, তাঁহাদের নিত্যানন্দাত্মক সুখপ্রাপ্তি হয়, অন্য মহানারায়ণাদি উপাসকগণেরও তাদৃশ সুখ লভ্য হয় না। ভক্তরাজ শ্রীউদ্ধব ভক্তপ্রবর শ্রীবিদুরকে লক্ষ্য করিয়া বলিতেছেন—

"যন্মর্ত্ত্যলীলৌপয়িকং স্বযোগ-
মায়াবলং দর্শয়তা গৃহীতম্।
বিস্মাপনং স্বস্য চ সৌভগর্দ্ধেঃ
পরং পদং ভূষণভূষণাঙ্গম্॥"

—ভাঃ ৩।২।১২

অর্থাৎ "শ্রীভগবান্ প্রপঞ্চজগতে স্বীয় যোগমায়াবলে স্বীয় শ্রীমূর্ত্তি প্রকটিত করিয়াছেন। সেই মূর্ত্তি মর্ত্ত্য-

লীলার উপযোগী; তাহা এত মনোরম যে, তাহাতে কৃষ্ণের নিজেরও বিস্ময়োৎপাদন হয়—তাহা সৌভাগ্যাতিশয়ের পরাকাষ্ঠা এবং সমস্ত ভূষণের ভূষণ অর্থাৎ সমস্ত লৌকিক দৃশ্যের মধ্যে পরম অলৌকিক।"

রসিকভক্তাগ্রগণ্য শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী শ্রীকৃষ্ণের অপূর্ব্ব বিগ্রহমাধুর্য্য বর্ণন করিতেছেন—

"কৃষ্ণের যতেক খেলা, সর্ব্বোত্তম নরলীলা,
নরবপু তাহার স্বরূপ।
গোপবেষ, বেণুকর, নবকিশোর, নটবর,
নরলীলার হয় অনুরূপ॥
কৃষ্ণের মধুর রূপ শুন সনাতন।
যেরূপের এককণ, ডুবায় যে ত্রিভুবন,
সর্ব্বপ্রাণী করে আকর্ষণ॥
যোগমায়া চিচ্ছক্তি, বিশুদ্ধ-সত্ত্ব-পরিণতি,
তার শক্তি লোকে দেখাইতে।
এইরূপ-রতন, ভক্তগণের গূঢ়ধন,
প্রকট কৈলা নিত্যলীলা হৈতে॥
রূপ দেখি' আপনার, কৃষ্ণের হৈল চমৎকার,
আস্বাদিতে মনে উঠে কাম।
স্বসৌভাগ্য যাঁর নাম, সৌন্দর্য্যাদি গুণগ্রাম,
এইরূপ নিত্য তার ধাম॥
ভূষণের ভূষণ অঙ্গ, তাঁহে ললিত ত্রিভঙ্গ,
তাহার উপর ভ্রূধনু নর্ত্তন।
তেরছে নেত্রান্তবাণ, তার দৃঢ় সন্ধান,
বিন্ধে রাধা-গোপীগণ-মন॥
ব্রহ্মাণ্ডোপরি পরব্যোম, তাঁহা যে স্বরূপগণ,
তাঁ-সবর বলে হরে মন।
পতিব্রতা-শিরোমণি, যাঁরে কহে বেদবাণী,
আকর্ষয়ে সেই লক্ষ্মীগণ॥
চড়ি' গোপী-মনোরথে, মন্মথের মন মথে,
নাম ধরে 'মদনমোহন।'
জিনি' পঞ্চশর-দর্প, স্বয়ং নব কন্দর্প,
রাস করে লঞা গোপীগণ॥
নিজসম সখা-সঙ্গে, গোগণ-চারণ-রঙ্গে,
বৃন্দাবনে স্বচ্ছন্দে বিহার।
যাঁর বেণু-ধ্বনি শুনি', স্থাবর জঙ্গম প্রাণী,
পুলক, কম্প, অশ্রু বহে ধার॥
মুক্তাহার—বকপাঁতি, ইন্দ্রধনু—পিঞ্ছ তথি,
পীতাম্বর—বিজলী-সঞ্চার।
কৃষ্ণ নব জলধর, জগৎ-শস্য-উপর,
বরিষয়ে লীলামৃতধার॥" (চৈঃ চঃ মধ্য ২১)

পূর্ব্বতাপনীতে শ্রীগোপীনাথের ধ্যানরসন-ভজন-দ্বারা সুনিষ্পন্নচিত্ত ভক্তজনের শ্রীভগবান্ কৃষ্ণচন্দ্রই যে পরম দেবতা, তিনিই পঞ্চমপুরুষার্থ প্রেমভক্তিদাতা, তাঁহার করা, না করা বা অন্যথা করা রূপা একটি ঐশ্বর্য্য-জ্ঞাপিকা আখ্যায়িকা উত্তরতাপনীতে কথিত হইয়াছে। দুইটি বিরুদ্ধগুণের চিৎসামঞ্জস্য একমাত্র কৃষ্ণেই দেদীপ্যমান। ব্রহ্মা বলিতেছেন—একসময়ে অনবচ্ছিন্ন শ্রীকৃষ্ণ-সঙ্গাভিলাষিণী ব্রজরমণীগণ সর্ব্বেশ্বর শ্রীকৃষ্ণসমীপে রাত্রি বাস করিয়া কৃষ্ণকে জিজ্ঞাসা করিলেন—হে কৃষ্ণ, কীদৃশ ব্রাহ্মণকে লক্ষ্য করিয়া ভক্ষ্য প্রদান করিলে আমাদের মনোবাঞ্ছা (সর্ব্বদা ভগবৎসঙ্গের অবিয়োগ-রূপ মনোবাসনা) পূর্ণ হইতে পারে? তচ্ছ্রবণে শ্রীকৃষ্ণ কহিলেন—দুর্ব্বাসা মুনিকে ভক্ষ্যদ্রব্য প্রদান করা উচিত। তাহাতে গোপীগণ কহিলেন—আমরা (দুর্ব্বাসার দক্ষিণতীরে গোপীগণ এবং তাঁহাদের উত্তরতীরে দুর্ব্বাসা অবস্থিত—এইরূপ বোধগম্য হয়।) কিরূপে অক্ষোভ্য যমুনাজল পার হইয়া মুনিবরের নিকট গমন করিব? তাহাতে কৃষ্ণ কহিলেন—হে ব্রজস্ত্রীগণ, তোমরা যমুনা-জলে নামিয়া 'কৃষ্ণ ব্রহ্মচারী' এই বাক্য বলিলে যমুনা তোমাদিগকে পথ প্রদান করিবেন। গোপীগণ কহিলেন—এই উক্তিমাত্রেই যমুনা আমাদিগকে কি প্রকারে পথ প্রদান করিবেন? আর অনেকাঙ্গনাসম্ভোগশীল কৃষ্ণই বা কিরূপে ব্রহ্মচারী হইবেন? তদুত্তরে কৃষ্ণ কহিলেন—হে গোপীগণ, তোমরা এরূপ আশঙ্কা করিও না। আমাকে স্মরণ করিলে অগাধা নদী গাধা অর্থাৎ তলস্পর্শ-যোগ্যা—অল্পজলা হয়, অপূত পূত হয়, অব্রতী ব্রতী হয়, সকাম নিষ্কাম হয়, অশ্রোত্রিয় শ্রোত্রিয় হইয়া যায়। গোপীগণ দুর্ব্বাসা মুনিকে স্মরণ করিয়া শ্রীকৃষ্ণবাক্য পালনপূর্ব্বক অর্থাৎ 'কৃষ্ণ ব্রহ্মচারী' ইহা বলিয়া যমুনা

উত্তীর্ণ হইলেন এবং মুনির আশ্রমে গমন করিলেন। অতঃপর রুদ্রাংশ মুনিবরকে তাঁহাদের আনীত ইষ্টতম পায়স ও ঘৃতপক্বান্ন দ্বারা পরিতুষ্টরূপে ভোজন করাইলেন। মুনিবর গোপীপ্রদত্ত তৎসমুদয় মধুরান্ন ভোজন এবং উচ্ছিষ্ট ভাগিগণকে উচ্ছিষ্ট-প্রদানপূর্ব্বক আশীর্ব্বাদ করিয়া গোপীগণকে গৃহগমনের অনুমতি করিলেন। গোপীগণ কহিলেন—হে মুনে, আমরা কিরূপে যমুনা পার হইব? তাহাতে দুর্ব্বাসা কহিলেন—দূর্ব্বাভোজী বা নিরাহাররূপে আমাকে স্মরণ করিলে সূর্য্যপুত্রী যমুনা তোমাদিগকে পথ প্রদান করিবেন। গোপীগণের মধ্যে গান্ধর্ব্বী নাম্নী শ্রেষ্ঠা গোপী তাঁহাদিগের অর্থাৎ অন্য সর্ব্বগোপীগণের সহিত বিচার করতঃ মুনিবরকে জিজ্ঞাসা করিলেন—হে মুনিবর! কৃষ্ণ কিরূপে ব্রহ্মচারী এবং আপনিই বা কিপ্রকারে দূর্ব্বাভোজী হইতে পারেন? অন্যান্য স্ত্রীগণ শ্রীগান্ধর্ব্বী গোপিকাকে মুখ্যা বিচার পূর্ব্বক তাঁহাকে অগ্রবর্ত্তিনী করিয়া তাঁহার পশ্চাদ্দেশে সকলে তুষ্ণীম্ভূত হইয়া রহিলেন।

মুনিবর কহিলেন—আকাশাদি পঞ্চভূতস্থ মনঃই চিৎসন্নিধানহেতু 'আমি ভোক্তা' এই প্রকার অভিমান করিয়া থাকে। মনঃই শ্রোত্রাদি ইন্দ্রিয়ে অধিষ্ঠিত হইয়া চিত্তাদাত্ম্য (তৎস্বরূপতা)-প্রাপ্তত্বহেতু শ্রোত্রাদি অনুসারে শব্দাদি অনুভব করে। বস্তুতঃ মাদৃশ আত্মারামগণের আত্মজ্ঞান দশায় জ্ঞানাবস্থত্ব-হেতু শরীরসম্বন্ধ না থাকায় ভোক্তৃত্ব নাই, তথাপি আমার যে এই ভোক্তৃত্ব পরিদৃষ্ট হইতেছে, তাহা শ্রীভগবৎপ্রিয়তম তোমাদের সম্বন্ধবশতঃই। শ্রীহরি এমনই গুণসম্পন্ন যে, আত্মারাম মুনিগণেরও চিত্ত তৎপ্রতি আকৃষ্ট হইয়া থাকে—

"আত্মারামাশ্চ মুনয়ো নির্গ্রন্থা অপ্যুরুক্রমে।
কুর্ব্বন্ত্যহৈতুকীং ভক্তিমিত্থম্ভূতগুণোহরিঃ॥"

—ভাঃ ১।৭।১০

"হরেগুর্ণাক্ষিপ্তমতির্ভগবান্ বাদরায়ণিঃ।
অধ্যগান্মহদাখ্যানং নিত্যং বিষ্ণুজনপ্রিয়ঃ॥"

—ভাঃ ১।৭।১১

অর্থাৎ "মহাযোগী ব্যাসনন্দন শ্রীশুকদেবের চিত্ত হরিগুণাকৃষ্ট হওয়ায় এই ভাগবতপুরাণ বিস্তৃতায়তন হইলেও তাহা অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। এই ব্যাখ্যাদি প্রসঙ্গে তিনি নিত্যকাল বৈষ্ণবগণের সঙ্গকামী হওয়ায় প্রিয়পাত্র হইয়াছিলেন।"

আত্মারাম অর্থাৎ পরব্রহ্মে রমণশীল অবিদ্যাগ্রন্থিশূন্য জ্ঞানিগণের ইন্দ্রিয়গণে আত্মাধ্যাস-জনিত কোন ভ্রম না থাকায় তাঁহাদের ভোক্তৃত্বাদি অধ্যাসও থাকিতে পারে না। দুর্ব্বাসামুনির বাহ্যতঃ প্রতীয়মান ভোক্তৃত্ব কৃষ্ণাকৃষ্টত্ব-হেতু—কৃষ্ণপ্রিয়তমা গোপীগণের সুখবিধাননিমিত্তই সংঘটিত। বস্তুতঃ তিনি নিজে গ্রহণচ্ছলে সমস্তই কৃষ্ণকেই গ্রহণ করাইয়াছেন। আবার তদ্‌ভজনশীল কঠোর বৈরাগ্য পরায়ণ দূর্ব্বাভোজী নিরাহার ঋষিকে তৎপ্রেষ্ঠ-দ্বারা ভোজন-প্রেরণও অনন্তলীলাময় শ্রীকৃষ্ণের অন্যতমলীলা-বৈচিত্র্য।

দুর্ব্বাসা ঋষি যেমন বহুভোজী হইয়াও দূর্ব্বাভোজী নিরাহার, কৃষ্ণও তদ্রূপ সর্ব্বকারণকারণত্ব, সর্ব্বাতিরিক্তশক্তিত্ব, সর্ব্বাধিষ্ঠানভূতত্ব, অবিদ্যারাহিত্যবশতঃ কামনা রাহিত্য ও অনন্ত অচিন্ত্যশক্তিময়ত্ব-হেতু তাঁহারও অভোক্তৃত্ব। ইচ্ছাপূর্ব্বক বিষয়ভোগকামীকেই লোকে কামুক বলে, কিন্তু কৃষ্ণ অনিচ্ছাপূর্ব্বক বিষয়সমূহ অঙ্গীকার করায় তিনি অকামী। যিনি পরিপূর্ণকাম, তাঁহার আবার কামিত্ব কোথায়? তিনি ক্ষুধা, তৃষ্ণা, জরা, মৃত্যু, শোক ও মোহরূপ ষড়ূর্ম্মিবিকাররহিত। স্বারাজ্য অর্থাৎ নিজচিদ্‌রাজ্যলক্ষ্মী-পরিসেবিত পরিপূর্ণকাম শ্রীভগবান্ সর্ব্বযজ্ঞের নিত্য স্বতঃসিদ্ধ ভোক্তা, স্বস্বরূপশক্তিসহ যিনি নিত্য চিদ্‌বিলাসপরায়ণ, সমগ্রৈশ্বর্য্য-সমগ্রবীর্য্য-সমগ্রযশঃ-সমগ্রশ্রী—সৌন্দর্য্য বা মাধুর্য্য-সমগ্রজ্ঞানরূপ মহাচিদ্‌বিলাস ও সমগ্রবৈরাগ্য যাঁহাতে অপূর্ব্ব চিৎসামঞ্জস্যরূপে বিরাজিত, তিনি মহা বিলাসী হইয়াও মহা বিরক্ত; দুইটি বিরুদ্ধগুণের যুগপৎ সমাবেশ এবং মহাচিৎসামঞ্জস্য ও সমন্বয় তাঁহাতেই বিদ্যমান। দুর্ব্বাসা কহিলেন, হে গোপীগণ, এমন মহামহেশ্বর—সর্ব্বেশ্বরেশ্বর কৃষ্ণ তোমাদের স্বামী, যিনি সর্ব্ববেদে অবস্থিত, সকল বেদ যাঁহাকে গান করেন, যিনি সর্ব্বভূতান্তর্য্যামী, সর্ব্ব গোপালনকর্ত্তা, সর্ব্বগোপগোপীশ্বর, সেই কৃষ্ণ গোবিন্দ তোমাদের স্বামী, সুতরাং তিনি অভোক্তা—গোপীরাত্মারামোঽপ্যারীরমৎ

অর্থাৎ (ভাঃ ১০।২৯।৪২) স্বয়ং নিত্যতৃপ্ত হইয়াও সদয়ভাবে গোপরামাগণের রমণ বিধান করিয়াছেন।

প্রথমতঃ এই তাপনী ব্রহ্মার নিকট ব্রহ্মপুত্র সনকাদি শ্রবণ করেন, তাঁহাদের নিকট হইতে দেবর্ষি নারদ এবং নারদের নিকট হইতে মুনিবর দুর্ব্বাসা যেরূপ শ্রবণ করিয়াছিলেন, তাহা শ্রীগান্ধর্ব্বীকে জ্ঞাপন করিলেন।

গর্গসংহিতায় মাধুর্য্যখণ্ড ১ম অধ্যায়ে এইরূপ একটি আখ্যায়িকা বর্ণিত আছে। তাহাতে লিখিত হইয়াছে—গোপীগণ দুর্ব্বাসা মুনিকে বহু ভোজ্য স্বহস্তে খাওয়াইয়া কৃষ্ণসমীপে ফিরিয়া আসিয়া বলিতেছেন—"কৃষ্ণ, তোমরা গুরু-শিষ্য দুইজনই মিথ্যাবাদী সংশয় নাই। শিষ্য তুমি বহু ললনাসঙ্গী হইয়াও কিপ্রকারে অভোক্তা হইলে, আর তোমার গুরু দুর্ব্বাসামুনিই বা বহুভোজী হইয়াও কিপ্রকারে দূর্ব্বারসভোজী নিরাহার হইলেন?" তাহাতে কৃষ্ণ বলিতেছেন—"আমি সর্ব্বদা নির্ম্মল, নিরহঙ্কার, সমদর্শী, সর্ব্বগ, সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, বৈষম্যরহিত ও নির্গুণ সন্দেহ নাই, তথাপি ভক্তগণ আমাকে যেরূপে ভজন করে, আমিও তাহাদিগকে তদ্রূপে ভজন করি এবং জ্ঞানী সাধুর মত সর্ব্বদা বৈষম্যরহিত হইয়া থাকি। * * * পদ্মপত্রের জল যেমন পত্রে লিপ্ত হয় না, ব্রহ্মে সমর্পণ ও ফলাসক্তি পরিত্যাগপূর্ব্বক কর্ম্মানুষ্ঠাতাও তদ্রূপ কর্ম্মে লিপ্ত হন না, অতএব তোমাদের হিতে রত দুর্ব্বাসা মুনিও বহুভুক্ হইয়াছেন। তাঁহার ভোজনাভিলাষ ছিল না। তিনি পরিমিত দূর্ব্বারসপায়ী।" ইহা শুনিয়া সেই শ্রুতিরূপা গোপীগণ জ্ঞানময়ী হইয়া গেলেন।

সম্বন্ধজ্ঞান ও গৌরকথা

[মহোপদেশক শ্রীমন্মঙ্গলনিলয় ব্রহ্মচারী বি, এস্-সি, বিদ্যারত্ন]

(১০)

চরাচর একমাত্র প্রীতিরই রাজ্য; প্রীতিই সর্ব্বত্র রাজত্ব করিতেছে। প্রীতি বহু প্রকারের এবং তন্মধ্যে উচ্চাবচ-ভাবও রহিয়াছে। সকল প্রীতি এক স্তরের না হইলেও সকলেই প্রীতি-শব্দাখ্য। দৃষ্টান্ত যেমন,—'আম' শব্দ দ্বারা সমগ্র আম্র-জাতিটী উদ্দিষ্ট হইলেও তন্মধ্যে গুণগত তারতম্যের প্রশ্ন উঠিলে সকলকে এক স্তরে গণনা করা যাইবে না এবং সকলের মূল্যও একপ্রকার হইবে না। কোন আমের স্মরণে অমৃতের স্মৃতি হইবে, আবার কোনটীর স্মৃতিতে চিত্তের বিকারও উপস্থিত হইবে। তদ্রূপ প্রীতি শব্দটীরও ব্যবহার বুঝিতে হইবে। জাগতিক প্রীতিও প্রীতি, স্বর্গীয় প্রীতিও প্রীতি, বৈকুণ্ঠ প্রীতিও প্রীতি এবং ব্রজপ্রীতিও প্রীতি; তন্মধ্যেও আবার অনন্ত প্রকারের বিভাগ রহিয়াছে এবং অংশ-অংশীর বিচারও রহিয়াছে। শাস্ত্রবিচারে ও চরাচরে যত প্রকার প্রীতি পরিলক্ষিত ও শ্রুত হয়, তন্মধ্যে ব্রজ-প্রীতিই সকল প্রীতির অংশী এবং বাকী সকল প্রকার বৈকুণ্ঠ-প্রীতিই তাহার অংশ অথবা অংশাংশ মাত্র; কিন্তু মায়িক প্রীতি বা জড়ীয় প্রীতি তাহার কোন প্রকার অংশ অথবা অংশাংশাংশও নহে, পরন্তু তাহা একটী ছায়া-প্রীতি মাত্র, যাহাতে প্রীতির বিষয় ও আশ্রয় মধ্যে কোন প্রকার আত্যন্তিক সম্বন্ধ বা সম্পর্ক নাই, কেবল আকস্মিক (কর্ম্মফল জাত), অনিত্য ও নশ্বর সম্বন্ধ বা সম্পর্কমাত্রই রহিয়াছে। তাই জড় প্রীতিতে বৈকুণ্ঠ প্রীতির কোন গন্ধও নাই, কিন্তু তথাপি তাহার 'প্রীতি'ই সংজ্ঞা; নামান্তরে তাহাকে অজ্ঞানতমঃ—মোহও বলা হয়। পক্ষান্তরে ব্রজের সম্বন্ধ ও সম্পর্কগুলি মাধুর্য্য-পরিপূর্ণ মৌলিক, নিত্য ও অনুরাগময় হওয়ায় তাহা পরম নির্ম্মল, তাহাতে আত্মেন্দ্রিয়-প্রীতিবাঞ্ছামূলক কোন প্রকার মায়াগন্ধও নাই। বৈকুণ্ঠ-প্রীতি তাহারই সার্দ্ধ-দ্বিতয়রসাত্মকে ঐশ্বর্য্য-প্রকাশ। জগতের বা স্বর্গাদির স্বার্থপর-প্রীতিতে অনিত্যতানিবন্ধন নির্ম্মলতার বিশেষ

অভাব আছে। নির্ম্মলতার অভাবের অন্যতম কারণ, তাহাতে উদারতার একেবারেই অভাব। যে প্রীতিতে যত অধিক স্ব-পরভেদবুদ্ধিজনিত সংকীর্ণতার অভাব, সেই প্রীতিই তত শুদ্ধ, তত নির্ম্মল, তত স্থায়ী ও তত মূল্যবান্। "যো বৈ ভূমা তৎ সুখম্" (উপনিষদ্‌বাক্য)। সেই বিচারে জাগতিক প্রীতি সপরিসীম বলিয়া তাহাতে কোনপ্রকার ঔদার্য্য না থাকায় তাহা সংকীর্ণতা ও স্বার্থপরতায় ভরা। এই প্রীতির অপর নাম 'কাম' যাহাকে আত্মেন্দ্রিয়-প্রীতি-বাঞ্ছা বলা হয়। যাহার উত্তরফল একমাত্র শোক, মোহ ও ভয় ব্যতীত অপর কিছুই নহে। স্বর্গীয় প্রীতি বলিতেও ঠিক একই প্রকার বুঝায়। যথা,—

"এবং লোকং পরং বিদ্যান্নশ্বরং কর্ম্মনির্ম্মিতম্।
সতুল্যাতিশয়ধ্বংসং যথা মণ্ডলবর্ত্তিনাম॥"

(ভাঃ ১১।৩।২০)

[অর্থাৎ খণ্ডরাজ্যসমূহের অধিপতিগণের মধ্যে যেরূপ পরস্পর স্পর্দ্ধা প্রভৃতি দেখা যায়, সেইরূপ কর্ম্ম-ফলজনিত স্বর্গাদি পরলোকের অধিবাসিগণের মধ্যেও তুল্য ব্যক্তির প্রতি স্পর্দ্ধা, উচ্চপদস্থিতের প্রতি অসূয়া বর্ত্তমান রহিয়াছে এবং কর্ম্মাজ্জিত ঐহিক ভোগ্যবস্তুর ন্যায় কর্ম্মার্জ্জিত পারলৌকিক ভোগ্যবস্তুও ভোগের দ্বারা ক্ষীয়মাণ বলিয়া উহাকে বিনশ্বর জানিবে।] এই জাতীয় প্রীতিই জীবের যাবতীয় বন্ধনের মূলীভূত কারণ-স্বরূপ। আব্রহ্মস্তম্ব বদ্ধজীবকুল এই প্রীতিরই বশীভূত। ইহার কেন্দ্রে এবং পুরোভাগে কেবল অমঙ্গলময়ী জড়-মায়া-মরুই বিদ্যমানা, অপর কোন কিছু শুভবস্তুই ইহাতে পরিদৃশ্যমান নহে। ইহাতে কর্ত্তৃত্ব ও ভোক্তৃত্ব অভিমান প্রচুর পরিমাণে থাকায় ইহা অশান্তিতে ভরা। তজ্জন্য সজ্জনমাত্রেই ইহার গ্রাহক নহেন। পক্ষান্তরে বৈকুণ্ঠ-প্রীতিতে এই জাতীয় কোনপ্রকার সঙ্কীর্ণতা ও অনিত্যতা না থাকায় এবং তাহা সর্ব্বদা পূর্ণ হওয়ায় তাহাতে চির সুখ শান্তি ও সন্তোষ বিরাজমান। এই বৈকুণ্ঠ-প্রীতির অংশী অনুরাগময়ী শ্রীব্রজপ্রীতিতেই অপ্রাকৃত চিজ্জগৎ সদা প্রকাশমান এবং এই প্রীতিরই সম্পূর্ণ বশীভূত সর্ব্ব-শক্তিমান্ পরাৎপর-তত্ত্ব ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র। এই প্রীতিকেই অজ ভগবানের জন্মগ্রহণ-লীলাদি মাধুর্য্যপর-লীলা আবিষ্কৃত ও সম্প্রসারিত হয়। এই ব্রজ-প্রীতিতেই বশীভূত হইয়া ভগবান্ নিজকে পিতা-মাতাদি বিভিন্ন সম্বন্ধে বিশেষ লাল্য জ্ঞান করেন, ভক্তের অবশেষ গ্রহণ করেন, ভক্তের স্কন্ধে আরোহণ করেন, ভক্তকে নিজস্কন্ধে আরোহণ করাইয়া থাকেন এবং তাঁহাদের সঙ্গে বিবিধ প্রকার ক্রীড়া-রণও করিয়া থাকেন। প্রিয়-প্রিয়ার মধুর সম্পর্কও এই প্রীতিতেই পূর্ণমাত্রায় প্রকাশিত। বদ্ধজীবের ঔপাধিক কার্য্যসত্তায় অথবা কর্ত্তৃসত্তায় অর্থাৎ প্রাকৃত স্ত্রী-পুরুষাভিমানে তাহা বোধের বিষয় হয় না। কেবল নিরুপাধিক কার্য্য-সত্তায় অর্থাৎ জীব 'নিত্য কৃষ্ণদাস' অভিমানে পরিশুদ্ধ কৃষ্ণসেবাময় ভূমিকায় নিজাভিমানকে কেন্দ্রীভূত করিলেই-মাত্র তাহার 'ব্রজপ্রীতি' অনুভূতির বিষয় হয়।

শ্রীবল্লভ ভট্ট একজন সুবিখ্যাত পণ্ডিত; শ্রীমদ্ ভাগবত-শাস্ত্রের উপরও তিনি অনেক টীকা-টিপ্পনী করিয়া থাকেন এবং শ্রীবালগোপালের উপাসনা করেন। প্রয়াগে ত্রিবেণীর অপরপারে আড়াইল গ্রামে তাঁহার নিবাস। শ্রীমন্ মহাপ্রভুর প্রয়াগে অব-স্থানকালে শ্রীভট্ট তাঁহার সহিত পরিচিত হইয়া সপরি-কর প্রভুকে পরম প্রীতিভরে নিজালয়ে লইয়া যান এবং বিবিধ বিধানে তাঁহার সৎকার করেন। শ্রীভট্ট স্বহস্তে প্রভুর পাদপ্রক্ষালন করতঃ প্রক্ষালিত-বারি গোষ্ঠীসহ ভক্ষণ এবং মস্তকে ধারণ করেন। অতঃ-পর শ্রীপুরুষোত্তমে প্রভুর অবস্থানকালেও তিনি বহু-বার প্রভু-দর্শনে তথায় যান এবং প্রভু-গোষ্ঠীর সহিত বিশেষরূপে পরিচিত হন। প্রথম প্রথম প্রভু-গোষ্ঠীর ও প্রভুর বৈষ্ণবোচিত দৈন্য তাঁহার বোধের বিষয় হয় নাই। পাণ্ডিত্যমদে বৈষ্ণবগণকে অজ্ঞ জ্ঞান করিয়াছিলেন। কিন্তু যখন-যখনই তিনি তাঁহাদের সহিত শাস্ত্রবিচারে কক্ষা দিতে গিয়াছেন, তখন-তখনই তাঁহাদের অত্যদ্ভুত পাণ্ডিত্য-প্রতিভায় মুগ্ধ হইয়া শেষ পর্য্যন্ত পরাভবই স্বীকার করিয়াছেন।

এক সময় শ্রীভট্ট ভাগবতের সুপ্রসিদ্ধ টীকাকার শ্রীল শ্রীধরস্বামিপাদের টীকা লঙ্ঘন করিয়া ভাগবতের টীকা রচনা করতঃ বিশেষ আস্ফালন-সহকারে শ্রীমন্ মহাপ্রভুকে তাহা শ্রবণের জন্য প্রার্থনা জানাইলে অন্তর্য্যামী প্রভু ভট্টের হৃদ্গতভাব বুঝিতে পারিয়া তাঁহাকে উপেক্ষা করিলেন, শ্রবণ করিলেন না। প্রভু বুঝিলেন, ভট্ট ঔপচারিক-কর্তৃসত্তায় পাণ্ডিত্যাভিমান বশতঃ ভাগবতের তাৎপর্য্য অনুধাবনে অসমর্থ হইয়া দাম্ভিকচূড়ামণি হইয়াছেন; সর্ব্ববরেণ্য শুদ্ধাদ্বৈতবাদাচার্য্য সর্ব্বজ্ঞ শ্রীল শ্রীধরস্বামীকে পর্য্যন্ত লঙ্ঘন করিতেও দ্বিধা বোধ করেন নাই। শ্রীধরস্বামীর গম্ভীর অর্থব্যঞ্জিকা টীকা তাঁহার বোধের বিষয় হয় নাই। তাই দর্পহারী শ্রীগৌরহরি তাঁহার গর্ব্ব-পর্ব্বত চূর্ণ করিবার জন্য, সঙ্গে সঙ্গে মৃদুহাস্যে বলিয়া উঠিলেন,—"স্বামী না মানে যেই জন। বেশ্যার ভিতরে তারে করিয়ে গণন॥" (চৈঃ চঃ অ ৭।১১১) অর্থাৎ শ্রীধর স্বামীকে না মানিয়া পাণ্ডিত্যান্ধে ভাগবতের টীকা করিতে গেলে টীকাকারের কেবল অর্থব্যস্ত অর্থাৎ অর্থ বিপরীত লিখনই হয়, তাহাতে কোন ভক্তির সঞ্চার হয় না অর্থাৎ যে ভাগবত পদে পদে ভক্তি রসময়, তাঁহার অর্থ, বৃত্তি-টীকায় ভক্তির উৎকর্ষতা বর্দ্ধিত না হইয়া তদ্বিপরীত শুষ্কতাই মাত্র লভ্য হয়। তজ্জন্য মহল্লঙ্ঘনকারী অথবা মহদুপেক্ষিত লেখকের লেখনী শ্রবণও নিষেধ। "অবৈষ্ণব-মুখোদ্গীর্ণং পূতং হরিকথামৃতম্। শ্রবণং নৈব কর্ত্তব্যং সর্পোচ্ছিষ্টং যথা পয়ঃ॥" (পদ্মপুরাণ)। শ্রীমন্ মহাপ্রভুর শাসনবাক্যে শ্রীভট্ট বিশেষরূপে লজ্জিত হইলেন। পূর্ব্বেও তিনি শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্যাদি সঙ্গে বহু তর্ক বিতর্ক করিয়াছেন। তাঁহাকে তার্কিক দেখিয়া সকলে তাঁহার সঙ্গ পরিত্যাগই করিয়াছেন। এমন কি অতীব স্নিগ্ধ-স্বভাব-বিশিষ্ট শ্রীগদাধর পণ্ডিত গোস্বামী প্রভুও প্রথম প্রথম তাঁহাকে মৃদুভাবে উপেক্ষাই করিয়াছেন, যদিও শ্রীভট্টের আভিজাত্যে পরিশেষে তাঁহাকে অধিক উপেক্ষা করা তাঁহার পক্ষে সম্ভব হয় নাই। লজ্জিত অন্তঃকরণে ভট্ট পূর্ব্বাপর অনেক কথাই চিন্তা করিতে করিতে নিজাবাসে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। তিনি নিজকে বৈষ্ণব-চরণে অপরাধী বলিয়াই জ্ঞান করিলেন। পরদিবস প্রাতে প্রভুর চরণে আসিয়া দৈন্য-স্তুতিমুখে স্বকৃত-অপরাধের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া নির্ব্ব্যলীকভাবে তাঁহার শরণ গ্রহণ করিলেন।

"আমি অজ্ঞ জীব,—অজ্ঞোচিত কর্ম্ম কৈলুঁ।
তোমার আগে মূর্খ আমি পাণ্ডিত্য প্রকাশিলুঁ॥
তুমি—ঈশ্বর, নিজোচিত কৃপা যে কৈলা।
অপমান করি' সর্ব্ব গর্ব্ব খণ্ডাইলা॥
আমি—অজ্ঞ, 'হিত'-স্থানে মানি 'অপমানে'।
ইন্দ্র যেন কৃষ্ণের নিন্দা করিল অজ্ঞানে॥
তোমার কৃপা-অঞ্জনে গর্ব্ব-আন্ধ্য গেল।
তুমি এত কৃপা কৈলা,—এবে 'জ্ঞান' হৈল॥
অপরাধ কৈনু, ক্ষম, লইনু শরণ।
কৃপা করি' মোর মাথে ধরহ চরণ॥"
(চৈঃ চঃ অঃ ৭।১২২-১২৬)

প্রভু শ্রীভট্টকে শরণাগত দেখিয়া কৃপা করিলেন; তাঁহার পাণ্ডিত্যের প্রশংসা করিয়া তাঁহাকে আশ্বাসন করিলেন এবং সর্ব্বদা শ্রীধরানুগত হইয়া ভাগবতের টীকা রচনার উপদেশ করিলেন। শ্রীভট্টের প্রতি প্রভুর কৃপা দৃষ্টিতে ভক্তগণ তাঁহার সহিত সাহস করিয়া পুনরায় সদালাপ আরম্ভ করিলেন। শ্রীগৌরাঙ্গের প্রিয়শক্তি শ্রীগদাধর পণ্ডিত প্রভুর সঙ্গফলে শ্রীভট্টের বালগোপাল উপাসনা হইতে কিশোরগোপাল উপাসনায় মন হইল এবং তিনি পণ্ডিত গোস্বামীর নিকট তদুপাসনার মন্ত্র প্রার্থনা করিলেন। পণ্ডিত গোস্বামী প্রথমে দিতে চাহেন নাই, পরে শ্রীমন্ মহাপ্রভুর কৃপাদেশ প্রাপ্ত হইয়া শ্রীভট্টকে মধুর রসে কিশোরগোপাল-মন্ত্র উপদেশ করিলেন।

"দিনান্তরে পণ্ডিত কৈল প্রভুর নিমন্ত্রণ।
প্রভু তাঁহা ভিক্ষা কৈল লঞা ভক্তগণ॥
তাহাঁই বল্লভ ভট্ট প্রভুর আজ্ঞা লৈল।
পণ্ডিত ঠাঞি পূর্ব্বপ্রার্থিত সব সিদ্ধি হৈল॥"
—চৈঃ চঃ অ ৭।১৬৬-১৬৭

শ্রীভট্টের গর্ব্ব-পর্ব্বত ধূলায় লুণ্ঠিত হইল। তিনি

অধিকতর দৈন্যসহকারে শ্রীভাগবত তাৎপর্য্যে শ্রীশ্রীরাধা-গোবিন্দের যুগল উপাসনায় মনোনিবেশ করিয়া সগোষ্ঠী শ্রীমন্ মহাপ্রভুর পার্ষদ-গোস্বামিবর্গের স্নেহদৃষ্টি আকর্ষণ করিলেন। তখন হইতেই তিনি সম্পূর্ণরূপে গৌড়ীয় গোষ্ঠীতে স্থান লাভ করিলেন।

"জগতের 'হিত' হউক,—এই প্রভুর মন।
দণ্ড করি' করে তার হৃদয় শোধন॥"
(চৈঃ চঃ অ ৭।১৩৬)

শ্রীবৈকুণ্ঠ-প্রীতি বা ভক্ত-ভগবানের প্রীতি বলিতে ইহাকেই বুঝায়।
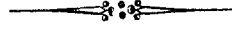
ঈশ্বরঃ পরমঃ কৃষ্ণঃ

[পণ্ডিত শ্রীবিভুপদ পণ্ডা বি-এ, বি-টি, কাব্য-ব্যাকরণ-পুরাণতীর্থ]

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ যে পরতমতত্ত্ব সে বিষয়ে কোন প্রকার সন্দেহের অবকাশ থাকিতে পারে না। সমস্ত সাত্বত শাস্ত্রেই ইহা বর্ণিত হইয়াছে। বিভিন্ন শাস্ত্রকর্ত্তার উক্তি হইতে, শ্রীভগবানের স্বমুখনিঃসৃত বাণী হইতে, ব্রহ্মাদি দেবতার শ্রীকৃষ্ণের স্তুতি হইতে এবং মহদনুভূতি হইতে আমরা শ্রীকৃষ্ণের পরমতমত্ব জানিতে পারি। এতদ্ব্যতীত কতকগুলি শাস্ত্রীয়যুক্তি হইতেও শ্রীকৃষ্ণ যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ তত্ত্ব তাহা জানিতে পারা যায়।

শ্রীমদ্ভাগবত (১।২।১১) বলেন—

বদন্তি তৎ তত্ত্ববিদস্তত্ত্বং যজ্জ্ঞানমদ্বয়ম্।
ব্রহ্মেতি পরমাত্মেতি ভগবানিতি শব্দ্যতে॥

যাহা অদ্বয়জ্ঞান অর্থাৎ অদ্বিতীয় বাস্তববস্তু, জ্ঞানিগণ তাঁহাকেই 'তত্ত্ব' বলেন। সেই তত্ত্ববস্তু 'ব্রহ্ম', 'পরমাত্মা' ও 'ভগবান্'—এই ত্রিবিধ সংজ্ঞায় কথিত হন। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত বলেন—"অদ্বয়-জ্ঞান তত্ত্ব-বস্তু কৃষ্ণের স্বরূপ। 'ব্রহ্ম', 'আত্মা', 'ভগবান্'—তিন তাঁর রূপ॥" এই তিন প্রকার প্রতীতির মধ্যে 'ব্রহ্ম' এবং 'পরমাত্মা' প্রতীতি 'ভগবৎ'-প্রতীতির অসম্যক্ প্রকাশ-স্বরূপ। 'ব্রহ্ম' ভগবানের অঙ্গকান্তি হওয়ায় তাঁহারই আশ্রিত বলিয়া অসম্যক্-প্রকাশ। 'ব্রহ্মণো হি প্রতিষ্ঠাহম্' ভগবানের এই উক্তি হইতে তাহা প্রমাণিত হয়। আবার পরমাত্মাও ভগবানের আংশিক বা অসম্যক্ প্রতীতি-স্বরূপ। শ্রীগীতাশাস্ত্রে ভগবদুক্তি—"ঈশ্বরঃ সর্ব্বভূতানাং হৃদ্দেশেঽর্জ্জুন তিষ্ঠতি। ভ্রাময়ন্ সর্ব্বভূতানি যন্ত্রারূঢ়ানি মায়য়া॥" সর্ব্বজীবের হৃদয়ে পরমাত্মরূপে আমি অবস্থিত। পরমাত্মাই সর্ব্বজীবের নিয়ন্তা ও ঈশ্বর। যন্ত্রারূঢ় বস্তু যেমন ভ্রামিত হয়, জীবসকলও তদ্রূপ ঈশ্বরের সর্ব্বনিয়ন্তৃত্ব ধর্ম্ম হইতে জগতে ভ্রামিত হন। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত (ম ২০।১৬১) বলেন—পরমাত্মা কৃষ্ণের একাংশ। "পরমাত্মা যিঁহো, তিঁহো কৃষ্ণের এক অংশ। আত্মার 'আত্মা' হন কৃষ্ণ সর্ব্ব-অবতংস॥" কিন্তু ভগবানের সমান বা তদপেক্ষা শ্রেষ্ঠও কেহ নাই, এই কারণে তিনি অসমোর্দ্ধ তত্ত্ব।

মহামুনি বেদব্যাস সমগ্রবেদ বিভাগ করিয়াছিলেন। তিনিই আবার অষ্টাদশ পুরাণ রচনা করিয়াছিলেন। তাঁহারই রচিত সর্ব্বশেষ এবং সর্ব্বশ্রেষ্ঠ শাস্ত্রগ্রন্থ শ্রীমদ্ভাগবতে উক্ত হইয়াছে—'কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ম্।' সুতরাং ভগবান্ বলিতে একমাত্র শ্রীকৃষ্ণ ব্যতীত আর কাহাকে—অন্যকোন দেবতাকে বুঝায় না। মহাভারতও বেদব্যাস রচিত। তদন্তর্গত গীতাশাস্ত্রে সর্ব্বত্র আমরা দেখিতে পাই—'শ্রীভগবান্ উবাচ।' তৃতীয় পাণ্ডব অর্জ্জুনকে গীতা শুনাইয়াছিলেন শ্রীকৃষ্ণ। সুতরাং ভগবান্ বলিতে শ্রীকৃষ্ণকেই বুঝায়। আবার গীতার মাহাত্ম্য বর্ণনে বলা হইয়াছে—"সর্ব্বোপনিষদো গাবো দোগ্ধা গোপালনন্দনঃ। পার্থো বৎসঃ সুধীর্ভোক্তা দুগ্ধং গীতামৃতং মহৎ।" সুতরাং গীতাশাস্ত্রের বক্তা শ্রীকৃষ্ণ। নির্বিশেষবাদিগণ বিষ্ণুতত্ত্বের সহিত অন্যান্য দেবতাগণকেও

সমান বলিয়া মনে করেন। কিন্তু ইহা প্রকৃত বিচার নহে। (ইহা ক্রমশঃ পরিস্ফুট হইবে।) এমন কি নারায়ণ, বিষ্ণু প্রভৃতি বিষ্ণুতত্ত্ব বস্তুতঃ এক হইলেও রসগত বিচারে শ্রীকৃষ্ণই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। ব্রহ্ম সংহিতায় উক্ত হইয়াছে—'ঈশ্বরঃ পরমঃ কৃষ্ণঃ সচ্চিদানন্দ বিগ্রহঃ। অনাদিরাদির্গোবিন্দঃ সর্ব্বকারণ-কারণম্॥' উক্ত গ্রন্থে আরও বর্ণিত আছে (৫।৪০)—

যস্য প্রভা প্রভবতো জগদণ্ডকোটি-
কোটিষ্বশেষবসুধাদিবিভূতিভিন্নম্।
তদ্ব্রহ্ম নিষ্কলমনন্তমশেষভূতং
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি॥

কোটি কোটি ব্রহ্মাণ্ডে অশেষ বসুধাদি ঐশ্বর্য্য-দ্বারা পৃথক্‌কৃত, নিষ্কল, অনন্ত, অশেষভূত ব্রহ্ম যাঁহার প্রভা হইতে উৎপন্ন হইয়াছেন, সেই আদিপুরুষ গোবিন্দকে আমি ভজনা করি। ইহাতেও শ্রীকৃষ্ণের পরতমত্ব স্বীকৃত।

বিষ্ণুপুরাণ (৬।৫।৪৭) বলেন—

ঐশ্বর্য্যস্য সমগ্রস্য বীর্য্যস্য যশসঃ শ্রিয়ঃ।
জ্ঞান-বৈরাগ্যয়োশ্চৈব ষণ্ণাং ভগ ইতীঙ্গনা॥

সমগ্রঐশ্বর্য্য, সমগ্রবীর্য্য, সমগ্রযশঃ, সমগ্রশ্রী অর্থাৎ সৌন্দর্য্য, সমগ্রজ্ঞান ও সমগ্রবৈরাগ্য—এই ছয়টির সমাহার 'ভগ'-নামে খ্যাত; এই ছয়টি অচিন্ত্যগুণ যাঁহাতে অঙ্গাঙ্গিভাবে ন্যস্ত, তিনিই ভগবান্।

স্কন্দপুরাণ বলেন—

তেনৈব হেতুভূতেন বয়ং জাতা মহেশ্বরি।
কারণং সর্ব্বভূতানাং স একঃ পরমেশ্বরঃ॥

শিব পার্ব্বতীকে বলিতেছেন,—হে মহেশ্বরি! আমরা সেই নিমিত্তপুরুষ হইতেই জাত হইয়াছি। তিনি একমাত্র পরমেশ্বর এবং সর্ব্বভূতের কারণ।

ভাগবত-ভাবার্থ-দীপিকা (১০।১) উক্ত হইয়াছে—

দশমে দশমং লক্ষ্যমাশ্রিতাশ্রয়বিগ্রহম্।
শ্রীকৃষ্ণাখ্যং পরং ধাম জগদ্ধাম নমামি তম্॥

দশমস্কন্ধে আশ্রিতগণের আশ্রয় বিগ্রহস্বরূপ শ্রীকৃষ্ণ। সেই শ্রীকৃষ্ণাখ্য পরমধাম ও জগদ্ধামকে আমি নমস্কার করি।

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ গীতাশাস্ত্রে স্বয়ং শ্রীমুখে যে সমস্ত বাণী উচ্চারণ করিয়াছেন, তাহা হইতে তাঁহার পরতমত্ব জ্ঞাত হওয়া যায়।

অজোঽপি সন্নব্যয়াত্মা ভূতানামীশ্বরোঽপি সন্।
প্রকৃতিং স্বামধিষ্ঠায় সম্ভবাম্যাত্মমায়য়া॥

(গীতা ৪।৬)

আমি সমস্ত ভূতের ঈশ্বর, অজ অর্থাৎ জন্মরহিত এবং অব্যয়স্বরূপ। স্বীয় চিচ্ছক্তি আশ্রয়-পূর্ব্বক তদ্দ্বারা সম্ভূত হই। ভগবান্ তাঁহার অবতার কাল ও প্রয়োজন সম্বন্ধে বলিয়াছেন—

যদা যদা হি ধর্ম্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত।
অভ্যুত্থানমধর্ম্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহম্॥
পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্।
ধর্ম্ম-সংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে॥

(ঐ ৪।৭-৮)

হে ভারত! যখন যখন ধর্ম্মের গ্লানি ও অধর্ম্মের অভ্যুত্থান হয়, তখনই আমি স্বেচ্ছাপূর্ব্বক আবির্ভূত হই। আমি আমার পরমভক্ত সাধুগণের পরিত্রাণ এবং ভক্তদ্রোহিগণের বিনাশ ও শ্রবণ-কীর্ত্তনাদি নিত্যধর্ম্ম সংস্থাপন-জন্য প্রতিযুগে অবতীর্ণ হই।

মত্তঃ পরতরং নান্যৎ কিঞ্চিদস্তি ধনঞ্জয়।
ময়ি সর্ব্বমিদং প্রোতং সূত্রে মণিগণা ইব॥

(ঐ ৭।৭)

হে ধনঞ্জয়! আমা হইতে আর কেহ শ্রেষ্ঠ নাই। মণিগণ যেমন সূত্রে গাঁথা থাকে, তেমনি সমস্ত বিশ্বই আমাতে ওতঃপ্রোতরূপে অবস্থান করে।

বীজং মাং সর্ব্বভূতানাং বিদ্ধি পার্থ সনাতনম্।

(ঐ ৭।১০)

হে পার্থ, আমাকে সর্ব্বভূতের সনাতন বীজ বলিয়া জানিবে।

ময়া ততমিদং সর্ব্বং জগদব্যক্তমূর্ত্তিনা।
মৎস্থানি সর্ব্বভূতানি ন চাহং তেষ্ববস্থিতঃ॥

(গীতা ৯।৪)

আমি অব্যক্তমূর্ত্তিতে এই সমস্ত জগতে ব্যাপ্ত আছি। সকল প্রাণী আমাতেই আছে, কিন্তু আমি তাহাদের মধ্যে নাই।

সর্ব্বভূতানি কৌন্তেয় প্রকৃতিং যান্তি মামিকাম্।
কল্পক্ষয়ে পুনস্তানি কল্পাদৌ বিসৃজাম্যহম্॥

(ঐ ৯।৭)

হে কৌন্তেয়! প্রলয়ের সময়ে প্রাণীরা আমার প্রকৃতিতে মিলাইয়া যায়। সৃষ্টির সময়ে আমি আবার তাহাদিগকে সৃষ্টি করি।

ময়াধ্যক্ষেণ প্রকৃতিঃ সূয়তে সচরাচরম্।
হেতুনানেন কৌন্তেয় জগদ্বিপরিবর্ত্ততে॥

(ঐ ৯।১০)

প্রকৃতি আমারই শক্তি। আমার আশ্রয়েই আমার শক্তি কার্য্য করে। আমার চিদ্বিলাস-সম্বন্ধিনী ইচ্ছা হইতে প্রকৃতিকে যে কটাক্ষ করি, সেই কটাক্ষদ্বারা চালিতা হইয়া প্রকৃতিই চরাচর জগত প্রসব করে। এই জন্যই এই জগৎ পুনঃ পুনঃ প্রাদুর্ভূত হয়। কিন্তু

অবজানন্তি মাং মূঢ়া মানুষীং তনুমাশ্রিতম্।
পরং ভাবমজানন্তো মম ভূতমহেশ্বরম্॥

(ঐ ৯।১১)

আমি মনুষ্যরূপে জন্মগ্রহণ করি বলিয়া মূর্খেরা সকলপ্রাণীর ঈশ্বর স্বরূপ আমার পরম ভাব না জানিয়া আমাকে অবজ্ঞা করে।

অহং ক্রতুরহং যজ্ঞঃ স্বধাহমহমৌষধম্।
মন্ত্রোঽহমহমেবাজ্যমহমগ্নিরহং হুতম্॥
পিতাহমস্য জগতো ধাতা মাতা পিতামহঃ।
বেদ্যং পবিত্রমোঙ্কারঃ ঋক্ সাম যজুরেব চ॥
গতির্ভর্ত্তা প্রভুঃ সাক্ষী নিবাসঃ শরণং সুহৃৎ।
প্রভবঃ প্রলয়ঃ স্থানং নিধানং বীজমব্যয়ম্॥
তপাম্যহমহং বর্ষং নিগৃহ্ণাম্যুৎসৃজামি চ।
অমৃতঞ্চৈব মৃত্যুশ্চ সদসচ্চাহমর্জ্জুনঃ॥

(গীতা ৯।১৬-১৯)

আমিই অগ্নিষ্টোমাদি 'শ্রৌত' এবং বৈশ্বদেবাদি 'স্মার্ত্ত' যজ্ঞ; আমিই স্বধা; আমিই ঔষধ; আমিই মন্ত্র; আমিই ঘৃত; আমিই অগ্নি; আমিই হোম; আমিই এ জগতের পিতা, মাতা, ধাতা ও পিতামহ; আমিই পবিত্র ওঁকার; আমি ঋক্, সাম ও যজুঃ; আমিই সকলের গতি, ভর্ত্তা, প্রভু, সাক্ষী, নিবাস, শরণ, সুহৃৎ, উৎপত্তি, নাশ, স্থিতি, হেতু এবং অব্যয়-বীজ; নিদাঘ-কালে আমিই তাপ, প্রাবৃট্-কালে আমিই বৃষ্টি; আমিই জলবর্ষণ করি, আমিই আকর্ষণ করি, আমিই অমৃত, আমিই মৃত্যু, হে অর্জ্জুন, আমিই সদসৎ।

অহং হি সর্ব্বযজ্ঞানাং ভোক্তা চ প্রভুরেব চ।
ন তু মামভিজানন্তি তত্ত্বেনাতশ্চ্যবন্তি তে॥

(ঐ ৯।২৪)

আমিই সমস্ত যজ্ঞের ভোক্তা ও প্রভু; যাহারা আমাকে যথার্থরূপে জানিতে পারে না, তাহারা তত্ত্ব-বস্তু হইতে চ্যুত হয়।

যচ্চাপি সর্ব্বভূতানাং বীজং তদহমর্জ্জুন।
ন তদস্তি বিনা যৎ স্যান্ময়া ভূতং চরাচরম্॥

(ঐ ১০।৩৯)

আমিই সর্ব্বভূতের প্ররোহকারণ বীজ; যেহেতু চরাচরমধ্যে আমাকে পরিত্যাগ করিয়া কোন বস্তুর অস্তিত্ব থাকে না।

যদ্ যদ্বিভূতিমৎ সত্ত্বং শ্রীমদূর্জ্জিতমেব বা।
তত্তদেবাবগচ্ছ ত্বং মম তেজোঽংশসম্ভবঃ॥

(ঐ ১০।৪১)

ঐশ্বর্য্য যুক্ত, সম্পত্তি যুক্ত, বলপ্রভাবাদির আধিক্য-যুক্ত যত বস্তু আছে, সে সকলকেই আমার বিভূতি বলিয়া জানিবে। সে সমুদায়ই আমার প্রকৃতি-তেজোঽংশ সম্ভূত।

অথবা বহুনৈতেন কিং জ্ঞাতেন তবার্জ্জুন।
বিষ্টভ্যাহমিদং কৃৎস্নমেকাংশেন স্থিতো জগৎ॥
(গীতা ১০।৪২)

হে অর্জ্জুন! অধিক কি বলিব, সংক্ষেপতঃ আমার এই প্রকৃতি সর্ব্বশক্তিসম্পন্না; তাহার এক এক প্রভাব-দ্বারা আমি এই সমস্ত জগতে প্রবিষ্ট হইয়া বর্ত্তমান।

মম যোনির্মহদ্ব্রহ্ম তস্মিন্ গর্ভং দধাম্যহম্।
সম্ভবঃ সর্ব্বভূতানাং ততো ভবতি ভারত॥
সর্ব্বযোনিষু কৌন্তেয় মূর্ত্তয়ঃ সম্ভবন্তি যাঃ।
তাসাং ব্রহ্ম মহদ্‌যোনিরহং বীজপ্রদঃ পিতা॥
(ঐ ১৪।৩-৪)

হে অর্জ্জুন! প্রকৃতি আমার গর্ভাধানের স্থান, তাহাতে আমি জীবরূপ বীজ নিক্ষেপ করি, তাহা হইতেই সকল জীবের উৎপত্তি হইয়া থাকে। হে অর্জ্জুন! মানুষ প্রভৃতি যে কোন প্রাণীই জন্মগ্রহণ করুক না কেন, আমি তাহাদের পিতা এবং প্রকৃতি তাহাদের মাতা।

অনেকে ব্রহ্মকে পরতমতত্ত্ব বলিয়া মনে করেন। কিন্তু সেই ব্রহ্ম সম্বন্ধে ভগবান্ বলিয়াছেন -

ব্রহ্মণো হি প্রতিষ্ঠাহমমৃতস্যাব্যয়স্য চ।
শাশ্বতস্য চ ধর্ম্মস্য সুখস্যৈকান্তিকস্য চ॥
(ঐ ১৪।২৭)

আমি ব্রহ্মের প্রতিষ্ঠা অর্থাৎ আমাতেই ব্রহ্ম অবস্থিত। নিত্য, অবিনাশী যে মুক্তি, তাহারও আশ্রয় আমিই। সেই মুক্তি যে ধর্ম্মের বলে হয়, সেই নিত্য ধর্ম্ম এবং একান্ত সুখেরও আমিই আশ্রয়। অনেকে আবার সূর্য্যাদি দেবতাকে পরমতত্ত্ব বলিয়া মনে করিয়া তাঁহাদের উপাসনা করিয়া থাকেন। সে সম্বন্ধে ভগবান্ বলিয়াছেন—

যদাদিত্যগতং তেজো জগদ্ভাসয়তেঽখিলম্।
যচ্চন্দ্রমসি যচ্চাগ্নৌ তত্তেজো বিদ্ধি মামকম্॥
(গীঃ ১৫।১২)

সূর্য্যে, চন্দ্রে ও অগ্নিতে যে অখিল জগৎ প্রকাশ তেজ দেখিতেছ, তাহা আমারই তেজ, অপরের নয়।

বিভিন্ন প্রকার কামনা পূরণের জন্য লোকে নানা দেবতার আরাধনা করিয়া থাকেন। কিন্তু সেইসব দেবতার প্রতি ভক্তি এবং কামনার উপকরণসমূহ শ্রীকৃষ্ণই দিয়া থাকেন। তাঁহার উক্তি হইতে তাহা প্রমাণিত হয়।

যো যো যাং যাং তনুং ভক্তঃ শ্রদ্ধয়ার্চ্চিতুমিচ্ছতি।
তস্য তস্যাচলাং শ্রদ্ধাং তামেব বিদধাম্যহম্॥
স তয়া শ্রদ্ধয়া যুক্তস্তস্যারাধনমীহতে।
লভতে চ ততঃ কামান্ ময়ৈব বিহিতান্ হি তান্॥
(গীঃ ৭।২১-২২)

অন্তর্য্যামি-স্বরূপ আমি, যাঁহার যে স্পৃহণীয় দেবমূর্ত্তি, তাহাতে তাঁহার শ্রদ্ধানুযায়ী অচলা শ্রদ্ধা বিধান করিয়া থাকি। তিনি শ্রদ্ধাপূর্ব্বক সেই দেবতার আরাধনা করতঃ সেই দেবতা হইতে মদ্বিহিত কাম-সকল প্রাপ্ত হন। আরও ভগবান্ বলিয়াছেন—

সর্ব্বস্য চাহং হৃদি সন্নিবিষ্টো
মত্তঃ স্মৃতির্জ্ঞানমপোহনঞ্চ।
বেদৈশ্চ সর্ব্বৈরহমেব বেদ্যো
বেদান্তকৃদ্বেদবিদেব চাহম্॥
(গীঃ ১৫।১৫)

আমি সর্ব্বজীবের হৃদয়ে ঈশ্বররূপে অবস্থিত। আমা হইতেই জীবের কর্ম্মফলানুসারে স্মৃতি, জ্ঞান ও স্মৃতি-জ্ঞানের অপগতি ঘটিয়া থাকে। আমিই সর্ব্ববেদবেদ্য ভগবান্, সমস্ত বেদান্তকর্ত্তা ও বেদান্তবিৎ।

ব্রহ্মাদি গুণাবতারগণও শ্রীকৃষ্ণের পরতমত্ব স্বীকার করিয়াছেন। ব্রহ্মা শ্রীকৃষ্ণের স্তবে বলিয়াছেনঃ—

কাহং তমোমহদহংখচরাগ্নিবার্ভূ-
সংবেষ্টিতাণ্ডঘটসপ্তবিতস্তিকায়ঃ।
কেদৃগ্‌বিধাবিগণিতাণ্ডপরাণুচর্য্যা-
বাতাধ্বরোমবিবরস্য চ তে মহিত্বম্॥
(ভাঃ ১০।১৪।১১)

হে ভগবন্! প্রকৃতি, মহত্তত্ত্ব, অহঙ্কার, আকাশ, বায়ু, অগ্নি, জল এবং ভূমিদ্বারা সংবেষ্টিত ব্রহ্মাণ্ডরূপ ঘট-মধ্যবর্ত্তী, সপ্তবিতস্তি-পরিমিত শরীরধারী এই (আমি)

ব্রহ্মাই বা কোথায় আর যাঁহার রোমকূপরূপ-গবাক্ষ পথে ঈদৃশ অগণিত ব্রহ্মাণ্ড পরমাণুর ন্যায় বিচরণ করিতেছে, তাদৃশ আপনার মহিমাই বা কোথায়!

জগত্রয়ান্তোদধিসংপ্লবোদে
নারায়ণস্যোদরনাভিনালাৎ।
বিনির্গতোঽজস্ত্বিতি বাঙ্ন বৈ মৃষা
কিন্ত্বীশ্বর ত্বন্ন বিনির্গতোঽস্মি॥
(ভাঃ ১০।১৪।১৩)

যে সময়ে প্রলয়বারিতে এই ত্রিলোক নিমগ্ন হইয়াছিল, তখন ঐ সলিলে অবস্থিত নারায়ণের উদরস্থ নাভিনাল হইতে ব্রহ্মা প্রকাশিত হইয়াছেন বলিয়া পুরাণকর্ত্তা ঋষিগণ বর্ণনা করিয়াছেন, একথা বস্তুতঃ মিথ্যা নহে, তথাপি হে ঈশ্বর, আমি কি আপনা হইতে বহির্গত হই নাই?

জানন্ত এব জানন্তু কিং বহূক্ত্যা ন মে প্রভো।
মনসো বপুষো বাচো বৈভবং তব গোচরঃ॥
অনুজানীহি মাং কৃষ্ণ সর্ব্বং ত্বং বেৎসি সর্ব্বদৃক্।
ত্বমেব জগতাং নাথো জগদেতৎ তবার্পিতম্॥
(ভাঃ ১০।১৪।৩৮-৩৯)

হে প্রভো! আমার আর বাক্যাড়ম্বরের প্রয়োজন কি? যে সকল পণ্ডিতাভিমানিব্যক্তি আপনার মহিমা অবগত আছেন বলিয়া মনে করেন, তাঁহারা ভবদীয় মহিমা জানুন, কিন্তু আপনার বৈভব আমার কায়মনোবাক্যের গোচরীভূত নহে। হে কৃষ্ণ! আমাকে গমনের অনুমতি প্রদান করুন। আপনি সর্ব্বদর্শী, সুতরাং সমস্তই অবগত আছেন। আপনিই জগতের ঈশ্বর, অতএব মমতাস্পদ এই বিশ্ব এবং এই নিজ শরীর আপনার নিকট অর্পণ করিলাম।

বাণাসুরের সাহায্যে সমাগত রুদ্রদেব শ্রীকৃষ্ণের স্তবে বলিয়াছেন, (ভাঃ ১০।৬৩।৩৭):—

তবাবতারোঽয়মকুণ্ঠধামন্
ধর্ম্মস্য গুপ্ত্যৈ জগতো ভবায়।
বয়ঞ্চ সর্ব্বে ভবতানুভাবিতা
বিভাবয়ামো ভুবনানি সপ্ত॥

হে অকুণ্ঠ ধামন্, ধর্ম্মরক্ষা এবং জগতের অভ্যুদয়ের জন্য আপনার এই অবতার। নিখিললোকপালগণ আমরা আপনা-কর্ত্তৃক পালিত হইয়াই সপ্ত ভুবনের পালন করিতেছি।

অহং ব্রহ্মাথ বিবুধা মুনয়শ্চামলাশয়াঃ।
সর্ব্বাত্মনা প্রপন্নাস্ত্বামাত্মানং প্রেষ্ঠমীশ্বরম্॥
(ভাঃ ১০।৬৩।৪৩)

হে দেব! আমি, ব্রহ্মা, ইন্দ্রাদিদেবগণ, বিশুদ্ধ চিত্ত মুনিগণ, আমরা সকলে সর্ব্বতোভাবে অন্তর্য্যামী, প্রিয়তম, ঈশ্বর আপনার শরণাগত রহিয়াছি।

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ ইন্দ্রযাগ বন্ধ করিয়া দেওয়ায় দেবরাজ ইন্দ্র কুপিত হইয়া ব্রজবাসিগণ এক মনুষ্যের কথায় তাঁহার পূজা বন্ধ করিয়াছেন মনে করিয়া ব্রজবাসিগণের বিনাশ কারণে সপ্তদিবসব্যাপী প্রবল বারি বর্ষণ করিয়াছিলেন। তাহাতে শ্রীকৃষ্ণ গোবর্দ্ধন গিরি ধারণ করিয়া ব্রজবাসিগণের রক্ষাবিধান করিলে ইন্দ্র কৃষ্ণচন্দ্রের মাহাত্ম্য এবং ভগবত্তা উপলব্ধি করিয়া তাঁহার স্তুতি করিয়াছিলেন।

যে মদ্বিধাজ্ঞা জগদীশমানিন-
স্ত্বাং বীক্ষ্য কালেঽভয়মাশু তন্মদম্।
হিত্বার্য্যমার্গং প্রভজন্ত্যপস্ময়া
ঈহা খলানামপি তেঽনুশাসনম্॥
(ভাঃ ১০।২৭।৭)

আমার ন্যায় যে সকল মূঢ়জন নিজকে ঈশ্বর বলিয়া অভিমান করে, তাহারা ভয়কালেও আপনাকে নির্ভয় দেখিয়া নিজেদের অভিমান ত্যাগপূর্ব্বক নিরহঙ্কারভাবে ভক্তভাব অবলম্বন করে। অতএব আপনার এই গোবর্দ্ধন-ধারণ-লীলা খলব্যক্তিদিগের শিক্ষাস্বরূপ।

স ত্বং মমৈশ্বর্য্যমদপ্লুতস্য
কৃতাগসস্তেঽবিদুষঃ প্রভাবম্।
ক্ষন্তুং প্রভোঽথার্হসি মূঢ়চেতসো
মৈবং পুনর্ভূন্মতিরীশ মেঽসতী॥
(ভাঃ ১০।২৭।৮)

হে প্রভো, আমি আপনার প্রভাব অবগত নহি, সেই জন্যই ঐশ্বর্য্যগর্ব্বে নিমগ্ন হইয়া অপরাধ করিয়াছি। আপনি এই অজ্ঞানের দোষ ক্ষমা করিতে সমর্থ। হে ঈশ, আমার যেন পুনরায় এরূপ দুর্ম্মতি না হয়।

ময়েদং ভগবন্ গোষ্ঠনাশায়াসারবায়ুভিঃ।
চেষ্টিতং বিহতে যজ্ঞে মানিনা তীব্রমন্যুনা॥
ত্বয়েশানুগৃহীতোঽস্মি ধ্বস্তস্তম্ভো বৃথোদ্যমঃ
ঈশ্বরং গুরুমাত্মানং ত্বামহং শরণং গতঃ॥

(ভাঃ ১০।২৭।১২-১৩)

হে ভগবন্, আপনি আমার যজ্ঞ নিবারণ করিলে আমি অতিশয় ক্রোধান্বিত ও অহঙ্কৃত হইয়া গোষ্ঠ-বিনাশের জন্য তীব্র বৃষ্টি ও বায়ুদ্বারা এইরূপ আচরণ করিয়াছিলাম। হে ঈশ, আমার প্রয়াস ব্যর্থ এবং গর্ব্ব নষ্ট করিয়া আপনি অনুগ্রহই করিয়াছেন। সম্প্রতি আমি ঈশ্বর, গুরু এবং আত্মরূপী আপনার শরণাগত হইলাম।

ইন্দ্রের স্তবে সন্তুষ্ট হইয়া ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছিলেন—

গম্যতাং শক্র ভদ্রং বঃ ক্রিয়তাং মেঽনুশাসনম্।
স্থীয়তাং স্বাধিকারেষু যুক্তৈর্বঃ স্তম্ভবর্জ্জিতৈঃ॥

(ভাঃ ১০।২৭।১৭)

হে শক্র! সম্প্রতি স্বস্থানে গমন কর। তোমাদের মঙ্গল হউক, আমার আদেশ পালনপূর্ব্বক গর্ব্বরহিত হইয়া তোমরা নিজ নিজ অধিকারে অবস্থান কর। এইভাবে দেবরাজ ইন্দ্র শ্রীকৃষ্ণের পরতমত্ব স্বীকার করিয়াছেন।

বেদে লীলা-পুরুষোত্তম গোপেন্দ্রনন্দনের কথা উক্ত হইয়াছে ঃ—

অপশ্যং গোপামনিপদ্যমানমা চ পরা চ পথিভিশ্চরন্তম্।
স সধ্রীচীঃ স বিষূচীর্বসান আবরীবর্ত্তি ভুবনেষ্বন্তঃ॥

(ঋগ্বেদ, ১ম মণ্ডল, ২২ অনুবাক্, ১৬৪ সূক্ত, ৩১ ঋক্)

দেখিলাম, এক গোপাল, তাঁহার কখন পতন নাই ; কখন নিকটে, কখন দূরে—নানা পথে ভ্রমণ করিতেছেন। তিনি কখন বহুবিধ বস্ত্রাবৃত, কখনও বা পৃথক্ পৃথক্ বস্ত্রদ্বারা আচ্ছাদিত। এইরূপে তিনি বিশ্বসংসারে পুনঃ পুনঃ প্রকটাপ্রকট লীলা বিস্তার করিয়াছেন।

আত্মোন্নতি সাধনের জন্য যে সমস্ত মার্গ শাস্ত্রে উল্লিখিত, তন্মধ্যে ভক্তি মার্গই শ্রেষ্ঠ। অন্যান্য বিষ্ণু-তত্ত্ব ভক্তিমার্গে উপাস্য হইলেও শ্রীকৃষ্ণের সেবায় ভক্তিরসের নিত্যনবনবায়মান্ চমৎকারিতা উপলব্ধ হয়। কৃষ্ণই মূল বস্তু, কৃষ্ণ সেবাতেই নিখিল বস্তুর তৃপ্তি।

শ্রীমদ্ভাগবত (৪।৩১।১৪)বলেন—

যথা তরোর্মূলনিষেচনেন তৃপ্যন্তি তৎস্কন্ধভুজোপশাখাঃ।
প্রাণোপহারাচ্চ যথেন্দ্রিয়াণাং তথৈব সর্বার্হণমচ্যুতেজ্যা॥

যেমন বৃক্ষের মূলদেশে সুষ্ঠুরূপে জলসেচন করিলেই উহার স্কন্ধ, শাখা, উপশাখা, পত্রপুষ্পাদি সকলেই সঞ্জীবিত হয়, প্রাণে আহার্য্য প্রদান করিলে যেরূপ সমস্ত ইন্দ্রিয়েরই তৃপ্তি সাধিত হয়, সেইরূপ একমাত্র শ্রীকৃষ্ণের পূজাদ্বারাই নিখিল দেব-পিত্রাদির পূজা হইয়া থাকে।

এইস্থলে শ্রীকৃষ্ণভজন সর্ব্বশ্রেষ্ঠ হওয়ায় শ্রীকৃষ্ণের পরতমত্ব স্বীকৃত হইল।

রসগত বিচারেও শ্রীকৃষ্ণ পরতম। অদ্বয়জ্ঞান-স্বরূপ পরতমত্বই রস। শ্রুতি বলেন—রসো বৈ সঃ। রসং হ্যেবায়ং লব্ধ্বানন্দী ভবতি। কো হ্যেবান্যাৎ কঃ প্রাণ্যাৎ যদেষ আকাশ আনন্দো ন স্যাৎ। এষ হ্যেবানন্দয়তি। (তৈত্তিরীয় ২।৭)

সেই পরম তত্ত্বই রস। সেই রসস্বরূপকে প্রাপ্ত হইয়া জীব আনন্দ লাভ করেন। কে-ই বা শরীর ও প্রাণ-চেষ্টা প্রদর্শন করিত, যদি সেই পরমতত্ত্ব আনন্দ-স্বরূপ না হইতেন ; তিনিই সকলকে আনন্দ দান করেন।

রস দ্বাদশ প্রকার। শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর এই পাঁচটি মুখ্য রস এবং হাস্য, করুণ, অদ্ভুত, বীর, রৌদ্র, বীভৎস ও ভয়ানক এই সাতটি গৌণ রস। অন্যান্য বিষ্ণুতত্ত্বের মধ্যে কোথায়ও এই দ্বাদশরসের অভিব্যক্তি নাই। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণে এই দ্বাদশরস পরিপূর্ণরূপে বিদ্যমান। এইজন্য তিনি অখিলরসামৃতসিন্ধু।

যখন বলদেবের সহিত শ্রীকৃষ্ণ কংসের রঙ্গালয়ে উপস্থিত হইলেন, তখন যাঁহার যেই রস, তিনি সেই রসে কৃষ্ণকে দেখিতে লাগিলেন।

মল্লানামশনির্নৃণাং নরবরঃ
স্ত্রীণাং স্মরো মূর্ত্তিমান্
গোপানাং স্বজনোঽসতাং ক্ষিতি-
ভুজাং শাস্তা স্বপিত্রোঃ শিশুঃ।
মৃত্যুর্ভোজপতের্বিরাড়বিদুষাং
তত্ত্বং পরং যোগিনাং
বৃষ্ণীনাং পরদেবতেতি বিদিতো
রঙ্গং গতঃ সাগ্রজঃ॥
(শ্রীমদ্ভাগবত ১০।৪৩।১৭)

বীররসপ্রিয় মল্লগণ দেখিল যেন কৃষ্ণ তাহাদের নিকট সাক্ষাৎ বজ্ররূপে উদিত হইলেন এবং মধুর-রসপ্রিয় স্ত্রীগণ তাঁহাকে সাক্ষাৎ মূর্ত্তিমান মন্মথরূপে দর্শন করিলেন। নরসমূহ জগতের একমাত্র নরপতি ও সখ্য-বাৎসল্যপ্রিয় গোপসকল তাঁহাকে স্বজনরূপে দেখিতে লাগিলেন। ভয়ার্ত্ত অসৎরাজগণ শাসনকর্ত্তৃরূপে শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন করিতে লাগিলেন। পিতামাতা তাঁহাকে সুন্দর শিশুরূপে দর্শন করিলেন। ভোজপতি কংস সাক্ষাৎ মৃত্যুরূপে, জড়বুদ্ধি ব্যক্তিগণ বিরাট্‌রূপে, শান্তরসের পরমযোগিগণ পরতত্ত্বরূপে এবং বৃষ্ণিবংশীয় পুরুষগণ পরদেবতারূপে তাঁহাকে প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন।

শ্রীকৃষ্ণের অবতরণ-কাল হইতে তাঁহার ভৌমলীলা সংবরণ-কাল পর্য্যন্ত তিনি যে সমস্ত লীলা প্রকাশ করিয়াছিলেন, তাহা অতিমর্ত্ত্য ত' বটেই, অধিকন্তু অন্য কোন দেবতা বা অন্য কোন বিষ্ণুতত্ত্ব এই রূপ লীলা প্রকাশ করেন নাই। তাঁহার প্রত্যেকটি কার্য্যই প্রমাণিত করে তাঁহার শ্রীমুখনিঃসৃত বাণী 'জন্ম কর্ম্ম চ মে দিব্যম্', বালকৃষ্ণ স্তন পান করিতে গিয়া পূতনার প্রাণবায়ু নিঃসারিত করিলেন। বালকবয়সেই তিনি অসংখ্য অসুর বধ করিয়াছিলেন। ব্রহ্মমোহনলীলা আলোচনা বা স্মরণ করিতে কাহার না চিত্ত পুলকিত হয়? কিশোর বয়সেই গিরিরাজ গোবর্দ্ধন ধারণ করিয়া ব্রজবাসিগণকে ইন্দ্রকোপানল হইতে রক্ষা করিয়াছেন। রাসলীলা তাঁহার সর্ব্বোত্তম লীলা। কোন বিষ্ণুতত্ত্বের এই লীলা প্রকাশের উল্লেখ নাই। এই লীলা প্রকাশ-সময়ে আমরা জানিতে পারি প্রতি দুইজন গোপীর মধ্যে এক এক মূর্ত্তিতে কৃষ্ণ বিরাজ করিয়া রাসক্রীড়া করিতেছেন। অথচ প্রত্যেক গোপী মনে করিতেছেন কৃষ্ণ কেবল তাঁহার কাছেই রহিয়াছেন। আবার মহিষীগণের সহিত গার্হস্থ্য জীবন-যাপন লীলার সময়ে একদিন নারদঋষি গিয়া দেখিলেন শ্রীকৃষ্ণ প্রত্যেক মহিষীর গৃহে বিরাজ করিয়া বিহার করিতেছেন।

ভক্তপ্রবর শ্রীনারদ হইতে আরম্ভ করিয়া শ্রীব্যাসদেব, শ্রীশুকদেব প্রভৃতি সমস্ত বিষ্ণুতত্ত্বের উপাসক শ্রীকৃষ্ণের পরতমত্ব স্বীকার করিয়াছেন। কলিযুগপাবনাবতারী অভিন্ন ব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীকৃষ্ণকেই যে পরতমতত্ত্ব এবং তাঁহার উপাসনাকেই যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ উপাসনা বলিয়াছেন, তাহা সর্ব্বজনবিদিত।

পরবর্ত্তিকালে যাঁহারা বিষ্ণুতত্ত্বের উপাসনা করিয়াছেন বা করিতেছেন, তাঁহারা সকলেই শ্রীকৃষ্ণের পরতমত্ব স্বীকার করেন। ভক্তকবি শ্রীজয়দেব গাহিয়াছেন—

'কেশব ধৃত-দশবিধরূপ জয় জগদীশ হরে।'

গোস্বামি-সিদ্ধান্ত—

যস্য ব্রহ্মেতি সংজ্ঞাং ক্বচিদপি নিগমে যাতি চিন্মাত্রসত্তা-
প্যংশো যস্যাংশকৈঃ স্বৈর্বিভবতি বশয়ন্নেব মায়াং পুমাংশ্চ।
একং যস্যৈব রূপং বিলসতি পরমব্যোম্নি নারায়ণাখ্যং
স শ্রীকৃষ্ণো বিধত্তাং স্বয়মিহ ভগবান্ প্রেম তৎপাদভাজাম্॥
(তত্ত্বসন্দর্ভ ৮ম শ্লোক)

যাঁহার নির্ব্বিশেষ চিন্মাত্রসত্তা শ্রুতির কোন কোন স্থানে 'ব্রহ্ম'-সজ্ঞায় সংজ্ঞিত হইয়াছেন, যাঁহার অংশ কারণার্ণবশায়ী পুরুষ মায়াকে স্ববশে আনিয়া তাহার প্রতি দৃষ্টিশক্তি সঞ্চার করিয়া তদ্দ্বারা ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি করিয়াছেন এবং যাঁহার নারায়ণ নামক একটী মুখ্য-রূপ পরব্যোমে বিলাস করিতেছেন, সেই স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ এই জগতে তাঁহার চরণকমলসেবী ভক্তদিগকে স্বীয় প্রেম প্রদান করুন।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের উদ্যোগে

সাধুসঙ্গে সংকীর্ত্তনমুখে উত্তর, পশ্চিম, মধ্য ও পূর্ব্ব ভারতের প্রধান প্রধান তীর্থস্থানসমূহ দর্শনের

বিপুল আয়োজন

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাধ্যক্ষ পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিযতি ওঁ শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী বিষ্ণুপাদের কৃপানির্দ্দেশক্রমে শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনকারী ভক্তগণের সঙ্গে উত্তর ভারতের শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর পদাঙ্কপূত তীর্থস্থানসমূহ ও অন্যান্য বিশেষ দ্রষ্টব্য স্থানসমূহ দর্শনের আয়োজন করা হইয়াছে।

"গৌর আমার যে-সব স্থানে করল ভ্রমণ রঙ্গে।
সে-সব স্থান হেরিব আমি প্রণয়ি-ভকত-সঙ্গে॥"

দেহ, গেহ, কলত্র, পুত্র, বিত্তাদিকে কেন্দ্র করিয়া যত্ন করিলে বা পরিক্রমা করিলে যেমন তদ্বিষয়ে বা বস্তুতেই আবেশ বা আসক্তি বর্দ্ধিত হয়, তদ্রূপ শ্রীভগবান্, শ্রীভগবদ্ভক্ত বা শ্রীভগবদ্ধামকে কেন্দ্র করিয়া তদুদ্দেশে যত্ন বা পরিক্রমা করিলে তাঁহাদের প্রতি আসক্তি বর্দ্ধিত হয় এবং শুদ্ধ প্রেমালাভের অধিকারী হওয়া যায়। এইজন্য শ্রীকৃষ্ণভক্তিপিপাসু সজ্জনদিগকে আমরা সাদর আহ্বান জানাইতেছি যে, তাঁহারা গৃহকর্ম্মাদি হইতে অন্ততঃ কিঞ্চিদধিক একমাসের জন্য অবসর লইয়া সাধুভক্তবৃন্দের আনুগত্যে ও সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণকথা শ্রবণ, কীর্ত্তন ও স্মরণাদি নববিধা ভক্তির অনুশীলনমুখে উত্তর-ভারত-তীর্থ-পরিক্রমার এই বিশেষ সুযোগ গ্রহণ করেন।

শুভযাত্রা ঃ— আগামী ৫ দামোদর, ৪৯১ শ্রীগৌরাব্দ, ১৪ কার্ত্তিক ১৩৮৪, ৩১ অক্টোবর ১৯৭৭ সোমবার টুরিষ্ট কোচে হাওড়া ষ্টেশন হইতে যাত্রা করা হইবে এবং পরিক্রমান্তে ২১ অগ্রহায়ণ ৭ ডিসেম্বর বুধবার হাওড়া ষ্টেশনে প্রত্যাবর্ত্তনের আশা করা যায়।

দর্শনীয় স্থানসমূহ ঃ— (১) গয়া, (২) প্রয়াগ (ত্রিবেণী), (৩) উজ্জয়িনী, (৪) সান্দীপনি মুনির স্থান, (৫) সিপ্রানদীতে স্নান (৬) ডাকোরে রণছোড়জী, (৭) প্রভাস তীর্থ— সোমনাথ, (৮) সুদামাপুরী, (৯) দ্বারকা, (১০) বেট দ্বারকা, (১১) সিদ্ধপুর (মাতৃগয়া), (১২) বিন্দুসরোবর ও সরস্বতী স্নান, (কপিল দেবহূতির স্থান), (১৩) শ্রীনাথদ্বার, (মাধবেন্দ্র পুরীর গোপাল দর্শন), (১৪) আজমীর—পুষ্করতীর্থ, (১৫) জয়পুর (গোবিন্দ-গোপীনাথ আদি দর্শন), (১৬) মথুরা, (১৭) বৃন্দাবন, (১৮) দিল্লী, (১৯) কুরুক্ষেত্র, (২০) হরিদ্বার, (২১) ঋষিকেশ, (২২) নৈমিষারণ্য, (২৩) অযোধ্যা, (২৪) কাশী।

বিশেষ দ্রষ্টব্য ঃ— **টুরিষ্ট কোচে নির্দ্দিষ্ট সংখ্যক আসন সংরক্ষিত থাকিবে। এজন্য পরিক্রমায় যোগদানেচ্ছু যাত্রিগণকে এখন হইতে নাম রেজেষ্ট্রী করিতে অনুরোধ করা যাইতেছে। পরিক্রমার বিস্তৃত বিবরণ ও নিয়মাবলী—সম্পাদক, শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠ, ৩৫ সতীশ মুখার্জ্জী রোড্, কলিকাতা ২৬, ফোনঃ ৪৬-৫৯০০ ঠিকানায় পত্রদ্বারা কিংবা সাক্ষাতে জ্ঞাতব্য।**

নিয়মাবলী

১ "শ্রীচৈতন্য-বাণী" প্রতি বাঙ্গালা মাসের ১৫ তারিখে প্রকাশিত হইয়া দ্বাদশ মাসে দ্বাদশ সংখ্যা প্রকাশিত হইয়া থাকেন। ফাল্গুন মাস হইতে মাঘ মাস পর্য্যন্ত ইহার বর্ষ গণনা করা হয়।

২। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৬·০০ টাকা, ষাণ্মাসিক ৩·০০ টাকা, প্রতি সংখ্যা ·৫০ পঃ। ভিক্ষা ভারতীয় মুদ্রায় অগ্রিম দেয়।

৩। পত্রিকার গ্রাহক যে কোন সংখ্যা হইতে হওয়া যায়। জ্ঞাতব্য বিষয়াদি অবগতির জন্য কার্য্যাধ্যক্ষের নিকট পত্র ব্যবহার করিয়া জানিয়া লইতে হইবে।

৪। শ্রীমন্মহাপ্রভুর আচরিত ও প্রচারিত শুদ্ধভক্তিমূলক প্রবন্ধাদি সাদরে গৃহীত হইবে। প্রবন্ধাদি প্রকাশিত হওয়া সম্পাদক-সঙ্ঘের অনুমোদন সাপেক্ষ। অপ্রকাশিত প্রবন্ধাদি ফেরৎ পাঠাইতে সঙ্ঘ বাধ্য নহেন। প্রবন্ধ কালিতে স্পষ্টাক্ষরে একপৃষ্ঠায় লিখিত হওয়া বাঞ্ছনীয়।

৫। পত্রাদি ব্যবহারে গ্রাহকগণ গ্রাহক-নম্বর উল্লেখ করিয়া পরিষ্কারভাবে ঠিকানা লিখিবেন। ঠিকানা পরিবর্ত্তিত হইলে এবং কোন সংখ্যা ঐ মাসের শেষ তারিখের মধ্যে না পাইলে কার্য্যাধ্যক্ষকে জানাইতে হইবে। তদন্যথায় কোনও কারণেই পত্রিকার কর্ত্তৃপক্ষ দায়ী হইবেন না। পত্রোত্তর পাইতে হইলে রিপ্লাই কার্ডে লিখিতে হইবে।

৬। ভিক্ষা, পত্র ও প্রবন্ধাদি কার্য্যাধ্যক্ষের নিকট নিম্নলিখিত ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে।

কার্য্যালয় ও প্রকাশস্থান :—

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ

৩৫, সতীশ মুখার্জ্জী রোড, কলিকাতা-২৬, ফোন-৪৬-৫৯০০।

শ্রীগৌড়ীয় সংস্কৃত বিদ্যাপীঠ

প্রতিষ্ঠাতা—শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাধ্যক্ষ পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিযতি শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজ।
স্থান :—শ্রীগঙ্গা ও সরস্বতীর (জলঙ্গী) সঙ্গমস্থলের অতীব নিকটে শ্রীগৌরাঙ্গদেবের আবির্ভাবভূমি শ্রীধাম-মায়াপুরান্তর্গত তদীয় মাধ্যাহ্নিক লীলাস্থল শ্রীঈশোদ্যানস্থ শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ।

উত্তম পারমার্থিক পরিবেশ। প্রাকৃতিক দৃশ্য মনোরম ও মুক্ত জলবায়ু পরিষেবিত অতীব স্বাস্থ্যকর স্থান।

মেধাবী যোগ্য ছাত্রদিগের বিনা ব্যয়ে আহার ও বাসস্থানের ব্যবস্থা করা হয়। আত্মধর্ম্মনিষ্ঠ আদর্শ চরিত্র অধ্যাপক অধ্যাপনার কার্য্য করেন। বিস্তৃত জানিবার নিমিত্ত নিম্নে অনুসন্ধান করুন।

১) প্রধান অধ্যাপক, শ্রীগৌড়ীয় সংস্কৃত বিদ্যাপীঠ
ঈশোদ্যান, পোঃ শ্রীমায়াপুর, জিঃ নদীয়া

(২) সম্পাদক, শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ
৩৫, সতীশ মুখার্জ্জী রোড, কলিকাতা-২৬

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় বিদ্যামন্দির

৮৬এ, রাসবিহারী এভিনিউ, কলিকাতা-২৬

শিশুশ্রেণী হইতে ৯ম শ্রেণী পর্য্যন্ত ছাত্রছাত্রী ভর্ত্তি করা হয়। শিক্ষাবোর্ডের অনুমোদিত পুস্তক-তালিকা অনুসারে শিক্ষার ব্যবস্থা আছে এবং সঙ্গে সঙ্গে ধর্ম্ম ও নীতির প্রাথমিক কথা ও আচরণগুলিও শিক্ষা দেওয়া হয়। বিদ্যালয় সম্বন্ধীয় বিস্তৃত নিয়মাবলী উপরি উক্ত ঠিকানায় কিংবা শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ৩৫, সতীশ মুখার্জ্জি রোড, কলিকাতা-২৬ ঠিকানায় জ্ঞাতব্য। ফোন নং ৪৬-৫৯০০।

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ হইতে প্রকাশিত গ্রন্থাবলী

(১) প্রার্থনা ও প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা— শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর রচিত—ভিক্ষা ·৭০
(২) শরণাগতি—শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর রচিত— ,, ·৭০
(৩) কল্যাণকল্পতরু ,, ,, ,, ,, ·৮০
(৪) গীতাবলী ,, ,, ,, ,, ·৭০
(৫) গীতমালা ,, ,, ,, ,, ·৮০
(৬) জৈবধর্ম্ম ,, ,, ,, ,, যন্ত্রস্থ
(৭) মহাজন-গীতাবলী (১ম ভাগ)—শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর রচিত ও বিভিন্ন মহাজনগণের রচিত গীতিগ্রন্থসমূহ হইতে সংগৃহীত গীতাবলী— ভিক্ষা ১·৫০
(৮) মহাজন-গীতাবলী (২য় ভাগ) ঐ ,, ১·০০
(৯) শ্রীশিক্ষাষ্টক—শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমহাপ্রভুর স্বরচিত (টীকা ও ব্যাখ্যা সম্বলিত)— ,, ·৫০
(১০) উপদেশামৃত—শ্রীল শ্রীরূপ গোস্বামী বিরচিত (টীকা ও ব্যাখ্যা সম্বলিত)— ,, ·৬২
(১১) শ্রীশ্রীপ্রেমবিবর্ত্ত—শ্রীল জগদানন্দ পণ্ডিত বিরচিত — ,, ১·২৫
(১২) SREE CHAITANYA MAHAPRABHU, HIS LIFE AND PRECEPTS ; by THAKUR BHAKTIVINODE — Re. 1.00
(১৩) শ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীমুখে উচ্চ প্রশংসিত বাঙ্গালা ভাষার আদি কাব্যগ্রন্থ — শ্রীশ্রীকৃষ্ণবিজয় — — — ভিক্ষা ৬·০০
(১৪) ভক্ত-ধ্রুব—শ্রীমদ্ ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ সঙ্কলিত— — ,, ১·৫০
(১৫) শ্রীবলদেবতত্ত্ব ও শ্রীমন্মহাপ্রভুর স্বরূপ ও অবতার— ডাঃ এস্, এন্ ঘোষ প্রণীত — ,, ১·৫০
(১৬) শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা [শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তীর টীকা, শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের মর্ম্মানুবাদ, অন্বয় সম্বলিত] — — ,, ১০·০০
(১৭) প্রভুপাদ শ্রীশ্রীল সরস্বতী ঠাকুর (সংক্ষিপ্ত চরিতামৃত) — ,, ·২৫
(১৮) একাদশীমাহাত্ম্য — — — ,, ২·০০
অতিমর্ত্ত্য বৈরাগ্য ও ভজনের মূর্ত্ত আদর্শ—
(১৯) গোস্বামী শ্রীরঘুনাথ দাস — শ্রীশান্তি মুখোপাধ্যায় প্রণীত — ,, ২·৫০

দ্রষ্টব্য:— ভিঃ পিঃ যোগে কোন গ্রন্থ পাঠাইতে হইলে ডাকমাশুল পৃথক্ লাগিবে।
প্রাপ্তিস্থান :— কার্য্যাধ্যক্ষ, গ্রন্থবিভাগ, ৩৫, সতীশ মুখার্জ্জী রোড, কলিকাতা-২৬

মুদ্রণালয় :—
শ্রীচৈতন্যবাণী প্রেস, ৩৪।১এ, মহিম হালদার ষ্ট্রীট, কালীঘাট, কলিকাতা-২৬

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

একমাত্র-পারমার্থিক মাসিক

শ্রীচৈতন্য-বাণী

১৭শ বর্ষ * আশ্বিন — ১৩৮৪ * ৮ম সংখ্যা

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, পল্টনবাজার, গৌহাটী

সম্পাদক

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ

প্রতিষ্ঠাতা :—

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাধ্যক্ষ পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিযতি শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজ

সম্পাদক-সঙ্ঘপতি :—

পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রমোদ পুরী মহারাজ

সহকারী সম্পাদক-সঙ্ঘ :—

১। মহোপদেশক শ্রীকৃষ্ণানন্দ দেবশর্ম্মা ভক্তিশাস্ত্রী, সম্প্রদায়বৈভবাচার্য্য।

২। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিসুহৃদ্ দামোদর মহারাজ। ৩। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিবিজ্ঞান ভারতী মহারাজ।

৪। শ্রীবিভুপদ পণ্ডা, বি-এ, বি-টি, কাব্য-ব্যাকরণ-পুরাণতীর্থ, বিদ্যানিধি।

৫। শ্রীচিন্তাহরণ পাটগিরি, বিদ্যাবিনোদ

কার্য্যাধ্যক্ষ :—

শ্রীজগমোহন ব্রহ্মচারী, ভক্তিশাস্ত্রী।

প্রকাশক ও মুদ্রাকর :—

মহোপদেশক শ্রীমঙ্গলনিলয় ব্রহ্মচারী, ভক্তিশাস্ত্রী, বিদ্যারত্ন, বি, এস-সি

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, তৎশাখা মঠ ও প্রচারকেন্দ্রসমূহ :—

মূল মঠ :—

১। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ঈশোদ্যান, পোঃ শ্রীমায়াপুর (নদীয়া)

প্রচারকেন্দ্র ও শাখামঠ :—

২। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ৩৫, সতীশ মুখার্জ্জি রোড, কলিকাতা-২৬। ফোন : ৪৬-৫৯০০

৩। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ৮৬এ, রাসবিহারী এভিনিউ, কলিকাতা-২৬

৪। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, গোয়াড়ী বাজার, পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

৫। শ্রীশ্যামানন্দ গৌড়ীয় মঠ, পোঃ ও জেঃ মেদিনীপুর

৬। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, মথুরা রোড, পোঃ বৃন্দাবন (মথুরা)

৭। শ্রীবিনোদবাণী গৌড়ীয় মঠ, ৩২, কালীয়দহ, পোঃ বৃন্দাবন (মথুরা)

৮। শ্রীগৌড়ীয় সেবাশ্রম, মধুবন মহোলি, পোঃ কৃষ্ণনগর, জেঃ মথুরা

৯। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, দেওয়ান দেউড়ী, হায়দ্রাবাদ-২ (অন্ধ্র প্রদেশ) ফোন : ৪৬০০১

১০। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, পল্টন বাজার, পোঃ গৌহাটী-৮ (আসাম) ফোন : ৭১৭০

১১। শ্রীগৌড়ীয় মঠ, পোঃ তেজপুর (আসাম)

১২। শ্রীল জগদীশ পণ্ডিতের শ্রীপাট, পোঃ যশড়া, ভায়া চাকদহ (নদীয়া)

১৩। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, পোঃ ও জিলা গোয়ালপাড়া (আসাম)

১৪। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, সেক্টর—২০বি, পোঃ চণ্ডীগড়—২০ (পাঞ্জাব) ফোন : ২৩৭৮৮

১৫। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, গ্র্যাণ্ড রোড, পোঃ পুরী (উড়িষ্যা)

১৬। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, শ্রীজগন্নাথ মন্দির, পোঃ আগরতলা (ত্রিপুরা)

১৭। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, গোকুল মহাবন, পোঃ মহাবন, জিলা—মথুরা

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের পরিচালনাধীন :—

১৮। সরভোগ শ্রীগৌড়ীয় মঠ, পোঃ চক্‌চকাবাজার, জেঃ কামরূপ (আসাম)

১৯। শ্রীগদাই গৌরাঙ্গ মঠ পোঃ বালিয়াটী, জেঃ ঢাকা (বাংলাদেশ)

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীচৈতন্য-বাণী

"চেতোদর্পণমার্জ্জনং ভব-মহাদাবাগ্নি-নির্ব্বাপণং
শ্রেয়ঃ কৈরবচন্দ্রিকাবিতরণং বিদ্যাবধূজীবনম্।
আনন্দাম্বুধিবর্দ্ধনং প্রতিপদং পূর্ণামৃতাস্বাদনং
সর্ব্বাত্মস্নপনং পরং বিজয়তে শ্রীকৃষ্ণসংকীর্ত্তনম্॥"

১৭শ বর্ষ | শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, আশ্বিন, ১৩৮৪ | ৮ম সংখ্যা
৫ পদ্মনাভ, ৪৯১ শ্রীগৌরাব্দ; ১৫ আশ্বিন, রবিবার; ২ অক্টোবর, ১৯৭৭

সজ্জন—মৌনী

[ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুর]

শ্রীগীতায় শ্রীভগবান্ বলিয়াছেন, "দুঃখেষ্বনুদ্বিগ্নমনাঃ সুখেষু বিগতস্পৃহঃ। বীতরাগভয়ক্রোধঃ স্থিতধীর্মুনিরুচ্যতে॥" অর্থাৎ যিনি অনাত্ম দেহ ও মনের অভাব-অপূর্ণতাজনিত নিরানন্দ নহেন, জড়বস্তু ও ইন্দ্রিয়-তর্পণে উদগ্রীব নহেন, যিনি দ্বৈতবস্তুতে অভিনিবিষ্ট, তাহা হইতে ভীত এবং বস্তুর অপ্রাপ্তিতে ক্রুদ্ধ নহেন, সেই স্থিরবুদ্ধিসম্পন্ন জীবই মুনিশব্দবাচ্য। ব্রহ্মচারী সমাবর্ত্তন করিয়া গৃহস্থজীবনে নানাপ্রকার রাগ ভয় ও ক্রোধবিশিষ্ট হন, জড়সুখের জন্য তাৎপর্য্যবিশিষ্ট হইয়া জড়দুঃখ পরিহারে ব্যস্ত থাকেন। এই আবিল অবস্থা হইতে উন্মুক্ত হইবার অভিপ্রায়ে জীব যখন গৃহ পরিত্যাগ পূর্ব্বক বনে গমন করেন, তখন তাঁহাকে বানপ্রস্থ বনচারী মুনি বলে। যে পলিতাত্ম গৃহস্থ অপত্যের অপত্য দর্শন করিয়া পঞ্চাশোর্দ্ধ বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়া জড়ের অনিত্য উপলব্ধি করতঃ হরিভজনোদ্দেশে বনে গমন করেন, তাঁহার বৃত্তিই মুনিবৃত্তি। মুনিবৃত্তিবিশিষ্টজনই মৌনী।

অনিত্য পরিচয়বিশিষ্ট জীব অসজ্জন অর্থাৎ দেহ ও মনের পরিচয়ে কেবলমাত্র পরিচিত জীব অসৎ; যেহেতু দেহ ও মন পরিবর্ত্তনশীল ক্ষণভঙ্গুর উপাধিদ্বয় বৈষ্ণব ব্যতীত অন্য কেহই সৎশব্দবাচ্য নহেন। এজন্যই সৎসম্প্রদায়ের আচার্য্যবর শ্রীরামানুজস্বামী নিজ সম্প্রদায়কে সৎসম্প্রদায় আখ্যা দিয়াছেন। মায়াবাদী বা কর্ম্মফলভোগী অসচ্ছব্দবাচ্য, যেহেতু তাঁহাদের অনুষ্ঠানাবলী স্থূল ও সূক্ষ্ম উপাধিদ্বয়ে আবদ্ধ। বৈষ্ণব নিত্যস্বরূপের অনুবর্ত্তী হইয়া কৃষ্ণসেবাতৎপর বলিয়া একমাত্র সজ্জন শব্দ বাচ্য।

সজ্জন বাহ্যজগতের বিক্রান্তিসমূহ হইতে সুদূরে অবস্থান পূর্ব্বক ভগবৎসেবানিরত। বাহ্য জগতের উচ্চধ্বনি তাঁহার কর্ণকুহরে প্রবিষ্ট হইলেও তিনি উচ্চধ্বনিগণের সহিত যোগদান করেন না। তিনি নির্জ্জনে উচ্চৈঃস্বরে বা রবরহিত হইয়া বাহ্য উপাধিদ্বারা আপনাকে ভোক্তা অভিমান করেন না। হরিনামের উচ্চরবসমূহ তাঁহার মৌন ভঙ্গ করে না। প্রজল্প তাঁহার নিকট সম্পূর্ণ অজ্ঞাত কিন্তু অবৈষ্ণব বাহ্যে মৌনব্রত হইয়াও প্রকৃতপ্রস্তাবে মৌনী হইতে পারেন না। অব্যক্ত বাগ্‌বেগে সজ্জনকে কখনই অভিভূত করিয়া কপট মৌনী করে না, পক্ষান্তরে হরিধ্বনিতে দশদিক্ প্রপূরিত করিলেও তিনি মৌনিরাজ। কল্যাণকল্পতরুর এই গীতটি মৌনিগণের

আদর্শ হউক—"বৈষ্ণবচরিত্র, সর্ব্বদা পবিত্র, যেই নিন্দে হিংসা করি। ভকতিবিনোদ, না সম্ভাষে তারে, থাকে সদা মৌন ধরি॥"

সজ্জন প্রজল্পী নহেন। যে সকল কথা হরিসেবার তাৎপর্য্যবিশিষ্ট নহে, তাদৃশ বাক্য-সমূহই প্রজল্প। ভগবদ্ভক্ত সেবাতাৎপর্য্যময় সুতরাং বাহ্যিক যাবতীয় কথায় তিনি মৌন। ইতররাগের আকর্ষণ তাঁহার মৌন ভঙ্গ করায় না। আত্মারাম মুনিগণ জড়ীয় গ্রন্থশূন্য হইয়া ভগবানের নিষ্কামসেবা করিয়া থাকেন। মুক্ত পুরুষগণের জড়াকর্ষণে যোগ্যতা নাই। তাঁহারা জড়ের অভিনিবেশরূপ দুঃসঙ্গ পরিত্যাগ করিয়া অপ্রাকৃত ধামে হরিসেবা করেন। সজ্জন হরিসেবা করিতে গিয়া কৃষ্ণসেবাপর তৌর্য্যত্রিক আবাহন করেন বলিয়া তাঁহার মৌনধর্ম্ম বাধাপ্রাপ্ত হয় না। ভক্তিশাস্ত্র আলোচনা করিতে গিয়া ভক্তির অনুকূল শাস্ত্রালোচনা নিষেধ তাহার উপর প্রযোজ্য নহে। সজ্জন মৌনী হইলেও বৈদিকী ও লৌকিকী যাবতীয় ক্রিয়াসমূহকে হরিসেবার অনুকূলভাবে নিযুক্ত করেন। হরিকথা কীর্ত্তন করিতে গেলে সজ্জনের মুনিধর্ম্ম বাধা প্রাপ্ত হয় না, পরন্তু মুনির হরিসেবা-প্রবৃত্তি না থাকিলে তিনি নিজের মৌনব্রত রক্ষা করিতে সমর্থ হন না। সর্ব্বগুণগণ বৈষ্ণব শরীরেই অধিষ্ঠিত। অবৈষ্ণবে তাৎকালিক গুণ দেখা গেলেও সেই গুণগুলি স্থায়ী নহে। অচ্যুতাত্মতা বা কৃষ্ণৈকশরণতা ছাড়িয়া অন্যান্য গুণের নিত্য অবস্থান সম্ভবপর নহে। যেখানে গুণগুলি নিত্য, সেখানে অবৈষ্ণবতার সম্ভাবনা নাই এবং যে স্থলে হরিসেবার অভাব তথায় গুণগুলির পরিণাম অবশ্যম্ভাবী। সজ্জনের গুণ ও গুণীসজ্জন এই দুইটী অবিচ্ছিন্ন, কিন্তু সজ্জনতা ও তাৎকালিক গুণের ক্ষণিক অধিষ্ঠান একতাৎপর্য্য-বিশিষ্ট নহে, সজ্জনেই প্রকৃত-প্রস্তাবে নিত্যকাল মৌনিত্ব আছে।

(সঃ তোঃ ২৩বর্ষ ১৩৭ পৃষ্ঠা)

শ্রীভক্তিবিনোদ-বাণী

(যোগ-ব্রতাদি)

প্রঃ—যোগ কি একটি অখণ্ড সোপান নহে?

উঃ—"যোগ 'এক' বই দুই নয়। 'যোগ'—একটি সোপানময় মার্গ-বিশেষ, * * * নিষ্কাম কর্ম্মযোগ ঐ সোপানের প্রথম ক্রম; তাহাতে জ্ঞান ও বৈরাগ্য সংযুক্ত হইয়া দ্বিতীয় ক্রমরূপ 'জ্ঞানযোগ' হয়; তাহাতে পুনরায় ঈশ্বরচিন্তারূপ ধ্যান যুক্ত হইয়া 'অষ্টাঙ্গ-যোগ'রূপ তৃতীয় ক্রম হয়; তাহাতে ভগবৎপ্রীতি সংযুক্ত হইলে 'ভক্তিযোগ'রূপ চতুর্থ ক্রম হয়। ঐসমস্ত ক্রম-সংযুক্ত হইয়া যে মহৎ সোপান, তাহারই নাম—'যোগ'।"

—গীঃ রঃ রঃ ভঃ ৬।৪৭

প্রঃ—কর্ম্ম-জ্ঞান-যোগ কখন গৌণ-ফলদানে সমর্থ?

উঃ—"কর্ম্ম, যোগ, জ্ঞান ও তত্ত্বৎপন্থার অবান্তর প্রকার-সমূহের ভক্তি উদ্দেশ না থাকিলে কোনপ্রকার ফল দিবারই শক্তি-মাত্র নাই। চরমে কৃষ্ণভক্তির উদ্দেশ থাকিলেই তাহারা কথঞ্চিৎ গৌণ-ফল প্রদান করে।"

—চৈঃ শিঃ ১।৬

প্রঃ—কোন্ কোন্ শাস্ত্রে হঠযোগ বর্ণিত আছে?

উঃ—"শাক্ত ও শৈব-তন্ত্রসকলে এবং ঐসকল তন্ত্র হইতে হঠযোগদীপিকা, যোগচিন্তামণি প্রভৃতি যে-সকল গ্রন্থ হইয়াছে, ঐ সমস্ত গ্রন্থে হঠযোগ বর্ণিত আছে।"

— প্রেঃ প্রঃ ৩য় প্রঃ

প্রঃ—রাজযোগ ও হঠযোগের প্রভেদ কি?

উঃ—"দার্শনিক ও পৌরাণিক পণ্ডিতেরা যে-যোগ অভ্যাস করেন, তাহার নাম—'রাজযোগ' এবং তান্ত্রিক-পণ্ডিতেরা যে-যোগের ব্যবস্থা করিয়াছেন, তাহার নাম—'হঠযোগ'।"

—প্রেঃ প্রঃ ৩য় প্রঃ

প্রঃ—যোগমার্গে ভয় ও ভক্তিমার্গে অভয় কেন?

উঃ—"যম, নিয়ম, আসন, প্রাণায়াম, প্রত্যাহার,

ধ্যান, ধারণা ও সমাধি—এই অষ্টাঙ্গ যোগ, ইহা অভ্যাস করিলে আত্মা শান্তিলাভ করিতে পারে বটে, কিন্তু ঐ সকল প্রক্রিয়া-ক্রমে কোন কোন অবস্থায় সাধক কাম ও লোভের বশীভূত হইয়া চরমফল শান্তি পর্য্যন্ত না গিয়া অবান্তর ফল বিভূতি ভোগ করিতে করিতে পতিত হয়। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণসেবাক্রমে কোন অবান্তর ফলের আশঙ্কা না থাকায় কৃষ্ণসেবকের পক্ষে শান্তি নিশ্চিতরূপে লব্ধ হয়।" —প্রেঃ প্রঃ ২য় প্রঃ

প্রঃ— হঠযোগে বিপত্তি কোথায়?

উঃ—"এবম্বিধ হঠযোগের সাধনা করিলে মনুষ্য অনেক আশ্চর্য্যজনক কার্য্য করিতে পারে; তাহা ফল-দর্শনে বিশ্বাস করা যায়। * * * মুদ্রা-সাধনে এত প্রকার শক্তির উদয় হয় যে, সাধক আর অগ্রসর হইতে পারেন না।" —প্রেঃ প্রঃ ৩য় প্রঃ

প্রঃ— জীবন হইতে বৈকুণ্ঠরাগ-চেষ্টাকে পৃথক্ করিলে সাধকের কি দশা হয়?

উঃ— "ধ্যান, প্রত্যাহার, ধারণা প্রভৃতি চিন্তা ও কার্য্যসকল যদিও রাগোদয়ফলের উদ্দেশে উপদিষ্ট হইয়াছে এবং বহুজনকর্ত্তৃক সাধিত হয় বটে, কিন্তু তাহাদের মধ্যে যথেষ্ট রাগের আলোচনা নাই। তজ্জন্যই যোগীরা প্রায়ই বিভূতিপ্রিয় হইয়া চরমে রাগ লাভ করেন না। পক্ষান্তরে বৈষ্ণব-সাধনই উৎকৃষ্ট। দেখুন, সাধন-মাত্রই কর্ম্মবিশেষ। মনুষ্য-জীবনে যে-সকল কর্ম্ম আবশ্যক, তাহাতে রাগের কার্য্য হউক এবং পরমার্থের জন্য কার্য্য-সকলে কেবল চিন্তা ও পরিশ্রম হউক,—যাঁহাদের এরূপ চেষ্টা, তাঁহারা কি বৈকুণ্ঠ-রাগের উদয় করিতে শীঘ্র সমর্থ হইতে পারেন? জীবন হইতে বৈকুণ্ঠ-রাগের চেষ্টাসকলকে পৃথক রাখিতে গেলে সাধককে একদিকে বিষয় রাগে টানিবে এবং অন্যদিকে বৈকুণ্ঠ-চিন্তা লইয়া যাইতে থাকিবে।"

—প্রেঃ প্রঃ ৩য় প্রঃ

প্রঃ— রাজযোগের অঙ্গ কি কি?

উঃ— "সমাধিই রাজযোগের মূল অঙ্গ। সমাধি প্রাপ্ত হইবার জন্য প্রথমে যম, পরে নিয়ম, পরে আসন, পরে প্রাণায়াম ও প্রত্যাহার, পরে ধ্যান ও ধারণা;—এই কয়েক অঙ্গের সাধনা করিতে হয়।"

—প্রেঃ প্রঃ ৫ম প্রঃ

প্রঃ— রাজযোগে সমাধি অবস্থা কিরূপ?

উঃ— "রাজযোগে সমাধি অবস্থায় প্রকৃতির অতীত তত্ত্বের উপলব্ধি হয়, সেই অবস্থায় বিশুদ্ধ প্রেমের আস্বাদন আছে। সেই বিষয়টি বাক্যের দ্বারা বলা যায় না।" —প্রেঃ প্রঃ ৫ম প্রঃ

প্রঃ— তাপসদিগের প্রক্রিয়া কিরূপ? কত প্রকার যোগ প্রচলিত আছে?

উঃ— "তাপসেরা অনেক কষ্ট-সংকারে কর্ম্মগ্রন্থি শিথিল করিতে চাহে। বৈদিক-পঞ্চাগ্নি-বিদ্যা, নিদিধ্যাসন ও বৈদিক যোগাদি—তাপসদিগের প্রক্রিয়া। অষ্টাঙ্গযোগ, ষড়ঙ্গযোগ, দত্তাত্রেয়ী যোগ ও গোরক্ষণাথী যোগ প্রভৃতি অনেক প্রকার যোগ প্রস্তাবিত হইয়াছে, তন্মধ্যে তন্ত্রোক্ত হঠযোগ ও পাতঞ্জলোক্ত রাজযোগ জগতে অনেকটা আদৃত হইয়াছে।"

—চৈঃ শিঃ ৮, উপসংহার

প্রঃ— যোগ ও ভক্তিমার্গে প্রভেদ কি?

উঃ— "যোগ ও ভক্তিমার্গের প্রভেদ এই যে, যোগমার্গে কষায় অর্থাৎ আত্মার উপাধির নিবৃত্তিপূর্ব্বক সমাধিকালে আত্মার স্বধর্ম্ম অর্থাৎ প্রেমকে উদ্দীপ্ত করায়। তাহাতে আশঙ্কা এই যে, উপাধি-নিবৃত্তির চেষ্টা করিতে করিতে অনেক কাল যায় এবং স্থলবিশেষে চরম ফল হইবার পূর্ব্বেই কোন-না-কোন ক্ষুদ্র ফলে আবদ্ধ হইয়া সাধক ভ্রষ্ট হইয়া পড়ে। পক্ষান্তরে ভক্তিমার্গে প্রেমেরই সাক্ষাৎ আলোচনা আছে। ভক্তি—প্রেমতত্ত্বের অনুশীলন মাত্র, যে-স্থলে সকল কার্য্যই চরমফলের অনুশীলন, সে-স্থলে অবান্তর ক্ষুদ্র ফলের আশঙ্কা নাই। সাধনই—ফল এবং ফলই —সাধন।" —প্রেঃ প্রঃ ২য় প্রঃ

প্রঃ— যোগ-বিভূতি-লাভে কি ফল হয়?

উঃ— "যোগমার্গে যে ভৌতিক জগতের উপর আধিপত্য ঘটে, সেও ঔপাধিক ফল-মাত্র, তাহাতে চরমফলের সাধকতা দূরে থাকুক, কখনও কখনও বাধকতা লক্ষিত হয়। যোগমার্গে পদে পদে ব্যাঘাত

আছে। আদৌ যম-নিয়মের সাধনকালে ধার্ম্মিকতা-রূপ ফলের উদয় হয়, তাহাতে এবং তাহার ক্ষুদ্রফলে অবস্থিত হইয়া অনেকেই ধার্ম্মিক বলিয়া পরিচিত হন, আর প্রেমরূপ-ফল-সাধনে প্রবৃত্ত হন না।"

—প্রেঃ প্রঃ ২য় প্রঃ

প্রঃ— কখন ইন্দ্রিয়-চেষ্টা খর্ব্ব হয়?

উঃ— "পরতত্ত্বে প্রেমের আলোচনাই ভক্তিমার্গ; তাহাতে অনুরাগ যত গাঢ় হয়, ইন্দ্রিয়চেষ্টা স্বভাবতঃ ততই খর্ব্ব হইয়া পড়ে।" —প্রেঃ প্রঃ ২য় প্রঃ

প্রঃ— ব্রতোপবাসাদির তাৎপর্য্য কি?

উঃ— "প্রাতঃস্নান, পরিক্রমা, সাষ্টাঙ্গদণ্ডবৎ প্রভৃতি ব্যায়াম-সম্বন্ধীয় শারীরিক ব্রত। কোন কোন ধাতু প্রকুপিত হইলে শারীরিক অস্বচ্ছন্দতা উপস্থিত হয়; তন্নিবারণার্থ দর্শ, পৌর্ণমাসী, সোমবার প্রভৃতি ব্রতের ব্যবস্থা আছে। সেই সেই নির্দ্দিষ্ট দিবসে আহার-ব্যবহারের পরিবর্ত্তন ও উপবাস ইত্যাদি ইন্দ্রিয়-সংযম-পূর্ব্বক ঈশ্বরচিন্তা করাই শ্রেয়োরূপে নির্দ্দিষ্ট।"

—চৈঃ শিঃ ২।২

প্রঃ— মাসব্রতের মূল উদ্দেশ্য কি?

উঃ— "চব্বিশটী একাদশী ও জন্মাষ্টমী প্রভৃতি ছয়টি জয়ন্তীব্রতই মাসব্রত; কেবল পরমার্থ-চেষ্টাই ঐ সকল ব্রতের মূল উদ্দেশ্য।" —চৈঃ শিঃ ২।২

প্রঃ—বৈরাগ্যোৎপাদনের ক্রম কি?

উঃ—"চাতুর্ম্মাস্য, দর্শ, পৌর্ণমাসী প্রভৃতি শারীরিক-ব্রত পালন করিতে করিতে বৈরাগ্যের অভ্যাস হয়। আদৌ শয়ন-ভোজনাদি সম্বন্ধে সুখাভিলাষ ক্রমশঃ ত্যাগ করতঃ শেষে সমস্ত সুখাভিলাষ ছাড়িয়া কেবল জীবন-ধারণমাত্র বিষয় স্বীকার করার অভ্যাস যখন পূর্ণ হয়, তখন বৈরাগ্য অভ্যস্ত হয়।" —চৈঃ শিঃ ২।২

ভক্তিবশ্য ভগবান্

[পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রমোদ পুরী মহারাজ]

'ভক্তি'ই ভগবৎপ্রাপ্তির একমাত্র উপায়। 'ভক্তি' বলিতে প্রীতিমূলা সেবা। যেখানে প্রীতি, সেখানেই আছে সেই প্রীতির পাত্রের সেবা বা পরিচর্য্যা বিচার। যাঁহার সেবা করিতে হইবে, তাঁহার নিষ্কপট সুখানু-সন্ধান-মূলা সেবাই শুদ্ধ প্রীতির লক্ষণ। প্রগাঢ় প্রীতির নামই প্রেম। শ্রীভগবান্ সেই প্রেমবশ্য। শ্রীল রূপ-গোস্বামিপাদের উপদেশামৃতের চতুর্থ শ্লোকে বলা হইয়াছে—

"দদাতি প্রতিগৃহ্ণাতি গুহ্যমাখ্যাতি পৃচ্ছতি।
ভুঙ্‌ক্তে ভোজয়তে চৈব ষড়্‌বিধং প্রীতিলক্ষণম্॥"

অর্থাৎ "প্রীতিপূর্ব্বক ভক্তের প্রয়োজনীয় দ্রব্য ভক্তকে দেওয়া, ভক্তদত্ত বস্তু প্রতিগ্রহণ করা, স্বীয় গুপ্তকথা ভক্তের নিকট ব্যক্ত করা, ভক্তের গুপ্তবিষয় জিজ্ঞাসা করা, ভক্তদত্ত অন্নাদি ভোজন করা এবং ভক্তকে প্রীতিপূর্ব্বক ভোজন করান'—এই ছয়টি সৎ-প্রীতির লক্ষণ। এতদ্দ্বারা সাধুসেবা করিবে।" (ঠাকুর শ্রীল ভক্তিবিনোদ)

পরমারাধ্য শ্রীশ্রীল প্রভুপাদও লিখিয়াছেন—"মায়া-বাদী এবং মুমুক্ষু, ফলভোগবাদী বুভুক্ষু বা বিষয়ী, অন্যাভিলাষী—এই তিন সম্প্রদায়ের সহিত প্রীতি সংস্থাপন করিলে তাহাদের সঙ্গজ দোষে ভক্তিহানি হয়। * * * সজাতীয় আশয়ে স্নিগ্ধ ব্যক্তিগণের সহিত প্রীতি বর্দ্ধিত হইলে জীবের সেই সেই বিষয়ে উন্নতি হয়। বিজাতীয় লোকের সহিত আদান, প্রদান, রহস্য নিবেদন ও শ্রবণ, ভোজন ও ভোজ্য-প্রদানরূপ অনুষ্ঠান পরিহার্য্য।"

ভুক্তি, মুক্তি ও সিদ্ধিস্পৃহাশূন্য, কৃষ্ণে রোচমানা-প্রবৃত্তির সহিত কৃষ্ণানুশীলনপর—নিষ্কপট কৃষ্ণেন্দ্রিয়-তর্পণতাৎপর্য্য-পরায়ণ শুদ্ধভক্তসঙ্গক্রমেই শুদ্ধকৃষ্ণপ্রীতির উদয় হইয়া থাকে। শ্রীভগবান্ কৃষ্ণচন্দ্র সেই শুদ্ধ-প্রীতিমূলা ভক্তিরই বশীভূত হইয়া থাকেন। মাঠর শ্রুতি বলিয়াছেন—"ভক্তিরেবৈনং নয়তি ভক্তিরেবৈনং দর্শয়তি ভক্তিবশঃ পুরুষো ভক্তিরেব ভূয়সী" অর্থাৎ ঐ প্রকার শুদ্ধপ্রীতিমূলা ভক্তি বা সেবাচেষ্টাই জীবকে ভগবানের কাছে লইয়া যান, ভগবান্‌কে সাক্ষাৎকার করান, সেই পুরুষোত্তম ভগবান্ ভক্তিবশ্য, ভক্তিরই প্রশস্তি সর্ব্বশাস্ত্রে গীত হইয়া থাকে।

আমরা শাস্ত্রে ভক্তবৎসল শ্রীভগবানের বিভিন্ন অবতারের বিভিন্ন ভক্তের ভক্তিবশ্যতা-লীলা প্রচুর পরিমাণে শ্রবণ করিয়া থাকি। ভক্তপ্রেমে বশীভূত হইয়া ভগবান্ কত না কত ভাবে তাঁহার ভক্তকে অনু-গ্রহ করিয়া থাকেন! শ্রীভগবান্ বলেন—

"অণ্বপ্যুপাহৃতং ভক্তৈঃ প্রেম্ণা ভূর্য্যেব মে ভবেৎ।
ভূর্য্যপ্যভক্তোপহৃতং ন মে তোষায় কল্পতে॥
পত্রং পুষ্পং ফলং তোয়ং যো মে ভক্ত্যা প্রযচ্ছতি।
তদহং ভক্ত্যুপহৃতমশ্নামি প্রযতাত্মনঃ॥"

—ভাঃ ১০।৮১।৩-৪

অর্থাৎ "ভক্তজনের উপহার অণুমাত্র হইলেও আমার নিকট উহা প্রভূতরূপে গ্রাহ্য হয়, পরন্তু অভক্তজনের উপহৃত প্রভূত বস্তুও আমার সন্তোষ উৎপাদনে সমর্থ হয় না। যিনি ভক্তির সহিত আমাকে পত্র, পুষ্প, ফল অথবা জলাদি যৎকিঞ্চিৎ বস্তু প্রদান করেন, আমি মদ্‌গতচিত্ত পুরুষের ভক্তিসহকারে উপ-হৃত সেইবস্তু সাদরে গ্রহণ করিয়া থাকি।" এই 'পত্রং পুষ্পং' শ্লোকটি গীতারও (৯।২৬) অর্জ্জুন প্রতি ভগবদু-ক্তিতে দৃষ্ট হয়। এস্থলে প্রথম 'ভক্ত্যা'—করণার্থে তৃতীয়া। 'ভক্ত্যুপহৃতং' এস্থলে 'ভক্ত্যা'—সহার্থে তৃতীয়া। শ্রীভগবান্ বলিতেছেন—আমার ভক্তিযুক্ত হইয়া আমার ভক্তজন আমাকে ভক্তিসহকারে যাহা কিছু দেয়, সেই বস্তু স্বাদু বা অস্বাদু যাহাই হউক, ভক্ত 'স্বাদু' বুদ্ধিতে দিলে তাহা আমার নিকট অতিশয় স্বাদু হইয়া থাকে, সেখানে আমার কোন স্বতন্ত্র বিবেক থাকে না। পুষ্প আমার অনশনীয় হইলেও ভক্ত-প্রেমমোহিত হইয়া আমি তাহা ভক্ষণ করিয়া থাকি। কিন্তু দেবতান্তর ভক্তের ভক্তিসহকারে প্রদত্ত বস্তুও আমি গ্রহণ করি না, যেহেতু তিনি প্রযতাত্মা অর্থাৎ শুদ্ধান্তঃ-করণ নহেন। মদ্ভক্তি ব্যতীত কেহই শুদ্ধঅন্তঃকরণ হইতে পারেন না। তাঁহাতে কোন না কোন প্রকার আত্মেন্দ্রিয়তর্পণবাঞ্ছা থাকিবেই থাকিবে। বিদুরপত্নী প্রেমোন্মত্তা হইয়া কৃষ্ণ হস্তে, কলার শাঁসটি ফেলিয়া দিয়া কলার খোসা দিতেছেন, কৃষ্ণ তাহাই গ্রহণ করিতেছেন। পরে বিদুর আসিয়া পত্নীকে সতর্ক করিলে তিনি লজ্জিতা হইলেন। দুর্য্যোধনের চর্ব্ব্য চূষ্য লেহ্য পেয় ভক্ষ্য অনাদর করতঃ কৃষ্ণ বিদুর-গৃহে আসিয়া তাঁহার ভক্তিমতী পত্নী প্রদত্ত সামান্য তণ্ডুল-কণাতেই তৃপ্ত হইয়াছেন। "ভক্তের দ্রব্য প্রভু কাড়ি' কাড়ি' খায়। অভক্তের দ্রব্যে প্রভু উলটি না চায়॥' গৌরাবতারে ভক্তরাজ শ্রীধরের ছিদ্র লৌহ পাত্রেও জল গ্রহণ করিয়া মহাপ্রভু পরম পরিতৃপ্ত হইয়াছেন! সন্ন্যাস গ্রহণের পূর্ব্বরাত্রেও ভক্তরাজ শ্রীধর প্রদত্ত অলাবু (লাউ) গ্রহণ করিয়া অপূর্ব্ব ভক্ত বাৎসল্যের পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। শ্রীখণ্ডের ভক্ত রঘুনন্দন-প্রদত্ত লাড্ডু গোপীনাথ পরম প্রীতির সহিত ভক্ষণ করিয়াছেন। শ্রীরাঘবপণ্ডিত ঠাকুর প্রদত্ত নারিকেল-জল ও শাঁস ভক্ষণ করিয়া ভক্তকে কতই না সুখ দিয়াছেন! শ্রীশচীমাতার প্রেম-ভরে পাচিত সোপকরণ অন্নগ্রহণার্থ মহাপ্রভুর নীলাচল হইতেও শচীগৃহে নিত্য আবির্ভাব, পাণিহাটীতে রাঘবের প্রেমসেবায়ও তিনি নিত্য আকৃষ্ট।

শ্রীরাধারমণ তাঁহার ভক্ত শ্রীগোপাল ভট্ট গোস্বামি-পাদকে সন্তোষদানার্থ শ্রীশালগ্রাম হইতে সাক্ষাৎ দ্বিভুজ মুরলীধর শ্রীবিগ্রহরূপে আত্মপ্রকাশ করিলেন। শ্রীমন্মহাপ্রভু বাল্যলীলায় তৈর্থিক 'বিপ্ররাজের' পাচিত অন্ন তৃতীয়বারে গ্রহণ করিয়া তৎসমক্ষে অষ্টভুজ বিষ্ণু-মূর্ত্তিরূপে আত্মপ্রকাশ করিয়াছিলেন। শ্রীগোপাল-জিউ ছোটবিপ্রের ভক্তিতে আকৃষ্ট হইয়া তৎপাচিত

অন্ন গ্রহণ করিতে করিতে বিদ্যানগরে উপস্থিত হইয়া কোটি কোটি জনসমক্ষে সুস্পষ্ট সাক্ষ্য দিয়াছেন। শ্রীল মাধবেন্দ্রপুরী পাদের জন্য রেমুণায় স্বয়ং ভগবান্ ক্ষীর পর্য্যন্ত চুরী করিয়া ধড়ার আঁচলে ঢাকা দিয়া রাখিয়াছিলেন। শ্রীগোপাল তাঁহার প্রেমসেবা লইবার জন্য 'কবে আমা মাধব আসি' করিবে সেবন' বলিয়া ঔৎসুক্য প্রকাশ করিয়াছিলেন, আবার আত্মপ্রকাশ করিবার কিছুকাল পরে মলয়জ চন্দন মাখিবার জন্যও কত আব্দার জানাইয়াছিলেন! ভক্ত কবি জয়দেবের রাধাবিনোদ তাঁহার ভক্তকে সুখ দিবার জন্য কতই না লীলা করিয়াছেন! ভক্ত প্রখর রৌদ্রে ঘর ছাইবার জন্য চালে উঠিয়াছেন, রাধাবিনোদ স্বয়ং তাঁহার বাঁধন ফিরাইয়া দিতেছেন! 'দেহি পদপল্লবমুদারম্' বলিয়া কবিতার পদ পূরণ পর্য্যন্তও করিয়া দিলেন। শ্রীরঘুনাথদাস গোস্বামী গিরিধারীপূজাকালে তাঁহাকে সাক্ষাৎ ব্রজেন্দ্রনন্দন-রূপে দর্শন করিতেছেন। তাঁহার প্রেমে আকৃষ্ট হইয়া রাধাকুণ্ড ও শ্যামকুণ্ড আত্মপ্রকাশ করিলেন। জয়পুরে শ্রীরূপের প্রাণনাথ শ্রীগোবিন্দদেব শ্রীবলদেব বিদ্যাভূষণদ্বারা অতি অল্প সময়ে প্রস্থানত্রয়ের ভাষ্য প্রকাশ করাইলেন! শ্রীমন্মহাপ্রভুর পার্ষদ গোস্বামিবর্গের স্বপ্রকাশ বিগ্রহগণের কত অলৌকিক লীলাবিলাসের ইতিহাস এখনও প্রকাশিত রহিয়াছে।

প্রেমগন্ধহীন মাদৃশ অভাজন শ্রীভগবানের অলৌকিক লীলাবিলাসের কোন রসাস্বাদ না পাইয়া তাঁহাতে বিশ্বাস হারাইতে হারাইতে ক্রমশঃ নাস্তিকভাবাপন্ন হইয়া যাইতেছে। অম্বিকাকালনা শ্রীপাটে শ্রীল গৌরীদাস পণ্ডিত ঠাকুরের সহিত প্রেমকোন্দলকারী কথাবলা—'নাচিয়া বেড়ান' ঠাকুর নিতাইগৌর এখনও বিরাজমান আছেন, কিন্তু ভক্তিহীন মাদৃশ অভাগাদের নিকট মৌনমুদ্রা অবলম্বন করিয়া আছেন বলিয়া তাঁহাতে বিশ্বাসের অভাব হইয়া পড়িতেছে! শ্রীঠাকুরের সচ্চিদানন্দবিগ্রহত্বে দৃঢ় বিশ্বাস প্রবল রাখিয়া শ্রীগুর্ব্বানুগত্যে প্রীতির সহিত ভজন করিতে পারিলে এখনও শ্রীভগবানের লীলাবিলাসের অলৌকিকত্ব নিত্যনবনবায়মান লীলারসচমৎকারিতা উপলব্ধির বিষয় হয়। "অদ্যাপিহ সেই লীলা করে গোরা রায়। কোন কোন ভাগ্যবান্ দেখিবারে পায়॥ অন্ধীভূত চক্ষু যার বিষয় ধূলিতে। কিরূপে সে পরতত্ত্ব পাইবে দেখিতে॥"

ছেলেবেলায় একটি গান শুনিতাম—"হরি! তোমায় ভালবাসি কই, আমার সে প্রেম কই। আমার লোক দেখান' ভালবাসা মুখে হরি হরি কই॥ যে যাহারে ভালবাসে, সে বাঁধা তার প্রেমপাশে তোমায় যদি বাসতাম ভাল, জানতাম না আর তোমা বই॥—ইত্যাদি। প্রকৃত ভালবাসার মধ্যে কৃষ্ণেন্দ্রিয়-প্রীতিবাঞ্ছা ব্যতীত স্থূল বা সূক্ষ্ম ভোগবাসনামূলে ভুক্তিমুক্তিসিদ্ধিবাঞ্ছা প্রভৃতির গন্ধলেশমাত্রও থাকিবে না। 'ফেল কড়ি মাখ তেল' নীতি যেখানে যত প্রবল, সেখানে তত বেশী প্রীতির অভাব। ঠাকুরের সুখের দিকে বিন্দুমাত্র দৃষ্টি নাই, কেবল আমার কিসে সুখ হয়, সেই বাঞ্ছাই আমাদের প্রবল। যদি কিছু সুখ পাই, তাহা হইলেই ঠাকুরের মহিমা একটু আধটু স্বীকার করি, নতুবা মুখে হরি হরি করিলেও ভিতরে সম্পূর্ণ প্রীতির অভাব—অবিশ্বাস।

আমরা মায়াবদ্ধজীব, সংসারাসক্ত, প্রথমে কিছু কিছু সকাম ভাব থাকিতে পারে বটে, কিন্তু শুদ্ধভক্ত সাধুগুরুমুখে হরিকথা শ্রবণ করিতে করিতে তদ্বিষয়ে সাবধান হইতে হইবে। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষাষ্টক এবং শ্রীরূপগোস্বামিপ্রভুর উপদেশামৃত বিশেষভাবে আলোচনা করিতে হইবে। কামাদি কষায় বিদ্যমান থাকিতে ভগবদনুভূতি কি করিয়া লাভ হইবে?

সদ্গুরুপাদাশ্রয়ে নামমন্ত্রে দীক্ষালাভ করিয়াও ভজন সাধনে উদাসীন থাকিলে—সাধুগুরুমুখে হরিকথা শ্রবণে শৈথিল্য আসিলে আমরা কি করিয়া মঙ্গললাভ করিতে পারিব? শ্রীমন্মহাপ্রভু নববিধা ভক্তির মধ্যে নামভজনকেই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বলিয়াছেন, স্বয়ং মহাপ্রভু ও তাঁহার পার্ষদ গুরুবর্গের আচরণে ও লেখনীতেও তাহা পরিস্ফুট, তথাপি যদি তৎপ্রতি উদাসীন থাকি, তাহা হইলে কি করিয়া আমাদের প্রকৃত শ্রেয়োলাভ সম্ভব হইবে? ক্রমেই আয়ুঃসূর্য্য অস্তমিত হইতে চলিতেছে,

এখনও গুরুবাক্য পালনে যত্নবান্ হইতেছি না, হায় আমার গতি কি হইবে! আজ্ঞা গুরূণাং হ্যবিচারণীয়া, শাস্ত্র-বাক্য জানিয়া শুনিয়াও এমনই মায়ামোহ যে, জীবনের শেষ মুহূর্ত্তেও তাহা পালনে উৎসাহ আসিতেছে না! 'সাধুগুরু কৃপা বিনা না দেখি উপায়'।

শ্রীশ্রীল রূপ গোস্বামিপাদ শ্রীভগবান্‌কে নৈবেদ্য-অর্পণ-কালে ভক্ত কিপ্রকার সদৈন্যে আর্ত্তিপূর্ণ-হৃদয়ে শ্রীভগবৎপাদপদ্মে কাতর প্রার্থনা বিজ্ঞাপন করেন, তাহা জানাইতেছেন। শ্রীভগবানে এইরূপ আর্ত্তি জাগিলে ভগবান্ ভক্তের প্রার্থনা না শুনিয়া থাকিতে পারেন না। বিজ্ঞপ্তি এই প্রকার—

(১) দ্বিজস্ত্রীণাং ভক্তে মৃদুনি বিদুরান্নে ব্রজগবাং
দধিক্ষীরে সখ্যুঃ স্ফুটচিপিটিমুষ্টৌ মুররিপো।
যশোদায়াঃ স্তন্যে ব্রজযুবতীদত্তে মধুনি তে
যথাসীদামোদস্তমিমমুপহারেঽপি কুরুতাম্॥

(২) যা প্রীতির্বিদুরার্পিতে মুররিপো কুন্ত্যার্পিতে যাদৃশী
যা গোবর্দ্ধনমূর্দ্ধ্নি যা চ পৃথুকে স্তন্যে যশোদার্পিতে।
যা বা তে মুনিভাবিনী-বিনিহিতেঽন্নেঽত্রাপি তামর্পয়॥

(৩) ক্ষীরে শ্যামলয়ার্পিতে কমলয়া বিশ্রাণিতে ফাণিতে
দত্তে লড্ডুনি ভদ্রয়া মধুরসে সোমাভয়া লম্ভিতে।
তুষ্টির্যা ভবতস্ততঃ শতগুণং রাধানিদেশাময়া
ন্যস্তেঽস্মিন্ পুরতস্ত্বমর্পয় হরে রম্যোপহারে রতিম্॥

অর্থাৎ (১) হে মুররিপো যাজ্ঞিকব্রাহ্মণপত্নীগণের ভক্তে অর্থাৎ চতুর্ব্বিধ অন্নে, বিদুরের কোমল অথবা অল্প অন্নে, ব্রজস্থ গাভীসকলের দধি দুগ্ধে, সখা শ্রীদাম বা সুদামা বিপ্রের স্ফুট চিপিটক মুষ্টিতে (স্ফুট—ভগ্ন বা অন্য স্বাদুদ্রব্যরহিত চিপিটক অথবা তণ্ডুল-প্রায় অনুৎকৃষ্ট চিপিটক মুষ্টিতে), যশোদার স্তন-দুগ্ধে, তথা শ্রীরাধাদি ব্রজযুবতী দত্ত মধুতে বা মধুরসাস্বাদ্য যৎকিঞ্চিদ্বস্তুতে বা সুমধুর ভক্তিরসে তোমার যেরূপ আমোদ হইয়াছিল, তদ্রূপ এই উপহারেও আমোদ প্রকাশ কর।

(২) হে মুররিপো, বিদুরার্পিত অন্নে তোমার যে প্রীতি, যুধিষ্ঠিরমাতা কুন্তী দত্ত অন্নে তোমার যে প্রীতি, যশোদার্পিত প্রচুর স্তনদুগ্ধে তোমার যে প্রীতি, গোবর্দ্ধন শিরোদেশে ফল-মূলাদি রূপ অন্নে তোমার যে প্রীতি, (শ্রীরামচন্দ্ররূপে) ভরদ্বাজ মুনি সমর্পিত অন্নে তোমার যে প্রীতি, তথা শবরিকা দত্ত অন্নে তোমার যে প্রীতি, (শ্রীকৃষ্ণরূপ তোমার) মুনি অর্থাৎ যাজ্ঞিকবিপ্রগণের ভাবিনী অর্থাৎ পত্নী, তাঁহাদের বিনিহিত অর্থাৎ সমীপে আনীত বা দত্ত অন্নে তোমার যে প্রীতি, ব্রজাঙ্গনাগণের অধরে তোমার যে প্রীতি, তাদৃশী প্রীতি এই অন্নের প্রতিও অর্পণ কর।

(৩) শ্যামার অর্পিত ক্ষীরে, কমলার বিশ্রাণিত অর্থাৎ প্রদত্ত ফাণিতে (অর্থাৎ গুড়বিকার ফেণি বাতাসায়), ভদ্রার দত্ত লড্ডুতে এবং সোমাভা অর্থাৎ চন্দ্রাবলীর লম্ভিত—প্রাপিত বা দত্ত মধুরসে তোমার যে অতিশয় তুষ্টি জন্মিয়াছিল, হে হরে, শ্রীরাধার আদেশে আমি তোমার অগ্রে যে উপহার অর্পণ করিয়াছি, এই মনোরম ভোজ্যদ্রব্যে পূর্ব্বাপেক্ষা শতগুণ রতি বিধান কর। যদি বল পরমপ্রেয়সী—আমার শক্তিত্বহেতু মদভিন্না তাঁহাদের প্রদত্ত দ্রব্য অপেক্ষা তোমাদের প্রদত্ত দ্রব্যে আমার শতগুণ প্রীতি কি প্রকারে হইবে? তাহাতে বলিতেছেন—শ্রীরাধার নিদেশে বলিতেছি, অন্যথা রাধাজ্ঞাহেলন হইবে, তাহা ত' তোমার অভীষ্ট নহে! অতএব শ্রীরাধার নিদেশহেতু ত্বদগ্রে উপহৃত মদ্দত্ত নৈবেদ্যে তুমি শতগুণ রতি বিধান কর।

উপরি উক্ত বিজ্ঞপ্তিতে শ্রীভগবৎপ্রিয়তম বা প্রিয়তমা-গণের নিষ্কপট প্রীতিভরে অর্পিত দ্রব্যই যে ভগবান্ স্বীকার করেন, তাহাই প্রদর্শিত হইয়াছে। তাঁহাদের সেই প্রীতির অনুসরণে আমাদের প্রীতি নিষ্কপট হইলে শ্রীভগবান্ আমাদের সেই বিশুদ্ধ প্রীতিভরে প্রদত্ত দ্রব্য অবশ্যই গ্রহণ করিবেন। শ্রীগুরুবৈষ্ণবে প্রীতিক্রমেই শ্রীভগবৎ-প্রীত্যুদয় সম্ভব হইয়া থাকে। শ্রীশ্রীগৌর-নিত্যানন্দকৃপায় জড় বিষয়ানুরাগ প্রশমিত হইলেই ব্রজের পথের পথিক হইয়া শ্রীরূপরঘুনাথের কৃপা-ক্রমে বৃন্দাবনীয় ভজনসম্পদ্ লাভ হইতে পারে।

জীবের ঐকান্তিক শ্রেয়ঃ কি?

[পণ্ডিত শ্রীবিভুপদ পণ্ডা বি-এ, বি-টি, কাব্য-ব্যাকরণ-পুরাণতীর্থ]

দ্বাপর যুগ শেষ হইয়াছে। শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার ভৌম-লীলা সংবরণ করিয়া স্বধামে প্রয়াণ করিয়াছেন। কলিযুগ আগতপ্রায়। এই যুগ ধর্ম্মসাধনের অনুকূল নহে। এই যুগে জনগণ প্রায়ই অল্পায়ু। কাহারও দীর্ঘায়ু ভোগের সৌভাগ্য হইলেও সে পরমার্থসাধনে প্রয়াস রহিত। কেহ এবিষয়ে প্রয়াসযুক্ত হইলেও সুবুদ্ধিমান্ নহে, অর্থাৎ যাহাতে প্রকৃত পরমার্থ লাভ হয়, তদ্রূপ বুদ্ধিরহিত। কেহ-বা বুদ্ধিমান্ হইলেও সাধু-সঙ্গরহিত হওয়ায় মন্দভাগ্য। যদি বা কোনসময়ে সাধুসঙ্গলাভের সৌভাগ্য হয়, তখন রোগশোকাদির উপদ্রবে মানুষ সৎসঙ্গের ফল লাভ করিতে পারে না। এইসব কারণে পরমার্থ-সাধনপ্রয়াস কিরূপে নির্ব্বিঘ্নে চলিতে পারে, তাহা আলোচনা করিবার জন্য পৃথিবীর মুনিঋষিগণ বিষ্ণুতীর্থ নৈমিষারণ্যে সমবেত হইয়াছেন।

তাঁহারা বিষ্ণুলোক প্রাপ্তির নিমিত্ত সহস্রবর্ষব্যাপী যজ্ঞেরও আয়োজন করিয়াছেন। একদা প্রাতঃকালে নিত্যনৈমিত্তিক হোমকার্য্য সম্পন্ন করিয়া সমবেত মুনি-গণ পরমার্থ বিষয়ে পরস্পর মত বিনিময় করিতে-ছিলেন। তাঁহাদের মধ্যে রোমহর্ষণ পুত্র উগ্রশ্রবা শ্রীসূতগোস্বামীও উপস্থিত ছিলেন। মুনিগণ তাঁহাকে ছয়টি প্রশ্ন করিয়াছিলেন, তন্মধ্যে "জীবের ঐকান্তিক শ্রেয়ঃ কি?" প্রশ্নটি অন্যতম।

শ্রীসূতগোস্বামীকে জিজ্ঞাসা করিবার কারণ এই যে, তিনি মহাভারতাদি ঐতিহ্যগ্রন্থের সহিত অষ্টাদশ পুরাণ এবং অন্যান্য সমস্তধর্ম্মশাস্ত্র গুরুর নিকট অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। বিশেষতঃ ব্রহ্মশাপগ্রস্ত পরীক্ষিৎ মহারাজ তাঁহার মৃত্যুর সাতদিন মাত্র অবশিষ্ট আছে জানিতে পারিয়া গঙ্গাতীরে উপবেশন করতঃ অনাহারে প্রাণ-ত্যাগ করিতে সঙ্কল্প করিয়াছিলেন। ভারতবর্ষের বিশিষ্ট মুনিগণ বিভিন্ন স্থান হইতে আগমন করিয়া তথায় সমবেত হইয়াছিলেন। মুমূর্ষু ব্যক্তির কর্ত্তব্য সম্বন্ধে পরীক্ষিৎ মহারাজ কর্ত্তৃক জিজ্ঞাসিত হইয়া মুনিগণ নিজ নিজ অভিরুচি অনুযায়ী ভিন্ন ভিন্ন মত প্রকাশ করিয়া যখন পরস্পর বিবাদ করিতেছিলেন সেইসময়ে অবধূতবেশ পরমহংস ব্যাসনন্দন শ্রীশুকদেব তথায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। পরীক্ষিৎ মহারাজের প্রার্থনায় মুমূর্ষু ব্যক্তির কর্ত্তব্য বর্ণনমুখে তাঁহার অন্তিম সময়ে হরিকথা শ্রবণই একমাত্র কৃত্য বলিয়া তিনি তাঁহাকে শ্রীমদ্ভাগবত শ্রবণ করাইয়াছিলেন। সেই মুনি সমাজে উপস্থিত থাকিয়া শ্রীসূত সমস্ত শাস্ত্রের সার সমগ্র শ্রীমদ্ভাগবত শ্রবণ করিয়াছিলেন। সুতরাং তিনিই মুনিগণের জ্ঞাতব্য বিষয়সমূহের সম্যক্ উত্তর প্রদান করিতে সমর্থ হইবেন মনে করিয়া শ্রীসূতমুনিকে ছয়টি প্রশ্ন করা হইয়াছিল।

উপনিষদ্ বলেন —

শ্রেয়শ্চ প্রেয়শ্চ মনুষ্যমেত-
স্তৌ সম্পরীত্য বিবিনক্তি ধীরঃ।
শ্রেয়ো হি ধীরোঽভিপ্রেয়সো বৃণীতে
প্রেয়ো মন্দো যোগক্ষেমান্ বৃণীতে॥

(কঠ ১।২।২)

শ্রেয়ঃ ও প্রেয়ঃ এই দুইটিই মনুষ্যকে আশ্রয় করিয়া থাকে। কিন্তু ধীর ব্যক্তি এই দুইটির তত্ত্ব সম্যগ্‌রূপে অবগত হইয়া একটি মুক্তির কারণ, অপরটি বন্ধনের কারণ এইরূপ বিচার করেন। তাঁহারা প্রেয়ঃ পরি-ত্যাগ করিয়া শ্রেয়ঃকে বরণ করেন, আর বিবেকহীন মন্দব্যক্তি যোগক্ষেম (অর্থাৎ অলব্ধ বস্তুর লাভ ও লব্ধ বস্তুর সংরক্ষণ) রূপ প্রেয়ঃকে প্রার্থনা করেন।

সেই কারণে ঋষিগণ 'জীবের ঐকান্তিক শ্রেয়ঃ কি?' এই প্রশ্ন উত্থাপন করিয়াছিলেন। ইহা ভুবন-মঙ্গল উত্তম প্রশ্ন। শ্রীকৃষ্ণবিষয়ক পরিপ্রশ্ন অর্থাৎ প্রশ্নোত্তরছলে আলোচনা বুদ্ধির প্রসন্নতা আনয়ন করে।

মানবসমূহের মধ্যে চারিপ্রকার মানব ধর্ম্মানুশীলন

করিয়া থাকেন। তাঁহারা হইলেন কর্ম্মী, জ্ঞানী, যোগী এবং ভক্ত। তাঁহারা ঐকান্তিক শ্রেয়ঃসম্বন্ধে পৃথক্ পৃথক্ ধারণা পোষণ করিয়া থাকেন।

কর্ম্মিগণ মনে করেন—তাঁহাদের অনুষ্ঠিত ধর্ম্মই পরমধর্ম্ম। তাঁহাদের বিচার মতে ধর্ম্মের ফল অর্থ, অর্থের ফল কাম, কামের ফল ইন্দ্রিয়-প্রীতি এবং ইন্দ্রিয়-প্রীতির ফল পুনরায় ধর্ম্ম, তাহার ফল অর্থ এবং তাহার পরিণতি আবার কাম, এইভাবে পরস্পরায় তাঁহাদের ধর্ম্মবিচার অবস্থিত। আপবর্গ্য অর্থাৎ মোক্ষরূপ ধর্ম্মের ফল সেরূপ নহে। জীবের যে কাল পর্য্যন্ত জীবন থাকে, সেকাল পর্য্যন্ত ইন্দ্রিয়-প্রীতি বর্ত্তমান থাকে। উহা নিত্য নহে, নশ্বর। উহা তত্ত্বজ্ঞানাভাব। তত্ত্বজ্ঞানজিজ্ঞাসার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত জীবগণ ইন্দ্রিয়-প্রীতির জন্য চেষ্টা করিয়া থাকেন। ইন্দ্রিয়াধিপতি হৃষীকেশের জন্য যত্ন করেন না। তত্ত্বজিজ্ঞাসার উদয় হইলেই জীব ধর্ম্মার্থকাম বন্ধনের হস্ত হইতে মুক্ত হন। সুতরাং কর্ম্মিগণের ধর্ম্ম পরম ধর্ম্ম বা ঐকান্তিক শ্রেয়ঃ নহে।

জ্ঞানিগণের ধারণায় ঐকান্তিক শ্রেয়ঃ-বিচার করা হউক; জ্ঞানিগণের মধ্যে যাঁহারা জ্ঞানকে ভক্তির অনুকূলে পরিচালিত করেন, তাঁহারা জ্ঞানমিশ্রা-ভক্তি অবলম্বন করেন বলিয়া তাঁহাদের পারমার্থিক ধারণা অপেক্ষাকৃত উন্নত। কিন্তু যাঁহারা কেবল জ্ঞানকে আশ্রয় করেন, তাঁহারা মায়াবাদী। তাঁহাদের মতে "ব্রহ্ম সত্যং, জগন্মিথ্যা, জীব ব্রহ্মৈব নাপরঃ।" মায়াশক্তি স্বরূপ-শক্তির ছায়া মাত্র। তাহার চিজ্জগতে প্রবেশাধিকার নাই। সেইজন্য মায়া জড়জগতেরই অধিকর্ত্রী। জীব অবিদ্যাভ্রমে জড়জগতে প্রবিষ্ট। চিদ্বস্তুর স্বতন্ত্র সত্তা, স্বতন্ত্রশক্তি মায়াবাদ প্রকৃত প্রস্তাবে মানে না। মায়াবাদ বলে যে জীবই ব্রহ্ম। মায়ার ক্রিয়াগতিকে ব্রহ্ম হইতে জীব পৃথক্ হইয়া পড়িয়াছে। যতকাল পর্য্যন্ত জীবের সহিত মায়ার সম্বন্ধ থাকে, ততকাল পর্য্যন্ত জীবের জীবত্ব। মায়ার সহিত সম্বন্ধ শূন্য হইলে জীব ব্রহ্ম হইয়া যায়। মায়া হইতে পৃথক্ জীবের অবস্থিতি নাই। অতএব জীবের মোক্ষই ব্রহ্মের সহিত নির্ব্বাণ। মায়াবাদ শুদ্ধজীবের সত্তা স্বীকার করে না। অধিকন্তু তাহা ভগবান্‌কে মায়াশ্রিত বলিয়া থাকে এবং জড় জগতে আসিতে হইলে তাঁহাকে মায়ার আশ্রয় গ্রহণ করিতে হয়। তিনি একটি মায়িক স্বরূপ গ্রহণ না করিলে প্রপঞ্চে উদিত হইতে পারেন না। কারণ, ব্রহ্মাবস্থায় তাঁহার বিগ্রহ নাই, তিনি নিরাকার। ঈশ্বরাবস্থায় তাঁহার মায়িক বিগ্রহ হয়। অবতার সকল মায়িকশরীর গ্রহণ করিয়া জগতে অবতীর্ণ হইয়া বৃহৎ বৃহৎ কার্য্য করেন, আবার মায়িক শরীরকে জগতে রাখিয়া স্বধামে গমন করেন। মায়াবাদিগণ 'ব্রহ্ম'কেই পরমতত্ত্ব বলিয়া গ্রহণ করেন। কিন্তু 'ব্রহ্মণো হি প্রতিষ্ঠাহম্' গীতায় শ্রীভগবানের এই উক্তিতে 'ব্রহ্ম' যে ভগবানের আশ্রিত তত্ত্ব অর্থাৎ ভগবানের অঙ্গকান্তি ইহা তাঁহারা স্বীকার করেন না। তাঁহারা জ্ঞান, জ্ঞেয় ও জ্ঞাতা এ তিনের ভেদ স্বীকার না করিয়া ভগবত্তত্ত্বকে নির্ব্বিশেষ বলেন। কিন্তু জীব যদি ব্রহ্মই হন, তবে উপাস্য উপাসকের ভেদ থাকে না। তাহা হইলে উপাসনার কি প্রয়োজন? জীব ব্রহ্মে লীন হইয়া গেলে আনন্দানুভব করিবে কে? মায়াবাদিগণ এই পর্য্যন্ত বলেন জীব ও ঈশ্বরের অবতারের একটি ভেদ এই যে জীব কর্ম্মপরতন্ত্র হইয়া স্থূলদেহ লাভ করিয়াছে এবং সে ইচ্ছা না করিলেও কর্ম্মে[illegible]স্রোতোবেগে জরা, মরণ ও জন্ম প্রাপ্ত হইতে বাধ্য হয়। কিন্তু ঈশ্বর স্বেচ্ছাক্রমে মায়িক শরীর, মায়িক উপাধি, মায়িক নাম, মায়িক গুণাদি গ্রহণ করেন। তাঁহার যখন ইচ্ছা হয়, তখন সেই সমস্ত পরিত্যাগ করিয়া শুদ্ধ চৈতন্য হইতে পারেন। ঈশ্বর কর্ম্ম করেন, কিন্তু তিনি কর্ম্মফলের বাধ্য নহেন। মায়াবাদী এবং শুষ্ক জ্ঞানিগণের মতে নির্ভেদ ব্রহ্মনির্ব্বাণই ঐকান্তিক শ্রেয়ঃ। কিন্তু ইহা প্রকৃতপ্রস্তাবে শ্রেয়ঃ নহে। ঈশোপনিষদ্ বলেন—

অন্ধং তমঃ প্রবিশন্তি যেঽবিদ্যামুপাসতে।
ততো ভূয় ইব তে তমো য উ বিদ্যায়াং রতাঃ॥
(ঈশোপনিষদ্ ৯)

যিনি অবিদ্যার সেবা করেন, তিনি অন্ধকারময়

স্থানে প্রবেশ করেন। আর যিনি নির্ব্বিশেষ জ্ঞানরূপা বিদ্যাতে রত হন, তিনি তাহা অপেক্ষা অধিক অন্ধকারময় স্থানে প্রবেশ করেন।

গীতাশাস্ত্রে শ্রীভগবানের উক্তি:—

ক্লেশোঽধিকতরস্তেষামব্যক্তাসক্তচেতসাম্।
অব্যক্তা হি গতির্দুঃখং দেহবদ্ভিরবাপ্যতে॥

(গীঃ ১২।৫)

নির্ব্বিশেষব্রহ্মনিষ্ঠ ব্যক্তিগণের অধিকতর দুঃখ ভোগ হইয়া থাকে; কারণ, দেহাভিমানী জীবের বাক্য ও মনের অগোচর অব্যক্ততত্ত্বে যে নিষ্ঠা, তাহাতে দুঃখমাত্রই লাভ হইয়া থাকে।

শ্রীমদ্ভাগবত বলেন:—

শ্রেয়ঃ স্রুতিং ভক্তিমুদস্য তে বিভো
ক্লিশ্যন্তি যে কেবল-বোধ-লব্ধয়ে।
তেষামসৌ ক্লেশল এব শিষ্যতে
নান্যদ্‌যথা স্থূলতুষাবঘাতিনাম্॥

(ভাঃ ১০।১৪।৪)

অর্থাৎ হে বিভো! চরম কল্যাণস্বরূপ আপনাকে লাভ করিতে হইলে ভক্তিই একমাত্র শ্রেষ্ঠ উপায়। যেরূপ জলাশয় হইতে নির্ঝরসমূহ প্রবাহিত হইয়া থাকে, সেইরূপ ভক্তি হইতেই চতুর্ব্বর্গ লাভ হয়। ভক্তি হইলে জ্ঞান আপনা হইতেই হইয়া থাকে; তাহার জন্য পৃথক্ চেষ্টা করিতে হয় না। যাহারা ধান্য পরিত্যাগ করিয়া স্থূলতুষ হইতে তণ্ডুল পাইবার জন্য তাহাতেই আঘাত করে, তাহাদের যেমন কেবল কষ্টই সার হয়; তেমনি ভক্তি পরিত্যাগ করিয়া কেবল জ্ঞান লাভের চেষ্টায় ক্লেশমাত্রই লভ্য হইয়া থাকে।

যোগিগণও যাহাকে ঐকান্তিক শ্রেয়ঃ বলেন, তাহাতেও সম্যক্ আনন্দের অনুভূতি নাই। তাঁহারা অষ্টসিদ্ধি লাভ করিয়া অহঙ্কৃত হইয়া পড়েন এবং ভগবৎ-পাদ-পদ্মে অনাদর করিয়া বসেন। ফলে অধঃপতিত হন।

শ্রীসূত গোস্বামী বলিলেন:—

স বৈ পুংসাং পরো ধর্ম্মো যতো ভক্তিরধোক্ষজে।
অহৈতুক্যপ্রতিহতা যয়াত্মা সুপ্রসীদতি॥

(ভাঃ ১।২।৬)

অর্থাৎ তাহাই মানবগণের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম যাহা হইতে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণে ভক্তি উৎপন্ন হয়। শ্রীকৃষ্ণ হইতেছেন হৃষীকেশ অর্থাৎ ইন্দ্রিয়গণের অধিপতি। তাঁহাকে চক্ষু, কর্ণ প্রভৃতি ইন্দ্রিয়জজ্ঞানের দ্বারা জানিতে বা লাভ করিতে পারা যায় না। ইন্দ্রিয়সমূহ জড়। জড়েন্দ্রিয় দ্বারা জড়বস্তুরই জ্ঞান লাভ হয়, ইন্দ্রিয়াতীত বস্তু জানা যায় না। এইজন্য তিনি অধোক্ষজ। তাঁহাকে জানিতে হইলে তাঁহার জন্য অনুকূল সেবা-চেষ্টাবিশিষ্ট হওয়া প্রয়োজন। এই সেবাই ভক্তি। শ্রবণকীর্ত্তনাদিরূপা সেবাই ভক্তিপদবাচ্য। তাহা আবার অহৈতুকী অর্থাৎ ফলাভিসন্ধানরহিত হওয়া উচিত। (আমার এই বাসনা পূর্ণ হইলে আমি ভগবানের সেবা করিব, ইহা ভক্তি নহে।) ভক্তি অব্যবহিতা অর্থাৎ জ্ঞানকর্ম্মাদি ব্যবধানশূন্যা, অপ্রতিহতা অর্থাৎ বিঘ্নাদিদ্বারা অনভিভূতা হওয়া আবশ্যক। যত বাধা আসুক না কেন আমি ভগবৎসেবা ত্যাগ করিব না, এই প্রকার ভক্তিই মানবের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম। সেই ভক্তিবলে অনর্থসমূহ দূরীভূত হয়। তাহার ফলে আত্ম প্রসন্নতা লাভ করে।

বাসুদেবে ভগবতি ভক্তিযোগঃ প্রযোজিতঃ।
জনয়ত্যাশু বৈরাগ্যং জ্ঞানঞ্চ যদহৈতুকম্॥

ভাঃ ১।২।৭

অদ্বয়জ্ঞান ভগবান্ বাসুদেব শ্রীকৃষ্ণে উপরিউক্ত প্রকার ভক্তি উদয় করাইবার জন্য শ্রবণ-কীর্ত্তনাদিরূপা চেষ্টা অনুষ্ঠিত হইলে শীঘ্রই বিষয়ভোগ ত্যাগ হইয়া যায় এবং শুদ্ধ অদ্বয়জ্ঞান উদয় করায়। ইহাতে মোক্ষ কামনাও থাকে না। ভজনীয় বস্তুর সেবায় নিযুক্ত হইলে অপর বস্তুর ভোগ হইতে আপনা হইতেই নিবৃত্তি হয়।

শ্রীসূত গোস্বামী আরও বলিলেন—

ধর্ম্মঃ স্বনুষ্ঠিতঃ পুংসাং বিষ্বক্‌সেন-কথাসু যঃ।
নোৎপাদয়েৎ যদি রতিং শ্রম এব হি কেবলম্॥

(ভাঃ ১।২।৮)

যে সমস্ত ব্যক্তি আস্তিক্যবুদ্ধিসম্পন্ন তাঁহারা সাধরণতঃ বর্ণাশ্রমরূপ স্বধর্ম্ম পালনকেই মানব-জীবনের প্রধান কর্ত্তব্য বলিয়া মনে করেন। কিন্তু তাহা সুষ্ঠুভাবে অনুষ্ঠিত হইলেও যদি ভগবৎকথার অথবা ভক্তগণের চরিতকথা শ্রবণে রতি উৎপন্ন না করায়, তাহা হইলে তাহা বৃথা পরিশ্রম মাত্রে পর্য্যবসিত হয়। সেই কারণে স্বধর্ম্ম ত্যাগ করিয়া শ্রবণকীর্ত্তনাদিরূপা আত্মার নিত্য-বৃত্তি ভক্তিযাজনরূপ পরধর্ম্মেরই অনুষ্ঠান করা উচিত। অবশ্য এই যে স্বধর্ম্ম ত্যাগের কথা বলা হইল, তাহা কেবল ভক্তির অনুকূলে অর্থাৎ ভক্তিযাজনে রুচি উৎপন্ন হইলে বর্ণাশ্রমধর্ম্মানুশীলন না করিলে চলিবে। নতুবা প্রত্যবায় ঘটিবে এবং স্বধর্ম্মপালন না করা রূপ পাপে লিপ্ত হইবে এবং অবশেষে নাস্তিক্যবুদ্ধি আসিয়া পড়িবে।

ভগবান্ বলিয়াছেন—

তাবৎ কর্ম্মাণি কুর্ব্বীত ন নির্ব্বিদ্যেত যাবতা।
মৎকথাশ্রবণাদৌ বা শ্রদ্ধা যাবন্ন জায়তে॥

(ভাঃ ১১।২০।৯)

অর্থাৎ যত কাল পর্য্যন্ত নির্ব্বেদ অর্থাৎ কর্ম্মফল-ভোগে বিরক্তির উদয় না হয়, অথবা ভক্তিমার্গে আমার (ভগবানের) কথায় শ্রদ্ধা না জন্মে, তত কাল পর্য্যন্তই কর্ম্মসকলের অনুষ্ঠান কর্ত্তব্য। ত্যাগী বা ভগবদ্ভক্তের কর্ম্মানুষ্ঠানের প্রয়োজন নাই। যৎকাল পর্য্যন্ত ত্যাগে বা ভক্তিতে অধিকার না জন্মাইতেছে তৎকাল পর্য্যন্ত কর্ম্মানুষ্ঠান করিতে হইবে। অধিকার জন্মিলে কর্ম্মানুষ্ঠান না করিলে কোন ক্ষতি নাই। তন্নিমিত্ত শ্রীমদ্ভাগবত বলেন—

স্বে স্বেঽধিকারে যা নিষ্ঠা স গুণঃ পরিকীর্ত্তিতঃ।
বিপর্য্যয়স্তু দোষঃ স্যাদুভয়োরেষ নির্ণয়ঃ॥

(ভাঃ ১১।২১।২)

যে ব্যক্তির যাহাতে অধিকার, তাহাই তিনি করিবেন। স্বীয় স্বীয় অধিকারে যে নিষ্ঠা, তাহারই নাম গুণ। অধিকার নিষ্ঠা পরিত্যাগের নাম দোষ। এইটিই গুন ও দোষের নির্ণয়।

কিন্তু অধিকার উন্নত করিবার চেষ্টা করা প্রয়োজন। এই অধিকার উন্নত করিবার চেষ্টার নামই তত্ত্বজিজ্ঞাসা; এই তত্ত্বকে জানিবার ইচ্ছাই জীবনের মুখ্য প্রয়োজন। নিত্যনৈমিত্তিক ধর্ম্মানুষ্ঠানদ্বারা এই জগতে যে স্বর্গাদি লাভ প্রসিদ্ধি আছে, তাহা প্রয়োজন নহে। তত্ত্ব-জিজ্ঞাসা হইলেই জীব ধর্ম্মার্থকামবন্ধনের হস্ত হইতে মুক্ত হন।

তত্ত্ববস্তু কি?

বদন্তি তৎ তত্ত্ববিদস্তত্ত্বং যজ্‌জ্ঞানমদ্বয়ম্।
ব্রহ্মেতি পরমাত্মেতি ভগবানিতি শব্দ্যতে॥

(ভাঃ ১।২।১১)

যাহা অদ্বয়জ্ঞান অর্থাৎ এক অদ্বিতীয় বাস্তব বস্তু, জ্ঞানিগণ অর্থাৎ তত্ত্বজ্ঞব্যক্তিগণ তাহাকেই পরমার্থ বলেন। সেই তত্ত্ববস্তু ব্রহ্ম, পরমাত্মা ও ভগবান্ এই তিন নামে অভিহিত হন। এই অদ্বয়জ্ঞানের ভগবৎ-প্রতীতিই পূর্ণ, ব্রহ্মপ্রতীতি অসম্যক্ ও পরমাত্মপ্রতীতি আংশিক। ভক্তিযোগে ভক্তগণ ভগবানের দর্শন লাভ করেন, জ্ঞানমার্গে জ্ঞানিগণ ব্রহ্মের এবং যোগমার্গে যোগিগণ পমাত্মার অনুভব করেন। ভক্তিদ্বারা ভগ-বান্‌কে সম্পূর্ণরূপে লাভ করা যায়। সেবকের সর্ব্বতো-ভাবে প্রীতিময়ী সেবাই ভগবদ্ভক্তি। ইহাই মানবের ঐকান্তিক শ্রেয়ঃ।

শ্রীমদ্ভাগবতের একাদশ স্কন্ধে আমরা দেখিতে পাই — বিদেহরাজ নিমি তাঁহার যজ্ঞে সমাগত নবযোগেন্দ্রকে অনুরূপ প্রশ্ন করিয়াছিলেন—

অত আত্যন্তিকং ক্ষেমং পৃচ্ছামো ভবতোঽনঘাঃ।
সংসারেঽস্মিন্ ক্ষণার্দ্ধোঽপি সৎসঙ্গঃ সেবধির্নৃণাম্॥

(ভাঃ ১১।২।৩০)

সেই জন্যই আপনাদের নিকট সর্ব্বশ্রেষ্ঠ মঙ্গল-বিষয়ক প্রশ্ন করিতেছি। এই সংসারে যদি ক্ষণার্দ্ধ-কালও সৎসঙ্গ লাভ করা যায়, তাহা হইলে তাহা পরম-নিধিলাভ-স্বরূপ আনন্দজনক হইয়া থাকে। তাহাতে নবযোগেন্দ্রের অন্যতম শ্রীকবি উত্তর দিয়াছিলেন,—

মন্যেঽকুতশ্চিদ্ভয়মচ্যুতস্য
পাদাম্বুজোপাসনমত্র নিত্যম্।

উদ্বিগ্নবুদ্ধেরসদাত্মভাবাদ্
বিশ্বাত্মনা যত্র নিবর্ত্ততে ভীঃ॥
(ভাঃ ১১।২।৩৩)

এই সংসারে দেহাদি-অসৎ-পদার্থে আত্মবুদ্ধি করায় মানবগণ সর্ব্বদা ত্রিতাপসন্ত্রস্ত হইয়া রহিয়াছে। তাহাদের পক্ষে ভগবান্ শ্রীহরির চরণকমলযুগলের আরাধনাই সর্ব্বভয়-বিনাশন বলিয়া মনে করি।

যাহাদের ভগবানে সেবা প্রবৃত্তি নাই, তাহাদের ভগবদিতর বস্তুতে আসক্তি জন্মিয়া থাকে এবং এই আসক্তিই চিত্তে 'ভয়'-নামক বৃত্তিটির উদয় করায়। অশোক-অভয়-অমৃত-আধার ভগবৎ-পাদপদ্ম সেবনে কোনপ্রকার ভীতির কারণ নাই। দেহ, গেহ, কুটুম্ব প্রভৃতিতে আসক্ত হইয়া যে নশ্বর ভোগপ্রবৃত্তি জীবকে উদ্বেগ প্রদান করে, কৃষ্ণানুশীলনে ঐ-সকল অমঙ্গল সর্ব্বতোভাবে বিনষ্ট হয়। ভগবদুপাসনা হইতেই আত্যন্তিক মঙ্গল লাভ ঘটে।

শবরীর প্রতীক্ষা

[মহোপদেশক শ্রীমন্মঙ্গলনিলয় ব্রহ্মচারী বি, এস্-সি, বিদ্যারত্ন]

পবিত্র সলিলা গোদাবরীর তটদেশে প্রকৃতির অনুপম সৌন্দর্য্য-রাশির মধ্যে পম্পা সরোবর। সরোবরের স্বচ্ছ সলিলে রঙ্-বেরঙের মৎস্যকুল নিয়ত আনাগোনা করিতেছে, জলকুক্কুটগণ অস্ফুটধ্বনি করিয়া জলবিহার করিতেছে, নীল-লোহিতাদি বিচিত্রবর্ণের প্রসন্ন প্রস্ফুটিত কমলশ্রেণী সৌরভ বিস্তার করিয়া শোভা পাইতেছে, মধুলোভী অলিকুল গুঞ্জন্ করিতে করিতে উড়িয়া উড়িয়া কমলশ্রেণীর উপর বসিতেছে; সরোবরের তীরস্থ চতুষ্পার্শ্বেও বেলা, মালতী, মল্লিকা, যূথিকা, গোলাপ প্রভৃতি বিবিধ রঙের পুষ্পোদ্যান পম্পার শোভা বর্দ্ধন করিতেছে। সরোবরের অনতিদূরে গভীর বনরাজিতে শাল, তাল, তমালের অপূর্ব্ব শোভা; সুদূরে নীল আকাশের সীমারেখায় ছোট বড় পর্ব্বত-শ্রেণী দিক্‌চক্রবালের শোভা বর্দ্ধন করিয়া রহিয়াছে। এহেন মুনিজন-মনোলোভা স্নিগ্ধ নীরব পরিবেশে মতঙ্গ মুনির আশ্রম। আশ্রমটীকে বেষ্টন করিয়া ছোট ছোট অনেকগুলি কুটীর। আহূত অনাহূত সাধুসন্ন্যাসিগণ তথায় আসিয়া বিশ্রাম করেন, কেহ-বা কিছুদিন অবস্থানও করেন, আবার উদ্দেশ্যহীন হইয়া অনন্তের পথে যাত্রা করেন। কতকগুলি কুটীর এখনও সম্পূর্ণ খালি পড়িয়া রহিয়াছে এবং কতকগুলিতে সাধুগণ বিরাজ করিতেছেন। তাঁহাদের মধ্যে কেহ ধ্যানমগ্ন, কেহ স্বাধ্যায়-নিরত, আবার কেহ-বা সমাগত দর্শনার্থী; দর্শনার্থিগণ পরস্পরের সহিত সদালাপরত। আশ্রমের বিশেষ আকর্ষণের বস্তু মতঙ্গ মুনির বাৎসল্যভাবময় বৃদ্ধ তপঃক্লিষ্ট কলেবরটী। মুনিবরের বিদ্যমানতায় আশ্রমের শোভা, পবিত্রতা ও গাম্ভীর্য্য অক্ষুণ্ণ ও অটুট রহিয়াছে। আশ্রমটীর ভিতর ও বাহির চক্‌চক্ ঝক্‌ঝক্ করিতেছে।

আশ্রমটীর অনতিদূরে বিজনবনে শবরী একাকিনী বাস করে। শবরী চণ্ডাল-কন্যা। শৈশবাবস্থায় সে তাহার পিতামাতাকে হারাইয়াছে। শবরীর আপন বলিতে, স্নেহ করিতে জগতে আর কেহই নাই। সে লোকালয়েও বড়বেশী একটা আসে না, এই ভয়—তাহাকে দেখিলে কাহারও-বা যাত্রা নষ্ট হইয়া যায়, তাহার ছায়া মাড়াইলে যদি-বা কাহাকেও স্নান করিতে হয়! তাই শবরী জঙ্গলে জঙ্গলেই থাকে, ফলমূল খায়, আর দিবাভাগে শুষ্ক কাষ্ঠ সংগ্রহ করিয়া গভীর রাত্রিতে যখন সকলে নিদ্রা যায়, তখন বিনিময়ের কোনপ্রকার আশা না করিয়াই সে ঐগুলি

গোপনে মুনিঋষিগণের আশ্রমে রাখিয়া আসে। যে পথে লোক চলাচল করে, সেই পথও সে প্রত্যহ পরিষ্কার করিয়া রাখে, পথের সামান্য কাঁটাটী এমনকি কুটোটী পর্যন্ত দূরে সরাইয়া দেয়।

শবরীর এই নীরব সেবা, গোপন কাজ একদিন মতঙ্গ মুনির বিশেষ দৃষ্টি আকর্ষণ করিল। অবাক্ হইয়া তিনি শবরীর মুখের দিকে তাকাইয়া থাকিলেন। শবরীর মুখখানি ফুলের মত সুন্দর, আগুনের মত পবিত্র। তিনি সস্নেহে শবরীকে 'রাম'-নাম জপ করিবার জন্য উপদেশ করিলেন। শবরীও মুনিবরকে গুরুরূপে বরণ করতঃ একমনে গুরুর শিক্ষামত 'রাম'-নাম জপ করিতে লাগিল এবং পূর্ব্বের ন্যায় মুনি-ঋষিদের সেবা করিতে লাগিল। শবরীর রামনামে নিষ্ঠা ও সেবা-প্রবৃত্তি দর্শনে মতঙ্গ মুনিবর সুখলাভ করিলেন।

একদিন তিনি শবরীকে নিকটে বসাইয়া বলিলেন,—"মা! আমার কাল পূর্ণ হইয়াছে। ইচ্ছা ছিল আমি শ্রীরামচন্দ্রকে স্বচক্ষে দর্শন করিব; কিন্তু আমার আর সময় নাই। তাঁহার এখানে আসিবার পূর্ব্বেই আমাকে দেহ ত্যাগ করিতে হইবে। আমি আশীর্ব্বাদ করি, তুমি এখানে অবস্থান করিয়াই শ্রীরামচন্দ্রকে দর্শন করিয়া ধন্য হইবে।" এতাদৃশ কথনানন্তর অল্প দিবস মধ্যেই মুনিবর দেহ রক্ষা করিলেন। শবরীর আকুল ক্রন্দন! সে পিতামাতার স্নেহ কখনও পায় নাই। আত্মীয়-স্বজনের ভালবাসা বলিতে কি বুঝায়, তাহাও তাহার অজ্ঞাত! শবরী ভাগ্যগুণে এমন দেবদুর্লভ গুরু-পাদপদ্ম লাভ করিয়াছিল, যাঁহার উপদেশ, স্নেহ, মায়া, মমতা, করুণা তাহার দেহ মনে অমৃত ঢালিয়া দিয়াছিল। শবরীর ক্রন্দনের নিবৃত্তি নাই, অশ্রু-পাতেরও কোন সমাপ্তি নাই! জীবনধারণের জন্য শবরীর স্বতন্ত্র কোন প্রকার চেষ্টা নাই, পার্থিব জীবনের কোন মোহও তাহার নাই। সে কেবল গুরুবাক্যের উপর নির্ভর করিয়া শ্রীভগবদ্দর্শনের আশায় কোন প্রকারে জীবন রক্ষা করিয়া চলিতেছে। শবরী শ্রীগুরুপাদপদ্ম স্মরণ করিয়া অখণ্ডভাবে শ্রীরামনাম জপ করে, ধ্যান করে ও কীর্ত্তন করে। শ্রীরামচন্দ্রের সেবোপকরণ-সংগ্রহের জন্য সে প্রত্যহ বনে যায়, বন হইতে ফল, ফুল, মূল সংগ্রহ করিয়া আনে; প্রত্যহ সে নূতন করিয়া শ্রীরামচন্দ্রের আসন রচনা করে; আশ্রম প্রাঙ্গণ, পথঘাট সকলই পরিষ্কার করে, কোন-প্রকার আলস্য ও অন্যমনস্কতাকে সে মনের মধ্যে স্থান দেয় না। অপ্রত্যাশিত কোন এক শুভমুহূর্ত্তের জন্যই শবরীর এই প্রতীক্ষা। এই অখণ্ড প্রতীক্ষার মধ্যে শবরীর দিন যায়, মাস যায়, বর্ষ যায়, কৌমার্য্য যায়, যৌবন যায়, এখন বার্দ্ধক্যেরও প্রায় শেষ সীমায় সে উপনীত। সে সর্ব্বদাই 'হা গুরুদেব! হা রাম! হা রঘুনন্দন!' বলিতে বলিতে ধূলি-লুণ্ঠিত হইয়া ক্রন্দন করে। তথায় তাহাকে সান্ত্বনা দিবারও কেহ নাই। শবরী নিজেই নিজের বক্ষ চাপিয়া কোন প্রকারে নিজেকে শান্ত করে। মনে মনে ভাবে—'তবে কি প্রভুর দর্শন পাইব না!' পরমুহূর্ত্তেই ভাবে—'না, তাহা ত' হইতে পারে না। গুরুবাক্য ত' মিথ্যা হইবে না! অবশ্যই দর্শন পাইব।' শবরী এই আশায় বুক বাঁধিয়া—পুনঃ নির্ভর করিয়া সঙ্কল্প করে—'আমি জীবনের শেষ দিনটী, শেষ নিঃশ্বাসটী পর্য্যন্ত প্রভুবর শ্রীরামচন্দ্রের জন্য প্রতীক্ষা করিব।' আবার সে উচ্চ করিয়া, 'হা রাম! হা রঘুনন্দন! বলিয়া ক্রন্দন করে।'—এই ভাবেই তাহার দিন যায়।

হঠাৎ একদিবস অজ্ঞানা কোন আনন্দে শবরীর হৃদয় স্বতঃই উৎফুল্ল হইয়া উঠিল। পম্পার শোভা অপরাপর দিবসেও সে লক্ষ্য করিয়াছে, অদ্যও লক্ষ্য করিতেছে, কিন্তু অদ্যকার শোভায় যেন কি এক অপরূপ ভাব! পক্ষিকুলের কাকলি সে অন্যান্য দিবসেও ত' শ্রবণ করিয়াছে, কিন্তু এমন মধুমিশ্রিত কাকলি ত' আর কোনও দিন শুনে নাই! পথে প্রান্তরে সবুজ তৃণের সারি। চারিদিকে দৃষ্টিপাত করিলেই মনে হইতেছে প্রকৃতিদেবী যেন কোন বিশেষ অতিথির অভ্যর্থনার জন্যই এই আয়োজন করিতেছেন।

শ্রীরামগতপ্রাণা শবরী নবদূর্ব্বাদলশ্যাম শ্রীরামচন্দ্রের কথাই তখন চিন্তা করিতেছিল। এমনই সময় শুনিতে শুনিতে পাইল, কে যেন তাহাকে মধুর স্নেহ সম্বোধনে

বলিতেছেন,—"শবরি! আমি এসেছি"। শবরী চমকিত হইল! সম্মুখে সে দেখিল—'ভুবনসুন্দর নবদূর্ব্বাদল শ্যাম মূর্ত্তি।' এমন মূর্ত্তি ত' মনুষ্যের হয় না! তবে কি তাহার নিত্যারাধ্য অভীষ্টদেব শ্রীরাম, আর তাঁর সঙ্গে অনুজ ধনুর্দ্ধর লক্ষ্মণ!' তদনুভবেও শবরী কিছুক্ষণের জন্য অভিভূত হইয়া পড়িল; কোন কথাই বলিতে পারিল না। অতঃপর প্রকৃতিস্থ হইয়া তাহার অভীষ্টদেবকে সে বুঝিতে পারিল, প্রণাম করিল, তাঁহাদের রাতুল চরণে লুটাইয়া পড়িল। ভক্তবৎসল শ্রীরামচন্দ্র তাঁহার পরমভক্ত শবরীকে স্নেহভরে উঠাইয়া বসাইলেন। লক্ষ্মণের চক্ষুতে অশ্রুধারা নির্গত হইল। অতঃপর শবরী-প্রদত্ত সুখাসন, ফল, মূল, জল সকলই ভগবান্ প্রেমভরে স্বীকার করিলেন। ভক্ত-ভগবানের অপূর্ব্ব মিলন হইল। শবরীর প্রতীক্ষা সার্থক হইল, শ্রীগুরুদেবের বাক্য সফল হইল। শ্রীহরির ভক্তার্ত্তিহর, ভক্তবৎসল নাম জগতে বিঘোষিত হইল; পম্পা সরোবর, মতঙ্গ মুনির আশ্রম পুণ্যতীর্থে পরিণত হইল। আরও বিশেষত্ব এই যে, শবরী প্রত্যহ শ্রীরামচন্দ্রের নাম করিয়া এযাবৎকাল যে-সমস্ত ফলমূল সংগ্রহ করিয়া রাখিয়াছিল, তৎসমুদয়ই সদ্যঃ সংগৃহীতফলের ন্যায়ই টাট্কা ছিল। ভক্তবাঞ্ছাকল্পতরু শ্রীরামচন্দ্র শবরীর পরমাদরে ভক্তিসংকারে প্রদত্ত—নিবেদিত সকল দ্রব্যই সাদরে অঙ্গীকার করিয়া ভক্তমনোবাঞ্ছা পূর্ণ করিলেন। "ভক্তের দ্রব্য প্রভু কাড়ি' কাড়ি' খায়। অভক্তের দ্রব্যে প্রভু উলটি না চায়॥" ভক্তিবশ্য শ্রীভগবান্ ভক্তের জাতি-কুল-বিদ্যা-বৈভবাদি কিছুরই অপেক্ষা করেন না। ভক্তের ভক্তিসহ প্রদত্ত এক গণ্ডূষ জল ও একটি তুলসীদলের নিকট তিনি আত্মবিক্রয় করিয়াও স্বস্তি পান না, পুনঃ পুনঃ ঋণ স্বীকার করেন।
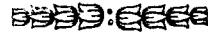
কলিকাতাস্থিত শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠে শ্রীকৃষ্ণ-জন্মাষ্টমী উৎসব

নিখিল ভারত শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠানের অধ্যক্ষ পরিব্রাজকাচার্য্য ওঁ ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজ বিষ্ণুপাদের সেবানিয়ামকত্বে দক্ষিণ কলিকাতা, ৩৫, সতীশ মুখার্জ্জি রোডস্থ শ্রীমঠে শ্রীকৃষ্ণ-জন্মাষ্টমী উপলক্ষে গত ১৯ ভাদ্র, ৫ সেপ্টেম্বর সোমবার হইতে ২৪ ভাদ্র, ১০ সেপ্টেম্বর শনিবার পর্য্যন্ত ছয়দিবসব্যাপী ধর্ম্মানুষ্ঠান নির্ব্বিঘ্নে সুসম্পন্ন হইয়াছে। স্থানীয় নরনারীগণ ব্যতীত মফঃস্বল হইতেও ভক্তগণ বিপুলসংখ্যায় এই উৎসবানুষ্ঠানে যোগ দিয়াছিলেন। ১৯ ভাদ্র সোমবার শ্রীকৃষ্ণাবির্ভাব-অধিবাস-বাসরে শ্রীভগবানের আবাহনগীতি শ্রীনামসংকীর্ত্তনযোগে সম্পন্ন করিবার জন্য শ্রীল আচার্য্যদেবের অনুগমনে অপরাহ্ন ৩-৩০ ঘটিকায় শ্রীমঠ হইতে বিরাট্ নগর-সংকীর্ত্তন-শোভাযাত্রা বাহির হইয়া দক্ষিণ কলিকাতার—লাইব্রেরী রোড, ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জ্জি রোড, হাজরা রোড, হরিশ মুখার্জ্জি রোড, কালীঘাট রোড, রমেশ মিত্র রোড, বকুল বাগান রোড, শ্যামানন্দ রোড, টাউন সেন রোড, বেলতলা রোড জংশন, হাজরা রোড, ডঃ শরৎ বোস রোড মনোহর পুকুর রোড, লেক-ভিউ রোড, লেক রোড, পরাশর রোড, রাজা বসন্ত রায় রোড, সর্দ্দার শঙ্কর রোড, ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জ্জি রোড, প্রতাপাদিত্য রোড, সদানন্দ রোড, মহিম হালদার ষ্ট্রীট, মনোহর পুকুর রোড, সতীশ মুখার্জ্জি রোড—দীর্ঘ-পথ পরিভ্রমণ করেন। মূল কীর্ত্তনীয়া-রূপে

কীর্ত্তন করেন শ্রীমঠের সম্পাদক শ্রীভক্তিবল্লভ তীর্থ ও শ্রীদেবপ্রসাদ ব্রহ্মচারী, দোহার করেন মঠবাসী ও গৃহস্থ ভক্তবৃন্দ। মঠবাসিগণ ব্যতীত মৃদঙ্গ বাদন-সেবায় মুখ্যভাবে যোগ দেন আনন্দপুরের শ্রীচন্দ্রকান্ত দাসাধিকারীর এবং মেচাদার শ্রীরামকৃষ্ণ দাসাধিকারীর পার্টি। শত শত ভক্তের নৃত্য ও উচ্চ সংকীর্ত্তন মহিলাগণের মুহুর্মুহুঃ জয়কার ধ্বনি ও শঙ্খধ্বনি রাস্তার দুই পার্শ্বস্থ সহস্র সহস্র আবালবৃদ্ধ নরনারীর মধ্যে দিব্যভাবের উদ্দীপনা প্রদান করে। আনন্দবাজার পত্রিকায় শ্রীমঠের এই নগরসংকীর্ত্তন শোভাযাত্রার ফটো সুন্দরভাবে প্রকাশিত হইয়াছে।

২০ ভাদ্র শ্রীজন্মাষ্টমী বাসরে বহু শত ভক্ত অহোরাত্র উপবাসসংযোগে শ্রীমঠে অবস্থান করতঃ শ্রীকৃষ্ণাবির্ভাব তিথিপূজা পালন করেন। উক্ত দিবস সমস্ত দিবসব্যাপী শ্রীমদ্ভাগবত দশমস্কন্ধ পারায়ণ, সান্ধ্য ধর্ম্মসভার পর রাত্রি ১১টা হইতে ১২টা পর্য্যন্ত শ্রীমদ্ভাগবত দশমস্কন্ধ হইতে শ্রীকৃষ্ণের জন্মলীলা প্রসঙ্গপাঠ, শ্রীনামসঙ্কীর্ত্তন, তৎপর শুভাবির্ভাবকালে শ্রীকৃষ্ণবিগ্রহের মহাভিষেক, পূজা, ভোগরাগ ও আরাত্রিক অনুষ্ঠিত হয়। এই বৎসর আমাদের স্বয়ং শ্রীল আচার্য্যদেব কর্তৃক সম্পাদিত শ্রীবিগ্রহের মহাভিষেক, পূজা, ভোগরাগ ও আরাত্রিক সন্দর্শনের সৌভাগ্য হয়। ভোগারাত্রিকান্তে সমবেত ভক্তবৃন্দকে ফল-মূলাদি অনুকল্প প্রসাদের দ্বারা আপ্যায়িত করা হয়। পরদিবস শ্রীনন্দোৎসব বাসরে আগন্তুক সহস্র সহস্র নরনারীকে মহাপ্রসাদ দেওয়া হয়।

শ্রীকৃষ্ণজন্মাষ্টমী উপলক্ষে শ্রীমঠের সংকীর্ত্তনমণ্ডপে ছয়টি সান্ধ্য ধর্ম্মসভার অধিবেশনে সভাপতি পদে বৃত হন যথাক্রমে কলিকাতা মুখ্যধর্ম্মাধিকরণের মাননীয় বিচারপতি শ্রীঅজিত কুমার সরকার, পশ্চিমবঙ্গ সরকারের আই-জি-পি শ্রীসুনীল চন্দ্র চৌধুরী, কলিকাতা মুখ্যধর্ম্মাধিকরণের মাননীয় বিচারপতি শ্রীসব্যসাচী মুখোপাধ্যায়, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সরকারের শিল্প ও বাণিজ্য মন্ত্রী ডঃ শ্রীকানাইলাল ভট্টাচার্য্য, কলিকাতা মুখ্যধর্ম্মাধিকরণের মাননীয় বিচারপতি শ্রীবঙ্কিম চন্দ্র রায় এবং কলিকাতা মুখ্যধর্ম্মাধিকরণের মাননীয় বিচারপতি শ্রীসলিল কুমার হাজরা। এবং প্রধান অতিথির আসন গ্রহণ করেন যথাক্রমে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কৃত বিভাগের প্রধান অধ্যাপক শ্রীকৃষ্ণগোপাল গোস্বামী, পশ্চিমবঙ্গ সরকারের প্রাক্তন আই-জি-পি শ্রীউপানন্দ মুখোপাধ্যায়, অধ্যাপক শ্রীহরিপদ ভারতী এম্-এল্-এ, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য্য ডঃ শ্রীসুশীল কুমার মুখোপাধ্যায়, শ্রীঈশ্বরী প্রসাদ গোয়েঙ্কা, শ্রীজয়ন্ত কুমার মুখোপাধ্যায় এড্ভোকেট। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাধ্যক্ষ ওঁ শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী বিষ্ণুপাদ প্রত্যহ সান্ধ্য ধর্ম্মসম্মেলনে অভিভাষণ প্রদান করেন। এতদ্ব্যতীত বিভিন্নদিনে ভাষণ দেন পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রমোদ পুরী মহারাজ, পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিসৌরভ ভক্তিসার মহারাজ, পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিকমল মধুসূদন মহারাজ, পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিলাস ভারতী মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত পর্য্যটক মহারাজ, শ্রীমঠের সম্পাদক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিজয় বামন মহারাজ, সলিসিটর শ্রীনন্দদুলাল দে এবং অধ্যাপক শ্রীবিভুপদ পণ্ডা প্রভৃতি। সভায় আলোচ্য বিষয় যথাক্রমে নির্দ্ধারিত ছিল — "ভগবৎপ্রাপ্তির উপায়", "সর্ব্বোত্তম উপাস্য শ্রীকৃষ্ণ", "ভগবৎপূজা হইতেও ভক্তপূজার অধিক উপযোগিতা", "হিংসা, অহিংসা ও প্রেম", "শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ও শ্রীভাগবতধর্ম্ম", "নাম, নামাভাস ও নামাপরাধ"।

শ্রীমঠের এই ষষ্ঠদিবসব্যাপী ধর্ম্মসভার সংবাদ কলিকাতার দৈনিক 'আনন্দবাজার,' 'যুগান্তর' প্রভৃতি বহুল প্রচারিত সংবাদপত্রে প্রকাশিত হইয়াছে। আমাদের আরও আনন্দের বিষয়, এবার বহু শিক্ষিত ও সম্ভ্রান্ত গণ্যমান্যব্যক্তি এই উৎসবে ও ধর্ম্মসভায় যোগদানপূর্ব্বক পরম পূজনীয় আচার্য্যদেবের শ্রীমুখে ভগবৎকথা শ্রবণের সৌভাগ্য বরণ করিয়াছেন।

ধর্ম্মসভার প্রথম অধিবেশনের সভাপতি মাননীয় বিচারপতি **শ্রীঅজিত কুমার সরকার** তাঁহার অভিভাষণে বলেন,—"ভগবান্ কে, ভগবান্ কেন প্রয়োজন, কি উপায়ে পাওয়া যায় এই সব বিষয়ে পূজনীয় অধ্যক্ষ মাধব গোস্বামী মহারাজের নিকট, অন্যান্য স্বামিজীগণ এবং প্রধান অতিথির নিকট আপনারা এতক্ষণ অনেক সারগর্ভ কথা শুন্‌লেন। তাঁদের কথার সারমর্ম্ম আমি এই বুঝেছি যে,—তাঁরা বলেছেন ভগবদ্ভক্তিই ভগবৎ-প্রাপ্তির উপায়। ভগবানের জন্য আর্ত্তি ব্যাকুলতা ইহাই ভক্তির সারকথা। শিশু যেমন মায়ের জন্য কাঁদে, ঠিক তদ্রূপ সরল অন্তঃকরণে কাঁদতে পার্‌লেই ভগবান্‌কে পাওয়া যায়। একটি লক্ষিতব্য বিষয় এই ভগবদ্ভক্তির অনুশীলনের সঙ্গে সঙ্গে যেন জীবের দুঃখ অপনোদনের চেষ্টা আমাদের মধ্যে হয়, তবেই ভগবান্ প্রসন্ন হবেন। 'জীবে দয়া কৃষ্ণনাম সর্ব্বধর্ম্মসার।' ইহাই মহাজন-বাক্য।"

প্রধান অতিথি অধ্যাপক **শ্রীকৃষ্ণগোপাল গোস্বামী** তাঁহার অভিভাষণে বলেন,—"ভারতবর্ষে ভগবানের অবতারগণ অবতীর্ণ হন, এমন কি স্বয়ং ভগবান্ আবির্ভূত হন। অন্য দেশে ভগবানের আবির্ভাবের কথা শোনা যায় না। গীতাতে শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন—"যদা যদা হি ধর্ম্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত। অভ্যুত্থানমধর্ম্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহম্॥ পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্। ধর্ম্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে॥" যখন যখন ধর্ম্মের গ্লানি ও অধর্ম্মের অভ্যুত্থান হয় তখন তখন আমি স্বেচ্ছাপূর্ব্বক আবির্ভূত হই। সাধুগণের পরিত্রাণ, দুষ্কৃতকারিগণের বিনাশ ও ধর্ম্মসংস্থাপনের জন্য আমি যুগে যুগে অবতীর্ণ হই। ভগবান্ অনেক রূপে অবতীর্ণ হয়েছেন। কিন্তু তার মধ্যে পরম মাধুর্য্য নন্দ-নন্দন শ্রীকৃষ্ণস্বরূপই সর্ব্বোত্তম স্বরূপ। ভক্তের প্রেমপরাকাষ্ঠা উক্ত স্বরূপকে অবলম্বন করেই প্রকটিত হয়েছে। অধোক্ষজবস্তু শ্রীকৃষ্ণে ভক্তিই জীবের পরো ধর্ম্ম; অহৈতুকী ও অপ্রতিহতা ভক্তির দ্বারাই আত্মা ও পরমাত্মা উভয়েরই সুপ্রসন্নতা হয়। যথা শ্রীমদ্ভাগবতে—"স বৈ পুংসাং পরো ধর্ম্মো যতো ভক্তিরধোক্ষজে। অহৈতুক্যপ্রতিহতা যয়াত্মা সুপ্রসীদতি॥" ভগবৎ প্রাপ্তির পথ—ভক্তিপথ। ভগবৎপ্রাপ্তি অর্থ ভগবৎ-প্রেমপ্রাপ্তি। সুতরাং ভক্তি সাধনও বটে, আবার প্রাপ্যবস্তু সাধ্যও বটে। ভক্তির সাধনকালে উহার সংজ্ঞা সাধনভক্তি, সাধ্যাবস্থায় প্রেমভক্তি। ভগবৎভক্ত ভগবৎসেবা ছাড়া চতুর্ব্বিধ মুক্তিও চান না। শুদ্ধভক্তির তারতম্য বিচারে গোপীগণের উপাসনাই সর্ব্বোত্তম। যে উপাসনার প্রতিদান কৃষ্ণও দিতে পারেন নাই, তাঁদের প্রেমঋণ পরিশোধ করতে না পেরে নিজেকে ঋণী মেনেছেন। ভক্তির দ্বারা ভগবান্‌কে যে প্রকার পাওয়া যায় অন্য কোনও সাধনের দ্বারা—অষ্টাঙ্গ যোগ, সাংখ্য জ্ঞান, স্বাধ্যায়, তপস্যা ও ত্যাগের দ্বারা তদ্রূপ পাওয়া যায় না। যথা শ্রীমদ্ভাগবতে—"ন সাধয়তি মাং যোগো ন সাংখ্যং ধর্ম্ম উদ্ধব। ন স্বাধ্যায়স্তপস্ত্যাগো যথাভক্তির্মমোর্জ্জিতা॥" শ্রীমদ্ভাগবতে সাধনভক্তির মধ্যে ক্রমনির্দ্দেশ কর্‌তে গিয়ে প্রথমে শ্রবণের কথা বলেছেন, তৎপর কীর্ত্তন, স্মরণ ইত্যাদি নয় প্রকার ভক্তির অনুশীলনের কথা বলেছেন। এই নয় প্রকার ভক্তির মধ্যে সর্ব্বোত্তম শ্রীনামসংকীর্ত্তন। ভগবানের নাম ও ভগবানেতে অর্থাৎ নাম ও নামীতে কোনও ভেদ নাই। এজন্য ভগবানের নামের আশ্রয়-দ্বারা ভগবান্‌কে পাওয়া যায়। শ্রীমন্মহাপ্রভু এই শ্রীনামসংকীর্ত্তন ধর্ম্ম প্রবর্ত্তন করেছেন। তিনি নিজে ব্যাকুলভাবে ভগবান্‌কে ডেকে জীবসাধারণকে ভগবৎ-প্রেমে উদ্বুদ্ধ করেছেন। তিনি ঝারিখণ্ডপথে প্রেমোন্মত্ত অবস্থায় এইভাবে ডেকেছিলেন—

"রাম! রাঘব! রাম! রাঘব! রাম! রাঘব! পাহি মাম্"
কৃষ্ণ! কেশব! কৃষ্ণ! কেশব! কৃষ্ণ! কেশব! রক্ষ মাম্॥"

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাধ্যক্ষ **ওঁ শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজ বিষ্ণুপাদ** তাঁহার অভিভাষণে বলেন—"আগামীকল্য শ্রীকৃষ্ণাবির্ভাব তিথি, এজন্য অদ্য অধিবাসবাসরে "ভগবদ্-প্রাপ্তির উপায়" বক্তব্য বিষয়রূপে নির্দ্ধারিত হয়েছে। আমার প্রথম প্রশ্ন—কেহ যদি বলেন ভগবান্‌ই মানি না। সুতরাং

তাঁর প্রাপ্তির উপায় সম্বন্ধে আলোচনা নিরর্থক। তদুত্তরে বলা হইতেছে—

ঈশ্বর মানাটা সর্ব্বজীবে স্বতঃসিদ্ধরূপেতে রয়েছে। আস্তিক, নাস্তিক সকলেই ঈশ্বর মানেন। যেখানে ঈশিতা বা ঐশ্বর্য্য, সেখানে স্বাভাবিকভাবে নতি স্বীকার সর্ব্বত্র রয়েছে। ছোট ছোট ঈশ্বর আমরা সকলেই মানি, সুতরাং পরমেশ্বর মানার মধ্যে কোনও অস্বাভাবিকতা নাই, বরং অধিক বিজ্ঞতারই পরিচায়ক। অগ্নিকে না মানলে অগ্নির কোনও ক্ষতি নাই, পক্ষান্তরে অগ্নিকে মানলে অগ্নির দ্বারা অনেক প্রকার কার্য্য সম্পন্ন করা যাবে, সুতরাং যে মানে তারই লাভ, উহা অধিক বিজ্ঞতার পরিচায়ক। ছোট ছোট ঈশ্বরকে আমরা দেখ্‌তে পাই, অতএব মানি ; পরমেশ্বরকে দেখ্‌তে পাই না, অতএব মানি না, যদি এই প্রকার তর্ক উত্থাপিত হয়, তার উত্তর— আমাদের সীমাবিশিষ্ট ক্ষণভঙ্গুর ইন্দ্রিয়ের দ্বারা আমরা কতটুকু বস্তুই বা উপলব্ধি করতে পারি। যে সকল বিষয় ক্ষুদ্র ইন্দ্রিয়ের দ্বারা উপলব্ধি হলো না তার অস্তিত্ব মানি না, একথা বলা কি যুক্তি সিদ্ধ হবে? এক এক প্রকার বিষয় বুঝ্‌বার এক এক প্রকার অধিকার বা যোগ্যতাকে অপেক্ষা করে। যতক্ষণ পর্য্যন্ত সে অধিকার বা যোগ্যতা অর্জ্জিত না হচ্ছে, ততক্ষণ পর্য্যন্ত আমরা সে বস্তু বিষয়ে জ্ঞানলাভ করতে পারি না। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যেতে পারে, আমি বহু প্রকার ভাষা জান্‌লেও যদি উর্দ্দু ভাষা জানা না থাকে তবে অন্য ভাষাজ্ঞানের দ্বারা উর্দ্দু ভাষা বুঝা যাবে না। নেত্র থাকা সত্ত্বেও যেমন উর্দ্দু ভাষার রূপ ও শক্তি অর্থাৎ অর্থ হৃদয়ঙ্গম হয় না, উর্দ্দু ভাষা শিক্ষারূপ পৃথক অধিকার বা যোগ্যতা অর্জ্জনকে অপেক্ষা করে। তদ্রূপ পরমেশ্বর উপলব্ধির যে অধিকার বা যোগ্যতা, তা' অর্জ্জিত না হওয়া পর্য্যন্ত যতপ্রকার পার্থিব যোগ্যতা বা জ্ঞান থাকুক না কেন আমরা তাঁকে বুঝ্‌তে, উপলব্ধি কর্‌তে সমর্থ হই না। পরমেশ্বর স্বতঃসিদ্ধ তত্ত্ববস্তু হওয়ায় তাঁতে প্রপত্তি ব্যতীত, তাঁর কৃপা ব্যতীত কেহই তাঁকে জান্‌তে, অনুভব করতে সমর্থ হয় না। অসীম সর্ব্বশক্তিমান্‌কে কেহ জেনেছে, বুঝেছে এ-কথা বল্লে অসীমের অসীমত্বের, সর্ব্বশক্তিমানের সর্ব্বশক্তিমত্তার হানি হয়। পক্ষান্তরে যদি অসীম সর্ব্বশক্তিমান্ নিজেকে জানাতে না পারেন, তা' হলেও তাঁর অসীমত্বের, সর্ব্বশক্তিমত্তার হানি হয়। এজন্য সিদ্ধান্ত দাঁড়াল এই—জীব নিজ চেষ্টায় ভগবান্‌কে জান্‌তে পারে না, বুঝ্‌তে পারে না, ভগবান্ কৃপা করে জানালে জান্‌তে পারে, বুঝ্‌তে পারে। প্রমাণ যথা কঠোপনিষদ্—"নায়মাত্মা প্রবচনেন লভ্যো, ন মেধয়া ন বহুনা শ্রুতেন। যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্যস্তস্যৈষ আত্মা বিবৃণুতে তনূং স্বাম্॥" এজন্য অশরণাগত ব্যক্তি যত প্রকার চেষ্টাই করুক না কেন তারা পরমেশ্বরের অস্তিত্ব উপলব্ধি করতে সমর্থ হয় না। অশরণাগত হিরণ্যকশিপু গদা হস্তে বিষ্ণুকে মারবার জন্য বহু অন্বেষণ করেও বিষ্ণুকে দেখ্‌তে পায় নাই ; কিন্তু শরণাগত ভক্ত প্রহ্লাদ বিষ্ণুর কৃপায় বিষ্ণুকে সর্ব্বত্র দেখ্‌তে পেয়েছিলেন।

কেহ কেহ বলেন ভগবানের আকার নাই, রূপ নাই, তাঁর নির্গুণ স্বরূপের আবির্ভাব নাই, মায়িক জগতে আবির্ভূত হতে হ'লে মায়ার গুণ নিয়েই তাঁকে আবির্ভূত হ'তে হয় ইত্যাদি। তদুত্তরে বলা হইতেছে—ভগবান্ কা'কে বলে, ভগবান্ শব্দের অর্থ কি? যাঁর 'ভগ' আছে তাঁকে ভগবান্ বলে। 'ভগ' শব্দের অর্থ শক্তি। শক্তিযুক্ত তত্ত্বকে ভগবান্ বলা হয়। শাস্ত্রে (বিষ্ণুপুরাণে) ভগবান্ শব্দের এরূপ অর্থ করা হয়েছে—সমগ্র ঐশ্বর্য্য, সমগ্র বীর্য্য, সমগ্র যশঃ, সমগ্র সৌন্দর্য্য, সমগ্র জ্ঞান ও সমগ্র বৈরাগ্য যে তত্ত্বে নিহিত র'য়েছে তাঁকে ভগবান্ বলে। যেহেতু ভগবান্ সর্ব্বশক্তিমান্, অসীম, সেহেতুই তিনি যে কোনও স্থানে যে কোনও রূপে আবির্ভূত হ'তে পারেন। যদি বলি পারেন না, তবে তাঁর সর্ব্বশক্তিমত্তার, অসীমত্বের হানি হয়। তিনি এটা পারেন, ওটা পারেন না, সর্ব্বশক্তিমান্ সম্বন্ধে এ প্রকার উক্তি প্রযোজ্য নহে। আমরা যে যে শক্তি ভগবানে দিব, সে সে শক্তি ভগবানে থাক্‌বে, অতিরিক্ত থাক্‌তে পারবে না ; যেন আমরাই পরমেশ্বর নির্ম্মাতা (god-maker), একে সর্ব্বশক্তিমান

মানা বলে না। আমাদের কল্পনার মধ্যে বা বাহিরে যত প্রকার শক্তি হ'তে পারে এবং আমাদের কল্পনারও অতীত শক্তিযুক্ত তত্ত্ব যিনি তিনিই ভগবান্, তাঁকে সর্ব্বশক্তিমান্ বলে। অসীমের পক্ষে কোন কিছুই অসম্ভব নহে। "কর্ত্তুমকর্ত্তুমন্যথা কর্ত্তুং যঃ সমর্থঃ সৈব ঈশ্বরঃ।" আমাদের অভিজ্ঞতায় আকার মাত্রই তিন dimension এর (লম্বা, চওড়া, উচ্চতা) অন্তর্গত—সীমাবিশিষ্ট। অসীমের আকার আছে বলা হ'লে, তাকে সীমাবিশিষ্ট করা হয় সুতরাং অসীমের কোনও আকার থাকতে পারে না, অসীম নিরাকার। সাধারণের মধ্যে এই প্রকার বিচারই সমাহৃত, প্রচলিত। কিন্তু অসীম আকারের মধ্যে থেকেও অসীম থাকতে পারেন। অসীমের এই অচিন্ত্য-শক্তি সাধারণ বুদ্ধিতে বোধের বিষয় হয় না। গণিত শাস্ত্রের সাধারণ পর্য্যায়ের জ্ঞানে আমরা জানি যে, "সমান্তরাল রেখা কখনও মিলিত হয় না।" (Parallel straight lines never meet) কিন্তু গণিত শাস্ত্রের উচ্চ স্তরে (Higher mathematics এ) জানা যাবে সমান্তরাল রেখা অসীমে মিলিত হয় (they meet at infinite)। অঙ্কশাস্ত্রের সাধারণ যোগ বিয়োগের জ্ঞানে এক হ'তে এক বাদ দিলে শূন্য অবশেষ থাকে। কিন্তু উচ্চ পর্য্যায়ে জানা যাবে অসীম হ'তে অসীম বাদ দিলে অসীমই অবশেষ থাকে। "ওঁ পূর্ণমদঃ পূর্ণমিদং পূর্ণাৎ পূর্ণমুদচ্যতে। পূর্ণস্য পূর্ণমাদায় পূর্ণমেবাবশিষ্যতে॥" শাস্ত্রের বহুস্থানে ভগবান্‌কে সাকার বলা হয়েছে, বহুস্থানে নিরাকার বলা হয়েছে। শাস্ত্র মান্‌তে হ'লে শাস্ত্রের দুই প্রকার উপদেশই মান্‌তে হবে। শাস্ত্রে অসঙ্গত কথা কিছুই নাই। সঙ্গতি কি-ভাবে হয় তা' বুঝবার চেষ্টা করতে হবে। ভগবান্‌কে নিরাকার বলার অর্থ, তাঁর কোনও প্রাকৃত আকার নাই; সাকার বলার অর্থ, তিনি অপ্রাকৃত আকারবিশিষ্ট। "অপাণিপাদঃ" শ্রুতি বর্জ্জে প্রাকৃত পাণি-চরণ। পুনঃ কহে, শীঘ্র চলে, করে সর্ব্বগ্রহণ॥" —চৈতন্যচরিতামৃত। অচিন্ত্যশক্তিযুক্ত অসীম ভগবানে সমস্ত বিরুদ্ধগুণের সামঞ্জস্য সম্ভব। যদি পূর্ব্ব পক্ষ করা হয়, ভগবান্ যখন মায়িক জগতে অবতীর্ণ হন তখন মায়ার ত্রিগুণকে অঙ্গীকার ক'রে মায়িক আকার নিয়েই অবতীর্ণ হন। সুতরাং ভগবানের যত স্বরূপ, অবতারাদি সবই মায়া-ময়; বড়জোর বলা যেতে পারে সাত্ত্বিক তনু। তদুত্তরে বলা হইতেছে—ভগবান্ নির্গুণ, তাঁর স্বরূপও নির্গুণ, কখনও মায়িক নহে। মায়া ভগবানের অধীন তত্ত্ব, ভগবান্ নির্গুণ স্বরূপেই মায়িক জগতে অবতীর্ণ হন, বদ্ধজীব মায়িক নেত্রে তাঁকে মায়াময় দেখে। নির্গুণ শুদ্ধপ্রেমনেত্রে ভগবানের নির্গুণ অপ্রাকৃত স্বরূপ দর্শনের বিষয় হয়। বুঝ্‌বার সুবিধার জন্য দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যেতে পারে, যেমন জেলখানায় কয়েদীদের জন্য এক প্রকার পোষাক পরিধানের নিয়ম আছে, কিন্তু যদি গভর্ণর তথায় পরিদর্শনের জন্য আসেন তবে তাঁকে কয়েদীর পোষাক পরিধান ক'রে যেতে হয় না, নিজের পোষাকেই যেতে পারেন। তদ্রূপ এই মায়িক কারাগারে ভগবান্ যখন আসেন তখন তাঁকে মায়িক বদ্ধজীবের পোষাক গুণময় শরীর নিয়ে আস্‌তে হয় না, নিজ নির্গুণ স্বরূপেই তিনি আসেন—যান। এমনকি ভক্তগণও তাঁদের নির্গুণ স্বরূপে আসেন—যান। "প্রাকৃত করিয়া মানে বিষ্ণু কলেবর। বিষ্ণুনিন্দা আর নাহি ইহার উপর॥"

ভগবান্‌কে আমরা কি ক'রে পেতে পারি। ভগবান্ অসমোর্দ্ধ তত্ত্ব। তিনি পূর্ণ, অসীম, তাঁর সমান বা অধিক কোন বস্তু দৃষ্ট হয় না। "ন তস্য কার্য্যং করণঞ্চ বিদ্যতে ন তৎসমশ্চাভ্যধিকশ্চ দৃশ্যতে। পরাস্য শক্তির্বিবিধৈব শ্রূয়তে স্বাভাবিকী জ্ঞান-বল-ক্রিয়া চ॥" (শ্বেতাশ্বঃ ৬।৮)। যাঁর সমান বা অধিক কোন বস্তু দৃষ্ট হয় না, তাঁকে পাবার উপায় তিনি ছাড়া বা তাঁর ইচ্ছা ছাড়া অন্য কোনও উপায় স্বীকৃত হ'তে পারে না। যদি ভগবদিচ্ছা ছাড়া অন্য উপায় আছে স্বীকৃত হয়, তা' হলে সে উপায়টী ভগবানের সমান হবে, অথবা তদাপেক্ষা অধিক হবে। কিন্তু ভগবানের সমান বা অধিক কোন বস্তুর কল্পনা হ'তে পারে না। যার যেটা মত সেটাই ভগবৎপ্রাপ্তির উপায় কখনও স্বীকৃত হ'তে পারে না, কারণ ভগবান্ কা'রও অধীন

তত্ত্ব নন। ভগবদিচ্ছার দ্বারা ভগবানকে পেলে ভগবানের অসমোর্দ্ধত্বের বা ভগবত্তার হানি হয় না। ভগবদিচ্ছানুবর্ত্তন অর্থ ভগবৎপ্রীতির অনুবর্ত্তন। উহারই অপর নাম ভক্তি। 'ভজ' ধাতু হতে ভক্তি শব্দ নিষ্পন্ন হয়েছে। 'ভজ' ধাতুর অর্থ সেবা। সেবার অর্থ সেব্যের প্রীতিবিধান। সেব্যের ইচ্ছানুবর্ত্তনের দ্বারাই সেব্যের প্রীতি হয়। সুতরাং ভগবৎপ্রাপ্তির একমাত্র উপায় শুদ্ধা প্রীতি বা ভক্তি। "ভক্ত্যাহমেকয়া গ্রাহ্যঃ শ্রদ্ধয়াত্মা প্রিয়ঃ সতাম্। ভক্তিঃ পুনাতি মন্নিষ্ঠা শ্বপাকানপি সম্ভবাৎ॥" (ভাগবত)। কৃষ্ণ উদ্ধবকে বলেছেন—একমাত্র ভক্তি দ্বারাই তাঁকে গ্রহণ করা যেতে পারে। "ভক্তিরেবৈনং নয়তি ভক্তিরেবৈনং দর্শয়তি ভক্তিবশঃ পুরুষো ভক্তিরেব ভূয়সী।" (মাঠর শ্রুতিবচন)। ভক্তিই ভগবানের নিকট নিয়ে যায়, ভক্তিই ভগবানকে দেখায়। পরমপুরুষ ভক্তিবশ। অতএব ভক্তিই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ।

উপরাষ্ট্রপতির শুভেচ্ছা জ্ঞাপন

নয়াদিল্লী ভারতসরকার সচিবালয়ে মহামান্য উপরাষ্ট্রপতি শ্রী বি, ডি জাত্তি মহোদয়কে আমাদের কলিকাতাস্থ শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের বার্ষিক শ্রীজন্মাষ্টমী উৎসব উপলক্ষে অনুষ্ঠিত ধর্ম্মসভায় যোগদানার্থ আমন্ত্রণ জানান হইয়াছিল, তিনি বিশেষ সৌজন্য সহকারে তাঁহার শুভেচ্ছা জ্ঞাপন পূর্ব্বক লিখিয়াছেন—

Dear Secretary,

I thank you very much for inviting me to participate in the Religious Conference & Devotional Functions organised by you from 5th to 10th September, 1977. I am sure this Conference and the Functions went off well.

Yours Sincerely,

(Sd) B. D. Jatti
Vice-President, India.
New Delhi--Sept. 12, 1977
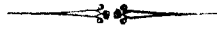
গোয়ালপাড়া শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠে শ্রীঝুলন ও জন্মাষ্টমী উৎসব

আসামপ্রদেশস্থ গোয়ালপাড়া জেলার গোয়ালপাড়া সহরস্থ শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠে শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের ঝুলন ও শ্রীকৃষ্ণজন্মাষ্টমী উৎসব বিবিধ ভক্ত্যঙ্গানুষ্ঠানসহ বিপুল সমারোহে সুসম্পন্ন হইয়াছে।

শ্রীঝুলন উপলক্ষে মঠের অধিষ্ঠাতৃ শ্রীবিগ্রহ শ্রীরাধাদামোদর জীউর আলোকসজ্জায় সুসজ্জিত বিরাট্ সিংহাসনে হিন্দোললীলা দর্শনে সাধু ভক্তসন্ন্যাসী তথা অগণিত নরনারী নিজদিগকে কৃতকৃতার্থ জ্ঞান করিয়াছেন। শ্রীভগবল্লীলা-উদ্দীপক ১১টী বিভিন্ন লীলার প্রদর্শনী হইয়াছিল। মঠবাসী ব্রহ্মচারিগণ দর্শনার্থী সকলকে ঐসকল লীলার তাৎপর্য্য বুঝাইয়া দেওয়ার ফলে সকলেই আগ্রহের সহিত দর্শন করিয়াছেন।

শ্রীকৃষ্ণজন্মাষ্টমী উপলক্ষে ৫ সেপ্টেম্বর হইতে ৭ সেপ্টেম্বর পর্য্যন্ত তিনটি ধর্ম্মসভার ব্যবস্থা হইয়াছিল। বক্তা

বিষয় ছিল যথাক্রমে—'যুগধর্ম্ম শ্রীহরিনাম', 'শ্রীকৃষ্ণ-তত্ত্ব' ও 'ভক্তাধীন ভগবান্'।

অধিকাংশ লোকই সপ্তমী বিদ্ধা অষ্টমী তিথিটিকেই পালন করিয়াছেন। কেন্দ্রীয় গভর্ণমেণ্ট ঐ দিনেই অফিসাদি ছুটি দিয়াছেন। ১৯ ভাদ্র সোমবার অষ্টমী-তিথিতে মধ্যরাত্রে রোহিণীনক্ষত্রের যোগ থাকিলেও ঐদিবস সকাল ৫।৫৯ মিঃ পর্য্যন্ত সপ্তমী সংযোগ থাকায় উহাতে উপবাস শাস্ত্রসম্মত নহে। "কৃষ্ণাষ্টম্যাং ভবেদ্ যত্র কলৈকা রোহিণী নৃপাঃ। জয়ন্তী নাম স জ্ঞেয়া উপোষ্যা সা প্রযত্নতঃ॥" (বিষ্ণুপুরাণ)। "কিং পুনর্বুধবারেণ সোমেনাপি বিশেষতঃ। কিং পুনর্নবমীযুক্তা কুলকোট্যাস্তু মুক্তিদা॥" (পদ্মপুরাণ) ইত্যাদি শাস্ত্র বাক্যানুসারে দিনটি বা তিথিটি পালনীয় হইলেও "বর্জ্জনীয়া প্রযত্নেন সপ্তমীসহিতাষ্টমী। সঋক্ষাপি ন কর্ত্তব্যা সপ্তমী সংযুতাষ্টমী॥" (ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণ)। "পঞ্চগব্যং যথা শুদ্ধং ন গ্রাহ্যং মদ্যসংযুতম্। রবিবিদ্ধা তথা ত্যাজ্যা রোহিণী-সহিতা যদি॥" "বিনা ঋক্ষেন কর্ত্তব্যা নবমী-সংযুতাষ্টমী। সঋক্ষাপি ন কর্ত্তব্যা সপ্তমী-সংযুতাষ্টমী॥ তস্মাৎ সর্ব্ব প্রযত্নেন ত্যাজ্যমেবাশুভং বুধৈঃ। বেধে পুণ্যক্ষয়ং যাতি তমঃ সূর্য্যোদয়ে যথা॥" (পদ্মপুরাণ)। এইসকল শাস্ত্রবাক্যানুসারে মঠবাসী ভক্ত ও মঠাশ্রিত গৃহস্থ ভক্তগণ ৬ সেপ্টেম্বর মঙ্গলবারই ব্রতোপবাসাদি পালন করিয়াছেন। সাত্বত শাস্ত্রীয় বিচার সম্বন্ধে অনভিজ্ঞ জনসাধারণকে আমাদিগকে কৈফিয়ৎ দিতে হইয়াছে।

শ্রীজন্মাষ্টমী দিবসে প্রাতঃকাল হইতে রাত্রি ২-৩০মিঃ পর্য্যন্ত মঠপ্রাঙ্গণ ও মঠের চতুষ্পার্শ্ববর্ত্তী স্থানসমূহের আকাশ বাতাস শ্রীহরিকথা ও শ্রীহরিনাম-সংকীর্ত্তনে মুখরিত ছিল। কার্য্যক্রম যথা—প্রাতে 'প্রভাতফেরী' — নগর-সংকীর্ত্তন, পরে সমগ্রদিবসব্যাপী ১০ম স্কন্ধ ভাগবত পারায়ণ, সন্ধ্যারতির পর 'শ্রীকৃষ্ণতত্ত্ব' বিষয়ক আলোচনার্থ ধর্ম্মসভার অধিবেশন, রাত্রি ১১টার পর শ্রীকৃষ্ণের জন্মলীলা পাঠ, মধ্যরাত্রে শ্রীবিগ্রহ শ্রীশালগ্রামের মহাভিষেক, পূজা, ভোগরাগ ও আরতি, তৎপরে উপস্থিত সজ্জন-ভক্ত-মণ্ডলীকে প্রসাদী ফল-মূল ও অনুকল্পের দ্রব্যাদি দেওয়া হয়। পরদিবস শ্রীনন্দোৎসবে বেলা ১-৩০মিঃ হইতে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত আহূত অনাহূত সকলকেই জাতিবর্ণ-নির্ব্বিশেষে মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হয়।

মঠরক্ষক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিললিত গিরি মহারাজের সর্ব্বতোমুখী তত্ত্বাবধানে ও মঠবাসী বৈষ্ণববৃন্দের অক্লান্ত সেবাচেষ্টায় শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গ-কৃপাক্রমে শ্রীমঠের শ্রীঝুলন ও জন্মাষ্টমী উৎসব নির্ব্বিঘ্নে সুষ্ঠুরূপেই সম্পন্ন হইয়াছেন। শ্রীউপানন্দ দাসাধিকারী ও শ্রীবৈকুণ্ঠ দাসাধিকারীর বাংলা ও হিন্দী কীর্ত্তন বিভিন্ন তালে সুরে কীর্ত্তিত হওয়ায় শ্রোতৃবৃন্দ খুবই আনন্দ লাভ করিয়াছেন। তাঁহাদের কীর্ত্তন সত্যই চিত্তাকর্ষক ও হৃদয়স্পর্শী। শ্রীনন্দোৎসব দিবসে রন্ধন-কার্য্যে শ্রীজগবন্ধু দাসাধিকারী প্রভুর অক্লান্ত সেবা-চেষ্টা সবিশেষ উল্লেখ যোগ্য। ইহা ব্যতীত গৃহস্থ ভক্তগণ ও (বরদামাল, আগিয়া, দেপালচুংবাসী) প্রাণ, অর্থ, বাক্য ও বুদ্ধির দ্বারা নিষ্কপট সেবা করিয়া শ্রীহরি-গুরু-বৈষ্ণবের প্রচুর কৃপা-ভাজন হইয়াছেন। করুণাময় শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ তাঁহাদের হৃদয়ে সেবা-চেষ্টা উত্তরোত্তর সম্বর্দ্ধন করিয়া তাঁহাদিগকে আত্মসাৎ করুন, ইহাই প্রার্থনা।

পরলোকে শ্রীশরৎকুমার নাথ

আসাম প্রদেশস্থ গোয়ালপাড়া জেলান্তর্গত গোয়ালপাড়াস্থ-শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠের জমি ও বাড়ী প্রদাতা বদান্যবর শ্রীযুক্ত শরৎ কুমার নাথ মহাশয় গত ২রা শ্রাবণ, (১৩৮৪), ইং ১৮ জুলাই (১৯৭৭) সোমবার শুক্লা দ্বিতীয়া তিথিতে শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের রথযাত্রা এবং শ্রীল স্বরূপ দামোদর গোস্বামী ও শ্রীল শিবানন্দ সেন প্রভুদ্বয়ের তিরোভাবতিথিপূজাবাসরে প্রত্যূষে তাঁহার বল্‌বলার নিকটবর্ত্তী সুন্দরপুর-কোকিরা গ্রামস্থ নিজ বাসভবনে শ্রীভগবৎপাদপদ্ম স্মরণ করিতে করিতে দেহরক্ষা করিয়াছেন। প্রয়াণকালে তাঁহার বয়ঃক্রম ৯০ বৎসরের কাছাকাছি বলিয়া অনুমিত হয়। শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-রাধাদামোদর-জিউর শ্রীমন্দির ও শুদ্ধ-ভক্তি-প্রচারকেন্দ্র সংস্থাপনার্থ ভূমিদানরূপ মহাসুকৃতিফলে তাঁহার মহাপ্রস্থান পরম পবিত্রদিবসে উষঃকালেই সংঘটিত হইয়াছে। আমরা শ্রীভগবচ্চরণে তাঁহার পরলোকগত আত্মার নিত্যকল্যান প্রার্থনা করিতেছি।

নিয়মাবলী

১। "শ্রীচৈতন্য-বাণী" প্রতি বাঙ্গালা মাসের ১৫ তারিখে প্রকাশিত হইয়া দ্বাদশ মাসে দ্বাদশ সংখ্যা প্রকাশিত হইয়া থাকেন। ফাল্গুন মাস হইতে মাঘ মাস পর্য্যন্ত ইহার বর্ষ গণনা করা হয়।

২। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৬'০০ টাকা, ষাণ্মাসিক ৩'০০ টাকা, প্রতি সংখ্যা '৫০ পঃ। ভিক্ষা ভারতীয় মুদ্রায় অগ্রিম দেয়।

৩। পত্রিকার গ্রাহক যে কোন সংখ্যা হইতে হওয়া যায়। জ্ঞাতব্য বিষয়াদি অবগতির জন্য কার্য্যাধ্যক্ষের নিকট পত্র ব্যবহার করিয়া জানিয়া লইতে হইবে।

৪। শ্রীমন্মহাপ্রভুর আচরিত ও প্রচারিত শুদ্ধভক্তিমূলক প্রবন্ধাদি সাদরে গৃহীত হইবে। প্রবন্ধাদি প্রকাশিত হওয়া সম্পাদক-সঙ্ঘের অনুমোদন সাপেক্ষ। অপ্রকাশিত প্রবন্ধাদি ফেরৎ পাঠাইতে সঙ্ঘ বাধ্য নহেন। প্রবন্ধ কালিতে স্পষ্টাক্ষরে একপৃষ্ঠায় লিখিত হওয়া বাঞ্ছনীয়।

৫। পত্রাদি ব্যবহারে গ্রাহকগণ গ্রাহক-নম্বর উল্লেখ করিয়া পরিষ্কারভাবে ঠিকানা লিখিবেন। ঠিকানা পরিবর্ত্তিত হইলে এবং কোন সংখ্যা ঐ মাসের শেষ তারিখের মধ্যে না পাইলে কার্য্যাধ্যক্ষকে জানাইতে হইবে। তদন্যথায় কোনও কারণেই পত্রিকার কর্ত্তৃপক্ষ দায়ী হইবেন না। পত্রোত্তর পাইতে হইলে রিপ্লাই কার্ডে লিখিতে হইবে।

৬। ভিক্ষা, পত্র ও প্রবন্ধাদি কার্য্যাধ্যক্ষের নিকট নিম্নলিখিত ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে।

কার্য্যালয় ও প্রকাশস্থান :—

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ

৩৫, সতীশ মুখার্জ্জী রোড, কলিকাতা-২৬, ফোন-৪৬-৫৯০০।

শ্রীগৌড়ীয় সংস্কৃত বিদ্যাপীঠ

প্রতিষ্ঠাতা—শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাধ্যক্ষ পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিযতি শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজ।

স্থান :—শ্রীগঙ্গা ও সরস্বতীর (জলঙ্গী) সঙ্গমস্থলের অতীব নিকটে শ্রীগৌরাঙ্গদেবের আবির্ভাবভূমি শ্রীধাম-মায়াপুরান্তর্গত তদীয় মাধ্যাহ্নিক লীলাস্থল শ্রীঈশোদ্যানস্থ শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ।

উত্তম পারমার্থিক পরিবেশ। প্রাকৃতিক দৃশ্য মনোরম ও মুক্ত জলবায়ু পরিষেবিত অতীব স্বাস্থ্যকর স্থান।

মেধাবী যোগ্য ছাত্রদিগের বিনা ব্যয়ে আহার ও বাসস্থানের ব্যবস্থা করা হয়। আদর্শ চরিত্র অধ্যাপক অধ্যাপনার কার্য্য করেন। বিস্তৃত জানিবার নিমিত্ত নিম্নে অনুসন্ধান করুন।

(১) প্রধান অধ্যাপক, শ্রীগৌড়ীয় সংস্কৃত বিদ্যাপীঠ
ঈশোদ্যান, পোঃ শ্রীমায়াপুর, জিঃ নদীয়া

(২) সম্পাদক, শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ
৩৫, সতীশ মুখার্জ্জী রোড, কলিকাতা-২৬

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় বিদ্যামন্দির

৮৬এ, রাসবিহারী এভিনিউ, কলিকাতা-২৬

শিশুশ্রেণী হইতে ৯ম শ্রেণী পর্য্যন্ত ছাত্রছাত্রী ভর্ত্তি করা হয়। শিক্ষাবোর্ডের অনুমোদিত পুস্তক-তালিকা অনুসারে শিক্ষার ব্যবস্থা আছে এবং সঙ্গে সঙ্গে ধর্ম্ম ও নীতির প্রাথমিক কথা ও আচরণগুলিও শিক্ষা দেওয়া হয়। বিদ্যালয় সম্বন্ধীয় বিস্তৃত নিয়মাবলী উপরি উক্ত ঠিকানায় কিংবা শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ৩৫, সতীশ মুখার্জ্জি রোড, কলিকাতা-২৬ ঠিকানায় জ্ঞাতব্য। ফোন নং ৪৬-৫৯০০।

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ হইতে প্রকাশিত গ্রন্থাবলী

(১) প্রার্থনা ও প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা— শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর রচিত—ভিক্ষা '৭০

(২) শরণাগতি—শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর রচিত— ,, '৭০

(৩) কল্যাণকল্পতরু ,, ,, ,, ,, '৮০

(৪) গীতাবলী ,, ,, ,, ,, '৭০

(৫) গীতমালা ,, ,, ,, ,, '৮০

(৬) জৈবধর্ম্ম ,, ,, ,, ,, যন্ত্রস্থ

(৭) মহাজন-গীতাবলী (১ম ভাগ)—শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর রচিত ও বিভিন্ন মহাজনগণের রচিত গীতিগ্রন্থসমূহ হইতে সংগৃহীত গীতাবলী— ভিক্ষা ১'৫০

(৮) মহাজন-গীতাবলী (২য় ভাগ) ঐ ,, ১'০০

(৯) শ্রীশিক্ষাষ্টক—শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমহাপ্রভুর স্বরচিত (টীকা ও ব্যাখ্যা সম্বলিত)— ,, '৫০

(১০) উপদেশামৃত—শ্রীল শ্রীরূপ গোস্বামী বিরচিত (টীকা ও ব্যাখ্যা সম্বলিত)— ,, '৬২

(১১) শ্রীশ্রীপ্রেমবিবর্ত—শ্রীল জগদানন্দ পণ্ডিত বিরচিত — ,, ১'২৫

(১২) SREE CHAITANYA MAHAPRABHU, HIS LIFE AND PRECEPTS ; by THAKUR BHAKTIVINODE — Re. 1.00

(১৩) শ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীমুখে উচ্চ প্রশংসিত বাঙ্গালা ভাষার আদি কাব্যগ্রন্থ — শ্রীশ্রীকৃষ্ণবিজয় — — — ভিক্ষা ৬'০০

(১৪) ভক্ত-ধ্রুব—শ্রীমদ্ ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ সঙ্কলিত— — ,, ১'৫০

(১৫) শ্রীবলদেবতত্ত্ব ও শ্রীমন্মহাপ্রভুর স্বরূপ ও অবতার— ডাঃ এস্, এন্ ঘোষ প্রণীত — ,, ১'৫০

(১৬) শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা [শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তীর টীকা, শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের মর্ম্মানুবাদ, অন্বয় সম্বলিত] — — ,, ১০'০০

(১৭) প্রভুপাদ শ্রীশ্রীল সরস্বতী ঠাকুর (সংক্ষিপ্ত চরিতামৃত) — ,, '২৫

(১৮) একাদশীমাহাত্ম্য — — — ,, ২'০০

অতিমর্ত্ত্য বৈরাগ্য ও ভজনের মূর্ত্ত আদর্শ—

(১৯) গোস্বামী শ্রীরঘুনাথ দাস — শ্রীশান্তি মুখোপাধ্যায় প্রণীত — ,, ২'৫০

দ্রষ্টব্য:— ভিঃ পিঃ যোগে কোন গ্রন্থ পাঠাইতে হইলে ডাকমাশুল পৃথক্ লাগিবে।

প্রাপ্তিস্থান :— কার্য্যাধ্যক্ষ, গ্রন্থবিভাগ, ৩৫, সতীশ মুখার্জ্জী রোড, কলিকাতা-২৬

মুদ্রণালয় :—

শ্রীচৈতন্যবাণী প্রেস, ৩৪।১এ, মহিম হালদার ষ্ট্রীট, কালীঘাট, কলিকাতা-২৬

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

একমাত্র-পারমার্থিক মাসিক

শ্রীচৈতন্য-বাণী

১৭শ বর্ষ * কার্ত্তিক — ১৩৮৪ * ৯ম সংখ্যা

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, পল্টনবাজার, গৌহাটী

সম্পাদক

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ

প্রতিষ্ঠাতা :—

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাধ্যক্ষ পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিযতি শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজ

সম্পাদক-সঙ্ঘপতি :—

পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রমোদ পুরী মহারাজ

সহকারী সম্পাদক-সঙ্ঘ :—

১। মহোপদেশক শ্রীকৃষ্ণানন্দ দেবশর্মা ভক্তিশাস্ত্রী, সম্প্রদায়বৈভবাচার্য্য।

২। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিসুহৃদ্ দামোদর মহারাজ। ৩। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিবিজ্ঞান ভারতী মহারাজ।

৪। শ্রীবিভুপদ পণ্ডা, বি-এ, বি-টি, কাব্য-ব্যাকরণ-পুরাণতীর্থ, বিদ্যানিধি।

৫। শ্রীচিন্তাহরণ পাটগিরি, বিদ্যাবিনোদ

কার্য্যাধ্যক্ষ :—

শ্রীজগমোহন ব্রহ্মচারী, ভক্তিশাস্ত্রী।

প্রকাশক ও মুদ্রাকর :—

মহোপদেশক শ্রীমঙ্গলনিলয় ব্রহ্মচারী, ভক্তিশাস্ত্রী, বিদ্যারত্ন, বি, এস্-সি

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, তৎশাখা মঠ ও প্রচারকেন্দ্রসমূহ :—

মূল মঠ :—

১। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ঈশোদ্যান, পোঃ শ্রীমায়াপুর (নদীয়া)

প্রচারকেন্দ্র ও শাখামঠ :—

২। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ৩৫, সতীশ মুখার্জ্জি রোড, কলিকাতা-২৬। ফোন : ৪৬-৫৯০০

৩। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ৮৬এ, রাসবিহারী এভিনিউ, কলিকাতা-২৬

৪। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, গোয়াড়ী বাজার, পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

৫। শ্রীশ্যামানন্দ গৌড়ীয় মঠ, পোঃ ও জেঃ মেদিনীপুর

৬। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, মথুরা রোড, পোঃ বৃন্দাবন (মথুরা)

৭। শ্রীবিনোদবাণী গৌড়ীয় মঠ, ৩২, কালীয়দহ, পোঃ বৃন্দাবন (মথুরা)

৮। শ্রীগৌড়ীয় সেবাশ্রম, মধুবন মহোলি, পোঃ কৃষ্ণনগর, জেঃ মথুরা

৯। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, দেওয়ান দেউড়ী, হায়দ্রাবাদ-২ (অন্ধ্র প্রদেশ) ফোন : ৪৬০০১

১০। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, পল্টন বাজার, পোঃ গৌহাটী-৮ (আসাম) ফোন : ৭১৭০

১১। শ্রীগৌড়ীয় মঠ, পোঃ তেজপুর (আসাম)

১২। শ্রীল জগদীশ পণ্ডিতের শ্রীপাট, পোঃ যশড়া, ভায়া চাকদহ (নদীয়া)

১৩। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, পোঃ ও জিলা গোয়ালপাড়া (আসাম)

১৪। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, সেক্টর—২০বি, পোঃ চণ্ডীগড়—২০ (পাঞ্জাব) ফোন : ২৩৭৮৮

১৫। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, গ্র্যাণ্ড রোড, পোঃ পুরী (উড়িষ্যা)

১৬। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, শ্রীজগন্নাথ মন্দির, পোঃ আগরতলা (ত্রিপুরা)

১৭। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, গোকুল মহাবন, পোঃ মহাবন, জিলা—মথুরা

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের পরিচালনাধীন :—

১৮। সরভোগ শ্রীগৌড়ীয় মঠ, পোঃ চক্‌চকাবাজার, জেঃ কামরূপ (আসাম)

১৯। শ্রীগদাই গৌরাঙ্গ মঠ পোঃ বালিয়াটী, জেঃ ঢাকা (বাংলাদেশ)

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

"চেতোদর্পণমার্জ্জনং ভব-মহাদাবাগ্নি-নির্ব্বাপণং
শ্রেয়ঃ কৈরবচন্দ্রিকাবিতরণং বিদ্যাবধূজীবনম্।
আনন্দাম্বুধিবর্দ্ধনং প্রতিপদং পূর্ণামৃতাস্বাদনং
সর্ব্বাত্মস্নপনং পরং বিজয়তে শ্রীকৃষ্ণসংকীর্ত্তনম্॥"

১৭শ বর্ষ | শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, কার্ত্তিক, ১৩৮৪ | ৯ম সংখ্যা
৬ দামোদর, ৪৯১ শ্রীগৌরাব্দ; ১৫ কার্ত্তিক, মঙ্গলবার; ১ নভেম্বর, ১৯৭৭

ঐকান্তিক ও ব্যভিচারী

[ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুর]

"একলা ঈশ্বর কৃষ্ণ আর সব ভৃত্য।
যারে যৈছে নাচায় সে তৈছে করে নৃত্য॥"

একটি মাত্র অস্ত যাঁহার তিনি ঐকান্তিক বা ভক্ত-ভৃত্য। একটি বলিতে সংখ্যাগত যাবতীয় নানাত্বের বিপরীতভাব প্রকাশ করে। শ্রীগীতায় ভগবান্ বলিয়াছেন,

ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধিরেকেহ কুরুনন্দন।"
"বহুশাখা হ্যনন্তাশ্চ বুদ্ধয়োঽব্যবসায়িনাম্।

হে অর্জ্জুন একমাত্র ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধি করিবে; অব্যবসায়িগণ নানাপ্রকার বুদ্ধি দ্বারা চালিত হইয়া অসংখ্য বিষয় সৃষ্টি করে। লক্ষ্যবস্তু এক না হইয়া বহু বা দুই হইলে দুই নৌকায় দুই পা দিলে অকল্যাণ প্রসব করে। ঐকান্তিকতার অভাবে জীব বহু বিষয়ে আসক্ত হইয়া ব্যভিচারী হন। ব্যভিচার আচারের অপব্যবহার; লক্ষ্যভ্রষ্ট জীবের তাহাই উপাস্য। অসংযত ব্যক্তিগণ বহুলক্ষ্যের পশ্চাৎ ধাবমান্ হইয়া কোন বস্তুই লাভ করিতে পারেন না। যেখানে স্বজাতীয় আশয়ে স্নিগ্ধ ব্যক্তিগণ সমবেত না হন সেইখানেই বিষম জাতীয় সংহতিতেই ব্যভিচার।

অদ্বয়জ্ঞান ভগবান্, পরমাত্মা ও ব্রহ্ম একই বস্তু কিন্তু ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধির অভাবে ব্যভিচারক্রমে সেই বস্তু বিভিন্ন বলিয়া উপলব্ধ হয়। ঐকান্তিকতার অভাবই এই ব্যভিচার আনয়ন করে। আবার এই প্রকার ব্যভিচার পোষণ করিয়াও কাল্পনিক পঞ্চদেবতার উপাসকবৃন্দ বিবর্ত্তবাদ অবলম্বন পূর্ব্বক একমাত্র নির্ব্বিশেষ ব্রহ্ম কল্পনা করেন। বহ্বীশ্বরবাদের ব্যভিচার হইতে রক্ষা পাইতে গেলে একমাত্র নির্ব্বিশেষ কল্পনাই ঐকান্তিকতা পোষণ করে। ঐকান্তিকতার অভাবে একজ্ঞানের পরিবর্ত্তে পাঁচ প্রকার কৃষ্ণেতর বাহ্যলক্ষণে লক্ষ্যীভূত বস্তুকে ঈশ্বর স্বীকার ও তাহাদের ঈশ্বরত্বের বিলোপ সাধন করিয়া বস্তন্তরকে অদ্বয়জ্ঞানে পর্য্যবসিত করিলে ঈশ্বরগুলির বিশেষত্ব ধ্বংস হয়, সেই কালে কৃষ্ণেতর বাহ্যদর্শন জন্য পঞ্চোপাসনাগত ব্যভিচার আর থাকিতে পারে না। একজন সেবক যেরূপ বহু প্রভুর সেবা করিতে অসমর্থ, তদ্রূপ ঐকান্তিক, বহ্বীশ্বরবাদের প্রশ্রয় দেন না। ব্যভিচারের প্রশ্রয় দিলে উদারতা হয় যাঁহারা বলেন তাঁহারা কখনই অসাম্প্রদায়িক হইতে পারেন না। উপাস্য-বস্তু কখনই বহু হইতে পারেন না। অনুরাগের অভাব হইতে বিরোধের স্বভাব হইতে বহ্বীশ্বরের প্রবর্ত্তন। শ্রীমদ্ভাগবত বলেন,—

'ভয়ং দ্বিতীয়াভিনিবেশতঃ
স্যাদীশাদপেতস্য বিপর্য্যয়োঽস্মৃতিঃ।

অদ্বয় কৃষ্ণজ্ঞান হইতে ভ্রষ্ট হইয়াই মানব দ্বিতীয় বস্তুতে অভিনিবিষ্ট হন। এই অভিনিবেশই তাঁহাকে অভয়প্রদ ঐকান্তিকতা হইতে বিস্মরণ করাইয়া ভয়-রূপ ব্যভিচারের হস্তে নিক্ষেপ করেন। ঐকান্তিকগণের উপাস্যবস্তুকে বহুজ্ঞান হইলে ভয়ের উৎপত্তি। বিষয়ের বহুত্বজ্ঞানই ভয়ের কারণ। সচ্চিদানন্দ বিগ্রহ পরমেশ্বর কৃষ্ণই একমাত্র বিষয়। যাঁহারা লক্ষ্যভ্রষ্ট হইয়া ব্যভিচার-কামনাক্রমে কামনানুসারে নিজ নিজ কাম পুষ্টি জন্য সূর্য্য, গণেশ, শক্তি ও রুদ্র উপাসনা প্রবর্ত্তন করেন, তাঁহারাই বহ্বীশ্বরবাদী ও ব্যভিচারী। ভগবৎতত্ত্ব হইতেই বিমুখতাক্রমে বাহ্যবিচার ও বাহ্যদর্শন দ্বারা পঞ্চদেবতার কল্পনা হয়। বহুকামনার হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাইলে জীব কৃষ্ণকাম বা অদ্বয়জ্ঞান লাভ করেন। সেকালে তাঁহার বাসনাবশে বিভিন্ন উপাসনা থাকে না। ব্যভিচারিসম্প্রদায় এই যুক্তাবস্থাকেও গর্হণ করিতে পশ্চাৎপদ হন না। ব্যভিচারিরদল বলেন, কৃষ্ণভক্তগণ স্বার্থপর ও ব্যক্তিগত স্বার্থে বিজড়িত, তাঁহারা ভগবান্‌কে ব্যক্তিগত (Personal) করিতে ব্যগ্র। সুতরাং ঐকান্তিক ভক্তের সহিত গণেশ পূজ-কের মতভেদ আছে। গণেশ পূজা করিলে অর্থসিদ্ধি অবশ্যম্ভাবী কিন্তু কৃষ্ণপূজা করিলে পার্থিব অর্থকে অনর্থ জ্ঞান হইয়া যায়। তাহা হইলে আর জড়ের ব্যক্তিগত স্বার্থ স্বার্থপরের চমৎকারিতা পোষণ করে না। জড়ার্থকামী ব্যভিচারীদল পঞ্চোপাসনার প্রতি আদর করিয়া ঐকান্তিকতা বিনাশ করে এবং ঐকান্তিক কৃষ্ণভক্তকে তাহারই ন্যায় ব্যক্তিগত জড়স্বার্থের দাস বলিয়া মনে করে। কিন্তু এস্থলে বিচার্য্য বিষয় এই যে, কৃষ্ণ বস্তুটি জড়ের অন্যতম নহে। কৃষ্ণদাস্যে যে ঐকান্তিকতা ও স্বার্থপরতা ব্যভিচারীদল দেখিতে পান, উহা তাহাদিগের ন্যায় হেয়-পূর্ণ স্বার্থপরতা নহে। গণেশ পূজকের স্বার্থ অর্থালিপ্সা। তাদৃশ অর্থের দ্বারা কৃষ্ণৈক-শরণের স্বার্থ বিলোপসাধন ও নিজ ইন্দ্রিয় তর্পণাদি ঘটে। অনন্য কৃষ্ণভক্তের কৃষ্ণপূজা, অনন্য কৃষ্ণভক্তের ইন্দ্রিয়তর্পণ ও ব্যক্তিগত ঘৃণিতস্বার্থ এক নহে। গণেশ পূজক তাহা বুঝিতে না পারিয়া মনে করেন যে, জগৎ পঞ্চায়েতী শাসনে প্রতিষ্ঠিত হওয়াই উচিত। ভক্ত-গণের ঐকান্তিকতা ঘুচাইয়া দিয়া আমরা পাঁচজনে ভোট দিয়া ব্যভিচার আনয়ন করিব। জড়জগতে পাঁচের অধিকার থাকুক কিন্তু ঐকান্তিকতা ও অনু-রাগের স্বরূপ যাঁহারা বুঝিয়াছেন তাঁহারা নানাত্ব, বহুত্ব ও সাধারণী ভাবের আদর না করিয়া ভগবান্ আমারই স্বায়ত্তীকৃত বস্তু ইহাতে ব্যভিচারীর, সাধারণের বা অন্যের স্বরূপতঃ কোন অংশ নাই জানেন। ঐকা-ন্তিকতার মধ্যে অপরের কোন অংশ থাকিতে পারে না। ঐকান্তিক ভক্ত একক সেবা পরায়ণ আবার তাঁহার স্বজাতীয়াশয় স্নিগ্ধ উদ্দেশের অনুকূল সহচর-গণকে নিজ হইতে অপৃথক্ বুদ্ধি করেন। 'সখী লীলা-বিস্তারিয়া সখী আস্বাদয়' প্রভৃতি ভক্তির পরমোচ্চস্তরের ভজন-প্রভাবের কিছু কিছু উপলব্ধি যাঁহার হইয়াছে তিনিই ঐকান্তিকের নিষ্ঠা বুঝিতে সমর্থ। তৎপূর্ব্বে নানা অনর্থ ও জঞ্জাল আসিয়া তাঁহার অদ্বয় স্বরূপজ্ঞানে বিপৎপাত ঘটাইবে। কৃষ্ণভক্তই ঐকান্তিক ও শান্ত, ভুক্তি, মুক্তি, সিদ্ধিকামী সকলই অশান্ত। যেখানে কৃষ্ণেতর অন্য বস্তুতে জীবের অনুরাগ ও সহানুভূতি দেখা যায় সেখানে কৃষ্ণভক্তি নাই। কৃষ্ণভক্ত কখনই সাধারণী বহ্বীশ্বর-সেবীর সঙ্গ করেন না। তাঁহাদিগকে সৎপথে আনয়নের জন্য, তাঁহাদের বিষয় উন্মুক্ত করিবার জন্য যত্ন করেন কিন্তু তাদৃশ সাধারণী কৃষ্ণেতর দেবোপাসকের বিমুখ চেষ্টার আদর করেন না। শুদ্ধবৈষ্ণবকে স্বার্থপর মনে করিয়া তাহাকে পাঁচমিশালী মতবাদী করিয়া তুলিবার চেষ্টা ব্যভি-চারীদলে আদর পাইতে পারে কিন্তু তাদৃশ দল যখন নিজ নিজ অসৎচেষ্টা ছাড়িয়া দেন তৎকালে তিনিও ঐকান্তিক হইতে পারেন। ঐকান্তিকতা বিনাশ-প্রবৃত্তি প্রবল থাকিলে তাহার কোন মঙ্গল হয় না। (সজ্জনতোষণী ২৩শ বর্ষ ৩৩ পৃষ্ঠা)

শ্রীভক্তিবিনোদ-বাণী

(মর্কট-বৈরাগ্য)

প্রঃ—মর্কট বৈরাগ্যের দ্বারা সাধকের কি অনিষ্ট হয়? উহা পরিত্যাগেই বা কি ইষ্ট হয়?

উঃ—"মর্কট-বৈরাগ্য—একটি প্রধান হৃদয়দৌর্ব্বল্য। এইটিকে যত্নপূর্ব্বক দূর করিলে ভজনে শক্তির উদয় হয়; তখন জীবের কাপট্য, শাঠ্য, প্রতিষ্ঠাশা প্রভৃতি বদ্ধমূল শত্রুবর্গ পরাজিত হয় এবং শুদ্ধভক্তি উদিত হইয়া জীবকে চরিতার্থ করে।"

—'মর্কটবৈরাগী', সঃ তোঃ ৮।১০

প্রঃ—বৈরাগীর কি যাত্রাভিনয়াদি দর্শন করা উচিত?

উঃ—"যে-বৈরাগী নাট্যশালায় স্ত্রীলোক দর্শন করেন এবং তাহার ভাব-ভঙ্গি দেখেন, তিনিও মর্কট-বৈরাগ্য আচরণ করেন, সন্দেহ নাই। যাত্রা শুনিতে বা থিয়েটার দেখিতে যে বৈরাগী প্রবৃত্ত হন, তিনি দোষী।"

'মর্কটবৈরাগী', সঃ তোঃ ৮।১০

প্রঃ—ভাবোদয় না হইলে ভেক গ্রহণ করা উচিত কি?

উঃ—"'বিরক্ত' বলিয়া পরিচয় দিলেই যে বিরক্ত হয়,—এরূপ নয়। যদি ভাবোদয়ক্রমে ইন্দ্রিয়ার্থে অরুচি স্বয়ং উপস্থিত না হইয়া থাকে, তবে তাঁহাদের ভেক গ্রহণ করা অবৈধ।" —চৈঃ শিঃ ৫।২

প্রঃ—স্ত্রীসঙ্গ-লিপ্সা অন্তরে থাকিলে অপক্কাবস্থায় বৈরাগ্য অবলম্বন করা কর্ত্তব্য কি?

উঃ—"যদি স্ত্রীসম্ভাষণ-প্রবৃত্তি হৃদয়ের কোন দেশে অবস্থিতি করিতে থাকে, তবে যেন ভেক গ্রহণ না করেন। গৃহে থাকিয়া মর্কট-বৈরাগ্য দূর করতঃ সর্ব্বদা কৃষ্ণনামানন্দে আত্মার উন্নতি সাধন করুন,—ব্যস্ত হইয়া অকালে বৈরাগ্য গ্রহণ করিবার কোন প্রয়োজন নাই।" —'মর্কট-বৈরাগী', সঃ তোঃ ৮।১০

প্রঃ—কাহার বৈরাগ্যাভিনয় মর্কট-বৈরাগ্যে পরিণত হইবার সম্ভাবনা?

উঃ—"ভক্তিজনিত স্বাভাবিক বৈরাগ্য পূর্ণবলে উদিত হইবার পূর্ব্বে যে গৃহস্থ গৃহস্থধর্ম্ম পরিত্যাগ করেন, তাঁহারই মর্কট-বৈরাগ্য হইবার সম্ভাবনা।"

—'মর্কটবৈরাগী,' সঃ তোঃ ৮।১০

প্রঃ—মর্কটবৈরাগীর লক্ষণ কি?

উঃ—"হৃদয়ে বিষয়চিন্তা, গোপনে স্ত্রীলোকের সহিত সহবাস, বাহিরে কৌপীন, বহির্ব্বাস ইত্যাদি বৈরাগ্যের চিহ্ন,—এই সকলই মর্কট-বৈরাগীর লক্ষণ।"

—অঃ প্রঃ ভাঃ ম ১৬।২৩৮

প্রঃ—মর্কটবৈরাগী কে?

উঃ—"বৈরাগী হইয়া যিনি স্ত্রী-সম্ভাষণ করেন, তিনিই মর্কটবৈরাগী।" —'নামবলে পাপবুদ্ধি', হঃ চিঃ

প্রঃ—কেবল কি অগৃহিগণই মর্কট-বৈরাগী হয়? গৃহিগণের মর্কট-বৈরাগ্য কিরূপ?

উঃ—"মর্কট-বৈরাগী দুই প্রকার—অর্থাৎ গৃহী মর্কট-বৈরাগী ও অগৃহী মর্কট-বৈরাগী। * * গৃহীদিগের মধ্যে যাঁহারা অযথা গৃহত্যাগের জন্য ব্যাকুল, তাঁহারা অত্যাচারী।" —মর্কট-বৈরাগী', সঃ তোঃ ১০।১১

প্রঃ—বৈরাগ্য-বেষগ্রহণেই কি নির্ব্বিষয়ী ভক্ত হওয়া যায়?

উঃ—"বৈরাগ্য-বেষাদি ধারণ করিলেই যে বিষয়হীন ভক্ত হওয়া যায়,—এরূপ নয়; কেন না, অনেকস্থলে বৈরাগীগণ বিষয় অর্জ্জন ও বিষয় সঞ্চয় করেন। পক্ষান্তরে অনেক বিষয়ীপ্রায় ব্যক্তি হৃদয়ে যুক্ত বৈরাগ্যের সহিত হরিভজন করেন।"

—'জনসঙ্গ', সঃ তোঃ ১০।১১

প্রঃ—মুমুক্ষাবশে ক্রম-পথ-ত্যাগে কি অনিষ্ট হয়?

উঃ—"মুমুক্ষু হইয়া ক্রম ত্যাগ করিলে মর্কট-বৈরাগ্য আসিয়া জীবকে কদর্য্য করিয়া ফেলে।"

—চৈঃ শিঃ ১।৭

প্রঃ—'অস্থির বৈরাগী' কাহারা ?

উঃ—"কলহ, ক্লেশ, অর্থাভাব, পীড়া ও বিবাহের অঘটন-বশতঃ ক্ষণিক বৈরাগ্যের উদয় হয়, তদ্দ্বারা চালিত হইয়া যাহারা ভেক লয়, তাহারাই অস্থির বৈরাগী; তাহাদের বৈরাগ্য থাকে না, তাহারা অতি শীঘ্রই কপট-বৈরাগী হইয়া পড়ে।"

—চৈঃ শিঃ ৫।২

প্রঃ—'ঔপাধিক বৈরাগী' কাহারা ?

উঃ—"যাহারা মাদকদ্রব্যের বশীভূত হইয়া সংসারের অযোগ্য হয়, নেশার সময়ে একপ্রকার ঔপাধিক হরিভক্তি প্রকাশ করিবার অভ্যাস করে, অথবা অভ্যস্ত রতির দ্বারা ভক্তি-লক্ষণ প্রকাশ করিতে শিক্ষা করে, অথবা জড়রতির আশ্রয়ে শুদ্ধরতির সাধন-চেষ্টা করে, তাহারা বৈরাগ্য-লিঙ্গ ধারণপূর্ব্বক ঔপাধিক বৈরাগী হয়।" —চৈঃ শিঃ ৫।২

প্রঃ—জগতের উৎপাত ও বৈষ্ণবধর্ম্মের কলঙ্ক কে বা কাহারা ?

উঃ—"ভাগবতী রতি-জনিত বিরক্তি না হইতে হইতেই যিনি বৈরাগ্যলিঙ্গ ধারণ করেন, তিনি অবশ্যই জগতের উৎপাত ও বৈষ্ণব-ধর্ম্মের কলঙ্কস্বরূপ।"

—'ভেকধারণ', সঃ তোঃ ২।৭

প্রঃ—সমস্ত নিঃসঙ্গ-সাধুর প্রতি লোকের অবিশ্বাস ঘটিবার জন্য দায়ী কাহারা ?

উঃ—"নিঃসঙ্গ বাবাজীদিগের স্ত্রীলোভ, অর্থলোভ, খাদ্যলোভ ও সুখলোভ অত্যন্ত বর্জ্জনীয়। কোন কোন নিঃসঙ্গ-লিঙ্গধারী বৈরাগীর সেই সকল দৌরাত্ম্য থাকায় সমস্ত নিঃসঙ্গ পুরুষের প্রতি বৈষ্ণবজগতের অবিশ্বাস হইয়া পড়ে।" —'ভেকধারণ' সঃ তোঃ ২।৭

প্রঃ—আখড়াধারীদের সেবাদাসী রাখিবার প্রথা কি বৈষ্ণব-ধর্ম্মানুমোদিত কার্য্য ?

উঃ—"আখড়াধারী বাবাজীদিগের আখড়ায় স্ত্রী-লোক-সেবিকা রাখাও একটি ভয়ঙ্কর অমঙ্গলজনক প্রথা। কোন কোন আখড়ায় বাবাজীর পূর্ব্বাশ্রমের বনিতা সেবিকারূপে অবস্থিতি করেন। যে আখড়ায় স্ত্রীলোক না হইলে চলে না, সে আখড়ায় যথার্থ বিরক্ত-পুরুষ কখনই থাকেন না। দেবসেবা ও সাধুসেবার ছল করিয়া স্ত্রীসঙ্গ করাই কেবল ঐ সকল কার্য্যের মূলীভূত তত্ত্ব।"

—'ভেকধারণ', সঃ তোঃ ২।৭

প্রঃ—কেবল বিষয়রাগ দমন করিলেই কি সুফল পাওয়া যায় ?

উঃ—"বিষয়রাগকে দমন করিলেই যে বৈকুণ্ঠ-রাগ হয়, তাহা নহে। অনেক লোক বৈরাগ্য আশ্রয় করিয়া কেবল বিষয়রাগকে দমন করিতে চেষ্টা করেন, কিন্তু বৈকুণ্ঠ-রাগের সম্বর্দ্ধনের চেষ্টা করেন না; তাহাতে শেষে অমঙ্গলই ঘটে।" —প্রেঃ প্রঃ ৪র্থ প্রঃ

প্রঃ—পরমার্থের উদ্দেশ না থাকিলে বৈরাগ্যের কোন সার্থকতা আছে কি ?

উঃ—"প্রত্যাহারক্রমে ইন্দ্রিয়সংযম সাধিত হইলেও যদি প্রেমাভাব হয়, তবে তাহাকেও শুষ্ক ও তুচ্ছ বৈরাগ্য বলি; যেহেতু পরমার্থের জন্য ত্যাগ বা গ্রহণ,—উভয়ই তুল্যফলপ্রদ। নিরর্থক ত্যাগ কেবল জীবকে পাষাণবৎ করিয়া ফেলে।"

—প্রেঃ প্রঃ ২য় প্রঃ

প্রঃ—কখন গৃহত্যাগের অধিকার হয় ?

উঃ—"প্রবৃত্তি যখন পূর্ণরূপে অন্তর্ম্মুখী হয়, তখনই গৃহত্যাগের অধিকার জন্মে। তৎপূর্ব্বে গৃহত্যাগ করিলে পুনরায় পতন হইবার বিশেষ আশঙ্কা।"

—জৈঃ ধঃ ৭ম অঃ

আনন্দময়ই আনন্দবিধাতা

[পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রমোদ পুরী মহারাজ]

শ্রুতি বলিতেছেন—পরব্রহ্ম শ্রীভগবান্ আনন্দময়। 'আনন্দময়োঽভ্যাসাৎ' (ব্রঃ সূঃ ১।১।১২) সূত্রে বলা হইয়াছে—আনন্দময় পুরুষ — পরব্রহ্মই, জীব নহেন; যেহেতু আনন্দময় পুরুষেই পুনঃ পুনঃ ব্রহ্ম-শব্দের প্রয়োগ হইয়াছে। প্রাচুর্য্য অর্থেই ময়ট্ প্রত্যয় হইয়াছে, বিকারার্থে নহে। 'সুবর্ণময়ং কুণ্ডলং' বলিলে সুবর্ণের বিকারীভূত কুণ্ডল, ইহাই বুঝায়। সুতরাং বিকারার্থে ময়ট্ প্রত্যয় করিলে আনন্দের বিকার এই অর্থে জীবকেও বুঝা যাইতে পারে, এই আশঙ্কায় পরবর্ত্তী 'বিকার শব্দান্নেতি চেন্ন প্রাচুর্য্যাৎ' (এই ১।১।১৩ সূত্রে) বলা হইয়াছে—বিকারবাচক ময়ট্ প্রত্যয় নিষ্পন্ন আনন্দময় শব্দার্থ ব্রহ্ম হইতে পারে না, জীব হইবে—এইরূপ পূর্ব্বপক্ষ উত্থাপিত হইতে পারে না, যেহেতু প্রাচুর্য্য অর্থেই এস্থানে ময়ট্ প্রত্যয় হইয়াছে। সুতরাং আনন্দময় বলিতে প্রচুর আনন্দময় বা আনন্দপূর্ণ ব্রহ্ম—এইরূপ অর্থ হইবে। "কো হ্যেবান্যাৎ কঃ প্রাণ্যাৎ যদেষ আকাশ আনন্দো ন স্যাৎ। এষ এবানন্দয়াতি" (তৈঃ আঃ ২)। [অর্থাৎ যদি এই আকাশরূপী সর্ব্বব্যাপী পরমাত্মা আনন্দ-স্বভাব না হইতেন, তাহা হইলে কেই বা বাঁচিত, কেই বা অপান্ চেষ্টা করিত, কেই-বা প্রাণ-চেষ্টা করিত, এই পরমাত্মাই সকল জীবের আনন্দ বিধান করিয়া থাকেন।] সুতরাং জীবের আনন্দের হেতু বলিয়া সেই পর-ব্রহ্মেরই আনন্দময় সংজ্ঞা হইয়াছে, জীব হইতে আনন্দয়িতা পরমাত্মা ভিন্ন। এস্থলে 'আনন্দঃ' শব্দটি 'আনন্দময়' অর্থে বিচার্য্য। বৈদিক প্রয়োগবশতঃ 'আনন্দয়তি'র পরিবর্ত্তে 'আনন্দয়াতি' এইরূপ দীর্ঘ হইয়াছে। জীব মুক্তাবস্থায়ও আনন্দময় হইতে পারেন না। সাধারণ জীব হইতে ভিন্ন মুক্তাবস্থাপন্ন জীবও সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম (তৈঃ ২।১)—এই মন্ত্রবর্ণোক্ত আনন্দময় ব্রহ্ম নহেন। 'সোঽশ্নুতে সর্ব্বান্ কামান্ সহ ব্রহ্মণা বিপশ্চিতা' অর্থাৎ সেই বিবিধ ভোগ-চতুর সর্ব্বজ্ঞ ব্রহ্মের সহিত সংযুক্ত হইয়া জীব সমস্ত কাম্য পদার্থ ভোগ করেন—এস্থলে লক্ষ্যীভূত বিষয় ইহাই হইতেছে যে, যদি মুক্তজীব আনন্দময় ব্রহ্মই হইয়া যায়, তাহা হইলে ত' তাঁহার ব্রহ্মের সহিত ঐক্য হয়, সংভোগ হয় কি করিয়া? সুতরাং সংভোগোক্তিদ্বারা ভোগে ভগবানেরই প্রাধান্য দেখা যায়। ভক্তের প্রাধান্য অনভিমত। শ্রীভাগবত (৯।৪।৬৬) বলিতেছেন—

"বশে কুর্ব্বন্তি মাং ভক্তাঃ সৎস্ত্রিয়ঃ সৎপতিং যথা"।

অর্থাৎ যেমন সতীসাধ্বী নারীগণ সচ্চরিত্র পতিকে তাঁহাদের নিজ নিজ গুণে বশ করেন, সেইরূপ ভক্তগণ ভক্তি-দ্বারাই ভগবান্‌কে বশ করিয়া থাকেন। সুতরাং অপ্রধানই প্রধানকে বশ করে, এইরূপে ভক্তের অপ্রাধান্য, ব্রহ্মেরই প্রাধান্য।

ভেদঃ ব্যপদেশাচ্চ (১।১।১৭) সূত্রেও বলা হইয়াছে—জীব ও আনন্দময়ের প্রভেদের উক্তিবশতঃও আনন্দময় জীববাচক নহেন।

রসো বৈ সঃ, রসং হ্যেবায়ং লব্ধ্বানন্দী ভবতি (তৈঃ ২।৭)—এই প্রসিদ্ধ শ্রুতিবাক্যে বলা হইয়াছে—সেই উপাস্য পরমেশ্বর শ্রীহরিই রস-স্বরূপ, উপাসক জীব সেই আনন্দময়ের রস প্রাপ্ত হইলেই আনন্দী অর্থাৎ আনন্দময় হন। ধন পাইলে যেমন ধনী হওয়া যায়, তদ্রূপ সেই আনন্দময় শ্রীহরির রস বা আনন্দ পাইয়াই জীব আনন্দী হইতে পারেন। অতএব লভ্য সেই রসময় বা আনন্দময় শ্রীহরি লব্ধা বা রসলাভকারী জীব হইতে স্বভাবতঃই পৃথক্, জীবের মুক্তাবস্থায়ও সে পার্থক্য স্বতঃসিদ্ধ। ব্রহ্মৈব সন্ ব্রহ্মাপ্নোতি অর্থাৎ ব্রহ্ম হইয়া তবে ব্রহ্মকে প্রাপ্ত হয়—এই সকল শ্রুতিবাক্যেও মুক্ত পুরুষের ব্রহ্মের সহিত অভেদত্ব প্রতিপাদিত হইতেছে না, পরন্তু ব্রহ্মসদৃশঃ সন্ ইত্যেবার্থঃ -অর্থাৎ ব্রহ্মের মত হইয়া ব্রহ্মপ্রাপ্তি,

ইহাই শ্রুত্যর্থ। সদৃশ বস্তু কখনও এক হয় না। ব্রহ্মৈব সন্ এস্থলে 'এব' সাদৃশ্যার্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। যেমন বেব (বা-ইব), যথা তথা এব—এসকল সাম্যার্থবোধক শব্দানুশাসন। মুণ্ডক শ্রুতির 'নিরঞ্জনঃ পরমং সাম্যমুপৈতি' এবং গীতার 'ইদং জ্ঞানমুপাশ্রিত্য মম সাধর্ম্ম্যমাগতাঃ' (১৪।২) [অর্থাৎ নিরঞ্জন—নির্ম্মল বা নিষ্কলঙ্ক পুরুষ পরম সাদৃশ্য লাভ করেন ও এই তত্ত্বজ্ঞান আশ্রয় করিয়া তাঁহারা আমার সাধর্ম্ম্য বা সাদৃশ্য প্রাপ্ত হইয়াছে—ইত্যাদি শ্রুতি-স্মৃতি-বাক্যেও ইহারা সাদৃশ্য বা সাম্যার্থবোধক, ইহাই সঙ্গত হইয়াছে।]

অন্নময়, প্রাণময়, মনোময়, বিজ্ঞানময় ও আনন্দময় নামে পঞ্চকোষ-বিচারে উত্তরোত্তর উৎকর্ষভেদে ব্রহ্মকে নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। বস্তুতঃ আনন্দময় পুরুষই সকলের অন্তর। 'আনন্দময়স্য মুখ্যত্বং' ইহাই শ্রীগোবিন্দভাষ্যে স্পষ্টীকৃত হইয়াছে। পরমোপকর্ত্তা বেদ পরমাত্মারই পরিচয় জানাইবার ইচ্ছায় অরুন্ধতী-দর্শন-ন্যায়ে (অরুন্ধতী বশিষ্ঠ-পত্নী, খুব সূক্ষ্মনক্ষত্র; প্রথমে অপেক্ষাকৃত স্থূল বশিষ্ঠ নক্ষত্রকে দেখাইয়া পরে তাঁহাকে দর্শন করাইবার চেষ্টাই অরুন্ধতী-দর্শন-ন্যায় বলিয়া প্রসিদ্ধ।) স্থূল হইতে ক্রমে সূক্ষ্ম-সূক্ষ্মতর বস্তু প্রদর্শনার্থই অন্নময়াদি পুরুষের উল্লেখ হইয়াছে। সুতরাং সেই আনন্দময় পরব্রহ্ম কখনও অমুখ্য হইতে পারেন না।

ভৃগু-বারুণি-সংবাদে দেখা যায় যে, ভৃগুনামে প্রসিদ্ধ বরুণের পুত্র বারুণি ব্রহ্মজিজ্ঞাসু হইয়া পিতা বরুণের নিকট গমন করিলে বরুণ তাঁহাকে বুঝাইলেন—'যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে যেন জাতানি জীবন্তি যৎপ্রয়ন্ত্যভিসংবিশন্তি তদ্ বিজিজ্ঞাসস্ব তদ্ ব্রহ্ম—অর্থাৎ যিনি এই বিশ্বের সৃষ্টি স্থিতি প্রলয়কর্ত্তা, তিনিই ব্রহ্ম। এইরূপ উপদেশ করিয়া পুনরায় তাঁহার সংশয় নিরাকরণার্থ ক্রমে ক্রমে অন্নময়, প্রাণময়, মনোময়, বিজ্ঞানময় ব্রহ্মের উপদেশ করতঃ পরিশেষে আনন্দময় ব্রহ্মের বর্ণন পূর্ব্বক নিবৃত্ত হইলেন। পরে উপদেশ-দান হইতে বিরত হইবার পর বলিলেন—'মদুক্তেয়ং বিদ্যা ভগবন্নিষ্ঠা।' অর্থাৎ আমার কথিত এই বিদ্যা ভগবানে পর্য্যবসিত অর্থাৎ আনন্দময়ই সেই ভগবান্। উপসংহারেও দৃষ্ট হয়—

"স য এবম্বিদস্মাল্লোকাৎ প্রেত্য এতমন্নময়মাত্মানং উপসংক্রম্য ইত্যাদ্যুক্ত্বা" 'এতমানন্দময়মাত্মানং উপসংক্রম্য ইমান্ লোকান্ কামান্নী কামরূপ্যনুসঞ্চরন্নেতৎ সাম গায়ন্নাস্তে' ইত্যুক্তমতঃ পরংব্রহ্মৈবানন্দময়ঃ।"

(গোবিন্দ-ভাষ্য ১।১।১২)

অর্থাৎ যে ব্যক্তি ব্রহ্মকে এইরূপে জানিয়া ইহলোক হইতে পরলোকে গমন করেন, তিনি এই অন্নময় আত্মা হইয়া জন্মগ্রহণ করেন ইত্যাদি। পরিশেষে বলিলেন—এই আনন্দময় আত্মা লাভ করিয়া স্বাধীন ভোগী ও স্বাধীন রূপ হইয়া এই লোকে বিচরণ করেন, এই সাম গান করিতে থাকেন। অতএব আনন্দময় পুরুষই পরব্রহ্ম।

"'কামান্নী' শব্দার্থ—কামং যথেষ্টমন্নং ভোগাঃ সন্তি অস্য কামান্নী, 'কামরূপী'—কামং যথেষ্টং রূপমস্যাস্য কামরূপী।" অর্থাৎ ইচ্ছামত অন্ন তাহার ভোগ হয় এবং সে অভীষ্টমত রূপ ধারণ করে।

তৈত্তিরীয় ব্রহ্মানন্দবল্লী অষ্টম অনুবাকে উক্ত হইয়াছে—"ভীষাস্মাদ্বাতঃ পবতে। ভীষোদেতি সূর্য্যঃ ভীষাস্মাদগ্নিশ্চন্দ্রশ্চ। মৃত্যুর্ধাবতি পঞ্চম ইতি।
সৈষানন্দস্য মীমাংসা ভবতি।"

অর্থাৎ ইঁহার (ব্রহ্মের) ভয়ে বায়ু প্রবাহিত হইতেছে, ইঁহার ভয়ে সূর্য্য উদিত হইতেছে এবং ইঁহারই ভয়ে অগ্নি, ইন্দ্র ও পঞ্চম মৃত্যু স্ব স্ব কার্য্যে ধাবিত হইতেছে। ইহাই আনন্দের প্রকৃত মীমাংসা অর্থাৎ আনন্দের প্রকৃত স্বরূপ-নির্ণয়-সম্বন্ধে বিচার।

শ্রীমদ্ভাগবতেও কথিত হইয়াছে—

"মদ্ভয়াদ্ বাতি বাতোহয়ং সূর্য্যস্তপতি মদ্ভয়াৎ।
বর্ষতীন্দ্রো দহত্যগ্নির্মৃত্যুশ্চরতি মদ্ভয়াৎ॥"

ঐ তৈত্তিরীয় শ্রুতি ব্রহ্মানন্দবল্লী নবম অনুবাকে কথিত হইয়াছে যে—

"যতো বাচো নিবর্ত্তন্তে অপ্রাপ্য মনসা সহ।
আনন্দং ব্রহ্মণো বিদ্বান্ ন বিভেতি কুতশ্চনেতি।"

অর্থাৎ বাক্যসমূহ যাঁহাকে না পাইয়া মনের সহিত

ফিরিয়া আসে অর্থাৎ বাক্য ও মন যাঁহার স্বরূপ প্রকাশ করিতে ও ধারণা করিতে অসমর্থ হইয়া ফিরিয়া আইসে, সেই ব্রহ্মের স্বরূপভূত আনন্দবিৎ পুরুষ কোথা হইতেও ভীত হন না।

এই আনন্দময় ব্রহ্মকে নির্ব্বিশেষ জ্ঞানী মুক্তিদাতা নিরাকার জ্যোতির্ম্ময় ব্রহ্মরূপে, যোগী তাঁহার যোগ-সিদ্ধিদাতা একল-বাসুদেব বা পরমাত্মরূপে, ভক্ত তাঁহাকে প্রেমভক্তিদাতা অদ্বয়জ্ঞান ব্রজেন্দ্রনন্দন-রূপে এবং কর্ম্মী তাঁহাকে যাগযজ্ঞ-তপোহোম-ব্রতাদি-ক্রিয়ার ফলভোগ-দাতা ঈশ্বররূপে দর্শন করিতেছেন। ভক্ত সৎ চিৎ আনন্দ-প্রতীতিতে শ্রীভগবানের ঐশ্বর্য্য বা মাধুর্য্যগত পরিপূর্ণ স্বরূপ দর্শন করিয়া স্ব স্ব সাধনানুরূপ ফল লাভ করিতেছেন। প্রত্যেকেই আনন্দের প্রার্থী হইলেও সেই আনন্দের তারতম্য ও বৈশিষ্ট্য রহিয়াছে।

হরিভক্তিসুধোদয়ে কথিত হইয়াছে—

ত্বৎসাক্ষাৎকরণাহ্লাদ-বিশুদ্ধাব্ধিস্থিতস্য মে।
সুখানি গোষ্পদায়ন্তে ব্রাহ্মাণ্যপি জগদ্গুরো॥

অর্থাৎ "হে জগদ্গুরো, আমি তোমার স্বরূপের সাক্ষাৎকার লাভ করিয়া আহ্লাদরূপ বিশুদ্ধসমুদ্রে অবস্থিতি করিতেছি, আর সমস্ত সুখ আমার নিকট গোষ্পদ-স্বরূপ বোধ হইতেছে। ব্রহ্মলয়ে জীবের যে সুখ, তাহাও গোষ্পদ-স্বরূপ। গোষ্পদে অর্থাৎ গরুর পদচিহ্নে যে গর্ত্ত হয়, তাহাতে যে জল থাকে, তাহা সমুদ্রের তুলনায় অতি ক্ষুদ্র।"

"কৃষ্ণনামে যে আনন্দসিন্ধু আস্বাদন।
ব্রহ্মানন্দ তার আগে খাতোদক সম॥"

চৈঃ চঃ আ ৭।৯৭

"ভুক্তিমুক্তিসিদ্ধিকামী—সকলি অশান্ত।
কৃষ্ণভক্ত নিষ্কাম অতএব শান্ত॥"

কৃষ্ণভক্তেরও আবার রসাস্বাদন-তারতম্য অনুসারে আনন্দেরও তারতম্য রহিয়াছে।

তৈত্তিরীয় ভৃগুবল্লী ৬ষ্ঠ অনুবাকে কথিত হইয়াছে—"আনন্দো ব্রহ্মেতি ব্যজানাৎ। আনন্দাদ্ধ্যেব খল্বিমানি ভূতানি জায়ন্তে। আনন্দেন জাতানি জীবন্তি। আনন্দং প্রযন্ত্যভিসংবিশন্তীতি। সৈষা ভার্গবী বারুণী বিদ্যা। পরমে ব্যোমন্ প্রতিষ্ঠিতা। স য এবং বেদ প্রতিতিষ্ঠতি।"

ভৃগু তপস্যা করিয়া বুঝিয়াছিলেন যে, আনন্দই ব্রহ্ম। যেহেতু এই সমস্ত ভূত আনন্দ হইতেই উদ্ভূত হয়, উৎপন্ন হইয়া আনন্দদ্বারাই তাহারা জীবন ধারণ করে, বিনাশ সময়েও তাহারা আনন্দেই প্রবিষ্ট হইয়া থাকে।

এই সেই ভার্গবী অর্থাৎ ভৃগু কর্ত্তৃক পরিজ্ঞাত বারুণী অর্থাৎ বরুণ কর্ত্তৃক উপদিষ্ট বিদ্যা পরম ব্যোমে অর্থাৎ হৃদয়াকাশরূপ গুহায় প্রতিষ্ঠিত অর্থাৎ অন্নময় কোষ হইতে আরম্ভ করিয়া আনন্দময়ে পরিসমাপ্ত। যে ব্যক্তি এই প্রকার বিদ্যা অবগত হন, তিনিই জগতে প্রতিষ্ঠা লাভ করেন।

শ্রীরায় রামানন্দ-সংবাদেও কথিত হইয়াছে—

"প্রভু কহে—কোন্ বিদ্যা বিদ্যামধ্যে সার?
রায় কহে—কৃষ্ণভক্তি বিনা বিদ্যা নাহি আর॥
কীর্ত্তিগণ-মধ্যে জীবের কোন্ বড় কীর্ত্তি?
কৃষ্ণভক্ত বলিয়া যাঁহার হয় খ্যাতি॥"

শ্রীকৃষ্ণই রসময়—পরম আনন্দময়। তাঁহার প্রীতি-মূলা সেবাই একমাত্র আনন্দদায়িনী। "হ্লাদিনীর সার প্রেম, প্রেমসার ভাব। ভাবের পরমকাষ্ঠা নাম মহাভাব। মহাভাব স্বরূপা শ্রীরাধাঠাকুরাণী। সর্ব্বগুণ-খনি কৃষ্ণকান্তাশিরোমণি॥" সেই শ্রীরাধারাণীর কৃষ্ণ-বাঞ্ছাপূর্ত্তিরূপা আরাধনাই আমাদের একমাত্র অনু-সরণীয়া আরাধনা-রীতি। "হ্লাদিনী করায় কৃষ্ণে রস বা আনন্দ আস্বাদন। হ্লাদিনীর দ্বারা করে ভক্তের পোষণ॥" সুতরাং তাঁহার আনুগত্য ব্যতীত আনন্দ-ময়ের আনন্দ প্রাপ্তির আশা সুদূরপরাহত। শ্রীরাধা-রাণীই গুরুরূপে কৃপা করিয়া ভক্তিমান্ জীবকে প্রেমানন্দ-রসের আস্বাদন সৌভাগ্য প্রদান করিতে পারেন।

জড়জগতে 'আনন্দ' 'আনন্দ' করিয়া যে ক্ষয়িষ্ণু আনন্দ বা নিরানন্দের অনুসন্ধান চলিতেছে, তাহাতে কিছুমাত্রই বুদ্ধিমত্তার পরিচয় নাই। জড়মায়া বা ত্রিগুণময়ী মায়া জগতে যে আনন্দের মোহজাল বিস্তার করিতেছে, তাহাতে মুগ্ধ হইয়া জীব আপাতসুখকর

কিন্তু পরিণাম চির দুঃখদায়ক প্রেয়ঃকে বরণ করতঃ আপাত দুঃখদায়ক হইলেও সুদীর্ঘ নিত্য নিরবচ্ছিন্ন সুখদায়ক শ্রেয়ঃকে অবহেলা করিতেছে। বস্তুতঃ আনন্দময় শ্রীহরিই প্রকৃত অপ্রাকৃত সুখপ্রদাতা। সেই সুখ পাইলেই জীব প্রকৃত সুখী—প্রকৃত আনন্দী হইতে পারেন।

"কৃপয়াসীৎ স্ববন্ধনে"

[পণ্ডিত শ্রীবিভুপদ পণ্ডা বি-এ, বি-টি, কাব্য-ব্যাকরণ-পুরাণতীর্থ]

মা যশোদা ছুটিতেছেন নিজপুত্র বালক কৃষ্ণের পশ্চাতে। তাঁহাকে ধরিতে হইবে এবং ধরিতে পারিলে বাঁধিয়া রাখিতে হইবে। ইহাই তাঁহার প্রতিজ্ঞা। কেন এই প্রতিজ্ঞা? বাৎসল্য-রস-পরিপ্লুতা-জননী আজ কোপান্বিতা। ক্রোধ বাহিরের প্রকাশ। অন্তরে বাৎসল্য-রস-স্রোতস্বিনী প্রবাহিতা। পুত্র ভগ্ন করিয়াছে দধিভাণ্ড, নষ্ট করিয়াছে দধি, সর, নবনীত প্রভৃতি অলক্ষ্যে। গৃহে প্রবেশ করিয়া ভোজন করিয়াছে ক্ষীর, সর, মাখন, অবশিষ্ট ভাগ বিলাইয়া দিয়াছে বানর দিগকে। বালকেরও ক্রোধ স্তন্যপানে তাহার তৃপ্তি হয় নাই বলিয়া।

একদা গৃহদাসীগণ কর্ম্মান্তরে নিযুক্ত থাকায় যশোদামাতা স্বয়ং দধি মন্থন করিতেছিলেন এবং কৃষ্ণের গুণাবলী কীর্ত্তন করিতেছিলেন। এমন সময় ক্রীড়ারত কৃষ্ণ ক্ষুধার্ত্ত হইয়া মাতৃস্তন্য পান করিবার জন্য মাতৃসকাশে উপস্থিত। মাতা অপেক্ষা করিতে বলিলেও বালক বিরত হইলেন না, অত্যন্ত পীড়াপীড়ি করিতে থাকিলেন। তখন মাতা দধি মন্থন বন্ধ রাখিয়া শিশুকে স্তন পান করাইতে বসিলেন। মাতার আনন্দের সীমা নাই। এমন সময় যশোদা লক্ষ্য করিলেন চুল্লীর উপরে একটি দুগ্ধভাণ্ড স্থাপিত ছিল, অগ্নির উত্তাপে দুগ্ধ উথলিয়া পড়িয়া যাইতেছে। মাতা সেই পাত্রটিকে নামাইয়া রাখিবার জন্য ক্রোড় হইতে শিশুকে নামাইয়া চলিয়া গেলেন।

ক্রোধে উদ্দীপিত হইল শিশু। তাহার স্তনপানে তৃপ্তি হয় নাই। মাতা তাহাকে নামাইয়া দিয়াছেন। কালবিলম্ব না করিয়া নিকটস্থ একটি প্রস্তরখণ্ড নিক্ষেপ করিলেন দধিভাণ্ডের উপর। দধিভাণ্ড ভগ্ন হইল। বালক প্রবেশ করিলেন গৃহমধ্যে, দেখিলেন উপরিস্থিত শিকায় মাখন প্রভৃতি ভক্ষ্যদ্রব্য রহিয়াছে। যষ্টির সাহায্যে ভাঙ্গিলেন পাত্রগুলি, নবনীত, ক্ষীর, সর প্রভৃতি যাহা ছিল ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হইল। তাহা হইতে নিজে কিছু ভক্ষণ করিলেন এবং অবশিষ্টগুলি বাহিরে অবস্থিত বানরগুলিকে খাওয়াইতে লাগিলেন।

যশোদামাতা দুগ্ধপাত্র সংরক্ষিত করিয়া ফিরিয়া আসিয়া দেখিলেন দধিভাণ্ড ভগ্ন। কৃষ্ণকে নিকটে কোথাও দেখিতে না পাইয়া বুঝিলেন ইহা কৃষ্ণেরই কার্য্য। গৃহমধ্যে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন নবনীত পাত্রাদির অবস্থা। তখনই তাঁহার ক্রোধ উপস্থিত হইল। তিনি একটি বেত্রহস্তে অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন কৃষ্ণকে। ধরিতে পারিলে তাহাকে উপযুক্ত শাস্তি দিবেন। জননীর প্রতি দৃষ্টিপাত মাত্র কৃষ্ণও আপনাকে লুকাইতে চেষ্টা করিতেছেন। তাহাকে দেখিতে পাইয়া মাতা তাহাকে ধরিবার জন্য তাহার পশ্চাতে গৃহের বিভিন্ন স্থানে ছুটাছুটি করিতেছেন। কোন প্রকারেই শিশুকে ধরা যাইতেছে না। যাঁহাকে পাইবার জন্য মুনি, ঋষি, যোগিগণ হাজার হাজার বৎসর তপস্যারত, যশোদামাতা আজ তাঁহাকে ধরিবার জন্য

অতিশয় উদ্‌গ্রীব। কোন প্রকারেই ধরা যাইতেছে না। মাতা অতিশয় পরিশ্রান্তা হইয়া পড়িলেন, গাত্রের বস্ত্রাদি খুলিয়া পড়িতে লাগিল, কবরীস্থ পুষ্পমালা বিশীর্ণ হইয়া পড়িল। ঘর্ম্মাক্ত কলেবরে দীর্ঘনিশ্বাস-সহকারে ধাবমানা হইয়াও তাঁহাকে ধরিতে পারেন না। মায়ের এইপ্রকার কাতরতা দেখিয়া কৃষ্ণ আর ধাবিত হইতে ইচ্ছা করিলেন না। মাতাকে আর অধিক কষ্ট না দিয়া কৃপা করিয়া ছুটাছুটি বন্ধ করতঃ নিজেই ধরা দিলেন। জননীর প্রতিজ্ঞা ছিল শিশুকে ধরিতে পারিলে তাহাকে বাঁধিয়া রাখিবেন। কৃষ্ণ কৃপা করিয়া নিজেই মায়ের কাছে ধরা দিলেন, মাতা মনে করিলেন তিনি তাহাকে ধরিতে পারিয়াছেন।

যাহা হউক এখন বন্ধনের পালা। মাতৃপ্রতিজ্ঞা বাঁধিয়া রাখিতে হইবে। বাঁধিবার জন্য রজ্জু আনা হইল। মাতা খুব উৎসাহের সহিত বাঁধিতে আরম্ভ করিলেন। কিন্তু কি আশ্চর্য্য! বাঁধা ত' যাইতেছে না। দু' আঙ্গুল কম পড়িতেছে। আবার রজ্জু আনা হইল, তাহাতেও দু' আঙ্গুল কম, কি ব্যাপার! গৃহের সমস্ত রজ্জু আনীত হইল, তাহাতেও হইল না, প্রতি-বারেই দু' আঙ্গুল কম পড়িতেছে। প্রমাদ গণিলেন জননী। গৃহের এবং প্রতিবেশিরমণীগণ সকলেই সমবেত হইয়া এই ব্যাপার কৌতূহলাক্রান্ত হইয়া লক্ষ্য করিতেছেন। তাঁহারাও যশোদাকে সাহায্য করিবার জন্য নিজ নিজ গৃহ হইতে রজ্জু আনিয়া সরবরাহ করিলেন, কিন্তু তথাপি দু' আঙ্গুল কম পড়িল। যখন সমস্ত রজ্জু শেষ হইয়া গেল, মাতা হতাশ হইয়া পড়িলেন; তাঁহার চক্ষু অশ্রুপূর্ণ হইল। মুহুর্মুহুঃ দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিতে লাগিলেন। তখন কৃষ্ণের কৃপা হইল। তিনি স্ববন্ধন স্বীকার করিলেন। মাতা অনায়াসে তাঁহাকে বন্ধন করিলেন।

মা যশোদা কৃষ্ণকে বাঁধিতে সমর্থা হইলেন কি কারণে? তাঁহার অন্তরের আকুতি, কৃষ্ণকে পাইবার জন্য আকুল আগ্রহ। এই ব্যাকুল আগ্রহই কৃষ্ণের কৃপার উদ্রেক হইল। তাঁহার কৃপাবলেই মাতা তাঁহাকে বাঁধিতে পারিলেন। এইভাবে কৃষ্ণকে পাইতে হইলে চাই অন্তরের ব্যাকুলতা এবং কৃষ্ণের কৃপা। এই উভয়ের একত্র মিলন হইলেই জীবের পক্ষে কৃষ্ণ প্রাপ্তি সম্ভব। কৃষ্ণের জন্য কাঁদিতে হইবে। শিশু যে মাকে পাইবার জন্য কাঁদে, সে ক্রন্দনের মধ্যে কোন কপটতা নাই। সেইভাবে অন্যাভিলাষ শূন্য হইয়া সরলভাবে ভগবানের জন্য কাঁদিতে পারিলে ভগবৎ-প্রাপ্তি অবশ্যই হইবে।

মানুষের ভগবৎ-প্রাপ্তির বাসনা হয় কখন এবং কেন? যখন সে দেখে যে জগতে যতপ্রকার প্রাপ্তির বিষয় রহিয়াছে, সেইগুলির কোনটিই তাহার প্রকৃত প্রয়োজন মিটাইতে সমর্থ নহে, তখনই সে ভগবৎ-প্রাপ্তির কথা চিন্তা করে। জীব সচ্চিদানন্দ ভগবানের অণু অংশ বলিয়া তাহার সৎ, চিৎ এবং আনন্দ লাভ করিবার ইচ্ছা অস্বাভাবিক নহে। সে লক্ষ্য করিল জগতের কোন বস্তুর বা বিষয়ের নিত্য সত্তা নাই। জাগতিক সর্ব্বপ্রকার জ্ঞানই অজ্ঞানের নামান্তর এবং আনন্দও নিত্য নহে। জগতের ভোগ্যবস্তু ও ভোক্তা উভয়ই নশ্বর। কোথাও ক্ষণিক আনন্দের সহিত দুঃখ মিশ্রিত, কোথায়ও কিছুকাল আনন্দ উপভোগের পর দুঃখ আসিয়া উপস্থিত হয়, কোথায়ও আনন্দের অনুভূতি নাই, এই প্রকার নানা অসুবিধা বর্ত্তমান। তখন সে পূর্ণ সত্তা, পূর্ণ জ্ঞান ও পূর্ণানন্দ প্রাপ্তির অনুসন্ধান করিতে করিতে হরিগুরুবৈষ্ণবের কৃপায় ভগ-বৎপ্রাপ্তিরূপ চরমকল্যাণ লাভে উদ্‌গ্রীব হইয়া উঠে।

এই বিষয়টি কিঞ্চিৎ বিশ্লেষণ করিয়া দেখাইবার চেষ্টা করা যাইতেছে। জীবের অনন্ত কামনা, অনন্ত বাসনা। তাহার প্রাপ্তির বিষয়ও অসংখ্য। সে কখনও মনে করে জগতে অর্থাদি প্রাপ্তির দ্বারা জাগতিক সুখভোগই তাহার জীবনের সার্থকতা আনয়ন করিবে। সুতরাং অর্থাদি পাইবার জন্য যত্ন করিতে থাকিল। ফলে সে অর্থ প্রচুর পাইল। মনে তার খুব আনন্দ। অর্থের সাহায্যে নানা প্রকার ভোগ্য-বস্তু সংগ্রহ করিয়া ভোগসুখে মত্ত থাকিল। অবশ্য কোন কোন সময়ে অর্থাদি ক্ষতি হইলেও বা শরীরাদি রোগগ্রস্ত হইয়া উৎপাত উপস্থিত করিলেও অর্থের

প্রাচুর্য্য বশতঃ সেগুলি ভ্রূক্ষেপই করিল না বরং সেই ভোগসুখকে দৃঢ়তর করিবার জন্য নানাপ্রকার দেবদেবীর আরাধনায় প্রবৃত্ত হইল। কিন্তু এইসব ব্যাপারের মধ্যে ক্রমশঃ মানসিক অশান্তি লক্ষ্য করিল। কারণ, জাগতিক ভোগসুখ ত' হর্ষশোকপ্রদ, ইহা তাহার সম্যক্ জ্ঞাত না থাকায় সে ইহা বুঝিতে পারে নাই। মানসিক অশান্তি লক্ষ্য করিয়া সে চিন্তা করিতে লাগিল 'এখন কি করণীয়।' তখন কোন সৎকর্ম্মপরায়ণ ব্যক্তির নিকট পরামর্শ চাহিয়া জানিল যে, পার্থিব ভোগসুখ অনিত্য ; ইহা অদ্য রহিয়াছে আগামীকল্য থাকিবে না। স্বর্গসুখই জীবের একমাত্র কাম্য। স্বর্গলাভ করিলে মানব-জীবনের সার্থকতা হইল। স্বর্গপ্রাপ্তির উপায় স্বরূপ সেই ধর্ম্মাত্মা ব্যক্তি তাহাকে দানাদি পুণ্য-কার্য্য, দেবতাদের উদ্দেশে যাগ-যজ্ঞাদি এবং তীর্থ-ভ্রমণাদি কার্য্য করিতে উপদেশ দিলেন। তদনুযায়ী সেই ব্যক্তি পুণ্য কার্য্য করিতে লাগিল। স্বর্গলাভ করিবে, তাহার মনে প্রচুর আনন্দ। এই ভাবে কিছুদিন চলিতে থাকিলে দৈবক্রমে তাহার এক জ্ঞানীর সঙ্গ লাভ হইল।

তিনি তাহার সর্ব্বব্যাপার শ্রবণ পূর্ব্বক চরম কল্যাণ প্রাপ্তির আগ্রহ লক্ষ্য করিয়া উপদেশ করিলেন—এত পরিশ্রম করতঃ যে স্বর্গসুখ লাভের ইচ্ছা করিয়াছ, ইহাও নিত্য নহে। পুণ্যের ফলে স্বর্গ লাভ হয়, ইহা সত্য। কিন্তু পুণ্য ক্ষীণ হইলে পুনরায় জগতে আসিয়া সুখ দুঃখ ভোগ করিতে হইবে। আরও ভয়ের কারণ এই—তখন যে কিপ্রকার জন্মলাভ হইবে তাহার কোন নিশ্চয়তা নাই। মনুষ্য জন্ম হইতে পারে বা অন্য কোন ইতর জন্মও হইতে পারে। সুতরাং যদি জন্মমরণাদি হইতে মুক্তি পাইবার ইচ্ছা কর, তাহা হইলে সর্ব্বপ্রকার জাগতিক ভোগসুখ বর্জ্জন পূর্ব্বক শম দমাদি কঠোর নিয়মাদি পালন এবং প্রাণায়ামাদি দ্বারা জ্ঞানাভ্যাস করিতে করিতে মুক্তি লাভ করিতে পারিলে অর্থাৎ জীবাত্মাকে পরমাত্মার সহিত বিলীন করিতে পারিলে আর তোমার দুঃখের কোন লেশই থাকিবে না। তাহাকে নির্ব্বাণ বা মোক্ষ লাভ বলে।

এই প্রকার উচ্চাশার বাণীতে উৎসাহিত হইয়া সেই ব্যক্তি সর্ব্বপ্রকার বিষয়সুখ ত্যাগ করিয়া জ্ঞানাভ্যাসের জন্য চেষ্টিত হইল। তজ্জন্য সে নানাপ্রকার কৃচ্ছ্রসাধনেও কুণ্ঠিত হইল না।

তাহার কল্যাণ লাভের এই প্রকার প্রয়াস দেখিয়া পরমকরুণাময় ভগবানের তৎপ্রতি কৃপার প্রদর্শন উদ্রেক হইলে সেই সৌভাগ্যক্রমে তাহার কোন ভক্তসাধুর সঙ্গ লাভ হয়। তিনি তাহার সর্ব্ব ব্যাপার শ্রবণ করিয়া বলিলেন—তুমি এতকাল ভ্রান্ত পথে চলিয়াছ। তুমি যদি প্রকৃত কল্যাণ কামনা কর, তবে ভগবৎপ্রাপ্তির চেষ্টা কর, তাহা হইলে তোমার সর্ব্বার্থসিদ্ধি হইবে। তিনি উপনিষদ্‌বাক্য উদ্ধৃত করিয়া বলিলেন,—"যস্মিন্ প্রাপ্তে সর্ব্বমিদং প্রাপ্তং ভবতি, যস্মিন্ জ্ঞাতে সর্ব্বমিদং জ্ঞাতং ভবতি, তদেব বিজিজ্ঞাসস্ব, তদেব ব্রহ্ম।" যাঁহাকে পাইলে সব পাওয়া হয়, যাঁহাকে জানিলে সব জানা হয়, সেই ভগবান্‌কে পাইবার চেষ্টা কর। তোমার এই প্রকার কৃচ্ছ্রসাধনের প্রয়োজন হইবে না। তখন সেই ব্যক্তি বিনীতভাবে ভগবৎপ্রাপ্তির উপায় জানিতে চাহিলেন।

তাঁহার প্রার্থনায় সাধু উপদেশ করিতে লাগিলেন—ভগবৎপ্রাপ্তির একমাত্র উপায় হইল ভগবৎকৃপা। তাঁহার কৃপা না হইলে তাঁহাকে পাওয়া আদৌ সম্ভব নহে। ভগবৎকৃপা পাইতে হইলে তাঁহার জন্য কাঁদিতে হইবে। আমার দেহ, গেহ, বিত্তাদি পার্থিব সুখের জন্য যদি ভগবানের নিকট কাঁদি তবে হয়ত তাহা পাইতে পারিব। কিন্তু ভগবৎপ্রাপ্তি হইবে না। ভগবান্ যাহাই করেন, তাহাই আমার মঙ্গলজনক। তিনি আমাকে সুখ, দুঃখ যাহাই দান করুন, আমাকে স্বর্গ বা নরক যাহাই প্রদান করুন, আমাকে বিত্তশালী বা দরিদ্র যাহাই করুন, তাহাতে আমার কোন প্রকার চিত্তচাঞ্চল্য যদি উপস্থিত না হয় এবং ভগবান্‌কে পাওয়াই যদি আমার একমাত্র কাম্য হয়, তবেই আমি তাঁহার জন্য কাঁদিতে পারিব। তখনই শ্রীভগবচ্চরণে আমার অন্তরের প্রার্থনা হইবে—

"আশ্লিষ্য বা পাদরতাং পিনষ্টু মা-
মদর্শনান্মর্ম্মহতাং করোতু বা।
যথা তথা বা বিদধাতু লম্পটো
মৎপ্রাণনাথস্তু স এব নাপরঃ।"

'শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার পাদপদ্মে পতিত এই ভৃত্যকে গাঢ় আলিঙ্গনপূর্ব্বক আত্মসাৎ করুন, অথবা দেখা না দিয়া আমাকে মর্ম্মপীড়া দান করুন, তিনি আমার প্রতি যেরূপই বিধান করুন না কেন, তথাপি তিনি আমারই প্রাণনাথ, অপর কেহ নহেন'।

যদি কোন সৌভাগ্যবান্ ব্যক্তি এইপ্রকারে শ্রীভগবচ্চরণে আকুল প্রাণে নিষ্কপটে কাঁদিতে পারেন, তবে তিনি নিশ্চয়ই কৃষ্ণকে পাইতে পারিবেন। কিন্তু এইপ্রকার সাধন শিক্ষা করিতে হইলে সর্ব্বাগ্রে একান্তভাবে সদ্গুরুপদাশ্রয় করণীয়। 'তস্মাদ্ গুরুং প্রপদ্যেত জিজ্ঞাসুঃ শ্রেয় উত্তমম্'। শ্রীগুরুদেব ভগবানের প্রকাশ বিগ্রহ। তিনি শিষ্যকে ভগবৎ-প্রাপ্তিবিষয়ে শিক্ষা দিবেন। শ্রীমদ্ভাগবত বলেন—

নৃদেহমাদ্যং সুলভং সুদুর্ল্লভং
প্লবং সুকল্পং গুরুকর্ণধারম্।
ময়ানুকূলেন নভস্বতেরিতং
পুমান্ ভবাব্ধিং ন তরেৎ স আত্মহা॥

এই মনুষ্যদেহটি সকল ফলের মূল। অতএব ইহা আদ্য। যদিও ইহা সুদুর্ল্লভ, তথাপি যখন লাভ হইয়াছে তখন ইহা সুলভ বলিয়া মনে করিতে হইবে। ইহাই পটুতর নৌকা। গুরুদেব ইহার কর্ণধার। কৃষ্ণকৃপারূপ অনুকূল বায়ুর দ্বারা পরিচালিত এই নৌকাখানি প্রাপ্ত হইয়াও যিনি সংসারসমুদ্র পার হইতে চেষ্টা না করেন, তিনি আত্মঘাতী।

জীব ভগবদ্বিমুখ হওয়ায় সে মায়ার কবলে পতিত হইয়া নানাবিধ যন্ত্রণা ভোগ করিলেও বহু জন্মের পুঞ্জীভূত সংস্কারবশে সেই যন্ত্রণা সমূহকেও ক্লেশদায়ক মনে করিতে পারে না। কোন সময়ে সেই ক্লেশের কথা স্মরণে আসিলেও পরমুহূর্ত্তে মায়ার প্রভাবে তাহা বিস্মৃত হয়। তাহার প্রকৃত প্রয়োজন কি তাহা সে বুঝিতে না পারায় ভগবানের জন্য তাহার আকৃতি জাগে না। এইভাবে কালচক্রে ঘুরিতে ঘুরিতে কোন ভক্ত্যুন্মুখী সুকৃতিবশে তাহার ভক্তসাধুসঙ্গ লাভ হয়। সেই ভক্তসাধুসঙ্গফলে যদি সে তাহার স্বাতন্ত্র্যকে কোন প্রকারে ভগবানের দিকে ফিরাইতে পারে, তাহা হইলে ভগবান্ অন্তর্যামীসূত্রে তাহাকে কৃপা করিবার জন্য আগাইয়া আসেন এবং তাহার নিকট সদ্গুরু প্রেরণ করেন।

শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর গাহিয়াছেন—

"এমন দুর্ম্মতি, সংসার ভিতরে,
পড়িয়া আছিনু আমি।
তব নিজজন, কোন মহাজনে,
পাঠাইয়া দিলে তুমি॥"

এই ভাবে জীবের সদ্গুরু লাভ হইলে, গুরুতে মনুষ্যবুদ্ধি পরিত্যাগ করতঃ তাঁহাকে ভগবানের প্রকাশবিগ্রহ জানিয়া শ্রদ্ধার সহিত প্রণিপাত, পরিপ্রশ্ন ও সেবাদ্বারা তাঁহার প্রীতিবিধান করিলে তিনি প্রীত হইয়া প্রথমে তাহাকে সম্বন্ধ, অভিধেয় ও প্রয়োজনতত্ত্ব শিক্ষা দিবেন। সম্বন্ধ জ্ঞানে সে জানিতে পারিবে যে, জীব ভগবানের শক্তির অণু অংশ অর্থাৎ তাঁহার নিত্যদাস—ইহাই তাহার স্বরূপ। দাসের একমাত্র কৃত্যই হইল প্রভুর সেবা অর্থাৎ তাঁহাতে ভক্তি বা তাঁহার সন্তোষ বিধান। ভক্তিই অভিধেয়; প্রভু প্রীত হইলে দাসের কোন কিছুর অভাব থাকে না। সেই প্রভুপ্রীতি লাভই প্রয়োজন। সেই প্রয়োজন লাভ করিবার জন্য ভক্তি নামক অভিধেয় বা পন্থা আশ্রয় করিতে হইবে। সাধনের কর্ম্ম, জ্ঞান, যোগ প্রভৃতি যে-সমস্ত পন্থা রহিয়াছে তাহা যে প্রয়োজন মিটাইতে পারে না তাহা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। এই ভক্তি যাজনের নয় প্রকার ব্যবস্থা থাকিলেও কলিকালে ভগবানের নামকীর্ত্তনই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পন্থা। অপরাধ শূন্য হইয়া শুদ্ধভাবে হরিনাম করিতে পারিলে চিত্তদর্পণ মার্জ্জিত হইবে, ভবমহাদাবাগ্নি অর্থাৎ ত্রিতাপ জ্বালা প্রশমিত হইবে, প্রকৃত কল্যাণ লাভ হইবে, শুদ্ধা সরস্বতী জিহ্বাগ্র আশ্রয় করায় হরিকথা ব্যতীত অন্য বিষয়ে রুচি থাকিবে না, মনে প্রকৃত আনন্দের উদয়

হইবে, পদে পদে পূর্ণামৃত-আস্বাদ হইতে থাকিবে এবং চিত্ত পরিপূর্ণরূপে বিশুদ্ধতা লাভ করিবে। তখন হরিনাম কীর্ত্তন ব্যতীত অন্য কোন বস্তুতে অভিলাষ থাকিবে না। বরং হরিনাম গ্রহণে কোন প্রকার বাধা বা অসুবিধা উপস্থিত হইলে মনে অত্যন্ত দুঃখ অনুভব হইবে। হরিনাম-কীর্ত্তনে সর্ব্বাপেক্ষা সুবিধার বিষয় এই যে, ইহার স্মরণে দেশ-কাল ও পাত্রাদির বিচার নাই। যে কোন ব্যক্তি, যে কোন সময়ে, যে কোন স্থানে, যে কোন অবস্থায়ই হরিনাম কীর্ত্তন করিতে পারেন। এই হরিনাম গ্রহণ ফলে সাধক নিজেকে তৃণের অপেক্ষা সুনীচ ভাবিতে, তরুর ন্যায় সহিষ্ণু হইতে এবং নিজে অমানী হইয়া অপরকে সম্মান দিবার যোগ্যতা লাভ করিতে পারেন। অপরাধ শূন্য হইয়া হরিনাম গ্রহণ করিতে করিতে নিষ্কপট সাধকের পার্থিব সমস্ত বস্তুতে ক্রমশঃ আসক্তি বিদূরিত হইয়া শ্রীভগবচ্চরণে তাঁহার একমাত্র প্রার্থনা এইরূপ হয়—'হে জগদীশ! আমি ধন, জন বা সুন্দরী কবিতা প্রার্থনা করি না। জন্মে জন্মে আপনার শ্রীপাদপদ্মে আমার অহৈতুকী ভক্তি হউক।'

শ্রীকৃষ্ণপাদপদ্মে এইপ্রকারে অহৈতুকী ভক্তিদ্বারা সাধকের হৃদয়ে দীনতা ও কৃষ্ণসেবা-প্রবৃত্তির উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইয়া তাঁহার স্ব-স্বরূপের উদ্বোধনে সেব্য-বস্তুতে কৃপা ভিক্ষা এই প্রকার হয়—

'ওহে নন্দনন্দন! আমি তোমার নিত্য কিঙ্কর হইয়াও স্বকর্ম্ম-বিপাকে বিষম ভবসমুদ্রে পতিত হইয়াছি। তুমি কৃপা করিয়া আমাকে তোমার পাদ-পদ্মস্থিত ধূলিসদৃশ বলিয়া মনে কর।'

সাধকের এইপ্রকার নিষ্কপট প্রার্থনার ফলস্বরূপে তাঁহাতে ভগবৎপ্রাপ্তির বাহ্য লক্ষণ ক্রমশঃ প্রকাশিত হয় অর্থাৎ ভগবানের নাম গ্রহণে তাঁহার নয়নযুগল গলদশ্রুধারায় শোভিত হয়, বাক্য-নিঃসরণসময়ে বদনে গদ্‌গদস্বর বাহির হয় এবং সমস্ত শরীর পুলকাঞ্চিত হইয়া থাকে। ক্রমশঃ ভগবৎপ্রাপ্তির বা সিদ্ধির অন্তর্লক্ষণও তাঁহাতে বিকশিত হইয়া এমন অবস্থা হয় যে—গোবিন্দকে দেখিতে না পাইলে সমস্ত জগৎ তাঁহার নিকট শূন্য বোধ হয় এবং মুখ হইতে এইকথা বাহির হয় যে, গোবিন্দ বিরহে আমার একটি নিমেষও একযুগ বোধ হইতেছে। এইপ্রকার সিদ্ধ-ভক্তের শ্রীভগবচ্চরণে নিষ্ঠা, যথা—

"আমি—কৃষ্ণপদ দাসী, তেঁহো—রস-সুখরাশি,
আলিঙ্গিয়া করে আত্মসাথ।
কিবা না দেয় দরশন, না জানে মোর তনুমন,
তবু তেঁহো—মোর প্রাণনাথ॥"

কলিকাতাস্থিত শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠে শ্রীকৃষ্ণ-জন্মাষ্টমী উৎসব উপলক্ষে ষষ্ঠদিবসব্যাপী ধর্ম্মসভার বিবরণ

[পূর্ব্ব প্রকাশিত ৮ম সংখ্যার ১৫৯ পৃষ্ঠার পর]

ধর্ম্মসভার দ্বিতীয় অধিবেশনে **আই-জি-পি শ্রীসুনীল চন্দ্র চৌধুরী** সভাপতির অভিভাষণে বলেন,—"শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠাধ্যক্ষ শ্রীমদ্ মাধব গোস্বামী মহারাজ ও প্রধান অতিথি মহাশয় বহু শাস্ত্র প্রমাণের দ্বারা অদ্যকার আলোচ্য বিষয়টী যে ভাবে বিশ্লেষণ করেছেন, তাতে মনে হয় না বুঝ্‌তে আর কোনও সন্দেহের অবকাশ থাকতে পারে যে, 'শ্রীকৃষ্ণই সর্ব্বোত্তম উপাস্য'। আমরা যারা সাধারণ মানুষ, শাস্ত্রে যাদের অধিকার নাই, আমাদের একটি মস্ত বড় জিজ্ঞাসা—আবার কি সময় হয়েছে যখন শ্রীকৃষ্ণের পুনরাবির্ভাবের প্রয়োজন? জগতের যে প্রকার দুর্দ্দিন, ধর্ম্মের গ্লানি ও অধর্ম্মের প্রাদুর্ভাব হয়েছে, তাতে দূত পাঠালে

হবে না, স্বয়ং ভগবান্‌কেই আস্‌তে হবে। আজ শ্রীকৃষ্ণজন্মাষ্টমী শুভবাসরে, জানি না ভগবানের পুনরাবির্ভাবের সময় হয়েছে কিনা, তথাপি আমরা করযোড়ে প্রার্থনা জানাচ্ছি—তিনি জগতে অবতীর্ণ হউন, অবতীর্ণ হয়ে জগতের গ্লানি দূরীভূত করুন, —অন্যথা জগদ্বাসীর নিস্তার নাই।"

প্রধান অতিথি প্রাক্তন আই-জি-পি **শ্রীউপানন্দ মুখোপাধ্যায়** তাঁহার অভিভাষণে বলেন—"পৃথিবী পাপের ভার সহ্য করতে না পেরে কাঁদতে কাঁদতে ব্রহ্মার শরণাপন্ন হয়েছিলেন। ব্রহ্মা ক্ষীর সাগরের তটে বিষ্ণুর শরণাপন্ন হলেন। ব্রহ্মার স্তবে দৈববাণী হয়—দেবকীর প্রার্থনানুযায়ী তাঁহার সন্তানরূপে ভগবান্ আবির্ভূত হবেন,—

'যদা যদা হি ধর্ম্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত।
অভ্যুত্থানমধর্ম্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহম্॥
পরিত্রাণায় সাধুনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্।
ধর্ম্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে॥'

অবতার অনেক হয়েছে, কিন্তু কৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান্। কৃষ্ণকে অবতারী বলা হয়। যে তত্ত্বে সর্ব্ব বিষয়ের সর্ব্বোত্তমতা, সমস্ত আনন্দের অভিব্যক্তি তাঁকেই সর্ব্বোত্তম উপাস্য বল্‌তে হবে। এক সময় দেবসভায় বিতর্ক উত্থাপিত হয় শ্রেষ্ঠ উপাস্যের স্বরূপ কি?—ব্রহ্মা, শিব অথবা বিষ্ণু। ভৃগু মুনিকে মধ্যস্থ করা হলে তিনি প্রথমতঃ ব্রহ্মার নিকট উপনীত হয়ে ব্রহ্মাকে অনাদরসূচক বাক্য বল্লে ব্রহ্মা ক্রুদ্ধ হলেন। তথা হতে শিবলোকে শিবের নিকট উপনীত হয়ে তাঁর প্রতিও অনাদর প্রদর্শন করলে শিব ক্রোধে ত্রিশূল উত্তোলন করলেন; ক্রমশঃ তথা হতে প্রস্থান করতঃ বৈকুণ্ঠধামে যেখানে নারায়ণ লক্ষ্মীর সহিত অবস্থান করছেন সেখানে উপনীত হয়েই ভৃগু বিষ্ণুর বক্ষে পদাঘাত করলেন। বিষ্ণু সসব্যস্ত হ'য়ে উঠে ভৃগুকে নমস্কার করলেন এবং আত্মদোষক্ষালন করাইবার প্রার্থনা জানালেন। ভৃগুমুনি তৎপর দেবসভায় এসে উদাত্ত কণ্ঠে ঘোষণা কর্‌লেন—বিষ্ণুই শ্রেষ্ঠ উপাস্য। বিষ্ণুর অনন্ত স্বরূপ, তন্মধ্যে নন্দনন্দন শ্রীকৃষ্ণস্বরূপই সর্ব্বোত্তম। বিষ্ণুমায়ায় ব্রহ্মা শিব উভয়েই মোহিত হয়েছিলেন।

শ্রীকৃষ্ণ ইন্দ্রের দর্পনাশ ও গোবর্দ্ধন-ধারণ লীলায় দেবতান্তরের পূজা নিষিদ্ধ ক'রে গোবর্দ্ধন-পূজার প্রবর্ত্তন ক'রেছিলেন। গোবর্দ্ধন-তত্ত্ব একদিকে সাক্ষাৎ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ, অন্যদিকে হরিদাসবর্য্য (ভক্তশ্রেষ্ঠ)। ভক্তের সহিত যে ভগবানের উপাসনা উহাই সর্ব্বোত্তম উপাসনা। ভগবান্ স্বাধীন হ'লেও ভক্তপরাধীন। শকটাসুর বধ, পূতনা বধ, তৃণাবর্ত্ত-বকাসুর-অঘাসুর বধ, কালীয় দমন, যমলার্জ্জুন ভঞ্জন, ব্রহ্মাণ্ডঘাটে জননীকে মুখবিবরে ব্রহ্মাণ্ড প্রদর্শন ইত্যাদি শ্রীকৃষ্ণের বহুবিধ অলৌকিক লীলা যা' ভগবানের অন্য কোনও স্বরূপে দেখা যায় না। এজন্য লীলাপুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণের উপাসনাই সর্ব্বোত্তম উপাসনা, এতে সন্দেহের কোনও অবকাশ নাই।"

[পরিশেষে উপানন্দবাবু বলেন, শ্রীকৃষ্ণ সম্বন্ধে তাঁর যেটুকু জ্ঞান লাভ হয়েছে তা' তাঁর বিদুষী ভক্তিমতী স্বধামগতা সহধর্ম্মিণীর লিখিত সহজবোধ্য বাংলা পয়ারে শ্রীমদ্ভাগবত অধ্যয়ন হ'তে।]

ধর্ম্মসভার তৃতীয় অধিবেশনে মাননীয় **বিচারপতি শ্রীসব্যসাচী মুখোপাধ্যায়** সভাপতির অভিভাষণে বলেন,—"আজকের অনুষ্ঠানের তাৎপর্য্য সম্বন্ধে জ্ঞানগর্ভ ভাষণ আপনারা শুন্‌লেন। আমি শুন্‌বার আকাঙ্ক্ষা নিয়েই আসি। পূর্ব্বেও এই মঠের অনুষ্ঠানে আমি অংশ গ্রহণ করেছি। সাধুরা যখন ডাকেন তখন প্রত্যাখ্যান করতে পারি না, ইহাও আমার আসবার একটী কারণ। কেন ভক্তপূজা ভগবৎপূজা হ'তে অধিক উপযোগী? ভক্ত কে? ঈশ্বর কি?—এ সব বিষয়ে বিস্তৃতভাবে এতক্ষণ আপনারা শুন্‌লেন। নূতন ক'রে কিছু বল্‌বার নাই। ঈশ্বর আরাধনায় যাঁরা যত উন্নত হ'য়েছেন, তাঁরা তত নিজ জীবনে সামঞ্জস্য বিধান (Proper adjustment) ক'রে চলতে সমর্থ। অসামঞ্জস্য দেখাটা ঈশ্বর আরাধনার ফল নয়। ভক্তই ভগবানের নিকট যাওয়ার সহজ মাধ্যম। যেমন মন্ত্রীর কাছে যেতে হ'লে তাঁর স্ত্রীকে

সন্তুষ্ট করলে সহজে যাওয়া যায় তদ্রূপ ভক্তকে সন্তুষ্ট ক'রলে ভগবানের নিকট সহজে যাওয়া যায়। তবে আদর্শ আচার পরায়ণ ভক্তের পূজার দ্বারাই ভগবানের পূজা হবে, নতুবা নহে। আচার রহিত যে ভগবৎ পূজা উহা প্রকৃত সাধুতা নহে।"

প্রধান অতিথি **শ্রীহরিপদ ভারতী** তাঁহার অভিভাষণে বলেন;—"স্বামীজীগণ সত্যই বলেছেন দেহ পরম তত্ত্ব নয়। দেহ অনিত্য, আত্মা নিত্য। পরমাত্মা পরমতত্ত্ব। পঞ্চমহাভূত হ'তে শরীর হ'য়েছে, পঞ্চমহাভূতে বিলীন হবে, ঈশ্বর মানি না, একথা যদি কেহ বলেন, তা' ভুল কথা। ঈশ্বর ছাড়া মানুষের সত্তা নাই, গতি নাই। মানুষ-জন্ম যদি সত্য হয়, তবে ঈশ্বরও সত্য হবে। ঈশ্বর বৈজ্ঞানিক সত্য, তাঁকে উপেক্ষা করার কোনও উপায় নাই। ২ এর সঙ্গে ২ যোগ দিলে যেমন ৪ হয়, তদ্রূপ ঈশ্বর সত্য। ঈশ্বর সর্ব্বশক্তিমান্— সর্ব্ব জ্ঞানের আকর। অসীম অনন্ত ভগবান্‌কে আমি মানি। মনুষ্যজন্মের বৈশিষ্ট্য তাঁর চিন্তা শক্তি। পশুতে সেই চিন্তাশক্তির অভাব। আধ্যাত্মিকতার সংস্কৃতি ভারতের বৈশিষ্ট্য। পবিত্র দেশ ভারতবর্ষে যাঁদের জন্ম তাঁদের আধ্যাত্মিক বিষয়ে সংস্কার স্বাভাবিক। ভারতভূমিতে নাস্তিকতা অস্বাভাবিক। ভক্ত ভক্তির দ্বারা ভগবানের মহিমা উপলব্ধি করেন, বলেন, ভিন্ন ভিন্ন ভক্ত ভিন্ন ভিন্ন ভাবে ভগবান্‌কে দেখে থাকেন। 'যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহম্' (গীতা)। ভগবান্‌কে পাওয়ার প্রশস্ত রাজপথ ভক্তি। শ্রীরাম হ'তে 'রাম' নাম বড়; আবার তদপেক্ষা 'রামভক্ত' বড়। শ্রীমন্মহাপ্রভু কলিযুগে ভগবৎপ্রাপ্তির শ্রেষ্ঠ উপায়রূপে শ্রীহরিনাম সঙ্কীর্ত্তনকেই নির্দ্দেশ করে গেছেন। সেই হরিনাম বিতরণ করেন ভক্ত, সুতরাং ভক্ত আরও শ্রেষ্ঠ। আচার্য্য ছাড়া—গুরু ছাড়া কখনও ভগবৎপ্রাপ্তি হয় না। যেমন সরাসরি মন্ত্রীর কাছে আমরা যেতে পারি না, একজন মাধ্যম চাই; তদ্রূপ ভক্ত চাই। তবে ভক্ত হবেন আদর্শ আচার পরায়ণ পুরুষ।"

ধর্ম্মসভার চতুর্থ অধিবেশনে পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সরকারের শিল্প ও বাণিজ্য মন্ত্রী **শ্রীকানাইলাল ভট্টাচার্য্য** সভাপতির অভিভাষণে বলেন,—"আমার পূর্ব্বে মঠাধ্যক্ষ এবং অন্যান্য বক্তাগণ তাঁদের সারা জীবনের অধ্যাত্ম সাধনার অভিজ্ঞতা নিয়ে আজকের বক্তব্য-বিষয় 'হিংসা, অহিংসা ও প্রেম' সম্বন্ধে যেভাবে আলোচনা করলেন সেভাবে আমি বল্‌তে পারব না। আজকের যিনি প্রধান অতিথি, কলিকাতা বিশ্ব বিদ্যালয়ের উপাচার্য্য আমার শিক্ষক তুল্য, আমি তাঁর কাছে পরেছি। হিংসা না করাটা অহিংসা হ'তে পারে। অহিংসার কোনও Positive role আছে কিনা আমি জানি না। অহিংসা অর্থ কম হিংসা। যাই হউক মানুষের এই হিংসা বৃত্তিকে যদি দমন করতে পারা না যায়, সমাজে শান্তি হবে না, শান্তি না হলে সমাজের অগ্রগতি হবে না, সমাজের অগ্রগতি না হলে মানুষ সুখী হ'তে পারবে না। বিশ্বজুড়ে প্রেমের বন্যা বইলে হিংসা দূর হবে। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর আচরিত ও প্রচারিত প্রেমধর্ম্ম জগতে হিংসা প্রবণতাকে রুখ্‌তে এবং যথার্থ সাম্যবাদ সংস্থাপনে সমর্থ। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু কেবল কথায় নয় তাঁর জীবন দিয়ে উহা প্রমাণ করে গেছেন, জাতি-বর্ণ-নির্ব্বিশেষে সকলকে প্রেমধর্ম্মে উদ্বুদ্ধ করেছিলেন। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা যদি ঠিক ঠিক ভাবে আমরা গ্রহণ করতে পারি তবে নিশ্চয়ই দেশের ও বিশ্বের কল্যাণ হবে।"

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য্য **ডক্টর শ্রীসুনীল কুমার মুখোপাধ্যায়** প্রধান অতিথির অভিভাষণে বলেন,—"আপনাদের অহৈতুকী প্রেম ও ভগবানের অশেষ করুণায় আজ আপনাদের নিকট উপস্থিত হওয়ার সৌভাগ্য হয়েছে। আজকের বিষয়বস্তু সম্বন্ধে এতক্ষণ জ্ঞানগর্ভ ভাষণ আপনারা শুনলেন। আজকের সভাপতি যিনি তিনি বিজ্ঞানের ছাত্র আমিও বিজ্ঞানের ছাত্র, উভয়ে রসায়ণের ছাত্র। একে বলে Chance-coincidence. ভগবানের ইচ্ছায় হয়েছে, আপনারা ভেবে, চিন্তে করেন নাই। পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত হ'লেও হয়ত ২।৪টী কথা কানে

শুনেও বলা যায়। বিজ্ঞান ইন্দ্রিয়-প্রত্যক্ষ ব্যাপারে আমাদিগকে সাহায্য করতে পারে, ইন্দ্রিয়াতীত বিষয় বলতে পারে না। তবে বৈজ্ঞানিকরা স্বীকার করেন, দেহাতিরিক্ত সত্তা আছে। আজকের বিষয়বস্তু সম্বন্ধে কিছু বলবার চেষ্টা করছি। আমাদের স্বভাবেতে হিংসাপ্রবণতা রয়েছে। হিংসা দুইপ্রকার—দৈহিক ও মানসিক। একজনের গাড়ী আছে, আমার গাড়ী নাই, মনে হিংসার ভাব এসে উপস্থিত হলো। আমেরিকাতে টাকার অভাব নাই। কিন্তু ভিয়েৎনামে লড়াই করলো। কর্তৃত্ব বিস্তারের জন্য কত নরনারীকে নির্দ্দয়ভাবে হত্যা করলো। বনের পশুও এ প্রকারে অযথা হিংসা করে না, ক্ষুধার্ত্ত অবস্থায় কেবলমাত্র হিংসা করে। মরণ ভয় এমন একটি বস্তু, যার জন্য আমরা বহু প্রাণীকে হত্যা করি। দেহাভিমান যতক্ষণ, ততক্ষণ হিংসা-প্রবণতা থাকবেই। প্রেমের সাহায্যে যদি আমরা অতীন্দ্রিয় ভূমিকায় যেতে পারি তবেই হিংসার রাজ্য অতিক্রম করা সম্ভব। মহারাজগণ সেই প্রেমের বাণী প্রচার করছেন; তাঁদের শিক্ষায় অনুপ্রাণিত হ'তে পারলে হিংসা-প্রবণতা কমবে, নতুবা হিংসার দাবানলে জর্জ্জরিত হ'তে হবে।"

ধর্ম্মসভার পঞ্চম অধিবেশনে মাননীয় বিচারপতি **শ্রীবঙ্কিম চন্দ্র রায়** সভাপতির অভিভাষণে বলেন—"যখন যখন ধর্ম্মের গ্লানি, অধর্ম্মের প্রাদুর্ভাব, নৈরাশ্য ও অত্যাচার শেষ সীমায় এসে উপস্থিত হয় তখন তখন দুষ্টের দমন ও শিষ্টের পালনের জন্য ভগবান্ অবতীর্ণ হন; মধ্যযুগে যখন মানুষ মহা তামসিকতায় নিমজ্জিত হ'য়ে পড়েছিল, সেই সময় প্রেমমূর্ত্তি শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু অবতীর্ণ হয়েছিলেন। তিনি জাতিবর্ণ-নির্ব্বিশেষে সকলকে প্রেম-মন্ত্রে দীক্ষিত ক'রে প্রীতির দ্বারা মানুষের মধ্যে ঘৃণা ও হিংসাকে বন্ধ করেছিলেন। মানুষের মধ্যে নবচেতনা এনে দিয়েছিলেন, নির্বীর্য্য জাতিকে সঞ্জীবিত করেছিলেন। ভাগবতধর্ম্মের সর্ব্বোত্তম সাধন—শ্রীহরিনাম-সংকীর্ত্তন; যে ধর্ম্মানুশীলনে জাতি-বর্ণ-বয়স-যোগ্যতা-নির্বিশেষে সকলেই একত্রিত হতে পারেন। শ্রীহরিনামের দ্বারা সমস্ত পাপ ধ্বংস হয়, চিত্ত নির্ম্মল হয়, সুতরাং পরস্পরের মধ্যে হিংসা-দ্বেষ দূরীভূত হয়। জগাই-মাধাইএর ন্যায় মহাপাপিষ্ঠ ব্যক্তিও নামপ্রেমে পবিত্র হয়েছিলেন। বৃহন্নারদীয়পুরাণে কলিযুগে জীবের পক্ষে মঙ্গললাভের একমাত্র সাধনরূপে নির্ণীত হয়েছে — শ্রীহরিনাম-সংকীর্ত্তন। "হরের্নাম হরের্নাম হরের্নামৈব কেবলম্। কলৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরন্যথা॥" শ্রীনামপ্রেম সমাজজীবনে প্রচারিত হ'লে যথার্থরূপে সাম্যবাদ প্রতিষ্ঠিত হ'তে পারবে।"

প্রধান অতিথি **শ্রীঈশ্বরী প্রসাদ গোয়েঙ্কা** তাঁহার অভিভাষণে বলেন—"শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠে বৎসরে দুইটি বিশেষ ধর্ম্মানুষ্ঠান হয়ে থাকে। তাতে বিশেষ বিশেষ ব্যক্তিগণ আসেন, বিশেষ বিশেষ বিষয়ে আলোচনা ক'রে থাকেন। উদ্দেশ্য আমাদিগকে ভগবদুন্মুখী করা। ভাগবতধর্ম্ম হলো সমস্ত বিষয়টাই ভগবৎপ্রীতি সাধনোদ্দেশ্যে নিয়োগ করা। "শ্রবণং কীর্ত্তনং ধ্যানং হরেরদ্ভুতকর্ম্মণঃ। জন্ম-কর্ম্ম-গুণানাঞ্চ তদর্থেঽখিলচেষ্টিতম্॥ ইষ্টং দত্তং তপো জপ্তং বৃত্তং যচ্চাত্মনঃ প্রিয়ম্। দারান্ সুতান্ গৃহান্ প্রাণান্ যৎ পরস্মৈ নিবেদনম্॥" — ভাগবত ১১শ স্কন্ধ। অলৌকিক লীলাপরায়ণ ভগবান্ শ্রীহরির জন্ম, কর্ম্ম, গুণসকলের শ্রবণ, কীর্ত্তন, ধ্যান, তদর্থে অখিলচেষ্টা, ইষ্ট, দান, তপঃ, জপ এবং নিজ প্রিয় বস্তু, স্ত্রী, গৃহ, পুত্র ও প্রাণ এই সমুদয় শ্রীকৃষ্ণে নিবেদন—একেই ভাগবতধর্ম্ম বা ভক্তিধর্ম্ম বলে। ভাগবতধর্ম্মানুশীলন মধ্যে শ্রীহরিনাম-সংকীর্ত্তন সর্ব্বোত্তম। হরিনামের তাৎপর্য্য—হরিকে ডাকা। আমরা ভগবান্‌কে ডাকি সংসারিক বস্তু লাভের জন্য, উহা শুদ্ধ নাম নহে। ভগবানের জন্যই ভগবান্‌কে ডাকা, তাঁর প্রীতির উদ্দেশ্যেই তাঁকে ডাকা প্রকৃত হরিনাম। ভাগবত দুই প্রকার—গ্রন্থ ভাগবত ও ভক্তভাগবত। ভক্ত ভাগবতের কৃপা ব্যতীত ভক্তি হয় না, ভক্তি না হ'লে ভগবান্‌কে পাওয়া যায় না। সুতরাং ভগবৎপ্রাপ্তির মূলে রয়েছে সাধুসঙ্গ। "রহূগণৈতৎ তপসা ন যাতি ন চেজ্যয়া নির্ব্বপণাদ্ গৃহাদ্বা। ন চ্ছন্দসা নৈব জলাগ্নিসূর্য্যৈর্বিনা মহৎপাদরজোঽভিষেকম্॥" — ভাগবত পঞ্চম স্কন্ধ। মহতের

পাদপদ্ম রজে অভিষিক্ত না হওয়া পর্য্যন্ত তপস্যা, পূজা, সন্ন্যাস, গৃহধর্ম্ম, শাস্ত্রজ্ঞান, জল, অগ্নি, সূর্য্যের উপাসনা দ্বারা ভগবান্‌কে পাওয়া যায় না। নিষ্কপটে ভক্ত ভাগবতের আশ্রয় ব্যতীত ভাগবতধর্ম্মের অনুশীলন হয় না। ভাগবতধর্ম্ম খুব সহজ, আবার খুব কঠিন। অশরণাগত অভিমানী ব্যক্তির পক্ষে খুব কঠিন; শরণাগত নিরভিমানীর পক্ষে সহজ। বেদব্যাসমুনি ভাগবতধর্ম্ম বর্ণনের দ্বারা শান্তি লাভ করতে পেরেছিলেন, তৎপূর্ব্বে শান্তি পান্ নি। এই সর্ব্বোত্তম ভাগবতধর্ম্ম বা প্রেমধর্ম্মই শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু জগতে আচরণমুখে প্রচার ক'রে গেছেন।"

ধর্ম্মসভার ষষ্ঠ অধিবেশনে মাননীয় বিচারপতি **শ্রীসলিল কুমার হাজরা** মহোদয় সভাপতির অভিভাষণে বলেন—"আমার শরীর সুস্থ নয়, তথাপি এখানকার স্বামীজীগণের স্নেহাকর্ষণে আমি এখানে এসেছি। শুন্‌বার জন্যই এসেছি, বল্‌বার জন্য নয়। আজকের বক্তব্যবিষয় "নাম, নামাভাস ও নামাপরাধ" সম্বন্ধে পূজনীয় মঠাধ্যক্ষ মহারাজ ও অন্যান্য স্বামীজীগণ যা' বলেছেন তা' শুন্‌লে আমাদের নিশ্চয়ই মঙ্গল হবে। যাঁরা জ্ঞানী তাঁদের নিকট শিক্ষা গ্রহণ করা উচিত। প্রতি বৎসর এখানে উৎসবানুষ্ঠান হয়, আস্‌লে সাধুগণের আশীর্ব্বাদ পাওয়া যায়। সাধারণ লোক নানাপ্রকার আধি-ব্যাধিতে কষ্ট পেয়ে থাকে। এজন্য তাঁদের চেষ্টা কি ক'রে সংসার দুঃখ হ'তে মুক্তি পাওয়া যায়। কলি দোষের নিধি ঠিক, কিন্তু একটি মহৎ গুণ এই, কৃষ্ণকীর্ত্তনের দ্বারা সংসার দুঃখ হ'তে মুক্ত হ'য়ে ভগবান্‌কে লাভ করতে পারা যায়। সাধারণতঃ বৈদান্তিক পণ্ডিতগণ বেদান্ত অধ্যয়ন অধ্যাপনাকেই সন্ন্যাসীর মুখ্য কৃত্য বলে থাকেন। তথাকথিত পণ্ডিতাভিমানী ব্যক্তিগণকে শিক্ষা দিবার অভিপ্রায়ে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু পরম পণ্ডিত হয়েও কাশীবাসী বৈদান্তিক সন্ন্যাসিগণকে সম্বোধন করে বলেছিলেন—'গুরু আমাকে মূর্খ দেখে বল্লেন—তোমার বেদান্তে অধিকার নাই, তুমি কৃষ্ণনাম কর, কৃষ্ণ মন্ত্র জপ কর।' অর্থাৎ তিনি ভঙ্গী ক'রে সকলকে কৃষ্ণ নাম করবারই উপদেশ করলেন। কৃষ্ণকীর্ত্তনের দ্বারাই সর্ব্বার্থ সিদ্ধি হবে। "কৃষ্ণমন্ত্র হৈতে হবে সংসার মোচন। কৃষ্ণনাম হৈতে পাবে কৃষ্ণের চরণ॥" কৃষ্ণনামে যে আনন্দ সিন্ধু, ব্রহ্মানন্দ তৎতুলনায় অতি অকিঞ্চিৎকর খাদোদকসম। পূজনীয় স্বামীজী মহারাজ বল্লেন হরিনাম ক'রেও আমাদের শীঘ্র সুফল হয় না, অপরাধ হেতু। এজন্য পদ্মপুরাণ বর্ণিত দশ অপরাধ বর্জ্জন ক'রে কীর্ত্তন করতে বল্লেন। যেখানে অপরাধ নাই আবার সম্বন্ধ জ্ঞান বা অন্য মতলবও নাই সেখানে নামাভাস হ'য়ে থাকে। অপরাধ রহিত হ'য়ে সম্বন্ধ জ্ঞানের সহিত ভগবান্‌কে ডাকলে শুদ্ধ নামের উদয় হয়, তাতে ভগবানের সান্নিধ্য লাভ হয়। এ সব বিষয়ে মহারাজগণ অনেক কথা বল্লেন, কিন্তু বিশ্লেষণের সময় নাই। মহারাজগণের কথা শুনে আমি বিশেষভাবে আকৃষ্ট হয়েছি, আনন্দ লাভ করেছি। সকলকেই আমার ধন্যবাদ জানাচ্ছি।"

প্রধান অতিথি **শ্রীজয়ন্ত কুমার মুখোপাধ্যায়** তাঁহার অভিভাষণে বলেন—"বৎসরে দুবার শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠে যে ধর্ম্মানুষ্ঠান হ'য়ে থাকে তাতে অন্ততঃ একদিনের জন্যও আমার আসবার সৌভাগ্য হয়। আমি বক্তৃতা করবার জন্য আসি না, শুনে কিছু জ্ঞান লাভ করবো, সৎপ্রেরণা লাভ কর্‌বো এই আশায় আসি। আমরা এড্‌ভোকেট, আমাদের ব্যবসা হচ্ছে কথা বিক্রয় ক'রে খাওয়া। কিন্তু কথা বলি ব'লে, "নাম, নামাভাস, নামাপরাধ" এই সব পারমার্থিক গূঢ় তত্ত্ব সম্বন্ধে বলবার যোগ্যতা আমরা রাখি না। মহারাজ সুন্দর দৃষ্টান্ত দিয়ে বুঝালেন আমাদের নামাপরাধ কিভাবে হয়; যখন অন্য উদ্দেশ্য নিয়ে ডাকি তখন অপরাধ হয়। গহনার দোকানের মালিক ও মনিব আগন্তুক মূর্খ গ্রাহককে ঠকাবার দুষ্ট অভিপ্রায় নিয়ে যে "কেশব, কেশব", "গোপাল গোপাল" "হরি হরি", "হর হর" কীর্ত্তন করলো এসব নামাপরাধ। মঠে আসলে হরিকথা শুন্‌লে কিছুক্ষণের জন্যও আমরা সংসার ভুলে থাকতে পারি, এইটুকুই লাভ। আমার সুখ হচ্ছে দেখে, হরিকথা শুনবার

জন্য আমার বন্ধুপ্রবর নন্দবাবু এসেছেন, আমার ভাই এসেছে। কিছুক্ষণ পূর্ব্বে ঘড়িতে alarm বাজলো, অর্থাৎ জানাচ্ছে আমাদের জীবনের শেষসময় ঘনিয়ে এসেছে, প্রস্তুত হও। মহারাজগণের আশীর্ব্বাদ ও আপনাদেয় আশীর্ব্বাদই আমার সম্বল।"

বিশেষ অতিথি **সলিসিটর শ্রীনন্দ দুলাল দে** তাঁহার অভিভাষণে বলেন—"কলিযুগের যুগধর্ম্ম শ্রীহরিনাম-সংকীর্ত্তন। সত্যযুগে ধ্যানে, ত্রেতায় যজ্ঞে ও দ্বাপরে অর্চ্চনে যে বস্তু পাওয়া যেত তৎসমুদয় কলিযুগে হরিনামসংকীর্ত্তনে দ্বারা পাওয়া যাবে। "হরের্নাম, হরের্নাম, হরের্নামৈব কেবলম্। কলৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরন্যথা।" 'হরিনাম, হরিনাম, কেবল হরিনাম; কলিযুগে অন্য উপায়ে গতি নাই, নাই নাই নাই।' শাস্ত্রে ত্রিসত্য ক'রে জোর দিয়ে বলেছেন। সুতরাং আমাদের কোনও প্রকার সন্দেহ থাকা উচিত নয়। হরিনামের ফল চাক্ষুষ দেখুন, মার্কিণ দেশ চরম ভোগ-বিলাসের দেশ; সেই দেশের বিলাসী ব্যক্তিগণ সব ছেড়ে দিয়ে, সব ভুলে গিয়ে হরিনামে বিভোর হয়ে পড়েছেন। গীতাতে কর্ম্ম, জ্ঞান, যোগ, ভক্তির উপদেশ আছে সত্য, কিন্তু তন্মধ্যে ভক্তিপথকেই সর্ব্বোত্তম বলেছেন। গীতাতে কৃষ্ণ সর্ব্বশেষে বলেছেন—সব ধর্ম্ম ছেড়ে তাঁর শরণাপন্ন হ'তে। 'সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ। অহং ত্বাং সর্ব্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ॥' শরণাগতিরূপ সুদৃঢ় ভিত্তির উপর ভক্তি প্রতিষ্ঠিত। ভক্তির বহুবিধ অঙ্গ আছে। শ্রীমদ্ভাগবতে নবধা ভক্তির কথা বলেছেন। সমস্ত প্রকার ভক্তিসাধনের মধ্যে শ্রীহরিনাম-সঙ্কীর্ত্তনই সর্ব্বোত্তম।"
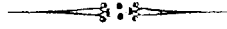
শ্রীশ্রীগৌরকিশোর-স্তুতি

"মহাপ্রভুর ভক্তগণের বৈরাগ্য প্রধান।
যাহা দেখি' প্রীত হন গৌর ভগবান্॥"
তুমি সে' বৈরাগ্য-মূর্ত্তি শ্রীগৌরকিশোর।
সদা তব গুণ গাই, যদি কৃপা কর॥
শ্রীবাবাজী মহারাজ, গোলোক হইতে।
আবির্ভূত হৈলে তুমি ফরিদপুরেতে॥
যুবাকালে গৃহত্যজি' গেলে বৃন্দাবন।
সেথা কৃষ্ণপ্রেমে তব ব্যাকুলিত মন॥
শেষে জগন্নাথাদেশে নবদ্বীপে এলে।
(শ্রী) **মায়াপুরধাম**-তত্ত্ব প্রচার করিলে॥
"গৌরধামে ব্রজধামে ভেদ কিছু নাই।
ধামে বসি' হরিনাম গাও সবে ভাই॥"
দুঃসঙ্গ ছাড়িয়া ভাই সাধুসঙ্গ ধর।
যেথা থাক মহামন্ত্র সংকীর্ত্তন কর॥
ভক্তি-জন্য ভাগবতপাঠাদি না হ'লে।
ভক্তি-অঙ্গ নহে তাহা তুমি জানাইলে॥
একমাত্র প্রভুপাদে দীক্ষা কৈলে দান।
প্রভুপাদ সরস্বতী জগৎ কৈল ত্রাণ॥
কৃষ্ণের বিরহে তুমি গঙ্গা' প্রবেশিলে।
কৃপা করি গৌর-কৃষ্ণ তোমা' ধরি' তুলে॥
তারপর গৌর-সঙ্গে যে আলাপ কৈলা।
তাহা জানি সকলের সিদ্ধ-জ্ঞান হৈলা॥
লোকের সংঘট্ট দেখি' গোপনেতে বসি'।
নিরন্তর নাম কর হ'য়ে উপবাসী॥
কভু গঙ্গামাটী খাও, কভু মাধুকরী।
গঙ্গাজল পান কর, ভোগ পরিহরি'॥
কভু বা গঙ্গার তীরে ছই মধ্যে বসি'।
হরেকৃষ্ণ নাম কর প্রেমাশ্রুতে ভাসি'॥

"হা গৌর ! হা কৃষ্ণ !" বলি' ডাক দিবানিশি।
"হা রাধে ! হা রাধে! মোরে কর তব দাসী।"
কাঁদিয়া কাঁদিয়া দুই চক্ষু অন্ধ কৈলে।
বিপ্রলম্ভরসে সদা মগন হইলে॥
অন্ধ তবু একা একা মায়াপুরে যাও।
পথহীন স্থানে পথ কি করিয়া পাও॥
ইহা দেখি সরস্বতী বিস্ময়ে বলেন।
নিশ্চয় ঠাকুর তোমা ধরিয়া আনেন॥
যোগপীঠে যেথা তব বসিবার স্থান।
সেইস্থানে অধোক্ষজ প্রকটিত হন॥
সেই মূর্ত্তি পূজিতেন মিশ্রপুরন্দর।
প্রভুপাদ বচনেতে হ'য়েছে গোচর॥
অদ্যাপিও সেইমূর্ত্তি আছেন মন্দিরে।
দেখিলে সে' মূর্ত্তি ভক্ত ভাসে প্রেমনীরে॥
দামোদরোত্থান দিনে তুমি মহারাজ !
তিরোহিত হ'লে, কাঁদে বৈষ্ণব-সমাজ॥
মর্কট-বৈরাগী এ'ল সমাধি দিবারে।
প্রভুপাদ বাক্যে তা'রা পরশিতে নারে॥
কোলদ্বীপে গঙ্গাতীরে সমাধি হইল।
গঙ্গার ভাঙ্গনে তাহা মায়াপুরে এ'ল॥
মূলমঠে কুণ্ডতটে শ্রীসমাধি হ'ল।
প্রভুপাদ সরস্বতী নিজে তাহা কৈল॥
কৃষ্ণভক্তে কৃষ্ণ-গুণ সকলি সঞ্চারে।
অতএব সবগুণ কে বর্ণিতে পারে॥
ভকতিবিনোদ তব অভিন্ন হৃদয়।
আমাদের প্রতি প্রভু হও গো সদয়॥
কৃপা করি দাও মোরে প্রেমভক্তি দান।
দাস যাযাবর করে তব স্তুতি গান॥

শ্রীশ্রীরামচন্দ্রের বিজয়োৎসবোপলক্ষে শুভাভিনন্দন

বৈষ্ণবস্মৃতিরাজ 'শ্রীহরিভক্তিবিলাসে'র ১৫শ বিলাসের শেষাংশে আশ্বিনকৃত্য-প্রসঙ্গে কথিত হইয়াছে—

'আশ্বিনস্য সিতে পক্ষে দশম্যাং বিজয়োৎসবঃ।
কর্ত্তব্যো বৈষ্ণবৈঃ সার্দ্ধং সর্ব্বত্র বিজয়ার্থিনা॥'

অর্থাৎ আশ্বিন মাসে শুক্লপক্ষের দশমী তিথিতে সর্ব্বত্র বিজয়প্রার্থী বা উৎকর্ষেচ্ছু ব্যক্তির বৈষ্ণবগণসহ মিলিত হইয়া বিজয়োৎসব কর্ত্তব্য। ঐ সময়ে কোশলেন্দ্র শ্রীরামের তৃপ্ত্যর্থ কেহ কেহ ভল্লুক, কেহ কেহ বা রক্তমুখ বানরের চেষ্টা অনুকরণ করিবেন। অতঃপর 'রাম রাজা' 'রাম রাজ্য' এইরূপ উচ্চারণ করিতে করিতে শ্রীরামচন্দ্রের বিগ্রহ আনয়ন পূর্ব্বক তাঁহার সিংহাসনে সুখে সংস্থাপন করিবে। তদনন্তর প্রভুর নিরাজন সম্পাদনপূর্ব্বক ভূমিতে দণ্ডবৎ পতিত হইয়া প্রণাম করিবে ও বৈষ্ণবগণের সহিত মহাপ্রসাদ গ্রহণ ও বস্ত্রাদি ধারণ করিবে। এই শ্রীরামবিজয়োৎসব-বিধি সাধুগণের পরম আনন্দদায়ক।

শ্রীমন্মহাপ্রভুও এই বিজয়া-দশমী তিথিতে শ্রীপুরুষোত্তমধামে ভক্তগণকে বানরসৈন্য সাজাইয়া স্বয়ং শ্রীহনুমানের লীলা অভিনয় করিয়াছেন—

"বিজয়া-দশমী—লঙ্কা বিজয়ের দিনে।
বানর-সৈন্য কৈলা প্রভু লঞা ভক্তগণে॥
হনুমান্-আবেশে প্রভু বৃক্ষশাখা লঞা।
লঙ্কাগড়ে চড়ি' ফেলে লঙ্কা ভাঙ্গিয়া॥
'কাহাঁরে রাবণা' প্রভু কহে ক্রোধাবেশে।
'জগন্মাতা' হরে পাপী মারিমু সবংশে॥
গোসাঞির আবেশ দেখি' লোকে চমৎকার।
সর্ব্বলোক 'জয়' 'জয়' করে বারবার॥"

—চৈঃ চঃ মধ্য ১৫।৩২-৩৫

আমরা আমাদের 'শ্রীচৈতন্যবাণী' পত্রিকার গ্রাহক-গ্রাহিকা পাঠক পাঠিকা মহোদয় মহোদয়াগণকে শ্রীশ্রীরামচন্দ্রের শুভ বিজয়োৎসবের শুভ অভিনন্দন ও হার্দ্দী শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করিতেছি। তাঁহারা সুদীর্ঘ ভক্তিময় জীবন ও সুস্থ শরীর লাভ করতঃ শ্রীচৈতন্য-বাণীর নিয়মিত অনুশীলন-দ্বারা শ্রীপত্রিকার সেবায় আমাদিগের উৎসাহ উত্তরোত্তর বর্দ্ধন করুন, ইহাই পরমকরুণাময় শ্রীচৈতন্যচরণে আমাদের নিত্য প্রার্থনা।

বিশেষ দ্রষ্টব্য

'শ্রীচৈতন্যবাণী' ১৭শ বর্ষ ৭ম সংখ্যা ১২৪ পৃষ্ঠায় 'শ্রীভক্তিবিনোদ-স্তুতি' নাম্নী কবিতার দ্বাত্রিংশত্তম (৩২তম) পংক্তি 'তাহার নিকটে ঈশোদ্যান মনোহর'— ইহার পর **"তোমার কৃপায় ঈশোদ্যানে স্থান পাই। ভাগবত মঠে বসি' তব গুণ গাই॥"** ৩৩শ-৩৪শ পংক্তি-রূপে এই ১৬শ সংখ্যক পয়ারটি বসিবে। 'ঈশোদ্যান' সম্বন্ধে ঠাকুর শ্রীল ভক্তিবিনোদ তাঁহার 'শ্রীনবদ্বীপ-ভাবতরঙ্গ' গ্রন্থে লিখিয়াছেন—

"মায়াপুর দক্ষিণাংশে জাহ্নবীর তটে।
সরস্বতী সঙ্গমের অতীব নিকটে॥
'ঈশোদ্যান' নাম উপবন সুবিস্তার।
সর্ব্বদা ভজনস্থান হউক আমার॥
যে বনে আমার প্রভু শ্রীশচীনন্দন।
মধ্যাহ্নে করেন লীলা লয়ে ভক্তজন॥
বনশোভা হেরি রাধাকৃষ্ণ পড়ে মনে।
সে সব স্ফুরুক সদা আমার নয়নে॥
বনস্পতি কৃষ্ণলতা নিবিড় দর্শন।
নানা পক্ষী গায় তথা গৌর-গুণগান॥
সরোবর শ্রীমন্দির অতি শোভা তায়।
হিরণ্য-হীরক-নীল-পীত-মণি ভায়॥
বহির্ম্মুখ জন মায়ামুগ্ধ আঁখিদ্বয়ে।
কভু নাহি দেখে সেই উপবনচয়ে॥
দেখে মাত্র কণ্টক আবৃত ভূমিখণ্ড।
তটিনীবন্যার বেগে সদা লণ্ডভণ্ড॥"

[এই সকল পয়ারও ঈশোদ্যানের তথ্য-রূপে আলোচ্য।]

ভ্রমসংশোধন

'শ্রীচৈতন্যবাণী' ১৭শ বর্ষ ৮ম সংখ্যায় প্রকাশিত 'ভক্তিবশ্য ভগবান্' প্রবন্ধের ১৪৫ পৃষ্ঠা প্রথম স্তম্ভে ৩০শ পংক্তিতে 'করণার্থে' স্থলে 'সহার্থে' এবং ৩১শ পংক্তিতে 'সহার্থে' স্থলে 'করণার্থে' পাঠ হইবে। শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুর মহাশয় শ্রীগীতা ৯।২৬ ও ও শ্রীভাগবত ১০।৮১।৪ শ্লোকের টীকায় এইরূপ অভিপ্রায়ই প্রকাশ করিয়াছেন, যথা—"অত্র ভক্ত্যুপহৃতমিতি পৌনরুক্ত্যা **ভক্ত্যেতি ন করণে তৃতীয়া, কিন্তু সহার্থে**। তেন ভক্ত্যা যুক্তো মদ্ভক্তজনো যদ্দদাতি তচ্চ **ভক্ত্যৈব উপহৃতং** চেত্তর্হ্যশ্নামি ন তু কস্যচিদনুরোধেন ইত্যর্থঃ।" (ভাঃ ১০।৮১।৪ টীকা)। পাঠক-পাঠিকা মহোদয়-মহোদয়াগণ কৃপাপূর্ব্বক উহা সংশোধন করিয়া লইবেন। শ্রীল চক্রবর্ত্তিপাদের ন্যায় মহাজন বাক্যই আমাদের অনুসরণীয়।

স্বধামে শ্রীদৈবেশ্বরী দাস

আসাম প্রদেশান্তর্গত ডিব্রুগড় ষ্টেট্‌ব্যাঙ্কের চীফ ক্যাসিয়ার পরম ভক্ত শ্রীমদ্ হরিদাস ব্রহ্মচারী মহোদয়ের পরমা ভক্তিমতী জননী দেবী শ্রীযুক্তা দৈবেশ্বরী দাস মহোদয়া ১৩ই ভাদ্র, ১৩৮৪ বঙ্গাব্দ; ইং ৩০শে আগষ্ট, ১৯৭৭ খৃষ্টাব্দ মঙ্গলবার কৃষ্ণা দ্বিতীয়া তিথিতে কামরূপ জেলান্তর্গত বরপেটা সহরস্থ তাঁহার নিজ বাসভবনে অশীতি বর্ষ বয়সে সজ্ঞানে শ্রীভগবানের নাম স্মরণ ও জপ করিতে করিতে স্বীয় সাধনোচিত ধাম প্রাপ্ত হইয়াছেন। গ্রামবাসী বহু ভক্তনরনারী বিরাট্ সংকীর্ত্তনশোভাযাত্রা-সহকারে তাঁহার মাতৃদেবীর ঔর্দ্ধদৈহিক কৃত্য সম্পাদন করেন। তিনি (মাতৃদেবী) ১৯৫১ খৃষ্টাব্দে আসামপ্রদেশস্থ শ্রীসরভোগ গৌড়ীয় মঠে পরমারাধ্যতম শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠাধ্যক্ষ আচার্য্যদেবের শ্রীচরণাশ্রয়ে শ্রীহরিনাম মন্ত্র গ্রহণের সৌভাগ্য লাভ করিয়াছিলেন। তিনি বারদ্বয় শুদ্ধভক্ত সমভিব্যাহারে শ্রীধাম-বৃন্দাবন-পুরী-বারাণসী প্রভৃতি তীর্থক্ষেত্র ভ্রমণ এবং একবার শ্রীগুরুবৈষ্ণবানুগত্যে ষোল ক্রোশ শ্রীনবদ্বীপ-ধামও পরিক্রমণের সৌভাগ্য অর্জ্জন

করিয়াছেন। তাঁহার সৌজন্যে বরপেটাস্থ অসমীয়া মহিলা-সমাজে নিয়মিতভাবে শ্রীনামকীর্ত্তন, একাদশী-ব্রতপালন, তুলসীসেবা ও নিয়মসেবা প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল।

বৈষ্ণব-স্মৃতিবিধানানুসারে তাঁহার শ্রাদ্ধাদি পারলৌকিক কৃত্য মহাসমারোহে সম্পাদিত হইয়াছে। এতদুপলক্ষে শ্রীসরভোগ গৌড়ীয়মঠ হইতে শ্রীপাদ কৃষ্ণকেশব ব্রহ্মচারী, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিপ্রকাশ গোবিন্দ মহারাজ, গৌহাটী শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয়মঠ হইতে শ্রীমন্ মঙ্গলনিলয় ব্রহ্মচারী এবং ঐ অঞ্চলের বহু বৈষ্ণব যোগদান করিয়াছিলেন। সাত্ত্বতশ্রাদ্ধ সন্দর্শন-মানসে বহু নরনারী সমবেত হইয়াছিলেন। প্রায় দুই সহস্র নরনারীকে মহাপ্রসাদ দ্বারা আপ্যায়িত করা হইয়াছে।

আসামের সুপ্রসিদ্ধ 'দি আসাম ট্রিবিউন' নামক দৈনিক পত্রের ২৬ সেপ্টেম্বর, ১৯৭৭ সোমবার সংখ্যায় 'দৈবোশ্বরী দাস' শীর্ষক সংবাদে মাতৃদেবীর পরলোক গমন বার্ত্তা প্রকাশিত হইয়াছে।

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত

শ্রীশ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামি-প্রণীত শ্রীশ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত গ্রন্থরাজ আদি, মধ্য ও অন্ত্যলীলার মূল এবং সংস্কৃত শ্লোক ও বাংলা পয়ার সমূহ মধ্যে বিশেষ বিশেষ প্রয়োজনীয় অংশের ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুর কৃত 'অমৃতপ্রবাহ-ভাষ্য' ও ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ কৃত 'অনুভাষ্য' এবং ভূমিকা, বিবিধ সূচী ও পরিচ্ছেদবিবরণ প্রভৃতির সহিত শ্রীগৌরাঙ্গমঠ (কেশিয়াড়ী), শ্রীধাম পুরী, খড়্গপুর ও কলিকাতাস্থ শ্রীচৈতন্য আশ্রমের প্রতিষ্ঠাতা ও সভাপতি পরিব্রাজকাচার্য্য **ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিকুমুদ সন্ত মহারাজের** সম্পাদকতায় প্রকাশিত হইয়াছেন। গ্রন্থখানির মুদ্রণ ও বাঁধাই অতীব সুন্দর হইয়াছে। মূল শ্লোকগুলি বোল্ড ও পয়ারগুলি পাইকা টাইপে, সংস্কৃত শ্লোকের অন্বয় ও অনুবাদ এবং মূলের ভাষ্যাদি স্মল পাইকা টাইপে দেওয়া হইয়াছে। সংস্কৃত শ্লোকসূচী, পদ্য সূচী, প্রতি অধ্যায়ের পরিচ্ছেদ বিবরণ এবং কথাসার প্রদত্ত হওয়ায় গ্রন্থখানি খুব সুখ পাঠ্য হইয়াছে। আমরা গ্রন্থখানির বহুল প্রচার আশা করি। প্রাপ্তিস্থান—(১) শ্রীগৌরাঙ্গ মঠ, পোঃ কেশিয়াড়ী, মেদিনীপুর ; (২) শ্রীচৈতন্য-আশ্রম, শ্রীচৈতন্য আশ্রম রোড, ছোট ট্যাংরা, পোঃ খড়্গপুর, মেদিনীপুর ; (৩) শ্রীচৈতন্য আশ্রম—গৌরবাটসাহী, পোঃ পুরী, ওড়িষ্যা ; (৪) শ্রীচৈতন্য আশ্রম—২৩ নং ভূপেন রায় রোড, পোঃ বেহালা, কলিকাতা—৩৪।

জৈবধর্ম্ম

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাধ্যক্ষ পরিব্রাজকাচার্য্য **শ্রীমদ্ ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজের** সম্পাদকতায় নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুর মহাশয় প্রণীত 'জৈবধর্ম্ম' নামক সুপ্রসিদ্ধ গ্রন্থরত্ন সম্প্রতি মুদ্রিত হইয়া শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ হইতে প্রকাশিত হইয়াছেন। পরমারাধ্য ঠাকুর মহাশয় বেদ-বেদান্ত-ইতিহাস-পুরাণ-পঞ্চরাত্রাদি নিখিল শাস্ত্রের সারমর্ম্ম এই গ্রন্থরাজে সমুদ্ধার পূর্ব্বক জীব মাত্রের নিত্যসত্য সনাতন ধর্ম্ম বা স্বভাব যেরূপ অপূর্ব্ব সুনিপুণতার সহিত প্রতিপাদন করিয়াছেন, তাহা প্রত্যেক নিঃশ্রেয়সার্থী জীবের তূর্ণং সর্ব্বতোভাবে সযত্নে সমালোচ্য। এই গ্রন্থের নিত্য অনুশীলন ব্যতীত কাহারও ভক্তিরাজ্যে সাধু-শাস্ত্রসম্মত প্রবেশাধিকারই লাভ হয় না। গ্রন্থখানিতে ঠাকুরের সম্বন্ধাভিধেয়-প্রয়োজন-তত্ত্ববিচার অতীব অপূর্ব্ব। অভিধেয়তত্ত্ব-বিচার-প্রসঙ্গে শুদ্ধনাম, নামাভাস ও নামাপরাধবিচারও বিশেষ প্রণিধানযোগ্য। গ্রন্থের শেষাংশে কএকটি অধ্যায়ে অপ্রাকৃত রসতত্ত্ব বিচারও ক্রমশঃ ক্রমোন্নত অধিকারে আলোচ্য। ভজনমার্গে অনুসরণেচ্ছু—বিশেষতঃ গৌরানুগত গৌড়ীয় বৈষ্ণবসম্প্রদায়াশ্রিত ভক্তমাত্রেরই এই গ্রন্থ অবিলম্বেই সংগৃহীত হওয়া একান্ত প্রয়োজন বলিয়া অনুভূত হয়। ভিক্ষা ১২.৫০ টাকা মাত্র।

নিয়মাবলী

১। "শ্রীচৈতন্য-বাণী" প্রতি বাঙ্গালা মাসের ১৫ তারিখে প্রকাশিত হইয়া দ্বাদশ মাসে দ্বাদশ সংখ্যা প্রকাশিত হইয়া থাকেন। ফাল্গুন মাস হইতে মাঘ মাস পর্য্যন্ত ইহার বর্ষ গণনা করা হয়।

২। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৬'০০ টাকা, ষাণ্মাসিক ৩'০০ টাকা, প্রতি সংখ্যা '৫০ পঃ। ভিক্ষা ভারতীয় মুদ্রায় অগ্রিম দেয়।

৩। পত্রিকার গ্রাহক যে কোন সংখ্যা হইতে হওয়া যায়। জ্ঞাতব্য বিষয়াদি অবগতির জন্য কার্য্যাধ্যক্ষের নিকট পত্র ব্যবহার করিয়া জানিয়া লইতে হইবে।

৪। শ্রীমন্মহাপ্রভুর আচরিত ও প্রচারিত শুদ্ধভক্তিমূলক প্রবন্ধাদি সাদরে গৃহীত হইবে। প্রবন্ধাদি প্রকাশিত হওয়া সম্পাদক-সঙ্ঘের অনুমোদন সাপেক্ষ। অপ্রকাশিত প্রবন্ধাদি ফেরৎ পাঠাইতে সঙ্ঘ বাধ্য নহেন। প্রবন্ধ কালিতে স্পষ্টাক্ষরে একপৃষ্ঠায় লিখিত হওয়া বাঞ্ছনীয়।

৫। পত্রাদি ব্যবহারে গ্রাহকগণ গ্রাহক-নম্বর উল্লেখ করিয়া পরিষ্কারভাবে ঠিকানা লিখিবেন। ঠিকানা পরিবর্ত্তিত হইলে এবং কোন সংখ্যা ঐ মাসের শেষ তারিখের মধ্যে না পাইলে কার্য্যাধ্যক্ষকে জানাইতে হইবে। তদন্যথায় কোনও কারণেই পত্রিকার কর্তৃপক্ষ দায়ী হইবেন না। পত্রোত্তর পাইতে হইলে রিপ্লাই কার্ডে লিখিতে হইবে।

৬। ভিক্ষা, পত্র ও প্রবন্ধাদি কার্য্যাধ্যক্ষের নিকট নিম্নলিখিত ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে।

কার্য্যালয় ও প্রকাশস্থান :—

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ

৩৫, সতীশ মুখার্জ্জী রোড, কলিকাতা-২৬, ফোন-৪৬-৫৯০০।

শ্রীগৌড়ীয় সংস্কৃত বিদ্যাপীঠ

প্রতিষ্ঠাতা—শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাধ্যক্ষ পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিযতি শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজ।

স্থান :—শ্রীগঙ্গা ও সরস্বতীর (জলঙ্গী) সঙ্গমস্থলের অতীব নিকটে শ্রীগৌরাঙ্গদেবের আবির্ভাবভূমি শ্রীধাম-মায়াপুরান্তর্গত তদীয় মাধ্যাহ্নিক লীলাস্থল শ্রীঈশোদ্যানস্থ শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ।

উত্তম পারমার্থিক পরিবেশ। প্রাকৃতিক দৃশ্য মনোরম ও মুক্ত জলবায়ু পরিবেষ্টিত অতীব স্বাস্থ্যকর স্থান।

মেধাবী যোগ্য ছাত্রদিগের বিনা ব্যয়ে আহার ও বাসস্থানের ব্যবস্থা করা হয়। আত্মধর্ম্মনিষ্ঠ আদর্শ চরিত্র অধ্যাপক অধ্যাপনার কার্য্য করেন। বিস্তৃত জানিবার নিমিত্ত নিম্নে অনুসন্ধান করুন।

১) প্রধান অধ্যাপক, শ্রীগৌড়ীয় সংস্কৃত বিদ্যাপীঠ
ঈশোদ্যান, পোঃ শ্রীমায়াপুর, জিঃ নদীয়া

(২) সম্পাদক, শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ
৩৫, সতীশ মুখার্জ্জী রোড, কলিকাতা-২৬

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় বিদ্যামন্দির

৮৬এ, রাসবিহারী এভিনিউ, কলিকাতা-২৬

শিশুশ্রেণী হইতে ৯ম শ্রেণী পর্য্যন্ত ছাত্রছাত্রী ভর্ত্তি করা হয়। শিক্ষাবোর্ডের অনুমোদিত পুস্তক-তালিকা অনুসারে শিক্ষার ব্যবস্থা আছে এবং সঙ্গে সঙ্গে ধর্ম্ম ও নীতির প্রাথমিক কথা ও আচরণগুলিও শিক্ষা দেওয়া হয়। বিদ্যালয় সম্বন্ধীয় বিস্তৃত নিয়মাবলী উপরি উক্ত ঠিকানায় কিংবা শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ৩৫, সতীশ মুখার্জ্জি রোড, কলিকাতা-২৬ ঠিকানায় জ্ঞাতব্য। ফোন নং ৪৬-৫৯০০।

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ হইতে প্রকাশিত গ্রন্থাবলী

(১) প্রার্থনা ও প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা— শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর রচিত—ভিক্ষা ·৭০

(২) শরণাগতি—শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর রচিত— ,, ·৭০

(৩) কল্যাণকল্পতরু ,, ,, ,, ,, ·৮০

(৪) গীতাবলী ,, ,, ,, ,, ·৭০

(৫) গীতমালা ,, ,, ,, ,, ·৮০

(৬) জৈবধর্ম্ম ,, ,, ,, ,, ১২·৫০

(৭) মহাজন-গীতাবলী (১ম ভাগ)—শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর রচিত ও বিভিন্ন মহাজনগণের রচিত গীতিগ্রন্থসমূহ হইতে সংগৃহীত গীতাবলী— ভিক্ষা ১·৫০

(৮) মহাজন-গীতাবলী (২য় ভাগ) ঐ ,, ১·০০

(৯) শ্রীশিক্ষাষ্টক—শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমহাপ্রভুর স্বরচিত (টীকা ও ব্যাখ্যা সম্বলিত)— ,, ·৫০

(১০) উপদেশামৃত—শ্রীল শ্রীরূপ গোস্বামী বিরচিত (টীকা ও ব্যাখ্যা সম্বলিত)— ,, ·৬২

(১১) শ্রীশ্রীপ্রেমবিবর্ত—শ্রীল জগদানন্দ পণ্ডিত বিরচিত — ,, ১·২৫

(১২) SREE CHAITANYA MAHAPRABHU, HIS LIFE AND PRECEPTS ; by THAKUR BHAKTIVINODE — Re. 1.00

(১৩) শ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীমুখে উচ্চ প্রশংসিত বাঙ্গালা ভাষার আদি কাব্যগ্রন্থ — শ্রীশ্রীকৃষ্ণবিজয় — — — ভিক্ষা ৬·০০

(১৪) ভক্ত-ধ্রুব—শ্রীমদ্ ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ সঙ্কলিত— — ,, ১·৫০

(১৫) শ্রীবলদেবতত্ত্ব ও শ্রীমন্মহাপ্রভুর স্বরূপ ও অবতার— ডাঃ এস্, এন্ ঘোষ প্রণীত — ,, ১·৫০

(১৬) শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা [শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তীর টীকা, শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের মর্ম্মানুবাদ, অন্বয় সম্বলিত] — — ,, ১০·০০

(১৭) প্রভুপাদ শ্রীশ্রীল সরস্বতী ঠাকুর (সংক্ষিপ্ত চরিতামৃত) — ,, ·২৫

(১৮) একাদশীমাহাত্ম্য — — — ,, ২·০০

অতিমর্ত্ত্য বৈরাগ্য ও ভজনের মূর্ত্ত আদর্শ—

(১৯) গোস্বামী শ্রীরঘুনাথ দাস — শ্রীশান্তি মুখোপাধ্যায় প্রণীত — ,, ২·৫০

দ্রষ্টব্যঃ— ভিঃ পিঃ যোগে কোন গ্রন্থ পাঠাইতে হইলে ডাকমাশুল পৃথক্ লাগিবে।

প্রাপ্তিস্থান :— কার্য্যাধ্যক্ষ, গ্রন্থবিভাগ, ৩৫, সতীশ মুখার্জ্জী রোড, কলিকাতা-২৬

মুদ্রণালয় :—

শ্রীচৈতন্যবাণী প্রেস, ৩৪।১এ, মহিম হালদার ষ্ট্রীট, কালীঘাট, কলিকাতা-২৬

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

একমাত্র-পারমার্থিক মাসিক

শ্রীচৈতন্য-বাণী

১৭শ বর্ষ * অগ্রহায়ণ — ১৩৮৪ * ১০ম সংখ্যা

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, পল্টনবাজার, গৌহাটী

সম্পাদক

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ

প্রতিষ্ঠাতা :—

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাধ্যক্ষ পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিযতি শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজ

সম্পাদক-সঙ্ঘপতি :—

পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রমোদ পুরী মহারাজ

সহকারী সম্পাদক-সঙ্ঘ :—

১। মহোপদেশক শ্রীকৃষ্ণানন্দ দেবশর্মা ভক্তিশাস্ত্রী, সম্প্রদায়বৈভবাচার্য্য।

২। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিসুহৃদ্ দামোদর মহারাজ। ৩। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিবিজ্ঞান ভারতী মহারাজ।

৪। শ্রীবিভুপদ পণ্ডা, বি-এ, বি-টি, কাব্য-ব্যাকরণ-পুরাণতীর্থ, বিদ্যানিধি।

৫। শ্রীচিন্তাহরণ পাটগিরি, বিদ্যাবিনোদ

কার্য্যাধ্যক্ষ :—

শ্রীজগমোহন ব্রহ্মচারী, ভক্তিশাস্ত্রী।

প্রকাশক ও মুদ্রাকর :—

মহোপদেশক শ্রীমঙ্গলনিলয় ব্রহ্মচারী, ভক্তিশাস্ত্রী, বিদ্যারত্ন, বি, এস্-সি

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, তৎশাখা মঠ ও প্রচারকেন্দ্রসমূহ :—

মূল মঠ :—

১। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ঈশোদ্যান, পোঃ শ্রীমায়াপুর (নদীয়া)

প্রচারকেন্দ্র ও শাখামঠ :—

২। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ৩৫, সতীশ মুখার্জ্জি রোড্, কলিকাতা-২৬। ফোন : ৪৬-৫৯০০

৩। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ৮৬এ, রাসবিহারী এভিনিউ, কলিকাতা-২৬

৪। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, গোয়াড়ী বাজার, পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

৫। শ্রীশ্যামানন্দ গৌড়ীয় মঠ, পোঃ ও জেঃ মেদিনীপুর

৬। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, মথুরা রোড, পোঃ বৃন্দাবন (মথুরা)

৭। শ্রীবিনোদবাণী গৌড়ীয় মঠ, ৩২, কালীয়দহ, পোঃ বৃন্দাবন (মথুরা)

৮। শ্রীগৌড়ীয় সেবাশ্রম, মধুবন মহোলি, পোঃ কৃষ্ণনগর, জেঃ মথুরা

৯। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, দেওয়ান দেউড়ী, হায়দ্রাবাদ-২ (অন্ধ্র প্রদেশ) ফোন : ৪৬০০১

১০। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, পল্টন বাজার, পোঃ গৌহাটী-৮ (আসাম) ফোন : ৭১৭০

১১। শ্রীগৌড়ীয় মঠ, পোঃ তেজপুর (আসাম)

১২। শ্রীল জগদীশ পণ্ডিতের শ্রীপাট, পোঃ যশড়া, ভায়া চাকদহ (নদীয়া)

১৩। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, পোঃ ও জিলা গোয়ালপাড়া (আসাম)

১৪। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, সেক্টর—২০বি, পোঃ চণ্ডীগড়—২০ (পাঞ্জাব) ফোন : ২৩৭৮৮

১৫। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, গ্র্যাণ্ড রোড্, পোঃ পুরী (উড়িষ্যা)

১৬। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, শ্রীজগন্নাথ মন্দির, পোঃ আগরতলা (ত্রিপুরা)

১৭। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, গোকুল মহাবন, পোঃ মহাবন, জিলা—মথুরা

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের পরিচালনাধীন :—

১৮। সরভোগ শ্রীগৌড়ীয় মঠ, পোঃ চক্‌চকাবাজার, জেঃ কামরূপ (আসাম)

১৯। শ্রীগদাই গৌরাঙ্গ মঠ পোঃ বালিয়াটী, জেঃ ঢাকা (বাংলাদেশ)

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীচৈতন্য-বাণী

"চেতোদর্পণমার্জ্জনং ভব-মহাদাবাগ্নি-নির্ব্বাপণং
শ্রেয়ঃ কৈরবচন্দ্রিকাবিতরণং বিদ্যাবধূজীবনম্।
আনন্দাম্বুধিবর্দ্ধনং প্রতিপদং পূর্ণামৃতাস্বাদনং
সর্ব্বাত্মস্নপনং পরং বিজয়তে শ্রীকৃষ্ণসংকীর্ত্তনম্॥"

১৭শ বর্ষ } শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, অগ্রহায়ণ, ১৩৮৪
৬ কেশব, ৪৯১ শ্রীগৌরাব্দ ; ১৫ অগ্রহায়ণ, বৃহস্পতিবার ; ১ ডিসেম্বর, ১৯৭৭ { ১০ম সংখ্যা

কাল সংজ্ঞাশ্রয় নাম

[ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুর]

যাঁহারা হরিভজন করেন, তাঁহাদের কৃষ্ণেতর ভিন্ন ভিন্ন সংজ্ঞা দ্বারা কৃষ্ণসংসার নির্ব্বাহ করিতে হয় না। কৃষ্ণের বিভিন্ন নামাবলী পরিত্যাগ করিয়া কৃষ্ণেতর শব্দ দ্বারা বৃথা বাক্যব্যয় করিয়া যে সকল সংজ্ঞা জগতে প্রচলিত আছে, উহা কখনই বিষ্ণু ভক্তের যোগ্য নহে। সাধারণ মানব ও বিষ্ণুভক্তে পার্থক্য এই যে, সাধারণ মানব বিষ্ণু ব্যতীত মায়ার সেবা করেন, আর বিষ্ণুভক্ত কৃষ্ণার্থে অখিল চেষ্টা-বিশিষ্ট। একজন ভোগী, অপরটী কৃষ্ণপ্রীতে ত্যক্ত-ভোগ। বর্ণাশ্রমধর্ম্মে অবস্থান করিয়া বিষ্ণুভক্ত সাধারণ মানব হইতে ভিন্ন। বিষ্ণুভক্তি-রহিত বর্ণাশ্রমী পতিত এবং সাধারণ হিন্দু বা মানব বলিয়া পরিচিত। সাধারণ হিন্দু আপনাকে স্মার্ত্ত বলিয়া অভিহিত করেন এবং ঐকান্তিক বিষ্ণুভক্তিকে সাধারণী জানিয়া নিজে অধঃপতিত হন। তাঁহারা দৈব ও অসুর ভেদে দ্বিবিধ।

বিষ্ণুভক্তের জন্য বেদের ভক্তিশাখা, পুরাণের মধ্যে সাত্ত্বিক ছয়টী পুরাণ, দর্শনের মধ্যে বেদান্ত-দর্শন ও তন্ত্রের মধ্যে সাত্বত পঞ্চরাত্র-সমূহ অন্যান্য সাধারণ গ্রন্থ হইতে স্বতন্ত্র। পূর্ব্বকাল হইতে বৈষ্ণব ও অবৈষ্ণবের মধ্যে ব্যবহারগত ভেদ চিরদিন চলিয়া আসিতেছে। বিষ্ণুভক্তি শিথিল হওয়ায় ভারতের নানাস্থান পঞ্চো-পাসনার প্রাবল্য ও ভক্তাভক্ত উভয় সমাজে একপ্রকার বর্ণাশ্রম চলিতে আরম্ভ করিয়াছে। মধ্যযুগে শ্রীরামানুজ স্বামী ও শ্রীমন্মধ্বস্বামী সাধারণ বর্ণাশ্রম হইতে পৃথক শুদ্ধ বর্ণাশ্রম পন্থা স্বতন্ত্রভাবে পৃথক করিয়া লইয়াছেন। আর্য্যাবর্ত্তে পঞ্চোপাসনা প্রবল থাকায় পারমার্থিক বৈষ্ণব-সমাজ ব্যবহারিক সমাজের অন্তর্ভুক্ত থাকিয়া চলিতেছেন। তথাপি ঐকান্তিক ও মিশ্র বিচার সর্ব্বদাই তাঁহাদের মধ্যেও পার্থক্য স্থাপন করিতেছে।

অবৈষ্ণব রচিত গ্রন্থাদির হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাইবার জন্য অসংখ্য বৈষ্ণব-গ্রন্থ রচিত ও পঠিত হইয়াছে। বৈষ্ণববিশ্বাস সর্ব্বতোভাবে সংরক্ষণ জন্য সম্প্রদায় প্রবর্ত্তক ও সংরক্ষক আচার্য্যগণ সামাজিক হিত চিন্তায় সর্ব্বদা রত। আবার বিষ্ণুভক্তি-রহিত পণ্ডিত ও সামাজিকগণ উদারতা ও নির্ব্বিশিষ্টতার নামে সমন্বয়বাদ প্রবর্ত্তন করিয়া নানাপ্রকার জঞ্জাল আনয়ন পূর্ব্বক অবিমিশ্র বিষ্ণুভক্তগণের সদাচারকে আক্রমণ করিতেছেন। শ্রীগৌড়ীয়-বৈষ্ণবের আচার্য্যগণ বিপুল পরিশ্রম করিয়া নিজ সৎসম্প্রদায়ের প্রভূত উপকার সাধন

করিয়াছেন। কোমলশ্রদ্ধ বৈষ্ণবগণের সদাচার সংরক্ষণ ও ব্যবহারিক অনুষ্ঠান অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্য শ্রীশ্রীমন্‌ মহাপ্রভুর অভিপ্রায়ানুসারে শ্রীমদ্ গোপাল ভট্ট গোস্বামী শ্রীল সনাতন গোস্বামীর পদানুসরণে শ্রীহরিভক্তিবিলাস ও সৎক্রিয়াসারদীপিকা গ্রন্থদ্বয় রাখিয়া গিয়াছেন। বৈষ্ণবসিদ্ধান্ত অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্য শ্রীমজ্জীব গোস্বামী শ্রীমদ্ গোপাল ভট্ট গোস্বামীর সহায়তায় ষট্‌সন্দর্ভ নামক গ্রন্থ রাখিয়াছেন। ভাষায় অধিকারের জন্য ইতর বৃথা ব্যাকরণাদি অধ্যয়নে জীবনক্ষয় করিবার পরিবর্ত্তে শ্রীল জীবগোস্বামিপাদ শ্রীহরিনামামৃত ব্যাকরণ রচনা করিয়াছেন। অলঙ্কার শাস্ত্রে বুৎপত্তি-লাভের উদ্দেশে বৈষ্ণবগণকে সাহিত্যদর্পণ, কাব্য-প্রকাশাদি পড়িতে হয় না। ভক্তিরসামৃতসিন্ধু, উজ্জ্বল-নীলমণি, নাটক-চন্দ্রিকা, অলঙ্কার-কৌস্তুভাদি গ্রন্থ পাঠে তদপেক্ষা প্রচুর পরিমাণে জ্ঞান লাভ হয়। ইতর নাটক ও সাহিত্য কাব্যাদির পরিবর্ত্তে ললিত-মাধব, বিদগ্ধমাধব, দানকেলি-কৌমুদী, চৈতন্যচন্দ্রোদয়-নাটক, আনন্দবৃন্দাবনচম্পূ, গোপালচম্পূ, গোবিন্দ-লীলামৃত, কৃষ্ণভাবনামৃত প্রভৃতি সংখ্যাতীত গ্রন্থ সেই অভাব পূরণ করিবে। বেদান্ত গ্রন্থের অভাব গোবিন্দ-ভাষ্যপীঠক প্রভৃতি গ্রন্থ লিখিয়া শ্রীপাদ বলদেব বিদ্যাভূষণ অনেকটা পূরণ করিয়াছেন।

শ্রীহরিনামামৃত ব্যাকরণোক্ত সংজ্ঞাসমূহ সকল-গুলিই হরিনামময় সুতরাং বৃথা সংজ্ঞা উচ্চারণ ও স্মরণাদির পরিবর্ত্তে শ্রীজীবপ্রভুপাদের রচিত ও প্রদত্ত সংজ্ঞা নামাশ্রিত বৈষ্ণবগণের পরমোপাদেয়। কাল সংজ্ঞায়ও পূর্ব্বাচার্য্যগণ একেবারে অন্যমনস্ক ছিলেন এরূপ বলা যায় না। শ্রীমাধ্বসম্প্রদায়ের কালগণনা করণ প্রকাশ নামক গ্রন্থসাহায্যে গণিত হয়। অস্মৎ-সম্প্রদায়ে তাদৃশ গ্রন্থ নাই, কিন্তু সংজ্ঞা ন্যূনাধিক প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। আমরা বর্ত্তমান প্রবন্ধে সেই কথার কিঞ্চিৎ আলোচনা করিতেছি।

শ্রীগৌড়ীয়-বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ের নির্ব্যলীক পরম সুহৃৎ নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট আচার্য্যপ্রবর শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর বঙ্গদেশে শ্রীগৌরজন্মোৎসব-প্রথা প্রবর্ত্তিত করিয়াছেন। তাঁহার পূর্ব্বে শুদ্ধ বৈষ্ণবগণের মধ্যে শ্রীগৌরজন্মজয়ন্তী ন্যূনাধিক পালিত হইত বটে কিন্তু জয়ন্তী উৎসব বলিয়া বঙ্গদেশে শ্রীগৌরজয়ন্তীব্রত-মহোৎসব সেই মহাত্মার আত্যন্তিক উদ্যোগেই প্রবর্ত্তিত হইয়াছেন ইহা আর কাহারও জানিতে বাকী নাই। তিনিই বঙ্গদেশে বর্ত্তমান কালে শ্রীগৌরজন্মস্থান, শুদ্ধ হরিনাম ও নামমহিমার আদর্শ বৈষ্ণব-জীবন ও শুদ্ধভক্তি-সিদ্ধান্ত প্রচারের প্রবর্ত্তক। তাঁহারই চেষ্টায় অনেক-গুলি বৈষ্ণব সভা-সমিতি, বৈষ্ণবধর্ম্ম-প্রচারিণী পত্রিকা, বৈষ্ণবধর্ম্ম শিক্ষাকেন্দ্র স্থাপিত হইয়াছে ও হইতেছে। শ্রীমদ্ ভক্তিবিনোদ ঠাকুর মহাশয়ই শ্রীচৈতন্যাব্দ প্রবর্ত্তন কার্য্যের মূল মহাপুরুষ। শ্রীচৈতন্য-পঞ্জিকা প্রভৃতি প্রকাশের তিনিই সুপ্রধান সহায় ও একমাত্র উৎসাহদাতা ছিলেন।

বৈষ্ণব পঞ্জিকা প্রবর্ত্তনের শৈশবাবস্থা এখনও অতি-ক্রান্ত হয় নাই। যদিও পত্র পঞ্জিকা ও বৈষ্ণব-ব্যবস্থা-সম্বলিত পঞ্জিকা আজ ৩৫ বৎসর হইতে কয়েক খানি প্রচারিত হইতেছে তথাপি সেই পঞ্জীকে পূর্ণাঙ্গ বা পঞ্চাঙ্গ বলা যায় না। তাহাতে অনেক অভাব আছে। এমনকি বৈষ্ণবোচিত সংজ্ঞার উন্মেষও অনেক গুলিতে পাওয়া যায় না। শুধু বৈষ্ণব পঞ্জিকার অভাব কেন, সকল বিষয়েই বৈষ্ণব উদ্দেশের ব্যাঘাতজনক অনুষ্ঠানই পরিলক্ষিত হয়। অবৈষ্ণব সংখ্যার প্রাচুর্য্য ও অবৈষ্ণবতার বহুল প্রচারক্রমে আমরা শুদ্ধ বৈষ্ণবতার প্রবৃত্তি দেখিতে পাইতেছি না। যেখানে যেটুকু শ্রীমদ্ ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের পদানুসরণ করিয়া কাল্পনিক বৈষ্ণবানুষ্ঠান দেখা যায় তাহা ন্যূনাধিক স্বার্থ বিজৃম্ভিত ও অবান্তর উদ্দেশ্যযুক্ত। বৈষ্ণবতার নামে স্ত্রী পুত্র প্রতি-পালন, উদর ভরণাদি ও প্রতিষ্ঠা সংগ্রহাদির প্রকার-ভেদ বলিয়াই মনে হয়। সর্ব্বাত্মনাশ্রিতপদ বৈষ্ণবে নিষ্কপটতার অভাব থাকিলেই এইরূপ শালগ্রাম দিয়া বাদাম ভাঙ্গা কার্য্য হরিসেবা বলিয়া প্রতিষ্ঠিত হয়। সাধারণের অবগতির জন্য এখানে কালের সংজ্ঞা উদ্ধৃত হইল। আমরা আশা করি পঞ্জীকৃদ্গণ ভবিষ্যতে এ সকল সংজ্ঞা দিবেন। বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরে ও হয়-শীর্ষ-পঞ্চরাত্রে নিম্নলিখিত কালের সংজ্ঞা প্রাপ্ত হওয়া যায়। প্রথমটী সাধারণ প্রচলিত শব্দ, দ্বিতীয়টী বিষ্ণু-ভক্তের জন্য।

সাধারণ প্রচলিত শব্দ		বিষ্ণুভক্তের জন্য	সাধারণ প্রচলিত শব্দ		বিষ্ণুভক্তের জন্য
উত্তরায়ণ	—	বলভদ্র	বৃহস্পতি	—	আদি-কারণোদশায়ী
দক্ষিণায়ন	—	কৃষ্ণ	শুক্র	—	নিধি-গর্ভোদশায়ী
বসন্ত	—	মাধব	শনি	—	অব্যয়-ক্ষীরোদশায়ী
গ্রীষ্ম	—	পুণ্ডরীকাক্ষ	প্রতিপৎ	—	ব্রহ্মা
বর্ষা	—	ভোগশায়ী	দ্বিতীয়া	—	শ্রীপতি
শরৎ	—	পদ্মনাভ	তৃতীয়া	—	বিষ্ণু
হেমন্ত	—	হৃষীকেশ	চতুর্থী	—	কপিল
শীত	—	দেবত্রিবিক্রম	পঞ্চমী	—	শ্রীধর
সপ্তমী	—	দামোদর	ষষ্ঠী	—	প্রভু
অষ্টমী	—	হৃষীকেশ	অশ্বিনী	—	ধাতা
নবমী	—	গোবিন্দ	ভরণী	—	কৃষ্ণ
দশমী	—	মধুসূদন	কৃত্তিকা	—	বিশ্ব
একাদশী	—	ভূধর	রোহিণী	—	বিষ্ণু
দ্বাদশী	—	গদী	মৃগশিরা	—	বষট্কার
ত্রয়োদশী	—	শঙ্খী	আর্দ্রা	—	ভূতভব্য
চতুর্দ্দশী	—	পদ্মী	পুনর্বসু	—	ভবৎপ্রভু
পূর্ণিমা বা অমা	—	চক্রী	অশ্লেষা	—	ভাব
বৈশাখ	—	মধুসূদন	মঘা	—	ভূতাত্মা
জ্যৈষ্ঠ	—	ত্রিবিক্রম	পূর্ব্বফল্গুনী	—	ভূতভাবন
আষাঢ়	—	বামন	উত্তরফল্গুনী	—	অব্যক্ত
শ্রাবণ	—	শ্রীধর	হস্তা	—	পুণ্ডরীকাক্ষ
ভাদ্র	—	হৃষীকেশ	চিত্রা	—	বিশ্বকর্ম্মা
আশ্বিন	—	পদ্মনাভ	স্বাতী	—	সুবিশ্রবা
কার্ত্তিক	—	দামোদর	বিশাখা	—	সদ্ভাব
অগ্রহায়ণ	—	কেশব	অনুরাধা	—	ভাবন
পৌষ	—	নারায়ণ	জ্যেষ্ঠা	—	ভর্ত্তা
মাঘ	—	মাধব	মূলা	—	প্রভব
ফাল্গুন	—	গোবিন্দ	পূর্ব্বাষাঢ়া	—	প্রভু
চৈত্র	—	বিষ্ণু	উত্তরাষাঢ়া	—	ঈশ্বর
ক্ষয় বা মলমাস	—	পুরুষোত্তম	শ্রবণা	—	অপ্রমেয়
কৃষ্ণপক্ষ	—	প্রদ্যুম্ন—কৃষ্ণ	ধনিষ্ঠা	—	হৃষীকেশ
শুক্লপক্ষ	—	অনিরুদ্ধ—গৌর	শতভিষা	—	পদ্মনাভ
রবি	—	সর্ব্ব-বাসুদেব	পূর্ব্বভাদ্রপদ	—	অমর প্রভু
সোম	—	সর্ব্বশিব-সঙ্কর্ষণ	উত্তরভাদ্রপদ	—	অগ্রাহ্য
মঙ্গল	—	স্থাণু-প্রদ্যুম্ন	রেবতী	—	শাশ্বত
বুধ	—	ভূত-অনিরুদ্ধ			

(সজ্জন তোষণী ২২শ খণ্ড ৬৪ পৃষ্ঠা)

শ্রীভক্তিবিনোদ-বাণী

(যোষিৎসঙ্গ)

প্রঃ—'যোষিৎসঙ্গ' কাহাকে বলে ?

উঃ—"স্ত্রীলোকে যে পুরুষের আসক্তি এবং পুরুষে যে স্ত্রীলোকের আসক্তি, তাহারই নাম 'যোষিৎসঙ্গ'। সেই আসক্তি ত্যাগ করিয়া গৃহস্থ লোক শুদ্ধ কৃষ্ণনামের আলোচনায় পরম পুরুষার্থ লাভ করিতে পারেন।" —জৈঃ ধঃ ২৫শ অঃ

প্রঃ—যোষিৎসঙ্গ কি ভক্তিবিরোধী ?

উঃ—"যে-স্থলে বিবাহ-সম্বন্ধ হয় নাই, সে-স্থলে কোন দুষ্ট বুদ্ধির সহিত স্ত্রীলোকের প্রতি সম্ভাষণাদি সমস্তই যোষিৎসঙ্গ ; তাহা পাপময় ও ভক্তিবিরোধী।"

—'জনসঙ্গ', সঃ তোঃ ১০।১১

প্রঃ—শুদ্ধভক্তিলাভেচ্ছুর বর্জ্জনীয় কি ?

উঃ—"যাঁহারা শুদ্ধভক্তি পাইবার আশা করেন, তাঁহাদের পক্ষে অভক্তসঙ্গ ও যোষিৎসঙ্গরূপ সংসর্গদ্বয় একেবারেই বর্জ্জনীয়।"

—'সঙ্গত্যাগ', সঃ তোঃ ১১।১১

প্রঃ—বিবাহ-বিধির উদ্দেশ্য কি ? কাহারা পশুবৎ ক্রিয়ায় প্রবৃত্ত ? অপ্রাকৃত-রতিযুক্ত ব্যক্তিগণের চিত্তবৃত্তি কিরূপ ?

উঃ—"রক্তমাংসগঠিত শরীরে যাঁহারা অবস্থিতি করেন, তাঁহাদের পক্ষে স্ত্রীসঙ্গ একপ্রকার নিসর্গজনিত ধর্ম্ম হইয়া পড়িয়াছে। **এই নিসর্গকে সঙ্কুচিত করিবার জন্যই বিবাহ-বিধি। বিবাহ-বিধি হইতে যাঁহারা মুক্ত হইতে ইচ্ছা করেন, তাঁহারা প্রায়ই পশুবৎ ক্রিয়ায় প্রবৃত্ত।** তবে যাঁহারা সৎসঙ্গ-জনিত ভজনবলে নৈসর্গিক বিধি অতিক্রম করিয়া অপ্রাকৃত-বিষয়ে রতি লাভ করিয়াছেন, **তাঁহাদের পক্ষে স্ত্রী-পুরুষ-সঙ্গ নিতান্ত তুচ্ছ।**"

—'ধৈর্য্য', সঃ তোঃ ১১।৫

প্রঃ—কাহারা ধার্ম্মিক-পরিচয়ে স্ত্রীসঙ্গী ?

উঃ—"স্ত্রীসঙ্গে যাহাদের প্রীতি, তাহারাই স্ত্রীসঙ্গী। কনক-কামিনী-মুগ্ধ সংসারী জীব, তথা ললনা-লোলুপ সহজিয়া, বাউল, সাঁই প্রভৃতি ছলধর্ম্মিগণ এবং বামাচারী তান্ত্রিকগণ—ইহারা সকলেই স্ত্রীসঙ্গীর উদাহরণ স্থল। মূল কথা,—যে-সমস্ত পুরুষ স্ত্রীতে প্রীতি করে এবং যে-সমস্ত স্ত্রী পুরুষে আসক্ত, তাহারাই স্ত্রীসঙ্গী বলিয়া কথিত হইয়াছে। বৈষ্ণবজন সর্ব্বপ্রযত্নে তাদৃশ স্ত্রীসঙ্গীর সঙ্গ পরিত্যাগ করিবেন,—ইহাই শ্রীমন্মহাপ্রভুর আজ্ঞা।"

—'অসৎসঙ্গ', সঃ তোঃ ১১।৬

প্রঃ—বৈষ্ণব-গৃহস্থ কি স্ত্রৈণ বা যোষিৎসঙ্গী ?

উঃ—"গৃহীই হউন বা গৃহত্যাগীই হউন, বৈষ্ণব চিৎসুখের অভিলাষী। গৃহস্থ-বৈষ্ণব সর্ব্বদাই চিৎসুখকে লক্ষ্য করিয়া স্বীয় গৃহিণীর সঙ্গে একযোগে সকল কার্য্য করেন। সকল কার্য্য করিয়াও তিনি স্ত্রৈণ হন না। এইরূপ জীবনে তাঁহার যোষিৎসংসর্গ হইতে পারে না। অবৈধ-স্ত্রী-সম্ভাষণ এবং বৈধ-স্ত্রীসঙ্গে অপারমার্থিক স্ত্রৈণ-ভাব তিনি একেবারে পরিত্যাগ করেন।" —'সঙ্গত্যাগ', সঃ তোঃ ১১।১১

প্রঃ—স্ত্রৈণ হওয়া কি ভাল ?

উঃ—"কেহ যেন স্ত্রৈণ না হন ; স্ত্রৈণ হইলে সর্ব্বনাশ হয়।" —চৈঃ শিঃ ২।৫

প্রঃ—গৃহস্থের পক্ষে পত্নীর সঙ্গ কি ভজনের অঙ্গ ?

উঃ—"গৃহস্থের পক্ষে বিবাহিত-স্ত্রীসঙ্গ কোন ভজনের অঙ্গ নয়। অতএব কেবল সংসারযাত্রা-নির্ব্বাহের জন্য তাহা নিষ্পাপ বলিয়া স্বীকৃত হয়।"

—'সহজিয়া-মতের-হেয়ত্ব', সঃ তোঃ ৪।৬

প্রঃ—স্ত্রীভক্তগণের পক্ষে দুঃসঙ্গ কিরূপে বর্জ্জনীয় ?

উঃ—"**স্ত্রীভক্তগণের পক্ষে বহির্ম্মুখ পতিসঙ্গ পরিবর্জ্জনীয়।** বহির্ম্মুখ পুরুষকে পতি মনে করাই কষ্ট ; **কেননা, স্ত্রীসঙ্গক্রমে স্ত্রীত্ব লাভ হয় ;** তাহা বিত্ত-অপত্য-গৃহ-প্রদ। সেই মায়া পুরুষই বৃষভের ন্যায় আচরণ করত পতিত্ব অভিমান করিতেছে।"

—'ভক্তিপ্রাতিকূল্যবিচারঃ', শ্রীভাঃ মঃ ১৪।৩৬, বঙ্গানুবাদ

প্রঃ—হরিভজনে জড়ভাব বিন্দুমাত্র প্রবেশ করিলে কি কুফল হয়?

উঃ—"শুদ্ধবৈষ্ণবমতে পুরুষ-সাধকগণ স্ত্রী-সাধক হইতে পৃথক্-মণ্ডলী হইয়া ভজন করিবেন এবং স্ত্রী-সাধকগণ কোন পুরুষকে তাঁহাদের ভজন-মণ্ডলীতে আসিতে দিবেন না। ভজন সম্পূর্ণ চিন্ময় কার্য্য, একটু জড়ভাব প্রবেশ করিলেই নষ্ট হয়।"

—'সহজিয়া-মতের হেয়ত্ব', সঃ তোঃ ৪।৬

প্রঃ—কাহাদের সঙ্গ নিতান্ত ভক্তিবাধক?

উঃ—"যাহারা যোষিৎসঙ্গী, তাহাদের সঙ্গ নিতান্ত ভক্তিবাধক।" —'সাধুনিন্দা', চৈঃ শিঃ

প্রঃ—ইচ্ছাপূর্ব্বক স্ত্রীলোক-দর্শনকারী বৈরাগীর প্রায়শ্চিত্ত কি?

উঃ—"ভেকধারী বৈষ্ণব যদি ইচ্ছাপূর্ব্বক স্ত্রীলোক দর্শন করেন, তাহা হইলে ভবিষ্যৎ জন্মে নির্দ্দোষ হইবার অভিপ্রায়ে ত্রিবেণীতে ডুবিয়া মরাই প্রায়শ্চিত্ত।"

—অঃ প্রঃ ভাঃ, অ ২।১৬৫
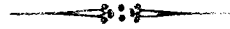
মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্য ও মৈত্রেয়ী

[পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রমোদ পুরী মহারাজ]

মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্যের দুইটি পত্নী ছিলেন, একজনের নাম মৈত্রেয়ী, অপর জনের নাম কাত্যায়নী। উভয়েই সতীসাধ্বী—পতিঅনুরাগিণী হইলেও মৈত্রেয়ী ছিলেন পরমাত্মার প্রতি অনুরাগিণী, অনিত্যসাংসারিক বিষয়-ভোগ-সুখাদির প্রতি তাঁহার চিত্তের ঔদাসীন্য পরিলক্ষিত হইত, কিন্তু কাত্যায়নীর চিত্ত ছিল একটু সংসারানুরক্ত। মহর্ষি গার্হস্থ্যাশ্রম-ধর্ম্ম পরিত্যাগ পূর্ব্বক সন্ন্যাসাশ্রম গ্রহণেচ্ছু হইয়া ধর্ম্মজ্ঞা ভার্য্যা মৈত্রেয়ীকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন—অয়ি মৈত্রেয়ি, 'উদ্‌যাস্যন্ বা অরেঽহমস্মাৎ স্থানাদস্মি' অর্থাৎ আমি এই গার্হস্থ্যাশ্রম হইতে ঊর্দ্ধে যাইতে ইচ্ছা করিতেছি অর্থাৎ ইহা অপেক্ষা উৎকৃষ্ট সন্ন্যাসাশ্রম গ্রহণ করিতে মনঃস্থ করিয়াছি। ইহাতে তোমার সম্মতি প্রার্থনা করিতেছি। আমার দ্বিতীয়া ভার্য্যা কাত্যায়নী ও তোমাকে আমার ধন-সম্পদ্ বিভাগ করিয়া দিতে ইচ্ছা করি। ইহা শুনিয়া মৈত্রেয়ী কহিলেন—

"সা হোবাচ মৈত্রেয়ী—যন্নু ম (মে) ইয়ং ভগোঃ (ভগবন্) সর্ব্বা পৃথিবী বিত্তেন পূর্ণা স্যাৎ কথং তেনামৃতা স্যামিতি, নেতি হোবাচ যাজ্ঞবল্ক্যঃ—যথৈবোপকরণবতাং (ভোগসাধনসম্পন্নানাং) জীবিতং (জীবনং) তথৈব তে জীবিতং স্যাদমৃতত্বস্য (মোক্ষস্য) তু নাশাঽস্তি (আশা সম্ভাবনাপি নাস্তি) বিত্তেনেতি॥"

অর্থাৎ "(শ্রীমৈত্রেয়ী কহিলেন—) হে ভগবন্! ধন-সম্পদে পরিপূর্ণা এই সমগ্র পৃথিবী যদি আমার হস্তগত হয়, তাহা হইলে তদ্দ্বারা কি আমি মৃত্যুরহিত অর্থাৎ মুক্ত হইতে পারিব?"

তদুত্তরে যাজ্ঞবল্ক্য কহিলেন—"না, তবে জগতে ধনাদি ভোগোপকরণ-সম্পন্ন ধনীদিগের জীবন যেরূপ সুখসম্পন্ন হইতে পারে, তোমার জীবনও তদ্রূপ লৌকিক সুখবহুল হইতে পারে, কিন্তু সেই সকল বিত্ত বা বিত্তসাধ্য কর্ম্মদ্বারা অমৃতত্ব অর্থাৎ মোক্ষ লাভের কোন আশা বা সম্ভাবনাও নাই।"

তচ্ছ্রবণে মৈত্রেয়ী কহিলেন—

"সা হোবাচ মৈত্রেয়ী—যেনাহং নামৃতা স্যাং কিমহং তেন কুর্য্যাম্, যদেব ভগবান্ (পূজনীয়ঃ ভবান্) বেদ (জানাতি) তদেব মে ব্রূহীতি॥"

অর্থাৎ (স্বামী যাজ্ঞবল্ক্যের কথা শ্রবণ করিয়া বুদ্ধিমতী মৈত্রেয়ী কহিলেন—) যে বিত্ত বা বিত্তসাধ্য কর্ম্ম দ্বারা আমি অমৃতা (মৃত্যুরহিতা) হইব না অর্থাৎ মোক্ষ লাভ করিতে পারিব না, তাহা দ্বারা কি করিব? অর্থাৎ

তাহা দিয়া আমার কি প্রয়োজন সাধিত হইবে? সুতরাং পূজনীয় আপনি যাহা নিশ্চিতরূপে অমৃতত্ব-সাধন অর্থাৎ অমৃতত্ব লাভের উপায় বলিয়া জানেন, তাহাই আমাকে কৃপাপূর্ব্বক বলুন।

"স হোবাচ যাজ্ঞবল্ক্যঃ — প্রিয়া বতারে (বত-অরে) নঃ সতী প্রিয়ং ভাষসে, এহ্যাস্স্ব, ব্যাখ্যাস্যামি তে, ব্যাচক্ষাণস্য তু মে নিদিধ্যাসস্বেতি॥"

বুদ্ধিমতী পত্নী জিজ্ঞাসু মৈত্রেয়ীর কথা শ্রবণ করিয়া মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্য আনন্দসহকারে কহিলেন (বত অনুকম্পায়াং আহ্লাদে বা) —অরে মৈত্রেয়ি! তুমি পূর্ব্বেও আমার প্রিয়া অর্থাৎ প্রীতিভাজন ছিলে, এখনও প্রিয় অর্থাৎ আমার মনোহনুরূপ কথাই বলিতেছ; অতএব তুমি আমার নিকটে আসিয়া উপবেশন কর, আমি তোমার নিকট তোমার অভিলষিত বিষয় অর্থাৎ অমৃতত্বসাধক আত্মজ্ঞান ব্যাখ্যা করিব অর্থাৎ বিস্তৃতভাবে বলিব। তুমি আমার বাক্য নিদিধ্যাসন কর অর্থাৎ অনন্যচিত্তে প্রগাঢ়ভাবে অর্থবোধ সহকারে ধ্যান কর—স্থিরচিত্তে অবধারণ কর।

স হোবাচ—ন বা অরে পত্যুঃ কামায় পতিঃ প্রিয়ো ভবতি, আত্মনস্তু কামায় পতিঃ প্রিয়ো ভবতি। ন বা অরে জায়ায়ৈ (জায়ায়াঃ) কামায় জায়া প্রিয়া ভবতি আত্মনস্তু কামায় জায়া প্রিয়া ভবতি। ন বা অরে পুত্রাণাং কামায় পুত্রাঃপ্রিয়া ভবন্তি, আত্মনস্তু কামায় পুত্রাঃ প্রিয়া ভবন্তি। ন বা অরে বিত্তস্য কামায় বিত্তং প্রিয়ং ভবতি আত্মানস্তু কামায় বিত্তং প্রিয়ং ভবতি। ন বা অরে ব্রহ্মণঃ কামায় ব্রহ্ম প্রিয়ং ভবতি, আত্মনস্তু কামায় ব্রহ্ম প্রিয়ং ভবতি। ন বা অরে ক্ষত্রস্য কামায় ক্ষত্রং প্রিয়ং ভবতি, আত্মনস্তু কামায় ক্ষত্রং প্রিয়ং ভবতি। ন বা অরে লোকানাং কামায় লোকাঃ প্রিয়া ভবন্তি, আত্মনস্তু কামায় লোকাঃ প্রিয়া ভবন্তি। ন বা অরে দেবানাং কামায় দেবাঃ প্রিয়া ভবন্তি, আত্মনস্তু কামায় দেবাঃ প্রিয়া ভবন্তি। ন বা অরে ভূতানাং কামায় ভূতানি প্রিয়াণি ভবন্তি, আত্মনস্তু কামায় ভূতানি প্রিয়াণি ভবন্তি। ন বা অরে সর্ব্বস্য কামায় সর্ব্বং প্রিয়ং ভবতি আত্মনস্তু কামায় সর্ব্বং প্রিয়ং ভবতি।

আত্মা বা অরে দ্রষ্টব্যঃ শ্রোতব্যো মন্তব্যো নিদিধ্যাসিতব্যো মৈত্রেয়ি, আত্মনো বা অরে দর্শনেন শ্রবণেন মত্যা বিজ্ঞানেনেদং সর্ব্বং বিদিতম্॥

অর্থাৎ যাজ্ঞবল্ক্য কহিলেন—অরে মৈত্রেয়ি, পতির সুখাদি প্রয়োজননিমিত্ত পতি কখনই ভার্য্যার প্রীতিভাক্ হয় না, পরন্তু আত্মার প্রয়োজন সাধনার্থই পতি ভার্য্যার প্রিয় হয়; তদ্রূপ হে মৈত্রেয়ি, জায়ায়ৈ (জায়ায়াঃ) অর্থাৎ পত্নীর প্রীতির জন্য পত্নী কখনও স্বামীর প্রিয়া হয় না, পরন্তু স্বামীর আত্ম প্রীতির জন্যই পত্নী পতির প্রিয়া বা প্রেমাস্পদা হয়; সেইরূপ পুত্রের প্রীতির জন্য পুত্র কখনই পিতার প্রিয় হয় না, কিন্তু আত্মার প্রীতির নিমিত্তই পুত্র পিতার প্রিয় হইয়া থাকে; এইরূপ পশ্বাদি ধনের প্রীতির নিমিত্ত পশ্বাদিবিত্ত কখনও লোকের প্রিয় হয় না, পরন্তু আত্মপ্রীতির জন্যই ধনাদি লোকের প্রিয় হইয়া থাকে; তথা হে মৈত্রেয়ি, 'ব্রহ্মণঃ' অর্থাৎ ব্রাহ্মণের প্রীতির নিমিত্ত ব্রাহ্মণ কখনই লোকের প্রিয় হয় না, পরন্তু আত্মার সুখের জন্যই ব্রাহ্মণজাতি লোকের প্রীতিভাজন হয়; তদ্রূপ অরে মৈত্রেয়ি, ক্ষত্রিয়ের প্রীতির জন্যও ক্ষত্রিয় কখনও লোকের প্রিয় হয় না, পরন্তু আত্মার প্রীতির জন্যই ক্ষত্রিয় (রাজা) লোকের প্রিয় হইয়া থাকে। এইরূপ স্বর্গাদি লোকের প্রীতি-নিমিত্ত স্বর্গাদি লোকসকল কখনই সাধারণের প্রিয় হয় না, পরন্তু আত্মার প্রীতি-হেতুই স্বর্গাদি লোক সাধারণের প্রিয় হইয়া থাকে; এইরূপ দেবতাগণের প্রীতির জন্যও দেবগণ কাহারও প্রিয় হন না, পরন্তু আত্মার প্রীতি-সাধনার্থই দেবগণ লোকের প্রীতিভাজন হইয়া থাকেন। এইরূপ অহে মৈত্রেয়ি, প্রাণিগণের প্রীতিনিমিত্তই প্রাণিগণ কাহারও প্রিয় হয় না, পরন্তু আত্মপ্রীতির জন্যই প্রাণিগণ অপরের প্রিয় হইয়া থাকে; আর বেশী কথা কি বলিব, অরে মৈত্রেয়ি, সর্ব্বস্য কামায়—সকল লোকের প্রীতির জন্য সকল লোক কখনও অপরের প্রীতিভাজন হয় না, আত্মার প্রীতিনিমিত্তই সকলে সকলের প্রিয় হইয়া থাকে। সুতরাং হে মৈত্রেয়ি, আত্মা বা ব্রহ্মবস্তু—পরংব্রহ্ম—পরাৎপর-তত্ত্ব সর্ব্বকারণ-

কারণ—সর্ব্বেশ্বরেশ্বর স্বয়ং ভগবান্ সর্ব্বাংশী অখিলরসামৃতমূর্ত্তি রসিকেন্দ্রমৌলি শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রই সর্ব্বাধিক প্রিয়—প্রেমাস্পদ। সেই আত্মাকেই অবশ্য দর্শন করিবে, শাস্ত্র ও আচার্য্যের উপদেশ হইতে তাঁহার স্বরূপ-বিষয়কজ্ঞান লাভ করিতে হইবে। মন্তব্য অর্থাৎ শুষ্কতর্ক পরিত্যাগপূর্ব্বক পূর্ব্বাপর বাক্যের বিরোধ বা অসঙ্গতি ত্যাগ করতঃ কি অর্থ এখানে অভিমত ইত্যাদি কল্পনার নাম যে তর্ক, তাহা অবলম্বনপূর্ব্বক বেদান্ত-বাক্য হইতে মনন অর্থাৎ নিশ্চিত সিদ্ধান্ত করিয়া উঁহাকে নিদিধ্যাসন অর্থাৎ নিঃসংশয়রূপে ধ্যান করিবে। হে মৈত্রেয়ি, আত্মার অর্থাৎ ভগবান্ কৃষ্ণের দর্শনে শ্রবণে মত্যা অর্থাৎ মননে এবং বিজ্ঞানেন অর্থাৎ নিদিধ্যাসন-দ্বারাই এই সমস্ত জগৎ পরিজ্ঞাত হয়।

এই শ্রুতিবাক্যসমূহ পূর্ব্ববর্ত্তী (বৃঃ আঃ ১।৪।৮)—

"তদেতৎ প্রেয়ঃ পুত্রাৎ প্রেয়ো বিত্তাৎ প্রেয়োহন্যস্মাৎ সর্ব্বস্মাদন্তরতরং যদয়মাত্মা।"

[অর্থাৎ সর্ব্বাপেক্ষা অন্তরতর অর্থাৎ অতি নিকটতম যে এই আত্মতত্ত্ব, ইহা পুত্র অপেক্ষা অধিক প্রিয়। বিত্ত অপেক্ষাও অধিক প্রিয়, এমন কি অন্য সমস্ত হইতেও অধিক প্রিয়। (সুতরাং অন্য সমস্ত বস্তু ত্যাগ করিয়া এই বাস্তববস্তু আত্মারই অর্থাৎ কৃষ্ণেরই উপাসনা করিতে হইবে।)]

—এই শ্রুতিবাক্যেরই বিস্তৃত ব্যাখ্যা-স্বরূপ শ্রীশ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ তাঁহার শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত গ্রন্থে (৬ষ্ঠ বৃষ্টি—তৃতীয় ধারা) লিখিয়াছেন—

"ভক্তির স্বরূপ এইরূপ প্রদর্শিত হইয়াছে। হে মৈত্রেয়ি, আত্মাই দ্রষ্টব্য, শ্রোতব্য, মন্তব্য এবং নিদিধ্যাসনের যোগ্য। সেই আত্মা দৃষ্ট, শ্রুত, ধ্যাত ও বিজ্ঞাত হইলে সকলই বিদিত হয়। সেই আত্মা (কৃষ্ণ) পুত্র অপেক্ষা প্রিয়, বিত্ত অপেক্ষা প্রিয় যেহেতু সকলেরই তিনি অন্তর্য্যামী আত্মা। যত কাম আছে, সে সকল প্রিয় নয়। আত্মকাম হইতেই সকল বিষয় প্রিয় হয়। অতএব কৃষ্ণের সহিত জীবের যে নিত্যসুখ-সম্বন্ধ, তাহারই নাম প্রেম। প্রেম পূর্ণ চিৎস্বরূপ তত্ত্ব।"

শ্রুতি পতি, পত্নী, পুত্র, বিত্ত, ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় (রাজা), স্বর্গাদি লোক, দেবগণ, সর্ব্ব ইত্যাদির আত্মার্থত্ব-হেতুই প্রিয়ত্ব প্রদর্শন করিয়াছেন।

মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্য স্ত্রীপুত্রাদি অনিত্য বিষয়ে আসক্তি-নিবৃত্তিমূলক বৈরাগ্য সমুৎপাদনার্থই মৈত্রেয়ীকে আত্মার প্রিয়ত্ব উপদেশ করিতেছেন। ঐ সকল বিষয়ে বৈরাগ্যোদয় ব্যতীত মোক্ষলাভ কিপ্রকারে সম্ভব হইবে? জগতে আত্মাই অর্থাৎ কৃষ্ণই একমাত্র পরম প্রিয়তম—প্রীত্যাস্পদ বস্তু। এজন্য তাঁহার প্রীতির উপরই সকলের সকল প্রীতি নির্ভর করিতেছে।

আত্মা (জীবাত্মা) সকলেরই প্রেমাস্পদ, সেই আত্মারও আবার যিনি পরম প্রেমাস্পদ, তিনিই পরমাত্মা। আবার জ্ঞানিগণোপাস্য ব্রহ্মের তিনিই আশ্রয় (ব্রহ্মণো হি প্রতিষ্ঠাহম্—গীঃ ১৪।২৭) এবং যোগিজনোপাস্য পরমাত্মারও তিনিই অংশী ("অথবা বহুনৈতেন কিং জ্ঞাতেন তবার্জ্জুন। বিষ্টভ্যাহমিদং কৃৎস্নমেকাংশেন স্থিতো জগৎ॥" গীতা ১০।৪২—অর্থাৎ "অথবা হে অর্জ্জুন, আমার বিভূতির এই বিস্তৃত জ্ঞানে তোমার কি প্রয়োজন? আমি প্রকৃতির অন্তর্য্যামী কারণার্ণবশায়ী পুরুষরূপ আমার এক অংশ দ্বারা এই স্থাবরজঙ্গমাত্মক বিশ্বকে ধারণ করিয়া অবস্থান করিতেছি।") সুতরাং কৃষ্ণই সর্ব্বাধিক প্রেমাস্পদ। মুণ্ডক শ্রুতি (৩।১।৯) বলিতেছেন—এষোঽণুরাত্মা—অর্থাৎ এই আত্মা অত্যন্ত ক্ষুদ্র। ভগবদন্তরঙ্গা স্বরূপশক্তির অণুপ্রকাশস্থানীয় তটস্থা-জীব-শক্তি। শ্বেতাশ্বতরও আত্মার অণুচৈতন্যত্ব প্রদর্শন করিয়াছেন—"বালাগ্রশতভাগস্য শতধা কল্পিতস্য চ। ভাগো জীবঃ স বিজ্ঞেয়ঃ স চানন্ত্যায় কল্পতে॥" অর্থাৎ সেই জীবকে কেশাগ্রের শতভাগের শতাংশের তুল্য সূক্ষ্ম জানিতে হইবে। সেই জীব আনন্ত্য লাভের যোগ্য। (আনন্ত্য শব্দে বিভুত্ব বুঝিতে হইবে না। অন্ত—মৃত্যু, তদ্রাহিত্যই আনন্ত্য অর্থাৎ মোক্ষ।)

২।৩।১৮ সূত্রে মাধ্বভাষ্যধৃত পৌগবন-শ্রুতি-বাক্য—

"অণুর্হোষ আত্মায়ং বা এতে সিনীতঃ পুণ্যং চাপুণ্যঞ্চ॥"

অর্থাৎ এই আত্মা অণু, ইঁহাতে পাপ পুণ্যাদি আশ্রয় করিতে পারে।

এই জীবাত্মার সহিত কৃষ্ণের অবিচ্ছেদ্য নিত্য সম্বন্ধ।

সুতরাং সেই কৃষ্ণই সর্ব্বতোভাবে অন্বেষ্টব্য। তাঁহার প্রীতিতেই সকলের প্রীতি, তাঁহার তুষ্টিতেই সকলের তুষ্টি। লোক-প্রসিদ্ধ সকল প্রিয়বস্তু হইতেই তিনি প্রিয়তর, প্রিয়তম। সুতরাং তল্লাভে জীবমাত্রেরই মহান্ প্রযত্ন আবশ্যক। জীবাত্মার সর্ব্বাপেক্ষা অন্তরতর অর্থাৎ ঘনিষ্ঠ—সর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর প্রিয়বস্তু যিনি, সর্ব্বতোমুখী চেষ্টায় তাঁহাকেই লাভ করিতে হইবে, ইহাই শ্রুতির মুখ্য উদ্দিষ্ট বিষয়।

শুদ্ধ অবস্থায় আত্মা—অপহতপাপ্মা (নিষ্পাপ), বিজরঃ (জরাবর্জ্জিত), বিমৃত্যুঃ (মৃত্যুরহিত), বিশোকঃ (শোক-রহিত), বিজিঘৎসঃ (বুভুক্ষা অর্থাৎ ভোজনেচ্ছা রহিত), অপিপাসঃ (পিপাসারহিত), সত্যকামঃ (অপ্রাকৃত ও নির্দ্দোষ কামনাযুক্ত অথবা যাঁহার কামনা মাত্রই সিদ্ধ হয়), সত্যসঙ্কল্পঃ (যাঁহার বাসনা মাত্রই সিদ্ধ হয়)—এই আটটী লক্ষণান্বিত। সোঽন্বেষ্টব্যঃ স বিজিজ্ঞাসিতব্যঃ অর্থাৎ সেই আত্মাকে অন্বেষণ করিবে, তাঁহাকেই বিশেষভাবে জানিবে—ইহাই শ্রুতি-নির্দ্দেশ। (ছান্দোগ্য—৮।৭।১)। সত্যকাম সত্যসঙ্কল্প শুদ্ধ আত্মার কৃষ্ণেন্দ্রিয় তর্পণ ব্যতীত কোন কৃষ্ণেতর কামনা বাসনা অন্তরের অন্তস্তলেও জাগে না। তিনি ভূমা—অপরিচ্ছিন্ন পরম মহৎ পরমপ্রেমাস্পদ কৃষ্ণকেই পরমানন্দময় বলিয়া জানিয়া তাঁহার অন্বেষণেই সর্ব্বতোভাবে যত্নশীল হন—

'কাঁহা কৃষ্ণ প্রাণনাথ মুরলীবদন।
কাঁহা যাঁউ কাঁহা পাঁউ ব্রজেন্দ্রনন্দন।'

বলিয়া কাঁদিয়া ব্যাকুল হন, অহর্নিশ চোখের জলে বুক ভাসান, 'অল্প' সসীম বা পরিচ্ছিন্ন অসুখ বিষয়া-ন্বেষণে ব্যস্ত হইয়া বৃথা কালাতিপাত করেন না। তাই শ্রুতি বলিয়াছেন—

"যো বৈ ভূমা তৎ সুখং নাল্পে সুখমস্তি, ভূমৈব সুখং, ভূমা ত্বেব বিজিজ্ঞাসিতব্য ইতি। ভূমানং ভগবো বিজিজ্ঞাসে ইতি।" (ছান্দোগ্য ৭ম প্রপাঠক ২৩শ খণ্ড ১)

অর্থাৎ যাহা ভূমা বা সর্ব্বাপেক্ষা মহৎ, তাহাই সুখ, অল্পে অর্থাৎ সসীম ক্ষুদ্র পরিচ্ছিন্ন বস্তুতে সুখ নাই, ভূমাই পরিপূর্ণ সুখ-স্বরূপ বা সুখ-হেতু, অতএব সেই ভূমা বিষয়ে জ্ঞান লাভ করাই কর্ত্তব্য। দেবর্ষি নারদ বলিয়াছিলেন, হে ভগবন্ আমি ভূমা বিষয়েই জানিতে ইচ্ছা করিতেছি।

সর্ব্বেশ্বরেশ্বর সর্ব্বকারণকারণ পরংব্রহ্ম পরাৎপর স্বয়ং ভগবান্ ব্রজেন্দ্রনন্দন কৃষ্ণচন্দ্রই সেই ভূমা বস্তু। সর্ব্বব্যাপক তিনিই একাংশে পরমাত্মরূপে সকল জীব-হৃদয়ে ব্যাপ্ত হইয়া সর্ব্বক্ষণ জীবাত্মাকে আকর্ষণ করি-তেছেন। তাঁহার আকর্ষণেই জীব আনন্দ আনন্দ করিয়া পাগল হইতেছে, ছুটিতেছে আনন্দের অন্বেষণে, কিন্তু ত্রিগুণময়ী মায়ামোহে মুগ্ধ হইয়া ধরিতেছে 'অল্প' পরিচ্ছিন্ন সসীম লৌকিক ধনজনাদি ক্ষয়িষ্ণু সুখপ্রদ বস্তুকে, তাহাতে হইতেছে নিরাশ, হতাশ, পাইতেছে শুধুই বঞ্চনা, ভাবিতেছে 'সুখ' বলিয়া বুঝি কিছুই নাই, সবই মিথ্যা! এমনকি ভগবানেও বিশ্বাস—আস্তিক্য-বুদ্ধি হারাইয়া হইতেছে নাস্তিক। তাই পরম করুণাময়ী শ্রুতিমাতা তারস্বরে তাহাকে দিতেছেন পরম আশ্বাস, শুনাইতেছেন সুমধুর বাণী—ওরে মূঢ় জীব, হারাসনে ভগ-বানে সুদৃঢ় বিশ্বাস, পরিপূর্ণ আনন্দময় সেই ভগবান্, তাঁর আনন্দ হইতেই হইয়াছে তোর উদ্ভব, আনন্দ দ্বারাই হইতেছে তোর অস্তিত্ব সংরক্ষিত, আনন্দেই পাইবি চরমে পরমাশ্রয়। বৎস! আনন্দময় সেই শ্রীহরিকেই কর্ অন্বেষণ, 'ভূমৈব সুখং', সসীম অল্পে কিরূপে পাইবি সুখ, কর্ তাঁর নাম গান, ডাক্ তাঁকে সকাতরে ব্যাকুলভাবে চোখের জলে বুক ভাসিয়ে, অচিরেই ক'র্বেন কৃপা সেই কল্যাণ-গুণবারিধি গোবিন্দ; না হইবে মিথ্যা কভু শাস্ত্রের বচন। "অতএব মায়ামোহ ছাড়ি' 'বুদ্ধিমান্'। নিত্যতত্ত্ব কৃষ্ণভক্তি করুন সন্ধান॥"

কলিযুগপাবনাবতারী ভগবান্ শ্রীগৌরহরি কলি-কলুষক্লিষ্ট জীবের প্রতি সদয় হইয়া সর্ব্বশাস্ত্রসারনির্য্যাস-স্বরূপ যে মধুর হইতেও মধুরতর ষোলনাম বত্রিশাক্ষর মহামন্ত্র নাম-ভজনের ব্যবস্থা দিয়াছেন, ইহাই শ্রুত্যুপ-দিষ্ট পরমগুহ্য কৃষ্ণান্বেষণমন্ত্র। এই নামমহামন্ত্র সদ্‌গুরুপাদা-শ্রয়ে প্রতিদিন সাদরে নিরপরাধে সংখ্যানির্ব্বন্ধসহকারে এবং অসংখ্যাতঃও গ্রহণ করিতে করিতে অচিরেই কৃষ্ণকৃপা লাভ হইবে, ইহাতে কোন সন্দেহ নাই। নিষ্ঠাসহ নিরন্তর নাম গ্রহণ করিতে করিতে যতই

চিত্তদর্পণ পরিমার্জ্জিত হইতে থাকিবে, ততই ভবমহাদাবাগ্নি নির্ব্বাপিত হইবে, পরমমঙ্গল লাভ হইবে, পরবিদ্যারূপা বধূর কৃপা বরণ হইতে থাকিবে, অসীম আনন্দ-সমুদ্র উচ্ছলিত হইয়া উঠিবে, প্রতিপদে পূর্ণ অমৃত আস্বাদিত হইতে থাকিবে, সর্ব্বেন্দ্রিয়ের স্নপন বা স্নিগ্ধতা লাভ হইবে। নাম নামী অভিন্ন। নামী অপেক্ষাও নামের করুণা অধিক—নাম শীঘ্রই কৃপা করিবে।—"ঈষৎ বিকশি' পুনঃ, দেখায় নিজ-রূপ-গুণ, চিত্ত হরি' লয় কৃষ্ণপাশ। পূর্ণ বিকশিত হঞা, ব্রজে মোরে যায় লঞা, দেখায় নিজ স্বরূপবিলাস॥" নিরপরাধে আর্ত্তিসহকারে নাম গ্রহণই নাম-ভজননৈপুণ্য, তাহা না হওয়া পর্য্যন্ত নামের নবনবায়মান মাধুর্য্য চমৎকারিতা আস্বাদনের বিষয় হয় না।

ছাড়িয়া বৈষ্ণবসেবা নিস্তার পেয়েছে কেবা

[পণ্ডিত শ্রীবিভুপদ পণ্ডা বি-এ, বি-টি, কাব্য-ব্যাকরণ-পুরাণতীর্থ]

ভক্তিপথযাত্রিগণের বৈষ্ণবসেবা প্রথম এবং প্রধান কর্ত্তব্য। যেমন ভগবানের নাম, রূপ, গুণ, লীলাদি স্মরণ ও কীর্ত্তন করিয়া তাঁহার সেবা করা হয়, সেই প্রকারে বৈষ্ণবের গুণকীর্ত্তনের দ্বারাও তাঁহার সেবা হইয়া থাকে। গুণকীর্ত্তন করিতে করিতে তাঁহাতে আবেশ বা আসক্তি হইবে এবং বৈষ্ণব বা ভক্ত ভগবানের প্রিয় বলিয়া ভগবানেও আবেশ আসিবে। ভগবৎপ্রাপ্তি যদি ভক্তিযাজনকারিগণের কাম্য হয়, তাহা হইলে তাঁহাতে আসক্তি অর্থাৎ অত্যধিক প্রীতি হইলেই তাঁহার সন্তোষ বিধান করা হইবে এবং পরিণামে সর্ব্বার্থসিদ্ধি হইবে।

'আমরা ভগবদ্‌ভজনে প্রবৃত্ত হইয়াছি। বৈষ্ণবসেবার প্রয়োজন কি? বৈষ্ণবসেবার উপর এত গুরুত্ব কেন?' যদি এই প্রকার প্রশ্ন উত্থাপিত হয়, তাহা হইলে তদুত্তরে বলা যায় যে, যেমন রাজসকাশে যাইতে হইলে রাজার অন্তরঙ্গ ব্যক্তিগণের মাধ্যমে যাইতে হয়, নিজ ইচ্ছায় যাওয়া যায় না, তদ্রূপ ভগবানের নিকট যাইতে হইলে বা তাঁহাকে পাইতে হইলে তাঁহার অন্তরঙ্গ বা প্রিয়-পার্ষদগণের মাধ্যমে যাইতে হইবে। শ্রীগুরুপাদপদ্ম এবং শ্রীবৈষ্ণব—ইঁহারা হইলেন সেই মাধ্যম। গুরু এবং বৈষ্ণব সমপর্য্যায়। গুরুকে যেপ্রকার শ্রদ্ধা প্রদর্শন করিতে বা সেবা করিতে হয়, ঠিক সেইভাবেই বৈষ্ণবকে শ্রদ্ধা বা সেবা করিতে হইবে। গুরুতে শ্রদ্ধা আছে, অথচ বৈষ্ণবে নাই, তাহা হইলে বুঝিতে হইবে—গুরুতেও তাত্ত্বিক শ্রদ্ধা নাই।

ভক্ত বা বৈষ্ণবসেবার মাহাত্ম্য মহাভারত, পুরাণ, শ্রীমদ্ভাগবত, শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত প্রভৃতি সমস্ত সাত্বত শাস্ত্রে ভূরি ভূরি বর্ণিত হইয়াছে। ভক্ত ভগবানের অতি প্রিয়, এমনকি ভগবান্ ভক্তের বশ, এই কথা শ্রীভগবান্ নিজ মুখেই বলিয়াছেন এবং তিনি ভক্তের অবমাননা সহ্য করিতে পারেন না। অম্বরীষ মহারাজকে দুর্ব্বাশামুনির কৃত্যা দগ্ধ করিতে আসিলে ভগবচ্চক্র তাঁহাকে রক্ষা করিবার জন্য মুনির দিকে ধাবিত হন। তখন মুনি প্রাণ ভয়ে বিশ্বের সর্ব্বত্র ঘুরিয়া বেড়াইলেও কোথায়ও বা কাহারও আশ্রয় না পাইয়া বিষ্ণুর শরণাপন্ন হন। তখন বিষ্ণু বলিয়াছিলেন -

অহং ভক্ত-পরাধীনো হ্যস্বতন্ত্র ইব দ্বিজ।
সাধুভির্গ্রস্ত হৃদয়ো ভক্তৈর্ভক্তজনপ্রিয়ঃ॥

(ভাঃ ৯।৪।৬৩)

আমি ভক্ত পরাধীন, হে দ্বিজ! আমি সর্ব্বতন্ত্র-স্বতন্ত্র হইয়াও ভক্তপরতন্ত্র। পরমভক্ত সাধুগণ আমার হৃদয় সম্পূর্ণ অধিকার করিয়া আছেন। আমি ভক্তজনপ্রিয়।

ভগবান্ আরও বলিয়াছেন—

সাধবো হৃদয়ং মহ্যং সাধূনাং হৃদয়ন্ত্বহম্।
মদন্যত্তে ন জানন্তি নাহং তেভ্যো মনাগপি॥

(ভাঃ ৯।৪।৬৮)

সাধুসকল আমার হৃদয় এবং আমিও সাধুগণের হৃদয়। তাঁহারা আমা ব্যতীত আর কাহাকেও জানেন না। আমিও তাঁহাদের ভিন্ন অন্য কাহাকেও আমার বলিয়া জানি না।

সুতরাং ভক্তের পূজা করিলে ভগবান্‌ও সন্তুষ্ট হইয়া থাকেন।

প্রথমতঃ বৈষ্ণব কে? তাঁহার কি গুণ, তিনি আমাদের পূজ্য কেন ইত্যাদি আলোচনা করিয়া তাঁহার সেবা কিপ্রকারে করিতে হইবে, তাহা আলোচিত হইবে।

> গৃহীতবিষ্ণুদীক্ষাকো বিষ্ণুপূজা-পরো নরঃ।
> বৈষ্ণবোঽভিহিতোঽভিজ্ঞৈরিতরোঽস্মাদ বৈষ্ণবঃ॥
> (হঃ ভঃ বিঃ, ১ম বিলাস-ধৃত পদ্মপুরাণবচন)

বিষ্ণুমন্ত্রে দীক্ষিত ও বিষ্ণুপূজাপরায়ণ ব্যক্তি অভিজ্ঞগণ কর্ত্তৃক বৈষ্ণব বলিয়া কথিত হন। তদ্ব্যতীত অপরে অবৈষ্ণব। আবার বৈষ্ণবের প্রেমতারতম্যে উত্তম, মধ্যম ও কনিষ্ঠ এই তিন প্রকার ভাগ আছে।

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে শ্রদ্ধার-তারতম্য অনুসারে ভক্তির ত্রিবিধ অধিকার প্রদর্শিত হইয়াছে—

> শ্রদ্ধাবান্ জন হয় ভক্তি-অধিকারী।
> 'উত্তম', 'মধ্যম', 'কনিষ্ঠ'—শ্রদ্ধা অনুসারী॥
> শাস্ত্রযুক্ত্যে সুনিপুণ, দৃঢ়শ্রদ্ধা যাঁর।
> 'উত্তম-অধিকারী' সেই তরয়ে সংসার॥
> শাস্ত্রযুক্তি নাহি জানে দৃঢ় শ্রদ্ধাবান্।
> 'মধ্যম-অধিকারী' সেই মহাভাগ্যবান্॥
> যাহার কোমল শ্রদ্ধা, সে—'কনিষ্ঠ-জন'।
> ক্রমে ক্রমে তেঁহো ভক্ত হইবে উত্তম॥
> (চৈঃ চঃ ম ২২।৬৪—৬৭)

শ্রীমদ্ভাগবতে রতি-প্রেম তারতম্যে ভক্তের তারতম্য কথিত হইয়াছে—

উত্তম ভাগবতের লক্ষণ—

> সর্ব্বভূতেষু যঃ পশ্যেদ্ভগবদ্ভাবমাত্মনঃ।
> ভূতানি ভগবত্যাত্মন্যেষ ভাগবতোত্তমঃ॥
> (ভাঃ ১১।২।৪৫)

যিনি নিখিল বস্তুকে সর্ব্বভূতে নিয়ন্তৃরূপে অধিষ্ঠিত পরমাত্মা শ্রীহরির "বিভূতি" বলিয়া দর্শন করেন এবং ভগবান্ শ্রীহরিতে সর্ব্বভূতকে দর্শন করিয়া থাকেন, তিনি 'উত্তম' ভাগবত।

মধ্যম ভাগবতের লক্ষণ—

> ঈশ্বরে তদধীনেষু বালিশেষু দ্বিষৎসু চ।
> প্রেমমৈত্রীকৃপোপেক্ষা যঃ করোতি স মধ্যমঃ॥
> (ভাঃ ১১।২।৪৬)

যিনি ঈশ্বরে প্রেম, বৈষ্ণবে মৈত্রী, মূঢ়ে কৃপা ও দ্বেষীকে উপেক্ষা করেন, তিনি 'মধ্যম'-ভক্ত।

কনিষ্ঠ ভাগবতের লক্ষণ—

> অর্চ্চায়াং এব হরয়ে যঃ পূজাং শ্রদ্ধয়েহতে।
> ন তদ্ভক্তেষু চান্যেষু স ভক্তঃ প্রাকৃতঃ স্মৃতঃ॥
> (ভাঃ ১১।২।৪৭)

লৌকিক শ্রদ্ধানুসারে যিনি অর্চ্চামূর্ত্তিতে হরিপূজা করেন, কিন্তু হরিভক্ত এবং হরির অধিষ্ঠান-স্বরূপ অন্য জীবকে শ্রদ্ধা ও দয়া করেন না, তিনি 'কনিষ্ঠ'।

আবার শ্রীমন্মহাপ্রভু নামাশ্রিত বৈষ্ণবের ত্রিবিধ অধিকার সম্বন্ধে বলিয়াছেন—

> প্রভু কহে, 'যাঁর মুখে শুনি একবার।
> কৃষ্ণনাম, সেই পূজ্য,—শ্রেষ্ঠ সবাকার॥'
> 'কৃষ্ণনাম নিরন্তর যাঁহার বদনে।
> সেই 'বৈষ্ণবশ্রেষ্ঠ', ভজ তাঁহার চরণে॥'
> 'যাঁহার দর্শনে মুখে আইসে কৃষ্ণনাম।
> তাঁহারে জানিহ তুমি বৈষ্ণবপ্রধান॥' (চৈঃ চঃ)

শ্রীমদ্ভাগবত ১১শ স্কন্ধে (১১শ অঃ ২৯-৩১ শ্লোকে) শ্রীকৃষ্ণ ভক্তরাজ উদ্ধবকে লক্ষ্য করিয়া বৈষ্ণবের যে ২৬টি গুণ কীর্ত্তন করিয়াছিলেন, শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে তাহারই অনুবাদ করিয়া জানাইয়াছেন—

> কৃপালু, অকৃতদ্রোহ, সত্যসার, সম।
> নির্দ্দোষ, বদান্য, মৃদু, শুচি, অকিঞ্চন॥
> সর্ব্বোপকারক, শান্ত, কৃষ্ণৈকশরণ।
> অকাম, নিরীহ, স্থির, বিজিতষড়্‌গুণ॥
> মিতভুক, অপ্রমত্ত, মানদ, অমানী।
> গম্ভীর, করুণ, মৈত্র, কবি, দক্ষ, মৌনী॥
> (চৈঃ চঃ ম ২২।৭৪-৭৬)

যদিও এই ২৬টি গুণ বৈষ্ণবে বর্ত্তমান, তথাপি কৃষ্ণৈকশরণত্বই তাঁহার বিশেষ গুণ, ইহাই তাঁহার স্বরূপ।

বৈষ্ণবের গুণাবলী অর্জ্জন করিতে হইলে তাঁহার সেবা করিতে হইবে। একত্র অবস্থান করিলে, তাঁহার প্রয়োজনীয় কার্য্যাদি সম্পন্ন করা, দ্রব্যাদি সংগ্রহ করা এবং পাদপ্রক্ষালন ও বন্দনাদি করিয়া তাঁহার সেবা করা যাইতে পারে। ফলে তাঁহার জীবনধারণ-প্রণালী হইতে তাঁহার গুণগুলি অর্জ্জিত হইতে পারে। আবার বৈষ্ণবের অবর্ত্তমানে তাঁহার গুণাবলী স্মরণ করিয়া কীর্ত্তন করিলেও তাঁহার সেবা হইয়া থাকে। একত্র বাস করিয়া সেবা করিতে পারিলে বৈষ্ণবের শ্রীমুখ হইতে প্রায়ই হরিভজন সম্পর্কিত কথা শুনিতে শুনিতে ক্রমশঃ ভগবানে চিত্ত আবিষ্ট হইবে এবং পরম কল্যাণ লাভ হইবে।

মধ্যমাধিকার না আসা পর্য্যন্ত বৈষ্ণব চিনিয়া লইবার যোগ্যতা উদিত হয় না, তৎকালে ত্রিবিধ অধিকারের যেকোন প্রকার বৈষ্ণব হউন না কেন তিনি পূজার্হ, এইরূপ বিচারাবলম্বন ব্যতীত গত্যন্তর নাই। সঙ্গের একটা বিশেষ প্রভাব আছে। সঙ্গপ্রভাবেই মানবচরিত্রের উন্নতি অবনতি হইয়া থাকে। নীতিশাস্ত্র বলেন—

হীয়তে হি মতিস্তাত হীনৈঃ সহ সমাগমাৎ।
সমৈশ্চ সমতামেতি বিশিষ্টৈশ্চ বিশিষ্টতাম্॥

হীনের সহিত সঙ্গ করিলে মতি হীন হয়, সমানের সহিত সঙ্গ করিলে মন একইপ্রকার থাকে এবং বিশিষ্ট ব্যক্তির সহিত সঙ্গ করিলে মতি বিশিষ্টতা লাভ করে। সুতরাং বৈষ্ণবের সঙ্গফলে বৈষ্ণবতা বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইবে। বৈষ্ণবগণ অপ্রাকৃত বিষয়বস্তু হরিকথা ব্যতীত জড় বিষয়-কথা বলেন না, কাজেই বৈষ্ণবসঙ্গ ভজনোন্নতির সহায়ক হয়। বৈষ্ণব কনিষ্ঠ হইলেও তাঁহার যখন উন্নতি হইবার সম্ভাবনা রহিয়াছে তখন তাঁহার সঙ্গ করিলে ক্ষতি নাই। আবার উত্তম বৈষ্ণবের সঙ্গ হইলে পারমার্থিক উন্নতি হইবেই। শ্রীশঙ্করাচার্য্য বলিয়াছেন—"ক্ষণমিহ সজ্জন সঙ্গতিরেকা, ভবতি ভবার্ণবতরণে নৌকা।" ক্ষণকাল সজ্জনসঙ্গও ভবার্ণবতরণে নৌকাস্বরূপ হইয়া থাকে।

ভজনে উন্নতি সাধন করিতে হইলে বৈষ্ণব-বন্দনার যে বিশেষ প্রয়োজন আছে সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। 'কাহার আরাধনা শ্রেষ্ঠ?' পার্ব্বতীদেবীর এই প্রশ্নের উত্তরে শ্রীমহাদেব বলিয়াছিলেন,—

'আরাধনানাং সর্ব্বেষাং বিষ্ণোরারাধনং পরম্।
তস্মাৎ পরতরং দেবি তদীয়ানাং সমর্চ্চনম্॥'

সমস্ত আরাধনার মধ্যে বিষ্ণুর আরাধনা শ্রেষ্ঠ। আবার তাঁহার ভক্তগণের আরাধনা আরও উত্তম। শ্রীমদ্ভাগবত (১১।১৯।২১) বলেন,—

'মদ্ভক্তপূজাভ্যধিকা সর্ব্বভূতেষু মন্মতিঃ।'

'আমার ভক্তের পূজা—আমা হইতে বড়।
সেই প্রভু বেদে-ভাগবতে কৈলা দঢ়॥' (চৈঃ ভাঃ)

স্বয়ং ভগবান্ হইতে আরম্ভ করিয়া সমস্ত মহাজনই বৈষ্ণববন্দনার উপযোগিতা প্রদর্শন করিয়াছেন। শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার ভক্ত দরিদ্র সখা সুদামা তাঁহার দ্বারকা-স্থিত রাজপ্রাসাদে উপস্থিত হইলে শ্রীরুক্মিণীদেবীর সহিত যে পর্য্যঙ্কোপরি তিনি বিরাজিত ছিলেন, সখাকে সেই পর্য্যঙ্কেই লইয়া স্বয়ং স্বহস্তে সখার পাদপ্রক্ষালনাদি যাবতীয় পরিচর্য্যা সম্পাদন করতঃ সখার প্রতি প্রীতির পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়াছিলেন—এই ঘটনা অনেকেই অবগত আছেন। ভগবান্ উদ্ধবকে বলিয়াছিলেন, (ভাঃ ১১।১৪।১৫)—

'ন তথা মে প্রিয়তম আত্মযোনির্ন শঙ্করঃ।
ন চ সঙ্কর্ষণো ন শ্রীর্নৈবাত্মা চ যথা ভবান্॥'

'হে উদ্ধব! ব্রহ্মা, সঙ্কর্ষণ, লক্ষ্মী বা স্বয়ং আমি আমার তত প্রিয় নহি, যেরূপ আমার ভক্ত তুমি আমার প্রিয়।' ভগবান্ আরও বলিয়াছেন, (ভাঃ ৩।৪।৩১)—

'নোদ্ধবোঽণ্বপি মন্ন্যূনো যদ্ গুণৈর্নার্দ্দিত প্রভুঃ।'

'আমা হইতে উদ্ধব কিঞ্চিন্মাত্রও ন্যূন নহেন; যেহেতু ইনি গোস্বামী, বিষয় দ্বারা ক্ষুব্ধ হন না।'

এই ভাবে শ্রীকৃষ্ণ শুদ্ধ বৈষ্ণবের মর্য্যাদা প্রদান করিয়াছেন। ভৃগুপদাঘাত স্ববক্ষে ধারণ করিয়া বিষ্ণু তাঁহাকে গৌরবান্বিত করিয়াছেন। যমরাজ বৈষ্ণবদিগকে তাঁহার নিকট আনয়ন করিতে নিষেধ করিয়া বলিয়াছিলেন, যথা শ্রীমদ্ভাগবত ৬।৩।২৭ শ্লোকে,—

'তে দেবসিদ্ধপরিগীতপবিত্রগাথা
যে সাধবঃ সমদৃশো ভগবৎপ্রপন্নাঃ।
তান্ নোপসীদত হরের্গদয়াভিগুপ্তান্
নৈষাং বয়ং ন চ বয়ঃ প্রভবাম দণ্ডে॥'

'যে সাধুগণ—শ্রীভগবানে শরণাপন্ন ও সর্ব্বভূতে সমদর্শী, যাঁহাদের পবিত্র গুণগাথা দেবতা ও সিদ্ধগণও কীর্ত্তন করিয়া থাকেন, তাঁহাদের নিকট তোমরা কদাচ গমন করিও না। শ্রীহরির কৌমোদকী গদা তাঁহাদিগকে সর্ব্বতোভাবে রক্ষা করিতেছেন। আমরা তাঁহাদের দণ্ডবিধানে সমর্থ নহি, এমনকি, কালও নহেন।

স্বয়ং ভগবান্ শ্রীমন্মহাপ্রভুও বৈষ্ণবগণের পূজা বা মর্য্যাদা সম্বর্দ্ধনাদর্শ কিভাবে প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহা শ্রীচৈতন্যভাগবত ও শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত পাঠে অবগত হওয়া যায়। এমনকি শ্রীঅদ্বৈত-চরণে অপরাধ করায় নিজ জননীর ভগবৎপ্রেমের উদ্রেক হইতেছে না জানাইয়া তাঁহাকে শ্রীঅদ্বৈত প্রভুর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করাইয়াছিলেন। বৈষ্ণবদর্শন মাত্রেই তিনি তাঁহাকে সম্মান দিয়াছেন। শ্রীরামানন্দ রায়ের সহিত সাক্ষাৎ হওয়ায় রামানন্দ তাঁহাকে ঈশ্বরবুদ্ধিতে দণ্ডবৎআদি করিলে মহাপ্রভু বলিয়াছিলেন,—

"প্রভু কহে,—তুমি মহাভাগবতোত্তম।
তোমার দর্শনে সবার দ্রব হইল মন॥
অন্যের কি কথা, আমি—'মায়াবাদী সন্ন্যাসী'।
আমিহ তোমার স্পর্শে কৃষ্ণপ্রেমে ভাসি॥
এই জানি কঠিন মোর হৃদয় শোধিতে।
সার্ব্বভৌম কহিলেন তোমারে মিলিতে॥"
(চৈঃ চঃ ম ৮।৪৪-৪৬)

শ্রীহরিদাস ঠাকুরের প্রাণহীন দেহ মহাপ্রভু স্বয়ং বহন করিয়া লইয়া তাঁহাকে সমাধিস্থ করিয়াছিলেন। শ্রীল সনাতন গোস্বামী প্রভু যখন কণ্ডুরসায় আক্রান্ত হইবার আদর্শ অভিনয় করেন, তখন তিনি রাগমার্গীয় পরমহংস হইয়াও আদর্শ মানদ বৈষ্ণবাচার্য্যরূপে সাধকের শিক্ষার নিমিত্ত অর্চ্চনমার্গের যথোচিত মর্য্যাদা প্রদর্শন করিয়া শ্রীজগন্নাথ-মন্দিরের সিংহদ্বারে যাইতে অনিচ্ছা প্রকাশ করিয়া বলিয়াছিলেন—

"সিংহদ্বারে যাইতে মোর নাহি অধিকার।
বিশেষ, ঠাকুরের তাহাঁ সেবকের প্রচার॥
সেবক গতাগতি করে, নাহি অবসর।
তার স্পর্শ হইলে, সর্ব্বনাশ হবে মোর॥
শুনি মহাপ্রভু মনে সন্তোষ পাইলা।
তুষ্ট হইয়া তাঁরে কিছু কহিতে লাগিলা॥
যদ্যপিও তুমি হও জগৎপাবন।
তোমাস্পর্শে পবিত্র হয় দেব-মুনিগণ॥
তথাপি ভক্ত-স্বভাব—মর্য্যাদা-রক্ষণ।
মর্য্যাদা-পালন হয় সাধুর ভূষণ॥
মর্য্যাদা-লঙ্ঘনে লোক করে উপহাস।
ইহলোক, পরলোক—দুই হয় নাশ॥
মর্য্যাদা রাখিলে, তুষ্ট হয় মোর মন।
তুমি ঐছে না করিলে করে কোন্ জন?
এত বলি' প্রভু তাঁরে আলিঙ্গন কৈল।
তাঁর কণ্ডুরসা প্রভুর শ্রীঅঙ্গে লাগিল॥
বারবার নিষেধেন, তবু করে আলিঙ্গন।
অঙ্গে রসা লাগে, দুঃখ পায় সনাতন॥"
(চৈঃ চঃ অ ৪।১২৬—১৩৪)

এইভাবে শ্রীমন্ মহাপ্রভু ভক্তকে যথাযোগ্য মর্য্যাদা দিয়াছেন। বৈষ্ণবগণ মর্য্যাদারক্ষার সহিত পরস্পর কিভাবে সেবা করিতেন, তাহার দৃষ্টান্তও শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত গ্রন্থে প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়।

শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামিপ্রভু, শ্রীল বৃন্দাবন দাস ঠাকুর মহাশয় তাঁহাদের রচিত গ্রন্থে কত যে বৈষ্ণব-বন্দনা করিয়াছেন, তাহার ইয়ত্তা নাই। এস্থলে তাহার কয়েকটি মাত্র উল্লেখ করা হইতেছে—
শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী বলিয়াছেন—

"গুরু, বৈষ্ণব, ভগবান্—তিনের স্মরণ।
তিনের স্মরণে হয় বিঘ্ন বিনাশন॥"
"ভক্তের হৃদয়ে কৃষ্ণের সতত বিশ্রাম।"
"যত যত ভক্তগণ বৈসে বৃন্দাবনে।
নম্র হঞা শিরে ধরোঁ সবার চরণে॥"
"ছোট বড় ভক্তগণ, বন্দোঁ সবার চরণ,
সবে মোরে করহ সন্তোষ॥"

আবার 'শ্রীচৈতন্য ভাগবতে' শ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুর বৈষ্ণববন্দনায় বলিয়াছেন—

"সর্ব্ববৈষ্ণবের পায়ে করি নমস্কার।
ইথে অপরাধ কিছু নহুক আমার॥"
"বিষ্ণু আর বৈষ্ণব সমান দুই হয়।
পাষণ্ডী, নিন্দক ইহা বুঝে বিপর্য্যয়॥"
"সকল বৈষ্ণব-প্রতি অভেদ দেখিয়া।
যে কৃষ্ণচরণ ভজে সে যায় তরিয়া॥"
"বৈষ্ণবের ঠাঁই যার হয় অপরাধ।
কৃষ্ণ-কৃপা হইলেও তার প্রেমবাধ॥" ইত্যাদি

শ্রীল নরোত্তম দাস ঠাকুর মহাশয় তাঁহার প্রার্থনা গীতিতে গাহিয়াছেন—

বৈষ্ণব-চরণ জল, প্রেম-ভক্তি দিতে বল,
আর কেহ নহে বলবন্ত।
বৈষ্ণব-চরণ-রেণু, মস্তকে ভূষণ বিনু,
আর নাহি ভূষণের অন্ত॥

* * * *

বৈষ্ণবের পাদোদক, সম নহে এইসব,
যাতে হয় বাঞ্ছিত পূরণ।
বৈষ্ণব-সঙ্গেতে মন, আনন্দিত অনুক্ষণ,
সদা হয় কৃষ্ণ-পরসঙ্গ॥

তিনি আরও গাহিয়াছেন—

এইবার করুণা কর বৈষ্ণব-গোসাঞি।
পতিত-পাবন তোমা বিনে কেহ নাই॥
কাহার নিকটে গেলে পাপ দূরে যায়।
এমন দয়াল প্রভু কেবা কোথা' পায়?
গঙ্গার পরশ হইলে পশ্চাতে পাবন।
দর্শনে পবিত্র কর, এই তোমার গুণ॥
হরিস্থানে অপরাধে তারে' হরিনাম।
তোমা স্থানে অপরাধে নাহিক এড়ান॥
তোমার হৃদয়ে সদা গোবিন্দ বিশ্রাম।
গোবিন্দ কহেন, 'মম বৈষ্ণব-পরাণ'॥
প্রতি জন্মে করি আশা চরণের ধূলি।
নরোত্তমে কর দয়া আপনার বলি'॥

শ্রীদেবকীনন্দন দাস গাহিয়াছেন—

যে-দেশে যে-দেশে বৈসে গৌরাঙ্গের গণ।
উর্দ্ধবাহু করি বন্দোঁ সবার চরণ॥
হইয়াছেন, হইবেন প্রভুর যত দাস।
সবার চরণ বন্দোঁ দন্তে করি ঘাস॥ ইত্যাদি

এইভাবে দেখা যাইতেছে বৈষ্ণব-বন্দনার উপর সকলেই বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করিয়াছেন।

এইসব দেখিয়া, শাস্ত্রাদি আলোচনা করিয়া বা গুরুবর্গের শ্রীমুখ হইতে শ্রবণ করিয়াও যদি আমাদের বৈষ্ণব-সেবায় রুচি বা আগ্রহ না হয়, তবে আমাদের কল্যাণ কোথায়? ইহা আমাদের দুর্ভাগ্যেরই পরিচায়ক। যদি বৈষ্ণবের প্রত্যক্ষসেবার সুযোগ আমরা পাই, তাহা হইলে খুবই উত্তম। সেইরূপ সুযোগ না পাইলেও তাঁহাদের অবর্ত্তমানে তাঁহাদের গুণকীর্ত্তন করিতে পারিলেও আমাদের মঙ্গল সাধিত হইবে। 'কৃষ্ণ-ভক্তে কৃষ্ণের গুণ, সকলি সঞ্চারে।' সুতরাং বৈষ্ণবের গুণগানে কৃষ্ণের গুণ হৃদয়ে সঞ্চারিত হইলে সমস্ত অনর্থের অবসান হইবে ও কৃষ্ণপাদপদ্ম লাভের সুযোগ হইবে। আমার কোন বিশেষ জড়ীয় স্বার্থসিদ্ধির জন্য বৈষ্ণবের সেবা করিব এবং স্বার্থসিদ্ধির বাধা হইলে সেবা হইতে বিরত হইব বা তাঁহার নিন্দা করিতে থাকিব ইহা কখনই বৈষ্ণব-সেবা নহে, পরন্তু প্রতারণা মাত্র। বৈষ্ণবের সেবা করিয়া তাঁহার বিশেষ উপকার করিয়া দিতেছি এই ধারণাও নিত্যান্ত মন্দ। ইহা আমাদের অধঃপতনের অনিবার্য্য কারণ হইবে। কিন্তু বৈষ্ণবের সেবা করিবার সুযোগ পাইয়া আমি কৃতার্থ হইতেছি এই ধারণাই পারমার্থিক উন্নতির সহায়ক। বৈষ্ণবের সেবা ত' দূরের কথা, তাঁহাদের তিরস্কার বা শাসনও আমাদের কল্যাণকর। তাহাও আমাদিগকে আনন্দের সহিত অবনত মস্তকে বরণ করিয়া লইতে হইবে। শ্রীনারদের অভিশাপ কুবেরের পুত্রদ্বয় নলকুবের ও মণিগ্রীবের কল্যাণসাধন করিয়াছিল।

শ্রীমন্মহাপ্রভুর ভক্ত গোষ্ঠীর মধ্যে পরস্পরের প্রতি কিপ্রকার সেবাকার্য্য হইত, তাহা আমরা শ্রীচরিতামৃত-গ্রন্থ পাঠ করিয়া আশ্চর্য্যান্বিত না হইয়া পারি না।

সেইসব সেবাপ্রবৃত্তির লক্ষাংশের একাংশ থাকিলেও আমরা কৃতকৃতার্থ হইতে পারিতাম। কিন্তু হায়! আমাদের সে প্রবৃত্তি কোথায়? আমরা বহু বৈষ্ণব একত্র বাস করিবার সুযোগ লাভ করিলেও এবং শ্রীল গুরুপাদপদ্মের অশেষ করুণায় বহু পরম-ভাগবতের সঙ্গ লাভের সুযোগ লাভ করিলেও সেবাকার্য্য করিবার জন্য আদৌ আগ্রহী হইতেছি না। কাহারও সুবিধা অসুবিধা আমরা দেখিয়াও দেখি না। নিজের সুবিধা গ্রহণ করিবার জন্য সর্ব্বদা ব্যস্ত! তাহাতে অন্য বৈষ্ণবের অসুবিধা হইলেও আমাদের ভ্রূক্ষেপ নাই! জ্যেষ্ঠ, কনিষ্ঠের মর্য্যাদাবোধও আমাদের মধ্যে অত্যন্ত অভাব। এইসব ব্যাপারে বৈষ্ণব অপরাধ নিশ্চয়ই হইয়া পড়িবে। তাহাতে পারমার্থিক অগ্রগতির বিশেষ বাধা হইবে। যতটুকু যে-প্রকার সেবার অধিকার বা সুযোগ আমি পাইয়াছি, ইহাতে আমি নিজে ধন্য হইতেছি; এইভাব মনে আসিলে সেবা সুষ্ঠু হইবে, ক্রমশঃ সেবাপ্রবৃত্তি বৃদ্ধি পাইবে, অমানী মানদ হইয়া হরিভজন করিতে পারিব এবং তাহাতেই আমার অভীষ্ট সিদ্ধ হইবে। সেবাকার্য্যের জন্য অপরের নির্দ্দেশের অপেক্ষা না করিয়া স্বতঃপ্রণোদিত হইয়া সেবাকার্য্যে উদ্যোগী হওয়া আবশ্যক।

একত্র বহুলোকের বাস হইলে মধ্যে মধ্যে মতানৈক্যবশতঃ মনোমালিন্য হইতে পারে। সে অবস্থায় লক্ষ্য করিতে হইবে আমার মতের সহিত অন্যের মিল হইতেছে না কেন? কেহ কিছু বলিলে তৎক্ষণাৎ তাহার প্রতিবাদ করিতে বা বিরোধিতা করিতে হইবে, ইহা বৈষ্ণবোচিত ব্যবহার নহে। তিতিক্ষা বা সহনশীলতা নামক গুণটি বৈষ্ণবের পক্ষে অপরিহার্য্য। ইহা না থাকিলে নিজ দোষ ধরা পড়িবে না, কাজেই অপরের কোনপ্রকার মন্তব্যে চিত্ত চঞ্চল হইয়া উঠিবে; ফলে সংঘর্ষ অনিবার্য্য। নিজের কার্য্যে বা কথায় বাহাদুরী দেখাইব, ইহা অবৈষ্ণবের কার্য্য। ইহাতে বৈষ্ণব অপরাধ হওয়ার আশঙ্কা আছে। অতএব,—

"হইলেও সর্ব্বগুণে গুণী মহাশয়।
প্রতিষ্ঠাশা ছাড়ি' কর অমানী হৃদয়॥"

এই মহাজন-বাণী সর্ব্বদা স্মরণ রাখিয়া বৈষ্ণব-সেবায় তৎপর হইলে পারমার্থিক কল্যাণ অবশ্যই হইবে।

কলিকাতা শ্রীচৈতন্যগোড়ীয় মঠে শ্রীদামোদরব্রত ও শ্রীল আচার্য্যদেবের শুভাবির্ভাব-তিথিপূজা

সমগ্র ভারতব্যাপী শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠের অধ্যক্ষ ও আচার্য্য পরম পূজনীয় ত্রিদণ্ডিগোস্বামী শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তিদয়িত মাধব মহারাজের শুভেচ্ছানুসারে এবার তাঁহার সাক্ষাৎ উপস্থিতিতে দক্ষিণ কলিকাতাস্থ (৩৫, সতীশ মুখার্জ্জী রোড) মঠেই বিশেষভাবে শ্রীদামোদর ব্রত পালনের ব্যবস্থা হয়। অবশ্য এই ব্রত আমাদের মূল মঠ ও তাঁহার সকল শাখামঠস্থ সেবকবৃন্দই গুর্ব্বানুগত্যে যথাবিধানে সযত্নে পালনের চেষ্টা করিয়া থাকেন। শ্রীবৃন্দাবনেশ্বরী শ্রীবৃষভানুরাজনন্দিনী শ্রীরাধারাণীর প্রাণধন ব্রজরাজনন্দন শ্রীদামোদর। এই শ্রীদামোদর-প্রিয় দামোদর-মাসে শ্রীরাধার প্রাণবন্ধু-দামোদর সেবায় রাধারাণী অত্যন্ত প্রীতা হইয়া থাকেন। এই দামোদর মাসে পূজ্যপাদ শ্রীল আচার্য্যদেব আমাদিগকে রাত্রি শেষ ৪টা হইতে ৪॥ টা পর্য্যন্ত প্রথমযাম-সাধনকালে গুরুপরম্পরা, গুর্ব্বষ্টক, পঞ্চতত্ত্ব, মহামন্ত্র, শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষাষ্টকের প্রথম শ্লোক ও তাহার শ্রীশ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদকৃত অনুবাদগীতি এবং শ্রীগোবিন্দলীলামৃতোক্ত নিশান্তে কুঞ্জভঙ্গ লীলার 'রাত্র্যন্তে ...... স্মরামি' শ্লোক ও তাহার শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদকৃত অনুবাদ কীর্ত্তন, ৪॥ টা হইতে

ভোর ৫টা পর্য্যন্ত মঙ্গলারত্রিক ও শ্রীমন্দির পরিক্রমণ-তৎপর নগরসংকীর্ত্তনান্তে শ্রীমঠে প্রত্যাবর্ত্তন পূর্ব্বক দ্বিতীয় যাম-সাধনকালে বৈষ্ণববন্দনা, শ্রীদামোদরাষ্টক, শিক্ষাষ্টকের ২য় শ্লোক সানুবাদ এবং শ্রীগোবিন্দলীলামৃতোক্ত 'রাধাং.........তন্দ্রাশ্রয়ে' শ্লোক সানুবাদ কীর্ত্তন, তদনন্তর শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত পাঠ, তৎপর তৃতীয় যামসাধনকালে শিক্ষাষ্টকের ৩য় শ্লোক সানুবাদ ও গোবিন্দলীলামৃতের 'পূর্ব্বাহ্নে.......স্মরামি' গোষ্ঠলীলার শ্লোক সানুবাদ-কীর্ত্তন, মধ্যাহ্নে কীর্ত্তনমুখে ভোগারাত্রিক সম্পাদন, প্রসাদসেবন ও বিশ্রাম, তৎপর ৩ ঘটিকায় ঠাকুর জাগাইয়া চতুর্থযাম সাধনকালে শিক্ষাষ্টকের ৪র্থ শ্লোক সানুবাদ এবং গোবিন্দলীলামৃতের 'মধ্যাহ্নে.........স্মরামি' শ্লোক সানুবাদ কীর্ত্তন, তৎপর জৈবধর্ম্ম পাঠ, অতঃপর শিক্ষাষ্টকের ৫ম শ্লোক সানুবাদ এবং গোবিন্দলীলামৃতের 'শ্রীরাধাং.........স্মরামি' এই অপরাহ্নলীলার শ্লোক ও তাহার অনুবাদ কীর্ত্তন, পরে সন্ধ্যায় কীর্ত্তনমুখে সন্ধ্যারতি ও শ্রীমন্দির পরিক্রমা, অনন্তর ষষ্ঠযাম সাধনকালে শিক্ষাষ্টকের ৬ষ্ঠ শ্লোক সানুবাদ এবং গোবিন্দলীলামৃতের সায়ংকালীয় 'সায়ং রাধাং........স্মরামি' শ্লোক সানুবাদ কীর্ত্তন, তৎপর শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ, অতঃপর সপ্তম ও অষ্টম যাম-সাধনকালে শিক্ষাষ্টকের ৭ম শ্লোক সানুবাদ এবং গোবিন্দলীলামৃতের প্রদোষলীলাসূচক 'রাধাং.........স্মরামি' শ্লোক সানুবাদ পরে শিক্ষাষ্টকের ৮ম শ্লোক সানুবাদ এবং গোবিন্দলীলামৃতের 'তাবুৎকৌ.......স্মরামি' এই রাত্রিলীলাসূচক শ্লোক সানুবাদ কীর্ত্তনের নির্দ্দেশ প্রদান করিয়াছিলেন। শ্রীল আচার্য্যদেব স্বয়ং প্রত্যহ রাত্রে ৬ষ্ঠ যাম কীর্ত্তনের পর প্রথমে শ্রীমদ্ভাগবতের বর্ণিত শ্রীভগবানের গজেন্দ্রমোক্ষণ-লীলা, পরে ঐ ভাগবত ১০ম স্কন্ধ ১০ম অধ্যায় হইতে শ্রীকৃষ্ণের যমলার্জ্জুনভঞ্জনলীলা পাঠ করেন।

নিয়মসেবাকালীন একমাস ধরিয়া শতাধিক ভক্ত প্রাতে নিয়মিতভাবে দক্ষিণ কলিকাতার বিভিন্ন পল্লীতে নাম বিতরণ করিয়াছেন। নিয়মসেবার শুভারম্ভ হইয়াছে—৬ই কার্ত্তিক (১৩৮৪), ২৩শে অক্টোবর রবিবার শ্রীহরিবাসর হইতে। রাত্রিতে পূজ্যপাদ আচার্য্যদেব তাঁহার শ্রীভাগবত ব্যাখ্যার পর প্রত্যহ শ্রীমদ্ ভক্তিপ্রমোদ পুরী মহারাজকেও কিছুক্ষণ হরিকথা বলিবার সুযোগ দিয়াছেন। এই দিবস (৬ই কার্ত্তিক) শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামী, শ্রীল রঘুনাথ ভট্ট গোস্বামী ও শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামিপ্রভুর তিরোভাব বাসর। তাঁহাদের সম্বন্ধেও কিছু বলা হয়।

৩১।১০।৭৭—১৪ই কার্ত্তিক সোমবার আর্য্যাবর্ত্ত পরিক্রমাপার্টি শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবের কৃপাশীর্ব্বাদ লইয়া ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিজ্ঞান ভারতী মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিভূষণ ভাগবত মহারাজ ও মহোপদেশক শ্রীমন্ মঙ্গলনিলয় ব্রহ্মচারী প্রমুখ মঠসেবকগণের নেতৃত্বে রাত্রি ৯-৪০ মিঃ এর ডুন এক্সপ্রেসে রিজার্ভ বগীতে উত্তর-পশ্চিম-ভারতীয় তীর্থ পর্য্যটনে যাত্রা করেন।

৯ই কার্ত্তিক শ্রীকোজাগরী লক্ষ্মীপূর্ণিমা ও শ্রীমুরারি গুপ্ত ঠাকুরের আবির্ভাব, ১৫ই কার্ত্তিক শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর মহাশয়ের তিরোভাব তিথি, ১৮ই কার্ত্তিক বহুলাষ্টমী তিথিতে শ্রীরাধাকুণ্ডাবির্ভাব ও স্নানাদি, ১৯শে কার্ত্তিক শ্রীবীর চন্দ্র প্রভুর আবির্ভাব, ২১শে কার্ত্তিক শ্রীনরহরি সরকার ঠাকুরের তিরোভাব, ২৫শে কার্ত্তিক দীপান্বিতা অমাবস্যায় শ্রীশ্রীবিষ্ণুমন্দিরে দীপদান। ঐ সকল দিবসে তত্তদ্দিবসীয় কৃত্যসকল সম্বন্ধেও কিছু কিছু বলা হয়।

২৬শে কার্ত্তিক, ১২ই নভেম্বর শনিবার শ্রীগোবর্দ্ধন পূজা ও অন্নকূট মহোৎসব সম্পাদিত হইয়াছে। প্রাতঃকাল হইতেই অবিশ্রান্ত কীর্ত্তন চলিতে থাকে। পূজ্যপাদ শ্রীল আচার্য্যদেব প্রথমে শ্রীশ্রীরূপরঘুনাথকৃত শ্রীশ্রীগোবর্দ্ধন স্তোত্রাদি পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন। তৎপর শ্রীমদ্ ভাগবত হইতে শ্রীকৃষ্ণের ইন্দ্রযজ্ঞভঙ্গ ও গোবর্দ্ধন-পূজা-প্রবর্ত্তনলীলা পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন। রাত্রেও ইহার বিশদ ব্যাখ্যা শ্রবণ করান। অদ্য শ্রীল রসিকানন্দ প্রভুর আবির্ভাব তিথিপূজা ও শ্রীবলিদৈত্যরাজ পূজা থাকায় তৎসম্বন্ধেও কিছু কিছু কীর্ত্তন করা হয়। পূর্ব্বাহ্নে শ্রীমদ্ ভক্তিপ্রমোদ পুরী মহারাজ শ্রীমন্দিরে গোময় নির্ম্মিত গোবর্দ্ধন শৈল ও শ্রীগিরিধারী জিউর পূজা

বিধান পূর্ব্বক তাঁহাকে বিবিধ উপচার-সহ স্তূপীকৃত অন্ন-ভোগ নিবেদন করিয়া ভোগারতি সম্পাদন করেন। মঠ আজ লোকে লোকারণ্য—অপূর্ব্বদৃশ্য। উপস্থিত আবালবৃদ্ধ-বনিতা সকলকেই অন্নকূটের প্রসাদান্ন দ্বারা আপ্যায়িত করা হইয়াছে।

২৭শে কার্ত্তিক শ্রীল বাসুঘোষ ঠাকুরের তিরোভাব, রাত্রে তাঁহার কথা কীর্ত্তন করা হয়।

২৮শে কার্ত্তিক সন্ধ্যা ৭॥ ঘটিকায় ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিবেদান্ত স্বামী মহারাজ ব্রজরজঃ প্রাপ্ত হন। পূজ্যপাদ আচার্য্যদেব তাঁহার অপ্রকট সংবাদ পাইবার পর বিশেষ বেদনাবিহ্বল চিত্তে পর পর দুই দিবস ধরিয়া রাত্রে তাঁহার গুণগাথা কীর্ত্তন করেন।

২ অগ্রহায়ণ গোপাষ্টমী, গোষ্ঠাষ্টমী বাসরে শ্রীল গদাধর দাস গোস্বামী, শ্রীল ধনঞ্জয় পণ্ডিত ঠাকুর ও শ্রীল শ্রীনিবাস আচার্য্য প্রভুর তিরোভাব তিথিপূজা বাসর। তাঁহাদের সম্বন্ধেও কিছু কিছু কীর্ত্তন করা হয়।

৫ই অগ্রহায়ণ, ২১ নভেম্বর সোমবার পরম পবিত্রা শ্রীশ্রীউত্থান-একাদশী বাসরে পরমারাধ্য শ্রীশ্রীল গৌর-কিশোর দাস গোস্বামী বাবাজী মহারাজের তিরোভাব তিথি।

আবার এই শুভবাসরেই পরম পূজনীয় শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাধ্যক্ষ আচার্য্যদেবের শুভ আবির্ভাব তিথিপূজা।

অদ্য নগর সংকীর্ত্তন, অষ্ট যাম-কীর্ত্তন ও পাঠাদি পূর্ব্ববৎ অনুষ্ঠিত হয়। পূজ্যপাদ আচার্য্যদেব পূর্ব্বাহ্নে বড় গঙ্গায় স্নান করিয়া আসিয়া তিলকসেবনানন্তর শ্রীমন্দিরে প্রবেশ পূর্ব্বক সমস্ত বিগ্রহের অভিষেক পূজা ভোগরাগ আরাত্রিকাদি সহস্তে সম্পাদন করেন। অতঃপর নাটমন্দিরে আসিয়া প্রসাদী মাল্য-চন্দন ও সোত্তরীয় বস্ত্র দ্বারা তাঁহার সতীর্থগণের পূজা বিধান করেন। বলাবাহুল্য সতীর্থগণও মাল্যচন্দনাদি দ্বারা পূজ্যপাদ মহারাজের প্রতিপূজা বিধান করেন। অতঃপর সতীর্থগণ উপরে উঠিয়া গেলে তাঁহার কৃতী শিষ্যবৃন্দ শ্রীগুরুপাদপদ্মের আবির্ভাব বাসরে তাঁহার বিশেষ পূজা বিধানার্থ তৎপর হন। তাঁহাকে মন্দিরা-কারে সুসজ্জিত উচ্চাসনে উপবেশন করাইয়া সর্ব্বাগ্রে শ্রীমঠের ও শ্রীচৈতন্যবাণী পত্রিকার সম্পাদক ত্রিদণ্ডি-স্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ ভক্তিভরে সযত্নে সুসাবধানে ষোড়শোপচারে তাঁহার পূজা সম্পাদন করেন। শ্রীল আচার্য্যদেবের ৭৪তম আবির্ভাববাসর বলিয়া সুপ্রশস্ত পাত্রে ৭৪ সংখ্যক ঘৃত প্রদীপ সুসজ্জিত করিয়া তদ্দ্বারা তাঁহার শুভ আরাত্রিক বিহিত হয়। পূর্ব্ব হইতেই নাটমন্দিরে মহা-সংকীর্ত্তন আরম্ভ হইয়াছিল। সকল আশ্রমের শিষ্যই গুরুপাদপদ্মপূজার জন্য ব্যাকুল চিত্তে সচন্দন পুষ্পমাল্যাদি উপায়ন হস্তে অপেক্ষা করিতেছেন। নাটমন্দির লোকে লোকারণ্য —শিষ্য শিষ্যা সকলেই গুরুপাদপদ্মের স্নেহ-কৃপাশীর্ব্বাদ লাভার্থ উৎকণ্ঠিত। পূজা, ভোগরাগ ও আরাত্রি-কাদি মহাসংকীর্ত্তন ও জয়জয়ধ্বনি মধ্যে মহাসমারোহে নির্ব্বিঘ্নে সুসম্পন্ন হইলে শ্রীমৎ তীর্থ মহারাজ সুবৃহৎ একটি সুন্দর পুষ্পমাল্য শ্রীগুরুদেবের গলদেশে পরি-ধান করাইয়া পাদপদ্মে পুষ্পাঞ্জলি দিয়া সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত পুরঃসর গুরুদেবের জয়গান ও স্তবস্তুতি করিয়া সরিয়া দাঁড়াইলে তাঁহার অন্যান্য সতীর্থ সন্ন্যাসী, বানপ্রস্থ, ব্রহ্মচারী এবং গৃহস্থ ভক্তবৃন্দ ক্রমে ক্রমে গুরুপাদপদ্মে পুষ্পাঞ্জলি প্রদানের সৌভাগ্য বরণ করেন। শঙ্খ-ঘণ্টা-মৃদঙ্গ-মন্দিরাদির সমবেত বাদ্যধ্বনিসহ মহাসংকীর্ত্তন ও জয়-জয়ধ্বনি সম্মিলিত হইয়া এক অপূর্ব্ব অপার্থিব সুমধুর ধ্বনির উদয় হইয়াছিল। শ্রীমঠের আকাশ বাতাস আজ যেন কি এক অত্যদ্ভুত অশ্রুতপূর্ব্ব মহামহানন্দ-প্রদ অতিমর্ত্ত্য শব্দব্রহ্ম মুখরিত। সকলের পুষ্পাঞ্জলি দান সমাপ্ত হইলে সিংহাসনোপরি উপবিষ্ট শ্রীগুরু-পাদপদ্মকে মহাসঙ্কীর্ত্তন-মধ্যে বারচতুষ্টয় প্রদক্ষিণ করতঃ সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাত পুরঃসর শিষ্য শিষ্যা সকলেই গুরু-পাদপদ্মে আত্মসমর্পণ করেন। অনেক অদীক্ষিত শ্রদ্ধালু সজ্জন ও মহিলাও সে অপূর্ব্ব দৃশ্য দর্শনে আকৃষ্ট চিত্ত হইয়া শ্রীআচার্য্যপাদপদ্মে পুষ্পাঞ্জলি ও প্রণতি জ্ঞাপন পূর্ব্বক তাঁহার কৃপাপ্রার্থী হইয়া আপনা-দিগকে ধন্যাতিধন্য জ্ঞান করিয়াছেন।

পূজ্যপাদ আচার্য্যদেব ভাববিহ্বল চিত্তে সকলের

পূজাই স্বীয় শ্রীগুরুপাদপদ্মে পৌঁছাইয়া দিয়া সকলের জন্যই তাঁহার কৃপা প্রার্থনা করিয়াছেন। বেলা ২টা পর্য্যন্ত অবিশ্রান্তভাবে কীর্ত্তন চলিয়াছে।

উপস্থিত নরনারী ভক্তবৃন্দ সকলকেই ফলমূলাদি অনুকল্প প্রসাদ-বৈচিত্র্য দ্বারা আপ্যায়িত করা হয়। সকলেই মুখ হাসিমাখা। আজ আর আনন্দের সীমা নাই। শিষ্যবৎসল শ্রীল আচার্য্যদেব আজ সকলের প্রতিই প্রসন্ন। শ্রীগুরুপ্রসাদেই ভগবৎপ্রসাদ লভ্য।

রাত্রে মহতী সভার অধিবেশন হয়। সুকণ্ঠ কীর্ত্তনীয়া সতীর্থ শ্রীপাদ মোহিনীমোহন দাসাধিকারী ভক্তিশাস্ত্রী প্রভুর সুমধুর কীর্ত্তনে সমবেত শ্রোতৃবৃন্দ সকলেই মুগ্ধ হন। শ্রীমদ্ ভক্তিপ্রমোদ পুরী মহারাজকে সভাপতির আসন প্রদান করা হয়। প্রথমেই পূজ্যপাদ আচার্য্যদেব পরমগুরুদেবের অতিমর্ত্ত্য গুণগাথা কীর্ত্তন পূর্ব্বক তাঁহার এবং শ্রীগুরুপাদপদ্মের শ্রীচরণাশীর্ব্বাদ ভিক্ষা করতঃ শিষ্যগণকৃত যাবতীয় স্তবস্তুতি পূজা তাঁহাদের শ্রীপাদপদ্মে সমর্পণ করিয়া গুরুপূজার মহদাদর্শ প্রদর্শন-মুখে শিষ্যগণকে শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গগান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারীপাদপদ্মে উত্তরোত্তর ভক্তিসম্বর্দ্ধিনী আশীর্ব্বাণী জ্ঞাপন করেন। অতঃপর খড়্গপুর, কেশিয়াড়ী ও বেহালাস্থ শ্রীচৈতন্য আশ্রমের অধ্যক্ষ পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিকুমুদ সন্ত মহারাজ তাঁহার স্বভাবসুলভ ওজস্বিনী ভাষায় পূজ্যপাদ আচার্য্যদেবকে তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাত্রীয় সৌভ্রাত্র ও সৌহার্দ্দ্য জ্ঞাপন করতঃ শ্রীগুরুপূজার অবশ্য প্রয়োজনীয়তা ও সার্থকতা সম্বন্ধে একটি নাতিদীর্ঘ ভাষণ প্রদান করেন। তদনন্তর ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ এবং কৃষ্ণনগর শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠরক্ষক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিসুহৃদ্ দামোদর মহারাজ শ্রীগুরুপাদপদ্মের প্রশস্তি কীর্ত্তনমুখে স্বস্ব ভাষণ প্রদান করিলে সভাপতি মহোদয় অদ্যকার বিষয়বস্তু শ্রীগুরুপূজার গুরুত্ব ও মাহাত্ম্য কীর্ত্তনমুখে শ্রীল আচার্য্যদেবের আচার্য্যোচিত অনন্ত গুণরাশি মধ্যে শ্রীগুরুগৌরাঙ্গবাণীর আচার-প্রচারে অদম্য উৎসাহ, প্রাণপাত পরিশ্রম, স্থৈর্য্য, ধৈর্য্য, সহনশীলতাদি কএকটি বিশেষ বিশেষ গুণের প্রশস্তি কীর্ত্তন করেন। অনন্তর পূজ্যপাদ আচার্য্যদেবও সতীর্থগণের গুণগাথা কীর্ত্তন করিলে পূর্ব্বপূর্ব্ব দিবসের ন্যায় নামকীর্ত্তন আরম্ভ হয়। অতঃপর মহামন্ত্র কীর্ত্তন-মুখে সভার কার্য্য সমাপ্ত করা হয়। পূজ্যপাদ আচার্য্য-দেব স্বয়ংই শ্রীহরিগুরুবৈষ্ণবগণের জয়গান করেন। বহু শ্রোতার সমাবেশ হইয়াছিল। আকাশের অবস্থা দিবারাত্রব্যাপী খারাপ থাকিলেও শ্রীগুরুপূজা-মহোৎসব শ্রীগুরুকৃপায় নির্ব্বিঘ্নেই সুসম্পন্ন হইয়াছে। পূজ্যপাদ শ্রীল কৃষ্ণদাস বাবাজী মহাশয় সকাল হইতে মধ্যাহ্ন পর্য্যন্ত, আবার রাত্রিতেও সভাভঙ্গের পর সমস্ত রাত্রি জাগরণ করতঃ অবিশ্রান্ত শ্রীভগবানের নাম-গুণ কীর্ত্তন করিয়াছেন। শ্রীমঠের কতিপয় সেবকও তাঁহার সহিত কীর্ত্তনে যোগদান করিয়াছিলেন। উত্থান একাদশী তিথিতে দিবারাত্র উপবাস, শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গরাধা-দামোদর-জিউর ত্রৈকালিক অর্চ্চন এবং কীর্ত্তনমুখে রাত্রিজাগরণ শাস্ত্রে অবশ্য কর্ত্তব্যরূপে বিহিত আছে। রাত্রিতে চারি প্রহরে চারিবার পূজাও বিহিত আছে। শ্রীমঠের কএকজন সেবক অহোরাত্র নিরম্বু উপবাসী ছিলেন. অপর সকলে ফলমূল দুগ্ধাদি গ্রহণ করতঃ ব্রত রক্ষা করিয়াছেন। যেহেতু উপবাসে অসমর্থ ব্যক্তির পক্ষে ঐ সকল ব্রতঘ্ন হয় না। অবশ্য সকল বিধির মূল বিধি— অহর্নিশ শ্রীভগবানের নামরূপগুণ-লীলা-শ্রবণ-কীর্ত্তন-স্মরণ-মুখে কৃষ্ণেতর বিষয়চিন্তা-রূপ পাপ হইতে উপাবৃত্ত বা প্রতিনিবৃত্ত হইয়া সর্ব্বগুণ-সাম্রাজ্ঞী ভক্তিদেবীর সহিত উপ অর্থাৎ ভগবৎচরণ-সান্নিধ্যে যে বাস, তাহাই 'উপবাস' শব্দের প্রকৃত ব্যুৎপত্তিগত অর্থ। নতুবা কেবল শরীর বিশুষ্ক করার নাম উপবাস নহে—

"উপাবৃত্তেভ্যঃ পাপেভ্যো যস্ত বাসো গুণৈঃ সহ।
উপবাসঃ স বিজ্ঞেয়ো ন তু শরীর বিশোষণম্॥"

৬ই অগ্রহায়ণ, ২২শে নভেম্বর মঙ্গলবার দ্বাদশী তিথিতে চাতুর্ম্মাস্য-ব্রত উদ্‌যাপিত বা নিয়মভঙ্গ হয়। চাতুর্ম্মাস্য-ব্রতারম্ভে আহারাদি নিয়মন বা নখকেশাদি সংরক্ষণ সম্বন্ধে যে সকল বিধি নিষেধ পালনের সঙ্কল্প করা হইয়াছিল, অদ্য হইতে তাহা আবার পূর্ব্ববৎ

সমাচরণ করিবার শাস্ত্রাদেশ পাওয়া গেল। কেবল যাঁহারা ভীষ্মপঞ্চক পালন করেন, তাঁহারা কার্ত্তিক-পূর্ণিমা পর্য্যন্ত ব্রত সংরক্ষণ করেন। আমরা সকলেই ক্ষৌরকর্ম্মাদি সমাপনান্তে স্নান আহ্নিকাদি নিত্যকৃত্য সম্পাদন করি। অদ্য পরমহংস শ্রীশ্রীল গৌরকিশোরদাস বাবাজী মহারাজের বিরহোৎসব ও শ্রীল আচার্য্যদেবের শুভাবির্ভাবতিথি পূজা-মহোৎসব একত্র মিলিত হইয়া এক বিরাট মহামহোৎসবে পরিণত হইয়াছে। মাধ্যাহ্নিক ভোগারাত্রিকের পর প্রসাদ বিতরণ আরম্ভ হয়। শ্রীমঠের নীচের তলা হইতে আরম্ভ করিয়া পঞ্চম তলা পর্য্যন্ত লোকে লোকারণ্য। আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা অসংখ্য নরনারী অদ্য চতুর্ব্বিধ বিচিত্র প্রসাদ সম্মান-দ্বারা আত্মকল্যাণ বরণ করেন। সন্ধ্যারতির পর নাটমন্দিরে পূর্ব্ব দিবসবৎ সভা আরম্ভ হয়। গতকল্য শ্রীল আচার্য্য-দেবের উদ্দেশ্যে অর্পিত যে সকল পদ্য বা গদ্যাকারে লিখিত পুষ্পাঞ্জলি সভাস্থলে পাঠের অবকাশ পাওয়া যায় নাই, অদ্য প্রথমেই সেইগুলি পাঠ করান হয়।

অষ্ট পুষ্পাঞ্জলি পঠিত হইবার পর পূজ্যপাদ আচার্য্য-দেব বলেন—আমরা যাহা বলি বা লিখি, তাহা যাহাতে কার্য্যে বা আচারে পরিণত হয়, তৎপ্রতি যেন সকলেই লক্ষ্য রাখি। আমাকে আমার শিষ্য-গণ যে-সকল স্তবস্তুতি করিতেছেন, আমি বসিয়া বসিয়া সে সকল শুনিতেছি বটে, কিন্তু আমি জানি ঐ সকল পূজা সমস্তই আমার শ্রীগুরুপাদপদ্মের প্রাপ্য। আমি আমার সম্মুখে উপস্থাপিত যাবতীয় পূজা-সম্ভারই আমার শ্রীগুরুপাদপদ্মে সাদরে নিবেদন করিতেছি। জগদ্‌গুরু শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ আপনাদের উপর প্রসন্ন হউন। কল্যাণকারিগণের কখনই অকল্যাণ হয় না।

পূজনীয় আচার্য্যদেবের ভাষণের পর সম্পাদক শ্রীল তীর্থ মহারাজ তাঁহার যাবতীয় সতীর্থ নরনারী-গণের জন্য তাঁহাদের পক্ষ হইতে পতিতপাবন পর-দুঃখদুঃখী কৃপাম্বুধি শ্রীগুরুপাদপদ্মের নিকট কৃপাশীর্ব্বাদ ভিক্ষা করিয়া লইলেন। অতঃপর সভাপতি মহাশয় সময় না থাকায় শ্রীগুরুবৈষ্ণব-ভগবানের কৃপা প্রার্থনা-মুখে সামান্য কএকটি কথা বলিয়া তাঁহার ভাষণ সমাপ্ত করেন।

যাহা হউক শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবের কৃপায় আমাদের উত্থান-একাদশী-তিথি ও শ্রীদামোদর-ব্রত শ্রীহরিগুরু-বৈষ্ণবমহিমা শ্রবণ, কীর্ত্তন ও স্মরণ-মুখে নির্ব্বিঘ্নেই উদ্‌যাপিত হইয়াছেন।
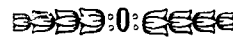
শ্রীপাদ ভক্তিবেদান্ত স্বামী মহারাজের ব্রজরজঃ প্রাপ্তি

বিশ্ববিখ্যাত আন্তর্জাতিক শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য সমিতির (ISKCON অর্থাৎ International Society for Krishna Consciousness) প্রতিষ্ঠাতা অধ্যক্ষ আচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিবেদান্ত স্বামী মহারাজ গত ১৯ দামোদর (৪৯১ গৌরাব্দ), ২৮ কার্ত্তিক (১৩৮৪), ১৪ নভেম্বর (১৯৭৭) সোমবার শুক্লা চতুর্থী তিথিতে সন্ধ্যা সাড়ে সাত ঘটিকার সময় তাঁহার শ্রীধাম-বৃন্দাবনস্থ শ্রীশ্রীকৃষ্ণবলরাম মন্দিরে উচ্চসংকীর্ত্তনরত শিষ্যগণ পরিবেষ্টিত হইয়া শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গগান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারী জীউর শ্রীপাদপদ্ম স্মরণ করিতে করিতে ৮১ বৎসর বয়সে শ্রীশ্রীব্রজরজঃপ্রাপ্ত হইয়াছেন। পূজ্যপাদ শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাধ্যক্ষ আচার্য্যদেব ১৫ই নভেম্বর বেলা ১২টায় ইস্কনের কলিকাতা য়্যালবার্ট রোডস্থ শাখামঠ হইতে টেলিফোন-যোগে সতীর্থ শ্রীপাদ স্বামী মহারাজের অপ্রকট বার্ত্তা শ্রবণে বিশেষ মর্ম্মাহত হন এবং সঙ্গে সঙ্গে শ্রীধামবৃন্দাবনস্থ শ্রীশ্রীকৃষ্ণ-বলরাম মন্দিরে এক টেলিগ্রাম যোগে তাঁহার আন্ত-রিক শ্রদ্ধা ও মর্ম্মবেদনা জ্ঞাপন করেন। রাত্রেও পূজ্যপাদ মহারাজ শ্রীমদ্ ভাগবতপাঠকালে শ্রোতৃ-বৃন্দের নিকট শ্রীপাদ স্বামী মহারাজের সংক্ষিপ্ত

জীবনচরিতসহ অপ্রকটবার্ত্তা জ্ঞাপন করেন। পরদিবস বুধবার সন্ধ্যায়ও শ্রীভাগবতপাঠকালে শ্রীল আচার্য্যদেব তদীয় সতীর্থ স্বামী মহারাজের জন্য বিরহ বেদনা জ্ঞাপন-মুখে অত্যল্পকাল মধ্যে তাঁহার বিশ্বব্যাপী শ্রীচৈতন্যবাণী প্রচারের ভূয়সী প্রশস্তি কীর্ত্তন করেন। আরও বিশেষত্ব প্রদর্শন করেন যে, তাঁহার বৈদেশিক শিষ্যগণ তাঁহাদের চিরাভ্যস্ত বেশভূষা, ভোক্ষ্য-ভোজ্য —আচার-ব্যবহার সমস্তই পরিবর্ত্তন পূর্ব্বক গৌড়ীয়-বৈষ্ণবোচিত দীনবেশধারণ, ভগবৎপ্রসাদগ্রহণ, কণ্ঠে তুলসীমাল্য, হস্তে জপমাল্য ও সর্ব্বাঙ্গে গোপীচন্দন-তিলক ধারণাদি যাবতীয় বৈষ্ণবসদাচার গ্রহণ করিয়া নিঃসঙ্কোচে নিরন্তর মহামন্ত্র কীর্ত্তনরত হইয়াছেন এবং ভক্তিগ্রন্থ অনুশীলন ও শ্রীবিগ্রহ অর্চ্চনাদি করিতেছেন! ইহা খুবই আনন্দের বিষয়।

শ্রীমৎ স্বামী মহারাজ ইংরাজী ১৮৯৬ খৃষ্টাব্দে কলিকাতায় এক ভক্তপরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পূর্ব্বাশ্রমের পিতার নাম ছিল—গৌরমোহন দে। তাঁহার পিতৃদত্ত নাম ছিল—অভয়চরণ দে। পিতা ছিলেন গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্ম্মে দীক্ষিত। অভয়চরণও পিতৃদেবের নিকট শ্রীগৌর-কৃষ্ণভক্তি-সম্বন্ধে অনেক উপদেশ পাইতেন। তিনি কলিকাতাস্থ স্কটিশ চার্চ্চ কলেজ হইতে দর্শন শাস্ত্রে অনার্স লইয়া বি-এ পাশ করেন। পরে কর্ম্মজীবনে তিনি একটি কেমিক্যাল প্রতিষ্ঠানে (ডাক্তার কার্ত্তিক বসুর আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীটস্থ ল্যাবরেটরীতে) ম্যানেজারের পদ পান। ঐ স্থানে কিছুকাল চাকুরী করার পর তিনি স্বাধীনভাবে ঔষধাদি প্রস্তুত করিতেন। ১৯২২ সালে তাঁহার বিবাহ হয়। গার্হস্থ্য আশ্রমে থাকাকালে ১৯৩৩ সালে তিনি গৌড়ীয়-বৈষ্ণবাচার্য্য-ভাস্কর জগদ্গুরু পরমারাধ্য নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ ১০৮শ্রী শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুরের শ্রীচরণ আশ্রয় করেন। তাঁহার দীক্ষার নাম হইয়াছিল—শ্রীঅভয়চরণারবিন্দ দাসাধিকারী। ১৯৫৮ সালে তিনি পরমারাধ্য প্রভুপাদ শ্রীশ্রীল সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুরের শিষ্য—শ্রীধাম নবদ্বীপস্থিত শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির অধ্যক্ষ আচার্য্য নিত্যধামপ্রাপ্ত ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব মহারাজের নিকট ত্রিদণ্ডসন্ন্যাস-বেষ আশ্রয় করিয়া ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিবেদান্ত স্বামী মহারাজ নামে পরিচিত হন। পরবর্ত্তিসময়ে তিনি শ্রী এ, সি ভক্তিবেদান্ত স্বামী মহারাজ নামে আত্মপরিচয় প্রদান করেন।

১৯৪৪ সালে তিনি 'ব্যাক্ টু গড্‌হেড' নামক একটি ইংরাজী মাসিক পত্রিকা প্রকাশ করেন। এই পত্রিকা এক্ষণে বহুল প্রচারিত। বিভিন্ন ভাষায় ইহার লক্ষ লক্ষ কপি প্রতি মাসে বিভিন্ন দেশের ভক্তবৃন্দের নিকট প্রেরিত হইতেছে। ইহা ব্যতীত শ্রীমৎ স্বামী মহারাজ ইংরাজী ভাষায় বহু গ্রন্থ প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন।

তিনি শ্রীশ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামিপ্রভুর রচিত শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত-গ্রন্থের প্রত্যেক পয়ার বঙ্গাক্ষরে দিয়া তাহা আবার ইংরাজীতে অক্ষরান্তরিত (Transliteration) করিয়াছেন। অতঃপর প্রতি-শব্দের ইংরাজী অর্থ দিয়া পুনরায় সমগ্র পয়ারের ইংরাজীতে যেরূপ নিপুণতার সহিত অনুবাদ করিয়াছেন, তাহা গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-মাত্রেরই বিশেষ উল্লাসের বিষয় হইয়াছে। ইংরাজী ভাষা-ভাষিগণ ঐ গ্রন্থ-পাঠের সঙ্গে সঙ্গে বঙ্গভাষাও শিক্ষালাভের সুযোগ পাইতেছেন বলিয়া ঐ সংস্করণের খুবই প্রশংসা করেন। গ্রন্থখানি কএক খণ্ডে প্রকাশিত হইয়াছে। শুনিয়াছি, তাহার সেবানুকূল্য ৮০০ আটশত টাকা নির্দ্ধারিত হইয়াছে। এইরূপে তাঁহার শ্রীগৌরলীলা ও শ্রীকৃষ্ণলীলা-সম্বন্ধে লিখিত সকল গ্রন্থই পাশ্চাত্যের মনীষিগণের নিকট বিশেষভাবে সমাদৃত হইয়াছেন।

১৯৫৯ সালে শ্রীল স্বামী মহারাজ শ্রীধাম বৃন্দাবনে আসিয়া শ্রীরাধা-দামোদর মন্দিরে অবস্থান করিতে থাকেন। এই সময়ে তিনি শ্রীমদ্ ভাগবত প্রথম দুই স্কন্ধের ইংরাজী অনুবাদ করেন। গীতা প্রভৃতিরও অনুবাদ চলিতে থাকে। ১৯৬৫ সালে ৭০ বৎসর বয়সে সামান্য সম্বলসহ তিনি মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রে যাত্রা করেন। এক বৎসর পরে ম্যানহ্যাটানে ২৬ সেকেণ্ড

এভিনিউতে একটি apartment (ছোট ঘর) ভাড়া লইয়া তিনি ISKCON এর শুভারম্ভ করেন। প্রথমে তিনি বোষ্টন্ হইয়া নিউইয়র্ক সহরে গিয়া টম্‌লিন্ স্কোয়ারে মৃদঙ্গবাদনসহ মহামন্ত্র নাম প্রচার আরম্ভ করেন। তথায় দুইজন যুবক তাঁহার কথায় আকৃষ্ট হইয়া তাঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করিতে চাহেন—ইঁহারাই পরে শ্রীভবানন্দ ও শ্রীজয়পতাকা নামে পরিচিত হন। ক্রমশঃ সজ্জনগণ দলে দলে আকৃষ্ট হইতে লাগিলেন। মাত্র ১২ বৎসরের মধ্যে পৃথিবীর প্রায় সর্ব্বপ্রান্তে তাঁহার প্রচার সম্প্রসারিত হইল। বহু শিক্ষিত ধনাঢ্য নরনারী তাঁহার আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। একে একে পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে অনেক গুলি প্রচার কেন্দ্র—মঠ মন্দির সংস্থাপিত হইল। মহামন্ত্র নামগানে আকাশ বাতাস মুখরিত হইতে থাকিল। তিনি ২১ জন শিষ্যের উপর তাঁহার সমিতি পরিচালনা ও ধর্ম্ম প্রচারের ভার দিয়া নিত্যধামে বিজয় করিয়াছেন। শ্রীধাম মায়াপুরে তাঁহার প্রতিষ্ঠিত 'শ্রীমায়াপুর-চন্দ্রোদয় মন্দিরে' প্রায় ২৫০ ফিট্ উচ্চ মন্দির নির্ম্মাণের বিশেষ পরিকল্পনা আছে। আশা করি তাঁহার সুযোগ্য শিষ্যগণ অচিরেই তাঁহাদের গুরুদেবের সেই মনোঽভীষ্ট পূরণে সর্ব্বপ্রকারে যত্নশীল হইবেন। শ্রীমন্মহাপ্রভুর ভবিষ্যদ্বাণী ছিল—"পৃথিবীতে আছে যত নগরাদি গ্রাম। সর্ব্বত্র প্রচার হইবে মোর নাম॥" শ্রীশ্রীগৌর-নিজজন শ্রীশ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ও শ্রীশ্রীল প্রভুপাদেরও বিলাতে শ্রীচৈতন্যবাণী প্রচারের বিশেষ আকাঙ্ক্ষা এবং ভবিষ্যদ্বাণীও ছিল। শ্রীল স্বামিমহারাজ তাঁহাদের সেই মনোঽভীষ্ট প্রচারের জন্য বিশেষ যত্ন করিয়া গিয়াছেন। শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকাগিরিধারী-জিউর শ্রীমূর্ত্তিসেবা ও ঝুলন, দোলযাত্রা প্রভৃতি বিভিন্ন উৎসব, এমনকি শ্রীশ্রীজগন্নাথ, বলদেব ও সুভদ্রা জিউর রথযাত্রা পর্য্যন্ত ইউরোপ, আমেরিকা প্রভৃতি মহাদেশের বিভিন্ন প্রসিদ্ধ প্রসিদ্ধ স্থানে অনুষ্ঠিত হইতেছে, ইহা আমাদের খুবই গৌরবের বিষয়। আমরা শ্রীভগবচ্চরণে শ্রীল স্বামী মহারাজের প্রতিষ্ঠিত সমিতির সেবা কার্য্য আরও উৎসাহের সহিত সর্ব্বাঙ্গসুন্দররূপে পরিচালিত হইতে থাকুক, ইহা সর্ব্বান্তঃকরণে প্রার্থনা জানাইতেছি।

শ্রীল স্বামী মহারাজ গত দোল পূর্ণিমার সময় হইতেই অসুস্থ হইয়া পড়েন, কিন্তু সেই অবস্থাতেই তিনি তাঁহার বিভিন্ন মঠ মন্দির পরিদর্শন করিতে বিদেশযাত্রা করেন। গত আগষ্ট মাসে তিনি লণ্ডনে গিয়াছিলেন। শ্রীভগবদিচ্ছায় সেপ্টেম্বরের মাঝামাঝি থেকে তিনি শ্রীবৃন্দাবনেই বাস করিতে থাকেন। সেখানেই তিনি শ্রীশ্রীবৃন্দাবনেশ্বরীর কৃপা প্রাপ্ত হইলেন।

শ্রীপাদ কৃষ্ণদাস বাবাজী মহাশয় গত ২০।১১।৭৭ তারিখে কলিকাতাস্থ শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠে শুভাগমন করিয়াছেন। শ্রীমৎ স্বামী মহারাজের দেহরক্ষা কালে তিনি শ্রীধাম বৃন্দাবনে উপস্থিত ছিলেন। তাঁহার শ্রীমুখে শুনা গেল—শ্রীপাদ স্বামী মহারাজের শিষ্যেরা তাঁহার শয্যার চতুষ্পার্শ্বে অবস্থিত থাকিয়া অবিশ্রান্তভাবে হরিনাম গ্রহণ করিয়াছেন। স্বামী মহারাজের কথা বন্ধ হইলেও শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত ওষ্ঠ স্পন্দিত হইয়াছে। শ্রীপাদ বন মহারাজ, কৃষ্ণদাস বাবাজী মহারাজ প্রমুখ বৈষ্ণবগণ তাঁহাকে দর্শন করিতে গেলে শিষ্যগণ তাঁহার কর্ণসমীপে উচ্চৈঃস্বরে তাঁহাদের পরিচয় জানাইলে তিনি তাঁহার শ্রীহস্ত মস্তকে তুলিয়া তাঁহাদের প্রতি মর্য্যাদা জ্ঞাপন করিয়াছেন। অপ্রকট-কালের শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্তও তাঁহার জ্ঞান লুপ্ত হয় নাই। তাঁহার অপ্রকট লীলার পরও তাঁহার শিষ্যেরা উচ্চৈঃস্বরে সমস্ত রাত্রি নাম গ্রহণ করিয়াছেন। মঙ্গলবার শুক্লা-পঞ্চমীতে প্রাতে তাঁহাকে সুসজ্জিত বিমানে আরোহণ করাইয়া উচ্চ নামসংকীর্ত্তনসহ শ্রীধাম বৃন্দাবনের সুপ্রসিদ্ধ সপ্ত দেবালয় প্রদক্ষিণ করান' হয়। প্রত্যেক দেবালয়ের অধ্যক্ষ গোস্বামী প্রসাদী মাল্যচন্দন-দ্বারা তাঁহার প্রতি বৈষ্ণবাচার্য্যোচিত যথাযোগ্য মর্য্যাদা প্রদর্শন করিয়াছেন। অতঃপর তাঁহাকে তাঁহার রমনরেতিস্থিত শ্রীকৃষ্ণবলরাম মন্দিরে আনিয়া যথাশাস্ত্র সমাধি প্রদান করা হয়।

নিয়মাবলী

১। "শ্রীচৈতন্য-বাণী" প্রতি বাঙ্গালা মাসের ১৫ তারিখে প্রকাশিত হইয়া দ্বাদশ মাসে দ্বাদশ সংখ্যা প্রকাশিত হইয়া থাকেন। ফাল্গুন মাস হইতে মাঘ মাস পর্য্যন্ত ইহার বর্ষ গণনা করা হয়।

২। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৬'০০ টাকা, ষাণ্মাসিক ৩'০০ টাকা, প্রতি সংখ্যা '৫০ পঃ। ভিক্ষা ভারতীয় মুদ্রায় অগ্রিম দেয়।

৩। পত্রিকার গ্রাহক যে কোন সংখ্যা হইতে হওয়া যায়। জ্ঞাতব্য বিষয়াদি অবগতির জন্য কার্য্যাধ্যক্ষের নিকট পত্র ব্যবহার করিয়া জানিয়া লইতে হইবে।

৪। শ্রীমন্মহাপ্রভুর আচরিত ও প্রচারিত শুদ্ধভক্তিমূলক প্রবন্ধাদি সাদরে গৃহীত হইবে। প্রবন্ধাদি প্রকাশিত হওয়া সম্পাদক-সঙ্ঘের অনুমোদন সাপেক্ষ। অপ্রকাশিত প্রবন্ধাদি ফেরৎ পাঠাইতে সঙ্ঘ বাধ্য নহেন। প্রবন্ধ কালিতে স্পষ্টাক্ষরে একপৃষ্ঠায় লিখিত হওয়া বাঞ্ছনীয়।

৫। পত্রাদি ব্যবহারে গ্রাহকগণ গ্রাহক-নম্বর উল্লেখ করিয়া পরিষ্কারভাবে ঠিকানা লিখিবেন। ঠিকানা পরিবর্ত্তিত হইলে এবং কোন সংখ্যা ঐ মাসের শেষ তারিখের মধ্যে না পাইলে কার্য্যাধ্যক্ষকে জানাইতে হইবে। তদন্যথায় কোনও কারণেই পত্রিকার কর্ত্তৃপক্ষ দায়ী হইবেন না। পত্রোত্তর পাইতে হইলে রিপ্লাই কার্ডে লিখিতে হইবে।

৬। ভিক্ষা, পত্র ও প্রবন্ধাদি কার্য্যাধ্যক্ষের নিকট নিম্নলিখিত ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে।

কার্য্যালয় ও প্রকাশস্থান :—

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ

৩৫, সতীশ মুখার্জ্জী রোড, কলিকাতা-২৬, ফোন-৪৬-৫৯০০।

শ্রীগৌড়ীয় সংস্কৃত বিদ্যাপীঠ

প্রতিষ্ঠাতা—শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাধ্যক্ষ পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিযতি শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজ। স্থান :—শ্রীগঙ্গা ও সরস্বতীর (জলঙ্গী) সঙ্গমস্থলের অতীব নিকটে শ্রীগৌরাঙ্গদেবের আবির্ভাবভূমি শ্রীধাম-মায়াপুরান্তর্গত তদীয় মাধ্যাহ্নিক লীলাস্থল শ্রীঈশোদ্যানস্থ শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ।

উত্তম পারমার্থিক পরিবেশ। প্রাকৃতিক দৃশ্য মনোরম ও মুক্ত জলবায়ু পরিবেষ্টিত অতীব স্বাস্থ্যকর স্থান।

মেধাবী যোগ্য ছাত্রদিগের বিনা ব্যয়ে আহার ও বাসস্থানের ব্যবস্থা করা হয়। আত্মধর্ম্মনিষ্ঠ আদর্শ চরিত্র অধ্যাপক অধ্যাপনার কার্য্য করেন। বিস্তৃত জানিবার নিমিত্ত নিম্নে অনুসন্ধান করুন।

(১) প্রধান অধ্যাপক, শ্রীগৌড়ীয় সংস্কৃত বিদ্যাপীঠ
ঈশোদ্যান, পোঃ শ্রীমায়াপুর, জিঃ নদীয়া

(২) সম্পাদক, শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ
৩৫, সতীশ মুখার্জ্জী রোড, কলিকাতা-২৬

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় বিদ্যামন্দির

৮৬এ, রাসবিহারী এভিনিউ, কলিকাতা-২৬

শিশুশ্রেণী হইতে ৯ম শ্রেণী পর্য্যন্ত ছাত্রছাত্রী ভর্ত্তি করা হয়। শিক্ষাবোর্ডের অনুমোদিত পুস্তক-তালিকা অনুসারে শিক্ষার ব্যবস্থা আছে এবং সঙ্গে সঙ্গে ধর্ম্ম ও নীতির প্রাথমিক কথা ও আচরণগুলিও শিক্ষা দেওয়া হয়। বিদ্যালয় সম্বন্ধীয় বিস্তৃত নিয়মাবলী উপরি উক্ত ঠিকানায় কিংবা শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ৩৫, সতীশ মুখার্জ্জি রোড, কলিকাতা-২৬ ঠিকানায় জ্ঞাতব্য। ফোন নং ৪৬-৫৯০০।

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ হইতে প্রকাশিত গ্রন্থাবলী

(১) প্রার্থনা ও প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা— শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর রচিত—ভিক্ষা ·৭০
(২) শরণাগতি—শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর রচিত— ,, ·৭০
(৩) কল্যাণকল্পতরু ,, ,, ,, ,, ·৮০
(৪) গীতাবলী ,, ,, ,, ,, ·৭০
(৫) গীতমালা ,, ,, ,, ,, ·৮০
(৬) জৈবধর্ম্ম ,, ,, ,, ,, ১২·৫০
(৭) মহাজন-গীতাবলী (১ম ভাগ)—শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর রচিত ও বিভিন্ন মহাজনগণের রচিত গীতিগ্রন্থসমূহ হইতে সংগৃহীত গীতাবলী— ভিক্ষা ১·৫০
(৮) মহাজন-গীতাবলী (২য় ভাগ) ঐ ,, ১·০০
(৯) শ্রীশিক্ষাষ্টক—শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমহাপ্রভুর স্বরচিত (টীকা ও ব্যাখ্যা সম্বলিত)— ,, ·৫০
(১০) উপদেশামৃত—শ্রীল শ্রীরূপ গোস্বামী বিরচিত (টীকা ও ব্যাখ্যা সম্বলিত)— ,, ·৬২
(১১) শ্রীশ্রীপ্রেমবিবর্ত—শ্রীল জগদানন্দ পণ্ডিত বিরচিত — ,, ১·২৫
(১২) SREE CHAITANYA MAHAPRABHU, HIS LIFE AND PRECEPTS ; by THAKUR BHAKTIVINODE — Re. 1.00
(১৩) শ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীমুখে উচ্চ প্রশংসিত বাঙ্গালা ভাষার আদি কাব্যগ্রন্থ — শ্রীশ্রীকৃষ্ণবিজয় — — — ভিক্ষা ৬·০০
(১৪) ভক্ত-ধ্রুব—শ্রীমদ্ ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ সঙ্কলিত— — ,, ১·৫০
(১৫) শ্রীবলদেবতত্ত্ব ও শ্রীমন্মহাপ্রভুর স্বরূপ ও অবতার— ডাঃ এস্, এন্ ঘোষ প্রণীত — ,, ১·৫০
(১৬) শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা [শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তীর টীকা, শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের মর্ম্মানুবাদ, অন্বয় সম্বলিত] — — ,, ১০·০০
(১৭) প্রভুপাদ শ্রীশ্রীল সরস্বতী ঠাকুর (সংক্ষিপ্ত চরিতামৃত) — ,, ·২৫
(১৮) একাদশীমাহাত্ম্য — — — ,, ২·০০
অতিমর্ত্ত্য বৈরাগ্য ও ভজনের মূর্ত্ত আদর্শ—
(১৯) গোস্বামী শ্রীরঘুনাথ দাস — শ্রীশান্তি মুখোপাধ্যায় প্রণীত — ,, ২·৫০

দ্রষ্টব্যঃ— ভিঃ পিঃ যোগে কোন গ্রন্থ পাঠাইতে হইলে ডাকমাশুল পৃথক্ লাগিবে।
প্রাপ্তিস্থান :— কার্য্যাধ্যক্ষ, গ্রন্থবিভাগ, ৩৫, সতীশ মুখার্জ্জী রোড, কলিকাতা-২৬

মুদ্রণালয় ঃ—
শ্রীচৈতন্যবাণী প্রেস, ৩৪/১এ, মহিম হালদার ষ্ট্রীট, কালীঘাট, কলিকাতা-২৬

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

একমাত্র-পারমার্থিক মাসিক

শ্রীচৈতন্য-বাণী

১৭শ বর্ষ * পৌষ — ১৩৮৪ * ১১শ সংখ্যা

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, পল্টনবাজার, গৌহাটী

সম্পাদক

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ

প্রতিষ্ঠাতা :—

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাধ্যক্ষ পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিযতি শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজ

সম্পাদক-সঙ্ঘপতি :—

পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রমোদ পুরী মহারাজ

সহকারী সম্পাদক-সঙ্ঘ :—

১। মহোপদেশক শ্রীকৃষ্ণানন্দ দেবশর্ম্মা ভক্তিশাস্ত্রী, সম্প্রদায়বৈভবাচার্য্য।

২। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিসুহৃদ্ দামোদর মহারাজ। ৩। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিবিজ্ঞান ভারতী মহারাজ।

৪। শ্রীবিভুপদ পণ্ডা, বি-এ, বি-টি, কাব্য-ব্যাকরণ-পুরাণতীর্থ, বিদ্যানিধি।

৫। শ্রীচিন্তাহরণ পাটগিরি, বিদ্যাবিনোদ

কার্য্যাধ্যক্ষ :—

শ্রীজগমোহন ব্রহ্মচারী, ভক্তিশাস্ত্রী।

প্রকাশক ও মুদ্রাকর :—

মহোপদেশক শ্রীমঙ্গলনিলয় ব্রহ্মচারী, ভক্তিশাস্ত্রী, বিদ্যারত্ন, বি, এস্-সি

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, তৎশাখা মঠ ও প্রচারকেন্দ্রসমূহ :—

মূল মঠ :—

১। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ঈশোদ্যান, পোঃ শ্রীমায়াপুর (নদীয়া)

প্রচারকেন্দ্র ও শাখামঠ :—

২। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ৩৫, সতীশ মুখার্জ্জি রোড, কলিকাতা-২৬। ফোন : ৪৬-৫৯০০

৩। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ৮৬এ, রাসবিহারী এভিনিউ, কলিকাতা-২৬

৪। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, গোয়াড়ী বাজার, পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

৫। শ্রীশ্যামানন্দ গৌড়ীয় মঠ, পোঃ ও জেঃ মেদিনীপুর

৬। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, মথুরা রোড, পোঃ বৃন্দাবন (মথুরা)

৭। শ্রীবিনোদবাণী গৌড়ীয় মঠ, ৩২, কালীয়দহ, পোঃ বৃন্দাবন (মথুরা)

৮। শ্রীগৌড়ীয় সেবাশ্রম, মধুবন মহোলি, পোঃ কৃষ্ণনগর, জেঃ মথুরা

৯। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, দেওয়ান দেউড়ী, হায়দ্রাবাদ-২ (অন্ধ্র প্রদেশ) ফোন : ৪৬০০১

১০। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, পল্টন বাজার, পোঃ গৌহাটী-৮ (আসাম) ফোন : ৭১৭০

১১। শ্রীগৌড়ীয় মঠ, পোঃ তেজপুর (আসাম)

১২। শ্রীল জগদীশ পণ্ডিতের শ্রীপাট, পোঃ যশড়া, ভায়া চাকদহ (নদীয়া)

১৩। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, পোঃ ও জিলা গোয়ালপাড়া (আসাম)

১৪। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, সেক্টর—২০বি, পোঃ চণ্ডীগড়—২০ (পাঞ্জাব) ফোন : ২৩৭৮৮

১৫। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, গ্র্যাণ্ড রোড, পোঃ পুরী (উড়িষ্যা)

১৬। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, শ্রীজগন্নাথ মন্দির, পোঃ আগরতলা (ত্রিপুরা)

১৭। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, গোকুল মহাবন, পোঃ মহাবন, জিলা—মথুরা

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের পরিচালনাধীন :—

১৮। সরভোগ শ্রীগৌড়ীয় মঠ, পোঃ চক্‌চকাবাজার, জেঃ কামরূপ (আসাম)

১৯। শ্রীগদাই গৌরাঙ্গ মঠ পোঃ বালিয়াটী, জেঃ ঢাকা (বাংলাদেশ)

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীচৈতন্য-বাণী

"চেতোদর্পণমার্জ্জনং ভব-মহাদাবাগ্নি-নির্ব্বাপণং
শ্রেয়ঃ কৈরবচন্দ্রিকাবিতরণং বিদ্যাবধূজীবনম্।
আনন্দাম্বুধিবর্দ্ধনং প্রতিপদং পূর্ণামৃতাস্বাদনং
সর্ব্বাত্মস্নপনং পরং বিজয়তে শ্রীকৃষ্ণসংকীর্ত্তনম্॥"

১৭শ বর্ষ | শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, পৌষ, ১৩৮৪ | ১১শ সংখ্যা
৬ নারায়ণ, ৪৯১ শ্রীগৌরাব্দ; ১৫ পৌষ, শনিবার; ৩১ ডিসেম্বর, ১৯৭৭

শৌক্র ও বৃত্তগত বর্ণভেদ

[ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুর]

দর্শনেন্দ্রিয় দ্বারা বস্তুবিষয়ক নিদর্শনের বিশেষত্ব উপলব্ধি যে পরিচয়ে সিদ্ধ হয়, তাহাকে বর্ণ বলে। দ্রষ্টার অভাবে বা দর্শনের বিশিষ্ট-জ্ঞানাভাবে বিশিষ্ট লক্ষণগত বর্ণের উপলব্ধি নাই। সৃষ্টির প্রারম্ভে জীবগণের বর্ণবিচারে নির্ব্বিশেষভাব প্রবল ছিল। ক্রমশঃ সত্যযুগাবসানে ত্রেতামুখে চারিটি বর্ণ-বিভাগ লক্ষিত হয়। এবিষয়ে শ্রীমহাভারত শান্তিপর্ব্ব মোক্ষ-ধর্ম্মে ১৮৮ অধ্যায়ে নিম্নলিখিত প্রমাণ পাওয়া যায়।

ন বিশেষোঽস্তি বর্ণানাং সর্ব্বং ব্রাহ্মমিদং জগৎ।
ব্রহ্মণা পূর্ব্বসৃষ্টং হি কর্ম্মভির্বর্ণতাং গতম্॥

ব্রহ্মা কর্তৃক পূর্ব্বে সৃষ্ট সমগ্র জগৎই ব্রাহ্মণময় ছিল। জীবের মধ্যে বর্ণগত পার্থক্য ছিল না, পরে কর্ম্মদ্বারা ভিন্ন ভিন্ন বর্ণসংজ্ঞা লাভ করিয়াছে। শ্রীমদ্ভাগবত একাদশস্কন্ধ ১৭শ অধ্যায়—

আদৌ কৃতযুগে বর্ণো নৃণাং হংস ইতি স্মৃতঃ।
ত্রেতামুখে মহাভাগ প্রাণান্ মে হৃদয়াত্রয়ী।
বিপ্রক্ষত্রিয়বিট্‌শূদ্রাঃ মুখবাহূরুপাদজাঃ।
বৈরাজাৎ পুরুষাজ্জাতা য আত্মাচারলক্ষণাঃ॥

সত্যযুগের আদিতে মানবগণের একমাত্র বর্ণ ছিল এবং উহা হংস নামে কথিত হইত। হে মহাভাগ আমার প্রাণ ও হৃদয় হইতে বেদত্রয় আবির্ভূত হইয়াছিল। আমার বিরাট্ ব্রহ্মরূপের মুখ বাহু উরু ও পাদদেশ হইতে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র এই চারিবর্ণ স্ব স্ব আচার-জ্ঞাপক স্বভাব ভেদে উৎপন্ন হইল। যে যে লক্ষণ, বৃত্ত, স্বভাব বা প্রকৃতি অবলম্বন করিয়া নির্ব্বিশিষ্টবর্ণ পার্থক্য লাভ করিয়াছে, তদ্বিষয়ে শ্রীমদ্ভাগবত সপ্তমস্কন্ধ একাদশ অধ্যায়ে নিম্নোক্ত প্রমাণ পাওয়া যায়।

শমো দমস্তপঃ শৌচং সন্তোষঃ ক্ষান্তিরার্জ্জবং।
জ্ঞানং দয়াচ্যুতাত্মত্বং সত্যঞ্চ ব্রহ্মলক্ষণম্॥
শৌর্য্যং বীর্য্যং ধৃতিস্তেজস্ত্যাগশ্চাত্মজয়ঃ ক্ষমা।
ব্রহ্মণ্যতা প্রসাদশ্চ সত্যঞ্চ ক্ষত্রলক্ষণম্॥
দেবগুর্ব্বচ্যুতে ভক্তিস্ত্রিবর্গপরিপোষণং।
আস্তিক্যমুদ্যমো নিত্যং নৈপুণ্যং বৈশ্যলক্ষণং॥
শূদ্রস্য সন্নতিঃ শৌচং সেবা স্বামিন্যমায়য়া।
অমন্ত্রযজ্ঞো হ্যস্তেয়ং সত্যং গোবিপ্ররক্ষণং॥
যস্য যল্লক্ষণং প্রোক্তং পুংসো বর্ণাভিব্যঞ্জকম্।
যদন্যত্রাপি দৃশ্যেত তত্তেনৈব বিনির্দ্দিশেৎ॥

ব্রাহ্মণের লক্ষণ—শম, দম, তপঃ, শুদ্ধাচার, সন্তোষ, ক্ষমা, সরলতা, জ্ঞান, দয়া, অচ্যুতাত্মতা এবং সত্য।

ক্ষত্র-লক্ষণ—শৌর্য্য, বীর্য্য, ধৃতি, তেজঃ, ত্যাগ, জিতেন্দ্রিয়ত্ব, ক্ষমা, ব্রহ্মণ্যতা, প্রসাদ এবং সত্য। বৈশ্য-লক্ষণ—দেব, গুরু ও ভগবানে ভক্তি, ত্রিবর্গপরিপোষণ, আস্তিক্য, উদ্যম ও নিত্যনৈপুণ্য। শূদ্রের লক্ষণ—সাধুদিগের নতি, শুদ্ধাচার, প্রভুর নিষ্কপটসেবা, মন্ত্রহীনতা, যজ্ঞহীনতা, অচৌর্য্য, সত্য ও গোবিপ্রের রক্ষা। এই সকল কথিত লক্ষণ পুরুষের বর্ণ নির্দ্দেশকারক। যদিও অন্য লক্ষণ-বিশিষ্ট ব্যক্তির গৃহে পূর্ব্বোক্ত লক্ষণ-বিশিষ্ট মানবক দৃষ্ট হয়, তাহার লক্ষণ দ্বারা অর্থাৎ বৃত্তস্বভাব বা প্রকৃতি অনুসারে বর্ণের বিশেষ নির্দ্দেশ করিবে। অন্যথা অকরণে নির্দ্দেশকারী আচার্য্যের প্রত্যবায় হইবে।

মানবের জন্ম ত্রিবিধ। শৌক্র, সাবিত্র্য ও যাজ্ঞিক। মনুসংহিতা দ্বিতীয় অধ্যায় ১৬৯ শ্লোক—

মাতুরগ্রেঽধিজননং দ্বিতীয়ং মৌঞ্জিবন্ধনে।
তৃতীয়ং যজ্ঞদীক্ষায়াং দ্বিজস্য শ্রুতিচোদনাৎ॥

মাতা হইতে সর্ব্বাগ্রে মানবকের জন্ম হয়। মৌঞ্জি-বন্ধন বা উপনয়নসংস্কারে দ্বিতীয় জন্ম। দ্বিতীয়-জন্ম-লব্ধ দ্বিজ জ্যোতিষ্টোমাদি যজ্ঞদীক্ষায় বেদশ্রবণ (সম্বন্ধজ্ঞান) হইতে তৃতীয় জন্ম লাভ করেন। শ্রীমদ্ ভাগবত চতুর্থস্কন্ধ ৩১ অধ্যায় ১০ম শ্লোক এবং দশমস্কন্ধ ২৩ অধ্যায় ৪০ শ্লোক—

কিং জন্মভিস্ত্রিভির্বেহ শৌক্র-সাবিত্র্য-যাজ্ঞিকৈঃ।
ধিগ্ জন্ম নস্ত্রিবৃদ্ যত্তদ্ধিগ্ ব্রতং ধিগ্ বহুজ্ঞতাং।

শ্রীধরস্বামী ও শ্রীজীবগোস্বামিপাদ টীকায় লিখিয়াছেন, ত্রিবৃৎ শৌক্রং সাবিত্র্যং দৈক্ষ্যমিতি ত্রিগুণিতং জন্ম। শুক্রসম্বন্ধিজন্ম বিশুদ্ধমাতাপিতৃভ্যামুৎপত্তিঃ। সাবিত্র্যমুপনয়নেন যাজ্ঞিকং দীক্ষয়া। বিশুদ্ধ পিতামাতা হইতে জন্মের নাম শৌক্র জন্ম। উপনয়ন সংস্কার দ্বারা আচার্য্য ও গায়ত্রী হইতে দ্বিতীয় সাবিত্র্য জন্ম, অর্থাৎ দ্বিজত্ব লাভ ঘটে। দীক্ষাদ্বারা যাজ্ঞিক জন্ম ইহাই পারমার্থিক ব্রাহ্মণ জন্ম। ব্রাহ্মণেরই একমাত্র দৈক্ষ্য বা যাজ্ঞিক জন্মের যোগ্যতা। ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যের সাবিত্র্য বা উপনয়ন-সংস্কারময় দ্বিতীয় জন্মে যোগ্যতা। বর্ণ-চতুষ্টয়ের শৌক্র-জন্ম-যোগ্যতা আছে। শূদ্রের সংস্কার, মন্ত্র ও যজ্ঞক্রিয়া নাই। শৌক্র জন্ম লাভ করিয়া জীবের আচার্য্যের কৃপায় দ্বিতীয় জন্ম-যোগ্যতা লাভ করিবার পর ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য বৃত্তগতবর্ণ লভ্য হয়। সাবিত্র্য জন্ম লাভ করিয়া দ্বিজ মন্ত্রদীক্ষা প্রভাবে তৃতীয় বা যাজ্ঞিক জন্ম লাভ করেন। শৌক্র জন্ম লাভ করিয়া অসংস্কৃত মানব বৈদিকী দীক্ষার পরিবর্ত্তে পাঞ্চরাত্রিক দীক্ষা লাভ করেন। পাঞ্চরাত্রিক দীক্ষাফলে তাঁহার দ্বিতীয় জন্মের অভাব বা অপূর্ণতা থাকে না। যামল বলেন, কলিকালে শৌক্রবর্ণগত বিচার অবলম্বন করিয়া যে সাবিত্র্য সংস্কার দেওয়া হয়, উহা প্রকৃতপ্রস্তাবে সংস্কার শব্দবাচ্য নহে। তজ্জন্য পাঞ্চরাত্রিকী দীক্ষা সম্পন্ন হইলে দ্বিতীয় জন্ম যোগ্যতা বা উপনয়ন সংস্কারের অযোগ্যতা বিষয়ে পূর্ব্বপক্ষের সম্ভাবনা নাই।

যামল বলেন—

অশুদ্ধাঃ শূদ্রকল্পা হি ব্রাহ্মণাঃ কলিসম্ভবাঃ।

কলিকালে শৌক্রবিচারে যে সাবিত্র্য সংস্কার হয়, তাহা অসংস্কৃত শূদ্রের সংস্কার রাহিত্যের তুল্য। পঞ্চরাত্র আরও বলেন—

যথা কাঞ্চনতাং যাতি কাংস্যং রসবিধানতঃ।
তথা দীক্ষাবিধানেন দ্বিজত্বং জায়তে নৃণাম্॥

যেরূপ রাসায়নিক প্রক্রিয়ার বলে কাঁসা স্বর্ণত্ব লাভ করে, সেইরূপ মানবগণের পাঞ্চরাত্রিক দীক্ষা (সম্বন্ধজ্ঞান) বিধানক্রমে দ্বিজত্ব লাভ ঘটে।

শ্রীমহাভারত অনুশাসনপর্ব্ব ১৬৩ অধ্যায় ৪৬ শ্লোক।

এতৈঃ কর্ম্মফলৈর্দেবি ন্যূনজাতিকুলোদ্ভবঃ।
শূদ্রোঽপ্যাগমসম্পন্নো দ্বিজো ভবতি সংস্কৃতঃ॥
ন যোনির্নাপি সংস্কারো ন শ্রুতং ন চ সন্ততিঃ।
কারণানি দ্বিজত্বস্য বৃত্তমেব তু কারণম্॥
সর্ব্বোঽয়ং ব্রাহ্মণো লোকে বৃত্তেন তু বিধীয়তে।
বৃত্তে স্থিতস্তু শূদ্রোঽপি ব্রাহ্মণত্বং নিযচ্ছতি॥

নিম্নকুলোদ্ভুত শৌক্রশূদ্রও ইহজীবনে এই সকল কর্ম্মফল প্রভাবে আগমসম্পন্ন হইলে ব্রাহ্মণত্ব লাভ করেন। দীক্ষিত অসংস্কৃত মানব উপনয়ন সংস্কারে সংস্কৃত হইলে দ্বিজ হন। শৌক্রজন্ম প্রাণহীন ক্রিয়াপর

সংস্কার, সম্বন্ধজ্ঞানরহিত বেদাধ্যয়ন, আধুনিক শৌক্রপারম্পর্য্য প্রভৃতি সংস্কার গ্রহণে যোগ্যতা প্রদান করে না। দ্বিজত্বের একমাত্র কারণ বৃত্ত, স্বভাব, লক্ষণ বা প্রকৃতি। স্বভাবক্রমেই পৃথিবীতে ব্রাহ্মণের সংস্কার বিধান হইয়া থাকে। শূদ্রও ব্রাহ্মণ-বৃত্ত-স্বভাব লক্ষণ বা প্রকৃতিবিশিষ্ট হইলে ব্রাহ্মণত্ব লাভ করেন। ছান্দোগ্য মাধ্বভাষ্যধৃত সামসংহিতাবাক্য—

আর্জ্জবং ব্রাহ্মণে সাক্ষাৎ শূদ্রোঽনার্জ্জবলক্ষণঃ।
গৌতমস্ত্বিতি বিজ্ঞায় সত্যকামমুপানয়ৎ॥

ব্রাহ্মণে সাক্ষাৎ সরলতা এবং শূদ্রে সাক্ষাৎ কুটীলতা। গৌতম ইহা জানিয়াই সত্যকাম-জাবালকে সাবিত্র্য-উপনয়নসংস্কার দিয়া ব্রাহ্মণ নির্দ্দেশ করিয়াছিলেন। সামবেদীয় বজ্রসূচিকোপনিষৎও লক্ষণ দ্বারা ব্রাহ্মণ নির্ণয়ের ব্যবস্থা করিয়াছেন।

তর্হি কো বা ব্রাহ্মণো নাম। যঃ কশ্চিৎ * * * কামরাগাদি দোষরহিতঃ শমদমাদি-সম্পন্নো ভাবমাৎসর্য্য-তৃষ্ণাশামোহাদিরহিতো দম্ভাহঙ্কারাদিভিরসংস্পৃষ্টচেতা বর্ত্ততে। এবমুক্তলক্ষণো যঃ স এব ব্রাহ্মণ ইতি শ্রুতি-স্মৃতিপুরাণেতিহাসানামভিপ্রায়ঃ। অন্যথা হি ব্রাহ্মণত্ব-সিদ্ধির্নাস্ত্যেব। তাহা হইলে ব্রাহ্মণ কে? যিনি কাম-রাগাদি দোষবর্জ্জিত শমদমাদিগুণবিশিষ্ট ভাবমৎসরতা-তৃষ্ণাআশামোহহীন দম্ভাহঙ্কারাদি শূন্য হইয়া বর্ত্তমান থাকেন, এতাদৃশ লক্ষণবিশিষ্ট ব্যক্তিই ব্রাহ্মণ, ইহাই শ্রুতিস্মৃতি-পুরাণ ও ইতিহাসের অভিপ্রায়।

বৃত্তগত বর্ণবিচার শ্রীমহাভারতে অনেকস্থলেই প্রমাণিত আছে। বনপর্ব্ব ২১৫ অধ্যায়—ব্রাহ্মণো ব্যাধায়—

সাম্প্রতঞ্চ মতো মেঽসি ব্রাহ্মণো নাত্র সংশয়ঃ।
ব্রাহ্মণঃ পতনীয়েষু বর্ত্তমানো বিকর্ম্মসু।
দাম্ভিকো দুষ্কৃতঃ প্রাজ্ঞঃ শূদ্রেণ সদৃশো ভবেৎ।
যস্তু শূদ্রো দমে সত্যে ধর্ম্মে চ সততোত্থিতঃ
তং ব্রাহ্মণমহংমন্যে বৃত্তেন হি ভবেদ্দ্বিজঃ।

ব্রাহ্মণ ধর্ম্মব্যাধকে বলিলেন, আমার বিনির্দ্দেশে তুমি সম্প্রতিও ব্রাহ্মণ, ইহাতে সংশয় নাই। কারণ যে ব্রাহ্মণ দাম্ভিক ও বহুল-দুষ্কার্য্যপরায়ণ হইয়া পতনীয় অসৎকর্ম্মে লিপ্ত, থাকে সে শূদ্রতুল্য। যে শূদ্র ইন্দ্রিয়নিগ্রহ-সত্য ও ধর্ম্মবিষয়ে সতত উদ্যমবিশিষ্ট, তাহাকেই আমি ব্রাহ্মণ বলিয়া বিনির্দ্দেশ করি। কারণ বৃত্তবিচারই ব্রাহ্মণ নির্দ্দেশের একমাত্র কারণ।

বনপর্ব্ব ১৮০ অধ্যায়েও বৃত্তবিচার লক্ষিত হয়।

যত্রৈতল্লক্ষ্যতে সর্প বৃত্তং স ব্রাহ্মণঃ স্মৃতঃ।
যত্রৈতন্ন ভবেৎ সর্প তং শূদ্রমিতি নির্দ্দিশেৎ॥

যুধিষ্ঠির সর্পতনুধৃক্ নহুষকে বলিলেন, হে সর্প যাঁহাতে ব্রাহ্মণ, লক্ষণ—সত্য, দান, অক্রোধ, অহিংসা, অনিষ্ঠুরতা, পাপে ঘৃণা প্রভৃতি লক্ষিত হয়, তিনি ব্রাহ্মণ বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হন। ব্রাহ্মণ বলিয়া পরিচিত ব্যক্তিতে উপ-নয়ন-সংস্কারাদি চিহ্ন থাকিলেও তাহাকে বৃত্তবিচারে শূদ্র বলিয়া নির্দ্দেশ করিবে। না করিলে সত্যভ্রংশজনিত বিধি লঙ্ঘিত হইয়া প্রত্যবায় ঘটিবে।

অনুশাসন পর্ব্ব ১৬৩ অধ্যায়—

ত্রয়ো বর্ণাঃ প্রকৃত্যেহ কথং ব্রাহ্মণ্যমাপ্নুয়ুঃ।
স্থিতো ব্রাহ্মণধর্ম্মেণ ব্রাহ্মণ্যমুপজীবতি।
শূদ্রো ব্রাহ্মণতাং যাতি বৈশ্যঃ ক্ষত্রিয়তাং ব্রজেৎ।
স্বভাবঃ কর্ম্ম চ শুভং যত্র শূদ্রেঽপি তিষ্ঠতি।
বিশিষ্টঃ স দ্বিজাতের্বৈ বিজ্ঞেয় ইতি মে মতিঃ॥

উমা জিজ্ঞাসা করিলেন, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র কোন্ বৃত্তবিশিষ্ট হইলে এই জন্মেই স্বভাবক্রমে ব্রাহ্মণত্ব লাভ করিতে পারেন, তাহা বলুন। মহেশ্বর তদুত্তরে বলিলেন, ব্রাহ্মণাচারে অবস্থিত হইয়া ব্রহ্মবৃত্তিতে জীবন যাপন করিলে শূদ্র, শূদ্রাচার ও বৃত্তি ত্যাগ করিয়া ব্রাহ্মণ হইতে পারেন এবং বৈশ্য, বৈশ্যবৃত্তি ছাড়িয়া ক্ষাত্রবৃত্তি গ্রহণ করিলে ক্ষত্রিয় হইতে পারেন। যেখানে শূদ্রে শুভকর্ম্ম ও ব্রহ্মস্বভাব বর্ত্তমান, তিনি দ্বিজজাতির মধ্যে বিশিষ্ট জানিতে হইবে, ইহাই আমার ধারণা।

শ্রীনীলকণ্ঠ বৃত্তগত ব্রাহ্মণ বিষয়ে এইরূপ বলিয়াছেন—

শূদ্রলক্ষ্মকামাদিকং ন ব্রাহ্মণেঽস্তি। নাপি ব্রাহ্মণলক্ষ্ম-শমাদিকং শূদ্রেঽস্তি। শূদ্রোঽপি শমাদ্যুপেতো ব্রাহ্মণ এব। ব্রাহ্মণোঽপি কামাদ্যুপেতঃ শূদ্র এব। শূদ্রের বৃত্তগত চিহ্ন কামাদি ব্রাহ্মণে নাই, থাকিতে পারে না। ব্রাহ্মণের বৃত্তগত চিহ্ন শমাদি শূদ্রে নাই, থাকিবার সম্ভাবনা নাই।

শমাদিগুণযুক্ত শূদ্রাভিহিত মানব নিশ্চয়ই ব্রাহ্মণ। কামাদি-যুক্ত বিপ্রপরিচর্যাকাঙ্ক্ষী মানব নিশ্চয়ই শূদ্র।

শ্রীনীলকণ্ঠও বৃত্তগত ব্রাহ্মণ বিনির্দ্দেশে একটী শ্রুতি-মন্ত্র উদ্ধার করিয়াছেন।

ন চৈতদ্বিদ্মো ব্রাহ্মণাঃ স্মো বয়মব্রাহ্মণা বেতি।

আমরা জানিনা, আমরা ব্রাহ্মণ কি অব্রাহ্মণ। বৃত্ত-বিচারে বর্ণ নিরূপণে শ্রীধরস্বামিপাদ বলিয়াছেন—

শমাদিভিরেব ব্রাহ্মণাদি ব্যবহারো মুখ্যঃ ন জাতি-মাত্রাদিতি। যস্যেতি যদ্ যদি অন্যত্র বর্ণান্তরেঽপি দৃশ্যেত তদ্বর্ণান্তরং তেনৈব লক্ষণনিমিত্তেনৈব বর্ণেন বিনির্দ্দিশেৎ ন তু জাতিনিমিত্তেন। শমাদি গুণদ্বারা বৃত্তগত প্রণালী হইতেই ব্রাহ্মণাদি স্থির করাই প্রধান ব্যবহার। সাধা-রণতঃ শৌক্রবিচারে যে ব্রাহ্মণাদি নির্দ্দিষ্ট হয়, তাহাই কেবল বর্ণনির্দ্দেশের হেতু নহে। যদি শৌক্রবিচার-নির্দ্দিষ্ট ব্রাহ্মণ ব্যতীত অন্য অশৌক্র ব্রাহ্মণে শমাদিগুণ দৃষ্ট হয়, তাহা হইলে তাহাকে শৌক্র জাতিনিমিত্তে বাধ্য না করিয়া লক্ষণ-হেতুমূলে বর্ণ নিরূপণ করিবে। মনু দ্বিতীয় ও চতুর্থ অধ্যায়ে বৃত্তগতবর্ণনির্দ্দেশ সম্বন্ধে বলিয়াছেন—

যোঽনধীত্য দ্বিজো বেদমন্যত্র কুরুতে শ্রমং।
স জীবন্নেব শূদ্রত্বমাশু গচ্ছতি সান্বয়ঃ।
উত্তমানুত্তমান্ গচ্ছন্ হীনান্ হীনাংশ্চ বর্জ্জয়ন্।
ব্রাহ্মণঃ শ্রেষ্ঠতামেতি প্রত্যবায়েন শূদ্রতাম্।
যোঽন্যথা সন্তমাত্মানমন্যথা সৎসু ভাষতে।
স পাপকৃত্তমো লোকে স্তেন আত্মাপহারকঃ।
যথা কাষ্ঠময়ো হস্তী যথা চর্ম্মময়ো মৃগঃ।
যশ্চ বিপ্রোঽনধীয়ানস্ত্রয়স্তে নাম বিভ্রতি॥

যিনি উপনীত হইয়া বেদাধ্যয়নে পরাঙ্মুখ হইয়া অন্যান্য বিষয়ে শ্রম করেন, তিনি জীবদ্দশায় সবংশে সত্বর শূদ্রতা লাভ করেন। উত্তমোত্তম অধমাধম বর্জ্জন করিয়া অগ্রসর হইলে ব্রাহ্মণ শ্রেষ্ঠতা লাভ করেন, আবার তদ্বিপরীতে প্রত্যবায় দ্বারা শূদ্রতা লাভ হয়। যিনি একপ্রকার স্বভাববিশিষ্ট হইয়া সাধু নিকটে অন্যপ্রকার প্রতিপন্ন হইবার কথা বলেন, ইহলোকে তিনি পাপ-কারীর অগ্রগামী, আত্মবঞ্চক ও চোর। যেরূপ কাঠের হস্তী, মৃগচর্ম্মাচ্ছাদিত মৃগপুত্তলি, হস্তী ও মৃগ বলিয়া গৃহীত হয় না, সেরূপ অপঠিত-বেদ ব্রাহ্মণ, নামে ব্রাহ্মণ হইলে কাজে লাগে না। শাস্ত্রে বৃত্তগত বর্ণবিচার ও বর্ণ নির্দ্দিষ্ট থাকাসত্ত্বে শৌক্র-পন্থাবলম্বনে বর্ণনির্ণয় প্রবলতা লাভ করিয়াছে।

বৃত্তগত বর্ণ-নির্দ্দেশ-প্রণালী আবহমানকাল প্রচলিত ছিল, কিন্তু কলিপ্রাবল্যহেতু ন্যায়ের মর্য্যাদা ক্ষুণ্ণ হওয়ায় অন্যায় পূর্ব্বক স্বার্থপরতাই সমাজের মেরুদণ্ড বলিয়া প্রচারিত হইয়াছে। শৌক্রপন্থায় যোগ্যব্যক্তিরই অব্যভিচার বর্ণ-সংজ্ঞা লাভ হইত। পুরাকালে যখনই পারম্পর্য্যপন্থায় বিভিন্ন লক্ষণ দেখা দিত, তখনই পাতিত্য বা উচ্চবর্ণাধিকার লাভ হইত। উদাহরণ স্বরূপ সামান্য কয়েকটী প্রসঙ্গ এস্থলে আলোচনা করিতেছি।

হরিবংশ ১০ অধ্যায়—নাভাগারিষ্টপুত্রাশ্চ ক্ষত্রিয়া বৈশ্যতাং গতাঃ। নাভাগ ও অরিষ্ট পুত্র প্রভৃতি ক্ষত্রিয় হইয়া বৈশ্যবর্ণ হইয়াছিলেন। ভাগবত ৯ স্কন্ধ ২য় অধ্যায়—নাভাগো দিষ্টপুত্রোঽন্যঃ কর্ম্মণা বৈশ্যতাং গতঃ। কর্ম্মবশে দিষ্ট-পুত্র নাভাগও বৈশ্য হইয়াছিলেন। হরিবংশ ১১ অধ্যায়ে—নাভাগাদিষ্টপুত্রৌ দ্বৌ বৈশ্যৌ ব্রাহ্মণতাং গতৌ। আবার নাভাগাদিষ্টতনয় বৈশ্য হইতে ব্রাহ্মণতা লাভ করেন। ক্ষত্রিয় হইতে বৈশ্যবর্ণে অবনতি এবং বৈশ্য হইতে ব্রাহ্মণবর্ণে পরিণতি বর্ত্তমান শৌক্রবর্ণ বিচারে অভিনব মনে হইতে পারে, কিন্তু পূর্ব্বকালে এরূপ বহু ঘটনা উল্লিখিত আছে। বিষ্ণুপুরাণ, হরিবংশ, মহা-ভারত ও শ্রীমদ্ভাগবত আলোচনা করিলে দেখা যায় যে, বলিরাজের পাঁচটী ক্ষত্রিয় পুত্রব্যতীত বালেয় ব্রাহ্মণ-পুত্র হইতে ব্রাহ্মণ বংশ উদ্ভূত হইয়াছে। গৃৎসমদের শৌনকাদি ব্রাহ্মণ-পুত্রব্যতীত ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্রপুত্র ছিল। ঋষভদেবের একশত সন্তানের মধ্যে ৮১ জন ব্রাহ্মণ, নয় জন ক্ষত্রিয় এবং নয় জন বৈষ্ণবপুত্র জন্ম-গ্রহণ করেন। ক্ষত্রিয় গর্গ হইতে শিনি, তৎপুত্র গার্গ্য-গণ ব্রাহ্মণ হইয়াছিলেন। ক্ষত্রিয় দুরিতক্ষয়ের পুত্র ত্রয্যারুণি, কবি ও পুষ্করারুণি ব্রাহ্মণ হন। অজমীর রাজের বংশে প্রিয়মেধা প্রভৃতি ব্রাহ্মণ উৎপন্ন হন। মুদ্গলরাজ হইতে মৌদ্গল্য ব্রাহ্মণ বংশের সৃষ্টি।

পুরুরাজবংশে বহু ব্রহ্মর্ষি ব্রাহ্মণগণ জাত হইয়াছেন। চন্দ্রবংশীয় যযাতি-পৌত্র কণ্ব বংশে মেধাতিথি হইতে প্রস্কন্ন ব্রাহ্মণ বংশের উদয়। ক্ষত্রিয় দেবদত্তের পুত্র অগ্নি বেশ্যায়ন ব্রাহ্মণ বংশের উৎপত্তি কারক ক্ষত্রিয় ধার্ষ্টগণ ব্রাহ্মণ হন। ক্ষত্রিয় বীতিহব্য এবং বিশ্বামিত্র ব্রাহ্মণ হইয়াছিলেন। গৃৎসমদ হইতে বহু ব্রাহ্মণ উৎপন্ন হন। পৃষধ্র ক্ষত্রিয় হইলেও অজ্ঞাত গোবধজন্য শূদ্র হইয়াছিলেন।

শৌক্রপারম্পর্য্যক্রমে ব্রাহ্মণতনয়গণ অনেক সময় উপনয়ন সংস্কার গ্রহণ করিতেন। আবার বৃত্তগত উপনয়নাদি দ্বারা দ্বিজ এবং দীক্ষা সংস্কার দ্বারা ব্রাহ্মণ হইবার ইতিহাস তাৎকালিক ব্রাহ্মণ-সমাজ-গঠনের সাহায্য করিয়াছে। শৌক্রসাবিত্র্য ও দৈক্ষ-সাবিত্র্য উভয় প্রকারেই বর্ণনির্দ্দেশের কারণ ছিল এবং এক্ষণেও তাহা ন্যূনাধিক বিলুপ্ত হইলে পুনঃ স্থাপিত হইবার বাধা নাই। বৈষ্ণবগণ বৃত্তগত বর্ণভেদ স্বীকার করেন, তাহাতে জাতি-সামান্যের দোষ স্পর্শ করে না।

(সঃ তোঃ ২২শ বর্ষ ১০৩ পৃষ্ঠা।)
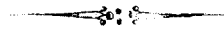
শ্রীভক্তিবিনোদ-বাণী

(প্রতিষ্ঠাশা)

প্রঃ—কাপট্যের সহিত অশ্রু-পুলকাদি ভাববিকার-প্রদর্শনের মূল উদ্দেশ্য কি ?

উঃ—"অভ্যাসিয়া অশ্রুপাত, লম্ফ-ঝম্প অকস্মাৎ,
মূর্চ্ছা প্রায় থাকহ পড়িয়া।
এ লোক বঞ্চিতে রঙ্গ, প্রচারিয়া অসৎসঙ্গ,
কামিনী-কাঞ্চন লভ' গিয়া॥"

—কঃ কঃ 'উপদেশ' ১৮

প্রঃ—সর্ব্বত্যাগ করিয়াও কি ত্যাগ করা যায় না ?

উঃ—"সর্ব্বত্যাগ করিলেও ছাড়া সুকঠিন।
প্রতিষ্ঠাশা-ত্যাগে যত্ন পাইবে প্রবীণ॥"

—ভঃ রঃ '২য় যামসাধন'

প্রঃ— শঠগণ যে মহতের স্বভাব অনুকরণ করে, উহার উদ্দেশ্য কি? আনুকরণিক চেষ্টা কি স্থায়ী হয় ?

উঃ— "যাহারা শঠ, তাহারা নিজ স্বভাবকে গোপন করিয়া মহতের স্বভাব অনুকরণ করত প্রতিষ্ঠা লাভ করিবার চেষ্টা করে, কিন্তু সেরূপ অনুকরণ স্থায়ী হয় না, দুই চারি দিবসের মধ্যে তাহাদের নিজ স্বভাবের পরিচয় দিতে অবশ্যই বাধ্য হয়।"

—'বৈষ্ণব স্বভাব', সঃ তোঃ ৪।১১

প্রঃ—মৌখিক দৈন্যই কি প্রতিষ্ঠাশা ত্যাগের প্রমাণ ?

উঃ— "যতদিন প্রতিষ্ঠার আশা ত্যাগ করিতে না পারি, তত দিন 'বৈষ্ণব হইয়াছি'—এরূপ মনে করিতে পারি না। **কেবল কথায় দৈন্য করিলে হয় না।** আমি বলিয়া থাকি, — 'আমি বৈষ্ণবদিগের দাসের দাস হইবার যোগ্য নই'; কিন্তু মনে মনে করি 'শ্রোতৃগণ এই শুনিয়া আমাকে শুদ্ধবৈষ্ণব বলিয়া প্রতিষ্ঠা দান করিবেন!' হায় প্রতিষ্ঠার আশা আমাদিগকে ছাড়িতে চাহে না!"

—'প্রতিষ্ঠাশা পরিবর্জ্জন', সসঙ্গিনী সঃ তোঃ ৮।৩

প্রঃ— শান্তিকামী ব্যক্তিগণ সংসার ত্যাগ করিয়া কোন্ অনর্থে পতিত হয় ?

উঃ —"প্রতিষ্ঠার আশা গৃহস্থলোকের অধিক হইবে বলিয়া শান্তিপরায়ণ ব্যক্তিগণ সংসার ছাড়িয়া ভেক গ্রহণ করে; কিন্তু সেই অবস্থায় আবার প্রতিষ্ঠাশা অধিক বলবতী হইয়া উঠে!"

—'প্রতিষ্ঠাশা পরিবর্জ্জন', সসঙ্গিনী সঃ তোঃ ৮।৩

প্রঃ—প্রতিষ্ঠা-লাভের প্রয়াস সর্ব্বাপেক্ষা হেয় কেন ?

উঃ— "প্রতিষ্ঠা-লাভের প্রয়াস সমস্ত প্রয়াস অপেক্ষা হেয়। হেয় হইলেও অনেকের পক্ষে অপরিহার্য্য হইয়া পড়ে।" —'প্রয়াস', সঃ তোঃ ১০।৯

প্রঃ— কপট লোক প্রতিষ্ঠা-লাভের জন্য কি কি উপায় অবলম্বন করে?

উঃ— "আচার্য্যের প্রিয়তা ও সাধুমণ্ডলীর প্রতিষ্ঠা, সাধারণ লোকের শ্রদ্ধা এবং কালনেমির ন্যায় কার্য্যোদ্ধারের আশায় ও মহোৎসবে সম্মান পাইবার জন্য অনেকেই কাপট্য স্বীকার করত ভাগবতী রতির অনুকরণে নৃত্য, স্বেদ, পুলকাশ্রু, গড়াগড়ি, কম্প এবং কখনও কখনও ভাব পর্য্যন্ত লক্ষণ প্রদর্শন করেন। কিন্তু তাঁহাদের হৃদয়ে সাত্ত্বিক বিকার নাই।" —চৈঃ শিঃ ৫।৪

প্রঃ— নিজেকে 'বৈষ্ণব' বলিয়া অভিমান করা দূষণীয় কেন?

উঃ— " 'আমি ত' বৈষ্ণব' এ বুদ্ধি হইলে,
অমানী না হ'ব আমি।
প্রতিষ্ঠাশা আসি' হৃদয় দূষিবে,
হইব নিরয়গামী॥"
— কঃ কঃ 'প্রার্থনা' (লালসাময়ী)-৮
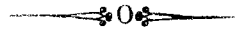
রাগানুগা ভক্তি

[পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রমোদ পুরী মহারাজ]

ভক্তিই ভগবান্‌কে পাইবার একমাত্র উপায়, ইহা শ্রীগীতা-ভাগবতাদি শাস্ত্রে 'ভক্ত্যা মামভিজানাতি', 'ভক্ত্যাহমেকয়া গ্রাহ্যঃ' ইত্যাদি বাক্যে শ্রীভগবান্ সুস্পষ্টরূপেই ব্যক্ত করিয়াছেন। শ্রীগৌরপার্ষদপ্রবর শ্রীল রূপগোস্বামিপাদ তাঁহার 'ভক্তিরসামৃতসিন্ধু' গ্রন্থে এই ভক্তির সাধন, ভাব ও প্রেম -এই ত্রিবিধ স্তরের কথা কীর্ত্তন করিয়াছেন। সাধন-ভক্তি হইতে ক্রমশঃ ভাবাবস্থা অতিক্রম করিয়া প্রেমাবস্থা লভ্য হয়। কৃষ্ণপ্রেমই একমাত্র সাধ্য বাস্তব মহাসম্পৎ, ইহাই জীবমাত্রেরই চরম লভ্য বিষয়। শ্রীল রূপপাদ সাধনভক্তির সংজ্ঞায় জানাইয়াছেন—

"কৃতিসাধ্যা ভবেৎ সাধ্যভাবা সা সাধনাভিধা।
নিত্যসিদ্ধস্য ভাবস্য প্রাকট্যং হৃদি সাধ্যতা॥"

শ্রীরূপানুগপ্রবর ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুর তাঁহার অমৃতপ্রবাহ-ভাষ্যে উহার ব্যাখ্যায় লিখিয়াছেন—

"সাধ্য ভাবভক্তি যখন কৃতি (অর্থাৎ ইন্দ্রিয়)-সাধ্য হয়, তখন তাহাকে 'সাধন ভক্তি' বলে। ভক্তিই জীবের নিত্যসিদ্ধ ভাব, তাহাকে হৃদয়ে প্রকটাবস্থায় আনিবার নামই 'সাধ্যতা'। তাৎপর্য্য এই যে, চিৎকণ জীবে স্বভাবতঃ চিৎসূর্য্য কৃষ্ণের যে আনন্দকণ আছে, মায়াবদ্ধ হইয়া তাহা ইহকালে লুপ্তপ্রায়। সেই নিত্যসিদ্ধ ভাবই হৃদয়ে প্রকটনযোগ্য। এই অবস্থাতেই নিত্যসিদ্ধবস্তুর সাধ্য-অবস্থা হইল। সেই সাধ্যভা'রূপ ভক্তি যখন বদ্ধজীবের ইন্দ্রিয়দ্বারা সাধিত হইতে থাকে, তখন তাহারই নাম—'সাধন ভক্তি'।"

—চৈঃ চঃ ম ২২।১০২

শ্রীরূপানুগ মহাজন শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী শ্রীমন্মহাপ্রভুর সনাতন-শিক্ষা ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে লিখিতেছেন —

"শ্রবণাদি ক্রিয়া —তা'র 'স্বরূপ'-লক্ষণ।
তটস্থ-লক্ষণে উপজয় প্রেমধন॥
নিত্যসিদ্ধ কৃষ্ণপ্রেম সাধ্য কভু নয়।
শ্রবণাদি-শুদ্ধচিত্তে করয়ে উদয়॥"

—চৈঃ চঃ ম ২২।১০৩-১০৪

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ঐ দুই পয়ারের ব্যাখ্যায় লিখিতেছেন—

"অনুকূলভাবের সহিত (শ্রীকৃষ্ণে রোচমানা প্রবৃত্তি

অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণের রুচিকর বা প্রীতিকর অথচ প্রতিকূলতাশূন্য এবং শ্রীকৃষ্ণের প্রতি প্রীতিযুক্ত ভাব সহকারে) শ্রবণ, কীর্ত্তন ও স্মরণই সেই ভক্তির 'স্বরূপ'-লক্ষণ। অন্যাভিলাষ ত্যাগ এবং জ্ঞান-কর্ম্মের সহিত সম্বন্ধচ্ছেদন (ইহাই ভক্তির তটস্থ-লক্ষণ।) ইহা দ্বারা সেই স্বরূপলক্ষণ, 'প্রেমধন' উৎপন্ন করে। কৃষ্ণপ্রেম—নিত্যসিদ্ধ বস্তু, তাহা কখনও (শুদ্ধভক্তি ব্যতীত অন্যবিধ অভিধেয়ের) সাধ্য নয়। কেবলমাত্র শ্রবণাদি-দ্বারা বিশোধিত চিত্তেই তাহার উদয় সম্ভব। অতএব শুদ্ধ শ্রবণ-কীর্ত্তনাদি ক্রিয়াই প্রধানতঃ সাধনভক্তি।"

এই সাধনভক্তি দুই প্রকার—'বৈধী' ও 'রাগানুগ'। যাঁহাদের রাগোদয় হয় নাই, তাঁহাদের শাস্ত্রাজ্ঞানুসারে যে ভজন-প্রবৃত্তি, তাহাকেই 'বৈধী ভক্তি' বলা হইয়াছে। অসংখ্য বৈধী-ভক্তির মধ্যে চতুঃষষ্টি অর্থাৎ ৬৪টি ভক্ত্যঙ্গ শ্রীল রূপগোস্বামিপাদের ভক্তিরসামৃতসিন্ধু ও শ্রীরূপানুগবর শ্রীল কবিরাজ গোস্বামীর শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতাদি গ্রন্থে বর্ণিত হইয়াছে। আবার ইহার মধ্যে "সাধুসঙ্গ, নামকীর্ত্তন, ভাগবত শ্রবণ। মথুরাবাস, শ্রীমূর্ত্তির শ্রদ্ধায় সেবন॥" —এই পঞ্চাঙ্গের সকল সাধন-শ্রেষ্ঠতা প্রদর্শিত হইয়াছে। কিন্তু বলা হইয়াছে — "এক অঙ্গ সাধে, কেহ সাধে বহু অঙ্গ। **'নিষ্ঠা' হৈতে উপজয় প্রেমের তরঙ্গ**॥" 'নিষ্ঠা' বলিতে প্রগাঢ় অনুরাগ, নিশ্চিতরূপে স্থিতি, অবিক্ষেপেণ সাতত্যম্ — অর্থাৎ চিত্তবিক্ষেপরহিত যে সাতত্য বা নৈরন্তর্য্য। এইরূপ নিষ্ঠা ব্যতীত প্রেমোদয়ের সম্ভাবনা থাকে না।

রাগানুগা ভক্তি সম্বন্ধে বলা হইয়াছে যে, ব্রজবাসী ভক্তগণের যে শুদ্ধা রাগাত্মিকা অর্থাৎ রাগস্বরূপা ভক্তি, তাহা ব্রজবাসিজনেই 'মুখ্য' অর্থাৎ সেরূপ ভক্তি আর কুত্রাপি নাই। 'রাগ' শব্দে অন্তরের আসক্তি বা অনুরাগ রঞ্জ ধাতু ভাববাচ্যে ঘঞ্। তাঁহাদের ন্যায় আত্মেন্দ্রিয়-প্রীতিবাঞ্ছা-লেশ-শূন্যা স্বাভাবিকী কেবলা বিশুদ্ধা কৃষ্ণেন্দ্রিয়-প্রীতি-বাঞ্ছাময়ী আসক্তি বা প্রীতি অন্য কুত্রাপি দৃষ্ট হয় না। তাঁহাদের নিষ্কপট আনুগত্যে যে ভক্তি-চেষ্টা প্রদর্শিত হয়, তাহাই রাগানুগা ভক্তি বলিয়া কথিত হইয়া থাকে। শ্রীল রূপ গোস্বামিপাদ এই রাগাত্মিকা ভক্তির এইরূপ সংজ্ঞা প্রদান করিয়াছেন:—

"ইষ্টে স্বারসিকী রাগঃ পরমাবিষ্টতা ভবেৎ।
তন্ময়ী যা ভবেদ্ ভক্তিঃ সাত্র রাগাত্মিকোদিতা॥"
—ভঃ রঃ সিঃ পূঃ বিঃ সাধনভক্তিলহরী

অর্থাৎ "ইষ্টবস্তুতে স্বাভাবিকী ও পরমাবিষ্টতাময়ী যে সেবন-প্রবৃত্তি, তাহার নাম 'রাগ'; কৃষ্ণভক্তি তন্ময়ী (তদ্রূপ রাগময়ী) হইলে রাগাত্মিকা নামে উক্ত হন।"
—অঃ প্রঃ ভাঃ চৈঃ নঃ ম ২২।১৪৫

শ্রীল শ্রীজীব গোস্বামিপাদ তাঁহার দুর্গমসঙ্গমনী টীকায় লিখিয়াছেন—

"ইষ্টে স্বানুকূল্য বিষয়ে স্বারসিকী স্বাভাবিকী পরমাবিষ্টতা — তস্যা হেতুঃ প্রেমময়তৃষ্ণেত্যর্থঃ সা রাগো ভবেৎ। তন্ময়ী তদেকপ্রেরিতা (যা মাল্যগুম্ফনাদি পরিচর্য্যা—চঃ টীঃ)।

অর্থাৎ ইষ্ট অর্থাৎ নিজ আনুকূল্য বিষয়ক বস্তুতে —অভীষ্টবস্তুতে যে স্বাভাবিকী পরম আবেশমূলা প্রেমময়ী তৃষ্ণা, তাহাই 'রাগ' বলিয়া কথিত। সেই রাগময়ী—রাগপ্রচুরা যে রাগৈকপ্রেরিতা মাল্যগুম্ফনাদি অর্থাৎ ঐ প্রেমময়ীতৃষ্ণা সমুদ্ভূতা যে মালাগাঁথা প্রভৃতি পরিচর্য্যারূপা ভক্তি, তাহাই—রাগাত্মিকা।

এই রাগের স্বরূপ অর্থাৎ মুখ্য লক্ষণ—ইষ্টে অর্থাৎ অভীষ্টবস্তুতে গাঢ় তৃষ্ণা এবং তটস্থ লক্ষণ (কার্য্যদ্বারা জ্ঞানকেই তটস্থলক্ষণ বলে, তাহাই)— এস্থলে অভীষ্টবস্তুতে আবিষ্টতা। ব্রজবাসিগণের মধ্যে সুপ্রকাশিতারূপে বিরাজমানা বা শোভমানা—নিত্যসিদ্ধ ব্রজজন-স্বভাবগতা যে ভক্তি, সেই ভক্তির অনুগতা ভক্তিই রাগানুগা সাধনভক্তি। জাতরুচি মহাভাগবত গুরুমুখে বা শ্রীভাগবতপদ্মপুরাণাদি সিদ্ধশাস্ত্র হইতে দাস্য সখ্য বাৎসল্য মধুর রসাশ্রিত ব্রজবাসীর তত্তদ্রসগত ভাবাদি মাধুর্য্য-শ্রবণে তদীয় ভাবে লুব্ধ হইয়া তদ্ ভাবেচ্ছা অনুগমনেই রাগানুগ ভক্তগণের স্বাভাবিকী প্রবৃত্তি লক্ষিত হয়। শাস্ত্র বা যুক্তি সেই লোভোৎপত্তির কারণ হয় না। অথচ তাহাতে শাস্ত্রবিগর্হিত কোন ব্যাপার নাই।

যাঁহারা সদ্গুরুকৃপাবলে নিত্যসিদ্ধ রাগাত্মিক ব্রজ-

জনের রাগময়ী স্বাভাবিকী প্রেমতৃষ্ণাময়ী নিজাভীষ্ট কৃষ্ণসেবায় স্বাভাবিকভাবে প্রলুব্ধ হন, সেই সকল নিবৃত্তানর্থ রাগানুগভক্ত বাহ্যে সাধকদেহে ও অন্তশ্চিন্তিত সিদ্ধদেহে রাগানুগাভক্তির দুই প্রকার অনুশীলন করিয়া থাকেন।

শ্রীল রূপগোস্বামিপাদ লিখিয়াছেন,—

"সেবা সাধকরূপেণ সিদ্ধরূপেণ চাত্র হি।
তদ্ভাবলিপ্সুনা কার্য্যা ব্রজলোকানুসারতঃ॥"

—ভঃ রঃ সিঃ পূঃ বিঃ সাধনভক্তি লহরী

অর্থাৎ "রাগাত্মিকা ভক্তিতে যাঁহাদের লোভ হয়, তাঁহারা ব্রজজনের কার্য্যানুসারে সাধকরূপে বাহ্য এবং সিদ্ধরূপে অভ্যন্তর সেবা করিবেন।" (অঃ প্রঃ ভাঃ দ্রষ্টব্য)

শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী তদানুগত্যে লিখিয়াছেন—

"বাহ্য, অভ্যন্তর—ইহার দুই ত' সাধন।
'বাহ্যে' সাধকদেহে করে শ্রবণ-কীর্ত্তন॥
'মনে' নিজ-সিদ্ধদেহ করিয়া ভাবন।
রাত্রিদিনে করে ব্রজে কৃষ্ণের সেবন॥"

—চৈঃ চঃ ম ২২।১৫১-১৫২

রাগানুগ ভক্ত নির্জ্জনে যেরূপ অভীষ্ট স্মরণাদি করিবেন, তদ্‌বিষয়ে শ্রীল রূপপাদ লিখিয়াছেন—

"কৃষ্ণং স্মরন্ জনঞ্চাস্য প্রেষ্ঠং নিজসমীহিতম্।
তত্তৎকথারতশ্চাসৌ কুর্য্যাদ্ বাসং ব্রজে সদা॥"

—ভঃ রঃ সিঃ পূঃ বিঃ সাঃ ভঃ লঃ

অর্থাৎ "কৃষ্ণ এবং তদীয় নিজ-নির্ব্বাচিত প্রেষ্ঠ জনকে সর্ব্বদা স্মরণ পূর্ব্বক সেই সেই কথা রত হইয়া সর্ব্বদা ব্রজে বাস করিবেন। শরীরে ব্রজে বাস করিতে অক্ষম হইলে মনে মনেও ব্রজবাস করিবেন।

শ্রীরূপানুগবর শ্রীল কবিরাজ গোস্বামীও উঁহার অনুসরণে লিখিলেন—

"নিজাভীষ্ট কৃষ্ণপ্রেষ্ঠ পাছে ত' লাগিয়া।
নিরন্তর সেবা করে অন্তর্ম্মনা হঞা॥"

—চৈঃ চঃ ম ২২।১৫৪

শ্রীমদ্ ভক্তিবিনোদ ঠাকুরও উঁহার ব্যাখ্যা করিলেন—"ব্রজবাসিগণই কৃষ্ণের প্রেষ্ঠ; তন্মধ্যে যিনি যে ব্রজভক্তের মাধুর্য্যে লোভপূর্ব্বক তদনুগমনে অভীষ্ট সেবা করেন, তিনি তাঁহার পশ্চাতে থাকিয়া অন্তর্ম্মনা হইয়া নিরন্তর কৃষ্ণসেবা করেন।" (অঃ প্রঃ ভাঃ)

রাগানুগ ভক্তগণ দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর—এই চারিরসে কৃষ্ণসেবা-তৎপর হইয়া থাকেন, শান্তরসের অনবস্থানতা। তাই শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী লিখিয়াছেন—

"দাস-সখা-পিত্রাদি-প্রেয়সীর গণ।
রাগমার্গে নিজ নিজ ভাবের গণন॥"

—চৈঃ চঃ ম ২২।১৫৬

ঐ চারিরসের ভক্তকে শ্রীল রূপপাদ প্রণাম জানাইতেছেন —

"পতি-পুত্র-সুহৃদ্ভ্রাতৃ-পিতৃবন্মিত্রবদ্ধরিম্।
যে ধ্যায়ন্তি সদোদ্যুক্তাস্তেভ্যোঽপীহ নমো নমঃ॥"

—ভঃ রঃ সিঃ পূঃ বিঃ সাঃ ভঃ লঃ

অর্থাৎ "পতি, পুত্র, সুহৃৎ, ভ্রাতা, পিতা, মিত্র, ইত্যাদি রূপে হরিকে সর্ব্বদা উদ্যোগী হইয়া যাঁহারা ধ্যান করেন, তাঁহাদিগকে বার বার নমস্কার।"

এইরূপে যিনি বা যাঁহারা অনুক্ষণ গুর্ব্বানুগত্যে নিষ্কপটে স্ব স্ব অভীষ্ট ভাবানুযায়ী কৃষ্ণে রাগানুগা ভক্তি করেন, তাঁহার বা তাঁহাদের কৃষ্ণপাদপদ্মে প্রগাঢ় প্রীতি বা প্রেমের উদয় হয়। এই কৃষ্ণপ্রীতি বা কৃষ্ণপ্রেমের অঙ্কুর বা অস্ফুটাবস্থাই শ্রীকৃষ্ণাকর্ষিণী ভাবভক্তি বা রতি। এই প্রীত্যঙ্কুরের রতি ও ভাব—এই দুইটি নাম। শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী লিখিয়াছেন—

"এই মত করে যেবা রাগানুগা ভক্তি।
কৃষ্ণের চরণে তাঁর উপজয় প্রীতি॥
প্রীত্যঙ্কুরে 'রতি', 'ভাব' হয় দুই নাম।
যাহা হৈতে বশ হন শ্রীভগবান্॥"

— চৈঃ চঃ ম ২২।১৫৯-১৬০

সুতরাং এই সকল মহাজন-বাক্যালোচনায় দেখা যাইতেছে যে—জীবাত্মার কৃষ্ণপাদপদ্মে স্বাভাবিকী অনুরাগময়ী প্রীতিই তাঁহার সাধ্যাবস্থা। শ্রীভগবান্ ব্রজেন্দ্রনন্দনের নিত্যসিদ্ধব্রজলীলাপরিকরের কৃষ্ণে যে স্বাভাবিকী রতি, তাহারই নাম 'রাগাত্মিকা' বা শুদ্ধরাগ-স্বরূপা ভক্তি, তদনুগামিনী ভক্তিই 'রাগানুগা ভক্তি' বলিয়া

কথিতা। ইহাই সেই সাধ্য প্রীতি বা প্রেমভক্তি লাভের সাধনস্বরূপা। বিধি মার্গে ব্রজভাব পাওয়া যায় না বলিয়া রাগমার্গ অবশ্যই অবলম্বনীয়। কিন্তু এই রাগ বা আত্মার কৃষ্ণপাদপদ্মে স্বাভাবিকী রতি কোন কৃত্রিমভাবে লভ্য হয় না। বিধিমার্গে অর্থাৎ সচ্ছাস্ত্র শুদ্ধভক্ত সাধুগুরুর আনুগত্যে তদনুশাসনানুযায়ী নামভজনরত হইতে পারিলে এবং সেই পরমকরুণাময় নামের চরণে নামী স্বরূপ কৃষ্ণে স্বাভাবিক অনুরাগ লাভের নিষ্কপট আর্ত্তিমূলা প্রার্থনা জানাইতে থাকিলে শ্রীনামই কৃপাপূর্ব্বক ঐ রাগমার্গে প্রবেশাধিকার প্রদান করিবেন। একান্তভাবে নামাশ্রয়ের পরিবর্ত্তে যে সকল রাগভজন-চেষ্টা প্রদর্শিত হয়, তাহা কখনই সুফলপ্রসূ হয় না, বরং 'না উঠিয়া বৃক্ষোপরি টানাটানি ফল ধরি' দুষ্ট ফল করিলে অর্জ্জন' ন্যায়ানুসারে নানা অনর্থই সংঘটিত হইয়া থাকে।

মহাজন-বাক্যের নজীর দেখাইয়া এবং তাঁহাদের আনুগত্যের দোহাই দিয়া অধুনা কতকগুলি অকালপক্ক অনর্থগ্রস্ত সাধকব্রুব জড়দেহকে সিদ্ধদেহ সাজাইয়া নানানর্থনিপীড়িত প্রাকৃত মনো দ্বারা অপ্রাকৃতলীলা-স্মরণাদির অভিনয় করিয়া থাকেন। সিদ্ধদেহ, সিদ্ধপ্রণালী, অষ্টকালীয়-লীলাস্মরণ মননাদি লইয়া ঐ সকল অনুকরণপ্রিয় প্রাকৃত সহজিয়া সম্প্রদায়ে নানা বিকৃত ভ্রান্ত অসম্মত প্রচারিত হইতেছে। সিদ্ধপ্রণালী দিবার মালিক কে, পাইবার অধিকারীরই বা অধিকারের পরিচয় কি প্রকার, লীলা-স্মরণোপযোগী মনেরই বা অবস্থিতি কোথায়, লোভেরই বা লক্ষণ কি—এসকল বিষয়ে নানাপ্রকার কুসিদ্ধান্ত ক্রমশঃই প্রসার লাভ করিতেছে, সুতরাং তৎসমুদয়ের মহাজনানুমোদিত বিচার প্রকাশিত হওয়া একান্ত প্রয়োজন হইয়া পড়িয়াছে।

জড় বিষয়ভোগাসক্ত — কামাদি কষায় কলুষিত প্রাকৃত মন অপ্রাকৃত সিদ্ধদেহ ভাবনা কিপ্রকারে করিবে? নিজের সেবাবিমুখ অপক্ক মনীষাদ্বারা সচ্ছাস্ত্রসিদ্ধান্ত বা মহাজনবাক্যার্থ বুঝিতে গেলেও 'হয়' কে 'নয়' বা 'নয়' কে 'হয়' করিবার দুর্ব্বুদ্ধি বরণ করিতে হইবে। শ্রীশ্রীল নরোত্তমঠাকুর মহাশয়ের "সাধন-স্মরণ-লীলা ইহাতে না কর হেলা" বা "সাধনে ভাবিব যাহা, সিদ্ধদেহে পাব তাহা, রাগপথের এই সে উপায়॥ সাধনে যে ধন চাই, সিদ্ধদেহে তাহা পাই, পক্কাপক্ক মাত্র সে বিচার। পাকিলে সে প্রেমভক্তি, অপক্কে 'সাধন' খ্যাতি, ভকতিলক্ষণ অনুসার॥ নরোত্তম দাস কহে, এই যেন মোর হয়ে, ব্রজপুরে অনুরাগে বাস। সখীগণ-গণনাতে, আমারে গণিবে তাতে, তবহুঁ পূরিব অভিলাষ॥"—এই সকল বাক্য এবং শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামীর "সকল জগতে মোরে করে বিধিভক্তি। বিধিভক্ত্যে ব্রজভাব পাইতে নাহি শক্তি॥" (চৈঃ চঃ আ ৩।১৫) বা "ব্রজের নির্ম্মল রাগ শুনি' ভক্তগণ। রাগমার্গে ভজে যেন ছাড়ি' ধর্ম্মকর্ম্ম॥" (চৈঃ চঃ আ ৪।৩৩) ইত্যাদি বাক্য শ্রবণে সহসা বিধিমার্গ পরিত্যাগ পূর্ব্বক রাগমার্গ অবলম্বন করিবার ধৃষ্টতা করিতে গিয়া অনেকেই 'ইতো নষ্টস্ততো ভ্রষ্টঃ' রূপ দুরবস্থায় পতিত হন।

শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রবণকীর্ত্তনাদি নববিধা ভক্তিকে ভজনের মধ্যে শ্রেষ্ঠ বলিয়া জানাইয়া নামসংকীর্ত্তনকেই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বলিয়া জানাইয়াছেন—

> ভজনের মধ্যে শ্রেষ্ঠ নববিধা ভক্তি।
> কৃষ্ণপ্রেম', 'কৃষ্ণ' দিতে ধরে মহাশক্তি॥
> তার মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ নাম সঙ্কীর্ত্তন।
> নিরপরাধে নাম লৈলে পায় প্রেমধন॥
>
> —চৈঃ চঃ অন্ত্য ৪।৭০-৭১

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ তাঁহার 'কল্যাণকল্পতরু' গ্রন্থে 'শুন হে রসিকজন' এই গীতিতে লিখিয়াছেন—

> "বিধিমার্গরতজনে, স্বাধীনতা-রত্ন-দানে,
> রাগমার্গে করান প্রবেশ।
> রাগবশবর্ত্তী হ'য়ে পারকীয় ভাবাশ্রয়ে
> লভে জীব কৃষ্ণপ্রেমাবেশ॥"

এস্থলে 'বিধিমার্গ' বলিতে 'ভজনের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ নামসংকীর্ত্তনবিধি'ই লক্ষ্য করা হইয়াছে, এই নাম নিরপরাধে গ্রহণ করিতে করিতে শীঘ্রই রাগমার্গে প্রবেশাধিকার লাভ হয়। বৈধীভক্তিতে সাধু-গুরু-শাস্ত্রানু-

শাসন রহিয়াছে—"রাগহীন জন ভজে শাস্ত্রের আজ্ঞায়। বৈধীভক্তি বলি' তারে সর্ব্বশাস্ত্রে গায়॥" (চৈঃ চঃ ম ২২।১০৬) 'রাগ'-শব্দে আত্মার স্বাভাবিকী প্রেমময়ী তৃষ্ণা। নিরপরাধে নাম গ্রহণ করিতে করিতে ঐ-প্রকার রাগাধিকার অধিগত হইয়া কৃষ্ণ প্রেমাবেশ লাভের সৌভাগ্য উদিত হয়। 'যাদৃশী ভাবনা যস্য সিদ্ধির্ভবতি তাদৃশী' এই ন্যায়ানুসারে "নামগ্রহণের সময় নামের স্বরূপ-অর্থ আদরে অনুশীলনপূর্ব্বক কৃষ্ণের নিকট সক্রন্দন প্রার্থনা করিতে করিতে কৃষ্ণকৃপায় ক্রমশঃ ভজনে উর্দ্ধগতি হয়। এইরূপ না করিলে কর্ম্মী-জ্ঞানীদিগের ন্যায় সাধনে বহুজন্ম অতীত হইয়া যায়।" (শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত)

শ্রীল রূপপাদ জানাইতেছেন—

শ্রবণোৎকীর্ত্তনাদীনি বৈধভক্ত্যুদিতানি তু।
যান্যঙ্গানি চ তান্যত্র বিজ্ঞেয়ানি মনীষিভিঃ॥
—ভঃ রঃ সিঃ সাধনভক্তিনাম্নী ২য় লহরী

অর্থাৎ "বৈধী ভক্তিতে শ্রবণ-কীর্ত্তনাদি যে-সকল ভক্ত্যঙ্গ কথিত হইয়াছে, এই রাগানুগা ভক্তিতেও তাহারা অঙ্গ, ইহা বিজ্ঞগণ জ্ঞাত হইবেন।" সুতরাং রাগানুগ ভক্তও স্ব স্ব অধিকারানুসারে বৈধ অঙ্গের অনুষ্ঠান করিবেন। এস্থলে বিচার্য্য এই যে, নাম-সংকীর্ত্তনকেই শ্রীমন্মহাপ্রভু সাধন ও সাধ্য বলিয়াছেন। সুতরাং সাধ্য প্রেমভক্তির নামসংকীর্ত্তনই প্রধান সাধন। বিশেষতঃ "ইহা হৈতে সর্ব্বসিদ্ধি হইবে সবার। সর্ব্বক্ষণ বল ইথে বিধি নাহি আর॥" ইহাই শ্রীমুখ-বাক্য। যদিও 'নববিধা ভক্তিপূর্ণ নাম হৈতে হয়', তথাপি কেহ কোন অঙ্গ যাজনেচ্ছু হইলে তাহা কীর্ত্তনাখ্যা ভক্তিসংযোগে যজন করিতে হইবে। এমনকি লীলাস্মরণকালেও কীর্ত্তন অপরিত্যাগেই স্মরণ বিহিত, ইহা শাস্ত্র ও মহাজনানুমোদিত সিদ্ধান্ত। নামভজনে শৈথিল্য প্রদর্শন পূর্ব্বক অষ্টকালীয় লীলাস্মরণমূলক রাগমার্গে সমাদর দেখাইতে গেলে তাহা কখনই মহাজনানুমোদিত হইবে না। সর্ব্বতোভাবে নামের শরণাপন্ন হইলে নাম কৃপাপূর্ব্বক ক্রমশঃ নাম-রূপ-গুণ-পরিকর-বৈশিষ্ট্যসহ লীলামাধুর্য্য আস্বাদন-সৌভাগ্য প্রদান করিবেন। নামাশ্রিত জনের প্রতি নাম যখন কৃপা পূর্ব্বক তাঁহার নাম-রূপ-গুণ-পরিকর ও লীলা প্রকাশপূর্ব্বক আপনাকে সম্প্রকাশিত করেন, তখনই লীলা-স্মরণ সম্ভব হইতে পারে। শ্রবণ ব্যতীত কীর্ত্তন এবং কীর্ত্তন ব্যতীত স্মরণ কখনও সম্ভব হইতে পারে না। শ্রীল রূপ গোস্বামিপাদ তাঁহার উপদেশামৃতে এইরূপ ভজনপ্রণালী স্পষ্টরূপেই জানাইয়াছেন—

"তন্নামরূপচরিতাদি সুকীর্ত্তনানু-
স্মৃত্যোঃ ক্রমেণ রসনামনসী নিযোজ্য।
তিষ্ঠন্ ব্রজে তদনুরাগিজনানুগামী
কালং নয়েদখিলমিত্যুপদেশসারম্॥"

পরমারাধ্য গুরুপাদপদ্ম ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুর উহার অনুবৃত্তিতে লিখিয়াছেন—

"অজাতরুচি সাধক অন্যরুচিপর রসনা ও অন্যাভিলাষী মনকে ক্রমপন্থানুসারে কৃষ্ণনামরূপগুণলীলা কীর্ত্তন ও স্মরণাদিতে নিয়োগ করিয়া জাতরুচিক্রমে ব্রজে বাস করিয়া ব্রজবাসিজনের অনুগমন পূর্ব্বক কালাতিপাত করিবেন। ইহাই অখিল উপদেশ-সার।

সাধক-জীবনে আদৌ **শ্রবণদশা**, তৎকালে কৃষ্ণের নাম, কৃষ্ণরূপ, কৃষ্ণগুণ, কৃষ্ণলীলা শুনিতে শুনিতে **বরণদশায়** উপস্থিত হইলে শ্রুতবিষয়ের কীর্ত্তন আরম্ভ হয়। নিজভাবের সহিত কীর্ত্তন করিতে করিতে **স্মরণাবস্থা**। স্মরণ, ধারণা, ধ্যান, অনুস্মৃতি ও সমাধি-ভেদে স্মরণ পাঁচপ্রকার। বিক্ষেপমিশ্র স্মরণ, অবিক্ষিপ্ত স্মরণরূপা ধারণা, ধ্যাতবিষয়ের সর্ব্বাঙ্গ-ভাবনাই ধ্যান, সর্ব্বকাল ধ্যানই অনুস্মৃতি, ব্যবধান-রহিত সম্পূর্ণ নৈরন্তর্য্যই সমাধি। স্মরণদশার পরই **আপনদশা**। এই অবস্থায় সাধক নিজের স্বরূপ উপলব্ধি করেন। পরে **সম্পত্তিদশায়** বস্তুসিদ্ধি।"

উহার পূর্ব্বর্ত্তী শ্লোকে শ্রীকৃষ্ণনামাদি অনুশীলনের প্রণালী কথিত হইয়াছে—

"স্যাৎ কৃষ্ণনামচরিতাদি সিতাপ্যবিদ্যা-
পিত্তোপতপ্তরসনস্য ন রোচিকা নু।
কিন্ত্বাদরাদনুদিনং খলু সৈব জুষ্টা
স্বাদ্বী ক্রমাদ্ভবতি তদ্গদমূলহন্ত্রী॥"

উহার অনুবৃত্তিতে শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ লিখিয়াছেন—

"কৃষ্ণনাম চরিতাদি, মিশ্রির সহ উপমা; অবিদ্যা, পিত্তের সহ উপমা। যেরূপ পিত্তোপতপ্ত জিহ্বায় সুমিষ্ট মিশ্রিও রুচিপ্রদ হয় না, তদ্রূপ অনাদি কৃষ্ণবহির্ম্মুখতাক্রমে অবিদ্যাগ্রস্ত জীবের কৃষ্ণনাম চরিতাদি-রূপ সুমিষ্ট রুচিপ্রদ মিশ্রিও ভাল লাগে না। কিন্তু যদি আদরের সহিত অর্থাৎ শ্রদ্ধান্বিত হইয়া সর্ব্বক্ষণ সেই কৃষ্ণনামচরিতাদিরূপ মিশ্রি সেবন করা হয়, তাহা হইলে ক্রমশঃ শ্রীকৃষ্ণনামাদিরূপ মিশ্রির আস্বাদন উত্তরোত্তর বৃদ্ধি লাভ করে এবং কৃষ্ণবহির্ম্মুখবাসনারূপ জড়ভোগব্যাধি বিদূরিত হয়। "তচ্চেদ্দেহদ্রবিণ জনতালোভপাষণ্ড মধ্যে নিক্ষিপ্তং স্যান্নফলজনকং শীঘ্রমেবাত্র বিপ্র॥" শ্রীপদ্মপুরাণ।—অবিদ্যাবশে জীব দেহ, দ্রবিণ (ধনাদি), জনতা (বহির্ম্মুখজনসঙ্গ), আসক্তি এবং ভগবান্ ও তদভাব মায়াকে (অভিন্ন বস্তুজ্ঞানরূপ ভ্রান্তিকে) বহুমানন করিয়া নিজস্বরূপ বুঝিতে অসমর্থ হয়। কৃষ্ণনামবলে তাহার অবিদ্যাজাত অভিমান কুজ্ঝটিকার ন্যায় অপগত হয়। সে সময় কৃষ্ণভজনই ভাল লাগে।"

তাই শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ গাহিয়াছেন—

"হরি হে!

তোমারে ভুলিয়া, অবিদ্যা পীড়ায়, পীড়িত রসনা মোর।
কৃষ্ণনাম-সুধা, ভাল নাহি লাগে, বিষয়-সুখেতে ভোর॥
প্রতিদিন যদি, আদর করিয়া, সে নাম কীর্ত্তন করি।
সিতপল যেন, নাশি' রোগ-মূল, ক্রমে স্বাদু হয় হরি॥
দুর্দ্দৈব আমার, সে নামে আদর, না হইল, দয়াময়!
দশ অপরাধ, আমার দুর্দ্দৈব, কেমনে হইবে ক্ষয়॥
অনুদিন যেন, তব নাম গাই, ক্রমেতে কৃপায় তব।
অপরাধ যাবে, নামে রুচি হবে, আস্বাদিব নামাসব॥"

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের অষ্টকালীয় লীলোপেত 'শ্রীভজন-রহস্য' গ্রন্থখানিকে তৎকৃত 'শ্রীশ্রীহরিনামচিন্তামণি' গ্রন্থের অন্তর্গত বলিয়া গ্রন্থারম্ভের প্রারম্ভেই পরিচয় প্রদান করা হইয়াছে। শ্রীহরিনামচিন্তামণি-গ্রন্থে শ্রীনাম-মাহাত্ম্য, নাম, নামাভাস, নামাপরাধ, সেবাপরাধ (নাম, বিগ্রহ, স্বরূপ—তিন একরূপ। তিনে ভেদ নাই, তিন চিদানন্দ রূপ॥' 'নববিধা ভক্তি পূর্ণ নাম হৈতে হয়।', তথাপি যাঁহারা শ্রীবিগ্রহ সেবা করেন, তাঁহাদিগকে সেবাপরাধ সম্বন্ধে অবশ্যই সাবধান হইতে হইবে।) এবং ভজন-প্রণালী সবিস্তারে বর্ণিত হইয়াছে। রাগমার্গ অনুসরণেচ্ছু সাধককে এই ভজন-প্রণালী পুনঃপুনঃ বিশেষ যত্নের সহিত অনুশীলন একান্ত কর্ত্তব্য। এই গ্রন্থেরই পরিশিষ্টরূপে ঠাকুর তাঁহার 'ভজন-রহস্য' গ্রন্থখানি সঙ্কলন করিয়াছেন। শ্রীল রূপপাদ "আদৌ শ্রদ্ধা ততঃ সাধুসঙ্গোহথ ভজনক্রিয়া। ততোহনর্থনিবৃত্তিঃ স্যাত্ততো নিষ্ঠা রুচিস্ততঃ॥ অথাসক্তিস্ততো ভাবস্ততঃ প্রেমাভ্যুদঞ্চতি। সাধকানাময়ং প্রেম্ণঃ প্রাদুর্ভাবে ভবেৎ ক্রমঃ)।" (ভঃ রঃ সিঃ পূঃ বিঃ ৪র্থ প্রেমভক্তি লঃ ১১ শ্লোক)—[অর্থাৎ প্রথমে অনন্যভক্তির প্রতি 'শ্রদ্ধা' জন্মে, (তাহা হইতে) 'সাধুসঙ্গ' (বা সদ্‌গুরুপাদাশ্রয়), (তাহা হইতে শ্রবণকীর্ত্তনরূপ সাধন বা) 'ভজন-ক্রিয়া', (তাহা হইতে) 'অনর্থনিবৃত্তি', (অনর্থনিবৃত্তি-ক্রমে ভক্তি) 'নিষ্ঠা' (রূপে উদিত হয়), (এই নিষ্ঠা হইতে শ্রবণাদি ভক্তি-অঙ্গে ক্রমে) 'রুচি' (হইয়া পড়ে), পরে তাহা হইতে 'আসক্তি' (জন্মে, এই আসক্তিই সাধনভক্তির সপ্তমস্তর, এই আসক্তি নির্ম্মল হইলে কৃষ্ণপ্রীতির অঙ্কুর স্বরূপ) 'ভাব' বা 'রতি' (হয়, সেই রতি গাঢ় হইলেই) 'প্রেম' (নাম প্রাপ্ত হয়।) এই প্রেমই সর্ব্বানন্দ ধাম স্বরূপ 'প্রয়োজন-তত্ত্ব'।] —এই শ্লোকে যে ভজন-ক্রম প্রদর্শন করিয়াছেন, শ্রীল ঠাকুর ষোলনাম মহামন্ত্রের অষ্টযুগে (৮×২) ঐ ভজন-ক্রমের অষ্ট অর্থ লইয়া অষ্টযামোচিত অষ্টকালীয় 'ভজন-রহস্য' প্রকাশ করিয়াছেন। শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভু ঐ অষ্ট অর্থ লইয়া তাঁহার শিক্ষাষ্টকের আটটি শ্লোক রচনা করিয়াছেন। তন্নিজজন শ্রীল রূপ গোস্বামিপাদ তাঁহারই শিক্ষানুসরণে তন্মনোহভীষ্ট স্থাপনকল্পে উক্ত 'আদৌ শ্রদ্ধা' শ্লোক রচনা-দ্বারা প্রেমভজনক্রম প্রদর্শন করিয়াছেন, শ্রীরূপানুগবর ঠাকুরও ঐ ক্রমানুসারে তাঁহার ভজন-রহস্যের অষ্টযাম সাধনের প্রতিযামে মহাপ্রভুর শিক্ষাষ্টকের একটি শ্লোক ও শ্রীগোবিন্দলীলামৃতের অষ্টকালীয় লীলার একটি শ্লোক সানুবাদ তদ্ রসাস্বাদনানুকূল বিভিন্ন প্রামাণিক শাস্ত্র-বাক্যসহ সাধক ভক্তের অধিকারানুসারে অনুশীলনার্থ

গ্রথিত করিয়াছেন। ঠাকুর ষোলনাম মহামন্ত্রের অষ্ট-যুগের অষ্ট অর্থ নিম্নলিখিতভাবে প্রদর্শন করিয়াছেন —

"হরেকৃষ্ণ ষোলনাম অষ্টযুগ হয়।
অষ্টযুগ অর্থে অষ্টশ্লোক প্রভু কয়॥"

(১) আদি **হরেকৃষ্ণ** অর্থে অবিদ্যাদমন।
শ্রদ্ধার সহিত কৃষ্ণনাম সংকীর্ত্তন॥

(২) আর **হরেকৃষ্ণ** নাম কৃষ্ণ সর্ব্বশক্তি।
সাধুসঙ্গে নামাশ্রয়ে **ভজনানুরক্তি**॥
সেই ত' ভজনক্রমে **সর্ব্বানর্থ-নাশ**।
অনর্থাপগমে নামে নিষ্ঠার বিকাশ॥

(৩) তৃতীয়ে বিশুদ্ধ ভক্তচরিত্রের সহ।
কৃষ্ণ কৃষ্ণ নামে **নিষ্ঠা** করে অহরহঃ॥

(৪) চতুর্থে অহৈতুকী ভক্তি উদ্দীপন।
রুচি সহ **হরে হরে** নাম-সংকীর্ত্তন॥

(৫) পঞ্চমেতে শুদ্ধদাস্য রুচির সহিত।
হরে রাম সংকীর্ত্তন স্মরণ বিহিত॥

(৬) ষষ্ঠে **ভাবাঙ্কুরে হরে রামেতি** কীর্ত্তন।
সংসারে অরুচি কৃষ্ণে রুচি সমর্পণ॥

(৭) সপ্তমে **মধুরাসক্তি** রাধাপদাশ্রয়।
বিপ্রলম্ভে **রাম রাম** নামের উদয়॥

(৮) অষ্টমে ব্রজেতে অষ্টকাল গোপীভাব।
(হরে হরে) রাধাকৃষ্ণ-প্রেমসেবা প্রয়োজন লাভ॥

ঐ ক্রমানুসারে ঠাকুর তাঁহার ভজনরহস্য গ্রন্থ এই ভাবে সুসজ্জিত করিয়াছেন —

প্রথমযাম সাধন (রাত্রের শেষ ছয় দণ্ড)—নিশান্তভজন (১) শ্রদ্ধা; দ্বিতীয়যাম সাধন (প্রাতে প্রথম ছয় দণ্ড)—প্রাতঃকালীন ভজন—(২) সাধুসঙ্গে অনর্থনিবৃত্তি [(২) সাধুসঙ্গ, (৩) ভজনক্রিয়া, (৪) অনর্থনিবৃত্তি]; তৃতীয়যাম সাধন (ছয় দণ্ড বেলা হইতে দ্বিপ্রহর পর্য্যন্ত) —পূর্ব্বাহ্ণ-কালীয় ভজন—(৩) নিষ্ঠাভজন; চতুর্থযাম সাধন (দ্বিপ্রহর হইতে সাড়ে তিন প্রহর)—মধ্যাহ্ন কালীয় ভজন—(৪) রুচিভজন; পঞ্চমযাম সাধন (সাড়ে তিনপ্রহর হইতে সন্ধ্যা) -অপরাহ্ণকালীয় ভজন—(৫) কৃষ্ণাসক্তি; ষষ্ঠযাম সাধন (সন্ধ্যার পর ছয় দণ্ড)—সায়ংকালীন ভজন —(৬) ভাব; সপ্তমযাম সাধন (ছয় দণ্ড রাত্র হইতে মধ্যরাত্র)—প্রদোষকালীন ভজন—(৭) প্রেম-বিপ্রলম্ভ; অষ্টম-যাম সাধন (মধ্যরাত্র হইতে রাত্রিশেষ সাড়ে তিনপ্রহর) —রাত্রলীলা—(৮) প্রেম-ভজন-সম্ভোগ।

সংখ্যা ঠিক রাখিবার জন্য সাধুসঙ্গ, ভজনক্রিয়া ও অনর্থনিবৃত্তি—এই তিনটিকে 'সাধুসঙ্গে অনর্থ নিবৃত্তি' এই-রূপ এক ধরা হইয়াছে। ঠাকুর প্রেমকে বিপ্রলম্ভ ও সম্ভোগ—এই দুইভাগে বিভক্ত করিয়াছেন।

মোট কথা এক নামভজন হইতেই সর্ব্বার্থসিদ্ধি, ইহাই শাস্ত্র ও মহাজনবাক্যে স্পষ্ট রূপেই অভিব্যক্ত হইয়াছে। শ্রীল শ্রীজীব গোস্বামিপাদ তাঁহার ভক্তিসন্দর্ভে (২৫৬ সংখ্যায়) সাধনক্রম এইরূপ লিপিবদ্ধ করিয়াছেন—

"প্রথমং নাম্নঃ শ্রবণমন্তঃকরণশুদ্ধ্যর্থমপেক্ষ্যম্। শুদ্ধে চান্তঃকরণে রূপ শ্রবণেন তদুদয়যোগ্যতা ভবতি। সম্যগুদিতে চ রূপে গুণানাং স্ফুরণং সম্পদ্যতে। ততস্তেষু নামরূপগুণেষু তৎপরিকরেষু চ সম্যক্ স্ফুরিতেষ্বেব লীলানাং স্ফুরণং সুষ্ঠু ভবতি ইত্যভিপ্রেত্য সাধনক্রমো লিখিতঃ। এবং কীর্ত্তন-স্মরণয়োর্জ্ঞেয়ম্।"

অর্থাৎ অন্তঃকরণ শুদ্ধির নিমিত্ত প্রথমতঃ নামশ্রবণই অপেক্ষণীয় হন। অন্তঃকরণ শুদ্ধ হইলে রূপ শ্রবণ-দ্বারা হৃদয়ে রূপোদয়যোগ্যতা লাভ হয়। রূপ সম্যগ্রূপে উদিত হইলে গুণসমূহের স্ফুরণ সম্পাদিত হয়। অনন্তর নাম, রূপ, গুণ এবং তৎপরিকর সমূহের সম্যক্ স্ফূর্ত্তি হইলেই লীলাস্ফুরণ সুষ্ঠুরূপে সম্পন্ন হইয়া থাকে। এই অভিপ্রায়েই সাধনক্রম লিখিত হইয়াছে। কীর্ত্তন ও স্মরণ বিষয়েও এইরূপ ক্রম জ্ঞাতব্য।

বিশুদ্ধ ভক্তিরসে প্রবেশাধিকার লাভেচ্ছু ব্যক্তিগণকে আমরা শ্রীশ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ প্রণীত জৈবধর্ম্ম, শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত, শ্রীহরিনামচিন্তামণি, ভজন-রহস্য প্রভৃতি গ্রন্থ বিশেষ মনোভিনিবেশ সহকারে শুদ্ধভক্ত সাধুসঙ্গে পুনঃ পুনঃ অনুশীলনের জন্য অনুরোধ জানাইতেছি। ঠাকুর তাঁহার ভজনরহস্য গ্রন্থের প্রথমেই অষ্টকালীয় সেবার উদ্দীপনালাভার্থ শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষাষ্টককে বিশেষভাবে আশ্রয় করিবার উপদেশ পূর্ব্বক কহিতেছেন—

"এই শিক্ষাষ্টকে কহে কৃষ্ণলীলাক্রম।
ইহাতে ভজনক্রমে লীলার উদ্গম॥
প্রথমে প্রথম শ্লোক ভজ কিছু দিন।
দ্বিতীয় শ্লোকেতে তবে হও ত' প্রবীণ॥
চারিশ্লোকে ক্রমশঃ ভজন পক্ক কর।
পঞ্চমশ্লোকেতে নিজ সিদ্ধদেহ ধর॥
ঐ শ্লোকে সিদ্ধদেহে রাধাপদাশ্রয়।
আরম্ভ করিয়া ক্রমে উন্নতি উদয়॥
ছয় শ্লোক ভজিতে অনর্থ দূরে গেল।
তবে জান সিদ্ধদেহে অধিকার হৈল॥
অধিকার না লভিয়া সিদ্ধদেহ ভাবে।
বিপর্য্যয় বুদ্ধি জন্মে শক্তির অভাবে॥
সাবধানে ক্রম ধর যদি সিদ্ধি চাও।
সাধুর চরিত দেখি শুদ্ধবুদ্ধি পাও॥
সিদ্ধদেহ পেয়ে ক্রমে ভজন করিলে।
অষ্টকাল সেবাসুখ অনায়াসে মিলে॥
শিক্ষাষ্টক চিন্ত, কর স্মরণ কীর্ত্তন।
ক্রমে অষ্টকাল সেবা হবে উদ্দীপন॥
সকল অনর্থ যাবে পাবে প্রেমধন।
চতুর্ব্বর্গ ফল্গুপ্রায় হবে অদর্শন॥"

শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দের অষ্টকালীয় লীলা-স্মরণ-মনন-লালসা অত্যন্ত ভাগ্যবান্ ভক্তেরই হইয়া থাকে, কিন্তু অনধিকারচর্চ্চা কোন কালেই মঙ্গলাবহ হয় না। ঠাকুর তাঁহার শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত গ্রন্থের 'ষষ্ঠবৃষ্টি ষষ্ঠধারা' অধ্যায়ে লিখিতেছেন—

"এই দৈনন্দিনী অপ্রাকৃত রাধাকৃষ্ণ-নিত্যলীলা পাঠ করিবার সকলের অধিকার নাই। ইহা পরমাদ্ভুত রহস্য,—বিশেষ গোপনে রাখা কর্ত্তব্য। যিনি ইহার অধিকারী নন, তাঁহাকে এই লীলা শ্রবণ করান' হইবে না। জড়বদ্ধজীব যে পর্য্যন্ত চিত্তস্বের রাগমার্গে **'লোভ'** প্রাপ্ত না হয়, সে পর্য্যন্ত তাঁহার নিকট হইতে এই লীলা বর্ণনা গুপ্ত রাখা কর্ত্তব্য। **নাম-রূপ-গুণ-লীলার অপ্রাকৃতত্ব অর্থাৎ শুদ্ধ চিন্ময়স্বরূপ যে পর্য্যন্ত হৃদয়ে উদিত না হয়, সে পর্য্যন্ত এই** লীলা শ্রবণের অধিকার হয় না। অনধিকারিগণ এই লীলা পাঠ করিয়া কেবল মায়িকভাবে জড়ীয় স্ত্রীপুরুষসঙ্গাদি ধ্যান করত অপগতি লাভ করিবেন। পাঠক মহাশয়গণ সাবধান হইয়া নারদের ন্যায় অপ্রাকৃত শৃঙ্গার-সংস্কার লাভ করিয়া এই লীলায় প্রবেশ করিবেন। নতুবা মায়িক কুতর্ক আসিয়া তাঁহাদের হৃদয়কে অন্ধকারে পাতিত করিবে। অধিকারিগণের এই লীলা-বর্ণন নিত্যপাঠ্য ও চিন্তনীয়। ইহা সর্ব্বপাপহর ও অপ্রাকৃত ভাবপ্রদ। এই লীলা নরলীলা বটে, কিন্তু লৌকিকের ন্যায় হইয়াও সর্ব্বশক্তিমান্ ও সর্ব্বমঙ্গলময় পুরুষের সম্বন্ধে অত্যন্ত চমৎকাররূপে অলৌকিকী।"

শ্রীল রায় রামানন্দের দেবদাসীকে শ্রীজগন্নাথবল্লভ নাটক শিক্ষাদান-প্রসঙ্গে শ্রীমন্মহাপ্রভু বলিয়াছিলেন—

"এক রামানন্দের হয় এই অধিকার।
তাতে জানি অপ্রাকৃত দেহ তাঁহার॥
তাঁহার মনের ভাব তেঁহ জানে মাত্র।
তাহা জানিবারে আর দ্বিতীয় নাহি পাত্র॥"

এই প্রসঙ্গে শ্রীল কবিরাজ গোস্বামীও লিখিয়াছেন—

"ব্রজবধূ-সঙ্গে কৃষ্ণের রাসাদি বিলাস।
যেই জন কহে, শুনে করিয়া **বিশ্বাস**॥
হৃদ্‌রোগ কাম তাঁর তৎকালে হয় ক্ষয়।
তিনগুণ ক্ষোভ নহে, মহাধীর হয়॥
উজ্জ্বল মধুর রস প্রেমভক্তি পায়।
আনন্দে কৃষ্ণমাধুর্য্যে বিহরে সদায়॥
"বিক্রীড়িতং ব্রজবধূভিরিদঞ্চ বিষ্ণোঃ
শ্রদ্ধান্বিতোঽনুশৃণুয়াদথ বর্ণয়েদ্ যঃ।
ভক্তিং পরাং ভগবতি প্রতিলভ্য কামং
হৃদ্‌রোগমাশ্বপহিনোত্যচিরেণ ধীরঃ॥"

(ভাঃ ১০।৩৩।৩৯)

[অর্থাৎ যিনি অপ্রাকৃত শ্রদ্ধান্বিত হইয়া এই রাস-পঞ্চাধ্যায়ে ব্রজবধূদিগের সহিত কৃষ্ণের অপ্রাকৃত ক্রীড়া-বর্ণন শুনেন বা বর্ণন করেন, সেই ধীর পুরুষ ভগবানে যথেষ্ট পরাভক্তি লাভ করতঃ হৃদ্‌রোগরূপ জড়কামকে শীঘ্রই দূর করেন।"]

"যে শুনে, যে পড়ে, তাঁর ফল এতাদৃশী।
সেই ভাবাবিষ্ট, যেই সেবে অহর্নিশি॥
তাঁর ফল কি কহিমু, কহনে না যায়।
নিত্যসিদ্ধ সেই, প্রায়-সিদ্ধ তাঁর কায়॥
রাগানুগমার্গে জানি রায়ের ভজন।
সিদ্ধদেহতুল্য, তা'তে 'প্রাকৃত' নহে মন॥"

—শ্রীচরিতামৃতের এই সকল বাক্য আলোচনা করিতে গিয়া ভক্তব্রুবগণের মধ্যে নানা কদর্থের অবতারণা হয়। পরমারাধ্য প্রভুপাদের শুদ্ধভক্তি-সিদ্ধান্তবাণী এই যে,—

"যে ব্যক্তি শ্রীমদ্ ভাগবতবর্ণিত কৃষ্ণের **অপ্রাকৃত** রাসাদি মধুর লীলা নিজের **অপ্রাকৃত হৃদয় দ্বারা বিশ্বাস করিয়া বর্ণন করেন বা শ্রবণ করেন,** তাঁহার প্রাকৃত মনসিজ কাম সম্পূর্ণরূপে ক্ষীণ হইয়া যায়। **অপ্রাকৃত কৃষ্ণলীলার বক্তা বা শ্রোতা অপ্রাকৃত রাজ্যেই নিজের অস্তিত্ব অনুভব করায়, প্রকৃতির গুণত্রয় তাঁহাকে পরাভূত করিতে সমর্থ হয় না।** তিনি জড়ে পরম নির্গুণ-ভাব-বিশিষ্ট হইয়া অচঞ্চল-মতি এবং কৃষ্ণসেবায় নিজাধিকার বুঝিতে সমর্থ। প্রাকৃত-সহজিয়াগণের ন্যায় এই প্রসঙ্গে কেহ যেন এরূপ মনে না করেন যে, 'প্রাকৃত-কামলুব্ধ জীব সম্বন্ধজ্ঞান লাভ করিবার পরিবর্ত্তে প্রাকৃত বুদ্ধিবিশিষ্ট হইয়া নিজ ভোগময় রাজ্যে বাস করতঃ সাধন-ভক্তি পরিত্যাগপূর্ব্বক কৃষ্ণের রাসাদি অপ্রাকৃত বিহার বা লীলাকে নিজ-সদৃশ প্রাকৃত ভোগের আদর্শ জানিয়া তাহার শ্রবণ ও কীর্ত্তনাদি করিলেই তাঁহার জড় কাম বিনষ্ট হইবে।' ইহা নিষেধ করিবার জন্যই মহাপ্রভু **বিশ্বাস** (চৈঃ চঃ অন্ত্য ৫।৪৫) শব্দদ্বারা প্রাকৃতসহজিয়াগণের প্রাকৃতবুদ্ধি নিরসন করিয়াছেন। শ্রীশুকও (ভাঃ ১০।৩৩।৩০ শ্লোকে) বলিয়াছেন—

"নৈতৎসমাচরেজ্জাতু মনসাপি হ্যনীশ্বরঃ।
বিনশ্যত্যাচরন্ মৌঢ্যাদ্যথাঽরুদ্রোঽব্ধিজং বিষম্॥"

আমাদের এই সকল সাবধানসূচক বাক্য আলোচনা করিতে দেখিয়া কেহ যেন আমাদিগকে রাগমার্গের পরিপন্থী বিচার না করিয়া বসেন। রাসলীলা শ্রীভগবানের সর্ব্বলীলামুকুটমণি, তাহাই ত' আমাদের নিত্য আরাধ্য। কিন্তু তাহা কেশ-শেষাদ্যগম্য, কোন কৃত্রিম ভাবাবলম্বনে কামাদি-কষায়-কলুষিত চিত্তদ্বারা চিন্তনীয় হইতে পারেন না। এইজন্য আমাদের পরমকরুণাময় গুরু-পাদপদ্ম আমাদিগকে সর্ব্বাবস্থায় সর্ব্বতোভাবে শ্রীনামের শরণাপন্ন হইতে বলিয়া গিয়াছেন, নামী অপেক্ষাও করুণাময় নাম আমাদিগকে কখনও বঞ্চনা করিবেন না, শ্রীনামই আমাদিগকে শ্রীনামের নাম-রূপ-গুণ-লীলা-মাধুর্য্য আস্বাদন-সৌভাগ্য প্রদান করিয়া আমাদিগকে কৃত-কৃতার্থ করিবেন—সকল অপ্রাকৃত ভজনসম্পদের অধিকারী করিবেন। এক মুহূর্ত্তকালও যে একটু স্থির চিত্তে নাম গ্রহণ করিবার ধৈর্য্য ধারণ করিতে পারে না, সে কি সাহসে অপ্রাকৃত ভজনসম্পদে হাত বাড়াইতে যায়? বামন হইয়া চাঁদে হাত দিবার স্পর্দ্ধা কেবল হাস্যাস্পদই হইয়া থাকে মাত্র। নিরপরাধে নাম গ্রহণের যত্ন কর, নামের নিকট রাগ-ভজনের লালসা জ্ঞাপন কর, নামাশ্রয় কপটতা-শূন্য হইলে সর্ব্বশক্তিমান্ বাঞ্ছাকল্পতরু শ্রীনাম অবশ্যই আমাদের সকল বাঞ্ছা পূরণ করিবেন।

শ্রীজগন্নাথ স্তুতি

শ্রীজগন্নাথ দাস বাবাজী মহারাজ।
সার্ব্বভৌম বলে সব বৈষ্ণব সমাজ॥
ময়মন্ সিংহে তুমি আবির্ভূত হ'লে।
বহুদিন ব্রজে থাকি' নবদ্বীপে এলে॥
গৌরাঙ্গের জন্মস্থান নির্দ্দেশ করিলে।
তথা গিয়া প্রেমানন্দে নাচিতে লাগিলে॥
মায়াপুরে যোগপীঠে সেই স্মৃতি আছে।
নিমাইর জন্মস্থানে সকলে দেখিছে॥
চলিতে পার না তবু বহু নৃত্য কর।
যাহা দেখি' ভক্তবৃন্দ হয়েন কাতর॥
দেড়শত বর্ষ তুমি প্রকট থাকিয়া।
শুদ্ধভক্তি প্রচারিলে নিজে আচরিয়া॥
ভক্তির নিগূঢ় কথা ভক্তে জানাইলা।
সে কথার ব্যাখ্যা ভক্তিবিনোদ করিলা॥
গুরুসেবা, হরিনাম করিতে হইবে।
মায়ামুক্ত হ'য়ে, তবে কৃষ্ণপদ পাবে॥
ভকতিবিনোদ তব বহির্বাস ল'য়ে।
গোদ্রুমে থাকি কীর্ত্তন করে ত্যক্তগৃহ হ'য়ে॥
গৌরাঙ্গ প্রকট পক্ষে তব অপ্রকট।
শ্রীসমাধি নবদ্বীপে হইল প্রকট॥
গৌর-কৃষ্ণজন তুমি দয়ার সাগর।
স্তুতি নতি করে সদা দাস যাযাবর॥
তোমা স্কন্ধে বহিতেন শ্রীবিহারী দাস।
তাঁহাকেও বন্দি আমি তব কৃপা আশ॥

দুর্ব্বৃত্তের সুমতি

[পণ্ডিত শ্রীবিভুপদ পণ্ডা বি-এ, বি-টি কাব্য-ব্যাকরণ-পুরাণতীর্থ]

গ্রামের নাম 'অষ্টসহস্র'। গ্রামপ্রান্তে একটি কুটীর। কুটীরের আচ্ছাদন অতিশয় জীর্ণ। তৃণাচ্ছাদিত হইলেও তৃণের অভাব সুস্পষ্ট। প্রাচীর গাত্রে শিরা, উপশিরা তাহার বর্ষাকালের উপদ্রবের সাক্ষ্য বহন করিতেছে। কুটীরের চারিদিকে বাঁশের কঞ্চির বেড়া। তাহাতে একখণ্ড শতছিদ্র রমণীর পরিধেয় মলিন বসন রৌদ্রে দেওয়া হইয়াছে। গ্রীষ্মকালীন প্রখর-তেজঃ সূর্য্য-কিরণোদ্দীপ্ত মধ্যাহ্নে বাহির হইতে একটি আহ্বান আসিল 'বরদার্য্য!' একাধিকবার সেই আহ্বান। আহ্বানকারী একজন সন্ন্যাসী। সঙ্গে বহু শিষ্য।

আহ্বান শুনিয়া গৃহমধ্য হইতে উঁকি দিয়া বরদার্য্যপত্নী দেখিলেন, তাঁহাদের পরমারাধ্য গুরুদেব সশিষ্য তাঁহাদের কুটীরে উপস্থিত হইয়াছেন। গুরুদেবের স্বেচ্ছায় শুভ পদার্পণে তিনি আনন্দে আত্মহারা হইয়া তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিবার জন্য ব্যগ্র হইয়া পড়িলেন। কিন্তু হায়, তিনি যে প্রায় বিবস্ত্রা, করতালির শব্দ করিয়া তাঁহার অবস্থা জানাইলেন। সর্ব্বজ্ঞ সুবিজ্ঞ যতিরাজ বাহিরে জীর্ণ মলিন বসন ও ভিতরের করতালিশব্দে বুঝিতে পারিলেন—নিশ্চয়ই দীনদরিদ্রবরদার্য্যপত্নী বস্ত্রাভাবে গৃহাভ্যন্তর হইতে বাহির হইতে পারিতেছে না, করতালিশব্দে তাহা জানাইয়া দিতেছে। তখন তিনি একখানি উত্তরীয় বসন গৃহমধ্যে নিক্ষেপ করিলেন। তাহা পাইয়া ও তাহা পরিধান করতঃ বরদার্য্য-পত্নী তাঁহাদের ন্যায় দরিদ্রের গৃহে শ্রীগুরুপাদপদ্মের অপ্রত্যাশিত শুভাগমনে অত্যুল্লসিত চিত্তে দ্রুত পদবিক্ষেপে বাহিরে আসিয়া শ্রীগুরুচরণে ভূলুণ্ঠিত হইয়া প্রণাম করিলেন। পরে করজোড়ে নিবেদন করিলেন যে, তাঁহার স্বামী ভিক্ষার্থ বাহিরে গিয়াছেন, শীঘ্রই প্রত্যাবর্ত্তন করিবেন। এই বলিয়া তিনি তাঁহাদের পাদপ্রক্ষালনার্থ জল আনিয়াদিলেন এবং নিজগৃহে জীর্ণ আসনাদি যাহা ছিল তাহা দিয়া তাঁহাদিগকে উপবেশন করিবার প্রার্থনা জানাইলেন।

যিনি সেই কুটীরে আসিয়া পৌছিয়াছিলেন, তিনি বরদার্য্যের গুরুদেব বিশ্ববিশ্রুত শ্রীরামানুজাচার্য্য। তিনি একজন ধনবান শিষ্যের গৃহে যথাযোগ্য অভ্যর্থনা না পাইয়া এই দীন দরিদ্র ভিখারী ব্রাহ্মণ শিষ্যের কুটীরে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন।

ব্রাহ্মণী গুরুদেবের যথাযোগ্য অভ্যর্থনা করিয়া গৃহে প্রবেশ করিলেন ভোগরন্ধনের জন্য। কিন্তু মনে মনে মহাদুশ্চিন্তাগ্রস্ত হইয়া পড়িলেন, কি দিয়া ভোগরন্ধন করিবেন। গৃহে এমন কিছুই নাই যাহাদিয়া গুরুদেব-সহ এত জনের বিহিত সেবা হইতে পারে। স্বামী গিয়াছেন ভিক্ষায়, কখন ফিরিবেন, কি অবস্থায় ফিরিবেন, তাহা অনিশ্চিত। প্রতিদিন ভিক্ষায় যাহা পাওয়া যায়, তাহাতে তাঁহাদের দুই জনেরই সঙ্কুলান হয় না। অথচ গুরুদেবের সহিত বহু শিষ্য। কি উপায়ে তাঁহাদের যথোচিত সৎকার করা যাইবে। ব্রাহ্মণী ভাবিলেন আজ তাঁহাদের কঠিন পরীক্ষা। আমাদের মত দরিদ্রের ভাগ্যে গুরুসেবা ঘটা অসম্ভব। অথচ গুরুদেব স্বয়ং সমাগত। অল্প পুণ্যবান্ লোকের এ সৌভাগ্য ঘটে না। যে প্রকারে হউক গুরুসেবা করিতেই হইবে। তিনি চিন্তা করিতে লাগিলেন।

* * * *

"আমার আশা পূর্ণ হইবে ত'?"

"হাঁ, নিশ্চয়ই পূর্ণ হইবে। আমি কথা দিতেছি।"

"তুমি এই দ্বিপ্রহরের রৌদ্রে কি কারণে এখানে আসিয়াছ?"

"দেখুন আমাদের গুরুদেব শিষ্যগণসহ হঠাৎ আমাদের কুটীরে শুভ পদার্পণ করিয়াছেন। স্বামী ভিক্ষার জন্য বাহিরে গিয়াছেন। কখন ফিরিবেন তাহার ঠিক নাই, আবার ভিক্ষায় কি পাওয়া যাইবে তাহারও

কোন নিশ্চয়তা নাই। এমতাবস্থায় গুরুদেবের অভ্যর্থনার জন্য আমার কিছু দ্রব্যাদির প্রয়োজন। সেই কারণে আমি আপনার দ্বারস্থ হইয়াছি। আপনি যদি কিছু সেবোপকরণ প্রদান করেন, তাহা হইলে আমি গুরুদেবের সেবা করিয়া কৃতার্থ হইতে পারি। ইহার বিনিময়ে আপনি যাহা চাহিয়াছেন, তাহা পাইবেন।"

যাহার নিকট উপরিউক্ত অনুরোধ করা হইয়াছিল, সেই ব্যক্তির আনন্দের সীমা রহিল না। সে তৎক্ষণাৎ অতি আনন্দের সহিত তণ্ডুলাদি সর্ব্বপ্রকার দ্রব্য নিজ লোকজনের দ্বারা সেই রমণীর গৃহে পাঠাইয়া দিল।

কথা হইল, সেই দিনই রজনীযোগে সেই রমণী তাহার সহিত মিলিত হইবে।

* * * *

অতি অল্পসময়ের মধ্যে বিবিধ দ্রব্য আসিয়া পৌছিল। জ্বালানী-কাষ্ঠ হইতে আরম্ভ করিয়া রন্ধন-পাত্র, বিবিধ মশলাপাতিসহ বহু উপকরণ আনীত হইল। বরদার্য্য-পত্নী অতিনিষ্ঠার সহিত গুরুদেবের জন্য বিবিধ ব্যঞ্জনাদিসহ অন্ন রন্ধন করিলেন। পাককার্য্য সম্পন্ন হইলে অন্নব্যঞ্জনাদি ভগবানে নিবেদন করিয়া গুরুদেবকে সেবার জন্য আহ্বান করিলেন। গুরুদেব ও শিষ্যগণ আহারাদি সম্পন্ন করিয়া পরম পরিতৃপ্ত হইলেন। যে-ব্যক্তি গুরুসেবার দ্রব্যাদি সরবরাহ করিয়াছিল, তাহার গৃহ হইতে প্রেরিত চন্দ্রাতপ প্রভৃতির দ্বারা কুটীর-প্রাঙ্গণ ছায়াশীতল করিয়া মনোরম আসন রচনা করা হইয়াছিল। তথায় গুরুদেব বিশ্রামার্থ উপবেশন করিলেন এবং শিষ্যগণও যথাযোগ্য স্থানে বিশ্রামার্থ উপবিষ্ট হইলেন।

এই ভাবে গুরুদেবের সেবাকার্য্য সম্পন্ন করিয়া বরদার্য্যপত্নী গুরুদেবের প্রসাদ লইয়া স্বামীর আগমন প্রতীক্ষায় বসিয়া আছেন, এমন সময় ব্রাহ্মণ ভিক্ষা হইতে ঘর্ম্মাক্ত কলেবরে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। আসিয়া দেখিলেন, তাঁহার কুটীর-প্রাঙ্গণ আলোকিত করিয়া তাঁহারই নিত্যারাধ্য শ্রীগুরুদেব উপবিষ্ট। শিষ্যগণও যথাযোগ্যস্থানে উপবেশন করিয়াছেন। দেখিবামাত্র ভয়মিশ্রিত আনন্দে আত্মহারা হইয়া জয়গানসহ গুরুদেবের চরণে সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাত করিলেন। আনন্দ এই কারণে যে—বহুদিন পরে নিজগৃহেই অপ্রত্যাশিতভাবে গুরুদেবের সাক্ষাৎকার, যাঁহার দর্শন সহজে পাওয়া যায় না। আর ভয় এই কারণে যে, কি প্রকারে গুরুদেবের সেবা করা হইবে। ভিক্ষায় যাহা পাওয়া গিয়াছে তাহাতে সশিষ্য গুরুদেবের সেবা কিছুতেই সম্ভব নহে। তিনি বুঝিতে পারেন নাই যে গুরুদেব আহারাদি সম্পন্ন করিয়া বিশ্রামার্থ উপবিষ্ট। তিনি কম্পিত পদে অতি সত্বর গৃহমধ্যে প্রবেশ করিলেন। ততক্ষণে তাঁহার হৃৎকম্প উপস্থিত হইয়াছে। কিন্তু গৃহমধ্যে প্রবেশ করিয়া দেখিতে পাইলেন ও জানিতে পারিলেন যে, গুরুদেবের যথোপযুক্ত সেবা করা হইয়াছে এবং তাঁহার সহধর্ম্মিণী গুরুদেবের প্রসাদ লইয়া তাঁহার জন্য অপেক্ষা করিতেছেন। তিনি অধীর আগ্রহে জিজ্ঞাসা করিলেন—'এ ব্যাপার কি? কি প্রকারে এই গুরুতর কার্য্য সম্পন্ন হইল?' তখন পতিব্রতা বলিলেন—'প্রভো! আপনি ব্যস্ত হইবেন না। এখন স্নানাদি করিয়া প্রসাদ সেবা করুন। পরে আমি সমুদ্য ব্যাপার নিবেদন করিব।' তাহাই হইল—ব্রাহ্মণ স্নানাদি সমাপন করিয়া প্রসাদ সেবা করিলেন।

ব্রাহ্মণ ও ব্রাহ্মণী গুরুসেবায় প্রীত হইলে, স্বামীর প্রশ্নে সতী সহধর্ম্মিণী বলিতে লাগিলেন— গুরুদেবের হঠাৎ শুভাগমনে কি প্রকারে তাঁহার সেবা করা হইবে চিন্তা করিতেছি। আপনি ত' গৃহে উপস্থিত নাই, ভিক্ষা হইতে কখন কোন্ অবস্থায় ফিরিবেন, তাহাও অনিশ্চিত। সুতরাং কি করণীয় চিন্তা করিলাম। এমন সময় হঠাৎ স্মরণে উদিত হইল, আমাকে পাইবার জন্য এই গ্রামের ধনশালী বণিক বহুদিন হইতেই চেষ্টা করিয়া আসিতেছে। প্রচুর অর্থদিদ্বারা আমাকে প্রলুব্ধ করিবারও বহু চেষ্টা করিয়াছে। আমি সেই সমস্ত ঘৃণাভরে প্রত্যাখ্যান করিয়াছি, আজ অন্যোপায় হইয়া সেই পাপিষ্ঠের দ্বারস্থ হইলাম। মনে ভাবি-

লাম, ভগবান্‌ই আমাকে রক্ষা করিবেন। বর্ত্তমান কর্ত্তব্য ত' সাধন করি। ভাবিলাম, গুরুসেবাই ভগবৎসেবা, ইহা বহুবার আপনার মুখে শুনিয়াছি। আরও শুনিয়াছি যে, ভগবান্ বলিয়াছেন—'মন্নিমিত্তং কৃতং পাপমপি ধর্ম্মায় কল্পতে।' 'আমার নিমিত্ত কোন পাপকর্ম্ম অনুষ্ঠিত হইলে তাহাও ধর্ম্মে পর্য্যবসিত হয়।' এইসব চিন্তা করিয়া ভবিষ্যতে যাহা ঘটে ঘটুক, বর্ত্তমান নিজ শরীর বিক্রয়ের প্রস্তাব করিয়া গুরুসেবার উপকরণ সংগ্রহ করা উচিত মনে করতঃ তাহার গৃহে গমন করিলাম। মনে করিলাম, গুরুদেব যখন গৃহে শুভ পদার্পণ করিয়াছেন, তখন তাঁহার যথোপযুক্ত সেবা অবশ্য করিতে হইবে। এইসব নানা প্রকার চিন্তা করিয়া এই ঘৃণিত প্রস্তাব লইয়া প্রকাশ্য দিবালোকে প্রচণ্ড রৌদ্রেও তাহার গৃহে উপস্থিত হইয়া সমুহ বৃত্তান্ত নিবেদন করায় সে বিশেষ আনন্দিত চিত্তে এইসব দ্রব্য পাঠাইয়া দিয়াছে। কথা হইয়াছে, অদ্যই রজনীযোগে তাহার সহিত মিলিত হইতে হইবে। প্রভো! এই শরীর ত' আপনার সেবায় উৎসর্গীকৃত। আপনার অনুমতি না লইয়াই এই ব্যবস্থা করিয়াছি। এখন আমাকে উপদেশ দিন, এ অবস্থায় আমার করণীয় কি? কি উপায় অবলম্বন করিলে কোন অসুবিধার সৃষ্টি হইবে না।

এইসব বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া গুরুসেবাব্রতী ব্রাহ্মণ বরদার্য্য বিন্দুমাত্র ক্রুদ্ধ হইলেনই না, অধিকন্তু অতীব প্রীত হইয়া বলিলেন—"তুমি প্রকৃত সাধ্বী সহধর্ম্মিণীর কার্য্য করিয়াছ। তুমি যে বুদ্ধি করিয়া যেন কেনাপ্যুপায়েন সর্ব্বাগ্রে গুরুসেবার সুব্যবস্থা করিয়াছ, ইহা অতি উত্তম হইয়াছে। গুরুসেবা না করিতে পারিলে আজ আমাদের যে মহাপরাধ হইত, তাহা হইতে তুমি আমাকে রক্ষা করিয়াছ, তজ্জন্য তোমাকে অশেষ সাধুবাদ প্রদান করিতেছি। বিশেষতঃ তুমি ত' নিজ ইন্দ্রিয় চরিতার্থ করিবার জন্য এই ব্যবস্থা অবলম্বন কর নাই, করিয়াছ গুরুসেবার জন্য। তুমি স্বচ্ছন্দে তোমার প্রতিশ্রুতি পালন কর। আমি দৃঢ়তার সহিত বলিতেছি, কেহই তোমার কেশাগ্র স্পর্শ করিতে সাহস করিবে না। ভগবান্ অন্তর্যামী, তিনি যেমন একদিকে মনুষ্যের দর্প চূর্ণ করেন, তেমনি সতীর সতীত্ব, ধার্ম্মিকের ধর্ম্ম তিনিই রক্ষা করেন। তিনিই অন্তর্য্যামি-সূত্রে তোমাকে এই ব্যবস্থা অবলম্বনের প্রেরণা দিয়াছেন, আবার তিনিই তোমার সতীত্ব রক্ষা করিবেন। তুমি নিঃসঙ্কোচে বণিকের গৃহে গমন কর। যাইবার সময় কিছু ভগবৎপ্রসাদ সঙ্গে লইয়া যাইবে। দেখিবে, এই ভগবৎপ্রসাদ সম্মান করিলেই তাহার সমস্ত চিত্তমালিন্য দূরীভূত হইবে।"

সেই দিবস শিষ্যদম্পতীর আগ্রহাতিশয্যে শ্রীরামানুজাচার্য্য সেইস্থানেই রাত্রিবাস করিলেন। রাত্রিতেও যথারীতি গুরুসেবার ব্যবস্থা করা হইল। ব্রাহ্মণ-গৃহ আজ কৃষ্ণকীর্ত্তন মুখরিত, সাক্ষাৎ বৈকুণ্ঠপুরী হইয়াছে। আহারাদি সম্পন্ন করিয়া শ্রীগুরুদেব এবং অন্যান্য সকলেই পরমসুখে বিশ্রাম করিতে লাগিলেন।

* * * * * *

রাত্রি অধিক হইয়াছে, শেঠ অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করিতেছে, আশঙ্কা, পাছে রমণী তাহার কথা রক্ষা না করে। সে জানে—'বিশ্বাসো নৈব কর্ত্তব্যঃ স্ত্রীষু'। সে দ্রব্যাদি পাঠাইয়া দিয়া নানাবিধ চিন্তা-স্রোতে ভাসিতেছিল। সে কখনও ব্রাহ্মণীর গুরুভক্তির কথা ভাবিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইতেছিল, কখনও বা অভীষ্টসিদ্ধির কাল্পনিক সুখে নিমগ্ন হইতেছিল। আবার কখনও নিজের জঘন্য প্রবৃত্তির নীচতার সহিত রমণীর প্রবৃত্তির মহত্ব তুলনা করিতেছিল। সংস্কার গত মনোবৃত্তি তাহাকে ত্যাগ করিতেছে না। কিন্তু পরমা ভক্তিমতী পতিব্রতা ব্রাহ্মণী সতী প্রতিশ্রুতি রক্ষা করিতে চলিয়াছেন। হস্তে মহাপ্রসাদের পাত্র। যদিও তিনি পতিগুরুর আশীর্ব্বাদ ও অভয়বাণী পাইয়াছেন, তথাপি অন্তরে যথেষ্ট পরিমাণে ভয় রহিয়াছে। শেঠগৃহে পদার্পণ করিতেই শেঠের হৃদয়ে আনন্দের শিহরণ, শরীরে রোমাঞ্চ। সে রমণীকে আপ্যায়ন করিবার জন্য অগ্রসর হইয়া আসিল। কিন্তু পরক্ষণেই ব্রাহ্মণ-পত্নীর সত্যনিষ্ঠা ও নিষ্কপট গুরুসেবাফলে লব্ধ শারীরিক অপূর্ব্ব তেজঃ এবং হস্তে মহাপ্রসাদের পাত্র দর্শন করিয়াই তাহার চিত্তের সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তন সাধিত হইল। মুহূর্ত্তের মধ্যেই তাহার দুষ্প্রবৃত্তি কোথায় অন্তর্হিত হইয়া গেল। সে

ভাবিল—"কে এই মহীয়সী রমণী! যাহাকে আমার জঘন্য বাসনা চরিতার্থ করিবার উদ্দেশ্যে কতবার পাইতে চাহিয়াছিলাম, কিন্তু পুনঃ পুনঃ প্রত্যাখ্যাত হইয়াছি। প্রচুর অর্থের লোভও যাহাকে বিচলিত করে নাই, আমার ঘৃণিত প্রস্তাব ঘৃণাভরে প্রত্যাখ্যান করিয়াছে, কিন্তু আজ সে স্বয়ং এই তমিস্রাচ্ছন্ন রজনীতে নিজ প্রতিশ্রুতি রক্ষা করিতে আসিয়াছে। অহো! সত্যরক্ষার কি অপূর্ব্ব মনোবল!" শেঠ এইসব চিন্তা করিতেছে। ব্রাহ্মণী তাহাকে মহাপ্রসাদ সম্মান করিতে অনুরোধ করিলেন। ইতস্ততঃ না করিয়া শেঠ প্রসাদ সেবা করিতে বসিল। প্রসাদ সম্মান করার পরক্ষণেই তাহার চিত্তে এক দারুণ অনুশোচনা আসিল। দাবানলবৎ যন্ত্রনায় বিহ্বল হইয়া সে ক্রন্দন করিতে করিতে ব্রাহ্মণীর চরণে পতিত হইয়া বলিল—"জননী, আমি যে পৈশাচিক দৃষ্টিভঙ্গীতে আপনাকে ইতঃপূর্ব্বে দর্শন করিয়াছি, সে ঘৃণিত দৃষ্টিভঙ্গী আর আমার নাই। সেই পাপচক্ষুঃ আমার দগ্ধীভূত হইয়াছে। আপনি আমার জননী। আপনার সাহচর্য্যে আমার জ্ঞাননেত্র বিকশিত হইয়াছে। আমাকে ক্ষমা করুন, মাতঃ! আমাকে ঘোর নরক হইতে উদ্ধার করুন। আমি মহাপাপী, আপনি ভিন্ন আর কেহই এ মহাপাতকীকে উদ্ধার করিতে পারিবে না। আমি সাক্ষাৎ ভগবতীর প্রতি কামদৃষ্টি করিয়াছিলাম। আপনি নিশ্চিন্তে এবং নির্ভয়ে গৃহে গমন করুন।" এই বলিয়া শেঠ সতীসাধ্বী ব্রাহ্মণী-চরণে পুনঃ পুনঃ প্রণত হইয়া তাঁহাকে বিদায় দিল এবং তাঁহাকে নিজ গৃহে রাখিয়া আসিবার জন্য স্বয়ং বাহির হইল।

বরদার্য্য শেঠগৃহের বাহিরে অপেক্ষা করিতেছিলেন। তিনি সমস্ত ব্যাপার দূর হইতে লক্ষ্য করিতেছিলেন। তিনি শেঠের আচরণে অত্যন্ত প্রীত হইয়া বলিলেন—'আপনি যে আমাদের গুরুসেবার আনুকূল্য করিয়াছেন, তাহার ফলে এবং মহাপ্রসাদ সম্মান করার ফলে আপনার এই পরিবর্ত্তন। আপনার কল্যাণ হউক।'

পরদিবস প্রাতঃকালে সেই বণিক বরদার্য্যের গৃহে আগমন করিয়া ক্রন্দন করিতে করিতে শ্রীরামানুজাচার্য্যের চরণে পতিত হইয়া সমস্ত বৃত্তান্ত নিবেদন করিল। যতিরাজও এইসব বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া যারপর নাই বিস্মিত হইলেন এবং ভগবদ্ভক্তিতে আপ্লুত হইয়া অশ্রু বিসর্জ্জন করিতে লাগিলেন। অনন্তর তিনি বরদার্য্য ও তাহার পত্নীকে অগণ্য ধন্যবাদ দিয়া তাহাদিগকে আশীর্ব্বাদ করিলেন এবং বণিককে উঠাইয়া নানা সদুপদেশ দিয়া যথারীতি বৈষ্ণব মতে দীক্ষিত করিলেন।

সেই বণিকও আজ এক নূতন মানুষে পরিণত হইয়াছেন। তাঁহার কামপিপাসা ও বিষয় বাসনা সম্পূর্ণরূপে তিরোহিত হইয়াছে। তাঁহার আত্মীয়-স্বজন ও অধীনস্থ ব্যক্তিগণ তদ্দর্শনে অত্যন্ত বিস্ময়াবিষ্ট হইলেন। তিনি স্বয়ং সমুদ বৃত্তান্ত সকলের নিকট নিঃসঙ্কোচে বিবৃত করিয়া নিজ চিত্তবৃত্তির পরিবর্ত্তনের কারণ জ্ঞাপন করিলে সকলে তাঁহার সাধুবাদ করিতে লাগিলেন। তাঁহার জীবন ধন্য হইল।

শুদ্ধভক্ত সাধুসঙ্গের এইরূপ অপূর্ব্ব মহিমা। সাধুগণ কখনও ভগবদিতর-বিষয় আলোচনা করেন না। বিষয়াভিনিবেশই মানুষকে ভগবৎসম্পর্ক হইতে বিচ্যুত করিয়া নানাপ্রকার ইতর কামনায় নিমজ্জিত করিয়া রাখে। কিন্তু সাধুসঙ্গের ফলে তাহা হইতে নিষ্কৃতি লাভ হইয়া থাকে এবং ক্রমশঃ চিত্তের উন্নততর অবস্থা প্রাপ্ত হইয়া জীবের ভগবদ্ভজনের প্রবৃত্তি জাগরিত করিতে পারে। শ্রীশঙ্করাচার্য্যপাদ বলিয়াছেন,- "ক্ষণমিহ সজ্জন সঙ্গতিরেকা। ভবতি ভবার্ণবতরণে নৌকা॥" সৌভাগ্যক্রমে সাধুসঙ্গ অতি অল্পকাল হইলেও পরম কল্যাণ লাভ হয়। একটি বারবনিতা শ্রীল হরিদাস ঠাকুরের সঙ্গ লাভ করিয়া পাপকার্য্য হইতে বিরতা হইয়া সদ্গতি লাভ করিয়াছিল। জগাই মাধাইর ইতিবৃত্ত কে না জানে? মহাজনগণ বলেন,—

"সাধুসঙ্গ সাধুসঙ্গ সাধুসঙ্গ সার।
সংসার-জিনিতে অন্য বস্তু নাহি আর॥"

ক্ষণকাল সাধুসঙ্গের ফলেই বণিকের অপূর্ব্ব পরিবর্ত্তন সাধিত হইল।

বেহালায় 'শ্রীচৈতন্য আশ্রম' স্থাপন উপলক্ষে শ্রীবিগ্রহ-প্রতিষ্ঠা-মহোৎসব

খড়্গাপুরস্থ 'শ্রীচৈতন্য আশ্রম' প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা ও সভাপতি, প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের বিভিন্নস্থানে শ্রীচৈতন্যবাণী প্রচারকবর পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তি-কুমুদ সন্ত মহারাজ গত ৯ অগ্রহায়ণ, ইং ২৫ নভেম্বর শুক্রবার শ্রীশ্রীকৃষ্ণের রাস পূর্ণিমা শুভবাসরে বেহালা ২৩ নং ভূপেন রায় রোডে (কলিকাতা-৩৪) **'শ্রীচৈতন্য-আশ্রম'** নামক একটী শ্রীচৈতন্যবাণী প্রচারকেন্দ্র সংস্থাপন করিয়াছেন। উক্ত আশ্রমে ঐ দিবসই ত্রিদণ্ডিযতি শ্রীমদ্ ভক্তিভূদেব শ্রৌতী গোস্বামী মহারাজ ও ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিপ্রমোদ পুরী মহারাজের পৌরোহিত্যে শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-রাধামোহনজিউ আত্মপ্রকাশ করিয়াছেন। এতদুপলক্ষে ৮ অগ্রহায়ণ বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় শ্রীমন্দির সম্মুখস্থ প্রশস্ত-প্রাঙ্গণে একটি মহতী ধর্ম্মসভার আয়োজন হয়। সভাপতিত্ব করেন ঝাড়গ্রাম শ্রীগৌরসারস্বত মঠের অধ্যক্ষ ও আচার্য্য ত্রিদণ্ডিযতি শ্রীমদ্ ভক্তিভূদেব শ্রৌতী গোস্বামী মহারাজ এবং প্রধান অতিথি হন—সমগ্র ভারতব্যাপী শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের অধ্যক্ষ ও আচার্য্য ত্রিদণ্ডিযতি শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজ। বক্তব্যবিষয় নির্দ্ধারিত ছিল—শ্রীবিগ্রহসেবা ও পৌত্তলিকতা। ভাষণ দিয়াছিলেন—ত্রিদণ্ডিযতি শ্রীমদ্ ভক্তিপ্রমোদ পুরী গোস্বামী মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিবিকাশ হৃষীকেশ মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিবিলাস ভারতী মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিকুমুদ সন্ত মহারাজ এবং প্রধান অতিথি ও সভাপতি। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাশ্রিত সন্ন্যাসী ব্রহ্মচারী গৃহস্থ ও বানপ্রস্থ পুরুষ ও মহিলা ভক্ত শ্রীপাদ সন্ত মহারাজের এই মঠপ্রতিষ্ঠা উৎসবে যোগদান করিয়াছিলেন।

৯ই অগ্রহায়ণ শ্রীরাসপূর্ণিমা শুভবাসরে পূর্ব্বাহ্নে শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গ-রাধামদনমোহনজিউর প্রতিষ্ঠা কৃত্য সম্পাদিত হয়। শ্রীপাদ শ্রৌতী মহারাজ শ্রীপাদ সন্ত মহারাজকে দিয়া আচার্য্যবরণ, সঙ্কল্পাদি করাইয়া অর্চ্চা পূজনাদি কারুশালার কৃত্য করান; পরে শ্রীগৌরাঙ্গ, শ্রীবালগোপাল ও শ্রীরাধামদনমোহনজিউ শ্রীবিগ্রহকে মহাসঙ্কীর্ত্তন ও জয় জয়ধ্বনি মধ্যে বাহিরে স্নানবেদীতে আনা হয়। তথায় শ্রীল শ্রৌতী মহারাজ শ্রীমৎ পুরী মহারাজকে দিয়া পঞ্চগব্য, পঞ্চামৃত ও গঙ্গোদক দ্বারা ১০৮ ঘটে পুরুষসূক্ত পাবমানীসূক্ত ও শ্রীসূক্তঅবলম্বনে মহাভিষেক সম্পাদন করান। পরে শ্রীবিগ্রহগণকে শ্রীমন্দিরাভ্যন্তরে লইয়া গিয়া বিচিত্র বসনভূষণাদি দ্বারা শৃঙ্গার সেবা করান' হয়। তৎপর শ্রীমৎ পুরী মহারাজ ষোড়শোপচারে মহাপূজা সম্পাদন পূর্ব্বক বিচিত্র ভোগরাগ নিবেদন ও আরাত্রিকাদি বিধান করেন। এদিকে পণ্ডিত শ্রীমদ্ জগদীশ চন্দ্র পণ্ডা যথাবিধানে হোমকার্য্য সম্পাদন করেন। বেলা ১২টার মধ্যেই প্রতিষ্ঠাকৃত্য সুসম্পন্ন হয়। শ্রীবিগ্রহগণ সিংহাসনোপরি বিরাজিত হইয়া এক অপূর্ব্ব শোভাবিস্তার করিয়াছেন, সহস্র সহস্র নরনারী শ্রীমূর্ত্তি দর্শন করিয়া কৃত-কৃতার্থ হইতেছেন এবং সগৌরবে সন্ত মহারাজের জয়গান করিতেছেন। সকাল হইতে অবিশ্রান্ত কীর্ত্তন চলিতেছে, চৌদ্দ মৃদঙ্গের বাদ্যধ্বনি এবং শঙ্খ-ঘণ্টা-করতালধ্বনিসহ শত সহস্র কণ্ঠোত্থ সংকীর্ত্তনধ্বনি সম্মিলিত হইয়া শ্রীমঠের আকাশ বাতাস মুখরিত করিয়া তুলিতেছে। ভক্তহৃদয় আজ আনন্দে আত্মহারা। বেলা প্রায় ১২টা হইতেই মহাপ্রসাদ বিতরণ আরম্ভ হয়। সহস্র সহস্র নরনারী বিচিত্র ভগবৎ-প্রসাদান্ন পাইয়া ধন্য হন।

অপরাহ্ণ ৩ ঘটিকায় শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-রাধামদনমোহনজিউ (বিজয়-বিগ্রহ) সুসজ্জিত রথারোহণে বিরাট্ নগরসংকীর্ত্তন-শোভাযাত্রা-সহ নগরভ্রমণে বহির্গত হন, বহুস্থান ভ্রমণ করিয়া বহু ভাগ্যবান্ ভাগ্যবতী নর-

নারীকে দর্শন দিয়া সন্ধ্যায় শ্রীমঠে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। শোভাযাত্রায় পঞ্চশতাধিক ভক্ত নরনারী শ্রীবিগ্রহের অনুগমন করিয়াছিলেন।

সন্ধ্যারাত্রিকের পর শ্রীমঠপ্রাঙ্গণে পূর্ব্বদিবসের ন্যায় মহাসভার অধিবেশন হয়। অদ্যকার সভাপতি—স্বনামধন্য অধ্যাপক শ্রীজনার্দ্দন চক্রবর্ত্তী এবং প্রধান অতিথিও স্বনামধন্য শ্রীভবানী মুখোপাধ্যায় (সম্পাদক—বৈতানিক)। অদ্য ভাষণ দান করেন—শ্রীপাদ সন্ত মহারাজ, শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠাধ্যক্ষ আচার্য্যদেব, শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের সম্পাদক—শ্রীল তীর্থ মহারাজ এবং সভাপতি ও প্রধান অতিথি। অদ্যকার বাক্তব্যবিষয় ছিল—শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর দান-বৈশিষ্ট্য। অগণিত শ্রোতা। রাত্রি ১০টা পর্য্যন্ত সভার কার্য্য হয়। সভার উপসংহারে শ্রীপাদ সন্ত মহারাজ সভাপতি ও প্রধান অতিথি এবং বিশিষ্ট বক্তা ও শ্রোতৃবৃন্দকে ধন্যবাদ দান ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করেন। উৎসবের প্রাণস্বরূপ দিলীপ বাবু, ঘোষ বাবু প্রভৃতি মহাশয়গণের প্রতি স্বামীজী বিশেষ কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন।

দেরাদুনে শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠের নূতন শাখা সংস্থাপন

শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যদেবের আবির্ভাব ও লীলা-ক্ষেত্র বঙ্গদেশে নদীয়াজেলার শ্রীধাম-মায়াপুরান্তর্গত ঈশোদ্যানস্থ মূল শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠ ও ভারতব্যাপী তৎশাখামঠসমূহের অধ্যক্ষ পরিব্রাজকাচার্য্য পরম পূজনীয় ত্রিদণ্ডিগোস্বামী শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তিদয়িত মাধব মহারাজের আসমুদ্র হিমাচল শ্রীচৈতন্যবাণী প্রচারপ্রভাবে ভারতের বিভিন্ন স্থানে কতিপয় মঠ মন্দির প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে এবং তাঁহার শ্রীমুখনিঃসৃত কৃষ্ণকথামৃতপানে আকৃষ্টচিত্ত হইয়া তত্তৎস্থানস্থিত বহু ভাগ্যবান্ ও ভাগ্যবতী নরনারী তাঁহার শ্রীচরণাশ্রয় লাভের সৌভাগ্য বরণ করিয়াছেন। শ্রীহরিদ্বার বা গঙ্গাদ্বারের নিকটস্থ দেরাদুন সহরে তচ্চরণাশ্রিত প্রায় চতুঃশত ভক্ত অনেকদিন হইতেই তদঞ্চলে একটি শুদ্ধভক্তিপ্রচারকেন্দ্র সংস্থাপনার্থ পূজ্যপাদ আচার্য্যদেবের শ্রীচরণে প্রার্থনা-জানাইয়া আসিতেছিলেন। সম্প্রতি শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গের শুভেচ্ছা অনুকূলা হইবার সঙ্গে সঙ্গেই তথায় ১৮৭ নং ডি, এল রোডে প্রায় আটকাঠা জমির উপর ৭।৮ খানি প্রকোষ্ঠ-বিশিষ্ট একটি একতালা পাকাবাড়ীর সন্ধান পাওয়া যায়। উহাই গত ১৯ কেশব (৪৯১ শ্রীগৌরাব্দ), ২৮ অগ্রহায়ণ (১৩৮৪ বঙ্গাব্দ), ১৪ ডিসেম্বর (১৯৭৭ খৃষ্টাব্দ) বুধবার দিবস মঠার্থ রেজিষ্টার্ড শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠের নামে খরিদ করা হইয়াছে। উক্ত দিবসই পূজ্যপাদ মঠাধ্যক্ষ আচার্য্য-দেবের শুভেচ্ছা ও অনুমতি অনুসারে তচ্ছিষ্য ত্রিদণ্ডি-স্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিপ্রসাদ পুরী মহারাজ অন্যান্য মঠসেবক-গণসহ শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গগান্ধর্ব্বিকাগিরিধারীজিউর মুহু-র্মুহুঃ জয়ধ্বনি ও উচ্চনামসংকীর্ত্তন করিতে করিতে তাহাতে প্রবেশ করিয়াছেন এবং ঐ দিবস হইতেই তথায় দেরাদুন শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের শুভারম্ভ ঘোষণা করা হইয়াছে। দেরাদুনবাসী ভক্তবৃন্দের বহুদিনের পোষিত মনোঽভীষ্ট আজ শ্রীভগবান্ ও তদভিন্ন প্রকাশবিগ্রহ শ্রীগুরুপাদপদ্মের অহৈতুকী কৃপায় পরিপূরিত হইল। "গুরু-বৈষ্ণব-ভগবান্ তিনের স্মরণ। তিনের স্মরণে হয় বিঘ্নবিনাশন। অনায়াসে হয় নিজ বাঞ্ছিত পূরণ॥" উক্ত মঠের ঠিকানা—শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ১৮৭ নং ডি, এল রোড, পোঃ দেরাদুন, (ইউ, পি)।

নিয়মাবলী

১। "শ্রীচৈতন্য-বাণী" প্রতি বাঙ্গালা মাসের ১৫ তারিখে প্রকাশিত হইয়া দ্বাদশ মাসে দ্বাদশ সংখ্যা প্রকাশিত হইয়া থাকেন। ফাল্গুন মাস হইতে মাঘ মাস পর্য্যন্ত ইহার বর্ষ গণনা করা হয়।

২। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৬'০০ টাকা, ষাণ্মাসিক ৩'০০ টাকা, প্রতি সংখ্যা '৫০ পঃ। ভিক্ষা ভারতীয় মুদ্রায় অগ্রিম দেয়।

৩। পত্রিকার গ্রাহক যে কোন সংখ্যা হইতে হওয়া যায়। জ্ঞাতব্য বিষয়াদি অবগতির জন্য কার্য্যাধ্যক্ষের নিকট পত্র ব্যবহার করিয়া জানিয়া লইতে হইবে।

৪। শ্রীমন্মহাপ্রভুর আচরিত ও প্রচারিত শুদ্ধভক্তিমূলক প্রবন্ধাদি সাদরে গৃহীত হইবে। প্রবন্ধাদি প্রকাশিত হওয়া সম্পাদক-সঙ্ঘের অনুমোদন সাপেক্ষ। অপ্রকাশিত প্রবন্ধাদি ফেরৎ পাঠাইতে সঙ্ঘ বাধ্য নহেন। প্রবন্ধ কালিতে স্পষ্টাক্ষরে একপৃষ্ঠায় লিখিত হওয়া বাঞ্ছনীয়।

৫। পত্রাদি ব্যবহারে গ্রাহকগণ গ্রাহক-নম্বর উল্লেখ করিয়া পরিষ্কারভাবে ঠিকানা লিখিবেন। ঠিকানা পরিবর্ত্তিত হইলে এবং কোন সংখ্যা ঐ মাসের শেষ তারিখের মধ্যে না পাইলে কার্য্যাধ্যক্ষকে জানাইতে হইবে। তদন্যথায় কোনও কারণেই পত্রিকার কর্ত্তৃপক্ষ দায়ী হইবেন না। পত্রোত্তর পাইতে হইলে রিপ্লাই কার্ডে লিখিতে হইবে।

৬। ভিক্ষা, পত্র ও প্রবন্ধাদি কার্য্যাধ্যক্ষের নিকট নিম্নলিখিত ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে।

কার্য্যালয় ও প্রকাশস্থান :—

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ

৩৫, সতীশ মুখার্জ্জী রোড, কলিকাতা-২৬, ফোন-৪৬-৫৯০০।

শ্রীগৌড়ীয় সংস্কৃত বিদ্যাপীঠ

প্রতিষ্ঠাতা—শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাধ্যক্ষ পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিযতি শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজ।
স্থান :—শ্রীগঙ্গা ও সরস্বতীর (জলঙ্গী) সঙ্গমস্থলের অতীব নিকটে শ্রীগৌরাঙ্গদেবের আবির্ভাবভূমি শ্রীধাম-মায়াপুরান্তর্গত তদীয় মাধ্যাহ্নিক লীলাস্থল শ্রীঈশোদ্যানস্থ শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ।

উত্তম পারমার্থিক পরিবেশ। প্রাকৃতিক দৃশ্য মনোরম ও মুক্ত জলবায়ু পরিবেষ্টিত অতীব স্বাস্থ্যকর স্থান।

মেধাবী যোগ্য ছাত্রদিগের বিনা ব্যয়ে আহার ও বাসস্থানের ব্যবস্থা করা হয়। আত্মধর্ম্মনিষ্ঠ আদর্শ চরিত্র অধ্যাপক অধ্যাপনার কার্য্য করেন। বিস্তৃত জানিবার নিমিত্ত নিম্নে অনুসন্ধান করুন।

(১) প্রধান অধ্যাপক, শ্রীগৌড়ীয় সংস্কৃত বিদ্যাপীঠ
ঈশোদ্যান, পোঃ শ্রীমায়াপুর, জিঃ নদীয়া

(২) সম্পাদক, শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ
৩৫, সতীশ মুখার্জ্জী রোড, কলিকাতা-২৬

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় বিদ্যামন্দির

৮৬এ, রাসবিহারী এভিনিউ, কলিকাতা-২৬

শিশুশ্রেণী হইতে ৯ম শ্রেণী পর্য্যন্ত ছাত্রছাত্রী ভর্ত্তি করা হয়। শিক্ষাবোর্ডের অনুমোদিত পুস্তক-তালিকা অনুসারে শিক্ষার ব্যবস্থা আছে এবং সঙ্গে সঙ্গে ধর্ম্ম ও নীতির প্রাথমিক কথা ও আচরণগুলিও শিক্ষা দেওয়া হয়। বিদ্যালয় সম্বন্ধীয় বিস্তৃত নিয়মাবলী উপরি উক্ত ঠিকানায় কিংবা শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ৩৫, সতীশ মুখার্জ্জি রোড, কলিকাতা-২৬ ঠিকানায় জ্ঞাতব্য। ফোন নং ৪৬-৫৯০০।

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ হইতে প্রকাশিত গ্রন্থাবলী

(১) প্রার্থনা ও প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা— শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর রচিত—ভিক্ষা .৭০

(২) শরণাগতি—শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর রচিত— ,, .৭০

(৩) কল্যাণকল্পতরু ,, ,, ,, ,, .৮০

(৪) গীতাবলী ,, ,, ,, ,, .৭০

(৫) গীতমালা ,, ,, ,, ,, .৮০

(৬) জৈবধর্ম্ম ,, ,, ,, ,, ১২.৫০

(৭) মহাজন-গীতাবলী (১ম ভাগ)—শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর রচিত ও বিভিন্ন মহাজনগণের রচিত গীতিগ্রন্থসমূহ হইতে সংগৃহীত গীতাবলী— ভিক্ষা ১.৫০

(৮) মহাজন-গীতাবলী (২য় ভাগ) ঐ ,, ১.০০

(৯) শ্রীশিক্ষাষ্টক—শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমহাপ্রভুর স্বরচিত (টীকা ও ব্যাখ্যা সম্বলিত— ,, .৫০

(১০) উপদেশামৃত—শ্রীল শ্রীরূপ গোস্বামী বিরচিত (টীকা ও ব্যাখ্যা সম্বলিত)— ,, .৬২

(১১) শ্রীশ্রীপ্রেমবিবর্ত—শ্রীল জগদানন্দ পণ্ডিত বিরচিত — ,, ১.২৫

(১২) SREE CHAITANYA MAHAPRABHU, HIS LIFE AND PRECEPTS ; by THAKUR BHAKTIVINODE — Re. 1.00

(১৩) শ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীমুখে উচ্চ প্রশংসিত বাঙ্গালা ভাষার আদি কাব্যগ্রন্থ — শ্রীশ্রীকৃষ্ণবিজয় — — — ভিক্ষা ৬.০০

(১৪) ভক্ত-ধ্রুব—শ্রীমদ্ ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ সঙ্কলিত— — ,, ১.৫০

(১৫) শ্রীবলদেবতত্ত্ব ও শ্রীমন্মহাপ্রভুর স্বরূপ ও অবতার— ডাঃ এস্, এন্ ঘোষ প্রণীত — ,, ১.৫০

(১৬) শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা [শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তীর টীকা, শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের মর্ম্মানুবাদ, অন্বয় সম্বলিত] — — ,, ১০.০০

(১৭) প্রভুপাদ শ্রীশ্রীল সরস্বতী ঠাকুর (সংক্ষিপ্ত চরিতামৃত) — ,, .২৫

(১৮) একাদশীমাহাত্ম্য — — — ,, ২.০০

অতিমর্ত্ত্য বৈরাগ্য ও ভজনের মূর্ত্ত আদর্শ—

(১৯) গোস্বামী শ্রীরঘুনাথ দাস — শ্রীশান্তি মুখোপাধ্যায় প্রণীত — ,, ২.৫০

দ্রষ্টব্যঃ— ভিঃ পিঃ যোগে কোন গ্রন্থ পাঠাইতে হইলে ডাকমাশুল পৃথক্ লাগিবে।

প্রাপ্তিস্থান :— কার্য্যাধ্যক্ষ, গ্রন্থবিভাগ, ৩৫, সতীশ মুখার্জ্জী রোড, কলিকাতা-২৬

মুদ্রণালয় :—
শ্রীচৈতন্যবাণী প্রেস, ৩৪/১এ, মহিম হালদার ষ্ট্রীট, কালীঘাট, কলিকাতা-২৬

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

একমাত্র-পারমার্থিক মাসিক

শ্রীচৈতন্য-বাণী

১৭শ বর্ষ ✳ মাঘ — ১৩৮৪ ✳ ১২শ সংখ্যা

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, পল্টনবাজার, গৌহাটী

সম্পাদক

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ

প্রতিষ্ঠাতা :—

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাধ্যক্ষ পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিযতি শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজ

সম্পাদক-সঙ্ঘপতি :—

পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রমোদ পুরী মহারাজ

সহকারী সম্পাদক-সঙ্ঘ :—

১। মহোপদেশক শ্রীকৃষ্ণানন্দ দেবশর্মা ভক্তিশাস্ত্রী, সম্প্রদায়বৈভবাচার্য্য।

২। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিসুহৃদ্ দামোদর মহারাজ। ৩। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিবিজ্ঞান ভারতী মহারাজ।

৪। শ্রীবিভুপদ পণ্ডা, বি-এ, বি-টি, কাব্য-ব্যাকরণ-পুরাণতীর্থ, বিদ্যানিধি।

৫। শ্রীচিন্তাহরণ পাটগিরি, বিদ্যাবিনোদ

কার্য্যাধ্যক্ষ :—

শ্রীজগমোহন ব্রহ্মচারী, ভক্তিশাস্ত্রী।

প্রকাশক ও মুদ্রাকর :—

মহোপদেশক শ্রীমঙ্গলনিলয় ব্রহ্মচারী, ভক্তিশাস্ত্রী, বিদ্যারত্ন, বি, এস-সি

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, তৎশাখা মঠ ও প্রচারকেন্দ্রসমূহ :—

মূল মঠ :— ১। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ঈশোদ্যান, পোঃ শ্রীমায়াপুর (নদীয়া)

প্রচারকেন্দ্র ও শাখামঠ :—

২। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ৩৫, সতীশ মুখার্জ্জি রোড, কলিকাতা-২৬। ফোন : ৪৬-৫৯০০
৩। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ৮৬এ, রাসবিহারী এভিনিউ, কলিকাতা-২৬
৪। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, গোয়াড়ী বাজার, পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)
৫। শ্রীশ্যামানন্দ গৌড়ীয় মঠ, পোঃ ও জেঃ মেদিনীপুর
৬। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, মথুরা রোড, পোঃ বৃন্দাবন (মথুরা)
৭। শ্রীবিনোদবাণী গৌড়ীয় মঠ, ৩২, কালীয়দহ, পোঃ বৃন্দাবন (মথুরা)
৮। শ্রীগৌড়ীয় সেবাশ্রম, মধুবন মহোলি, পোঃ কৃষ্ণনগর, জেঃ মথুরা
৯। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, দেওয়ান দেউড়ী, হায়দ্রাবাদ-২ (অন্ধ্র প্রদেশ) ফোন : ৪৬০০১
১০। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, পল্টন বাজার, পোঃ গৌহাটী-৮ (আসাম) ফোন : ৭১৭০
১১। শ্রীগৌড়ীয় মঠ, পোঃ তেজপুর (আসাম)
১২। শ্রীল জগদীশ পণ্ডিতের শ্রীপাট, পোঃ যশড়া, ভায়া চাকদহ (নদীয়া)
১৩। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, পোঃ ও জিলা গোয়ালপাড়া (আসাম)
১৪। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, সেক্টর—২০বি, পোঃ চণ্ডীগড়—২০ (পাঞ্জাব) ফোন : ২৩৭৮৮
১৫। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, গ্র্যাণ্ড রোড, পোঃ পুরী (উড়িষ্যা)
১৬। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, শ্রীজগন্নাথ মন্দির, পোঃ আগরতলা (ত্রিপুরা)
১৭। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, গোকুল মহাবন, পোঃ মহাবন, জিলা—মথুরা
১৮। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ১৮৭, ডি, এল রোড, পোঃ দেরাদুন (**ইউ, পি**)

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের পরিচালনাধীন :—

১৯। সরভোগ শ্রীগৌড়ীয় মঠ, পোঃ চকচকাবাজার, জেঃ কামরূপ (আসাম)
২০। শ্রীগদাই গৌরাঙ্গ মঠ পোঃ বালিয়াটী, জেঃ ঢাকা (বাংলাদেশ)

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীচৈতন্য-বাণী

"চেতোদর্পণমার্জ্জনং ভব-মহাদাবাগ্নি-নির্ব্বাপণং
শ্রেয়ঃ কৈরবচন্দ্রিকাবিতরণং বিদ্যাবধূজীবনম্।
আনন্দাম্বুধিবর্দ্ধনং প্রতিপদং পূর্ণামৃতাস্বাদনং
সর্ব্বাত্মস্নপনং পরং বিজয়তে শ্রীকৃষ্ণসংকীর্ত্তনম্॥"

১৭শ বর্ষ } শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, মাঘ, ১৩৮৪
৫ মাধব, ৪৯১ শ্রীগৌরাব্দ; ১৫ মাঘ, রবিবার; ২৯ জানুয়ারী, ১৯৭৮ { ১২শ সংখ্যা

গুরুদাস

[ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুর]

সদ্বংশে জাত, বিনীত, প্রিয়দর্শন, সত্যবাদী, শুদ্ধাচারী, মহাবুদ্ধিমান্, দম্ভহীন, কামক্রোধশূন্য, গুরুভক্তিবিশিষ্ট, সর্ব্বকাল কায়মনোবাক্যে ভগবৎসেবাতৎপর, রোগবর্জ্জিত, নিষ্পাপ, শ্রদ্ধাবিশিষ্ট, হরিগুরুপূজানুরক্ত, জিতেন্দ্রিয় ও দয়াবিশিষ্ট-যুবকই গুরুদাস হইবার যোগ্য পাত্র। অভিমান-শূন্য, নির্ম্মৎসর, আলস্য-রহিত, জড় বস্তুতে মমতাহীন, গুরুতে দৃঢ় মিত্রতাবিশিষ্ট, বৎসরবাসী, গুরুসেবাপর, অচঞ্চল, তত্ত্বজিজ্ঞাসু, গুণিগণের দোষের অদ্রষ্টা, অপ্রজল্পী ব্যক্তিই গুরুদাস হইতে পারেন।

অলস, মলিন, বৃথাকষ্টকারী, অহঙ্কারী, কৃপণ, দরিদ্র, ব্যাধিগ্রস্ত, ক্রোধী, বিষয়াসক্ত, লুব্ধ, পরছিদ্রান্বেষী, মৎসরতাবিশিষ্ট, বঞ্চক, রুক্ষবাক্, অন্যায়রূপে ধনোপার্জ্জক, পরদার-রত, ভক্তবিদ্বেষী, আপনাকে পণ্ডিত বলিয়া অভিমানী, ভ্রষ্টব্রত, অন্যের দোষ সূচনাকারী, পরদুঃখদায়ক, অধিক ভোজনকারী, ক্রূরকর্ম্মা, দুরাত্মা, নিন্দিত, পাপিষ্ঠ, নরাধম, কুকার্য্য হইতে অনিবৃত্ত এবং গুরু-শাসন-শ্রবণে অসমর্থ ব্যক্তিকে শ্রীগুরুদেব স্বীয়দাস্য দিবেন না। জৈমিনী, সুগত, নাস্তিক, নগ্ন, কপিল, গৌতম এই ছয় হেতুবাদীর আশ্রিত ব্যক্তি গুরুদাস হইতে পারেন না।

গুরুদাসের কর্ত্তব্য অনেক হইলেও সাধারণতঃ সংক্ষেপে বর্ণিত হইতেছে। প্রতিদিন গুরুর জলকুম্ভানয়ন, কুশপুষ্প, যজ্ঞীয়কাষ্ঠ আহরণ, গুরু-শরীর মার্জ্জন, চন্দন লেপন, গৃহমার্জ্জন, বস্ত্র প্রক্ষালন, গুরুর প্রিয় ও হিতকর কার্য্য অনুষ্ঠান করিবে। গুরু সমীপে পদ প্রসারণ, অনুমতি ব্যতীত অন্যত্র গমন, আস্ফালন, উচ্চবাক্য, গুরুর নামোচ্চারণ, গুরুর গমন, বচন ও ক্রিয়ার অনুকরণ নিষিদ্ধ। গুরুর গুরুকে গুরুর ন্যায় ব্যবহার করিবে। গুরুর অনুমতি লইয়া পিতামাতার সম্ভাষণ করিবে। সর্ব্বত্রই গুরু দর্শনে ভূমিষ্ঠ হইয়া দণ্ডবৎ প্রণাম করিবে। গুরুর বাক্য, আসন, যান, পাদুকা, বস্ত্র ও ছায়া গুরুদাসের লঙ্ঘন নিষেধ। গুরু সমীপে পৃথক্ পূজা করিবে না। আমি যাহা গুরুও তাহা, এরূপ অহংভাব দেখাইতে নিষেধ। গুরুদেবকে কোন আদেশ করিবে না এবং তাঁহার আদেশ লঙ্ঘন করিবে না। গুরুকে নিবেদন না করিয়া কোন বস্তু গ্রহণ করিবে না। তাঁহার কোন দ্রব্য ভোজন করিবে না। তাঁহার আগমনে উঠিয়া দাঁড়াইবে, তাঁহার অনুগমন করিবে, তাঁহার শয্যায় উপবেশন করিবে না। গুরুর তাড়না ও ভর্ৎসনায় তাঁহাকে অবহেলা ও অপ্রিয়বাক্য বলিবে না।

প্রত্যহ প্রীতিজনক মনোহর অন্নপানাদি বস্তু গুরুকে সমর্পণ করিয়া তাঁহার উচ্ছিষ্ট গ্রহণ করিবে। কর্ম্ম, মনঃ, বাক্য, প্রাণ ও ধন দ্বারা গুরুর প্রিয়কার্য্য সাধন করিবে। গুরুসেবা না করিয়া মন্ত্র গ্রহণ করিবে না। শ্রীকৃষ্ণপাদপদ্ম আশ্রয় করিতে যে অনুষ্ঠান সমর্থ, সেই অপ্রাকৃত দীক্ষা গ্রহণ করিবে। ভগবদ্বুদ্ধিতে গুরুকে প্রণাম, সর্ব্ব সম্পত্তি ও নিজদেহ দক্ষিণা-স্বরূপ গুরুকে সমর্পণ করিবে। সেব্য-ভগবান্ কৃষ্ণ গুরু শরীরে অবস্থিত জানিবে। গুরু-নিন্দকের সহিত বাক্যালাপ ও সঙ্গ করিবে না। মৎস্য, মাংস, শূকর, কচ্ছপ ভক্ষণ করিবে না। পাদুকা লইয়া দেবগুরু গৃহে যাইবে না। হরিবাসরে উপবাস করিবে।

১। ব্রাহ্মমুহূর্ত্তে উত্থান ২। ভগবৎ প্রবোধন ৩। সবাদ্য আরাত্রিক ৪। প্রাতঃস্নান ৫। নব বস্ত্র ও উত্তরীয় ধারণ ৬। অভীষ্টদেবার্চ্চন ৭। ঊর্দ্ধপুণ্ড্র ধারণ ৮। শঙ্খচক্রাদি ধারণ, ৯। চরণামৃত পান ১০। তুলসী মণিমালাদি ভূষা ধারণ ১১। নির্ম্মাল্য পরিহার ১২। নির্ম্মাল্য চন্দন শরীরে লেপন ১৩। শালগ্রাম ও শ্রীমূর্ত্তি পূজা ১৪। নির্ম্মাল্য তুলসী সমাদর ১৫। তুলসী চয়ন ১৬। তান্ত্রিকী সন্ধ্যা ১৭। শিখা বন্ধন ১৮। চরণামৃতে পিতৃতর্পণ ১৯। মহোপচারে ভগবৎ পূজা ২০। ভক্তির অনুকূলে নিত্যনৈমিত্তিকানুষ্ঠান ২১। ভূতশুদ্ধি ও ন্যাস ২২। নব পুষ্পফলাদি দান ২৩। তুলসী পূজা ২৪। ভক্তিগ্রন্থ পূজা ২৫। ত্রৈকালিক হরিপূজন ২৬। পুরাণ শ্রবণ ২৭। নিবেদিত বস্ত্র ধারণ ২৮। ভগবদাজ্ঞা-জ্ঞানে সদনুষ্ঠান ২৯। গুরুর অনুমতি গ্রহণ ৩০। গুরুবাক্য বিশ্বাস ৩১। মন্ত্রদেবানুসারে মুদ্রারচন ৩২। ভজনোদ্দেশে গীত-নৃত্যাদি ৩৩। শঙ্খধ্বনি ৩৪। লীলানুকরণ ৩৫। হোম ৩৬। নৈবেদ্যার্পণ ৩৭। সাধু সমাদর ৩৮। সাধু-পূজা ৩৯। নৈবেদ্য ভোজন ৪০। তাম্বূলাবশেষ গ্রহণ ৪১। বৈষ্ণব সঙ্গ ৪২। বিশিষ্ট ধর্ম্ম-জিজ্ঞাসা ৪৩। দশম্যাদি দিনত্রয়ে নিয়ম দ্বারা স্বাস্থ্য রক্ষা ও সন্তোষ ৪৪। জন্মাষ্টম্যাদি মহোৎসব ৪৫। দেবমন্দিরে গমনা ৪৬। অষ্টমহাদ্বাদশী পালন ৪৭ সকল ঋতুতে মহোপচারে হরিপূজা ৪৮। বৈষ্ণবব্রতপালন ৪৯। গুরুতে ঈশ্বর বুদ্ধি ৫০। সদা তুলসী সংগ্রহ ৫১। শয্যা পাদসম্বাহনাদি উপহার প্রদান ৫২। রামাদি চিন্তা। এই বায়ান্নটী অনুষ্ঠানে গুরুদাসের কর্ত্তব্যতা আছে।

গুরুদাস নিষিদ্ধ ৫২টী অবশ্যই বর্জ্জন করিবেন। ১। উভয় সন্ধ্যায় শয়ন ২। মৃত্তিকাহীন শৌচ ৩। দাঁড়াইয়া আচমন ৪। গুরু সমক্ষে পদ প্রসারণ ৫। গুরুছায়ালঙ্ঘন ৬। সমর্থ পক্ষে স্নান বর্জ্জন ৭। দেবার্চ্চনে শৈথিল্য ৮। দেবগুরুর অনভ্যর্থন ৯। গুর্ব্বাসনে উপবেশন ১০। গুরু সমক্ষে পাণ্ডিত্য প্রচার ১১। উরুর উপর পদ সংস্থাপন ১২। ১৩। মন্ত্রহীন তিলক ও আচমন ১৪। নীল বসন পরিধান ১৫। ভগবদ্বিমুখ বৈষ্ণব-বিদ্বেষীর সঙ্গ বন্ধুতা ১৬। অসৎশাস্ত্র সেবন ১৭। তুচ্ছ সঙ্গসুখাসক্তি ১৮। মদ্য মাংস সেবন ১৯। মাদক ঔষধ সেবন ২০। মসূরসহ অন্নগ্রহণ ২১। শাক, লাউ, বেগুন, পেঁয়াজ ভোজন ২২। অবৈষ্ণবের নিকট অন্নগ্রহণ ২৩। অবৈষ্ণব ব্রতানুষ্ঠান ২৪। অবৈষ্ণব মন্ত্র গ্রহণ ২৫। মারণ উচাটনাদি অনুষ্ঠান ২৬। সমর্থ হইয়া হীনোপচারে হরিসেবা ২৭। শোকের অধীন ২৮। দশমীবিদ্ধা একাদশী-ব্রত গ্রহণ ২৯। শুক্লকৃষ্ণ একাদশীতে ভেদ বুদ্ধি ৩০। দ্যূতক্রীড়া ৩১। সমর্থপক্ষে অনুকল্প স্বীকার ৩২। একাদশীতে শ্রাদ্ধ ৩৩। দ্বাদশীতে নিদ্রা ও তুলসী চয়ন ৩৪। দ্বাদশীতে বিষ্ণু স্নান ৩৫। বিষ্ণুপ্রসাদ ব্যতীত অন্য বস্তু দ্বারা শ্রাদ্ধ ৩৬। বৃদ্ধিশ্রাদ্ধে অতুলসী ৩৭। অবৈষ্ণব বা রাক্ষসশ্রাদ্ধ ৩৮। চরণামৃত থাকাকালে পবিত্রতা জন্য অন্য জলে আচমনাদি ৩৯। কাষ্ঠাসনে উপবিষ্টের পূজা ৪০। পূজাকালে অসদালাপ ৪১। গৃহকরবীর এবং আকন্দাদি দ্বারা পূজা ৪২। আয়স ধূপপাত্র ব্যবহার ৪৩। প্রমাদ বশতঃ তির্য্যকপুণ্ড্র ৪৪। অসংস্কৃত দ্রব্য দ্বারা পূজা ৪৫। চঞ্চলচিত্তে অর্চ্চন ৪৬। একহস্ত প্রণমন ও একবার মাত্র প্রদক্ষিণ ৪৭। অসময়ে শ্রীমূর্ত্তি দর্শন ৪৮। পর্য্যুষিত দূষিত অন্ন নিবেদন ৪৯। অসংখ্য

জপ ৫০। মন্ত্র প্রকাশ ৫১। মুখ্যকাল ত্যাগ ও গৌণকাল স্বীকার ৫২। বিষ্ণুপ্রসাদ অস্বীকার।

গুরুদাস নিত্য, গুরু নিত্য। অনাত্ম মনের দ্বারা বা দৃশ্য জগতের বস্তুবিশেষ গুরুকে মনে করিলে বাস্তবিক নিত্য গুরুদাস হওয়া যায় না। গুরুকে মর্ত্ত্যজ্ঞান করিলে, গুরুদাসের বাহ্য শরীর ধ্বংসশীল জানিলে, মনের পরিবর্ত্তনীয় অবস্থা বিচার করিলে, আত্মার বা অপ্রাকৃত বস্তুর নিত্যত্ব বিষয়ে নানা সন্দেহ উদিত হয়। গুরু-শিষ্য সম্বন্ধ নিত্য ও আত্মধর্ম্মে প্রতিষ্ঠিত। তাহাতে হেয়ত্ব নাই। হেয়ত্বের অভিনিবেশ বিদূরিত হইলে শিষ্য বুঝিতে পারেন যে, তিনি স্বরূপে কৃষ্ণদাস। গুরুদাস শ্রুতির উল্লিখিত 'তত্ত্বমসি শ্বেতকেতো' মন্ত্র শুনিয়া আপনাকে বিশুদ্ধ চিৎকণ বা অণুচিৎ বলিয়া জানিতে পারেন। গুরুদাস স্বরূপে অবস্থিত হইয়া বলেন যে—

"শ্রীচৈতন্যমনোঽভীষ্টং স্থাপিতং যেন ভূতলে।
শ্রীরূপঃ হি কদা মহ্যং দদাতি স্ব-পদান্তিকম্॥"

শ্রীভক্তিবিনোদ-বাণী

(কুটীনাটী)

প্রঃ—'কুটীনাটী' কাহাকে বলে এবং তাহার ফল কি?

উঃ—" 'কুটীনাটী' শব্দে—'কু-টী' ও 'না-টী' এই দুইটী কথা আছে। শুচিবায়ুগ্রস্ত ব্যক্তিগণ সকল বিষয়েই 'কু-টী' দৃষ্টি করেন অর্থাৎ একটী জলাশয়ে স্নান করিলেন, কিন্তু তন্নিকটে কোন মল-ক্ষেত্র থাকায় সেই জলাশয়ের 'কু-টী' মনে করিয়া সমস্ত দিন সেই আলোচনায় ব্যস্ত থাকেন, কোন ভাল বিষয় আলোচনা করিতে পান না। 'শুচিবায়ু' একপ্রকার কুটী-নাটীর স্থল। যাঁহাদের ঐ প্রকার বায়ু আছে, তাঁহারা পৃথিবীর কোন স্থলকেই পবিত্র মনে করিতে পারেন না, কোন সময়কেই শুদ্ধ মনে করিতে পারেন না এবং কোন ব্যক্তিকেই শুদ্ধবৈষ্ণব বলিয়া স্বীকার করিতে পারেন না। শুদ্ধভক্তের স্মার্ত্তবিরুদ্ধ কোন আচার দেখিলে তাঁহারা আর বৈষ্ণব মনে করিয়া সঙ্গ করেন না। এইস্থলে 'কু'-টীর উপরে 'না'-টী উপস্থিত হইল। নীচবর্ণের সাধুলোকের প্রতিষ্ঠিত ভগবন্মূর্ত্তির প্রসাদ না পাওয়া একটী কুটীনাটী। কুটীনাটী প্রবল থাকিলে কোন খাদ্যদ্রব্যে সুখলাভ হয় না। কুটীনাটী একপ্রকার মানসিক পীড়া; সেই পীড়া থাকিলে কৃষ্ণভক্তি হওয়া সুকঠিন। বৈষ্ণব-সেবা ও বৈষ্ণব-সঙ্গ কুটীনাটীগ্রস্তের পক্ষে বড়ই কঠিন।"　　—'কুটীনাটী', সঃ তোঃ ৬৷৩

প্রঃ—শ্রীমন্মহাপ্রভু কোন্ কোন্ ভক্তিপ্রতিবন্ধককে কুটীনাটীর মধ্যে ধরিয়াছেন?

উঃ—"শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর উপদেশে যে কুটীনাটী পরিত্যাগের বিশেষ পরামর্শ আছে, তাহাতে কোনস্থলে নিষিদ্ধাচার, জীবহিংসা, প্রতিষ্ঠাশা প্রভৃতি ভক্তিবাধক বস্তুর মধ্যেই কুটীনাটীকে ধরিয়াছেন।"

—'কুটীনাটী', সঃ তোঃ ৬৷৩

প্রঃ—মহাপ্রভু 'কুটীনাটী' শব্দের কি ব্যাখ্যা করিয়াছেন?

উঃ—" 'কুটীনাটী' শব্দের অর্থ মহাপ্রভু 'এই ভাল এই মন্দ' শব্দের দ্বারা করিয়াদিয়াছেন।"

—'কুটীনাটী', সঃ তোঃ ৬৷৭

প্রঃ—'কুটীনাটী'-গ্রস্ত ব্যক্তি কিরূপে নামাপরাধী ও বৈষ্ণবাপরাধী হয়?

উঃ—"কুটীনাটীগ্রস্ত ব্যক্তির বর্ণাভিমান ও সৌন্দর্য্যাভিমান প্রযুক্ত মহামহা প্রসাদে, ভক্তপদধূলিতে ও ভক্তপদজলে দৃঢ়বিশ্বাস হয় না। তিনি সর্ব্বদা বৈষ্ণবা-

পরাধ ও নামাপরাধে দোষী; অতএব তাঁহার মুখে হরিনাম হওয়া কঠিন। কতকগুলি লোক আছেন, তাঁহারা শুদ্ধবৈষ্ণবের পীড়াসময়ে ঘৃণা প্রকাশ করেন; কিন্তু মহাপ্রভু বলিয়াছেন,—হে সনাতন! তোমার দেহে যে কণ্ডুরসা হইয়াছে, তাহাতে বৈষ্ণবের ঘৃণা হয় না।"

—'কুটীনাটী', সঃ তোঃ ৬।৩

প্রঃ—কিরূপ 'তাপ'কে ভণ্ডামি বলা যায়?

উঃ—"যে-স্থলে তাপের কেবলমাত্র শরীরাশ্রয়-লক্ষণ, সে-স্থলে ভণ্ডতাই ধর্ম্ম।"

—'পঞ্চসংস্কার', সঃ তোঃ ২।১

প্রঃ—কপটীদিগের দেবদেবীপূজায় আগ্রহ কেন?

উঃ—"নৈবেদ্য খাদ্যসামগ্রী, বিশেষতঃ ছাগ-মাংসাদি পইবার আশায় কল্পিত দেবদেবীর নিকট বহুতর ধূর্ত্ত-লোক রতিলক্ষণ প্রকাশ করিয়া কপটরতির উদাহরণ-স্থল হইয়া উঠে।"

—চৈঃ শিঃ ৫।৪

প্রঃ—শাস্ত্রের ভারবাহিগণ কি কুটীল নহে?

উঃ—"পরমার্থবিচারেঽস্মিন্ বাহ্যদোষবিচারতঃ।
ন কদাচিদ্ধতশ্রদ্ধঃ সারগ্রাহিজনো ভবেৎ॥

এই গ্রন্থে (কৃষ্ণসংহিতা) পরমার্থেরই বিচার হইয়াছে, ইহার ব্যাকরণ-অলঙ্কারাদি-সম্বন্ধে দোষ-সমুদায় গ্রাহ্য নয়। তাহা লইয়া সারগ্রাহী জনেরা বৃথালোচনা করেন না। এই গ্রন্থের আলোচনা-সময়ে যাঁহারা ঐ বাহ্য দোষ সকলকে বিশেষরূপে সমালোচনা করিয়া এই গ্রন্থের পরমার্থসার-সংগ্রহরূপ প্রধান উদ্দেশ্যের ব্যাঘাত করিবেন, তাঁহারা ইহার অধিকারী নহেন। বালবিদ্যাগত তর্কসমুদায় গম্ভীর বিষয়ে নিতান্ত হেয়।"

—কৃঃ সং, ১০।১৯, অনুবাদ

প্রঃ—কপট প্রেমের অভিনয় কিরূপ?

উঃ—"নাটকাভিনয়-প্রায়, সকপট প্রেম ভায়,
তাহে মাত্র ইন্দ্রিয়-সন্তোষ।
ইন্দ্রিয়-তোষণ ছার, সদা কর পরিহার,
ছাড় ভাই অপরাধ-দোষ॥"

কঃ কঃ 'উপদেশ', ১৯

প্রঃ—ভক্তিতে শিথিলতা-দোষ কখন আসে?

উঃ—"ধন-শিষ্যাদির উদ্দেশ্যে যে ভক্তি প্রদর্শিত হয়, তাহা শুদ্ধভক্তি হইতে সুদূরবর্ত্তী, অতএব তাহা ভক্তির অঙ্গ নহে।"

—জৈঃ ধঃ ২০শ অঃ

বর্ষশেষে বিজ্ঞপ্তি

দেখিতে দেখিতে 'শ্রীচৈতন্যবাণী' পত্রিকার সপ্তদশ বর্ষ সমাপ্ত হইতে চলিল। আমরা বর্ষের শুভারম্ভ কালে শ্রীশ্রীহরি-গুরু-বৈষ্ণব-পদারবিন্দ বন্দনা করতঃ তাঁহাদের শুভাশীর্ব্বাদ সম্বল করিয়া শ্রীপত্রিকার সেবাসংরত হইয়াছিলাম, আবার বর্ষের শেষভাগে তাঁহাদেরই শ্রীপাদপদ্ম বন্দনা পূর্ব্বক তাঁহাদেরই অহৈতুকী কৃপাশীর্ব্বাদ-প্রার্থনা-মূলে শ্রীপত্রিকার অষ্টাদশবর্ষের নির্বিঘ্নসেবা-সৌভাগ্য প্রার্থনা করিতেছি। তাঁহাদের নিষ্কপট কৃপা ব্যতীত আমরা শ্রীচৈতন্যবাণীপূজায় কিঞ্চিন্মাত্রও অধিকার লাভ করিতে পারি না। তাঁহারা কৃপা করুন।

কিন্তু কৃপা চাহিবা মাত্র ত' কৃপা পাওয়া যাইবে না? তাঁহাদের আদেশ পালনে নিষ্কপট তৎপরতা প্রদর্শিত হইলেই ত' তাঁহাদের হৃদয় কৃপার্দ্র হইয়া উঠিবে এবং ক্রমশঃ কৃপা আত্মপ্রকাশ করিবেন। মাতা যশোদার কৃষ্ণকে দামদ্বারা বারম্বার বন্ধন-চেষ্টা-জনিত শ্রম দর্শনেই ত' কৃষ্ণের সর্ব্বশক্তিচক্রবর্ত্তিনী কৃপাশক্তির উদয় হইয়াছিল, তাহাতে তিনি বন্ধন স্বীকার করিয়াছিলেন, তাই—

"দৃষ্ট্বা পরিশ্রমং কৃষ্ণঃ কৃপয়াসীৎ স্ববন্ধনে"

(ভাঃ ১০।৯।১৮)

এই শ্লোকার্দ্ধের ব্যাখ্যায় শ্রীল চক্রবর্ত্তী ঠাকুর লিখিয়াছেন—"ভক্তনিষ্ঠা ভজনোত্থা শ্রান্তিস্তদ্দর্শনোত্থা স্বনিষ্ঠা কৃপা চেতি দ্বাভ্যামেব ভগবান্ বদ্ধো ভবেৎ।" অর্থাৎ ভক্তনিষ্ঠা ভজনজনিতা শ্রান্তি, তদ্দর্শনজনিতা কৃষ্ণনিষ্ঠা

কৃপা—এই দুইটি দ্বারাই ভগবান্ বদ্ধ হন। সুতরাং শ্রীচৈতন্যবাণী-ভজননিষ্ঠাই আমাদের শ্রীগৌরকৃষ্ণকৃপোদয়ের হেতুস্বরূপ।

ভক্তিই ভক্তির হেতু, এজন্য ভক্তির অহৈতুকত্ব স্বতঃসিদ্ধ। ভগবান্ ভক্তাধীন, ভক্তকৃপানুগামিনী ভগবৎকৃপা, ইহা বলিলে যদি কেহ পূর্ব্বপক্ষ করেন—তাহা হইলে ভক্তির অহৈতুকত্ব কিরূপে সিদ্ধ হয়? তদুত্তরে বলা হইতেছে—ভগবৎকৃপা ভক্তকৃপান্তর্ভূত, ভক্তকৃপাও ভক্তসঙ্গান্তর্ভূত, আবার ভক্তসঙ্গও মুখ্য ভক্ত্যঙ্গ পঞ্চকের অন্যতম বলিয়া সেই ভক্তসঙ্গোত্থিতা ভক্তির অহৈতুকত্ব সুতরাং অবিসংবাদিতভাবেই সিদ্ধ হইতেছে। বিশেষতঃ ভক্তকৃপার হেতু ভক্তের হৃদয়বর্ত্তিনী ভক্তি, তাহা ব্যতীত কখনও কৃপোদয় সম্ভাবিত হইতে পারে না। অতএব ভক্তির ভক্তিই একমাত্র হেতু, এজন্য তাঁহার নির্হেতুকত্ব আপনা হইতেই সিদ্ধ হইয়াছে। ভক্তি বলিতে—ভক্তি, ভক্ত, ভজনীয় বস্তু ও তৎকৃপাদি পৃথগ্ বস্তু নহেন। ভক্তির স্বপ্রকাশকত্বহেতু ভগবান্‌কে ভক্তিপ্রকাশ্য বলিলে তাঁহার স্বপ্রকাশকত্ব কোনক্রমেই অনুপপন্ন হয় না। (ভাঃ ১।২।৬ শ্লোকের শ্রীচক্রবর্ত্তী-টীকা দ্রষ্টব্য)।

কৃষ্ণৈকগতি ভক্ত সংসারে প্রতিনিয়ত নানাপ্রকার রোগ-শোক-জরা-মৃত্যু প্রভৃতি বিঘ্ন-বিভীষিকা-দর্শনেও শ্রীভগবানের কৃপাপ্রাপ্তির আশা পরিত্যাগ করেন না এবং সেই সকল বিঘ্ন সংঘটন-জন্য শ্রীভগবানের উপর কোন দোষারোপও করেন না বা তজ্জন্য তাঁহার কোন কৈফিয়ৎও চান না, পরন্তু বিপদে সম্পদে সর্ব্বাবস্থায়ই তৎপাদপদ্মৈকগতি হইয়া সর্ব্বান্তঃকরণে বলিতে থাকেন—

"বিরচয় ময়ি দণ্ডং দীনবন্ধো দয়াম্বা
গতিরিহ ন ভবত্তঃ কাচিদন্যা মমাস্তি।
নিপততু শতকোটির্নির্ভরং বা নবাম্ভ-
স্তদপি কিল পয়োদঃ স্তূয়তে চাতকেন॥"

অর্থাৎ হে দীনবন্ধো, হে কৃষ্ণ, তুমি আমার প্রতি দণ্ডই বিধান কর অথবা দয়া প্রকাশ কর, তুমি সর্ব্বতন্ত্রস্বতন্ত্র—স্বরাট্ পুরুষোত্তম, তোমার যাহা ইচ্ছা তাহাই করিতে পার, কিন্তু এ সংসারে তুমি ভিন্ন আমার ত' অন্য কোন গতি বা আশ্রয় নাই। চাতক একটি ক্ষুদ্র পক্ষী বটে, কিন্তু একমাত্র মেঘ ব্যতীত পৃথিবীর অন্য কোন জলাশয়ের নিকটই সে তাহার তৃষ্ণা নিবারণের প্রার্থনা জানাইতে চাহে না। মেঘ তাহার উপর 'শতকোটি' অর্থাৎ বজ্রই নিক্ষেপ করুক বা নববারি বর্ষণ করুক, চাতক যেমন মেঘের স্তুতি ভিন্ন কখনই তাহার নিন্দায় প্রবৃত্ত হয় না, তদ্রূপ শরণাগত ভক্ত মঙ্গলময় শ্রীভগবানের দণ্ড বা দয়া সকল ব্যবস্থাই হাসিমুখে বরণ করিয়া লন, তজ্জন্য তৎসম্বন্ধে কোন সমালোচনায়ই প্রবৃত্ত হন না। করুণাময় শ্রীহরির সকল ব্যবস্থাই আমাদের মঙ্গল উদ্দেশ্যে ব্যবস্থাপিত হইয়া থাকে।

নিজেদের সাধনভজনহীনতা লক্ষ্য করিয়া একএক সময়ে আমাদের হৃদয় অত্যন্ত নৈরাশ্যময় হইয়া উঠে, কিন্তু তাঁহার অহৈতুকী কৃপাবারিধারা আপামরে পরিবর্ষিত হইবার কথা শুনিয়া হৃদয় আবার নবনবায়মান আশান্বিত হইয়া উঠে। তাই শ্রীরূপপাদ লিখিয়াছেন—

"প্রাচীনানাং ভজনমতুলং দুষ্করং শৃণ্বতো মে
নৈরাশ্যেন জ্বলতি হৃদয়ং ভক্তিলেশালসস্য।
বিশ্বদ্রীচীমঘহর তবাকর্ণ্য কারুণ্যবীচী-
মাশাবিন্দুক্ষিতমিদমুপৈত্যন্তরে হন্ত শৈত্যং॥'

অর্থাৎ শ্রীশুক অম্বরীষাদি প্রাচীন ভক্তবৃন্দের দুষ্কর অতুলনীয় ভজন-সাধন-কথা শ্রবণ করিয়া আমার ভক্তিলেশেও আলস্যবিশিষ্ট হৃদয় নৈরাশ্যবশতঃ অত্যন্ত পরিতপ্ত হইতেছে, কিন্তু হে অঘহর, সচ্ছাস্ত্রপ্রমুখাৎ ব্রহ্মাদিপামরান্তগামিনী আপনার কারুণ্যবীচী অর্থাৎ কৃপা-লহরীর কথা শ্রবণ করতঃ আমার হৃদয় আবার আশাবিন্দুসিক্ত হইয়া শীতলতা প্রাপ্ত হইতেছে।

অর্থাৎ সাধন-ভজনবিহীন—তাঁহার কৃপার নিতান্ত অযোগ্যপাত্রেরও প্রতি তাঁহার অহৈতুকী করুণা প্রকাশিত হইয়া থাকে। করুণাসিন্ধু শ্রীহরি আমাদিগকে তাঁহার করুণামৃত বিতরণের জন্য সর্ব্বদাই তাঁহার বরাভয়প্রদ হস্ত প্রসারিত করিয়া রাখিয়াছেন, আমাদিগের দিক্ হইতে একটু উন্মুখতা প্রকাশিত হইলেই আমরা তাহা

লাভ করিবার সৌভাগ্য পাইব। সামান্য একটু সূত্র মাত্র পাইলেই তিনি কৃপা করেন। ইহা তাঁহার কৃপা প্রকাশের একটি দিক্ হইলেও অপরদিকে আবার অজ্ঞ সন্তানের প্রতি বৎসল পিতামাতার স্নেহ যেমন আপনা হইতেই ক্ষরিত হয়, তাহার প্রার্থনার অপেক্ষা থাকে না, তদ্রূপ শ্রীভগবানের কৃপা অযাচিতভাবেই জীবের প্রতি সর্ব্বক্ষণ বর্ষিত হইতেছে। মঙ্গলময়ের কোন ব্যবস্থাই আমার অমঙ্গলের হেতুভূত নহে, তবে আমার মনোমত না হওয়ায় হয়ত আমি তন্মধ্যে মঙ্গল অনুভব করিয়া উঠিতে পারিতেছি না। নিজ প্রকৃত কল্যাণবিষয়ে অনভিজ্ঞ বালক যেমন তাহার অজ্ঞতা-প্রসূত স্বীয় রুচির অনুকূল কার্য্যকেই তাহার প্রকৃত কল্যাণ বলিয়া মনে করে, আমরাও তদ্রূপ অজ্ঞতা-বশতঃ শ্রীভগবান্‌কে সদয় বা নির্দ্দয় বলিয়া বসি। বালক চাহে নিদ্রালস্যহত হইয়া বা বালসুলভ ক্রীড়া-চাপল্যোন্মত্ত হইয়া বৃথা কালাতিপাত করিতে, কিন্তু সন্তানবৎসল মাতাপিতা সন্তানের প্রকৃত হিতার্থ যদি তাহাদিগকে পাঠাভ্যাসে নিযুক্ত করিতে চাহেন, তাহা হইলে অজ্ঞ বালক যেমন তাহাতে মাতাপিতাকে নির্দ্দয় বলিয়াই নিরূপণ করিবে, তদ্রূপ মঙ্গলময় শ্রীহরি আমাদিগের মঙ্গল বিধানের জন্য ব্যবস্থা বিধান করিতেছেন, তাহার প্রকৃত হিতোদ্দেশ্য বুঝিতে না পারিয়াই আমরা তৎসম্বন্ধে বিভিন্ন অহিতকর সমালোচনায় প্রবৃত্ত হই। বস্তুতঃ প্রকৃত নিষ্কপট ভক্ত শ্রীভগবানের প্রতিটী ব্যবস্থায়ই তাঁহাদের হিতাকাঙ্ক্ষা দর্শন করিয়া তাঁহার প্রতি উত্তরোত্তর ক্রমবর্দ্ধমান অনুরাগ পোষণ করেন। মঙ্গলময়ের সকল ব্যবস্থার মধ্যেই আমাদের নিত্যকালের নিত্যমঙ্গলাকাঙ্ক্ষা অনুস্যূত।

ভক্ত গাহিয়া থাকেন —

"ভক্তিরুদঞ্চতি যদ্যপি মাধব ন ত্বয়ি মম তিলমাত্রী।
পরমেশ্বরতা তদপি তবাধিক দুর্ঘটঘটনবিধাত্রী॥"

অর্থাৎ হে মাধব, যদিও তোমাতে আমার তিল-মাত্র ভক্তিও উদিত হইতেছে না, তথাপি হে পরমেশ্বর, তোমাতে যে অধিক দুর্ঘটঘটনবিধাত্রী অর্থাৎ অঘটন-ঘটনকর্ত্রী পরমেশ্বরতা আছে, তদ্দ্বারা মাদৃশ জীবাধমের মানসভৃঙ্গকে তোমার বিকশিত পাদপদ্মের মকরন্দপানে নিযুক্ত করা কখনই তোমার পক্ষে অসম্ভব ঘটনা হইবে না। তাঁহার কৃপায় অসম্ভবও সম্ভব হইতে পারে। তিনি যে সর্ব্বশক্তিমান্।

সুতরাং শ্রীভগবান্ গৌরসুন্দর ও তদভিন্ন প্রকাশ-বিগ্রহ শ্রীগুরুপাদপদ্ম তাঁহাদের অঘটন-ঘটন-পটীয়সী কৃপা প্রকাশ পূর্ব্বক নিতান্ত অজ্ঞ মূকপ্রতিম জীবাধমের জিহ্বায় শুদ্ধভক্তিসিদ্ধান্তবাণী কীর্ত্তনকারিণী বাক্‌শক্তি, হৃদয়ে সম্বন্ধা-ভিধেয়-প্রয়োজনতত্ত্ব জ্ঞানানুভবশক্তি এবং হস্তে শ্রীচৈতন্য-বাণীবিস্তারিণী লেখনীধারণশক্তি সঞ্চার পূর্ব্বক তদ্‌ভৃত্যানু-ভৃত্যাধমকে শ্রীচৈতন্যবাণীপত্রিকার সেবাযোগ্যতা প্রদান করুন, ইহাই শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-চরণে তদ্‌ভৃত্যাধমের একান্ত প্রার্থনা।

বর্ত্তমান বর্ষে পরমপূজ্যপাদ শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয়মঠাধ্যক্ষ আচার্য্যদেবের শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গমনোঽভীষ্টের অদম্য সেবোৎসাহে ও সেবানিয়ামকত্বে শ্রীগোকুলমহাবনস্থ শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠে শ্রীবিগ্রহ-প্রতিষ্ঠা ও ত্রিপুরারাজ্যে আগরতলাস্থিত শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠে শ্রীশ্রীজগন্নাথ-বলদেব ও সুভদ্রাজিউর মহাসমারোহে স্নানযাত্রা এবং শ্রীগৌরাঙ্গ-মহাপ্রভুর শ্রীবিগ্রহপ্রতিষ্ঠামহোৎসব (চৈঃ বাঃ ১৭।৫), উক্ত আগরতলা মঠে শ্রীজগন্নাথদেবের রথযাত্রা ও ধর্ম্ম-সম্মেলন, দেরাদুনে শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠের নূতন শাখা-মঠ প্রতিষ্ঠা (চৈঃ বাঃ ১৭।১১) প্রভৃতি মহাসমারোহে সুষ্ঠুভাবে সম্পাদিত হইয়াছে। শ্রীপুরুষোত্তমধামে শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের আবির্ভাবপীঠোদ্ধারকার্য্যও শ্রীল আচার্য্য-দেবের সেবাগ্রহে অনেকটা অগ্রসর হইয়াছে। আমরা আশা করিতেছি আগামী ১৬ই ফাল্গুন, ইং ২৮.২.৭৮ মঙ্গলবার দিবস পরমারাধ্য শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের আবি-র্ভাবতিথিপূজা বা শ্রীশ্রীব্যাসপূজামহোৎসব এবৎসর সপ্তাহকালব্যাপী শ্রীপুরুষোত্তম-ধামে শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের আবির্ভাবস্থানেই অনুষ্ঠিত হইবে। অবশ্য যথাসময়ে ইহার বিষয় পত্রাদিদ্বারা সর্ব্বত্র ঘোষণা করা হইবে।

এবৎসর রথযাত্রাকালে শ্রীপুরীধামে পতিতপাবন শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের নবকলেবর প্রতিষ্ঠা ও রথযাত্রা-

মহোৎসব মহাসমারোহে সুসম্পন্ন হইয়াছে। এত অধিক যাত্রিসমাগম আর কখনও দেখা যায় নাই।

নানা সুসংবাদের মধ্যে দুঃখের সংবাদও এবৎসর অতীব ভয়াবহ। অন্ধ্রপ্রদেশে আকস্মিকভাবে সামুদ্রিক জলোচ্ছ্বাসে কতিপয় গ্রামসহ লক্ষ লক্ষ স্থাবরজঙ্গমাত্মক জীব ধরিত্রীবক্ষঃ হইতে একেবারেই নিশ্চিহ্ন হইয়াছে। ইহা ব্যতীত আকাশযান, বাস, ট্রেণ প্রভৃতি দুর্ঘটনায়ও বহু লোক অতি শোচনীয়ভাবে মৃত্যু বরণ করিয়াছেন। আধ্যাত্মিক (শরীর ও মনঃসম্বন্ধী), আধিভৌতিক (প্রাণী হইতে সংঘটিত) ও আধিদৈবিক (দৈব উৎপাতজনিত) তাপত্রয়দ্বারা জৈবজগতকে নিরন্তর সন্তপ্ত হইতে হইতেছে, ইহা আমরা প্রতিনিয়ত দেখিয়া শুনিয়াও অনিত্য বিষয়াসক্তি ছাড়িয়া নিত্যতত্ত্ব কৃষ্ণভক্তি লাভের জন্য যত্নবান্ হইতে পারিতেছি না, ইহা অপেক্ষা দুঃখের বিষয় আর কি হইতে পারে! বকরূপী ধর্ম্মের 'কিমাশ্চর্য্যম্'-প্রশ্নোত্তরে ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির বলিয়াছিলেন—

"অহন্যহনি ভূতানি গচ্ছন্তি যমমন্দিরম্।
শেষাঃ স্থিরত্বমিচ্ছন্তি কিমাশ্চর্য্যমতঃ পরম্॥"

এজন্য "মহাজনো যেন গতঃ সঃ পন্থাঃ" এই বিচার অবলম্বনে ব্রহ্মা, নারদ, শম্ভু, কুমার (চতুঃসন), কপিলদেব (সেশ্বরসাংখ্যকর্ত্তা দেবহূতিনন্দন), স্বায়ম্ভুবমনু, প্রহ্লাদ, জনক, ভীষ্ম, বলি, শুকদেব, যমরাজ প্রভৃতি পরম ভাগবত মহাজনগণের স্বীকৃত ও স্ব-স্ব আদর্শদ্বারা প্রদর্শিত ভক্তিপথই আমাদের সর্ব্বতোভাবে অনুসরণীয়। 'নান্যঃ পন্থা বিদ্যতেঽয়নায়।' অন্যান্য সকলপথই তাৎকালিকভাবে সুখপ্রদরূপে প্রতীত হইলেও পরিণাম দুঃখজনক।

এবৎসর আমাদের অনবধানতাক্রমে শ্রীচৈতন্যবাণীর সেবায় যে কিছু ত্রুটীবিচ্যুতি হইয়াছে, তজ্জন্য আমরা শ্রীশ্রীহরিগুরুবৈষ্ণবচরণে গললগ্নীকৃতবাসে ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছি। সহৃদয় সহৃদয়া গ্রাহকগ্রাহিকাগণের নিকটও আমাদের যদি কিছু ত্রুটী বিচ্যুতি ঘটিয়া থাকে, তাহা হইলে তাঁহারা তাহা কৃপাপূর্ব্বক সংশোধন করিয়া লইবেন, ইহাই প্রার্থনা জানাইতেছি। আমরা বর্ষশেষে তাঁহাদের সকলকেই আমাদের যথাযোগ্য অভিবাদন জ্ঞাপন করিতেছি।

সম্বন্ধজ্ঞান ও গৌরকথা

[মহোপদেশক শ্রীমন্মঙ্গলনিলয় ব্রহ্মচারী বি, এস্‌সি, বিদ্যারত্ন]

শ্রীগদাধর চরিত (১১)

মায়াতীত বৈকুণ্ঠভূমি নিত্য, সম্বন্ধময় ও প্রেমময় এবং ভোগময় জগতের ভূমিমাত্রেই কামময় ও অনিত্য। নিত্যভূমির চিন্ময়ত্ব ও নিত্য সম্বন্ধজ্ঞান অনুভবের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত প্রেমের কোন স্পর্শও নাই। কামের ও প্রেমের স্বভাবও সম্পূর্ণ বিলক্ষণ। কাম অন্ধতমঃ বা অজ্ঞানময় এবং প্রেম নির্ম্মল ভাস্কর সদৃশ অর্থাৎ পূর্ণ জ্ঞানময়। প্রেমের সম্বন্ধ নিত্য ও আনন্দময়, পক্ষান্তরে কামের সম্বন্ধ সদাই দুঃখময় ও অনিত্য। জীবের প্রতি জীবের পার্থিব সম্বন্ধ ও প্রীতি সম্পূর্ণ কামময় হইলেও শ্রীহরি-সম্বন্ধি-বস্তু-মাত্রেই মায়াগন্ধশূন্য ও নির্ম্মল।

নিত্যভূমির সমুহ উপাদানই চিন্ময় ও আনন্দময়। শ্রীভগবান্ বলিয়াছেন—শব্দব্রহ্ম ও শব্দী পরব্রহ্ম উভয়ই তাঁহার চিন্ময়ী শাশ্বতী তনু। পক্ষান্তরে অনিত্যভূমিগত সকল কিছুই জড়ময়। এমনকি চিৎকণ জীবও এখানে নিজ স্বরূপ ভুলিয়া জড়া প্রকৃতির বৈভবরূপেই অবস্থান করিতেছেন। এখানে সকল কিছুর মধ্যেই মায়িক ব্যবধান রহিয়াছে; শব্দ ও শব্দী এখানে এক নহে। শ্রীভগবদীক্ষণ-প্রভাবে জড়া-মায়া ক্রিয়াবতী হইয়া চিৎকণ জীবকে ক্রোড়ীভূত বা কেন্দ্রীভূত করতঃ তাঁহার প্রাকৃত বৈভবই বিস্তার করিয়া থাকেন।

"ভূমিরাপোঽনলো বায়ুঃ খং মনো বুদ্ধিরেব চ।
অহঙ্কার ইতীয়ং মে ভিন্না প্রকৃতিরষ্টধা॥

অপরেয়মিতস্ত্বন্যাং প্রকৃতিং বিদ্ধি মে পরাম্
জীবভূতাং মহাবাহো যয়েদং ধার্য্যতে জগৎ।"
(গীঃ ৭।৪-৫)

জড় জগতে জৈবস্থিতি কেবল জড় জগৎকে পুষ্ট করিবার জন্যই। ইহাতে জীবের স্বরূপগত কোন প্রকৃত স্বার্থের সিদ্ধি হয় না, অথবা জীবের কোন প্রকার চিৎ-পুষ্টিও এখানে নাই। 'ভূতময় এ সংসার জীবের পক্ষেতে ছার' (ঠাকুর শ্রীভক্তিবিনোদ)। চিৎকণ জীবের পুষ্টি ও স্থিতি একমাত্র প্রেম-রাজ্যে, জড়ে নহে। প্রেমরাজ্য নিত্য ও চিদ্বিলাসপূর্ণ। তথায় সেই নিত্যচিদ্‌বিলাস-বৈচিত্র্যের মধ্যেই প্রেম পুষ্টি লাভ করে।

অপ্রাকৃত চিন্ময় বিষয়-বিগ্রহ শ্রীকৃষ্ণেই একমাত্র 'প্রেম' শব্দের সংযোজনা হয়, অন্যত্র নহে। এমন-কি 'গুরুপ্রেম' 'বৈষ্ণবপ্রেম' আদি শব্দেরও শাস্ত্রীয় কোন প্রয়োগ দেখা যায় না। সেই ক্ষেত্রে 'জীব-প্রেম' আদি শব্দের প্রয়োগ যে অত্যন্ত অশাস্ত্রীয় ও হাস্যকর, সে সম্বন্ধে সংশয়ের কোন অবকাশই থাকিতে পারে না। শ্রীমদ্ ভাগবতে (১১।২।৪৬) মধ্যম ভাগবতের লক্ষণে প্রকাশিত আছে যে,—

"ঈশ্বরে তদধীনেষু বালিশেষু দ্বিষৎসু চ।
প্রেম-মৈত্রী-কৃপোপেক্ষা যঃ করোতি স মধ্যমঃ॥"

অর্থাৎ ঈশ্বরে প্রেম, তদধীন শুদ্ধ ভগবদ্ভক্তে মৈত্রী, অজ্ঞ অর্থাৎ তত্ত্বানভিজ্ঞ জনে তত্ত্বোপদেশরূপ কৃপা ও বিদ্বেষিজনে উপেক্ষা প্রদর্শনই মধ্যম ভাগবতের লক্ষণে পরিদৃষ্ট হয়। একমাত্র শক্তিমৎ-তত্ত্ব শ্রীভগবানের সহিত তদীয় অনন্ত শক্তিগণের ব্যক্তাব্যক্তভাবে প্রেমই সম্বন্ধ। সেই প্রেম বদ্ধজীবে প্রাগাভাবরূপেই শ্রীল শ্রীজীব গোস্বামিপাদ বিচার করিয়াছেন। প্রাগাভাব বলিতে যাহা বুঝা যায়, যেমন কুমারী বালিকাতে অপত্য-স্নেহাভাব। অপত্যস্নেহ কুমারীর মধ্যে থাকিলেও তাহা এত সুপ্ত যে, তাহাকে বাস্তবতঃ 'নাই' বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। কিন্তু তাই বলিয়া এই সুপ্তাবস্থাকে আত্যন্তিক-অভাব বা ধ্বংসাভাবের মধ্যেও গণনা করা যাইবে না, কেন-না, কুমারীর উদ্বাহান্তে গর্ভ-সঞ্চারের সঙ্গে সঙ্গেই তাঁহাতে মাতৃভাবের অর্থাৎ অপত্য-প্রীতির লক্ষণ প্রকাশ পায়। অতঃপর যথা-কালে সন্তান ভূমিষ্ঠ হইবার সঙ্গে সঙ্গেই অপত্য-প্রীতির পূর্ণতাও দর্শনের বিষয় হয়। তদ্রূপ জৈবপ্রকৃতিতে ঈশ্বর-প্রেমের প্রাগাভাব থাকিলেও সাধুসঙ্গে ঈশ্বরের বীর্য্যবতী কথায় তাহা পরিগর্ভিত (impregnated) হইলে যথাকালে অধোক্ষজ বস্তুর জন্মলক্ষণ প্রকাশ পায়। অতঃপর সাম্বন্ধিক বস্তুর দর্শনে প্রকৃতিরূপা জীবে ক্রমশঃ শ্রদ্ধা রতি ও ভক্তির উদয় হয়।

'সতাং প্রসঙ্গান্মম বীর্য্যসংবিদো
ভবন্তি হৃৎকর্ণরসায়নাঃ কথাঃ।
তজ্জোষণাদাশ্বপবর্গবর্ত্মনি
শ্রদ্ধারতির্ভক্তিরনুক্রমিষ্যতি॥' (ভাঃ ৩।২৫।২৫)

এই শ্রদ্ধা, রতি, ভক্তি বা প্রেমাদি কোন পৃথক্ পৃথক্ তত্ত্ব নহে, পরন্তু শ্রদ্ধারই ক্রমোৎকর্ষাবস্থা মাত্র। 'শ্রদ্ধা' বলিতে সাধনভক্তি, 'রতি' বলিতে ভাবভক্তি এবং 'ভক্তি' বলিতে প্রেমভক্তি বুঝায়। যেমন, বীজ, বৃক্ষ ও বৃক্ষের পরিপক্ব ফলাদি, তদ্রূপ শ্রদ্ধা ভক্তিকল্প-বৃক্ষের বীজস্বরূপ এবং তাহারই পরিপক্কাবস্থার নাম প্রেম। এই প্রেমই বস্তু বা প্রেমেরই বস্তু শ্রীভগবান্। প্রেমেরই আশ্রয়-বিগ্রহ ভক্ত এবং তাঁহারই বিষয়-বিগ্রহ শ্রীভগবান্। জীবের হৃদয়ে ভাবের উৎকর্ষতায়ই মাত্র তাহা পরিলভ্য হ'ন। অধোক্ষজ বস্তুর পূর্ণ দর্শন হইতেই মাত্র প্রেমের পরিপূর্ণতা। এই প্রেম নিত্যসিদ্ধ—বিষয়-আশ্রয়-বিগ্রহ-সমূহে স্বভাবসিদ্ধ আকার প্রাপ্ত হইলেও তাহা নব-নবায়মানভাবে নিত্য পরি-বর্দ্ধনশীল।

'রাধা-প্রেমা বিভু—যার বাড়িতে নাহি ঠাঞি।
তথাপি সে ক্ষণে ক্ষণে বাড়য়ে সদাই॥'
(চৈঃ চঃ আঃ ৪।১২৮)

"প্রণয়পরিণতাভ্যাং শ্রীভরালম্বনাভ্যাং
প্রতিপদললিতাভ্যাং প্রত্যহং নূতনাভ্যাম্।
প্রতিমুহুরধিকাভ্যাং প্রস্ফুরল্লোচনাভ্যাং
প্রবহতু হৃদয়ে নঃ প্রাণনাথঃ কিশোরঃ॥"
(শ্রীকৃষ্ণকর্ণামৃতম্ ১৩)

[প্রণয়-পরিণত, শোভার আলম্বন, পদে পদে

ললিত, প্রতিদিন নূতন, প্রতিক্ষণ সুখবর্দ্ধনশীল, প্রস্ফুরিত লোচনদ্বয় দ্বারা আমাদের হৃদয়ে কিশোররূপ প্রাণনাথ প্রবহমান হউন।]

"লাগ্ বলি চলি' যায় সিন্ধু তরিবারে।
যশের সিন্ধু না দেয় কূল, অধিক অধিক বাড়ে।"
(চৈঃ ভাঃ আ ১।৭১)

গৌরলীলা ও কৃষ্ণলীলায় কোন ভেদ নাই। উভয়ই প্রেমপর লীলা; পরন্তু বৈশিষ্ট্য এই যে, কৃষ্ণলীলার ভোগলিঙ্গ-সমূহ গৌরলীলায় পরিদৃশ্যমান নহে। সেই বিচারে শ্রীগৌরহরি স্বয়ংরূপ শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র হইলেও ভোক্তৃঅভিমান-রহিত. এবং শ্রীগদাধর পণ্ডিত প্রভু সাক্ষাৎ শ্রীরাধাতত্ত্ব হইলেও সম্পূর্ণরূপে ভোগ্য-লিঙ্গ-রহিত, কেবল শ্রীরাধাভাবময়তত্ত্ব-বিশেষ-রূপেই পরিগণিত। সেই বিচারেই শ্রীগৌর-গদাধরের প্রেম-সম্বন্ধ স্বভাবসিদ্ধ ও অখণ্ড। বলা বাহুল্য, এই মতই শ্রীগৌরনিত্যানন্দ এবং শ্রীগৌরঅদ্বৈতাদি ভক্ত-বৃন্দের মধ্যেও প্রেমের সম্বন্ধ ও প্রেমের অখণ্ডতা বিরাজমান।

শ্রীশচীমাতার অঙ্গনের অনতিদূরেই শ্রীমাধবমিশ্রের অঙ্গন। শচীনন্দন শ্রীগৌরহরি ও মাধবনন্দন শ্রীগদাধরের মধ্যে প্রেম, প্রীতি ও ভালবাসা অতীব শিশুকাল হইতেই। তাঁহারা পরস্পরকে ক্ষনকালও না দেখিয়া থাকিতে পারেন না। নিমাই গয়াধাম হইতে প্রত্যা-বর্ত্তন করতঃ কৃষ্ণপ্রেমের উন্নতাবস্থাপ্রাপ্তি-লীলায় উন্মাদ-লক্ষণ প্রকাশ করিলে রসজ্ঞ ভক্তগণ তদ্দর্শনে অত্যন্ত আনন্দ প্রকাশ করিতে লাগিলেন; কিন্তু অরসজ্ঞ মাৎসর্য্যপরায়ণ পণ্ডিতাভিমানিগণ নানারূপ উপহাস করিতে লাগিল। প্রভুর প্রেমবিকার দর্শনে অনিষ্টা-শঙ্কিত-হৃদয় গদাধরের ম্লানমুখ ও বিষণ্ণ-অন্তঃকরণ। গদাধর সর্ব্বদাই প্রভু-পার্শ্বস্থিত ও প্রভুসেবা নিরত। বালক হইলেও গদাধরকে শচীমাতা দুঃখের দুঃখী ভাবিয়া সেই অসহায়াবস্থায় ক্রোড়ে টানিয়া লইয়া অনেকটা সান্ত্বনা পাইতেন। অতঃপর যখন প্রভু সন্ন্যাস লইয়া শ্রীপুরুষোত্তমধামে চলিয়া যান তখনও গদাধর সকল মায়া কাটাইয়া প্রভুর নিরন্তর সঙ্গ লাভ লালসায় ক্ষেত্রসন্ন্যাস গ্রহণান্তর অখণ্ডভাবে শ্রীপুরীধামে বাস এবং প্রভুর ইচ্ছাক্রমেই তদীয় নিবাসস্থলীর অনতিদূরে শ্রীগোপীনাথের নির্জ্জন টোটায় (কাননে) প্রেমভরে শ্রীগোপীনাথের সেবা করিতেন। শ্রীমন্ মহাপ্রভু, শ্রীমন্ নিত্যানন্দ ও শ্রীমদ্ অদ্বৈতাদি-সহ প্রায়শঃই তাঁহার সহিত তথায় মিলিত হইয়া বিবিধ বৈকুণ্ঠ কথার অবতারণা করিয়া সুখলাভ করিতেন। গদাধরের শ্রীমুখে ধ্রুবচরিত্র ও প্রহ্লাদচরিত্র শতাধিকবার শ্রবণেও প্রভুর শ্রবণ পিপাসা মিটিত না, আরও শুনিতে ইচ্ছা প্রকাশ করিতেন। শ্রীগদাধর প্রেমাশ্রু-সিক্ত হইয়া বারংবার ভাগবতের পত্রাঙ্ক সিক্ত করিয়া পাঠ করায় ভাগবতের অক্ষরগুলি অশ্রুধারায় সিক্ত হইয়া তাঁহার বহু অক্ষর মুছিয়া গিয়াছিল, যাহা উত্তরকালে শ্রীনিবাস আচার্য্যপ্রভু দর্শন করতঃ পরম প্রেমাবিষ্ট হন।

"এইমত প্রভু, প্রিয়-গদাধর-সঙ্গে।
তান মুখে ভাগবত শুনি' থাকে রঙ্গে॥
গদাধর পড়েন সম্মুখে ভাগবত।
শুনিয়া প্রকাশে' প্রভু প্রেমভাব যত॥
প্রহ্লাদ-চরিত্র আর ধ্রুবের চরিত্র।
শতাবৃত্তি করিয়া শুনেন সাবহিত॥
আর কার্য্যে, প্রভুর নাহিক অবসর।
নাম গুণ বলেন শুনেন নিরন্তর॥"
(চৈঃ ভাঃ অঃ ১০।৩২-৩৫)

কোনসময়ে বিনা আহ্বানেই আকস্মিকভাবে প্রভু গদাধরের সহজ সরল রন্ধনের অংশ গ্রহণ পূর্ব্বক তাঁহাকে সুখী দেখিয়া নিজেও তাহাতে পরম সুখ লাভ করেন। মধুর সম্ভাষণে প্রভু গদাধরকে বলিয়াছিলেন,—

"গদাধর, কি তোমার মনোহর পাক।
আমি ত' এমত কভু নাহি খাই শাক॥
গদাধর, কি তোমার বিচিত্র রন্ধন।
তেঁতুলপত্রের কর এমত ব্যঞ্জন॥"
(চৈঃ ভাঃ অঃ ৭।১৫৪-১৫৫)

এইমত প্রেমভরে পার্ষদ ভক্তগণসহ লীলাময় শ্রীগৌরহরি বিবিধ লীলা বিস্তার করতঃ শ্রীপুরুষোত্তমে অবস্থান করিতেছেন। এমতাবস্থায় তিনি কয়েকবার

বৃন্দাবনে যাইবার অভিপ্রায় প্রকাশ করিলে প্রতি বৎসরই শ্রীরামানন্দ রায় ও শ্রীসার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্যাদি ভক্তবৃন্দ প্রভু-বিচ্ছেদের ভয়ে অনেক প্রকার বাধা সৃষ্টি করিয়া প্রভুর যাত্রা স্থগিত করিয়াছিলেন কিন্তু এইবার তিনি শ্রীবিজয়াদশমীর সুপ্রভাতে অবশ্যই শ্রীবৃন্দাবনের পথে প্রস্থান করিলেন।

"জগন্নাথে আজ্ঞা মাগি' প্রভাতে চলিলা।
ওড়িয়া-ভক্তগণ সঙ্গে পাছে চলি' আইলা॥"

(চৈঃ চঃ মঃ ১৬।৯৬)

মহাপ্রভু উৎকলদেশীয় ভক্তগণকে পথিমধ্যে প্রীতি-সম্ভাষণ করতঃ তাঁহাদিগকে গৃহে প্রত্যাবর্ত্তনের আদেশ দিলেন। রাজা প্রতাপরুদ্র প্রভুর গমনপথে বিবিধ প্রেমপর ব্যবস্থা অবলম্বন করিলেন। প্রভুর বিচ্ছেদে রাজা অত্যধিক বিচলিত হইলে রায় রামানন্দ তাঁহাকে বিবিধ সান্ত্বনাবাক্যে প্রবোধ দিলেন। রাজপুরুষগণ এবং তদ্ব্যতীত শ্রীপরমানন্দপুরী, স্বরূপ-দামোদর, জগদানন্দ, মুকুন্দ, গোবিন্দ, কাশীশ্বর, হরিদাস-ঠাকুর, বক্রেশ্বর পণ্ডিত, গোপীনাথ আচার্য্য, দামোদর পণ্ডিত, রামাই ও নন্দাই প্রভৃতি বহু ভক্ত প্রভুর অনুগমন করিলেন। গদাধর পণ্ডিত প্রভুও সঙ্গে চলিতে ইচ্ছা করিলে,—

"ক্ষেত্রসন্ন্যাস না ছাড়িহ'—প্রভু নিষেধিল।"
পণ্ডিত কহে,—"যাঁহা তুমি, সেই নীলাচল।
ক্ষেত্রসন্ন্যাস মোর যাউক রসাতল॥"

মহাপ্রভু পুনঃ বাধা দিয়া বলিলেন,—

প্রভু কহে —"ইঁহা কর গোপীনাথ সেবন।"
পণ্ডিত কহে,—"কোটিসেবা ত্বৎপাদ-দর্শন॥"

ধর্ম্মসেতু সনাতনপুরুষ শ্রীগৌরহরি তখন বলিলেন,—

প্রভু কহে,—"সেবা ছাড়িবে, আমায় লাগে দোষ।
ইঁহা রহি' সেবা কর, আমার সন্তোষ॥"

পণ্ডিত প্রত্যুত্তরে কহিলেন,—

পণ্ডিত কহে,—"সব দোষ আমার উপর।
তোমা-সঙ্গে না যাইব, যাইব একেশ্বর॥
'আই'কে দেখিতে যাইব, না যাইব তোমা লাগি'।
'প্রতিজ্ঞা'-'সেবা'-ত্যাগ-দোষ,—তার আমি ভাগী॥"

(চৈঃ চঃ মধ্য ১৬।১৩০-১৩৫)

এইমত কথনান্তর পণ্ডিতপ্রভু গোষ্ঠী হইতে পৃথক্ হইয়া প্রভুর অনুগমন করিতে লাগিলেন। সকলে কটকে আসিয়া পৌঁছিলে, মহাপ্রভু পণ্ডিতের হৃদ্‌গত ভাব অর্থাৎ গৌর-প্রীতির কথা অবগত হইয়া অন্তরে সন্তোষ হইলেও গদাধরকে নিজ নিকটে আহ্বান পূর্ব্বক তাঁহার হাত ধরিয়া প্রণয়-রোষ প্রকাশ করতঃ বলিলেন,—

"'প্রতিজ্ঞা', 'সেবা' ছাড়িবে,—এ তোমার 'উদ্দেশ'।
যে সিদ্ধ হইল ছাড়ি' আইলা দূর দেশ॥
আমার সঙ্গে রহিতে চাহ,—'বাঞ্ছ' নিজ-'সুখ'।
তোমার দুই ধর্ম্ম যায়,—আমার হয় 'দুঃখ'॥
মোর সুখ চাহ যদি, নীলাচলে চল।
আমার শপথ, যদি আর কিছু বল॥"

(ঐ ১৩৯-১৪১)

এবম্প্রকার উক্তি করিয়াই প্রভু নৌকাতে আরোহণ করিলে গদাধর পণ্ডিত প্রভু তথায়ই মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্যাদি প্রভুর প্রিয়তম পরিকরগণ তাঁহাকে সুস্থ করতঃ সঙ্গে লইয়া নীলাচলে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন।

শুদ্ধ প্রেমময় ভূমিকায় বিষয় ও আশ্রয়-বিগ্রহগণের পরস্পরের মধ্যে কথোপকথন, আচার-আচরণাদি অনেক সময়ে দুর্জ্ঞেয় ও দুর্গম বোধ হইলেও জিজ্ঞাসু বিবুধ জন বিশেষ অভিনিবেশ-সহকারে তন্মধ্যে প্রবেশের যত্ন করিয়া তাহা হইতে বহু কিছু মূল্যবান্ ও কল্যাণপ্রদ তথ্য সংগ্রহ করিয়া থাকেন। প্রেমের ভূমিকায় বিবিধ বিলাস-বৈচিত্র্য দেখা গেলেও তাহা বস্তুতঃ পক্ষে প্রেমই, কখনও কাম নহে। বলাবাহুল্য, প্রেমময় নিত্যভূমিকাস্থিত ব্যক্তির Love and rupture (পুরস্কার ও তিরস্কার) উভয়ই একতাৎপর্য্যপর অর্থাৎ প্রেমপর, ইহাতে সংশয়ের কোন অবকাশই নাই।

স্বধামে শ্রীপুলিনবিহারী চক্রবর্ত্তী

শ্রীপুলিনবিহারী চক্রবর্ত্তী

নিখিল ভারত শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাধ্যক্ষ পরম পূজনীয় শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজের অনুকম্পিত নিষ্কপট, স্নিগ্ধ ও সরল ব্রাহ্মণ শ্রীপুলিনবিহারী চক্রবর্ত্তী বিগত ২৩ অগ্রহায়ণ (১৩৮৪). ইং ৯ ডিসেম্বর শুক্রবার রাত্রি শেষ ঘ ৩-১৪ মিনিটে ৭০ বৎসর বয়সে তাঁহার তেজপুরস্থ বাসগৃহে শ্রীহরিনাম গ্রহণ করিতে করিতে স্বীয় সাধনোচিত ধাম প্রাপ্ত হন। বিগত ১৩১৪ সালের ১৮ই কার্ত্তিক, ইং ১৯০৭ সাল ৪ঠা নভেম্বর তারিখে তিনি পূর্ব্ববঙ্গ অধুনা বাংলাদেশান্তর্গত নোয়াখালি জেলার মধ্যম বালুয়াগ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। দেশবিভাগের পর তিনি তাঁহার জন্মস্থান পরিত্যাগ করতঃ আসাম প্রদেশান্তর্গত তেজপুর সহরে আসিয়া বসবাস করিতে থাকা অবস্থায় বিগত ১৯৬৫ সালে সস্ত্রীক শ্রীল আচার্য্যদেবের শ্রীচরণাশ্রয় গ্রহণ করিয়া শ্রীপুণ্ডরীক দাসাধিকারী নামে পরিচিত হন। তদবধি তিনি সদাচারনিষ্ঠ হইয়া অত্যন্ত নিষ্ঠার সহিত শ্রীহরিনাম গ্রহণ পূর্ব্বক আদর্শ বৈষ্ণব গৃহস্থ জীবন যাপন করিতে-ছিলেন। তেজপুরস্থ শ্রীগৌড়ীয় মঠের সহিত তাঁহার ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ ছিল। তিনি প্রত্যহ পরমাদরে তেজপুরস্থ মঠের বিভিন্ন সেবাকার্য্যাদি সম্পাদন করিতেন। শ্রীগুরুপাদপদ্ম তাঁহার সেবাপ্রাণতা দর্শনে সন্তুষ্ট হইয়া বিগত ১৯৭৩ সালে শ্রীগৌরপূর্ণিমা তিথিতে শ্রীমায়াপুরস্থ শ্রীচৈতন্যবাণী-প্রচারিণী-সভা হইতে তাঁহাকে "সেবা-সৌরভ" শ্রীগৌরাশীর্ব্বাদ-পত্র প্রদান করেন। তাঁহার স্বধাম প্রাপ্তিতে আমরা তেজপুরস্থ মঠের একটি বিশিষ্ট সেবকের অভাব অনুভব করিয়া বিরহ-সন্তপ্ত আছি।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যাম্নায়-নবমাধস্তনান্বয়বর

শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের ১০৪তম শুভাবির্ভাব তিথিতে

শ্রীশ্রীব্যাসপূজা-মহোৎসব

গুরুপরম্পরাগত উপদেশকেই 'সম্প্রদায়' বলে। সদ্গুরু হইতে সচ্ছিন্ন্য-পরম্পরায় অবতীর্ণ উপদেশ বা আম্নায়ই সম্প্রদায়—যাহা সত্যকে সম্যগ্রূপে প্রদান করে। মুণ্ডক (১।১।১) শ্রুতি বলেন—ব্রহ্মাই সম্প্রদায়ের আদি প্রবর্ত্তক। উৎকলে পুরুষোত্তম হইতে চারিটি সংসম্প্রদায়ের উদ্ভব হইয়াছে। তন্মধ্যে ব্রহ্মসম্প্রদায়ই সর্ব্ব প্রাচীন। এই সম্প্রদায়ে ভক্তিরসের আশ্রয়স্বরূপ শ্রীল লক্ষ্মীপতি তীর্থের শিষ্য শ্রীল মাধবেন্দ্র পুরীপাদ; তাঁহা হইতেই শুদ্ধভক্তিধর্ম্ম প্রবর্ত্তিত। তাঁহার শিষ্য শ্রীল ঈশ্বর পুরীপাদ। শ্রীভগবান্ গৌরসুন্দর এই শ্রীঈশ্বর পুরীপাদেরই আশ্রয় গ্রহণের আদর্শ প্রদর্শন করিয়া শ্রীব্রহ্মমাধ্ব-গৌড়ীয় সম্প্রদায় প্রবর্ত্তন করিয়াছেন।

শ্রীপুরুষোত্তমধাম শ্রীরাধাভাবদ্যুতিসুবলিত শ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীরাধাভাবে বিপ্রলম্ভরসাস্বাদন স্থান। সেই ধামে শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের মন্দিরের সন্নিকটে 'নারায়ণ ছাতার' সংলগ্ন গৃহে বিগত ১৮৭৪ খৃষ্টাব্দে ৬ই ফেব্রুয়ারী শুক্রবার মাঘীকৃষ্ণাপঞ্চমী তিথিতে উপরি কথিত শ্রীব্রহ্ম-মাধ্ব-গৌড়ীয় সম্প্রদায় পরম্পরায় শ্রীগৌরকরুণাশক্তিরূপে শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ আবির্ভূত হইয়া বিপ্রলম্ভরসে শ্রীকৃষ্ণা-রাধনার মহান্ আদর্শ প্রদর্শন করিয়াছেন। তাঁহার আবির্ভাবের পর তাঁহার অতিমর্ত্ত্য শক্তিপ্রভাবে শিষ্যপ্রশিষ্যাদিক্রমে অধুনা সমগ্র বিশ্বে কৃষ্ণভক্তি বিস্তার লাভের বাস্তব রূপায়ণ হইতে পদ্মপুরাণোক্ত "হ্যুৎকলে পুরুষোত্তমাৎ" বাক্যের সার্থকতা প্রমাণিত হইতেছে। বিশ্বের সারস্বতগণের পরমোল্লাসের বিষয়—শ্রীল প্রভুপাদের অধস্তন প্রিয়পার্ষদ শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠাধ্যক্ষ ও পরিব্রাজকা-চার্য্য ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজ বিষ্ণুপাদ তাঁহার দীর্ঘ সেবা-প্রচেষ্টার ফলে শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের উক্ত আবির্ভাব-পীঠের সেবা লাভ করিয়াছেন।

বর্ত্তমান বর্ষে শ্রীল প্রভুপাদের আশ্রিত ও আশ্রিতাশ্রিত আমরা দীর্ঘ ১০৩ বৎসর পরে তাঁহার সেই আবির্ভাবপীঠে সকলে একত্র মিলিত হইয়া তাঁহার ১০৪তম আবির্ভাব তিথিতে তদীয় শ্রীপাদপদ্মে পুষ্পাঞ্জলি প্রদানের আশা পোষণ করিতেছি।

শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

নিমন্ত্রণ-পত্র

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ (রেজিষ্টার্ড)

গ্র্যাণ্ড রোড
পোঃ **পুরী** (ওড়িষ্যা)

**"নম ওঁ বিষ্ণুপাদায় কৃষ্ণপ্রেষ্ঠায় ভূতলে।
শ্রীমতে ভক্তিসিদ্ধান্ত-সরস্বতীতি নামিনে॥"**

বিপুল সম্মানপুরঃসর নিবেদন,—

বিপ্রলম্ভরসময়বিগ্রহ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুর আবির্ভাবভূমি শ্রীধাম-মায়াপুরস্থ আকর মঠরাজ শ্রীচৈতন্য মঠ ও বিশ্বব্যাপী তৎশাখা শ্রীগৌড়ীয় মঠসমূহের প্রতিষ্ঠাতা শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যাম্নায়-নবমাধস্তনান্বয়বর শ্রীচৈতন্যবাণী-কীর্ত্তনবিগ্রহ জগদ্‌গুরু ওঁ অষ্টোত্তরশতশ্রী **শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের** ১০৪তম শুভাবির্ভাবতিথি-পূজা বা শ্রীব্যাসপূজা তদীয় প্রিয় অধস্তন ও পার্ষদ এবং শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা ও অধ্যক্ষ ওঁ ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজ বিষ্ণুপাদের সেবোদ্যোগে এ বৎসর শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুর বিপ্রলম্ভ-ভজনক্ষেত্র শ্রীপুরুষোত্তমধামে, শ্রীল প্রভুপাদের আবির্ভাব-পীঠে আগামী ১৬ ফাল্গুন, ২৮ ফেব্রুয়ারী মঙ্গলবার মাঘী কৃষ্ণাপঞ্চমী তিথিতে অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হইয়াছে।

এতদুপলক্ষে আগামী ২৬ ফেব্রুয়ারী রবিবার শ্রীল প্রভুপাদের আবির্ভাবপীঠে শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠানের একটি নূতন শাখা-কেন্দ্রের উদ্বোধন ও ১লা মার্চ্চ বুধবার সংকীর্ত্তনভবনের ভিত্তি-সংস্থাপন-অনুষ্ঠান সম্পন্ন হইবে এবং ১৪ ফাল্গুন, ২৬ ফেব্রুয়ারী রবিবার হইতে ১৮ ফাল্গুন, ২ মার্চ্চ বৃহস্পতিবার পর্য্যন্ত আবির্ভাব-পীঠের সম্মুখস্থ সভামণ্ডপে বিশিষ্ট ব্যক্তিগণের সভাপতিত্বে পাঁচটি ধর্ম্মসভার বিশেষ অধিবেশনে শ্রীল প্রভুপাদের ভুবনমঙ্গল জীবন-চরিতাবলী ও শিক্ষা আলোচনা করিবার ব্যবস্থা করা হইয়াছে।

মহাশয়/মহাশয়া, অনুগ্রহপূর্ব্বক উপরিউক্ত শ্রীব্যাসপূজায়, শ্রীমঠের উদ্বোধন ও ভিত্তি-সংস্থাপন অনুষ্ঠান এবং ধর্ম্মসভাসমূহে সবান্ধব যোগদান করিলে পরমোৎসাহিত হইব। ইতি—

৩০ নারায়ণ, ৪৯১ শ্রীগৌরাব্দ
১০ মাঘ, ১৩৮৪ বঙ্গাব্দ;
২৩ জানুয়ারী, ১৯৭৮ খৃষ্টাব্দ

শ্রীসজ্জনকিঙ্কর
ত্রিদণ্ডিভিক্ষু শ্রীভক্তিবল্লভ তীর্থ,
সম্পাদক

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

নিমন্ত্রণ-পত্র

শ্রীশ্রীনবদ্বীপধাম পরিক্রমা ও শ্রীগৌরজন্মোৎসব

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ
(রেজিষ্টার্ড)
ঈশোদ্যান

পোঃ ও টেলিঃ—শ্রীমায়াপুর
জিলাঃ—নদীয়া
১৭ নারায়ণ, ৪৯১ শ্রীগৌরাব্দ
২৬পৌষ, ১৩৮৪ ; ১১ জানুয়ারী, ১৯৭৮

বিপুল সম্মানপুরঃসর নিবেদন,—

কলিযুগপাবনাবতারী শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর নিত্যপার্ষদ, বিশ্বব্যাপী শ্রীচৈতন্য মঠ ও শ্রীগৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ **শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুরের** কৃপানুসরণে তদীয় প্রিয়পার্ষদ অধস্তনবর শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের অধ্যক্ষ **পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিযতি ওঁ শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী বিষ্ণুপাদের** সেবানিয়ামকত্বে আগামী ২৩ গোবিন্দ, ৩ চৈত্র, ১৭ মার্চ্চ শুক্রবার হইতে ১ বিষ্ণু (৪৯২ শ্রীগৌরাব্দ), ১১ চৈত্র, ২৫ মার্চ্চ শনিবার পর্য্যন্ত পর পৃষ্ঠায় বর্ণিত পরিক্রমা ও উৎসবপঞ্জী অনুযায়ী শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুর আবির্ভাব ও লীলাভূমি এবং ভারতের পূর্ব্বাঞ্চলের সুপ্রসিদ্ধ তীর্থরাজ শ্রবণ-কীর্ত্তনাদি নববিধা ভক্তির পীঠস্বরূপ **১৬ ক্রোশ নবদ্বীপধাম পরিক্রমণ ও শ্রীগৌরাবির্ভাব-তিথিপূজা** উপলক্ষে ভক্তসম্মেলন, নামসংকীর্ত্তন, লীলাগ্রন্থপাঠ, বক্তৃতা, ভোগ-রাগ, মহোৎসব প্রভৃতি বিবিধ ভক্ত্যঙ্গ অনুষ্ঠিত হইবে।

মহাশয়, অনুগ্রহপূর্ব্বক সবান্ধব উপরিউক্ত ভক্ত্যনুষ্ঠানে যোগদান করিলে আমরা পরম আনন্দিত ও উৎসাহিত হইব। ইতি—

নিবেদক—
ত্রিদণ্ডিভিক্ষু শ্রীভক্তিবল্লভ তীর্থ, সেক্রেটারী
ত্রিদণ্ডিভিক্ষু শ্রীভক্তিপ্রসাদ আশ্রম, মঠরক্ষক

বিশেষ দ্রষ্টব্য :—পরিক্রমায় যোগদানকারী ব্যক্তিগণ নিজ নিজ বিছানা ও মশারি সঙ্গে আনিবেন। স্বয়ং যোগদান করিবার সুযোগ না হইলে দ্রব্যাদি ও অর্থাদি দ্বারা সহায়তা করিলেও ন্যূনাধিক ফললাভ ঘটিয়া থাকে। সজ্জনগণ শ্রীনবদ্বীপধাম পরিক্রমণোপলক্ষে সেবোপকরণাদি বা প্রণামী শ্রীমঠরক্ষক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রসাদ আশ্রম মহারাজের নামে উপরিউক্ত ঠিকানায় পাঠাইতে পারেন।

পরিক্রমা ও উৎসব-পঞ্জী *

২৩ গোবিন্দ, ৩ চৈত্র, ১৭ মার্চ্চ শুক্রবার—শ্রীনবদ্বীপধাম-পরিক্রমার অধিবাস-কীর্ত্তনমহোৎসব। সন্ধ্যা ৭ ঘটিকায় ধর্ম্মসভা।

২৪ গোবিন্দ ৪ চৈত্র, ১৮ মার্চ্চ শনিবার—আত্মনিবেদন-ক্ষেত্র শ্রীঅন্তর্দ্বীপ পরিক্রমা। শ্রীমায়াপুর-ঈশোদ্যানস্থ শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, শ্রীনন্দনাচার্য্যভবন, শ্রীযোগপীঠ, শ্রীশ্রীবাস-অঙ্গন, শ্রীঅদ্বৈতভবন, শ্রীল প্রভুপাদের সমাধিমন্দির, শ্রীল গৌরকিশোর দাস বাবাজী মহারাজের সমাধিমন্দির, শ্রীচৈতন্য মঠ ও শ্রীমুরারি গুপ্তের ভবনাদি দর্শন।

২৫ গোবিন্দ, ৫ চৈত্র, ১৯ মার্চ্চ রবিবার—শ্রবণাখ্যভক্তিক্ষেত্র শ্রীসীমন্তদ্বীপ পরিক্রমা। মহাপ্রভুর ঘাট, মাধাইয়ের ঘাট, বারকোণা ঘাট, শ্রীজয়দেবের পাট আদি দর্শন করতঃ গঙ্গানগর, সীমন্তদ্বীপ (সিমুলিয়া), বেলপুকুর, সরডাঙ্গা, শ্রীজগন্নাথ মন্দির, শ্রীধর অঙ্গন, শ্রীচাঁদকাজীর সমাধি আদি দর্শন।

২৬ গোবিন্দ, ৬ চৈত্র, ২০ মার্চ্চ সোমবার—**শ্রীএকাদশীর উপবাস**। কীর্ত্তন ও স্মরণ-ভক্তিক্ষেত্র শ্রীগোদ্রুমদ্বীপ ও শ্রীমধ্যদ্বীপ পরিক্রমা। শ্রীসরস্বতী পার হইয়া শ্রীগোদ্রুমস্থ স্বানন্দ-সুখদকুঞ্জে শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের ভজনস্থলী ও শ্রীসমাধি, সুবর্ণবিহার, দেবপল্লীস্থ শ্রীনৃসিংহদেব, শ্রীহরিহরক্ষেত্র, শ্রীমহাবারাণসী ও শ্রীমধ্যদ্বীপ আদি দর্শন।

২৭ গোবিন্দ, ৭ চৈত্র, ২১ মার্চ্চ মঙ্গলবার—পাদসেবন ভক্তিক্ষেত্র শ্রীকোলদ্বীপ পরিক্রমণ। শ্রীগঙ্গা পার হইয়া কোলদ্বীপে গমন। শ্রীপ্রৌঢ়ামায়া (পোড়ামাতলা) দর্শন ও শ্রীকোলদ্বীপের মহিমা শ্রবণান্তে বিদ্যানগর গমন ও অবস্থান। শ্রীল মাধবেন্দ্র পুরীপাদের তিরোভাব। পূর্ব্বাহ্ণ ঘঃ ৯।৪৫ মিঃ মধ্যে একাদশীর পারণ।

২৮ গোবিন্দ, ৮ চৈত্র, ২২ মার্চ্চ বুধবার—অর্চ্চন-ভক্তি-ক্ষেত্র শ্রীঋতুদ্বীপ পরিক্রমণ। সমুদ্রগড়, চম্পহট্ট, শ্রীগৌরপার্ষদ শ্রীদ্বিজবাণীনাথ-সেবিত শ্রীগৌর-গদাধর, শ্রীজয়দেবের পাট, শ্রীবিদ্যানগর—শ্রীবিদ্যাবিশারদের আলয় ও শ্রীগৌর-নিত্যানন্দ বিগ্রহাদি দর্শন ও বিদ্যানগরে অবস্থান।

২৯ গোবিন্দ, ৯ চৈত্র, ২৩ মার্চ্চ বৃহস্পতিবার—বন্দন-দাস্য-সখ্য-ভক্তিক্ষেত্র শ্রীজহ্নুদ্বীপ, শ্রীমোদদ্রুমদ্বীপ ও শ্রীরুদ্রদ্বীপ পরিক্রমণ। শ্রীজহ্নুমুনির তপস্যাস্থল, শ্রীমোদদ্রুমদ্বীপ, শ্রীল বাসুদেব দত্ত ঠাকুর ও শ্রীল সারঙ্গ মুরারি ঠাকুর সেবিত শ্রীরাধামদনগোপাল ও শ্রীরাধাগোপীনাথ বিগ্রহ, শ্রীল বৃন্দাবন দাস ঠাকুরের শ্রীপাট, বৈকুণ্ঠপুর ও মহৎপুর দর্শনান্তে শ্রীগঙ্গা পার হইয়া শ্রীরুদ্রদ্বীপ দর্শন ও শ্রীমায়াপুর ঈশোদ্যানে প্রত্যাবর্ত্তন। শ্রীগৌরাবির্ভাব অধিবাস কীর্ত্তন। শ্রীকৃষ্ণের বহ্ন্যুৎসব (চাঁচর)।

৩০ গোবিন্দ, ১০ চৈত্র, ২৪ মার্চ্চ শুক্রবার—শ্রীগৌরাবির্ভাব-পৌর্ণমাসীর উপবাস। শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দের বসন্তোৎসব ও দোলযাত্রা। শ্রীচৈতন্য-বাণী-প্রচারিণীসভা ও শ্রীগৌড়ীয় সংস্কৃত বিদ্যাপীঠের বার্ষিক অধিবেশন।

৪৯২ শ্রীগৌরাব্দ ১ বিষ্ণু, ১১ চৈত্র, ২৫ মার্চ্চ শনিবার—পূর্ব্বাহ্ণ ঘঃ ৯।৪২ মিঃ মধ্যে শ্রীগৌর-পূর্ণিমার পারণ। **শ্রীজগন্নাথ মিশ্রের আনন্দোৎসব ও সর্ব্বসাধারণে মহাপ্রসাদ বিতরণ।**

---

* দৈবানুরোধে এই উৎসব-পঞ্জী পরিবর্ত্তনীয়।

কলিকাতা শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের বার্ষিক উৎসব

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাধ্যক্ষ পরম পূজনীয় পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব মহারাজের সেবানিয়ামকত্বে ও সাক্ষাৎ উপস্থিতিতে দক্ষিণ কলিকাতা শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের বার্ষিক উৎসব পূর্ব্ব পূর্ব্ব বৎসরের ন্যায় এ বৎসরও গত ৬ মাঘ, ২০ জানুয়ারী শুক্রবার হইতে ১০ মাঘ, ২৪ জানুয়ারী মঙ্গলবার পর্য্যন্ত পঞ্চদিবসব্যাপী সান্ধ্য ধর্ম্মসভা, শ্রীমঠের অধিষ্ঠাতৃ শ্রীবিগ্রহগণের সুরম্য রথারোহণে সংকীর্ত্তন-শোভাযাত্রাসহ নগর ভ্রমণ প্রভৃতি বিজ্ঞাপিত কার্য্যসূচী অনুসারে নির্ব্বিঘ্নে সম্পন্ন হইয়াছেন।

৮ মাঘ, ২২ জানুয়ারী রবিবার দিবস মঠের অধিষ্ঠাতৃ শ্রীবিগ্রহ শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-রাধানয়ননাথজীউর বিজয় বিগ্রহগণ বিচিত্র বর্ণের বস্ত্র, পতাকা ও পুষ্পমাল্যাদি-দ্বারা পরিশোভিত রথারোহণ পূর্ব্বক বিবিধ বাদ্য-ভাণ্ড ও সংকীর্ত্তন-শোভাযাত্রাসহ অপরাহ্ণ ৩ ঘটিকায় মঠ প্রাঙ্গণ হইতে বহির্গত হইয়া দক্ষিণ কলিকাতার প্রধান প্রধান রাজপথ পরিভ্রমণ করতঃ সন্ধ্যা ৫॥০ ঘটিকায় ৩৫, সতীশ মুখার্জি রোডস্থিত শ্রীমঠের দ্বারদেশে উপস্থিত হইলে ধূপ, দীপ ও চামরাদিদ্বারা রথারূঢ় শ্রীবিগ্রহগণের যথারীতি আরতি সম্পাদন করার পর শ্রীবিগ্রহগণ রথ হইতে অবতরণ পূর্ব্বক শ্রীমন্দিরে প্রবেশ করেন।

১০ মাঘ, ২৪ জানুয়ারী মঙ্গলবার দিবস শ্রীবিগ্রহগণের শুভপ্রাকট্যবাসর শ্রীকৃষ্ণপুষ্যাভিষেক পৌর্ণমাসী তিথিতে পূর্ব্বাহ্ণে শ্রীল আচার্য্যদেবের ইচ্ছানুসারে পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিপ্রমোদ পুরী মহারাজ শ্রীমন্দিরে শ্রীবিগ্রহগণের মহাভিষেক, পূজা, ভোগরাগ ও আরাত্রিকাদি সম্পাদন করেন। শ্রীবিগ্রহগণের অভিষেক দর্শনার্থ অগণিত পুরুষ ও মহিলা ভক্তের সমাবেশে মঠ আজ লোকে লোকারণ্য। খোল-করতালাদি-সহযোগে উচ্চ সংকীর্ত্তন ও মুহুর্মুহুঃ উচ্চ জয়ধ্বনিতে মঠের চতুর্দ্দিক্ মুখরিত হইয়া এক অপূর্ব্ব ভাবাবেশ উত্থিত হইয়াছিল। ভোগারতি সম্পন্ন হইবার পর সমাগত সজ্জন ও মহিলাবৃন্দকে বিচিত্র মহাপ্রসাদ দ্বারা আপ্যায়িত করা হয়।

পূর্ব্বোক্ত পঞ্চদিবসীয় ধর্ম্মসভার সান্ধ্য অধিবেশনে বক্তব্য-বিষয় নির্দ্ধারিত হইয়াছিল যথাক্রমে—(১) ধর্ম্মানুশীলনের উপকারিতা, (২) ঈশ্বর ও জীবের সম্বন্ধ, (৩) আত্মধর্ম্ম বিশ্বে শান্তি ও ঐক্যস্থাপনে সমর্থ, (৪) ভক্তিই সাধ্য ও সাধন এবং (৫) শ্রীহরিনাম সংকীর্ত্তনই যুগধর্ম্ম। সভাপতিরূপে নির্ব্বাচিত হইয়াছিলেন যথাক্রমে—(১) কলিকাতা মুখ্যধর্ম্মাধিকরণের মাননীয় বিচারপতি শ্রীবিমল চন্দ্র বসাক, (২) ঐ মাননীয় বিচারপতি শ্রীসলিল কুমার হাজরা, (৩) ঐ মাননীয় বিচারপতি শ্রীঅমর নাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, (৪) ঐ মাননীয় বিচারপতি শ্রীসলিল কুমার দত্ত এবং (৫) কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য্য ডঃ শ্রীসুশীল কুমার মুখোপাধ্যায়। প্রধান অতিথির আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন যথাক্রমে —(১) শ্রীকাশীনাথ মৈত্র, এম-এল-এ, (২) ওড়িষ্যার পণ্ডিত শ্রীসদাশিব রথশর্ম্মা, (৩) শ্রীজয়ন্ত কুমার মুখোপাধ্যায় এড্‌ভোকেট্, (৪) শ্রীমনুজ চন্দ্র সর্ব্বাধিকারী এবং (৫) ডাঃ শ্রীসুনীল কুমার সেন।

পূজ্যপাদ মঠাধ্যক্ষ শ্রীল আচার্য্যদেব প্রত্যহই দীর্ঘকালব্যাপী গবেষণাপূর্ণ ভাষণ দিয়াছেন। এতদ্ব্যতীত বিভিন্ন দিবসে ভাষণ দিয়াছেন—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তি প্রমোদ পুরী মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিকুমুদ সন্ত মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিবিকাশ হৃষীকেশ মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিসৌরভ ভক্তিসার মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিবিলাস ভারতী মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ, শ্রীঈশ্বরীপ্রসাদ গোয়েঙ্কা, পশ্চিমবঙ্গ সরকারের প্রাক্তন আই-জি-পি শ্রীউপানন্দ মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি।

উৎসবের নিমন্ত্রণ পত্র পাইয়া বিভিন্ন স্থান হইতে বহু বিশিষ্ট সজ্জন ও মহিলা ভক্ত উৎসবে যোগদান করিয়াছিলেন। বহু বিশিষ্ট সজ্জন যাঁহারা জরুরীকার্য্য বশতঃ উপস্থিত হইতে পারেন নাই, তাঁহারা পত্রদ্বারা প্রত্যভিনন্দন জানাইয়াছেন। আমরা বারান্তরে তাঁহাদের প্রত্যভিনন্দন ও ধর্ম্মসভার বিস্তৃত বিবরণ প্রকাশ করিবার আশা পোষণ করিতেছি।

নিয়মাবলী

১। **"শ্রীচৈতন্য-বাণী"** প্রতি বাঙ্গালা মাসের ১৫ তারিখে প্রকাশিত হইয়া দ্বাদশ মাসে দ্বাদশ সংখ্যা প্রকাশিত হইয়া থাকেন। ফাল্গুন মাস হইতে মাঘ মাস পর্য্যন্ত ইহার বর্ষ গণনা করা হয়।

২। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৬'০০ টাকা, ষাণ্মাসিক ৩'০০ টাকা, প্রতি সংখ্যা '৫০ পঃ। ভিক্ষা ভারতীয় মুদ্রায় অগ্রিম দেয়।

৩। পত্রিকার গ্রাহক যে কোন সংখ্যা হইতে হওয়া যায়। জ্ঞাতব্য বিষয়াদি অবগতির জন্য কার্য্যাধ্যক্ষের নিকট পত্র ব্যবহার করিয়া জানিয়া লইতে হইবে।

৪। শ্রীমন্মহাপ্রভুর আচরিত ও প্রচারিত শুদ্ধভক্তিমূলক প্রবন্ধাদি সাদরে গৃহীত হইবে। প্রবন্ধাদি প্রকাশিত হওয়া সম্পাদক-সঙ্ঘের অনুমোদন সাপেক্ষ। অপ্রকাশিত প্রবন্ধাদি ফেরৎ পাঠাইতে সঙ্ঘ বাধ্য নহেন। প্রবন্ধ কালিতে স্পষ্টাক্ষরে একপৃষ্ঠায় লিখিত হওয়া বাঞ্ছনীয়।

৫। পত্রাদি ব্যবহারে গ্রাহকগণ গ্রাহক-নম্বর উল্লেখ করিয়া পরিষ্কারভাবে ঠিকানা লিখিবেন। ঠিকানা পরিবর্ত্তিত হইলে এবং কোন সংখ্যা ঐ মাসের শেষ তারিখের মধ্যে না পাইলে কার্য্যাধ্যক্ষকে জানাইতে হইবে। তদন্যথায় কোনও কারণেই পত্রিকার কর্ত্তৃপক্ষ দায়ী হইবেন না। পত্রোত্তর পাইতে হইলে রিপ্লাই কার্ডে লিখিতে হইবে।

৬। ভিক্ষা, পত্র ও প্রবন্ধাদি কার্য্যাধ্যক্ষের নিকট নিম্নলিখিত ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে।

কার্য্যালয় ও প্রকাশস্থান :—

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ

৩৫, সতীশ মুখার্জ্জী রোড, কলিকাতা-২৬, ফোন-৪৬-৫৯০০।

শ্রীগৌড়ীয় সংস্কৃত বিদ্যাপীঠ

প্রতিষ্ঠাতা—শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাধ্যক্ষ পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিযতি শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজ।

স্থান :—শ্রীগঙ্গা ও সরস্বতীর (জলঙ্গী) সঙ্গমস্থলের অতীব নিকটে শ্রীগৌরাঙ্গদেবের আবির্ভাবভূমি শ্রীধাম-মায়াপুরান্তর্গত তদীয় মাধ্যাহ্নিক লীলাস্থল শ্রীঈশোদ্যানস্থ শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ।

উত্তম পারমার্থিক পরিবেশ। প্রাকৃতিক দৃশ্য মনোরম ও মুক্ত জলবায়ু পরিবেষ্টিত অতীব স্বাস্থ্যকর স্থান।

মেধাবী যোগ্য ছাত্রদিগের বিনা ব্যয়ে আহার ও বাসস্থানের ব্যবস্থা করা হয়। আত্মধর্ম্মনিষ্ঠ আদর্শ চরিত্র অধ্যাপক অধ্যাপনার কার্য্য করেন। বিস্তৃত জানিবার নিমিত্ত নিম্নে অনুসন্ধান করুন।

১) প্রধান অধ্যাপক, শ্রীগৌড়ীয় সংস্কৃত বিদ্যাপীঠ
ঈশোদ্যান, পোঃ শ্রীমায়াপুর, জিঃ নদীয়া

(২) সম্পাদক, শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ
৩৫, সতীশ মুখার্জ্জী রোড, কলিকাতা-২৬

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় বিদ্যামন্দির

৮৬এ, রাসবিহারী এভিনিউ, কলিকাতা-২৬

শিশুশ্রেণী হইতে ৯ম শ্রেণী পর্য্যন্ত ছাত্রছাত্রী ভর্ত্তি করা হয়। শিক্ষাবোর্ডের অনুমোদিত পুস্তক-তালিকা অনুসারে শিক্ষার ব্যবস্থা আছে এবং সঙ্গে সঙ্গে ধর্ম্ম ও নীতির প্রাথমিক কথা ও আচরণগুলিও শিক্ষা দেওয়া হয়। বিদ্যালয় সম্বন্ধীয় বিস্তৃত নিয়মাবলী উপরি উক্ত ঠিকানায় কিংবা শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ৩৫, সতীশ মুখার্জ্জি রোড, কলিকাতা-২৬ ঠিকানায় জ্ঞাতব্য। ফোন নং ৪৬-৫৯০০।

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ হইতে প্রকাশিত গ্রন্থাবলী

(১) প্রার্থনা ও প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা— শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর রচিত—ভিক্ষা ·৭০
(২) শরণাগতি—শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর রচিত— ,, ·৭০
(৩) কল্যাণকল্পতরু ,, ,, ,, ,, ·৮০
(৪) গীতাবলী ,, ,, ,, ,, ·৭০
(৫) গীতমালা ,, ,, ,, ,, ·৮০
(৬) জৈবধর্ম্ম ,, ,, ,, ,, ১২·৫০
(৭) মহাজন-গীতাবলী (১ম ভাগ)—শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর রচিত ও বিভিন্ন মহাজনগণের রচিত গীতিগ্রন্থসমূহ হইতে সংগৃহীত গীতাবলী— ভিক্ষা ১·৫০
(৮) মহাজন-গীতাবলী (২য় ভাগ) ঐ ,, ১·০০
(৯) শ্রীশিক্ষাষ্টক—শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমহাপ্রভুর স্বরচিত (টীকা ও ব্যাখ্যা সম্বলিত)— ,, ·৫০
(১০) উপদেশামৃত—শ্রীল শ্রীরূপ গোস্বামী বিরচিত (টীকা ও ব্যাখ্যা সম্বলিত) ,, ·৬২
(১১) শ্রীশ্রীপ্রেমবিবর্ত—শ্রীল জগদানন্দ পণ্ডিত বিরচিত — ,, ১·২৫
(১২) SREE CHAITANYA MAHAPRABHU, HIS LIFE AND PRECEPTS ; by THAKUR BHAKTIVINODE — Re 1.00
(১৩) শ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীমুখে উচ্চ প্রশংসিত বাঙ্গালা ভাষার আদি কাব্যগ্রন্থ — শ্রীশ্রীকৃষ্ণবিজয় — — — ভিক্ষা ৬·০০
(১৪) ভক্ত-ধ্রুব—শ্রীমদ্ ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ সঙ্কলিত— — ,, ১·৫০
(১৫) শ্রীবলদেবতত্ত্ব ও শ্রীমন্মহাপ্রভুর স্বরূপ ও অবতার— ডাঃ এস্, এন্ ঘোষ প্রণীত — ,, ১·৫০
(১৬) শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা [শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তীর টীকা, শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের মর্ম্মানুবাদ, অন্বয় সম্বলিত] — — ,, ১০·০০
(১৭) প্রভুপাদ শ্রীশ্রীল সরস্বতী ঠাকুর (সংক্ষিপ্ত চরিতামৃত) — ,, ·২৫
(১৮) একাদশীমাহাত্ম্য — — — ,, ২·০০
অতিমর্ত্ত্য বৈরাগ্য ও ভজনের মূর্ত্ত আদর্শ—
(১৯) গোস্বামী শ্রীরঘুনাথ দাস — শ্রীশান্তি মুখোপাধ্যায় প্রণীত — ,, ২·৫০

দ্রষ্টব্যঃ— ভিঃ পিঃ যোগে কোন গ্রন্থ পাঠাইতে হইলে ডাকমাশুল পৃথক্ লাগিবে।

প্রাপ্তিস্থান :— কার্য্যাধ্যক্ষ, গ্রন্থবিভাগ, ৩৫, সতীশ মুখার্জ্জী রোড, কলিকাতা-২৬

মুদ্রণালয় :—
শ্রীচৈতন্যবাণী প্রেস, ৩৪/১এ, মহিম হালদার ষ্ট্রীট, কালীঘাট, কলিকাতা-২৬